NOTES ON

SANSKRIT SELECTIONS

সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহঃ

Prose & Poetry

School Final—1958

For Class X

BY

PANDIT SARADA PRASAD BIDYABHUSAN

PRASAD LIBRARY

PUBLISHERS & BOOK-SELLERS

27, Bidhan Saranee, Calcutta-6

Rs. 6·50

ভূমিকা

Higher Secondary, School Final এবং Pr. ˙ˈ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পণ্ডিত সারদা প্রসাদ বিদ্যাভূষণের সংস্কৃত অর্থপুস্তক সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধির কারণ নিঃসন্দেহে ইহাদের গুণবত্তা ও শ্রেষ্ঠতা। প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যতীত সংস্কৃতের সঠিক অর্থপুস্তক আর একটিও নাই। ছাত্র-ছাত্রীগণ একমাত্র এই বইটির সাহায্যেই আশাতিরিক্ত ফল পাইবে ও সংস্কৃত শিখিতেও পারিবে।

প্রকাশক

CONTENTS

Published by T. P. Bhattacharya, for PRASAD LIBRARY 27, Bidhan Saranee, Calcutta-6 : and Printed by S. K. Pan at MUDRAN NIKETAN, 16, Bhim Ghosh Lane, Calcutta-6

অবদানশতকম্

(একশত মহৎ কর্মের সংকলন গ্রন্থ—The book having a collection of one hundred noble deeds.)

অব—দা+অনট্=অবদানম্। কোনও মহত্ত্বসূচক কর্মকে অবদান বলে। অবদানানাম্ শতকম্ (ষষ্ঠীতৎ)।

শ্রীমতী

ব্যাকরণ, পদটীকা—প্রশস্তা শ্রীঃ অস্যাঃ ইতি শ্রী+প্রশংসার্থে মতুপ্। স্ত্রিয়াম্ ঈপ্। এখানে রাজা অজাতশত্রুর অন্তঃপুরস্থা জনৈকা রমণীকে বুঝাইতেছে বলিয়া সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun)। রবীন্দ্রনাথ ইহারই চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার অনবদ্য "পূজারিণী" কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীমতী' নামমাত্রে ১মা।

ভূমিকা। ভগবান্ বুদ্ধদেব অথবা তাঁহার সম্প্রদায়গত কাহারও কোনও মহৎ কর্মকেই অবদান বলা হইয়াছে। এইরূপ এক শতটি মহৎ কাহিনী এই গ্রন্থ মধ্যে সংকলিত আছে। গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে ইহার একখানি চীনা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে এইরূপ চারখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এইখানি হীনযান সম্প্রদায়ের; অপর তিনখানি মহাযান সম্প্রদায়ের। এই সকল গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের উচ্চস্তরীয় কোনও আলোচনা নাই। মোটের উপর এই সমস্ত গ্রন্থ কথাসাহিত্যজাতীয়।

ভগবান্ বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। উনত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময় তিনি স্বীয় ধর্মের প্রচার করেন। এইরূপে ধর্ম প্রচারের সময়ে তিনি এক এক জায়গাকে কেন্দ্র করিয়া কিছুকাল থাকিতেন

এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে ধর্মপ্রচার করিতেন। আমাদের বর্তমান পাঠ্যাংশটিতে এইরূপ একস্থানে অবস্থান করিবার কথা আছে।

নবম শ্রেণীর অর্থপুস্তকে 'কুণালসুন্দরকথা' গল্পের ভূমিকাও দেখ।

বস্তুসংক্ষেপ। ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের সমীপবর্তী বেণুবন-নামক স্থানে কলকন্দকনিবাপ-নামক গ্রামে অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী সমস্ত রমণীদিগের সহিত বুদ্ধদেবকে দর্শনের নিমিত্ত আসিতেন। একদিন সেই অন্তঃপুরবাসিনীরা রাজার নিকটে নিবেদন জানাইলেন— 'মহারাজ! রাজধানী রাজগৃহ হইতে বেণুবন বহুদূর। আমরা প্রতিদিন সেখানে যাইতে পারি না, অথচ প্রত্যহই তাঁহার সেবা করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। আপনি যদি বুদ্ধদেবের দেহজাত কেশনখাদি গ্রহণ করিয়া আনিয়া এই রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থিত অন্তঃপুরের উপবনমধ্যে স্থাপন করিয়া তদুপরি একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা প্রতিদিনই সেই স্তূপে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া বুদ্ধদেবের সেবার আনন্দ লাভ করিতে পারি।'

রাজা বিম্বিসার তদনুসারে বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাঁহাকে কেশ ও নখ দিলেন। রাজাও অন্তঃপুর মধ্যে সেই কেশ ও নখ সমারোহপূর্বক সংস্থাপিত করিয়া তাহার উপরে মহামূল্য এক স্তূপ রচনা করেন। রাজপরিবারস্থ রমণীরাও তদবধি প্রতিদিন সেই স্তূপ মধ্যে গন্ধপুষ্পধূপদীপমাল্য প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ তথাগতের উপাসনা করিতেন।

কালক্রমে রাজপুত্র অজাতশত্রু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতাকে বধ করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন। এই অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াই তিনি রাজ্যমধ্যে বুদ্ধোপাসনা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। রাজপুরীমধ্যে তিনি প্রচার করিলেন যে, স্তূপে যেন কেহ কোন প্রকার পূজার্চনা প্রভৃতি না করে। এইরূপে সেই স্তূপে পূজা বন্ধ হইয়া গেল। রাজপুরনারীরা স্তূপে পূজা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সেই অন্তঃপুরনারীগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল শ্রীমতী। তিনি একদিন নিজ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সেই স্তূপের মার্জনাদি সংস্কার করিয়া প্রদীপমালার দ্বারা তাহাকে সুসজ্জিত করিলেন। রাজ-

প্রাসাদের উপরিতলে শুইয়া থাকাকালীন রাজা অজাতশত্রু সেই স্তূপকে দীপমালায় সজ্জিত দেখিলেন। প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে উহা শ্রীমতী নাম্নী মহিলার কার্য। শ্রীমতীকে ডাকাইয়া তিনি বলিলেন—'কেন তুমি রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ?' শ্রীমতী উত্তর দিলেন—'আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার পিতা বিম্বিসারের আদেশ লঙ্ঘন করি নাই।' কুপিত হইয়া রাজা চক্রদ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। ধর্মপালন করার জন্য শ্রীমতী প্রাণত্যাগ করায়, এই কাহিনীটি অবদানমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটি লইয়াই তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "পূজারিণী" রচনা করিয়াছেন। তিনি অবশ্য তাঁহার নিজের কল্পনামত কাহিনীটিকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া তাঁহার সুন্দর লেখনীভঙ্গীতে ইহাকে আরও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন।

নামকরণ। শ্রীমতী একজন রাজান্তঃপুরের সামান্য পরিচারিকা। কিন্তু সেই অতি সাধারণ রমণীর মনেও স্বধর্মপালনের জন্য এমন অসাধারণ দৃঢ়তা আসিয়াছিল, যাহাতে সে রাজার কঠোর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া—এমন কি আপনার প্রাণের মায়াকেও অগ্রাহ্য করিয়া নিষিদ্ধস্তূপে পূজাদি করিয়াছিল। স্বধর্মপালনের জন্য এই অনন্যসাধারণ দৃঢ়তার জন্যই এই ঘটনাটি অবদানশতকের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী-ই এই কাহিনীটির প্রধানা নায়িকা; তাহার নামানুসারেই এই গল্পটির নামকরণ সেইজন্য সার্থক হইয়াছে।

বুদ্ধো ভগবান্......পূজাং কুর্যামেতি। (পঙ্‌ক্তি ১-৮)

শব্দার্থ। বুদ্ধঃ ভগবান্ (ভগবান্ বুদ্ধদেব). রাজগৃহম্ উপনিশ্রিত্য (রাজগৃহকে কেন্দ্র করিয়া) বিহরতি (লীলা করিতেছিলেন) বেণুবনে (বেণুবন-নামক স্থানে) কলন্দকনিবাপে (তন্নামক স্থানে)। রাজগৃহে নগরে (রাজগৃহ-নামক নগরে) রাজা বিম্বিসারঃ (বিম্বিসার-নামক রাজা) রাজ্যম্ (তাঁহার রাজ্যকে অর্থাৎ রাজ্যের প্রজাদিগকে) একপুত্রকম্ ইব (একমাত্র পুত্রের মত অর্থাৎ অত্যন্ত স্নেহমমতার সহিত) পালয়তি (পালন করিতেন)। যদা (যখন) রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ (রাজা বিম্বিসার কর্তৃক) ভগবতঃ সকাশাৎ (বুদ্ধদেবের নিকট হইতে) সত্যানি (সত্যজ্ঞানসমূহ) দৃষ্টানি (জ্ঞাত হইল),

তদা (তখন) প্রত্যহং (প্রতিদিন) ভগবন্তম্ (ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকট) উপসংক্রামতি (যাইতেন) সার্ধম্ অন্তঃপুরেণ (অন্তঃপুরবাসিনীদের সহিত)। অথ (অনন্তর) সংপ্রাপ্তে বসন্তকালসময়ে (বসন্তকাল সমাগত হইলে) অন্তঃপুরিকাভিঃ (অন্তঃপুরবাসিনিগণ কর্তৃক) রাজা বিজ্ঞপ্তঃ (রাজা বিম্বিসার নিবেদিত হইলেন) দেব (মহারাজ !) বয়ং (আমরা) ন শক্নুমঃ (পারি না) অহনি অহনি (প্রতিদিন) ভগবন্তম্ উপসংক্রমিতুম্ (ভগবান্ বুদ্ধের নিকটে যাইতে), তৎ (অতএব) সাধু (ভাল হয়) দেবঃ (মহারাজ) অস্মিন্ অন্তঃপুরে (এই অন্তঃপুরমধ্যে) তথাগতস্য (বুদ্ধদেবের) কেশনখস্তূপং (কেশনখের উপরে স্তূপ) প্রতিষ্ঠাপয়েৎ (প্রতিষ্ঠা করিলে), যত্র (যেখানে) বয়ম্ (আমরা) অসকৃৎ (বার বার) পুষ্পৈঃ (ফুলসমূহ দ্বারা) গন্ধৈঃ (চন্দনাদি সুগন্ধ বস্তুসমূহ দ্বারা) মাল্যৈঃ (পুষ্পমাল্যসমূহ দ্বারা) বিলেপনৈঃ (কুঙ্কুমাদি লেপন দ্রব্য দ্বারা) ছত্রৈঃ (ছত্রসমূহ দ্বারা) ধ্বজৈঃ (যন্ত্র-জপমাল্য প্রভৃতি প্রতীকসমূহ দ্বারা) পতাকাভিঃ (পতাকাসমূহ দ্বারা) পূজাং কুর্যাম (পূজা করিতে পারি) ইতি (এই কথা)।

সংস্কৃত অর্থ। বুদ্ধঃ ভগবান্ (প্রত্যক্ষভগবৎস্বরূপঃ বুদ্ধঃ) রাজগৃহম্ (তদভিধেয়ং দেশম্) উপনিশ্রিত্য (আশ্রিত্য) বিহরতি (শোভতে স্ম) বেণুবনে (তন্নামকস্থানে) কলন্দকনিবাপে (তন্নাম্নি গ্রামে)। রাজগৃহে (তদ্দেশে) রাজা বিম্বিসারঃ (বিম্বিসারাখ্যঃ নরপতিঃ) রাজ্যম্ (প্রজাঃ ইত্যর্থঃ) একপুত্রকম্ ইব (একমাত্র তনয়বৎ) পালয়তি (অপালয়ৎ) : যদা (যৎকালে) রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ (তেন নৃপতিনা) ভগবতঃ সকাশাৎ (বুদ্ধদেবস্য সমীপাৎ) সত্যানি (যথার্থ-জ্ঞানানি) দৃষ্টানি (প্রাপ্তানি), তদা (তৎসময়ে) প্রত্যহম্ (অন্বহম্) ভগবন্তম্ (বুদ্ধদেবম্) উপসংক্রামতি (উপতিষ্ঠতে স্ম) সার্ধম্ অন্তঃপুরেণ (অবরোধ-বাসিনীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ)। অথ (অনন্তরং) সংপ্রাপ্তে (সমায়াতে সতি) বসন্তকালসময়ে (বসন্তঋতৌ) অন্তঃপুরিকাভিঃ (অন্তঃপুরবাসিনীভিঃ রমণীভিঃ) রাজা (বিম্বিসারঃ) বিজ্ঞপ্তঃ (নিবেদিতঃ) দেব (প্রভো !) বয়ম্ (অস্মজ্জনাঃ) ন শক্নুমঃ (ন পারয়ামঃ) অহনি অহনি (প্রতিদিনং) ভগবন্তম্ (দেবং বুদ্ধম্) উপসংক্রমিতুম্ (উপগন্তুং), তৎ (অতঃ) সাধু (সুষ্ঠু ভবেৎ) দেবঃ (ভবান্) অস্মিন্ অন্তঃপুরে (অবরোধমধ্যে) তথাগতস্য (বুদ্ধদেবস্য) কেশনখস্তূপং (কেশনখ-নিহিতং স্তূপং) প্রতিষ্ঠাপয়েৎ (সংস্থাপয়েৎ চেৎ), যত্র (যস্মিন্ স্তূপে) বয়ম্

(অন্তঃপুরচারিণ্যঃ) অসকৃৎ (বারং বারং) পুষ্পৈঃ (কুসুমৈঃ) গন্ধৈঃ (চন্দনাদি-গন্ধযুক্তবস্তুভিঃ) মাল্যৈঃ (স্রগ্‌ভিঃ) বিলেপনৈঃ (কুঙ্কুমাদিলেপ্যদ্রব্যৈঃ) ছত্রৈঃ (আতপত্রৈঃ) ধ্বজৈঃ (যন্ত্র-জপ-মাল্যাদ্যৈঃ প্রতীগ্‌ভিঃ) পতাকাভিঃ (ধ্বজৈঃ) পূজাং কুর্যাম (পূজয়েম) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বুদ্ধঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'বিহরতি'; বুধ্‌+ক্ত। বুদ্ধঃ+ভগবান্‌=বুদ্ধো ভগবান্‌ (সন্ধি)। কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার দ্বারা বোধি অর্থাৎ সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়া 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জাগ্রৎ বা জ্ঞানী এই নামে খ্যাত হন।

ভগবান্‌—'বুদ্ধ' পদের বিণ, যদিও ইহা পরে বসিয়াছে। ভগ্‌+বতুপ্‌।

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥"

সমগ্র ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ বীর্য, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য—এই ছয়টিকে ভগ বলা হয়। যাঁহার এই ছয়টি গুণ আছে তাঁহাকে 'ভগবান্‌' বলা হয়। পরম পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিই এই সমস্ত লাভ করিয়া থাকেন।

রাজগৃহম্‌—কর্মণি ২য়া। রাজ্ঞঃ গৃহম্‌ (ষষ্ঠীতৎ); কিন্তু এখানে ইহা স্থান-বিশেষের নাম (Proper Noun) বলিয়া এইরূপ সমাস করা চলিবে না। প্রাচীন মগধের রাজধানী। মহাভারতের যুগে ইহাই গিরিব্রজ নামে পরিচিত। রাজা বিম্বিসার এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বিহারের পাটনা নগরের কয়েক মাইল দূরে 'রাজগির' শহরই প্রাচীন রাজগৃহ। বুদ্ধদেব এখানে অনেক সময়ে বাস করিতেন বলিয়া ইহা বৌদ্ধগণের পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

উপনিশ্রিত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'বুদ্ধঃ'। উপ-নি-শ্রি+ল্যপ্‌। "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্‌"—এই সূত্রে ত্‌ আগম্‌ হইয়াছে।

বিহরতি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'বুদ্ধঃ'। বি-হৃ+লট্‌ তি। অতীতের অর্থে বর্তমান প্রয়োগ; প্রাচীন কাহিনী বর্ণনায় এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

বেণুবনে—অধিকরণে ৭মী। বেণূনাং বনম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। কিন্তু ইহাও স্থানবিশেষের নাম বলিয়া এইরূপ সমাস করা চলিবে না।

কলকন্দকনিবাপে—অধিকরণে ৭মী। এই শব্দটীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা বেণুবন অঞ্চলের কোন অখ্যাত গ্রাম হইবে। এমনও সম্ভব যে সেই গ্রামে সুমিষ্ট কন্দমূলসমূহের (আলু প্রভৃতির) চাষ হইত। কন্দাঃ এব ইতি কন্দকাঃ, কলাঃ (=সুন্দরাঃ) কন্দকাঃ, তে নিতরাম্ উপ্যন্তে অত্র ইতি—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিলে শব্দটি পাওয়া যায়। পাঠান্তরে 'কলকন্দনিবাপে' আছে। পাটনা অঞ্চল ত এখনও আলুর চাষের জন্য খ্যাত।

রাজগৃহে—'নগরে' পদের বিশেষণ। নগরে—অধিকরণে ৭মী।

রাজা—'বিম্বিসারঃ' পদের বিশেষণ।

বিম্বিসারো রাজ্যমেকপুত্রকমিব—বিম্বিসারঃ + রাজ্যম্ + একপুত্রকম্+ ইব (সন্ধি)।

বিম্বিসারঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'পালয়তি'। ইনি খৃঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ পর্যন্ত রাজগৃহে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নৃপশিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

রাজ্যম্—কর্মণি ২য়া।

একপুত্রকম্—উপমান কর্মণি ২য়া। পুত্র+স্বার্থে ক=পুত্রকঃ। একঃ পুত্রকঃ (কর্মধা), তম্। ইব—উপমাবাচক অব্যয়।

পালয়তি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বিম্বিসারঃ'। পা+ণিচ্+লট্ তি। এই পা' ধাতু অদাদিগণীয়। 'পান করা' অর্থে আর একটি পা ধাতু আছে; তাহা ভ্বাদিগণীয় (পিবতি)। এখানে অতীতের অর্থে বর্তমান প্রয়োগ হইয়াছে।

যদা—অব্যয়। যদ্+দা। যদা, তদা, একদা প্রভৃতি 'দা'-প্রত্যয়যুক্ত পদ অব্যয়।

রাজ্ঞা—'বিম্বিসারেণ' পদের বিণ। বিম্বিসারেণ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

ভগবতঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। ভগ+বতুপ্। ভগবৎ শব্দ শ্রীমৎ শব্দের মত। এখানে ভগবতঃ অর্থ ভগবান বুদ্ধদেবের।

সকাশাৎ—অপাদানে ৫মী।

সত্যানি—উক্তে কর্মণি ১মা। 'দৃষ্টানি' পদের উক্তকর্ম।

দৃষ্টানি—'সত্যানি' পদের কৃদন্ত বিণ। দৃশ্+ক্ত+ক্লীং ১মা বহুবঃ।

তদা—অব্যয়। তদ্+দা কালার্থে।

প্রত্যহম্—অব্যয়। অহনি অহনি ইতি বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব।

ভগবন্তম্—কর্মণি দ্বিতীয়া।

উপসংক্রামতি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'রাজা' উহ্য। উপ-সম্-ক্রম্ +লট্ তি। অতীত অর্থে বর্তমান প্রয়োগ।

সার্ধম্—সহার্থবাচী অব্যয়। বিকল্পে সহ, সমম্, সাকম্।

অন্তঃপুরেণ—সহার্থক 'সার্ধং' শব্দ যোগে ৩য়া। অন্তর্গতং পুরম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা)। লক্ষণা অর্থ দ্বারা অন্তঃপুরের অধিবাসিগণকে বুঝাইতেছে।

সংপ্রাপ্তে—'বসন্তকালসময়ে' পদের বিণ। সম্-প্র-আপ্+ক্ত, পুং ৭মী ১ বচন। অথ—অব্যয়।

বসন্তকালসময়ে—ভাবে ৭মী। বসন্তনামকঃ কালঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), স এব সময়ঃ (কর্মধা), তস্মিন্।

অন্তঃপুরিকাভিঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। অন্তঃপুর+ইক, স্ত্রিয়াম্ আপ্। অন্তঃপুরিকাভিঃ+রাজা=অন্তঃপুরিকাভী রাজা (সন্ধি)। 'র' পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র হয়, তাহার লোপ হয় এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, নিঃ+ রোগঃ=নীরোগঃ। রাজা—উক্তে কর্মণি ১মা। 'বিজ্ঞপ্তঃ' ক্রিয়ার উক্ত কর্ম।

বিজ্ঞপ্তঃ—কৃদন্ত-ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+ণিচ্+কর্মবাচ্যে ক্ত। দেব—সম্বোধন।

বয়ম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'শক্নুমঃ'। ন—অব্যয়।

শক্নুমোঽহন্যহনি—শক্নুমঃ+অহনি+অহনি (সন্ধি)। শক্নুমঃ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'বয়ম্'; শক্+লট্ মস্ (উত্তম পুঃ বহুবঃ)। অহনি অহনি—অধিকরণে ৭মী। বীপ্সায়াং দ্বিত্বম্। এক কথায়=প্রত্যহম্, অন্বহম্।

ভগবন্তম্—কর্মণি ২য়া। তম্—অব্যয়।

উপসংক্রমিতুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'বয়ম্'। উপ-সম্-ক্রম্+তুমুন্।

সাধু—ক্রিয়া-বিণ। 'ভবেৎ' এই উহ্য ক্রিয়ার বিণ। ক্রিয়ার বিশেষণে ২য়া হয়। সাধুশব্দ ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দের মত।

দেবঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'প্রতিষ্ঠাপয়েৎ'। দেবঃ+অস্মিন্+অন্তঃপুরে=দেবোঽস্মিন্নন্তঃপুরে (সন্ধি)।

অস্মিন্—'অন্তঃপুরে' পদের বিণ। অন্তঃপুরে—অধিকরণে ৭মী।

তথাগতস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। ইহা বুদ্ধদেবের আর একটি নাম। তথা (=সত্যং) গতং (=জ্ঞানং) যস্য (বহুব্রীহি), তস্য।

কেশনখস্তূপম্—কর্মণি ২য়া। 'প্রতিষ্ঠাপয়েৎ' ক্রিয়ার কর্ম। কেশাশ্চ নখাশ্চ ইতি কেশনখম্ (সমাহার দ্বন্দ্ব)। প্রাণীর অঙ্গবাচক শব্দসমূহের সমাহার দ্বন্দ্ব হয়; সমাহার হইলে উহা ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। কেশনখনিহিতঃ স্তূপঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), তম্।

প্রতিষ্ঠাপয়েৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দেবঃ'। প্রতি—স্থা+ণিচ্+ বিধিলিঙ্ যাৎ।

যত্র—অব্যয়। যদ্+৭মী বিভক্তি স্থানে ত্রল্। ত্রল্ প্রত্যয়যুক্ত পদ অব্যয়।

বয়ম্—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'কুর্যাম'।

অসকৃৎ—অব্যয়। ন সকৃৎ (নঞ্ তৎ)। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞের ন-স্থানে অন্ হয়; ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে অ হয়। যথা ন আহৃতঃ=অনাহৃতঃ; ন সকৃৎ=অসকৃৎ।

পুষ্পৈঃ—করণে ৩য়া। পুষ্পৈর্গন্ধৈর্মাল্যৈর্বিলেপনৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈঃ=পুষ্পৈঃ+ গন্ধৈঃ+মাল্যৈঃ+বিলেপনৈঃ+ছত্রৈঃ+ধ্বজৈঃ (সন্ধি)।

গন্ধৈঃ—করণে ৩য়া। গন্ধ শব্দে সুবাস এবং সুবাস-যুক্ত চন্দনকেও বুঝায়।

মাল্যৈঃ—করণে ৩য়া। মালা শব্দ (স্ত্রী) ও মাল্য শব্দ (ক্লীং), একই অর্থ।

বিলেপনৈঃ—করণে ৩য়া। বি—লিপ্+অনট্। কুঙ্কুম চন্দন প্রভৃতিকে বিলেপন (cosmetic) বলে।

ছত্রৈঃ—করণে ৩য়া। 'ছত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

ধ্বজৈঃ—করণে ৩য়া। ধ্বজ শব্দে চিহ্ন ও পতাকা দুইই বুঝায়। কিন্তু পতাকা শব্দটি পরে পৃথক্‌ভাবে দেওয়া থাকায় এখানে ধ্বজ অর্থে চিহ্নকেই বুঝিতে হইবে। এখনও তান্ত্রিক পূজাদিতে যন্ত্র নাম দিয়া বিশেষ কতকগুলি ধাতুনির্মিত বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তখনকার দিনে বৌদ্ধপূজা পদ্ধতিতেও হয়ত তাহাই ছিল।

পতাকাভিঃ—করণে ৩য়া। পূজাম্—কর্মণি ২য়া।

কুর্যাম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বয়ম্'। কৃ+বিধিলিঙ্ যাম।

ইতি—অব্যয়। কুর্যাম+ইতি=কুর্যামেতি (সন্ধি)।

বাচ্যান্তর। বুদ্ধেন ভগবতা…বিহ্রিয়তে…।…রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ রাজ্যম্ (১মা) একপুত্রকম্ (১মা)…পাল্যতে।…রাজা বিম্বিসারঃ…সত্যানি (২য়া) দৃষ্টবান্…তেন ভগবান্ উপসংক্রম্যতে…।…অন্তঃপুরিকাঃ রাজানং বিজ্ঞপ্তবত্যঃ…

অস্মাভিঃ ন শক্যতে,…দেবেন…কেশনখস্তূপঃ প্রতিষ্ঠাপ্যেত…অস্মাভিঃ…পূজা ক্রিয়েত…।

অনুবাদ। ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহে থাকিয়া বেণুবনে কলকন্দকনিবাপে বিহার করিতেন। রাজা বিম্বিসার রাজগৃহ নগরে থাকিয়া রাজ্যকে (প্রজাদের) একমাত্র পুত্রের মত পালন করিতেন। যখন রাজা বিম্বিসার ভগবান্ বুদ্ধের নিকট হইতে সত্যজ্ঞান লাভ করিলেন, তখন তিনি প্রতিদিন অন্তঃপুর-রমণীদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিকটে যাইতেন। অনন্তর বসন্ত সময় সমাগত হইলে অন্তঃপুর-বাসিনীরা রাজার নিকটে নিবেদন করিল—'দেব! আমরা প্রত্যহ বুদ্ধদেবের নিকটে যাইতে পারি না। অতএব আপনি যদি এই অন্তঃপুরমধ্যে তথাগতের কেশনখবিশিষ্ট একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়; আমরা সেখানে পুষ্প-চন্দন-মাল্য-কুঙ্কুমাদি ছত্র-ধ্বজ ও পতাকাসমূহ দ্বারা বারংবার তাঁহার পূজা করিতে পারি।'

Trans.—Lord Buddha, while in Rajagriha, would put up at Kalakandakanibapa in Venubana. In Rajagriha, King Bimbisara ruled over his kingdom (with affection) like an only son. When King Bimbisara obtained the true knowledge from the Lord, he would go everyday to visit him along with the ladies of the harem. Then, as the spring time came on, the ladies appealed to the king—'Your Majesty! We are unable to go on a visit to the Lord everyday. So it would be well, if Your Majesty can have a stupa (*i.e.*, holy mound) founded in this apartment upon the hair and nails of the Lord. We can visit it off and on, and worship with flowers, sandals, wreaths, ointments, umbrellas, models and banners.'

রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ……কুর্বন্তি। (পঙ্‌ক্তি ৮-১২)

শব্দার্থ। রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ (রাজা বিম্বিসার কর্তৃক) ভগবান্ (বুদ্ধদেব) বিজ্ঞপ্তঃ (নিবেদিত হইলেন)—দীয়তাম্ (প্রদান করুন) অস্মভ্যম্ (আমাকে) কেশনখম্ (আপনার চুল ও নখ) যেন (যাহাতে) বয়ম্ (আমি) তথাগতস্তূপম্ (আপনার সম্মানার্থ স্তূপ) অন্তঃপুরমধ্যে (অন্তঃপুরে) প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ (প্রতিষ্ঠা করিতে পারি) ইতি। ভগবতা (বুদ্ধদেব কর্তৃক) কেশনখম্ (কেশ ও নখ) দত্তম্ (দেওয়া হইল)। রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ (রাজা বিম্বিসার কর্তৃক) মহতা সৎকারে

(পরম সমাদরে ও সম্মানের সহিত) অন্তঃপুরসহায়েন (অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের সাহায্যে) তথাগতস্য (বুদ্ধদেবের) কেশনখস্তূপঃ (কেশ ও নখের উপর স্তূপ) অন্তঃপুরমধ্যে (অন্তঃপুরের ভিতরে) প্রতিষ্ঠাপিতঃ (প্রতিষ্ঠা করা হইল)। তত্র চ (এবং সেইখানে) অন্তঃপুরিকাঃ (অন্তঃপুরবাসিনিগণ) দীপ-ধূপ-পুষ্প-গন্ধ-মাল্য-বিলেপনৈঃ (প্রদীপ, ধূপ, ফুল, চন্দন, মালা ও লেপ্যবস্তু-সমূহ দ্বারা) অভ্যর্চনম্ (পূজা) কুর্বন্তি (করিতেন)।

সংস্কৃত অর্থ। রাজ্ঞা (নৃপেণ) বিম্বিসারেণ, ভগবান্ (বুদ্ধদেবঃ) বিজ্ঞপ্তঃ (নিবেদিতঃ অভবৎ)—দীয়তাম্ (যচ্ছতু) অস্মভ্যম্ (মহ্যম্) কেশনখম্ (ভবতঃ কেশান্ নখান্ চ) যেন (যথা) বয়ম্ (অহম্) তথাগতস্তূপম্ (ভবতঃ তথাগতস্য সম্মানার্থং স্তূপম্) অন্তঃপুরমধ্যে, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ (প্রতিষ্ঠিতং কুর্মঃ) ইতি। ভগবতা (বুদ্ধেন) কেশনখম্ (কেশাঃ নখাশ্চ) দত্তম্ (প্রদত্তাঃ)। রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ, মহতা (পরমেণ) সৎকারেণ (সমাদরেণ সসম্মানং, পূজানন্তরম্ ইত্যর্থঃ) অন্তঃপুর-সহায়েন (অন্তঃপুরস্থিতানাং রমণীনাং সাহায্যেন) তথাগতস্য (বুদ্ধদেবস্য) কেশনখস্তূপঃ (মধ্যে কেশান্ নখান্ চ সংস্থাপ্য তদুপরি নির্মিতঃ স্তূপঃ) অন্তঃপুরমধ্যে প্রতিষ্ঠাপিতঃ (তস্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠাকারিতা)। তত্র চ (তস্মিন্ চ অন্তঃপুরে) অন্তঃপুরিকাঃ (অন্তঃপুরবাসিন্যঃ) দীপ-ধূপ-পুষ্প-গন্ধ-মাল্য-বিলেপনৈঃ (এতৈঃ উপচারদ্রব্যৈঃ) অভ্যর্চনং (সম্যক্ পূজাং) কুর্বন্তি (সম্পাদয়ন্তি স্ম)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

রাজ্ঞা—'বিম্বিসারেণ' পদের বিণ। রাজন্+৩য়া ১বচন।

বিম্বিসারেণ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

ভগবান্—উক্তে কর্মণি ১মা, ক্রিয়া 'বিজ্ঞপ্তঃ'; ভগ+বতুপ্। ভগবান্—বুদ্ধদেব।

বিজ্ঞপ্তঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+ণিচ্+কর্মবাচ্যে ক্ত।

দীয়তাম্—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ভবতা উহ্য। দা+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্।

অস্মভ্যম্—সম্প্রদানে ৪র্থী। বিশেষণ যুক্ত না হইলে অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের এক বচন স্থানে বিকল্পে বহুবচন হয়। ইহাকে 'গৌরবে বহুবচন' বলে।

কেশনখম্—উক্তে কর্মণি ১মা। 'দীয়তাম্' ক্রিয়ার কর্ম। কেশাশ্চ নখাশ্চ (সমাহার দ্বন্দ্ব), তৎ। প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ সমাহারঃ একবচনং চ।

যেন—হেতৌ ৩য়া।

বয়ম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ'। এখানেও বিশেষণহীন অস্মদ্ শব্দের একবচনার্থে বিকল্পে বহুবচন হইয়াছে।

তথাগতস্তূপম্—কর্মণি ২য়া। তথা গতং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ, তস্মৈ স্তূপঃ (৪র্থীতৎ), তম্।

অন্তঃপুরমধ্যে—অধিকরণে ৭মী। অন্তঃস্থিতং পুরম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); তস্য মধ্যম্ (৬ষ্ঠী তৎ), তস্মিন্।

প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বয়ম্'। প্রতি-স্থা+ণিচ্+লট্ মস্ (উত্তমপুরুষ বহুবচন)। ইতি—বাক্যসমাপক অব্যয়।

ভগবতা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'দত্তম্'।

কেশনখম্—উক্তে কর্মণি ১মা। 'দত্তম্' ক্রিয়ার উক্তকর্ম। কেশাশ্চ নখাশ্চ (সমাহার দ্বন্দ্ব)। প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ সমাহারঃ একবচনং চ।

দত্তম্—কৃদন্ত ক্রিয়া। কর্তা 'ভগবতা', কর্ম 'কেশনখম্'। দা+ক্ত কর্মবাচ্যে।

রাজ্ঞা—'বিম্বিসারেণ' পদের বিশেষণ। রাজন্+৩য়া একবচন।

বিম্বিসারেণ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'প্রতিষ্ঠাপিতঃ'।

মহতা—'সৎকারেণ' পদের বিশেষণ।

সৎকারেণ—সহার্থে ৩য়া। সন্ কারঃ (কর্মধা), তেন। সৎ-কৃ+ঘঞ্। সৎকার অর্থ সমাদর, সম্মান, পূজা প্রভৃতি।

অন্তঃপুরসহায়েন—সৎকারেণ পদের বিণ। অন্তঃপুর অর্থে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ। অন্তঃপুরং সহায়ো যস্মিন্ কর্মণি (বহুব্রীহিঃ), তেন।

তথাগতস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

কেশনখস্তূপঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। ক্রিয়া 'প্রতিষ্ঠাপিতঃ', কেশাশ্চ নখাশ্চ (সমাহার দ্বন্দ্ব), তৎসম্বলিতঃ স্তূপঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা)।

অন্তঃপুরমধ্যে—অধিকরণে ৭মী। কেশনখস্তূপঃ+অন্তঃপুরমধ্যে=কেশনখস্তূপোঽন্তঃপুরমধ্যে (সন্ধি)।

প্রতিষ্ঠাপিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'বিম্বিসারেণ', কর্ম 'কেশনখস্তূপঃ'। প্রতি-স্থা+ণিচ্+কর্মবাচ্যে-ক্ত। আকারান্ত ধাতুর পরে ণিচ্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর পর প্ আগম হয়।

তত্র—অব্যয়, 'অন্তঃপুরে' পদের বিণ। চ—অব্যয়।

অন্তঃপুরে—অধিকরণে ৭মী। চ+অন্তঃপুরে=চান্তঃপুরে (সন্ধি)।

অন্তঃপুরিকাঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'কুর্বন্তি'।

দীপধূপপুষ্পগন্ধমাল্যবিলেপনৈঃ—করণে ৩য়া। দীপাশ্চ ধূপাশ্চ পুষ্পাণি চ গন্ধাশ্চ মাল্যানি চ বিলেপনানি চ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব), তৈঃ।

অভ্যর্চনম্—কর্মণি ২য়া। অভি-অর্চ্+অনট্। অর্থ—পূজা।

কুর্বন্তি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'অন্তঃপুরিকাঃ'। কৃ+লট্ অন্তি।

বাচ্যান্তর।...রাজা বিম্বিসারঃ ভগবন্তং বিজ্ঞপ্তবান্—দদাতু (ভবান্)...... অস্মাভিঃ তথাগতস্তূপঃ...প্রতিষ্ঠাপ্যতে...। ভগবান্ কেশনখং (২য়া) দত্তবান্। রাজা বিম্বিসারঃ ......কেশনখস্তূপম্......প্রতিষ্ঠাপিতবান্। অন্তঃপুরিকাভিঃ ......অভ্যর্চনং (১মা) ক্রিয়তে।

অনুবাদ। রাজা বিম্বিসার ভগবান্ বুদ্ধের নিকট নিবেদন করিলেন—"আপনার কিছু কেশ ও নখ আমাকে দিন, যাহাতে আমি অন্তঃপুরমধ্যে (তাহার উপর) তথাগত-স্তূপ প্রতিষ্ঠা করাইতে পারি।" ভগবান্ তাঁহার কেশ ও নখ দিলেন। রাজা বিম্বিসার বহু সমাদরে অন্তঃপুররমণীদের সহযোগিতায় অন্তঃপুরের মধ্যে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখের উপর একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করাইলেন। সেই অন্তঃপুরে অন্তঃপুরচারিণিগণ ধূপদীপপুষ্পমাল্যচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিতেন।

Trans. King Bimbisara prayed to Buddha of True Knowledge—"Please give unto me your hair and nails, so that I may get a *stupa* erected upon them in the inner apartments." The Holy Lord gave him the hair and nails. Over them King Bimbisara had a *stupa* built with great honour with the assistance of the ladies of the *harem*. There in the inner apartments the ladies used to worship with lamps, incense, sandals, flowers and ointments.

যদা পুনা রাজ্ঞা......প্রহীণা ইতি। (পঙ্‌ক্তি ১৩—১৯)

শব্দার্থ। যদা পুনঃ (যখন আবার) রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা (রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক) পিতা ধার্মিকঃ ধর্মরাজঃ (ধার্মিক পিতা বিম্বিসার) জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ (জীবন হইতে বিচ্যুত হইলেন) স্বয়ং চ (এবং নিজে) রাজ্যং প্রতিপন্নঃ (রাজ্য গ্রহণ করিলেন), তদা (তখন) ভগবচ্ছাসনে (সেই শক্তিশালী রাজার রাজ্যে)

সর্বদেয়ধর্মাঃ (সকলকে দান করা যায় এমন ধর্মগুলি অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠানসমূহ) সমুচ্ছিন্নাঃ (উন্মূলিত হইল)। ক্রিয়াকারশ্চ (এবং কার্যকরী ঘোষণা) কারিতঃ (করান হইল) কেনচিৎ (কাহারও দ্বারা) তথাগতস্তূপে (বুদ্ধদেবের স্তূপে) কারাঃ (পুজানুষ্ঠান) ন কর্তব্যাঃ (করা চলিবে না) ইতি (এই)। তদা (তখন) তত্র কেশনখস্তূপে (সেই কেশ ও নখের উপর নির্মিত স্তূপে) কশ্চিৎ (কোনজন) সংমার্জনং (ঝাড়া-মোছা) দীপধূপপুষ্পদানং বা (কিংবা ধূপ-দীপ-ফুল প্রভৃতি দেওয়া) ন কুরুতে (করিত না)। ততঃ (সেই-হেতু) অন্তঃপুরিকাঃ (অন্তঃপুরবাসিনীরা) কেশনখস্তূপং তথাবিধং (কেশনখসংবলিত পুণ্য স্তূপকে সেই অবস্থায়) রাজানং চ বিম্বিসারং (এবং রাজা বিম্বিসারকে) অনুস্মৃত্য (মনে করিয়া) করুণকরুণং (অতিশয় দুঃখের সহিত) রোদিতুম্ আরব্ধাঃ (কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন)—হা কষ্টং (কি দুঃখ)! ধর্মরাজবিয়োগাৎ (বিম্বিসারের মরণ হেতু) বয়ং (আমরা) পুণ্যাৎ প্রহীণাঃ (পুণ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি) ইতি (এই কথা বলিয়া)।

সংস্কৃত অর্থ। যদা পুনঃ (পুনশ্চ যৎসময়ে) রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা (তন্নামকেন নৃপতিনা) পিতা (স্বজনকঃ) ধার্মিকঃ (ধর্মপরায়ণঃ) ধর্মরাজঃ (বিম্বিসারঃ) জীবিতাৎ (প্রাণেভ্যঃ) ব্যবরোপিতঃ (বিচ্যুতো বভূব) স্বয়ং চ (আত্মনা চ) রাজ্যং, প্রতিপন্নঃ (গৃহীতবান্) তদা (তস্মিন্‌কালে) ভগবচ্ছাসনে (রাজ্ঞঃ অজাতশত্রোঃ রাজ্যমধ্যে) সর্বদেয়ধর্মাঃ (সর্বেভ্যঃ দানযোগস্য ধর্মস্যাচারাঃ) সমুচ্ছিন্নাঃ (উন্মূলিতাঃ)। ক্রিয়াকারশ্চ (কার্যকরী ঘোষণা চ) কারিতঃ (অনুষ্ঠিতঃ) কেনচিৎ (জনেন) তথাগতস্তূপে (বুদ্ধস্তূপে) কারাঃ (পূজাঃ) ন কর্তব্যাঃ (করণীয়াঃ) ইতি। তদা (তৎকালে) তত্র কেশনখস্তূপে (তস্মিন্ কেশনখসংবলিতস্তূপে) কশ্চিৎ (কোঽপি জনঃ) সংমার্জনং (মার্জনাদিসংস্কারং) দীপধূপপুষ্পদানম্ (উপচারাণাং প্রদানং) ন কুরুতে (ন করোতি)। ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অন্তঃপুরিকাঃ (অন্তঃপুরচারিণ্যঃ) কেশনখস্তূপং, তথাবিধং (তাদৃগবস্থাসম্পন্নং) রাজানং চ (নৃপতিং চ) বিম্বিসারম্ অনুস্মৃত্য (স্মৃত্বা) করুণকরুণম্ (অতিকরুণং) রোদিতুম্ আরব্ধাঃ (ক্রন্দিতুম্ আরভন্ত)—হা কষ্টং (কষ্টং ভোঃ)! ধর্মরাজবিয়োগাৎ (বিম্বিসারস্য রাজ্ঞঃ মরণকারণাৎ) বয়ং পুণ্যাৎ (সৎকর্মণঃ) প্রহীণাঃ (বিচ্যুতাঃ) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

যদা—অব্যয়। যদ্+কালার্থে দা।

পুনঃ—অব্যয়। পুনঃ+রাজা=পুনা রাজা [সন্ধি। র পরে আছে বলিয়া বিসর্গের লোপ হইয়াছে এবং তাহার পূর্বের হ্রস্ব স্বর (অ-কার) দীর্ঘ (আ-কার) হইয়াছে।]

রাজা—'অজাতশত্রুণা' পদের বিণ। রাজন্+৩য়া ১বচন।

অজাতশত্রুণা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'ব্যবরোপিতঃ' ও 'প্রতিপন্নঃ'। ন জাতঃ (নঞ্‌তৎ), অজাতঃ শত্রুঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), তেন। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের সংজ্ঞা (Proper Noun) বলিয়া এ সমাস করা চলিবে না। অজাতশত্রু বিম্বিসারের পুত্র; পিতা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও ইনি হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু ধর্মকে রাজধর্ম করিবার জন্য পিতাকে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হন। পরে ইনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। অজাতশত্রুই বিখ্যাত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

পিতা—'ধর্মরাজঃ' পদের বিণ। পা+তৃচ্। পিতৃ শব্দ ভ্রাতৃ শব্দবৎ।

ধার্মিকো ধর্মরাজো জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ=ধার্মিকঃ+ধর্মরাজঃ+জীবিতাৎ+ব্যবরোপিতঃ (সন্ধি)।

ধার্মিকঃ—'ধর্মরাজঃ' পদের বিণ। ধর্ম+ষ্ণিক।

ধর্মরাজঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। 'ব্যবরোপিতঃ' কৃদন্ত পদের কর্ম। ধর্মস্য রাজা (৬ষ্ঠীতৎ); "রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্" এই সূত্রে সমাসান্ত টচ্ হওয়ায় অকারান্ত হইয়াছে। নর শব্দের মত রূপ। বিম্বিসার ভগবান্ বুদ্ধের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষক ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণের নিকটে ধর্মরাজ ছিলেন।

জীবিতাৎ—অপাদানে ৫মী। জীব্+ক্ত ভাবে।

ব্যবরোপিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কর্তা 'অজাতশত্রুণা', কর্ম 'ধর্মরাজঃ'। বি-অব-রুহ্+ণিচ্ (=রোপি)+কর্মবাচ্যে ক্ত। স্বয়ং, চ—অব্যয়।

রাজ্যম্—কর্মণি ২য়া। তদা—অব্যয়, তদ্+কালার্থে দা।

প্রতিপন্নঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'অজাতশত্রুণা'। প্রতি-পদ্+ক্ত কর্তরি।

ভগবচ্ছাসনে—অধিকরণে ৭মী। ভগবতঃ শাসনং (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। রাজা অজাতশত্রু প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। শাসন অর্থে এখানে শাসনাধীন রাজ্যকে বুঝাইতেছে।

সর্বদেয়ধর্মাঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'সমুচ্ছিন্নাঃ', সর্বেভ্যঃ দেয়াঃ (৪র্থীতৎ); সর্বদেয়াঃ ধর্মাঃ (কর্মধা)। ধর্ম শব্দে ধর্মানুগত আচার অনুষ্ঠানসমূহকে বুঝাইতেছে। দা+যৎ=দেয় ; অর্থাৎ দিবার যোগ্য।

সমুচ্ছিন্নাঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'সর্বদেয়ধর্মাঃ'। সম্-উৎ-ছিদ্+ক্ত।

ক্রিয়াকারঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। ক্রিয়া 'কারিতঃ', ক্রিয়াণাং কারঃ যেন (বহুব্রীহিঃ) সঃ। যে আদেশের দ্বারা কার্যাদির সম্পাদনা ঘটে (Executive orders)। কৃ+শ, ম্রিয়মাপ্=ক্রিয়া। কৃ-ঘঞ্=কারঃ (সম্পাদন)। ক্রিয়াকারঃ+চ=ক্রিয়াকারশ্চ (সন্ধি)। চ, ন—অব্যয়।

কারিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'কেনচিৎ'। কৃ+ণিচ্+কর্মণি-ক্ত।

কেনচিৎ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। অনিশ্চয়ার্থে চিৎ ও চন প্রত্যয় দুইটি বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরই প্রযুক্ত হয়।

তথাগতস্তূপে—অধিকরণে ৭মী। তথাগতায় স্তূপঃ (৪র্থীতৎ), তস্মিন্।

কারাঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। কৃ+ঘঞ্। কারাঃ=পূজাকার্য।

কর্তব্যাঃ—কৃদন্ত-ক্রিয়া। কৃ+তব্য। কর্তব্যাঃ+ইতি=কর্তব্যা ইতি।

ইতি—অব্যয়। ('ইতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'এই'। কিন্তু ইহা সমস্ত বক্তব্যটির শেষে থাকে বলিয়া অনেকের ধারণা 'ইতি' মানে 'শেষ'। ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

কেশনখস্তূপে—অধিকরণে ৭মী। তদা, তত্র, ন—অব্যয়। তদ্+ত্রল্=তত্র।

কশ্চিৎ—কর্তরি ১মা। কঃ+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)।

সংমার্জনম্—কর্মণি ২য়া, ক্রিয়া 'কুরুতে', সম্-মৃজ্+অনট্।

দীপধূপপুষ্পদানম্—কর্মণি ২য়া, ক্রিয়া 'কুরুতে' ; দীপাশ্চ ধূপাশ্চ পুষ্পাণি চ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব); তেষাং দানম্ (৬ষ্ঠীতৎ)। বা—অব্যয়, বিকল্পবাচী।

কুরুতে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'কশ্চিৎ' ; কৃ+লট্ তে। কৃ ধাতু উভয়পদী।

ততোঽন্তঃপুরিকাঃ—ততঃ+অন্তঃপুরিকাঃ (সন্ধি)। ততঃ—অব্যয়। তদ্+৫মী স্থানে তস্।

অন্তপুরিকাঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'আরব্ধাঃ'।

কেশনখস্তূপম্—কর্মণি ২য়া। 'অনুস্মৃত্য' ক্রিয়ার কর্ম।

তথাবিধম্—কেশনখস্তূপম্ পদের বিধেয় বিশেষণ। তথা বিধা যস্ত (বহুব্রীহি) তম্। অথবা ইহা 'বিদ্বিলায়ম্' পদের বিশেষণ।

রাজানম্—'বিম্বিসারম্' পদের বিণ। বিম্বিসারম্—কর্মণি ২য়া।

অনুস্মৃত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'অন্তঃপুরিকাঃ'। অনু-স্মৃ+ল্যপ্। "হ্রস্বস্য পিতিকৃতিতুক্" ইতি ত্ আগম।

করুণকরুণম্—ক্রিয়া-বিণে ২য়া। "প্রকারে গুণবচনস্য" ইতি দ্বিত্বম্।

রোদিতুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া। রুদ্+তুমুন্।

আরব্ধাঃ—কৃদন্ত-ক্রিয়া। কর্তা 'অন্তঃপুরিকাঃ', আ-রভ্+ক্ত কর্তরি।

হা—অব্যয়। খেদসূচক। কষ্টম্—হা-শব্দযোগে ২য়া।

ধর্মরাজবিয়োগাৎ—হেতৌ ৫মী। ধর্মস্য রাজা (৬ষ্ঠীতৎ); ধর্মরাজস্য বিয়োগঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তস্মাৎ। সমাসান্ত টচ্ 'অ' প্রত্যয়।

বয়ম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রহীণাঃ'। পুণ্যাৎ—অপাদানে ৫মী।

প্রহীণাঃ—কৃদন্ত-ক্রিয়া। প্র-হা+ক্ত। প্র উপসর্গের পরিস্থিত "হীন" শব্দের ন মূর্ধন্য ণ হইয়াছে। প্রহীণাঃ=বিচ্যুত। ইতি—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। ......রাজা অজাতশত্রুঃ পিতরং ধার্মিকং ধর্মরাজং...... ব্যবরোপিতবান্......(তেন) রাজ্যং (১মা) প্রতিপন্নম্,......সর্বদেয়ধর্মৈঃ সমুচ্ছিন্নম্। (সঃ) ক্রিয়াকারং চ কারিতবান্...কশ্চিৎ......কারান্ কুর্যাৎ...। ......কেনচিৎ সংমার্জনং (১মা) দীপধূপদানং (১মা)......ক্রিয়েতে।... ...অন্তঃপুরিকাভিঃ......আরব্ধম্......অস্মাভিঃ......প্রহীণম্...।

অনুবাদ। যখন আবার রাজা অজাতশত্রু ধর্মপরায়ণ পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিলেন এবং নিজে রাজ্যগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার রাজ্যমধ্যে সকলের নিকট দানযোগ্য বৌদ্ধধর্মের আচারসমূহ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইল। তিনি ঘোষণা করাইলেন যে বুদ্ধের স্তূপে কেহ যেন কোন অর্চনাদি না করে। তদবধি সেই কেশনখবিশিষ্ট স্তূপ কেহ পরিষ্কারও করে না, ধূপ-দীপ-ফুলও দেয় না। ইহাতে অন্তঃপুরবাসিনিগণ কেশনখস্তূপ সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া (অথবা কেশনখস্তূপ ও সেই অবস্থাপ্রাপ্ত বা মৃত) ও রাজা বিম্বিসারকে স্মরণ করিয়া অতি করুণভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন—'হায় কি দুঃখ! ধর্মরাজ বিম্বিসারের মৃত্যুতে আমরা পুণ্যকর্ম হইতে বিচ্যুত হইলাম।'

Trans.—When the pious and virtuous king, the father, was shorn of life by King Ajatasatru, and the latter took upon himself the kingdom, then all the functions of the cosmopolitan religion (*i.e.*, Buddhism) were put to an end

by the orders of that powerful king. An announcement was made to the effect that no one should perform any rite at the *stupa* of Buddha. Thenceforward no one cleansed the *stupa* having the hair and nails of Buddha, or offered any lamp or incense or flower there. At this the ladies in the *harem*, seeing the stupa with hair and nails in that state and remembering King Bimbisara, lamented bitterly, saying—"How painful! we all have been deprived of holy rites."

তত্র চ শ্রীমতী……সা ব্যবরোপিতা। (পঙ্‌ক্তি ১৯-২৬)

শব্দার্থ। তত্র চ (এবং সেইখানে) শ্রীমতী নাম (শ্রীমতী নামে) অন্তঃ-পুরিকা (একজন রমণী ছিলেন)। সা (তিনি) স্বকং জীবিতম্ (আপনার জীবন) অগণয়িত্বা (অগ্রাহ্য করিয়া) বুদ্ধগুণান্ চ (এবং বুদ্ধদেবের গুণাবলী) অনুস্মৃত্য (স্মরণ করিয়া) কেশনখস্তূপং (কেশনখের উপরিস্থিত স্তূপটিকে) সংমৃজ্য (পরিষ্কৃত করিয়া) দীপমালাং (প্রদীপশ্রেণীর সজ্জা) অকার্ষীৎ (করিলেন)। যাবৎ (যখন) অজাতশত্রুঃ (রাজা) উপরি প্রাসাদতলগতঃ (প্রাসাদের উপরতলে থাকিয়া) তম্ উদারম্ (সেই উজ্জ্বল) অবভাসং (দীপ্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—কিম্ ইদম্ ইতি (ইহা কি)। তাবৎ (তখন) অন্যয়া (অপর একজন স্ত্রীলোক) কথিতম্ (বলিল)—শ্রীমত্যা (শ্রীমতী কর্তৃক) কেশনখস্তূপে (কেশনখযুক্ত স্তূপে) দীপমালা (প্রদীপসজ্জা) কৃতা (করা হইয়াছে) ইতি। ততঃ (তাহাতে) শ্রীমতীম্ (শ্রীমতীকে) আহূয় (ডাকিয়া) কথয়তি (বলিলেন)—কিমর্থম্ (কি জন্য) রাজশাসনম্ (রাজার আদেশ) অতিক্রমসি (লঙ্ঘন করিয়াছ) ইতি। সা কথয়তি (শ্রীমতী বলিলেন)—যদ্যপি (যদিও) ময়া (আমার দ্বারা) তব শাসনম্ (আপনার আদেশ) অতিক্রান্তম্ (লঙ্ঘিত হইয়াছে), কিন্তু (কিন্তু) ধর্মরাজস্য বিম্বিসারস্য (ধর্মরাজ বিম্বিসারের) শাসনং (আদেশ) ন অতিক্রান্তম্ (লঙ্ঘিত হয় নাই) ইতি। ততঃ (তখন) তেন কুপিতেন (সেই ক্রুদ্ধ অজাতশত্রু কর্তৃক) চক্রং ক্ষিপ্ত্বা (চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়া) জীবিতাৎ (প্রাণ হইতে) সা ব্যবরোপিতা (তিনি চ্যুত হইলেন অর্থাৎ মারা গেলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তত্র চ (তস্মিন্ অন্তঃপুরে চ) শ্রীমতী নাম (শ্রীমতী ইতি

নাম্না পরিচিতা) অন্তঃপুরিকা (রমণী আসীৎ)। সা (শ্রীমতী) স্বকং জীবিতম্ (আত্মনঃ প্রাণান্) অগণয়িত্বা (তুচ্ছীকৃত্য) বুদ্ধগুণান্ (বুদ্ধদেবস্য সদ্গুণান্) চ অনুস্মৃত্য (স্মৃত্বা) কেশনখস্তূপং (কেশনখানাম্ উপরি রচিতং স্তূপং) সংমৃজ্য (পরিষ্কৃত্য) দীপমালাং (দীপানাং শ্রেণীরচনাং) অকার্ষীৎ (অকরোৎ)। যাবৎ (যদা) অজাতশত্রুঃ (তদাখ্যঃ নৃপঃ) উপরিপ্রাসাদতলগতঃ (প্রাসাদস্য উপরিতলে স্থিতঃ) তম্ (শ্রীমতীকৃতম্) উদারম্ (উজ্জ্বলম্) অবভাসম্ (আলোকং) দৃষ্ট্বা (আলোক্য) পপ্রচ্ছ (অপ্রচ্ছৎ)—কিম্ ইদম্ (এতৎ কিম্) ইতি। তাবৎ (তদা) অন্যয়া (অপরয়া রমণ্যা) কথিতম্ (ভণিতম্)—শ্রীমত্যা (শ্রীমতীনাম্ন্যা স্ত্রিয়া) কেশনখস্তূপে (বুদ্ধস্তূপে) দীপমালা (দীপসজ্জা) কৃতা (বিহিতা) ইতি। ততঃ (অনন্তরং) শ্রীমতীম্ (তাং রমণীম্) আহূয় (আকার্য) কথয়তি (অবদৎ)—কিমর্থং (কথং) রাজশাসনম্ (রাজাজ্ঞাম্) অতিক্রমসি (লঙ্ঘয়সি) ইতি। সা (শ্রীমতী) কথয়তি (অবদৎ) যদ্যপি (যদি) ময়া তব শাসনম্ (আদেশম্) অতিক্রান্তম্ (উল্লঙ্ঘিতম্), কিন্তু ধর্মরাজস্য (ধর্মরক্ষকস্য রাজ্ঞঃ) বিম্বিসারস্য শাসনম্ (আদেশম্) ন অতিক্রান্তম্ (ন লঙ্ঘিতম্) ইতি। ততঃ (অনন্তরং) তেন (অজাতশত্রুণা) কুপিতেন (ক্রুদ্ধেন সতা) চক্রম্ (অস্ত্রবিশেষং) ক্ষিপ্ত্বা (নিক্ষিপ্য) জীবিতাৎ (প্রাণেভ্যঃ) সা (শ্রীমতী) ব্যবরোপিতা (বঞ্চিতা)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তত্র—অব্যয়। তদ্+ত্রল্ চ—অব্যয়।

শ্রীমতী—অব্যয়যোগে ১মা। শ্রী+প্রশংসার্থে মতুপ্+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্। কিন্তু ইহা জনৈকা অন্তঃপুরবাসিনী পরিচারিকার নাম।

নামান্তঃপুরিকা=নাম+অন্তঃপুরিকা (সন্ধি)। নাম—অব্যয়।

অন্তঃপুরিকা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আসীৎ' উহ্য।

সা—সর্বনাম। কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অকার্ষীৎ'।

স্বকম্—'জীবিতম্' পদের বিণ। স্ব+স্বার্থে কন্। স্বকম্—নিজের।

জীবিতম্—কর্মণি ২য়া। জীব্+ভাবে ক্ত। জীবিতম্=জীবন।

অগণয়িত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। নঞ্—গণ্+ক্ত্বাচ্। নঞ্ ভিন্ন অন্য

উপসর্গ পূর্বে থাকিলে ক্তাচ্-এর স্থানে ল্যপ্ হয়; নঞ্ থাকিলে বা উপসর্গ না থাকিলে ক্তাচ্ হয়।

বুদ্ধগুণান্—কর্মণি ২য়া। বুদ্ধস্য গুণাঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তান্। বুদ্ধগুণান্+চ =বুদ্ধগুণাংশ্চ (সন্ধি)। চ—অব্যয়।

অনুসৃত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া, অনু—সৃ+ল্যপ্। ত্ আগম।

কেশনখস্তূপম্—কর্মণি ২য়া। 'সংমৃজ্য' ক্রিয়ার কর্ম।

সংমৃজ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। সম্—মৃজ্+ল্যপ্।

দীপমালাম্—কর্মণি ২য়া। দীপানাং মালা (৬ষ্ঠীতৎ), তাম্।

অকার্ষীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সা'। কৃ+লুঙ্ দ্।

যাবদজাতশত্রুঃ=যাবৎ+অজাতশত্রুঃ (সন্ধি)। যাবৎ—অব্যয়।

অজাতশত্রুঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'পপ্রচ্ছ'।

উপরিপ্রাসাদতলগতস্তমুদারমবভাসম্=উপরিপ্রাসাদতলগতঃ + তম্ + উদারম্+অবভাসম্ (সন্ধি)।

উপরিপ্রাসাদতলগতঃ—'অজাতশত্রুঃ' পদের বিধেয় বিণ। প্রাসাদস্য তলম্ (৬ষ্ঠীতৎ), উপরি প্রাসাদতলম্ (কর্মধা); তৎ গতঃ (২য়াতৎ)।

তম্—'অবভাসং' পদের বিণ। উদারম্—'অবভাসং' পদের বিণ।

অবভাসম্—কর্মণি ২য়া। অব—ভাস্+অন্। অর্থ 'দীপ্তি' বা 'আলো'।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অজাতশত্রুঃ'; দৃশ্+ক্তাচ্।

পপ্রচ্ছ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অজাতশত্রুঃ'; প্রচ্ছ্+লিট্ অ।

কিমিদমিতি=কিম্+ইদম্+ইতি (সন্ধি)। কিম্—ইদম্ পদের বিণ।

ইদম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। ইতি—অব্যয়।

যাবৎ—অব্যয়। এইটি 'তাবৎ' হইবে। যাবৎ+অন্বয়া=যাবদন্বয়া (সন্ধি)।

অন্বয়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

কথিতম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া, কথ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

শ্রীমত্যা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'কৃতা'।

কেশনখস্তূপে—অধিকরণে ৭মী। কেশশ্চ নখাশ্চ (দ্বন্দ্ব); তেষাং উপরি স্তূপঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); তস্মিন্।

দীপমালা—উক্তে কর্মণি ১মা। 'কৃতা' ক্রিয়ার উক্তকর্ম।

কৃতা+ইতি=কৃতেতি (সন্ধি)। ইতি—অব্যয়।

কৃতা—কৃদন্ত-ক্রিয়া, কর্তা 'শ্রীমত্যা', কৃ+ক্ত কর্মবাচ্যে+স্ত্রিয়াম্ আপ্।

শ্রীমতীম্—কর্মণি ২য়া। ক্রিয়া 'আহূয়'। ততঃ—অব্যয়।

আহূয়—অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—হ্বে+ল্যপ্।

কথয়তি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'অজাতশত্রুঃ'; কথ্+লট্ তি। অতীতের অর্থে বর্তমান প্রয়োগ। কথ ধাতু চুরাদিগণীয়, রূপ 'কথয়তি'।

কিমর্থম্—ক্রিয়া-বিশে ২য়া। কস্মৈ ইদম্ (নিত্যসমাস)। অথবা কঃ অর্থঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহি), তৎ। অর্থ 'কিজন্য'।

রাজশাসনম্—কর্মণি ২য়া, ক্রিয়া 'অতিক্রমসি'; রাজ্ঞঃ শাসনম্ (৬ষ্ঠীতৎ)।

অতিক্রমসীতি—অতিক্রমসি+ইতি (সন্ধি। ই+ই=ঈ)। ইতি—অব্যয়।

অতিক্রমসি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। অতি—ক্রম্+লট্ সি। "অতিক্রামসি" হওয়া উচিত ছিল। "ক্রমু পরস্মৈপদেষু" সূত্রানুসারে পরস্মৈপদী ক্রম্ ধাতু স্থানে ক্রাম্ হয়। রূপ—ক্রামতি, ক্রামতঃ, ক্রামন্তি। ক্রামসি, ক্রামথঃ ক্রামথ। ক্রামামি ক্রামাবঃ ক্রামামঃ।

সা—সর্বনাম। কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'কথয়তি'।

কথয়তি—সমাপিকা ক্রিয়া। কথ্+লট্ তি। অতীত অর্থে বর্তমান।

যদ্যপি—যদি+অপি—দুইটিই অব্যয়। ময়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

তব—কৃদ্‌যোগে 'কর্তরি ষষ্ঠী অথবা সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। তিঙন্ত=ত্বম্ শাসসি। কৃদন্ত=তব শাসনম্।

শাসনম্—উক্তে কর্মণি ১মা। শাস্+অনট্। এখানে শাসনম্=আদেশ।

অতিক্রান্তম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া। অতি—ক্রম্+কর্মণি ক্ত।

কিন্তু—অব্যয়। এটি "তথাপি" হওয়াই উচিত।

ধর্মরাজস্য—'বিম্বিসারস্য' পদের বিণ। ধর্মস্য রাজা (৬ষ্ঠীতৎ); তস্য।

ময়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'অতিক্রান্তম্'।

বিম্বিসারস্য—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ৬ষ্ঠী বা সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

শাসনম্—উক্তে কর্মণি ১মা। শাস্+অনট্।

ন—অব্যয়। ন+অতিক্রান্তম্+ইতি=নাতিক্রান্তমিতি (সন্ধি)।

অতিক্রান্তম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া। কর্তা 'ময়া'; কর্ম 'শাসনম্'। অতি—ক্রম্ +(কর্মবাচ্যে) ক্ত+ক্লীং ১মা ১বচন। ইতি—অব্যয়।

ততস্তেন=ততঃ+তেন। ততঃ—অব্যয়। তেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

কুপিতেন—'তেন' পদের বিশেষণ। কুপ্+ক্ত+পুং ৩য়া ১বঃ।

চক্রম্—কর্মণি ২য়া। ইহা একপ্রকার প্রাচীন তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্র; নিক্ষেপ করিয়া মুণ্ড কাটিয়া ফেলা যায়। কাণা-বিহীন লোহার থালার ন্যায় ইহা অত্যন্ত ধারাল। তুলনা=সুদর্শনচক্র।

ক্ষিপ্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। ক্ষিপ্+ক্ত্বাচ্। ক্ষিপ্ ধাতু=ক্ষেপণ করা। ইহা দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—ক্ষিপ্যতি ক্ষিপ্যতঃ ক্ষিপ্যন্তি। এবং তুদাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ—ক্ষিপতি ক্ষিপতে।

জীবিতাৎ—অপাদানে ৫মী। জীব্+ক্ত ভাবে।

সা—উক্তে কর্মণি ১মা। ক্রিয়া 'ব্যবরোপিতা'।

ব্যবরোপিতা—কৃদন্ত-ক্রিয়া। কর্তা 'তেন', কর্ম 'সা'। ইহা কর্মবাচ্যের ক্রিয়া, সেজন্য কর্মের অধীন। কর্ম সা স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া এই কৃদন্ত ক্রিয়াটিও স্ত্রীলিঙ্গ। বি—অব রুহ্+ণিচ্+(কর্মবাচ্যে) ক্ত; স্ত্রিয়াম্ আপ্।

বাচ্যান্তর। ···শ্রীমত্যা নাম অন্তঃপুরিকয়া (অভূয়ত)। তয়া···দীপমালা অকারি।···অজাতশত্রুণা উপরি প্রাসাদতলগতেন···পপ্রচ্ছে······কেন অনেন (ভূয়তে)···।···অন্যা কথিতবতী—শ্রীমতী···দীপমালাং কৃতবতী···।···(তেন) কথ্যতে—···রাজশাসনম্ (১মা) অতিক্রাম্যতে (ত্বয়া)···। তয়া কথ্যতে—··· অহং···শাসনম্ (২য়া) অতিক্রান্তবতী,···অহং···শাসনম্ (২য়া)···অতিক্রান্তবতী ······। সঃ কুপিতঃ···তাং ব্যবরোপিতবান্।

বঙ্গানুবাদ—সেইখানে শ্রীমতী নামে এক রমণী ছিলেন। তিনি নিজের জীবনকে অগ্রাহ্য করিয়া এবং বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ করিয়া কেশনখস্তূপটিকে পরিষ্কৃত করিয়া দীপমালা সাজাইলেন। যখন প্রাসাদের উপরিতলে অবস্থিত অজাতশত্রু সেই উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কি?'—তখন আর একজন রমণী বলিল—'শ্রীমতী কেশনখস্তূপে দীপসজ্জা করিয়াছে।' তখন শ্রীমতীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—'রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ কেন?' তিনি (শ্রীমতী) বলিলেন—'আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি বটে, কিন্তু ধর্মরাজ বিম্বিসারের আদেশ আমি লঙ্ঘন করি নাই।' তখন তিনি (রাজা) ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রক্ষেপণ পূর্বক তাঁহার প্রাণহরণ করিলেন।

Trans.—There was a female named Srimati in the inner apartment. Remembering the virtues of Buddha and without

caring for her own life, she cleansed the stupa over the hair and nails of Buddha and decorated it with lamps. When Ajatasatru, lying on the upperstairs of his palace, saw that glorious illumination, and asked as to what it was, then another female said—'Srimati has illuminated the stupa over the hair and nails'. Thereafter he called Srimati and said —'Why have you transgressed the royal orders ?' She said— 'I might have gone against your orders, but not against the orders of the righteous King Bimbisara'. Thereupon, being enraged, he took away her life by throwing the disk at her.

Questions and Answers

১। রাজা বিম্বিসারের নিকটে অন্তঃপুর-রমণীরা কি নিবেদন জানাইয়াছিল ?

What prayer did the ladies make to king Bimbisara ?

উত্তর—(বাঙ্গালা) রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার যখন ভগবান্ বুদ্ধের নিকট হইতে সত্যজ্ঞান লাভ করিলেন, তদবধি বুদ্ধদেব রাজগৃহে আসিলেই তিনি সমস্ত অন্তঃপুর-রমণীদের সঙ্গে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন বসন্ত সময়ে সেই রমণীগণ রাজার নিকটে আবেদন জানাইলেন—'মহারাজ! আমরা প্রতিদিন ভগবান্ বুদ্ধের নিকট যাইতে পারি না। যদি আপনি বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ আনিয়া এই অন্তঃপুরে তাহার উপরে একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা যখন-তখন পুষ্প-গন্ধ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতে পারি।'

(সংস্কৃত)—যদা রাজগৃহস্য অধিপতিঃ বিম্বিসারো ভগবতো বুদ্ধদেবস্য সকাশাৎ সত্যজ্ঞানম্ অবাপ, ততঃ প্রভৃতি রাজগৃহাগতং দেবং তথাগতং দ্রষ্টুং সর্বাভিঃ পুরবাসিনীভিঃ সার্ধং প্রত্যহং গচ্ছতি স্ম। একদা বসন্তসময়ে তা রমণ্যঃ রাজানং প্রার্থয়াময়ুঃ—দেব! বয়ং প্রতিদিনং ভগবতো দর্শনায় গন্তুং ন শক্নুমঃ। তদ্ যদি ভবান্ তথাগতদেবস্য কেশনখং সমাহৃত্য অস্মিন্ অন্তঃপুরে স্তূপমেকং প্রতিষ্ঠাপয়েৎ, তর্হি বয়ং বারংবারং তত্র গত্বা পুষ্পগন্ধাদিভিঃ তং ভগবন্তম্ অর্চয়িতুং পারয়ামঃ ইতি।

২। রাজা বিম্বিসার কি ভাবে তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন ?

How did the king Bimbisara fulfil their prayer ?

উত্তর—(**বাঙ্গালা**) অন্তঃপুর-রমণীদের প্রার্থনা মত রাজা বিম্বিসার ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন—'ভগবন্! আপনার কিছু কেশ-নখ আমাকে দিন; আমি অন্তঃপুরে তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করাইব।' তদনুযায়ী বুদ্ধদেব তাহা দিলেন। রাজা বিম্বিসার অন্তঃপুরবাসিনীদের সহযোগিতায় পরম সমাদরে সেই কেশ-নখের উপরে একটি স্তূপ নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করাইলেন। সেই রমণীরাও সেইখানে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মাল্য প্রভৃতির দ্বারা অর্চনা করিতেন।

(**সংস্কৃত**)—অন্তঃপুরিকাণাং প্রার্থনানুসারেণ রাজা বিম্বিসারো ভগবন্তং তথাগতং নিবেদয়ামাস—ভগবন্! যচ্ছতু তাবৎ মহ্যং ভগবতঃ কেশনখম্। তদহম্ অন্তঃপুরমধ্যে সংস্থাপ্য তদুপরি স্তূপমেকং নির্মাপয়ামঃ ইতি। তথা দত্তবতি ভগবতি রাজা অন্তঃপুর-রমণীনাং সাহায্যেন পরমেণ সমাদরেণ একং স্তূপং কারয়ামাস। তত্র চান্তঃপুরযোষিতঃ প্রতিদিনং গন্ধপুষ্পধূপদীপমাল্যাদিভিঃ ভগবন্তম্ অর্চয়ন্তি স্ম।

৩। রাজা অজাতশত্রুর নিষ্ঠুরতার কার্যাবলী বর্ণনা করিয়া রমণীগণের তজ্জনিত মনঃকষ্টের বিবরণ দাও।

Narrate the atrocities of Ajatasatru, and the consequent grief of the ladies.

উত্তর—(**বাঙ্গালা**) রাজা অজাতশত্রু ধর্মপরায়ণ-পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার আদেশে রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল। তিনি ঘোষণা করাইলেন—বুদ্ধের স্তূপে কেহ কোনওরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। তদবধি সেই অন্তঃপুরস্থিত কেশনখস্তূপে গিয়া কেহ তাহা পরিষ্কারও করে না বা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ দ্বারা পূজাও করে না। অতি পবিত্র ও প্রিয় স্তূপটিকে সেই প্রকার অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অন্তঃপুরের রমণীগণ ধর্মরক্ষক রাজা বিম্বিসারকে স্মরণ করিয়া বিলাপের সহিত বলিতে লাগিলেন—'কি কষ্টের কথা! ধার্মিক রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুণ্যকার্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।'

(**সংস্কৃত**)—রাজা অজাতশত্রুঃ ধর্মশীলং পিতরং বিম্বিসারং নিহত্য স্বয়ং সিংহাসনম্ অধিচকার। তদাদেশক্রমেণ রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্মস্য সর্বাণি

আচারানুষ্ঠানানি নিষিদ্ধানি অভবন্। ঘোষিতমভূৎ তেন—ন কেনাপি তস্মিন্ বুদ্ধস্তূপে কিমপি অনুষ্ঠানং কার্যম্ ইতি। ততঃ প্রভৃতি কোঽপি তস্য স্তূপস্য সংস্কারাদীন্ ন করোতি ন বা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ অর্চয়তি। তং সুপবিত্রং প্রিয়ং চ স্তূপং তথাবিধমনাদৃতং বিলোক্য পরমদুঃখিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ধর্মরাজং বিম্বিসারং স্মৃত্বা অতিদুঃখাদ্ বিলপন্ত্যোঽব্রুবন্—অহো দুঃখম্! দিবং গতে তস্মিন্ ধার্মিকবরে নৃপে বয়ং সর্বেভ্য আচারানুষ্ঠানপুণ্যেভ্যো বঞ্চিতাঃ জাতাঃ ইতি।

৪। শ্রীমতী কে ছিলেন ? তিনি কি করিয়াছিলেন ?

Who was Srimati ? What did she do ?

উত্তর। (বাঙ্গালা)—শ্রীমতী ছিলেন রাজার অন্তঃপুরবাসিনী একজন রমণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পূজারিণী' নামক কবিতায় তাঁহাকে দাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যান্য রমণীদিগের মত তিনিও নিয়ত বুদ্ধদেবের গুণাবলী স্মরণ করিতেন। একদিন আবেগবশতঃ তিনি নিজ জীবননাশের জন্য ভীত না হইয়া সেই কেশনখস্তূপে গিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন, এবং দীপমালা দ্বারা তাহা সুশোভিত করিলেন।

(সংস্কৃত)—শ্রীমতী নামাসীদ্ রাজ্ঞঃ অন্তঃপুরবাসিনীনাম্ অন্যতমা কাচন নারী। রবীন্দ্রনাথস্তস্য "পূজারিণী" শীর্ষককবিতামধ্যে তাং "দাসী" ইতি বর্ণিতবান্।

অপরা নার্য ইব সাপি প্রতিদিনং ভগবতো বুদ্ধস্য গুণাবলীং স্মরতি স্ম। একদা তু চিন্তাবেগবাহুল্যাদ্ আত্মনো জীবনমপি অপরিগণয়ন্তী সা স্তূপমুপেত্য তং পরিষ্কৃত্য মনোহরয়া দীপমালয়া শোভয়ামাস।

৫। রাজা অজাতশত্রুর সহিত শ্রীমতীর শেষ কথোপকথনের বর্ণনা কর।

Describe the last interview of Srimati with king Ajatasatru.

উত্তর। (বাঙ্গালা)—শ্রীমতী যখন স্তূপটিকে দীপসজ্জায় সজ্জিত করিলেন, তখন তাহার উজ্জ্বল আলোকে সেই স্থানটি উদ্ভাসিত হইল। রাজা অজাতশত্রু সেই সময়ে তাঁহার প্রাসাদের উপরিভাগে শায়িত ছিলেন; সেই সমুদ্ভাসিত দীপ্তি দেখিয়া তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন। আর একজন রমণী বলিলেন—শ্রীমতী কেশনখস্তূপে আলোকমালা দিয়াছে বলিয়া এই দীপ্তি

হইয়াছে। রাজা শ্রীমতীকে ডাকাইয়া বলিলেন—'কেন তুমি রাজার আদেশ অমান্য করিয়াছ?' শ্রীমতী বলিলেন—'আমি হয়ত আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া থাকিব, কিন্তু ধর্মপরায়ণ রাজা বিম্বিসারের আদেশ লঙ্ঘন করি নাই।' রাজা অজাতশত্রু কুপিত হইয়া চক্রদ্বারা তাহাকে হত্যা করিলেন।

(সংস্কৃত)—শ্রীমত্যা দীপমালয়া সুসজ্জিতে তস্মিন্ স্তূপে, তৎস্থানং দীপালোকেন সমুদ্ভাসিতম্ অভবৎ। তৎকালে রাজা অজাতশত্রুস্তস্য প্রাসাদস্য উপরিতলে শায়িতঃ আসীৎ। তম্ আলোকং দৃষ্ট্বা সোঽপৃচ্ছৎ—কিমেতৎ ইতি। কাচিদপরা আহ—স্তূপে দীপমালাং কৃতবত্যাঃ শ্রীমত্যা এতৎ কার্যমিতি। শ্রীমতীমাহূয় রাজা পপ্রচ্ছ—কথং ত্বয়া রাজাদেশো লঙ্ঘিতঃ ইতি? শ্রীমতী প্রত্যুবাচ—ময়ৈতৎকরণেন তবাদেশঃ লঙ্ঘিতঃ স্যাৎ, পরং ধার্মিকরাজস্য বিম্বিসারস্য আদেশো ন লঙ্ঘিতঃ ইতি। তদাকর্ণ্য কুপিতো রাজা চক্রক্ষেপণেন তস্যাঃ শিরোঽচ্ছিনৎ।

৬। অনুবাদ কর (Translate):

(ক) বুদ্ধো ভগবান্……সার্ধম্ অন্তঃপুরেণ। (পঙ্‌ক্তি ১-৪)

(খ) রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ……অভ্যর্চনং কুর্বন্তি। (পঙ্‌ক্তি ৮-১২)

(গ) যদা পুনা……কারাঃ কর্তব্যা ইতি। (পঙ্‌ক্তি ১৩-১৬)

(ঘ) তত্র চ……অকার্ষীৎ। (পঙ্‌ক্তি ১৯-২১)

(ঙ) ততঃ শ্রীমতীম্……সা ব্যবরোপিতা। (পঙ্‌ক্তি ২৩-২৬)

উত্তর—ঐ অংশগুলির অনুবাদাংশ দেখ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ (Expound and name the Samasas in):

প্রত্যহম্ বসন্তকালসময়ে, কেশনখস্তূপম্, অন্তঃপুরমধ্যে, দীপ-ধূপ-পুষ্প-গন্ধ-মাল্যবিলেপনৈঃ, সর্বদেয়ধর্মাঃ, ধর্মরাজবিয়োগাৎ, উপরিপ্রাসাদতলগতঃ।

উত্তর—ব্যাকরণ-পদটীকা অংশ দেখ।

৮। কারণ দেখাইয়া বিভক্তি নির্দেশ কর (Account for the case-endings in):

সকাশাৎ, অন্তঃপুরেণ, বসন্তকালসময়ে, বিম্বিসারেণ, অস্মভ্যম্, যেন, সংকারেণ, জীবিতাৎ, কারাঃ, করুণকরুণম্, ধর্মরাজবিয়োগাৎ, ময়া, সা।

উত্তর। ব্যাকরণ-পদটীকা অংশ দেখ।

৩

৯। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর (Derive) :

উপনিশ্রিত্য, পালয়তি, উপসংক্রমিতুম্, বিজ্ঞপ্তঃ, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ, ব্যবরোপিতঃ প্রতিপন্নঃ, সমুচ্ছিন্নাঃ, কারিতঃ, অনুস্মৃত্য, অগণয়িত্বা, অকার্ষীৎ, পপ্রচ্ছ, অতিক্রান্তম্।

উত্তর—ব্যাকরণ-পদটীকা দেখ।

১০। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর (Disjoin the Sandhis in) :

(১) অন্তঃপুরিকাভী রাজা, (২) অস্মিন্নন্তঃপুরে, (৩) পুনা রাজ্ঞাঃ, (৪) প্রহীণা ইতি, (৫) কৃতেতি।

উত্তর—(১) অন্তঃপুরিকাভিঃ+রাজা, (২) অস্মিন্+অন্তঃপুরে, (৩) পুনঃ +রাজ্ঞা, (৪) প্রহীণাঃ+ইতি (৫) কৃতা+ইতি।

(খ) সন্ধি কর (Join in Sandhis) :

(১) বিম্বিসারঃ+রাজ্যম্ (২) দেবঃ+অস্মিন্ (৩) ভগবৎ+শাসনে (৪) বুদ্ধগুণান্+চ (৫) যাবৎ+অজাতশত্রুঃ।

উত্তর। (১) বিম্বসারো রাজ্যম্ (২) দেবোঽস্মিন্ (৩) ভগবচ্ছাসনে (৪) বুদ্ধগুণাংশ্চ (৫) যাবদজাতশত্রুঃ।

১১। সংস্কৃত প্রতিশব্দ লিখ (Write Sanskrit equivalents of) :

অসকৃৎ, সৎকারেণ, ব্যবরোপিতঃ, প্রতিপন্নঃ, কারাঃ, অবভাসম্।

উত্তর—অসকৃৎ = বারংবারম্। সৎকারেণ = সমাদরেণ, সসম্মানম্। ব্যবরোপিতঃ = বিচ্যুতো বভূব। প্রতিপন্নঃ = গৃহীতবান্। কারাঃ = পূজাঃ। অবভাসম্ = আলোকম্।

১২। বাচ্যান্তর কর (Change the Voice of) :

(ক) রাজা বিম্বিসারো রাজ্যমেকপুত্রকমিব পালয়তি।

(খ) ভগবতা কেশনখং দত্তম্।

(গ) ন কেনচিৎ তথাগতস্তূপে কারাঃ কর্তব্যা ইতি।

(ঘ) অনয়া কথিতম্।

(ঙ) কিমর্থং রাজশাসনমতিক্রমসি ?

উত্তর—(ক) রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ রাজ্যম্ (১মা) একপুত্রকম্ (১মা) ইব পাল্যতে।

(খ) ভগবান্ কেশনখং (২য়া) দত্তবান্।

(গ) ন কশ্চিৎ তথাগতস্তূপে কারান্ কুর্যাৎ ইতি।

(ঘ) অন্যা কথিতবতী।

(ঙ) কিমর্থং রাজশাসনম্ (ময়া) অতিক্রাম্যতে (ত্বয়া) ?

১৩। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর (Mention the grammatical peculiarities in) :

(a) ধর্মরাজ: (b) প্রহীণাঃ।

উত্তর—ব্যাকরণ-পদটীকাতে (a) পৃষ্ঠা ১৪, (b) পৃষ্ঠা ১৬ দেখ।

১৪। (a) এক কথায় প্রকাশ কর (Substitute one word for) :

অহনি অহনি। বারং বারম্ বা পুনঃ পুনঃ।

উত্তর—প্রত্যহম্। অসকৃৎ।

(b) "অতিক্রমসি" পদের মধ্যে কোন্ ব্যাকরণগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় ? What grammatical anomaly is found in অতিক্রমসি ?

উত্তর—পরস্মৈপদী 'ক্রম্' ধাতু স্থানে ক্রাম্ হয়। অতএব শুদ্ধপাঠ= 'অতিক্রামসি'।

১৫। টীকা লিখ (Write Notes on) :

(ক) রাজগৃহ, (খ) কলকন্দকনিবাপে (গ) বিম্বিসার।

উত্তর—ব্যাকরণ-পদটীকা দেখ।

———

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা

চতুর্বিংশোপাখ্যানম্

পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্

ভূমিকা—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা একখানি সংস্কৃত কথা-গ্রন্থ অর্থাৎ গল্পের বই। ইহার অপর নাম সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রমচরিত। ইহাতে মোট বত্রিশটি গল্প আছে। এই গল্পগুলি প্রাচীন ভারতের সুবিখ্যাত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের সহিত সংলগ্ন বত্রিশটি পুত্তলিকা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে ধারাধিপতি ভোজরাজ মৃত্তিকাতলে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রোথিত এই সিংহাসনখানি মৃত্তিকাখননকালে আবিষ্কার ও উদ্ধার করেন। তিনি যখনই সেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে উদ্যত হন, তখনই এই সিংহাসনলগ্ন এক একটি পুত্তলিকা জীবন্ত হইয়া উঠে এবং তাঁহার নিকট এক একটি গল্প বলিয়া শেষে একটি করিয়া বিক্রমাদিত্যের গুণ বলিতে থাকে এবং অনুরোধ করে যে ভোজরাজ যদি এইরূপ গুণসম্পন্ন হন তবে যেন সিংহাসনে বসেন। প্রাচীন যুগের মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই মহামূল্য সিংহাসনখানি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে উপহাররূপে প্রাপ্ত হন। শালিবাহনের সহিত যুদ্ধে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে সিংহাসনখানি মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করা হয় এবং উহার সহিত সংলগ্ন পুত্তলিকাগুলিও প্রোথিত থাকে। সিংহাসন-সংলগ্ন পুত্তলিকাগুলি প্রত্যেকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুরাতন কাহিনী ও তৎসহ তাঁহার অপূর্ব শৌর্য, বীর্য, উদারতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি নানাবিধ দুর্লভ গুণ-গরিমার কথা ভোজরাজের নিকট বিবৃত করিবার পর একে একে ওই সিংহাসন হইতে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিতে থাকে। এইভাবে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন সংলগ্ন বত্রিশটি পুত্তলিকার মুখে বত্রিশটি গল্প সংযোজিত হইয়াছে, আর এই কারণেই এই কথা-গ্রন্থখানির নাম হইয়াছে দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা। ধারাপতি ভোজরাজের রাজত্বকাল একাদশ শতকের মধ্যভাগ। ডঃ কীথ মনে করেন, এই গ্রন্থখানি বেতালপঞ্চবিংশতির পরবর্তীকালে লিখিত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণও আছে। এই গ্রন্থে

যে সকল শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের রচনা হইতেই প্রায়শঃ সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই।

এই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব বিশেষ নাই। এই গল্প গ্রন্থখানির বিভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটি হইল জৈন লেখক ক্ষেমঙ্কর-বিরচিত। ইহার মধ্যে প্রচুর পদ্য পাওয়া যায়, বিশেষতঃ প্রত্যেকটি গল্পের আদিতে ও অন্তে। এই গ্রন্থের দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত একটি সংস্করণও পাওয়া যায়। আর বাঙ্গালাদেশেও ইহার একটি সংস্করণ পাওয়া যায়। ইহার গ্রন্থ-কর্তৃত্ব বররুচির উপর আরোপ করা হয় এবং ইহা জৈন সংস্করণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জৈন সংস্করণটি নাকি আর একটি মহারাষ্ট্রীয় সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ডঃ কীথ মনে করেন যে, এই গ্রন্থখানি যে ধারাধিপতি ভোজের মনস্তুষ্টির জন্য এবং তাঁহার রাজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল, এইরূপ ধারণা মোটেই ঠিক নয়।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বেবার ও হার্টেল মনে করেন যে, এই গ্রন্থখানির গল্পগুলি মূলতঃ জৈনদেরই রচনা এবং জৈন সংস্করণটিই উৎকৃষ্ট। কিন্তু মনীষী এডগার্টন মনে করেন যে, দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত সংস্করণটিই মূলানুগত এবং জৈন সংস্করণটিতে আদর্শ-নিষ্ঠা ও নীতি প্রচারের ঝোঁক আছে। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার মূল গ্রন্থকার কে এবং তাঁহার আবির্ভাব কালই বা কবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, যেহেতু দক্ষিণভারতে প্রচলিত সংস্করণ ও জৈন সংস্করণ—উভয় সংস্করণই হেমাদ্রি-বিরচিত 'চতুর্বর্গ চিন্তামণি'-গ্রন্থের দান-খণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছে সেই হেতু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং ডঃ দাশগুপ্ত ও ডঃ দে-সম্পাদিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ঘোষণা এই যে, এই গ্রন্থখানি কোনও ক্রমেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে না। সমালোচকরা মনে করেন, যেহেতু ইহা নীতিপ্রচারমূলক গ্রন্থ, এজন্য ইহার সাহিত্যিক শিল্পমূল্য অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং কয়েকটি মাত্র ভাল গল্প ছাড়া অধিকাংশই গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা দোষে পূর্ণ। কাজেই, এ গ্রন্থখানি ভারতীয় সুধীসমাজে যে পরিমাণে প্রচার হইয়াছে, ইহার প্রকৃত যোগ্যতা সে পরিমাণে নাই।

মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ এই গ্রন্থখানির চতুর্বিংশ উপাখ্যানটিকে 'পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্-

বণ্টনম্' নাম দিয়া পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তবে, বলা বাহুল্য যে মূল গ্রন্থস্থিত উপাখ্যানটির আদি ও অন্ত—দুই ভাগ বাদ দিয়া শুধু মধ্যভাগই মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই উপাখ্যানটির নাম হইতেছে 'পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্' অর্থাৎ পুত্রদের মধ্যে পিতার সম্পত্তি-বিভাগ—"Distribution of paternal property among the sons."

বিষয়বস্তু-সংক্ষেপ : মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে পুরন্দরপুরী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে এক বড় ধনী বণিক্ বাস করিতেন। তিনি একদিন নিজের চারিটি পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, 'পুত্রগণ, আমার মৃত্যুর পর তোমরা একত্রে বাস করিতে পারিবে কিনা, কিংবা বিবাদ-বিসংবাদ করিবে, জানি না। কাজেই, আমি বাঁচিয়া থাকিতেই তোমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে আমার বিষয়-সম্পত্তি জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভাগ করিয়া দিতে চাই। তারপর, তিনি চারি ভ্রাতার জন্য চারিটি ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া নিজের খাটের নীচে মৃত্তিকাতলে সেগুলি প্রোথিত করিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর মৃত্তিকাতল হইতে এগুলি তুলিয়া জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইও।' পুত্রগণও বৃদ্ধ পিতার বাক্য মানিয়া লইল।

অনন্তর, কিছুকাল পরে পিতার মৃত্যু হইলে চারি পুত্র একমাস একত্র অবস্থান করিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। তখন, পিতা জীবদ্দশায় যে ভাবে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, সেইভাবেই তাহারা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু, যখন তাহারা পিতার খাটের নিম্নের মৃত্তিকাতল খনন করিল, তখন তাহারা মৃত্তিকাতলে চারিটি পাত্র ও তাদেরও নীচে চারিটি কৌটা দেখিতে পাইল। সেই কৌটা চারিটির মধ্যে একটিতে মৃত্তিকা, দ্বিতীয়টিতে অঙ্গার, তৃতীয়টিতে অস্থিখণ্ড ও চতুর্থটিতে খড়-বিচুলি দেখিতে পাইল। তখন, তাহারা এই বিভাগক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনন্তর, তাহারা রাজসভায় গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইল। কিন্তু রাজসভাস্থিত পণ্ডিতগণও কেহই এই রহস্যের অর্থোদ্ধার করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে, এক কুম্ভকারের গৃহে শালিবাহন অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, ইহাতে দুর্বোধ্য বা আশ্চর্য হইবার কি আছে? যখন তাঁহাকে এই বিভাগক্রমের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন

তিনি বলিলেন—এই চারিজন এক ধনী ব্যক্তির পুত্র এবং ইহাদের পিতা জীবিত থাকিতেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে ইহাদের সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। যেমন, জ্যেষ্ঠের ভাগে পড়িয়াছে মৃত্তিকা, অর্থাৎ, তিনি যে জমি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইবে। দ্বিতীয়ের ভাগে আছে খড়-বিচালি, কাজেই, সে সমস্ত ধান্য পাইবে। তৃতীয় পুত্রের কৌটায় বাহির হইয়াছে অস্থি, কাজেই সে তাঁহার যাবতীয় গবাদি পশুর মালিক হইবে। আর চতুর্থ পুত্রের কৌটায় দেখা গিয়াছে অঙ্গার, কাজেই সে সকল সঞ্চিত স্বর্ণ লাভ করিবে। এইভাবে শালিবাহন মৃত বণিকের চারিটি পুত্রকে তাহাদের পিতার সম্পত্তি-বিভাগক্রম বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

উপাখ্যানের নামকরণ ও তাহার সার্থকতা ঃ মূল দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা-গ্রন্থে এই উপাখ্যানটির কোনও বিশেষ নামকরণ নাই। ইহা সেখানে চতুর্বিংশ উপাখ্যান। কিন্তু মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-এর সঙ্কলয়িতারা ইহার একটি বিশেষ নাম-করণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারা একটি সংস্কৃত-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার সূচীপত্র দিতে হইয়াছে। এক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে এই চতুর্বিংশ উপাখ্যানটির একটি বিশেষ নামকরণ অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একের হইতে অপরকে পৃথক্ করিতে হইলে নামকরণ তো করিতেই হইবে। নতুবা কে যদু, কে মধু, কে রাম, আর কেই বা শ্যাম, তাহা কি করিয়া বুঝা যাইবে, বাহির করা যাইবে বা সনাক্ত করা যাইবে? আর একটু দার্শনিকভাবে আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, বেদ-বেদান্তে যে "সত্যং, জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ব্রহ্মের এই স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের অনন্তত্বও তো এই নাম, রূপ ও ক্রিয়াজনিত ভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের অনন্ত বৈচিত্র্য এই নাম, রূপ ও ক্রিয়ার পার্থক্যের ফলেই সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-এর কর্তৃপক্ষ নামকরণ করিয়া কোনও অন্যায় করেন নাই। বরং যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত কাজই করিয়াছেন।

এখন বিচার্য এই যে, এই গল্পটির "পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্বণ্টনম্"—নামকরণটি কতদূর সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে। নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য বিচার করিতে গেলে এই নামকরণটির অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। কেন না, বোর্ডের কর্তৃপক্ষ যদিও এই গল্পটির লেজা-মুড়া বাদ দিয়া ইহার কতকটা অঙ্গহানি ও রসভঙ্গ ঘটাইয়াছেন, তথাপি গল্পের মূল সার-অংশটি ঠিকই আছে। আর, এই

কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃক্রমেণ) ভাগম্ (বিভাগম্ অর্থাৎ সম্পত্তিবণ্টনম্) করোমি (বিদধে, করিষ্যামি ইত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরম্) চতুর্ণাম্ (চতুঃসংখ্যকানাং ভ্রাতৃণাম্) ভাগম্ (সম্পত্তিবিভাগম্) কৃত্বা চ (সম্পাদ্য চ) মঞ্চাধস্তাৎ (আত্মনঃ খট্বায়াঃ নিম্নে) চত্বারঃ (চতুঃসংখ্যকাঃ) ভাগাঃ (অংশাঃ) ময়া নিঃক্ষিপ্তাঃ (ময়া স্থাপিতাঃ, অর্থাৎ প্রোথিতাঃ) সন্তি (বিদ্যন্তে), জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগক্রমেণ (জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভ্রাতৃবিভাগানুসারেণ) গৃহ্লীধ্বম্ (গৃহ্লীত, যূয়মিতি শেষঃ)। তথা (এবমস্তু ইতি) চ (অপিচ) তৈঃ (চতুর্ভিঃ ভ্রাতৃভিঃ, অর্থাৎ বণিক্‌পুত্রৈঃ) অঙ্গীকৃতম্ (স্বীকৃতম্, গৃহীতম্, অর্থাৎ পিতৃপ্রস্তাবো গৃহীতঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বিক্রমাদিত্যস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'বিষয়ে' পদের সহিত সম্বন্ধ. 'বিক্রমাদিত্য' শব্দটি পুংলিঙ্গ অকারান্ত নর-শব্দের ন্যায়। বিক্রমাদিত্যস্য=বিক্রমেণ-আদিত্য ইব, বিক্রমাদিত্যঃ (উপমিত কর্মধারয়ঃ), তস্য। বিক্রমঃ—বি-ক্রম্ (ক্রমতে, ক্রামতি)+ঘঞ্, ভাববাচ্যে। আদিত্য—আদৌ ভবঃ ইতি আদিত্যঃ, অদিতি+ অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয়। কিন্তু ইহ, নামবাচক বিশেষ্য বলিয়া সমাস চলিবে না।

বিষয়ে—বিষয়াধিকরণে ৭মী। বিষয় শব্দটির নানাবিধ অর্থ হয়। অমর-কোষে নানার্থ বর্গে বলা হইয়াছে "বিষয়ো যস্য যো জ্ঞাতস্তত্র শব্দাদিকেষ্বপি"—অর্থাৎ, বিষয় শব্দের অর্থ গোচর ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়। মেদিনীকোষে বলা হইয়াছে—"বিষয়ো গোচরে, দেশে, তথা জনপদেঽপি চ। প্রবন্ধাদ্ যস্য যো জ্ঞাতস্তত্র রূপাদিকে পুমান্" অর্থাৎ, বিষয় মানে গোচর, দেশ, জনপদ, প্রবন্ধ হইতে যাহা জানা যায় (Subject-matter) ও রূপাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থ। এখানে বিষয় শব্দটির অর্থ দেশ বা রাজ্য।

পুরন্দরপুরী—'নাম'-এই অব্যয় যোগে প্রথমা। পুরন্দরস্য (ইন্দ্রস্য) পুরী। (নগরী), ষষ্ঠীতৎ। পুরন্দরঃ—পুরং দারয়তি ইতি পুর-দৃ+ণিচ্ খচ্, কর্তৃবাচ্যে। বলা বাহুল্য, ইহা একটি নগরীর নামমাত্র ; কাজেই অর্থ না করিলেও চলে। সম্ভবতঃ, এই পুরীর বিপুল সমৃদ্ধির জন্যই ইহার এইরূপ নাম হইয়া থাকিবে।

নগরী—কর্তরি ১মা, 'বভূব' ক্রিয়ার কর্তা। নাম—অব্যয়।

বভূব—সমাপিকা অকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'নগরী'। ভূ+লিট্ ণল্। অ)।

তত্র—অব্যয় ; তদ্+ত্রল্, অর্থ সেইস্থানে।

মহাধনিকঃ—বণিক্ পদের বিশেষণ। মহাংশ্চাসৌ ধনিকশ্চেতি মহাধনিকঃ (কর্মধারয়ঃ)। এখানে "আন্মহতঃ সমানাধিকরণ জাতীয়য়োঃ" এই সূত্রানুসারে কর্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দস্থানে মহা আদেশ হইয়াছে। এইরূপ বহুব্রীহি সমাসেও হয়। যেমন, মহান্তৌ ভুজৌ যস্য সঃ মহাভুজঃ (বহুব্রীহিঃ)। ধনিকঃ —ধনী এব ধনিকঃ, ধনিন্+স্বার্থে (=নিজের অর্থেই) ক।

কশ্চিৎ—'বণিক্' পদের বিশেষণ; কিম্+অনিশ্চয়ার্থে চিৎ+পুং ১মা একবচন।

বণিক্—কর্তরি ১মা, 'আসীৎ' ক্রিয়ার কর্তা। পণ্+ইজ্, কর্তৃবাচ্যে। পণতে ক্রয়বিক্রয়ং করোতি ইতি বণিক্। পণ্-ধাতুর 'প'-স্থানে 'ব' হইয়াছে।

আসীৎ—সমাপিকা অকর্মক ক্রিয়াপদ, কর্তা 'বণিক্'। অস্+লঙ্ দ্। ইহার লুঙে 'অভূৎ', লিটে 'বভূব' ইত্যাদি হয়। সূত্র—"অস্তের্ভূঃ" অর্থাৎ অস্ ধাতুস্থানে লুঙ্ প্রভৃতি স্থলে 'ভূ'-আদেশ হয়।

সঃ—কর্তরি ১মা, 'আহূয়' এই অসমাপিকা এবং 'অবাদীৎ' এই সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা। তদ্ শব্দ (সর্বনাম)+পুংলিঙ্গ ১মার একবচন।

চতুরঃ—'পুত্রান্' পদের বিণ, চতুর্ শব্দ (four), পুংলিঙ্গ, ২য়ার বহুবচন।

পুত্রান্—কর্মণি ২য়া, 'আহূয়' ক্রিয়ার কর্ম। পুৎ—ত্রৈ+ক। পুৎ নামক নরক হইতে মাতাপিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া আত্মজকে পুত্র বলা হয়। "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ"।

অবাদীৎ—ক্রিয়াপদ, সকর্মক। কর্তা 'সঃ', কর্ম 'পুত্রান্'। বদ্+লুঙ্ দ্। লঙ্-দ করিলে 'অবদৎ' হইবে।

ভোঃ—সম্বোধনসূচক অব্যয়।

পুত্রাঃ—সম্বোধনে প্রথমা। পুত্র+সম্বোধনে বহুবচন।

ময়ি—ভাবে ৭মী, অস্মদ্ শব্দে সপ্তমীর একবচন।

মৃতে—ময়ি পদের বিধেয় বিশেষণ, 'মৃতে সতি' ইত্যর্থঃ।

চতুর্ণাম্—সংখ্যাবাচক চতুর্ শব্দ (four) ষষ্ঠীর বহুবচন। 'ভ্রাতৃণাম্' এই উহ্য বিশেষ্যপদের বিশেষণ।

একত্র—অব্যয়, এক-ত্রল্ (স্থানার্থে)। একত্র+অবস্থানম্=একত্রাবস্থানম্।

অবস্থানম্—কর্তরি ১মা 'ভবতি'-ক্রিয়ার কর্তা। অব-স্থা+ল্যুট্ (অনট্)।

ভবতি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অবস্থানম্'। ভূ+লট্ তি।

ন—নিষেধার্থক অব্যয়। বা—বিকল্পবাচক অব্যয়।

পশ্চাৎ—অব্যয়পদ, অপর+অস্তাতিঃ, "অপরস্যা পশ্চভাবো বক্তব্যঃ"—এই নিয়মানুসারে অপর শব্দ স্থানে 'পশ্চ' আদেশ হয় এবং ইহার পর অস্তাতি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'পশ্চাৎ' পদটি গঠিত হয়। পশ্চাৎ+বিবাদঃ+ভবিষ্যতি= পশ্চাদ্‌বিবাদোভবিষ্যতি।

বিবাদঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবিষ্যতি'; বি-বদ্+ঘঞ্।

ভবিষ্যতি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বিবাদঃ'। ভূ+লৃট্ স্যতি।

তর্হি—অব্যয় পদ, পক্ষে তদা।

জীবন্—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা, 'অহম্'। জীব্+শতৃ, পুংলিঙ্গ ১মা একবচন। জীবন্নেব=জীবন+এব (সন্ধি)। এব—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়।

ভবতাম্—নির্ধারে ৬ষ্ঠী অথবা শেষে ৬ষ্ঠী। ভবৎ+৬ষ্ঠী বহুবচন।

চতুর্ণাম্—চতুর্ (four)+৬ষ্ঠী বহুবচন, 'ভবতাম্' পদের বিশেষণ।

জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া। অনুগতঃ ক্রমঃ, অনুক্রমঃ (প্রাদিতৎ), জ্যেষ্ঠস্য অনুক্রমঃ=জ্যেষ্ঠানুক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন। জ্যেষ্ঠঃ= প্রশস্য+ইষ্ঠন্, অথবা বৃদ্ধ+ইষ্ঠন্। অনুক্রমঃ—অনু-ক্রম্+ঘঞ্।

ভাগম্—কর্মণি ২য়া, ক্রিয়া 'করোমি'। ভাগম্=ভজ্+ঘঞ্, ২য়া ১ বঃ।

করোমি—সকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্' উহ্য, কর্ম 'ভাগম্'। কৃ+লট্ মি (উত্তমপুরুষ একবচন)। অথ—অব্যয়, অনন্তরার্থক।

চতুর্ণাম্—'ভ্রাতৃণাম্' এই উহ্য বিশেষ্যপদের বিশেষণ; বা শেষে ৬ষ্ঠী।

ভাগম্—কর্মণি ২য়া, 'কৃত্বা' ক্রিয়ার কর্ম।

কৃত্বা—অসমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, কৃ+ক্ত্বাচ্। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

মঞ্চাধস্তাৎ—মঞ্চস্য অধস্তাৎ (ষষ্ঠীতৎ), অব্যয়। মঞ্চাধস্তাচ্চত্বারো ভাগাঃ =মঞ্চাধস্তাৎ+চত্বারঃ+ভাগাঃ (সন্ধি)। অধস্তাৎ=অধস্+অস্তাতিঃ।

চত্বারঃ—সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদ, 'ভাগাঃ' পদের বিণ। চতুর্ শব্দ পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন।

ভাগাঃ—কর্তায় প্রথমা, 'সন্তি' ক্রিয়ার কর্তা, ভাগ শব্দ পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন।

ময়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া; অস্মদ্+৩য়া একবচন।

নিঃক্ষিপ্তাঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, 'ভাগাঃ' পদের বিধেয় বিশেষণরূপে প্রযুক্ত।

নিঃক্ষিপ্তাঃ—এই পদটি বিসর্গযুক্ত হইবে। পাঠ্যপুস্তকে নিঃক্ষিপ্তা, এইরূপ বিসর্গশূন্য ভাবে ভুল ছাপা হইয়াছে।

সন্তি—অকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ভাগাঃ'; অস্+লট্ অন্তি।

জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগক্রমেণ—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া। জ্যেষ্ঠা চ কনিষ্ঠাশ্চ তে, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাঃ (কর্মধা); জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানাং ভাগাঃ=জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগাঃ, (ষষ্ঠীতৎ); তেষাম্ অনুক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন। জ্যেষ্ঠঃ=বৃদ্ধ+ইষ্ঠন্। কনিষ্ঠঃ=অল্প+ইষ্ঠন্; পক্ষে অল্পিষ্ঠঃ।

গৃহ্ণীধ্বম্—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য, কর্ম 'ভাগান্' বা 'তান্' উহ্য। গ্রহ্ +লোট্ ধ্বম্ (মধ্যমপুরুষ বহুবচন)।

তথা—অব্যয়। তেন প্রকারেণ এই অর্থে। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

তৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। তৈ+অঙ্গীকৃতম্=তৈরঙ্গীকৃতম্ (সন্ধি)।

অঙ্গীকৃতম্—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ। অনঙ্গম্ অঙ্গং কৃতম্ ইতি অঙ্গীকৃতম্ ("কুগতি-প্রাদয়ঃ"-এই সূত্রানুসারে গতিসমাস বা গতিতৎপুরুষ সমাস)। অঙ্গীকৃতম্= অঙ্গ+অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ+কৃ+কর্মণি ক্ত, ভাববাচ্যে।

বাচ্যান্তর—বিক্রমাদিত্যস্য বিষয়ে পুরন্দরপুরী নাম নগর্যা বভূবে (ভাববাচ্য)। তত্র মহাধনিকেন কেনচিৎ বণিজা অভূয়ত। তেন চতুরঃ পুত্রান্ আহূয় অবাদি, ভোঃ পুত্রাঃ! ময়ি মৃতে চতুর্ণাম্ একত্র অবস্থানেন ভূয়তে বা ন বা পশ্চাৎ বিবাদেন ভবিষ্যতে। তর্হি জীবতা এব (ময়া) ভবতাং চতুর্ণাং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ভাগঃ ক্রিয়তে। অথ চতুর্ণাং ভাগং কৃত্বা চ মঞ্চাধস্তাৎ চতুর্ভিঃ ভাগৈঃ ময়া নিঃক্ষিপ্তৈঃ স্থীয়তে। জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগক্রমেণ গৃহ্যতাম্। তথা চ তৈ অঙ্গীকৃতবন্তঃ।

অনুবাদ। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে পুরন্দরপুরী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে অতিশয় ধনাঢ্য এক বণিক্ ছিলেন। তিনি চারি পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'হে পুত্রগণ, আমি মারা গেলে (তোমাদের) চারিজনের একত্র অবস্থান ঘটিবে কি না (জানি না), পরে (তোমাদের মধ্যে) বিবাদ হইবে। কাজেই, আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তোমাদের চারিজনের জ্যেষ্ঠানুক্রমে অংশ করিয়া দিতেছি। অনন্তর, চারি জনের অংশ ভাগ করিয়া আমার খট্টার নীচে আমাকর্তৃক স্থাপিত চারিটি ভাগ থাকিবে, তোমরা জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুসারে গ্রহণ করিও।' 'আচ্ছা, তাহাই হইবে'—এইরূপ বলিয়া তাহারাও স্বীকৃত হইল।

Trans :—There was a city named Purandarpuri in the Kingdom of Vikramaditya. There lived a very well-to-do merchant. He summoned his four sons and said—'my sons, I do not know whether you four will be able to live together after my death. Later on, quarrel may ensue among you. So, while alive, I shall make a partition (of my property) amongst four of you in order of seniority in age. Then, after making the partition, I shall place below my bedstead the four shares. Accept those shares in the order of the eldest upto the youngest.' Thereafter, they agreed to do so.

ততস্তস্মিন্ পরলোকং গতে……কর্তুং ন শশাক (অনু ২)।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) তস্মিন্ (তিনি) পরলোকম্ (পরলোকে) গতে (গত হইলে) ভ্রাতরঃ (ভ্রাতারা) চত্বারঃ (চারিজন) মাসম্ (এক মাস কাল) একত্র (একসঙ্গে) স্থিতাঃ (থাকিল)। ততঃ (তারপর) তেষাম্ (তাহাদের) স্ত্রীণাম্ (স্ত্রীদের) পরস্পরং (পরস্পর, একের সহিত অন্যের) কলহঃ (বিবাদ, ঝগড়া) জাতঃ (হইল)। তদনন্তরম্ (তারপর) তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) বিচারিতম্ (বিচার করিয়া দেখিল) কিমর্থম্ (কেন, কি জন্য) কোলাহলঃ (কলরব, হৈ-চৈ) ক্রিয়তে (করিতেছি, করা হইতেছে) ? পিত্রা (পিতৃকর্তৃক) জীবতা এব (বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই) পূর্বম্ (পূর্বেই) বিভাগঃ (ভাগ বাঁটোয়ারা) কৃতঃ (করা) অস্তি (আছে)। তৎ (কাজেই) মঞ্চাধঃস্থিতম্ (পিতার খাটের নিম্নে অবস্থিত) বিভাগক্রমং (সম্পত্তির বণ্টনপদ্ধতি) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া, অবলম্বন করিয়া) বিভক্তাঃ (বিভক্ত) সন্তঃ (হইয়া) সুখেন (সুখে) তিষ্ঠামঃ (থাকিব) ইতি (ইহা, এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া—এখানে Text-এ ছাপায় উক্ত্বা পদের 'ব' ফলা ছাপা হয় নাই) যাবৎ (যেই) মঞ্চাধঃ (খাটের নীচে) খনন্তি (খনন করিতে লাগিল), তাবৎ (তখন) চতুর্ণাম্ (চারিটি) পাত্রাণাম্ (পাত্রের) অধঃ (নীচে) চত্বারি (চারিটি) সম্পুটানি (কৌটা, ঝাঁপি) দৃষ্টানি (দেখিতে পাইল)। তেষাম্ (তাহাদের) মধ্যে (ভিতরে) একত্র (একটি সম্পুটে) (কৌটায়, ঝাঁপিতে) মৃত্তিকা (মাটি) অভূৎ (ছিল), একত্র (একটিতে) অঙ্গারাঃ (অঙ্গার, পোড়া কয়লা) আসন্ (ছিল), অন্যসম্পুটে (অন্য কৌটায়) অস্থীনি (অস্থিসমূহ) স্থিতানি (ছিল), একত্র (আর একটিতে) পলালপুঞ্জঃ (এক গোছা খড়) স্থিতঃ (ছিল)।

এতৎ (এই) চতুষ্টয়ম্ (চারিটি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তাহারা) চত্বারঃ (চারিজন) পরস্পরম্ (পরস্পর) বিস্ময়ম্ (বিস্ময়, আশ্চর্য) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) প্রোচুঃ (বলিল), অহো ! (কি আশ্চর্য !), অস্মাৎ (ইহা হইতে, এই) পিতৃকৃতসম্যগ্‌বিভাগক্রমাৎ (পিতৃকৃত সমীচীন বণ্টন পদ্ধতি হইতে) অর্থ-বিভাগক্রমঃ (অর্থসম্পদের বণ্টন পদ্ধতি) কেন (কে) জ্ঞায়তে (জানিতে পারে) ইতি (ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) রাজসভাম্ (রাজসভাতে) অগচ্ছন্ (গেল)। তস্যাঃ (তাহার, অর্থাৎ সেই রাজসভার) পুরতঃ (সম্মুখে) নিবেদিতঃ (নিবেদিত হইল, বিজ্ঞাপিত হইল) বৃত্তান্তঃ (বৃত্তান্তটি, ঘটনাটি), সভ্যৈঃ (কিন্তু সভ্যগণ) বিভাগক্রমঃ (সম্পত্তি বণ্টন পদ্ধতি) ন জ্ঞাতঃ (বুঝিতে পারিল না)। পুনঃ (পুনরায়) চত্বারঃ (চারিজন) ভ্রাতরঃ (ভ্রাতারা) যত্র যত্র (যেখানে যেখানে) জ্ঞাতারঃ (জ্ঞানী, অর্থ জানিতে পারে এমন লোকরা) সন্তি (আছেন) তেষাম্ (তাঁহাদের) পুরতঃ (সম্মুখে, অগ্রে) অমুম্ (এই) বৃত্তান্তম্ (ব্যাপারটি) নিবেদয়ন্তি স্ম (নিবেদন করিল, জানাইল)। পরম্ (কিন্তু) কে২পি (কেহই) নির্ণয়ম্ (নির্ধারণ, নিশ্চয়) কর্তুম্ (করিতে) ন শশাক (পারিল না)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদনন্তরম্) তস্মিন্ (পূর্বোক্তে বণিজি) পরলোকম্ (প্রেতলোকম্) গতে (প্রস্থিতে সতি) ভ্রাতরঃ (সহোদরাঃ) চত্বারঃ (চতুঃসংখ্যকাঃ) মাসম্ (একমাসং ব্যাপ্য) একত্র (একস্মিন্ স্থানে) স্থিতাঃ (অবস্থিতাঃ, সহাবস্থানং কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ)। ততঃ (ততঃপরম্, পশ্চাৎ) তেষাম্ (পূর্বোক্তভ্রাতৃণাম্) স্ত্রীণাম্ (ভার্যাণাম্) পরস্পরম্ (অন্যোঽন্যম্, একস্যাঃ অপরয়া সহ) কলহঃ (বিবাদঃ) জাতঃ (অভবৎ)। তদনন্তরম্ (তস্মাৎ পরম্, উপরিষ্টাৎ) তৈঃ (পূর্বোক্তৈঃ ভ্রাতৃভিঃ) বিচারিতম্ (বিতর্কিতম্, আলোচিতম্) কিমর্থম্ (কথং, কেন হেতুনা) কোলাহলঃ (কলরবঃ, বাদানুবাদঃ) ক্রিয়তে (সম্পাদ্যতে, বিধীয়তে)? পিত্রা (অস্মাকং জনকেন) জীবতা এব (প্রাণান্ ধারয়তা এব, অর্থাৎ জীবদ্দশায়াম্ এব) পূর্বম্ (প্রাক্, ইতঃপূর্বম্) চতুর্ণাম্ (চতুঃসংখ্যকানাম্) বিভাগঃ (বিভাজনম্, সম্পদ্বণ্টনম্) কৃতঃ (সম্পন্নঃ) অস্তি (বর্ততে, বিদ্যতে)। তৎ (তস্মাৎ, অতএব) মঞ্চাধঃস্থিতম্ (পিতৃখট্বায়াঃ নিম্নাস্থতম্) বিভাগক্রমম্ (সম্পদ্বণ্টনপদ্ধতিম্) গৃহীত্বা (আদায়, অনুসৃত্য) বিভক্তাঃ (সম্পদ্বিভাগেন পরস্পরং বিচ্ছিন্নাঃ) সন্তঃ

(ভূত্বা) সুখেন (আনন্দেন, হর্ষেণ) তিষ্ঠামঃ (স্থাস্যামঃ) ইতি (এতৎ, এবম্) উক্ত্বা (কথয়িত্বা, ব্যাহৃত্য) যাবৎ (যস্মিন্ ক্ষণে) মঞ্চাধঃ (পিতৃখট্বায়াঃ নিম্ন-দেশম্) খনন্তি (অবদারয়ন্তি) তাবৎ (তস্মিন্নেব ক্ষণে) চতুর্ণাম্ (চতুঃসংখ্যকানাম্) পাত্রাণাম্ (আধারাণাম্, ভাণ্ডানাম্) অধঃ (অধস্তাৎ, নিম্নে) চত্বারি (চতুঃসংখ্যকানি) সম্পুটানি (সমুদ্গকান্, ক্ষুদ্রপাত্রাণি) দৃষ্টানি (অবলোকিতানি)। তেষাম্ (পূর্বোক্তানাং সম্পুটকানাম্) মধ্যে (অন্তঃ) একত্র (একস্মিন্) সম্পুটে (সমুদ্গকে, ক্ষুদ্রপাত্রে) মৃত্তিকা (মৃৎ, মহী) অভূৎ (আসীৎ), একত্র (অন্যস্মিন্ সম্পুটকে) অঙ্গারাঃ (দগ্ধকাষ্ঠানি) আসন্ (অভবন্), অন্যসম্পুটে (অপরক্ষুদ্রপাত্রে) অস্থীনি (কীকসানি, অস্থিখণ্ডানি) স্থিতানি (অবস্থিতানি), একত্র (একস্মিন্ সম্পুটকে) পলালপুঞ্জঃ (শস্যহীনঃ তৃণসমূহঃ) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ)।

এতৎ (ইদম্) চতুষ্টয়ম্ (সম্পুটক-চতুষ্টয়ম্, অর্থাৎ চতুরঃ সম্পুটকান্) দৃষ্ট্বা (বিলোক্য) তে (পূর্বোক্তাঃ বণিকপুত্রাঃ) চত্বারঃ (চতুঃসংখ্যকাঃ) বিস্ময়ম্ (আশ্চর্যম্) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) প্রোচুঃ (উক্তবন্তঃ, কথয়ামাসুঃ), অহো ! (চিত্রমেতৎ) অস্মাৎ (এতস্মাৎ, এবং বিধাৎ) পিতৃকৃত-সম্যগ্ বিভাগক্রমাৎ (অস্মাকং জনকেন অনুষ্ঠিতাৎ সমীচীনাৎ বণ্টনক্রমাৎ, অর্থাৎ অস্মাকং পিতৃকৃত-বণ্টনপদ্ধতিম্ অনুসৃত্য) অর্থবিভাগক্রমঃ (সম্পত্তিবিভাগপদ্ধতিঃ) কেন (কেন জনেন) জ্ঞায়তে (অবগম্যতে)—ইতি (এতৎ) উক্ত্বা (কথয়িত্বা) রাজসভাম্ (নৃপতেঃ সভাম্) অগচ্ছন্ (অব্রজন্)। তস্যাঃ (পূর্বোক্তায়াঃ রাজসভায়াঃ) পুরতঃ (অগ্রে) নিবেদিতঃ (বিজ্ঞাপিতঃ) বৃত্তান্তঃ (ব্যাপারঃ) দণ্ডৈঃ (রাজপুরুষৈঃ) বিভাগক্রমঃ (সম্পত্তিবণ্টনপদ্ধতিঃ) ন জ্ঞাতঃ (নাবগতা)। পুনঃ (ভূয়ঃ) চত্বারঃ ভ্রাতরঃ (তে বণিকপুত্রাঃ) যত্র যত্র (যস্মিন্ কস্মিন্ স্থানে) জ্ঞাতারঃ (পণ্ডিতাঃ) সন্তি (বিদ্যন্তে) তেষাম্ (পণ্ডিতানাং) পুরতঃ (অগ্রে) অমুম্ (ইমম্) বৃত্তান্তম্ (ব্যাপারম্) নিবেদয়ন্তি স্ম (বিজ্ঞাপিতবন্তঃ, বিবৃতবন্তঃ)। পরম্ (কিন্তু) কোঽপি (কশ্চিদপি সুধীঃ) নির্ণয়ম্ (নির্ধারণম্, নিশ্চয়ম্) কর্তুম্ (বিধাতুম্) ন শশাক (ন পারয়ামাস)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততস্তস্মিন্—ততঃ+তস্মিন্ (সন্ধি)। ততঃ—অব্যয়। তস্মিন্—ভাবে ৭মী।
পরলোকম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, পরঃ লোকঃ (কর্মধারয়); তম্।

গতে—'তস্মিন্' পদের কৃদন্ত বিশেষণ। গম্+ক্ত+পুংলিঙ্গ ৭মী একবচন।

ভ্রাতরশ্চত্বারো মাসমেকত্র=ভ্রাতরঃ+চত্বারঃ+মাসম্+একত্র (সন্ধি)।

ভ্রাতরঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'স্থিতাঃ'। ভ্রাতৃ-শব্দ, পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচন। পিতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি শব্দের তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যন্ত রূপ দাতৃশব্দের মত। কেবল প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় রূপের পার্থক্য আছে।

চত্বারঃ—চতুর্ পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন। 'ভ্রাতরঃ' পদের বিশেষণ। স্ত্রীলিঙ্গে ১মা বহুবচনে 'চতস্রঃ' এবং ক্লীবলিঙ্গে 'চত্বারি' রূপ হইবে।

মাসম্—ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া, সূত্র "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে"।

একত্র—অব্যয়, এক+ত্রল্ (স্থানার্থে)।

স্থিতাঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'ভ্রাতরঃ'। স্থা+কর্তরি ক্ত। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। আর কর্তৃবাচ্যে হয় 'ক্তবতু'। যেমন, তেন গৃহং **গতম্** (কর্মবাচ্যে), তেন **হসিতম্** (ভাববাচ্যে)। কিন্তু, কতকগুলি বিশেষ ধাতুর পর কর্তৃবাচ্যেও 'ক্ত' প্রত্যয় হয়। এই সকল ধাতু হইল গত্যর্থক, অকর্মক, শ্লিষ্, শী, স্থা, জন্, রুহ্, জৄ প্রভৃতি। বর্তমান স্থলে, স্থা-ধাতু অকর্মক বলিয়া ইহার উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়া 'স্থিতাঃ' এইরূপ হইয়াছে, পক্ষে ক্তবতু হইলে হইবে 'স্থিতবন্তঃ'।

ততঃ—অব্যয়। ততস্তেষাম্—ততঃ+তেষাম্ (সন্ধি)।

তেষাম্—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, 'স্ত্রীণাম্'-পদের সহিত সম্বন্ধ।

স্ত্রীণাম্—শেষে ষষ্ঠী, অথবা 'কলহঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ অস্ত সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

পরস্পরম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া, 'জাতঃ' ক্রিয়ার বিশেষণ। পরস্মৈ পরস্মৈ এই অর্থে সমাসবদ্ভাবে ও সুট্ আগমের ফলে পরস্পরম্ পদটি গঠিত হয়। সূত্র (বার্তিক) "কর্মব্যতিহারে সর্বনাম্নো দ্বে বাচ্যে সমাসবচ্চ বহুলম্"। "অসমাস-বদ্ভাবে পূর্বপদস্থস্য সুপঃ সুর্বক্তব্যঃ'। যথা—পরস্পরম্, অন্যোঽন্যম্।

কলহো জাতঃ=কলহঃ+জাতঃ (সন্ধি)। কলহঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'জাতঃ'। জাতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'কলহঃ'। জন্+ক্ত, কর্তরি।

তদনন্তরম্—ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া। তস্মাৎ অনন্তরম্ (ষষ্ঠীতৎ)।

তৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া ; তদ্ পুংলিঙ্গ তৃতীয়ার বহুবচন।

বিচারিতম্—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'তৈঃ'। বি-চর্+ণিচ্, ভাবে ক্ত।

কিমর্থম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া ; কঃ অর্থঃ (প্রয়োজনম্) যস্মিন্ কর্মণি তদ্ যথা স্যাৎ তথা।

কোলাহলঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা, 'ক্রিয়তে' ক্রিয়াপদের উক্ত কর্ম।

ক্রিয়তে—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'অস্মাভিঃ' উহ্য। কৃ+(কর্মবাচ্যে) লট্ তে।

পিত্রা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া বা করণে তৃতীয়া। পিতৃ+৩য়া একবচন।

জীবতৈব—জীবতা+এব (সন্ধি)। জীবতা—'পিত্রা' পদের বিশেষণ। জীব্+শতৃ, পুং ৩য়া ১ বচন। এব—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়।

পূর্বম্—"কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া।

চতুর্ণাম্—শেষে ষষ্ঠী, চতুর্ শব্দ ষষ্ঠী বহুবচন। বা 'ভ্রাতৄণাম্' পদের বিণ।

বিভাগঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অস্তি'। বি-ভজ্+ঘঞ্।

কৃতোঽস্তি—কৃতঃ+অস্তি (সন্ধি)। কৃতঃ—'বিভাগঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। কৃ+কর্মণি ক্ত।

অস্তি—অকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বিভাগঃ'। অস্+লট্ তি।

তন্মঞ্চাধঃস্থিতম্—তৎ+মঞ্চাধঃস্থিতম্ (সন্ধি)। তৎ—অব্যয়।

মঞ্চাধঃস্থিতম্—'বিভাগক্রমম্' পদের বিণ। অধঃ স্থিতঃ=অধঃস্থিতঃ (সুপ্-সুপা) ; মঞ্চস্য অধঃস্থিতঃ (ষষ্ঠীতৎ), তম্।

বিভাগক্রমম্—'গৃহীত্বা' ক্রিয়ার কর্ম ; বিভাগস্য ক্রমঃ=বিভাগক্রমঃ (ষষ্ঠী-তৎ), তম্। বিভাগঃ—বি-ভজ্+ঘঞ্। ক্রমঃ—ক্রম্+ঘঞ্।

গৃহীত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'বয়ম্' উহ্য। গ্রহ্+ক্ত্বাচ্।

বিভক্তাঃ—'বয়ম্' এই উহ্য কর্তৃপদের বিধেয় বিশেষণ। বি-ভজ্+ক্ত, পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন।

সন্তঃ—উহ্য 'বয়ম্' পদের কৃদন্ত বিণ। অস্+শতৃ+পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন।

সুখেন—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া।

তিষ্ঠামঃ—সমাপিকা অকর্মক ক্রিয়া ; কর্তা 'বয়ম্' উহ্য। স্থা+লট্ মস্ (উত্তমপুরুষ বহুবচন)। ইতি—অব্যয়। ইতি+উক্ত্বা=ইত্যুক্ত্বা।

উক্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, ব্রূ-ধাতু বা বচ্-ধাতু+ক্ত্বা। যাবৎ—অব্যয়।

মঞ্চাধঃ—কর্মকারকে দ্বিতীয়া। 'খনন্তি' ক্রিয়ার কর্ম। মঞ্চস্য অধঃ= মঞ্চাধঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

তাবৎ—অব্যয়। ইংরেজীতে যেমন কতকগুলি Co-relative conjunc-

tion আছে, যথা, No sooner than, as soon as, hardly than, ইত্যাদি সংস্কৃতে তেমনি যাবৎ-তাবৎ, যদা-তদা প্রভৃতি অব্যয় আছে।

খনন্তি—সমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া ; কর্তা 'তে' উহ্য। কর্ম 'মঞ্চাধঃ'। খন্+লট্‌ অন্তি। তাবৎ—অব্যয়, অবধিবাচক। তাবৎ+চতুর্ণাম্=তাবচ্চতুর্ণাম্।

চতুর্ণাম্—'পাত্রাণাম্' পদের বিণ।

পাত্রাণাম্—অধঃ শব্দযোগে ষষ্ঠী। অধঃ—অব্যয়।

চত্বারি—'সম্পুটানি' পদের বিণ। চতুর্-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ১মা বহুবচন।

সম্পুটানি—উক্তে কর্মণি ১মা। এখানে সম্পুটানি পদের 'সম্পুট' শব্দটিকে ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু অমরকোষে—"সমুদ্গকঃ সম্পুটকঃ"—এইরূপ পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দেখানো হইয়াছে।

দৃষ্টানি—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, দৃশ্‌+কর্মণি ক্ত। কর্তা 'তৈঃ' উহ্য।

তেষাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'মধ্যে' পদের সহিত সম্বন্ধ। মধ্যে—অধিকরণে ৭মী।

একত্র—'একস্মিন্ স্থানে'-এই অর্থে এক+ত্রল্, অব্যয়।

সম্পুটে—অধিকরণে ৭মী।

মৃত্তিকা—কর্তরি ১মা 'অভূৎ' ক্রিয়ার কর্তা।

অভূৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা মৃত্তিকা'। ভূ+লুঙ্‌দ্, লঙে 'অভবৎ', লিটে 'বভূব', লৃটে 'ভবিষ্যতি' ইত্যাদি হইবে। একত্র—অব্যয়।

অঙ্গারাঃ—কর্তরি ১মা। 'আসন্' ক্রিয়ার কর্তা। 'অঙ্গার' (পুংলিঙ্গ) ১মা বহুবচন। শব্দটি পুংলিঙ্গ, যেমন, "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"।

আসন্—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অঙ্গারাঃ'। অস্+লঙ্ অন্।

অন্যসম্পুটে—অধিকরণে ৭মী। অন্যঃ সম্পুটঃ (কর্মধা), তস্মিন্।

অস্থীনি—কর্তরি ১মা, 'স্থিতানি' ক্রিয়ার কর্ম।

স্থিতানি—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, কর্তা 'অস্থীনি'। স্থা+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)+ক্লীবলিঙ্গ ১মা বহুবচন। একত্র—অব্যয়।

পলালপুঞ্জঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'স্থিতঃ'। পলালস্য (শস্যশূন্য-কাণ্ডস্য) পুঞ্জঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

স্থিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। স্থা+কর্তরি ক্ত।

এতচ্চতুষ্টয়ম্—এতৎ+চতুষ্টয়ম্ (সন্ধি)। এতৎ—সর্বনাম পদ। 'চতুষ্টয়ম্' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। এতদ্, ক্লীবলিঙ্গ ১মা একবচন। চতুষ্টয়ম্—

কর্মণি ২য়া। 'দৃষ্ট্বা' ক্রিয়ার কর্ম। চতুর্+তয়প্—"সংখ্যায়-অবয়বে তয়প্"—অর্থাৎ সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর অবয়ব অর্থে তয়প্-প্রত্যয় হয়।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'তে'। কর্ম 'চতুষ্টয়ম্'। দৃশ্+ক্ত্বাচ্।

তে—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'গতাঃ' ও 'প্রোচুঃ'।

চত্বারঃ—'তে' পদের বিশেষণ। পরস্পরম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া, 'গতাঃ' ক্রিয়ার বিশেষণ।

বিস্ময়ম্—কর্মণি ২য়া, 'গতাঃ' ক্রিয়ার কর্ম। বি-স্মি+অচ্। স্মি-ধাতুর অর্থ—'ঈষৎ হাস্য করা' (to smile), ইহা আত্মনেপদী ও দিবাদিগণীয়। রূপ—স্ময়তে, স্ময়েতে, স্ময়ন্তে ইত্যাদি।

গতাঃ—'তে' পদের বিধেয় বিশেষণ, গম্+কর্তরি ক্ত, ১মা বহুবচন।

প্রোচুঃ—সমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া। কর্তা 'তে', কর্ম 'অহো' ইত্যাদি বাক্য। প্র-ব্রূ+লিট্ উস্ (১ম পুঃ বহুবচন)। অহো—অব্যয়।

অস্মাৎ—সর্বনাম, 'পিতৃকৃতসম্যগ্বিভাগক্রমাৎ'-পদের বিশেষণ। ইদম্-শব্দ, পুংলিঙ্গ পঞ্চমী একবচন।

পিতৃকৃতসম্যগ্বিভাগক্রমাৎ—অপাদানে পঞ্চমী। বিভাগস্য ক্রমঃ=বিভাগক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ); সম্যক্ বিভাগক্রমঃ=সম্যগ্বিভাগক্রমঃ (কর্মধা); পিত্রা কৃতঃ=পিতৃকৃতঃ (৩য়াতৎ); পিতৃকৃতঃ সম্যগ্বিভাগক্রমঃ=পিতৃকৃতসম্যগ্বিভাগক্রমঃ (কর্মধা), তস্মাৎ।

অর্থবিভাগক্রমঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। অর্থস্য বিভাগঃ (ষষ্ঠীতৎ); তস্য ক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

কেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। কিম্+পুংলিঙ্গ ৩য়া একবচন।

জ্ঞায়তে—কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ; জ্ঞা+কর্মণি লট্ তে।

ইত্যুক্ত্বা—ইতি+উক্ত্বা (সন্ধি)। ইতি—অব্যয়। 'উক্ত্বা' ক্রিয়ার কর্ম।

উক্ত্বা—ব্রূ বা বচ্+ক্ত্বা। অসমাপিকা ক্রিয়া।

রাজসভাম্—কর্মণি ২য়া। 'অগচ্ছন্' ক্রিয়ার কর্ম। সংস্কৃতে 'গম্'-ধাতু সকর্মক, ইহা মনে রাখিতে হইবে। রাজ্ঞঃ সভা—রাজসভা (ষষ্ঠীতৎ)। "সভা রাজাঽমনুষ্যপূর্বা"—সূত্রানুসারে এখানে 'রাজসভা' পদটি সমর্থিত হইবে। কিন্তু, প্রভুসভম্, নৃপসভম্, ঈশ্বরসভম্। এইরূপ, রক্ষঃসভম্। পিশাচসভম্। অন্যত্র, মনুষ্যসভা, চন্দ্রগুপ্তসভা।

অগচ্ছন্—সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'তে' উহ্য, কর্ম 'রাজসভাম্'। গম্ +লঙ্ অন্ (প্রথম পুরুষ বহুবচন)। গম্-ধাতু রূপ করিলে 'গচ্ছ' হয়।

তস্যাঃ—'পুরতঃ' এই তস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে ষষ্ঠী, ইহা 'সভায়াঃ' এই উহ্য বিশেষ্য পদের বিণ। পুরতঃ—অব্যয়, পুর+তস্।

নিবেদিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কর্তা 'তৈঃ' উহ্য। নি-বিদ্+ণিচ্ কর্মণি ক্ত।

বৃত্তান্তঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা, ক্রিয়া 'নিবেদিতঃ' উহ্য।

সভ্যৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। সভায়াং সাধবঃ—এই অর্থে সভা+যৎ ; তৃতীয়ার বহুবচন।

বিভাগক্রমঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা। বিভাগস্য ক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

জ্ঞাতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া ; জ্ঞা+কর্মণি ক্ত। ন—অব্যয়।

পুনশ্চত্বারো ভ্রাতরো যত্র—পুনঃ+চত্বারঃ+ভ্রাতরঃ+যত্র (সন্ধি)।

চত্বারঃ—'ভ্রাতরঃ' পদের বিশেষণ। পুনঃ—অব্যয়।

ভ্রাতরঃ—কর্তরি প্রথমা, নিবেদয়ন্তি স্ম' ক্রিয়ার কর্তা।

যত্র যত্র—অব্যয়। যদ্+ত্রল্, স্থানার্থে।

জ্ঞাতারঃ—কর্তরি ১মা, 'সন্তি' ক্রিয়ার কর্তা। জ্ঞা+তৃচ্। পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন। সন্তি—সমাপিকা ক্রিয়া। অস্+লট্ অন্তি।

তেষাম্—'পুরতঃ' এই অস্-প্রত্যয়ান্ত পদের যোগে ষষ্ঠী। পুরতঃ—অব্যয়।

অমুম্—'বৃত্তান্তম্' পদের বিণ। অদস্ পুংলিঙ্গ ২য়ার একবচন।

বৃত্তান্তম্—কর্মণি ২য়া। 'নিবেদয়ন্তি স্ম' ক্রিয়ার কর্ম।

নিবেদয়ন্তি স্ম—সমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'ভ্রাতরঃ'। কর্ম 'বৃত্তান্তম্'। নি-বিদ্+ণিচ্ লট্ অন্তি। স্ম-যোগে অতীত কাল বুঝাইতেছে। নিবেদয়ন্তি স্ম-অর্থ—ন্যবেদয়ৎ। পরম্—অব্যয়। অর্থ=কিন্তু।

কোঽপি—কঃ+অপি (সন্ধি) কঃ—কর্তরি ১মা, 'কর্তুম্' ও 'শশাক' ক্রিয়াদ্বয়ের কর্তা। অপি—অব্যয়।

নির্ণয়ম্—কর্মণি ২য়া, কর্তুম্ ক্রিয়ার কর্ম। নির্—নী+অচ্।

কর্তুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'কঃ', কৃ+তুমুন্। ন—অব্যয়।

শশাক—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'কঃ'। শক্+লিট্ ণল্ (অ)।

বাচ্যান্তর। ততঃ তস্মিন্ পরলোকং গতে ভ্রাতৃভিঃ চতুর্ভিঃ মাসম্ একত্র স্থিতম্। ততঃ তেষাং স্ত্রীণাং পরস্পরং কলহেন জাতম্। তদনন্তরঞ্চ তে বিচারিত-

বন্তঃ, কিমর্থম্ কোলাহলং কুর্মঃ (বয়ম্)? পিত্রা জীবতা এব পূর্বং চতুর্ণাং বিভাগেন কৃতেন ভূয়তে। [অথবা, পিতা জীবন্নেব পূর্বং চতুর্ণাং বিভাগং কৃতবান্, (তেন বিভাগেন) ভূয়তে।] তৎ মঞ্চাধঃস্থিতং বিভাগক্রমং গৃহীত্বা বিভক্তৈঃ সদ্ভিঃ (অস্মাভিঃ) সুখেন স্থীয়তে। ইতি উক্ত্বা যাবৎ মঞ্চাধঃ খন্যতে, তাবৎ চতুর্ণাং পাত্রাণাম্ অধঃ চত্বারিঃ সম্পুটানি দৃষ্টবন্তঃ (তে)। তেষাং মধ্যে একত্র সম্পুটে মৃত্তিকয়া অভাবি, একত্র অঙ্গারৈঃ অভূয়ত, অন্যসম্পুটে অস্থিভিঃ স্থিতম্। একত্র পলালপুঞ্জেন স্থিতম্। এতৎ চতুষ্টয়ং দৃষ্ট্বা তৈঃ চতুর্ভিঃ বিস্ময়ং গতৈঃ প্রোচে —“অস্মাৎ পিতৃকৃতসম্যগ্‌বিভাগক্রমাৎ অর্থবিভাগক্রমং কো জানাতি? ইতি উক্ত্বা রাজসভা অগম্যত (তৈঃ)। তস্যাঃ পুরতো নিবেদিতবন্তঃ বৃত্তান্তম্। সভ্যাঃ বিভাগক্রমং ন জ্ঞাতবন্তঃ। পুনঃ চতুর্ভিঃ ভ্রাতৃভিঃ যত্র যত্র জ্ঞাতৃভিঃ ভূয়তে, তেষাং পুরতঃ অসৌ বৃত্তান্তঃ নিবেদ্যতে স্ম। পরং কেনাপি নির্ণয়ং কর্তুং ন শশকে।

বঙ্গানুবাদ। তারপর, তিনি (বণিক্) পরলোক গমন করিলে, চারি ভ্রাতা একমাস একত্র অবস্থান করিল। অতঃপর, তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপন্ন হইল। অনন্তর, তাহারা বিচার করিয়া দেখিল, ‘কিজন্য গোলমাল করিতেছি? পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই পূর্বে চারিজনের অংশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আছে। কাজেই, (পিতার) খাটের নীচে অবস্থিত (সম্পাত্ত) বিভাগপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভাগাভাগি করিয়া আমরা সুখে থাকিব’ এই বলিয়া যেই তাহারা খাটের নিম্নভূমি খনন করিল, অমনি চারিটি পাত্রের নীচে চারিটি কৌটা দেখিতে পাইল। তাহাদের মধ্যে একটিতে ছিল মাটি, অন্যটিতে অঙ্গার (কয়লা), অন্য কৌটায় ছিল অস্থিসমূহ, আর একটিতে খড়-বিচালি। এই চারিটি (বস্তু) দেখিয়া তাহারা চারি জনে পরস্পর বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিল—“কি আশ্চর্য! আমাদের পিতৃদেবকৃত সম্যক্ বিভাগ-পদ্ধতি হইতে সম্পত্তিবণ্টনপদ্ধতি কে বুঝিতে পারে?” এই বলিয়া (তাহারা) রাজসভায় গেল। তাহার অর্থাৎ রাজসভার সম্মুখে ব্যাপারটি জানাইল। (কিন্তু) সভ্যগণ অর্থাৎ রাজসভার সদস্যগণ সম্পত্তিবিভাগক্রমটি বুঝিতে পারিল না। পুনরায়, চারি ভ্রাতা যেখানে যেখানে বোদ্ধা (জ্ঞানী) লোক আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে এই বৃত্তান্তটি নিবেদন করিল। কিন্তু কেহই (ইহা) নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না।

Trans.—Then, as he (the merchant) left this world, the four brothers lived together for a month. Then quarrel ensued among their wives. Thereafter, they contemplated 'Why should we make a fuss ? Our father, while alive, made beforehand a partition for four of us and it is there. So, following the method of partition, lying beneath his bedstead, we shall comfortably live separately.' So saying, no soonet had they started digging the place below the bedstead, than they found four caskets placed under four pots. In one of the caskets, there was earth, in another casket there was charcoal, there were in another casket some bits of bones and in still another there was a heap of straw. On finding these four (caskets) those four were struck with wonder and mutually said, "Oh ! who can understand the method of division from this method of partition duly made by our father ?" So saying, they went to the royal Court. They reported the matter before the assembly ; (but) the courtiers could not make out the method of partition. Once again, the four brothers went wherever there were experienced persons and reported that matter before them. But, no one was able to ascertain.

অস্মিন্ সময়ে কুম্ভকারগৃহে···স্বনগরং জগ্মুঃ। (অনু-৩)

শব্দার্থ। অস্মিন্ (এই) সময়ে (সময়ে, কালে) কুম্ভকারগৃহে (এক কুম্ভকারের গৃহে) স্থিতঃ (অবস্থিত) শালিবাহনঃ (শালিবাহন) অমুম্ (এই) বৃত্তান্তম্ (ব্যাপারটি) আকর্ণ্য (শুনিয়া) ভণতি স্ম (বলিলেন) কিম্ (কি) অত্র (এই বিষয়ে) তুর্বোধম্ (তুর্বোধ্য) অস্তি (আছে), কিম্ (কি) আশ্চর্যম্ (আশ্চর্য) চ (ও) ইতি (ইহা)। অনন্তরম্ (অতঃপর) বিভাগবিষয়ে (সম্পত্তিবণ্টন ব্যাপারে) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়া) সঃ (তিনি) অবদৎ (বলিলেন), এতে (এই) চত্বারঃ (চারিজন, অর্থাৎ চারি ভ্রাতা) একস্য (একজন) ধনিকস্য (ধনীব্যক্তির) পুত্রাঃ (পুত্র)। জীবতা (জীবিত অবস্থায়) তেষাম্ (তাহাদের) পিত্রা (পিতাকর্তৃক) জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমঃ (জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে) বিভাগঃ (সম্পত্তিবিভাগ) কৃতঃ (কৃত বা সম্পন্ন হইয়াছে) তদ্ যথা (তাহা হইল এইরূপ)—জ্যেষ্ঠস্য (জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য) মৃত্তিকা (মাটি) দত্তা (দেওয়া হইয়াছে), তেন (তাহার দ্বারা) যা (যে) সমুপার্জিতা (সম্যক্

উপার্জিত হইয়াছে) ভূমিঃ (জমি-জমা) সা (তাহা) সর্বথা (সর্বপ্রকারে, সম্পূর্ণ) দত্তা (দেওয়া হইয়াছে)। দ্বিতীয়স্য (দ্বিতীয়কে) পলালপুঞ্জঃ (এক গোছা খড়-বিচালি) দত্তঃ (দেওয়া হইয়াছে) তে (তাহার দ্বারা) সর্ববিধধান্যানি (সর্বপ্রকারের ধান্য) দত্তানি (প্রদত্ত হইয়াছে)। তৃতীয়স্য (তৃতীয় পুত্রকে) অস্থীনি (অস্থিসমূহ) দত্তানি (দেওয়া হইয়াছে), তেন (তাহার দ্বারা) সর্বেঽপি পশবঃ (সকল পশুই) দত্তাঃ (প্রদত্ত হইয়াছে)। চতুর্থস্য (চতুর্থ পুত্রকে) অঙ্গারঃ (কয়লা) দত্তঃ (প্রদত্ত হইয়াছে)। তেন (তাহার দ্বারা) সকলমপি সুবর্ণম্ (যাবতীয় স্বর্ণই) দত্তম্ (প্রদত্ত হইয়াছে)। এবম্ (এইভাবে) শালিবাহনেন (শালিবাহন কর্তৃক) তেষাম্ (তাহাদের মধ্যে) বিভাগঃ (সম্পত্তিবণ্টন) কৃতঃ (সম্পন্ন হইয়াছিল)। তেঽপি (তাহারাও) সুখিনঃ (সুখী) ভূত্বা (হইয়া) স্বনগরম্ (নিজ নগরে) জগ্মুঃ (চলিয়া গিয়াছিল)।

সংস্কৃত অর্থ। অস্মিন্ (এতস্মিন্) সময়ে (কালে) কুম্ভকারগৃহে (কস্যচিৎ কুম্ভকারস্য ভবনে) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ) শালিবাহনঃ (শালিবাহন নামকো বিক্রমাদিত্যস্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা) অমুম্ (ইমম্) বৃত্তান্তম্ (ব্যতিকরম্, ব্যাপারম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা, নিশম্য) ভণতি স্ম (অকথয়ৎ)—কিম্ (কিম্) অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) দুর্বোধম্ (বুদ্ধেঃ অগোচরীভূতম্) অস্তি (বর্ততে) কিম্ (কিংবা) আশ্চর্যঞ্চ (অপি চ, বিচিত্রম্, বিস্ময়জনকম্) ইতি (এতৎ—বাক্য-সমাপ্তৌ)। অনন্তরম্ (অতঃপরম্) বিভাগবিষয়ে (সম্পত্তিবণ্টনবিষয়ে) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) সঃ (পূর্বোক্তঃ শালিবাহনঃ) অবদৎ (অগদৎ), এতে (ইমে) চত্বারঃ (চতুঃসংখ্যকাঃ) একস্য (কস্যচিৎ) ধনিকস্য (ধনাঢ্যস্য জনস্য) পুত্রাঃ (তনয়াঃ)। জীবতা (জীবনং ধারয়তা, ম্রিয়মাণেন) তেষাম্ (পূর্বোক্তানাং চতুর্ণাং পুত্রাণাম্) পিত্রা (জনকেন) জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমঃ (জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুসারী) বিভাগঃ (অংশঃ, সম্পদ্বণ্টনম্) কৃতঃ (সম্পাদিতঃ) তদ্ যথা (তৎপ্রকারো যথা) জ্যেষ্ঠস্য (জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়) মৃত্তিকা (মৃৎ, মহী, ভূমিঃ) দত্তা (প্রদত্তা), তেন (তেন ব্যাপারেণ, প্রতীকেন বা) যা (যাবতী) সমুপার্জিতা (সম্যক্ অর্জিতা, সংগৃহীতা) ভূমিঃ (মহী, মৃত্তিকা) সা (তাবতী) সর্বথা (সর্বপ্রকারেণ, অর্থাৎ নিঃশেষেণ) দত্তা (প্রথমপুত্রায় প্রদত্তা)। দ্বিতীয়স্য (দ্বিতীয়ায় পুত্রায়) পলালপুঞ্জঃ (ধান্যশূন্যঃ ধান্যকাণ্ডরাশিঃ) দত্তঃ (প্রদত্তঃ, বিতীর্ণঃ), তেন (তেন

প্রতীকেন) সর্ববিধধান্যানি (সর্বপ্রকারাণি ধান্যানি) দত্তানি (বিশ্রাণিতানি অর্থাৎ দ্বিতীয়পুত্রায়)। তৃতীয়স্য (তৃতীয়ায় পুত্রায়) অস্থীনি (কীকসানি, অস্থিখণ্ডানি) দত্তানি (অর্পিতানি) তেন (তেন প্রতীকেন) সর্বেঽপি (একমপি অপরিত্যজ্য সকলাঃ) পশবঃ (গবাদিগৃহপালিতাঃ পশবঃ সম্পদ্ভূতাঃ) দত্তাঃ (প্রতিপাদিতাঃ অর্থাৎ তৃতীয়ায় নন্দনায়)। চতুর্থস্য (চতুর্থায় পুত্রায়) অঙ্গারঃ (দগ্ধঃ কাষ্ঠাবশেষঃ) দত্তঃ (সমর্পিতঃ), তেন (তেন ব্যাপারেণ) সকলমপি (সর্বমপি, অশেষমেব) সুবর্ণম্ (স্বর্ণম্, কাঞ্চনম্) দত্তম্ (প্রদত্তম্, অর্থাৎ চতুর্থায় পুত্রায়)। এবম্ (ইত্থম, অনেন প্রকারেণ, অনয়া দিশা) শালিবাহনেন (পূর্বোক্তেন শালিবাহননামধেয়েন জনেন) তেষাম্ (পূর্বোক্তানাং বণিক্‌পুত্রাণাং মধ্যে) বিভাগঃ (সম্পদ্বণ্টনম্) কৃতঃ (অনুষ্ঠিতঃ)। তেঽপি (পূর্বোক্তা বণিক্‌পুত্রা অপি) সুখিনঃ (সন্তুষ্টাঃ) ভূত্বা (সন্তঃ) স্বনগরম্ (আত্মীয়-পুরম্) জগ্মুঃ (চলুঃ, প্রতস্থিরে)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অস্মিন্—'সময়ে' পদের বিশেষণ। ইদম্ পুং ৭মী একবচন।

সময়ে—অধিকরণে ৭মী।

কুম্ভকারগৃহে—বিষয়াধিকরণে ৭মী। কুম্ভং করোতি যঃ সঃ কুম্ভকারঃ (উপপদতৎ)। কুম্ভ—কৃ+অণ্।

স্থিতঃ—'শালিবাহনঃ' পদের বিশেষণ। স্থা+কর্তরি ক্ত।

শালিবাহনঃ—কর্তরি প্রথমা, 'আকর্ণ্য'—এই অসমাপিকা ক্রিয়া ও ভণতি স্ম—এই সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা।

অমুম্—'বৃত্তান্তম্' পদের বিণ ; অদস্ পুং ২য়া একবচন।

বৃত্তান্তম্—কর্মণি ২য়া, 'আকর্ণ্য' ক্রিয়ার কর্ম।

আকর্ণ্য—অসমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া ; কর্তা 'শালিবাহনঃ', কর্ম 'বৃত্তান্তম্'। আ—কর্ণি+ল্যপ্।

ভণতি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'শালিবাহনঃ', কর্ম "কিমত্র দুর্বোধমস্তি" ইত্যাদি বাক্যটি। এখানে স্ম-যোগে অতীত কাল।

কিম্—'বস্তু' এই উহ্য পদের বিণ। অত্র—অব্যয়।

দুর্বোধম্—বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উহ্য বিশেষ্য

'বস্তু'। দুর্ দুঃখেন বোধ্যতে যৎ তৎ দুর্বোধম্—দুর্ বুধ্ (দিবাদি, আত্মনে)+ কর্মবাচ্যে খল্। 'অস্তি' ক্রিয়ার কর্তৃরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অস্তি—সমাপিকা অকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'দুর্বোধম্' (বস্তু)। অস্+লট্‌-তি।

[এই অস্ ধাতুটি অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। অর্থ 'আছে'। রূপ অস্তি স্তঃ সন্তি। আর একটি দিবাদিগণীয় অস্ ধাতু আছে। দিবাদিগণীয় অস্-ধাতুর অর্থ 'নিক্ষেপ' করা, রূপ—অস্যতি, অস্যতঃ, অস্যন্তি ইত্যাদি। এই অস্ ধাতু হইতে 'অস্ত্র' পদটি গঠিত হইয়াছে।]

কিমাশ্চর্যঞ্চেতি - কিম্+আশ্চর্যম্+চ+ইতি (সন্ধি)।

কিম্—সর্বনাম, 'বস্তু' পদের বিণ।

আশ্চর্যম্—কর্তরি ১মা, 'অস্তি'-ক্রিয়ার কর্তা। আশ্চর্যম্ পদটি বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হইতে পারে।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়। ইতি—বাক্য সমাপক অব্যয়।

অনন্তরম্—অব্যয়, অথবা অবিদ্যমানম্ অন্তরম্ (অবকাশঃ) যস্মিন্ কর্মণি তদ্ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহিঃ), ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া।

বিভাগবিষয়ে—অধিকরণে ৭মী, বিভাগবিষয়ম্ অধিকৃত্য ইত্যর্থঃ। বিভাগস্য বিষয়ঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। বিভাগঃ=বি-ভজ্+ঘঞ্।

পৃষ্টঃ—'সঃ' পদের বিশেষণ। প্রচ্ছ্+কর্মণি ক্ত।

সোঽবদৎ—সঃ+অবদৎ (সন্ধি)। সঃ এবং এষঃ এই দুই পদের পর 'অ' ভিন্ন অন্য যে কোনও বর্ণ থাকিলে (ঃ) বিসর্গ লোপ পায়।

সঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অবদৎ'। অবদৎ—বদ্ (কথনার্থক)+লঙ্ দ্, লুঙ্ দ করিলে রূপ হইবে- অবাদীৎ—এই গল্পেরই প্রথম অনুচ্ছেদে 'পুত্রান্ আহূয় অবাদীৎ' দ্রষ্টব্য।

এতে—উহ্য 'জনাঃ পদের বিণ। এতদ্ পুং ১মা বহুবচন।

চত্বারঃ—'জনাঃ' উহ্য পদের বিণ।

একস্য—'ধনিকস্য' পদের বিশেষণ। ইহাও একটি সর্বনাম, সর্বাদিগণের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বহুব্রীহি সমাস-বদ্ধ হইলে ইহার সর্বনাম সংজ্ঞা লোপ পায়। 'এক' শব্দের মুখ্য, অন্য ও কেবল এই তিনটি অর্থ অভিধানে বলা হইয়াছে। যথা—"একেঽমুখ্যান্যকেবলাঃ"। এখানে 'একস্য' অর্থ 'কস্যচিৎ' (কোনও)।

ধনিকস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'পুত্রাঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ। ধনী এব ধনিকঃ—ধনী (ধনিন্)+স্বার্থে কন্ ; ষষ্ঠী একবচন।

পুত্রাঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'ভবন্তি' উহ্য। পুৎ—ত্রৈ+ক।

জীবতা—'পিত্রা' পদের বিশেষণ ; জীব্+শতৃ পুং ৩য়া একবচন।

তেষাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'পিত্রা' পদের সহিত সম্বন্ধ।

পিত্রা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমঃ—'বিভাগঃ' পদের বিশেষণ। জ্যেষ্ঠাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ তে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাঃ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসঃ); জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানাম্ অনুক্রমো যস্মিন্ সঃ=জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমঃ (বহুব্রীহি)। অনুক্রমঃ=অনুগতঃ ক্রমঃ (প্রাদিতৎ)। জ্যেষ্ঠঃ—বৃদ্ধ+ইষ্ঠন্, প্রশস্য+ইষ্ঠন্ করিলেও জ্যেষ্ঠ হয়। কনিষ্ঠঃ—অল্প+ইষ্ঠন্, পক্ষে অল্পিষ্ঠ। যুবন্+ইষ্ঠন্-প্রত্যয় করিয়াও 'কনিষ্ঠঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে, যেহেতু বয়সের দিক দিয়া বড় ও ছোট বুঝাইতেছে, সেই হেতু ইহাদের অর্থানুসারে -জ্যেষ্ঠঃ=বৃদ্ধ+ইষ্ঠন্ ও কনিষ্ঠঃ=যুবন্+ইষ্ঠন্-করাই সমীচীন।

বিভাগঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা, ক্রিয়া 'কৃতঃ'। বি—ভজ্+ঘঞ্।

কৃতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ ; কৃ+কর্মণি ক্ত।

তদ্‌যথা—ইহা একটি যুগ্ম অব্যয়। অর্থ 'অতএব যাহাতে'।

জ্যেষ্ঠস্য—শেষে ষষ্ঠী, এখানে সম্প্রদানে চতুর্থী হইয়া 'জ্যেষ্ঠায়' হওয়া উচিত ছিল। এইরূপ—দ্বিতীয়স্য স্থলে দ্বিতীয়ায়, তৃতীয়স্য স্থলে তৃতীয়ায়, ও চতুর্থস্য স্থলে চতুর্থায় হওয়া উচিত ছিল। কারণ সর্বত্রই সম্প্রদানের অর্থ সুস্পষ্ট, আর, সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তিই হয়। এই সকল স্থলে 'শেষে ষষ্ঠী' বলিয়াও সমর্থন করা যাইতে পারে। অথবা "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি" এই নিয়মানুসারে 'বিবক্ষয়া ষষ্ঠী' বলিয়াও সমর্থন করা যাইতে পারে।

মৃত্তিকা—উক্তে কর্মণি ১মা।

দত্তা—কৃদন্ত ক্রিয়া ; দা+কর্মণি ক্ত, স্ত্রিয়াম্ আপ্ (টাপ্)।

তেন—'বণিজা' উহ্য পদের বিণ বা অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ইহাকে 'হেতৌ তৃতীয়া' বলিয়াও সমর্থন করা যাইতে পারে। সেস্থলে ইহার অর্থ হইবে—তেন হেতুনা। অথবা, তেন প্রতীকেন, এইরূপ অর্থ করিয়া তেন পদটিকে 'প্রতীকেন' এই উহ্য বিশেষ্য পদের বিশেষণও করা যাইতে পারে।

যা—'ভূমিঃ' পদের বিণ ; যদ্ স্ত্রীলিঙ্গ ১মা একবচন।

সমুপার্জিতা—'ভূমিঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ, সম্-উপ-অর্জ+ক্ত, কর্মণি, স্ত্রিয়ামাপ্। ভূমিঃ–উক্তকর্মণি ১মা।

সা—উক্তকর্মণি প্রথমা; ইহার পূর্বে যদ্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন 'যা' পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য ইহার পর তদ্-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন 'সা'-পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, বলা হয়- "যত্তদো নিত্যঃ সম্বন্ধঃ"।

সর্বথা—সর্বৈঃ প্রকারৈঃ এই অর্থে—সর্ব+থাল্ (প্রকারে)। অব্যয়।

দত্তা—কৃদন্ত ক্রিয়া। দা+কর্মণি ক্ত, স্ত্রিয়ামাপ্।

দ্বিতীয়স্য—শেষে ষষ্ঠী বা বিবক্ষয়া ষষ্ঠী, চতুর্থী হইয়া 'দ্বিতীয়ায়' হওয়া উচিত। দ্বয়োঃ পূরণঃ এই অর্থে দ্বি+তীয়।

পলালপুঞ্জঃ—উক্তকর্মণি ১মা। পলালস্য [শস্যশূন্যকাণ্ডস্য] পুঞ্জঃ [রাশিঃ] (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ)।

দত্তঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কর্ম 'পলালপুঞ্জঃ'। দা+ক্ত কর্মণি।

তেন—হেতৌ তৃতীয়া।

সর্ববিধধান্যানি—উক্তকর্মণি ১মা। সর্বা বিধাঃ যেষাং তানি=সর্ববিধানি (বহুব্রীহিঃ); সর্ববিধানি ধান্যানি (কর্মধা)।

দত্তানি—কৃদন্ত ক্রিয়া, সর্ববিধধান্যানি পদের সহিত অন্বিত, এজন্য ক্লীবলিঙ্গ। দা+ক্ত কর্মণি+ক্লীবলিঙ্গ ১মা বহুবচন।

তৃতীয়স্য—সম্বন্ধ বিবক্ষয়া ষষ্ঠী বা শেষে ষষ্ঠী ; চতুর্থী বিভক্তি হওয়া উচিত।

অস্থীনি—উক্তকর্মণি ১মা, অস্থি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ক্রিয়া দত্তানি।

তেন—হেতৌ তৃতীয়া। সর্বেঽপি=সর্বে+অপি। সর্বে—'পশবঃ' পদের বিণ। অপি—অব্যয়। অর্থ 'এব' (নিশ্চয়)।

পশবো দত্তাঃ—পশবঃ+দত্তাঃ। পশবঃ—উক্তকর্মণি ১মা, ক্রিয়া 'দত্তাঃ'। পশু শব্দের রূপ সাধুশব্দের তুল্য।

দত্তাঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, পশবঃ পদের সহিত অন্বিত। দা+কর্মণি ক্ত, পুং ১মা বহুবচন।

চতুর্থস্য—শেষে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। চতুর্থী বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল। অঙ্গারো দত্তঃ—অঙ্গারঃ+দত্তঃ (সন্ধি)।

অঙ্গারঃ—উক্তকর্মণি ১মা, 'দত্তঃ' ক্রিয়ার কর্ম।

দত্তঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্ম 'অঙ্গারঃ'। দা+ক্ত। তেন--হেতৌ তৃতীয়া।

সকলম্—'সুবর্ণম্' পদের বিশেষণ। অপি—অব্যয়, অর্থ এব (নিশ্চয়), কাজেই সকলমপি—ইহার অর্থ সকলম্ এব।

সুবর্ণম্—উক্তকর্মণি ১মা। সু (শোভনঃ) বর্ণো যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ)। ইহা ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, ফল শব্দের ন্যায় রূপ।

দত্তম্—কৃদন্ত ক্রিয়া, সুবর্ণম্-পদের সহিত অন্বিত। দা+ক্ত কর্মবাচ্যে।

শালিবাহনেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। এবম্—অব্যয়, অর্থ 'এই প্রকারে'।

তেষাম্—নির্ধারণে ষষ্ঠী, অথবা শেষে ষষ্ঠী।

বিভাগঃ—উক্তকর্মণি ১মা, 'কৃতঃ' ক্রিয়ার কর্ম। বি—ভজ্+ঘঞ্।

কৃতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কৃ+কর্মণি ক্ত। অপি—অব্যয়।

তেঽপি=তে+অপি। তে—কর্তরি ১মা; ক্রিয়া ভূত্বা ও জগ্মুঃ।

সুখিনঃ—'তে' পদের বিধেয় বিশেষণ। সুখ+অস্ত্যর্থে ইন্, পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন। সুখিন্ শব্দ, গুণিন্ শব্দের ন্যায় রূপ।

ভূত্বা—অসমাপিকা অকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'তে'। ভূ+ক্ত্বাচ্।

স্বনগরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; 'জগ্মুঃ' ক্রিয়ার কর্ম। স্বেষাং নগরম্ ইতি স্বনগরম্ (ষষ্ঠীতৎ), তৎ। নগর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, ফল শব্দের ন্যায় রূপ।

জগ্মুঃ—সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'তে'। গম্+লিট্ উস্ (প্রথম পুরুষ বহুবচন)।

বাচ্যান্তর। অস্মিন্ সময়ে কুম্ভকারগৃহে স্থিতেন শালিবাহনেন অমুং বৃত্তান্তম্ আকর্ণ্য ভণ্যতে স্ম—কেন অত্র দুর্বোধেন (বস্তুনা) ভূয়তে? কেন আশ্চর্যেণ চ ইতি। অনন্তরং বিভাগবিষয়ে পৃষ্টেন তেন উক্তম, "এতৈঃ চতুর্ভিঃ একস্য ধনিকস্য পুত্রৈঃ (ভূয়তে)। জীবন্ তেষাং পিতা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুক্রমং বিভাগং কৃতবান্, তদ্যথা—জ্যেষ্ঠস্য মৃত্তিকাং দত্তবান্। তেন, যাং ভূমিং সমুপার্জিতবান্ (সঃ) তাং সর্বথা দত্তবান্। দ্বিতীয়স্য পলালপুঞ্জং দত্তবান্। তেন, সর্ববিধধান্যানি দত্তবান্। তৃতীয়স্য অস্থীনি দত্তবান্। তেন, সর্বান্ অপি পশূন্ দত্তবান্। চতুর্থস্য অঙ্গারং দত্তবান্, তেন, সকলমপি সুবর্ণম্ দত্তবান্। এবং শালিবাহনঃ তেষাং বিভাগং কৃতবান্। তৈরপি সুখিভিঃ ভূত্বা স্বনগরং জগমে।

অনুবাদ। এই সময় এক কুম্ভকারের গৃহে অবস্থিত শালিবাহন এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন—ইহাতে কিই বা দুর্বোধ্য, আর কিই বা আশ্চর্যজনক বস্তু আছে। অনন্তর, সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন —'এই চারিজন এক ধনীর পুত্র। তাহাদের পিতা জীবিত থাকিতেই (সম্পত্তির) জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে অংশ বা ভাগ করিয়া দিয়াছেন। যেমন —জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মৃত্তিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে যে উপার্জিত ভূমি (জমি-জমা) আছে, তাহা (জ্যেষ্ঠকেই) দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ের ভাগে দেওয়া হইয়াছে পলালরাশি, তাহাতে (তাহাকে) শস্যসম্পদ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়কে অস্থি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে (তাহাকে) সকল (গবাদি) পশু দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থকে অঙ্গার অর্থাৎ দগ্ধকাষ্ঠখণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে (তাহাকে) যাবতীয় স্বর্ণ দেওয়া হইয়াছে। শালিবাহন এইভাবে তাহাদের (মধ্যে সম্পত্তি) ভাগ করিয়া দিলেন। তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নগরে চলিয়া গেল।

Trans.—At that time, Salivahana, residing in the house of a potter, came to learn the matter and observed—'what is unintelligible and strange in it?' Then, asked about the partition (of property), he said—"These four are the sons of a merchant. A partition (of property) in the order of the eldest upto the youngest was made by their father, while alive. As earth was given to the eldest, so by this, the acquired land was given. As a bundle of straw was given to the second (son), so, by this he was entitled to all the varieties of crops. As, the third (son) was offered bones, so by this, he will inherit all the domestic animals. As, charcoal was handed over to the fourth (son), so, by this, the whole quantity of gold will go to him. In this way, Salivahana made a partition (of the property) amongst them. They, too, became satisfied and returned to their native town.

প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। "পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্"—এই গল্পটি নিজের ভাষায় বিবৃত কর। (Give a summary of the story entitled "পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্"।)

উত্তর। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২। "পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্"—গল্পটির নামকরণের সার্থকতা দেখাও। (Justify the title of the story entitled" 'পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্'।)

উত্তর। এই গল্পের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩। "পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্" গল্পটিতে বর্ণিত বণিক্‌টির নিবাস কোথায় ছিল এবং কেন তিনি পুত্রদের মধ্যে সম্পদ্ বণ্টন করিতে চাহিয়াছিলেন?

উত্তর। "পুত্রেষু পিতৃসম্পদ্‌বণ্টনম্" গল্পটিতে বর্ণিত বণিক্‌টির নিবাস ছিল মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত পুরন্দরপুরী নামক নগরীতে। তিনি তাঁহার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এইজন্য যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রগণ একত্র থাকিতে পারিবে কিনা ঠিক নাই। হয়তো তাহারা তাঁহার মৃত্যুর পর বিবাদ-বিসম্বাদও করিতে পারে। কাজেই, ধনাঢ্য বণিক্ জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

প্রশ্ন ৪। ধনাঢ্য বণিক্ কি ভাবে আপন সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করিলেন? (How did the merchant divide the property among his sons?)

উত্তর। ধনশালী বণিক্‌টি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভাগ করিতে চাহিলেন। অতঃপর, তিনি নিজের খাটের নীচে মৃত্তিকাতলে চারি পুত্রের জন্য চারিটি ভাগ স্থাপন করিয়া পুত্রদিগকে বলিলেন

যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা যেন জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে প্রদত্ত-সঙ্কেত দৃষ্টে তাহাদের সম্পত্তি ভাগ করিয়া লয়। তাহারাও তাহা স্বীকার করিয়া লইল।

প্রশ্ন ৫। বণিকের মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্রের কি অবস্থা হইল, বর্ণনা কর। (What did happen to the sons after the death of the merchant ?)

উত্তর। বণিকের মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্র কোনওরূপে একমাস কাল একত্র অবস্থান করিল। তারপর, তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। তখন তাহারা বিচার করিয়া দেখিল যে অনর্থক গোলমাল করিয়া কি লাভ ? ইহা অপেক্ষা পিতৃ-প্রদত্ত সঙ্কেতানুসারে তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুক্রমে ভাগ করিয়া লওয়াই ভাল।

প্রশ্ন ৬। মৃত বণিকের পুত্ররা সম্পত্তি ভাগ করিতে গিয়া কি করিল ও কি দেখিল ? তাহাতে তাহাদের কি প্রতিক্রিয়া হইল, বর্ণনা কর। (What did the sons find under the floor ? What was the consequence ?)

উত্তর। মৃত ধনশালী বণিকের চারি পুত্র অনর্থক নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া পিতার নির্দেশক্রমে যাবতীয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া লওয়াই মনস্থ করিল। অতঃপর, তাহারা যখন পিতার খাটের নিম্নস্থিত মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, তখন তাহার তলদেশ হইতে চারিটি পাত্র এবং তাহাদেরও নিম্নে চারিটি কৌটা দেখিতে পাইল। কৌটাগুলি তুলিয়া তাহারা খুলিয়া দেখিল যে প্রথমটিতে মৃত্তিকা, দ্বিতীয়টিতে অস্থি, তৃতীয়টিতে তৃণপুঞ্জ ও চতুর্থটিতে অঙ্গার রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পরস্পর মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল, কিন্তু ইহার কোন অর্থই বুঝিল না। তখন তাহারা সকলে রাজসভায় গিয়া এই বৃত্তান্তটি জানাইল। কিন্তু রাজসভাস্থ কোনও ব্যক্তিই ইহার মর্মোদ্ধার করিতে পারিল না। তখন তাহারা যেখানে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ লোক দেখিতে লাগিল, সেখানে সেই বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। কিন্তু কেহই এই সঙ্কেতের রহস্য ভেদ করিতে পারিল না।

প্রশ্ন ৭। বণিক্পুত্রগণের পৈতৃক সম্পত্তিবিভাগ শেষ পর্যন্ত কি ভাবে সম্পাদিত হইল ? (How was the property divided at length ?)

উত্তর। যে সময় বণিক্পুত্রগণ পিতৃ-নির্দিষ্ট সম্পদ্বিভাগের সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, সেই সময়ে এক কুম্ভকারের গৃহে শালিবাহন অবস্থান করিতেছিলেন। পরম বুদ্ধিমান্ শালিবাহন বণিক্পুত্রদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন—এই চারিজন এক বিত্তবান্ বণিকের পুত্র। ইহাদের পিতৃদত্ত সম্পত্তি বিভাগের সঙ্কেত মোটেই দুর্বোধ্য বা অদ্ভুত নহে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের কৌটায় আছে মাটি, কাজেই সে পিতার যাবতীয় ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। দ্বিতীয় পুত্রের কৌটায় আছে অস্থি, কাজেই সে পাইবে যাবতীয় গৃহপালিত গবাদি পশু ; তৃতীয়ের ভাগে পড়িয়াছে পলালপুঞ্জ, কাজেই সে লাভ করিবে যাবতীয় ধান্যাদি শস্য। আর চতুর্থ পুত্রের কৌটায় বাহির হইয়াছে অঙ্গার, কাজেই সে পাইবে সমস্ত স্বর্ণ। এইভাবে, মনস্বী শালিবাহন বণিক্পুত্রদের মধ্যে তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেন এবং তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন ৮। অনুবাদ কর : (Translate) :—

(a) স চতুরঃ পুত্রানাহূয়াবাদীৎ……তৈরঙ্গীকৃতম্।

(b) ততস্তস্মিন্ পরলোকং……বিভাগঃ কৃতোঽস্তি।

(c) তন্মঞ্চাধঃস্থিতং……দৃষ্টানি।

(d) এতচ্চতুষ্টয়ং দৃষ্ট্বা……রাজসভামগচ্ছন্।

(e) অস্মিন্ সময়ে…… সা সর্বথা দত্তা।

উত্তর। অনুবাদগুলি যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৯। সমাস নির্দেশ-পূর্বক ব্যাসবাক্য লিখ (Name and expound the Samasas in) :—

মহাধনিকঃ—মহাংশ্চাসৌ ধনিকশ্চেতি (কর্মধা)।

জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগক্রমেণ—জ্যেষ্ঠাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ = জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাঃ (ইতরেতরদ্বন্দ্বঃ) ; জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানাং ভাগঃ (ষষ্ঠীতৎ) ; জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাগস্য ক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন।

অঙ্গীকৃতম্—অনঙ্গম্ অঙ্গং কৃতম্ (গতিসমাসঃ), অঙ্গ+অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ।

পরস্পরম্—পরস্মৈ পরস্মৈ বা পরস্য পরস্য এই অর্থে পরস্পরম্। সূত্র—"কর্মব্যতিহারে সর্বনাম্নো দ্বে বাচ্যে সমাসবচ্চ বহুলম" ও "অসমাসবদ্ভাবে পূর্বপদস্থস্য সুপঃ সু-বক্তব্যঃ" (বার্তিক)। কস্কাদিত্বাৎ সুট্-আগমঃ।

কিমর্থম্—কঃ অর্থঃ (প্রয়োজনম্) যস্মিন্ কর্মণি তদ্ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহিঃ), অথবা কস্মৈ ইদম, কিমর্থম্ (নিত্যসমাসঃ)।

মঞ্চাধঃস্থিতম্—অধঃ স্থিতম, (সুপ সুপা); মঞ্চস্য অধঃস্থিতম্ (ষষ্ঠীতৎ)।

পিতৃকৃতসম্যগ্ বিভাগক্রমাৎ—পিত্রা কৃতঃ, পিতৃকৃতঃ (৩য়াতৎ); বিভাগস্য ক্রমঃ, বিভাগক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ); সম্যক বিভাগক্রমঃ, সম্যগ্ বিভাগক্রমঃ (কর্মধা); পিতৃকৃতঃ সম্যগ্ বিভাগক্রমঃ (কর্মধা), তস্মাৎ।

অর্থবিভাগক্রমঃ—অর্থস্য বিভাগঃ (ষষ্ঠীতৎ); অর্থবিভাগস্য ক্রমঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

রাজসভাম্—রাজ্ঞঃ সভা (ষষ্ঠীতৎ), তাম্।

জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমঃ—অনুগতঃ ক্রমঃ, অনুক্রমঃ (প্রাদিতৎ); জ্যেষ্ঠাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাঃ (ইতরেতর দ্বন্দ্বঃ), জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানাম্ অনুক্রমো যস্মিন্ সঃ, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুক্রমঃ (বহুব্রীহিঃ)।

প্রশ্ন ১০। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর (Derive) :—

বভূব—ভূ+লিট্ ণল্ (অ)। কশ্চিৎ—কিম্ (পুংলিঙ্গ)+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। আসীৎ—অস্+লঙ্ দ্। আহূয়—আ-হ্বে+ল্যপ্। অবাদীৎ—বদ্+লুঙ্ দ্। একত্র—এক+ত্রল্ (স্থানার্থে)। অবস্থানম্—অব-স্থা+ল্যুট্ (অনট্)। পশ্চাৎ—অপর+অস্তাতিঃ; অপরস্থানে পশ্চ-ভাব আদেশ হয়। বিবাদঃ—বি-বদ্+ঘঞ্। ভবিষ্যতি—ভূ+লৃট্ স্যতি। তর্হি—তদ্+র্হিল্। জীবন্—জীব+শতৃ, পুংলিঙ্গ ১মা একবচন। জ্যেষ্ঠঃ—বৃদ্ধ+ইষ্ঠন্। অনুক্রমেণ—অনু-ক্রম্+ঘঞ্, ৩য়া একবচন। অধস্তাৎ—অধস্+অস্তাতিঃ। গৃহ্ণীধ্বম্—গ্রহ্+লোট্ ধ্বম্। অঙ্গীকৃতম্—অঙ্গ+অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ+কৃ+ক্ত কর্মণি। জাতঃ—জন্+কর্তরি ক্ত। বিচারিতম্—বি-চর্+ণিচ্+ক্ত ভাবে। গৃহীত্বা—গ্রহ্+

ক্ত্বাচ্। বিভক্তাঃ—বি-ভজ্+ক্ত; কর্তরি, ১মা বহুবচন। সন্তঃ—অস্+শতৃ, পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন। খনন্তি—খন্+লট্ অন্তি। অভূৎ—ভূ+লুঙ্ দ্। আসন্—অস্+লঙ্ অন্। দৃষ্ট্বা—দৃশ্+ক্ত্বাচ্। বিস্ময়ম্—বি-স্মি+অচ, ২য়া একবচন। প্রোচুঃ—প্র-ব্রূ+লিট্ উস্। জ্ঞায়তে—জ্ঞা+কর্মণি বাচ্যে লট্ তে। নিবেদিতঃ—নি-বিদ্+ণিচ+কর্মণি ক্ত। সভ্যৈঃ—সভায়াং সাধুভিঃ—এই অর্থে সভা+যৎ, ৩য়া বহুবচন। শশাক—শক্+লিট্ ণল্ (অ)। আকর্ণ্য—আ-কর্ণি+ল্যপ্। দুর্বোধম্—দুর্-বুধ্+কর্মণি বাচ্যে খল্। আশ্চর্যম্—নিপাতনে সিদ্ধ, অন্যত্র আচর্যো দেশঃ। পৃষ্টঃ—প্রচ্ছ্+ক্ত, কর্মণি। অবদৎ—বদ্+লঙ্ দ্। জীবতা—জীব্+শতৃ, পুং ৩য়া ১বচন। সমুপার্জিতা—সম্-উপ-অর্জ্+ক্ত, কর্মণি; স্ত্রিয়ামাপ্। সর্বথা—সর্ব+থাল্ (প্রকারে)। দ্বিতীয়স্য—দ্বি+তীয়প্ (পূরণার্থে)। তৃতীয়স্য—নিপাতনে সিদ্ধ। চতুর্থস্য—চতুর্ (four)+থুক্ (থট্) পূরণার্থে। সুখিনঃ—সুখ+অস্ত্যর্থে ইন্+পুংলিঙ্গ ১মা বহুবচন। ভূত্বা—ভূ+ক্ত্বাচ্। জগ্মুঃ—গম্+লিট্ উস্।

প্রশ্ন ১১। কারণ সহ বিভক্তি নির্দেশ কর (Account for the Case-endings in):—

পুরন্দরপুরী—'নাম' অব্যয়যোগে প্রথমা। ভো' পুত্রাঃ—সম্বোধনে প্রথমা, বহুবচন। ময়ি—ভাবে ৭মী। ময়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া, অথবা করণে ৩য়া। তস্মিন্—ভাবে ৭মী। মাসম্—"কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া। কিমর্থম্—ক্রিয়া বিশেষণে ২য়া। কোলাহলঃ—উক্তকর্মণি ১মা। পিত্রা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। সুখেন—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। পাত্রাণাম্—'অধঃ'-এই অস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে ৬ষ্ঠী, সূত্র—"অস্তাদস্তাত্যতসুভিঃ"। সম্পুটানি—উক্তকর্মণি ১মা। কেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। সভ্যৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। বিভাগবিষয়ে—বিষয়াধিকরণে ৭মী। জ্যেষ্ঠস্য, দ্বিতীয়স্য, তৃতীয়স্য, চতুর্থস্য—শেষে অথবা সম্বন্ধবিবক্ষয়া ৬ষ্ঠী, "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি" এই সূত্রানুসারে। পশবঃ—উক্তকর্মণি ১মা। শালিবাহনেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

প্রশ্ন ১২। সংস্কৃত প্রতিশব্দ দাও (Give Sans. equivalents of) :—

বিষয়ে (দেশে, রাজ্যে)। চতুরঃ (চতুঃসংখ্যকান্)। আহূয় (আকার্য)। অবাদীৎ (অকথয়ৎ, অভাষত)। মৃতে (উপরতে)। একত্র (একস্মিন্ স্থানে)। বিবাদঃ (কলহঃ)। মঞ্চাধস্তাৎ (খট্বায়াঃ নিম্নে)। নিক্ষিপ্তাঃ (স্থাপিতাঃ)। গৃহ্ণীধ্বম্ (আদধ্বম্)। অঙ্গীকৃতম্ (স্বীকৃতম্, উররীকৃতম্)। পরলোকম্ (লোকান্তরম্)। পরস্পরম্ (অন্যোন্যম্, একস্যাঃ অন্যয়া সার্ধম্)। জাতঃ (উৎপন্নঃ)। বিচারিতম (বিতর্কিতম্, আলোচিতম্)। সম্পুটানি (সমুদ্গকাঃ, এই শব্দটি পুংলিঙ্গ, পাঠ্যপুস্তকে ক্লীবলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে)। অঙ্গারাঃ (দগ্ধকাষ্ঠখণ্ডানি)। অস্থীনি (কীকসানি)। পলাল-পুঞ্জঃ (শস্যশূন্যঃ ধান্যকাণ্ডরাশিঃ)। জ্ঞায়তে (বুধ্যতে, অবগম্যতে)। নিবেদিতঃ (বিজ্ঞাপিতঃ)। সভ্যৈঃ (পারিষদ্ভিঃ)। জ্ঞাতারঃ (বোদ্ধারঃ বিশেষজ্ঞাঃ)। নিবেদয়ন্তি স্ম (ন্যবেদয়ন্)। নির্ণয়ম্ (নিশ্চয়ম্)। পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ)। জীবতা (প্রাণান্ ধারয়তা)। জ্যেষ্ঠঃ (বর্ষিষ্ঠঃ)। কনিষ্ঠঃ (যবিষ্ঠঃ)।

প্রশ্ন ১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর। (Disjoin the Sandhis in) :—

কশ্চিদ্বণিগাসীৎ=কশ্চিৎ+বণিক্+আসীৎ। পুত্রানাহূয়াবাদীৎ=পুত্রান্ +আহূয়+অবাদীৎ। চতুর্ণামেকত্রাবস্থানম্=চতুর্ণাম্+একত্র+অবস্থানম্। পশ্চাদ্বিবাদোভবিষ্যতি=পশ্চাৎ+বিবাদঃ+ভবিষ্যতি। জীবন্নেব=জীবন্+ এব। তৈরঙ্গীকৃতম্=তৈঃ+অঙ্গীকৃতম্। ততস্তস্মিন্=ততঃ+তস্মিন্। ভ্রাতরশ্চ-ত্বারো মাসমেকত্র=ভ্রাতরঃ+চত্বারঃ+মাসম্+একত্র। ততস্তেষাম=ততঃ+ তেষাম্। কলহো জাতঃ=কলহঃ+জাতঃ। তৈর্বিচারিতম=তৈঃ+বিচারিতম্। জীবতৈব=জীবতা+এব। কুতোঽস্তি=কুতঃ+অস্তি। তিষ্ঠাম ইত্যুক্ত্বা= তিষ্ঠামঃ+ইতি+উক্ত্বা। যাবন্মঞ্চাধঃ=যাবৎ+মঞ্চাধঃ। তাবচ্চতুর্ণাম্=তাবৎ+ চতুর্ণাম্ অধশ্চত্বারি=অধঃ+চত্বারি। মৃত্তিকাভূৎ=মৃত্তিকা+অভূৎ। অঙ্গারা আসন্=অঙ্গারাঃ+আসন্। সভ্যৈর্বিভাগক্রমো ন=সভ্যৈঃ+বিভাগক্রমঃ+ ন। পুনশ্চত্বারো ভ্রাতরো যত্র=পুনঃ+চত্বারঃ+ভ্রাতরঃ+যত্র। কোঽপি=কঃ

+অপি। কিমাশ্চর্যঞ্চেতি=কিম্+আশ্চর্যম্+চ+ইতি। সোঽবদৎ=সঃ+অবদৎ। সর্বেঽপি=সর্বে+অপি। পশবো দত্তাঃ=পশবঃ+দত্তাঃ।

প্রশ্ন ১৪। সন্ধি কর (Join in Sandhis) :—

ভাগাঃ ময়া (ভাগা ময়া)। মধ্যে+একত্র (মধ্য একত্র)। একত্র+অঙ্গারাঃ (একত্রাঙ্গারাঃ)। পুরতঃ+অমুম্ (পুরতোঽমুম্)। সঃ+অবদৎ+এতে (সোঽবদদেতে)। কৃতঃ+তদ্‌যথা (কৃতস্তদ্‌যথা)। দত্তঃ তেন (দত্তস্তেন)। তৃতীয়স্য+অস্থীনি (তৃতীয়স্যাস্থীনি)। চতুর্থস্য+অঙ্গারঃ (চতুর্থস্যাঙ্গারঃ)।

প্রশ্ন ১৫। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর (Write grammatical notes on) :—

আহূয়—আ-হ্বে+ল্যপ্। এখানে আ-পূর্বক হ্বে-ধাতুর অর্থ আহ্বান করা, ডাকা (to call)। এই অর্থে ইহা পরস্মৈপদী। যথা—মাতা পুত্রম্ আহ্বয়তি। কিন্তু, স্পর্ধা অর্থে (to challenge) ইহা আত্মনেপদ। যথা—মল্লঃ মল্লম্ আহ্বয়তে।

ভবতাম্—ভূ ধাতুর উত্তর ডবতু-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন এই শব্দটি যুষ্মদর্থক, কিন্তু ইহার ক্রিয়াপদ মধ্যম পুরুষ না হইয়া প্রথম পুরুষ হয়। যথা—ভবান্ কথয়তি। কিন্তু, ত্বং কথয়সি।

জ্যেষ্ঠ—পক্ষে বর্ষিষ্ঠ। প্রশস্য শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয় করিলেও জ্যেষ্ঠ পদটি হয়। পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

কনিষ্ঠ—পক্ষে যবিষ্ঠ। অল্প ও যুবন্ এই দুইটি শব্দের উত্তরই ইষ্ঠন্ প্রত্যয় করিলে কনিষ্ঠ পদটি হয়। অল্প শব্দের বিকল্প পদে অল্পিষ্ঠ।

মাসম্—ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া হইয়াছে। অপবর্গ অর্থ বুঝাইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন, মাসেন ব্যাকরণম্ অধীতম্।

জাতঃ, স্থিতঃ—এই সকল স্থলে কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। জন্+ক্ত কর্তরি, স্থা+ক্ত কর্তরি। সূত্র—"গত্যর্থাকর্মকশ্লিষ্‌শীঙ্‌স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ"।

যাবৎ তাবৎ—ইংরেজীতে যেমন As soon as, no sooner than, hardly than ইত্যাদি Co-relative conjunction আছে, তেমনি সংস্কৃতে

যাবৎ ও তাবৎ শব্দ দুইটি যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয়। অভিধানে বলা হইয়াছে—"যাবৎ তাবচ্চ সাকল্যেঽবধৌ মানেঽবধারণে।" অর্থাৎ যাবৎ তাবৎ শব্দ দুইটি সাকল্য অবধি, মান ও অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

সম্পুটানি—এখানে পদটিকে ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু অমরকোষে বলা হইয়াছে—"সম্পুটকঃ সমুদ্গকঃ"—এই দুইটিই পুংলিঙ্গ শব্দ। কাজেই, ইহা অশুদ্ধ পদ।

রাজসভাম্—এখানে পদটি স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যত্র রক্ষঃসভম্, পিশাচসভম্, নৃপতিসভম্।

নিবেদয়ন্তি স্ম, ভণতি স্ম—এই দুই স্থলেই লট্ বিভক্তিতে 'স্ম' যোগে অতীত হইয়াছে।

চতুষ্টয়ম্—চত্বারঃ অবয়বাঃ অস্য এই অর্থে চতুর্ (four)+অবয়বার্থে তয়প্ (তয়ট্); ইহার স্ত্রীলিঙ্গে চতুষ্টয়ী।

জ্যেষ্ঠস্য, দ্বিতীয়স্য, তৃতীয়স্য, চতুর্থস্য – সর্বত্রই শেষে বা সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী, সম্প্রদানের অর্থ থাকায় চতুর্থী বিভক্তি হওয়াই বিধেয়। জ্যেষ্ঠস্য—এখানে অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্-প্রত্যয়। আর অন্যগুলিতে পূরণার্থক প্রত্যয়। তৃতীয়স্য পদটি নিপাতনে সিদ্ধ।

———

কোশলগ্রহণম্.

ভুমিকা। সংস্কৃতকাব্যসমূহ দৃশ্য ও শ্রব্য নামে দুইভাগে বিভক্ত। এই দৃশ্যকাব্য সাধারণতঃ নাটক নামে অভিহিত হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এই দৃশ্য কাব্যকে রূপক বলা হয়। দশ প্রকার রূপকের মধ্যে নাটক একটি প্রকার। এই দশ প্রকার রূপক ছাড়া অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক আছে। নাটিকা সেই উপরূপকগুলির মধ্যে একটি। বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন "গল্প" ছোট আকারের হইলেই "ছোট গল্প" হয় না, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যেও তেমনি নাটকের ক্ষুদ্র সংস্করণ হইলেই নাটিকা হয় না। "নাটিকা" এক পৃথক্ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। নাটকে পাঁচ হইতে দশটি অঙ্ক থাকে; কিন্তু নাটিকাতে চারিটি মাত্র অঙ্ক। ইহা সাধারণতঃ প্রেমবিষয়ক বস্তু অবলম্বনে রচিত। ইহাতে স্ত্রীচরিত্র বেশী থাকে।

রত্নাবলী একখানি নাটিকা। বৎসরাজ—উদয়ন ইহার নায়ক। তিনি অবন্তীরাজ প্রদ্যোত বা চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তাকে বিবাহ করেন। বাসবদত্তার মাতুল সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর রত্নাবলী নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন—যিনি এই রত্নাবলীকে বিবাহ করিবেন, তিনি ভারতের সার্বভৌম রাজা হইবেন। রাজা উদয়নের যৌগন্ধরায়ণ নামে একজন সুদক্ষ বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন; তিনি সেই দৈবজ্ঞবাণী শুনিয়া তাঁহার প্রভু উদয়নের সহিত রত্নাবলীর বিবাহ ঘটাইবার জন্য মনস্থ করিলেন।

পাত্রহিসাবে উদয়ন পরম যোগ্য হইলেও রত্নাবলীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে পাছে ভাগিনেয়ী বাসবদত্তার মনঃক্ষুণ্ণতা ঘটে, এই ভয়ে সিংহলরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। তাহা ছাড়া, বৎসরাজ স্বয়ংও রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি প্রীতিবশতঃ আর একটি বিবাহে সম্মত ছিলেন না। রাজ্ঞী বাসবদত্তার সপত্নীলাভে অসম্মতি তো ছিলই।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কিন্তু দমিবার পাত্র নন। তিনি কৌশলে রাজ্ঞী বাসবদত্তাকে এই বিবাহের সুফল সম্বন্ধে বুঝাইয়া তাঁহার মত করাইলেন। তাঁহার সম্মতিক্রমেই মন্ত্রী সিংহল রাজ্যে প্রচার করিলেন যে বাসবদত্তা এক অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। রাজা উদয়ন কিন্তু এসম্বন্ধে কিছুই জানিলেন না।

বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর সিংহলরাজের কন্যাদানে আর কোন অসম্মতি রহিল না। তিনি রত্নাবলীকে যৌগন্ধরায়ণের দূত কঞ্চুকী বাভ্রব্যের সহিত বৎসরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। কথা ছিল-বাভ্রব্য রত্নাবলীকে যৌগন্ধরায়ণের গৃহে আনিবেন; এবং সেখান হইতে ক্রমশঃ রত্নাবলী রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশিত হইবেন। পথিমধ্যে তরণীবিপর্যয়ের ফলে জলমগ্ন রত্নাবলী ভাগ্যক্রমে কৌশাম্বীগামী এক বণিক কর্তৃক রক্ষিত হন; সেই বণিক তাঁহাকে যৌগন্ধরায়ণের গৃহে লইয়া আসেন। মন্ত্রীমহাশয় তখন রত্নাবলীকে সাগরিকা নাম দিয়া রাজ-অন্তঃপুরে রাজ্ঞীর সহচরীরূপে নিযুক্ত করেন। এখানে বলা আবশ্যক রাজ্ঞী বাসবদত্তা ও রত্নাবলী পরস্পর ভগিনী হইলেও কেহ কাহাকেও চিনিতেন না।

এইরূপে নানারূপ চক্রান্তের সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পরিশেষে রত্নাবলীর সঙ্গে রাজার বিবাহ সংঘটিত করেন।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নামক নাটক হইতে এই নাটিকাখানির বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে।

নাটিকাটি শ্রীহর্ষ-বিরচিত। এই শ্রীহর্ষ কে ছিলেন এবিষয়েও মতভেদ আছে। তথাপি কান্যকুব্জের মৌখরীবংশীয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্ধনই ইহার রচয়িতা—এই কথাই মোটামুটিভাবে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। অনেকে আবার মনে করেন—ধাবক নামে একজন দরিদ্র কবি এই নাটিকাটি রচনা করিয়া প্রচুর অর্থের বিনিময়ে শ্রীহর্ষের নামেই ইহা প্রচলিত করেন।

আমাদের পাঠ্যাংশরূপে সংকলিত অংশটুকু মূলের চতুর্থ অঙ্ক হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে গ্রন্থের মূল বক্তব্য বিষয়টির বিশেষ কোন যোগ নাই। রাজা উদয়নের সামরিক শক্তির প্রাচুর্য দেখাইবার একটি অতি ক্ষীণ প্রয়াস ইহাতে লক্ষিত হয় মাত্র। অগ্রপশ্চাতে বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে মধ্যাস্থিত এই অংশটুকুর কোন প্রকার যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে;—এ যেন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে দৃশ্যটি জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়বস্তু-সংক্ষেপ। **(বাঙ্গালা)**—রাজা সভায় বসিয়া বিদূষকের সঙ্গে সাগরিকার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারিণী বসুন্ধরা আসিয়া সেনাপতি রুমণ্বানের বার্তাবহ বিজয়বর্মার আগমন ঘোষণা করিল। রাজা তাহাকে অবিলম্বে প্রবেশ করাইবার অনুমতি দিলে বিজয়বর্মা অগ্রসর হইয়া সেনাপতির জয়সংবাদ দিলেন। রাজা কোশলজয়ের সংবাদ শুনিয়া সেনাপতির প্রশংসা করিয়া যুদ্ধের সংবাদ বিস্তারিতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিলেন।

বিজয়বর্মা বলিতে লাগিলেন [উদ্ধৃত অংশটির মধ্য হইতে বিদূষকের সমগ্র অংশটুকু এবং তাহা ছাড়াও কিছু অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।] "আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই প্রভূত সৈন্য সহকারে বিন্ধ্যপর্বতের দুর্গে অবস্থিত কোশল-রাজের দুর্গদ্বার অবরোধ করিয়া সৈন্যসমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম। কোশলরাজও ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রচুর হস্তি-সৈন্য সজ্জিত করিলেন এবং পর্বত-দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। সেনাপতি রুমণ্বান্ শরবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে গেলেন। যুদ্ধে আমাদের প্রধান বল পরাজিত হইলে পর একাকী সেনাপতি রুমণ্বান্ স্বয়ং কোশলরাজকে শতশত শরের দ্বারা বধ করিলেন। তারপর তিনি আমার বড় ভাই জয়বর্মাকে কোশলরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজধানীতে আসিতেছেন।" যুদ্ধজয়ের এই সংবাদ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বিজয়বর্মাকে প্রচুর পুরস্কার দিবার জন্য প্রতিহারিণীর মুখে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট আদেশ পাঠাইলেন। প্রতিহারিণী বসুন্ধরা তখন বিজয়বর্মার সহিত প্রস্থান করিলেন।

(**সংস্কৃতে**) বিদূষকেণ সহ সাগরিকা-বিষয়িণম্ আলাপং কুর্বতঃ রাজ্ঞঃ উদয়নস্য সমীপম্ আগম্য প্রতিহারিণী বসুন্ধরা সেনাপতেঃ রুমণ্বতো জয়সংবাদম্ আনীতবতঃ বিজয়বর্মণঃ আগমনবার্তাং ঘোষয়ামাস। অনতিবিলম্বেন তস্য প্রবেশনায় রাজ্ঞা সমাদিষ্টা সা তম্ সমানীতবতী। বিজয়বর্মা তু সেনাপতেঃ বিজয়বার্তাং রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস। কোশলজয়েন হৃষ্টো রাজা যুদ্ধস্য বিস্তারিত-বিবরণদানায় তম্ অবদৎ। বিজয়বর্মা কোশলজয়স্য ইত্থং বিস্তৃতবিবরণম্ অব্রবীৎ—"দেব! বয়ম্ অল্পৈরেব দিবসৈঃ বহুসৈন্যান্ আদায় বিন্ধ্যগিরি-দুর্গাবস্থিতস্য কোশলরাজস্য দুর্গদ্বারম্ অবরুদ্ধবন্তঃ। কোশলরাজোঽপি তৎ অসহমানঃ প্রভূতং হস্তিবহুলং তস্য সৈন্যং সজ্জীকৃতম্ অকরোৎ, যুদ্ধার্থম্ অস্মান্ অভি আগচ্ছৎ চ। অস্মাকং সেনাপতিঃ রুমণ্বান্ অপি শরনিকরং বর্ষন্ তদভি-মুখম্ অগচ্ছৎ। যুদ্ধে চ অস্মাকং প্রধানে বলে পরাজিতে সতি, সেনাপতিঃ রুমণ্বান্ একল এব তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ কোশলরাজং হতবান্। ততঃ সঃ মম জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতরং জয়বর্মাণং তত্র কোশলরাজ্যে স্থাপয়িত্বা রাজধানীম্ আগচ্ছতি ইতি।" যুদ্ধজয়স্য এতেন সংবাদেন পরমসন্তুষ্টো রাজা বিজয়বর্মণে প্রচুরপুরস্কারদানায় যৌগন্ধরায়ণং সমাদিশৎ প্রতিহারিণীমুখেন। প্রতিহারিণী বসুন্ধরাপি তদাজ্ঞাং শিরোধার্যাং কৃত্বা বিজয়বর্মণা সহ নিষ্ক্রান্তা অভবৎ।

নামকরণ। সংকলিত এই ক্ষুদ্র অংশটিতে রাজা উদয়নের সেনাপতি রুমণ্বান্ কর্তৃক কোশলরাজের বধানন্তর তাঁহার রাজ্য গ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে। সেইজন্য এই অংশটুকুর "কোশলগ্রহণম্" নামকরণ ঠিকই হইয়াছে।

রত্নাবলী—মহারাজ শ্রীহর্ষবর্ধন রচিত রত্নাবলী নাটিকা হইতে গৃহীত। **Taken from Ratnabali, a drama composed by the great King Harshabardhana.**

কোশলগ্রহণম্—কোশলরাজ্য অধিকার। **Occupying the Kosala territory.**

কোশলানাং গ্রহণম্ (ষষ্ঠীতৎ)। গ্রহ্ + অনট্ = গ্রহণম্। কোনও দেশের শুধু নামটি মাত্র প্রযুক্ত হইলে উহা বহুবচনেই ব্যবহৃত হয়; দেশ, বিষয় প্রভৃতি শব্দ যুক্ত থাকিলে তাহা একবচনে হইবে। কোশল একটি অতি প্রাচীন রাজ্য। ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল; উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল। আমাদের বর্তমান-বর্ণিত কোশল রাজ্যটি দক্ষিণ কোশল। ইহা মহাকোশল নামেও অভিহিত হইত। ইহাই অশোকের শিলালিপির বিখ্যাত তোষলি। মুসলমান যুগে ইহাই গড়মণ্ডল বা গণ্ডোয়ানা নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল লইয়াই এই রাজ্য গঠিত ছিল।

প্রবিশতি রাজা ......আরব্ধবন্তঃ। (পঙ্‌ক্তি ১-১১)

শব্দার্থ। প্রবিশতি (প্রবেশ করিলেন) রাজা (মহারাজ উদয়ন), বিজয়বর্মা (সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্মা), বসুন্ধরা চ (এবং বসুন্ধরা নামক প্রতিহারী অর্থাৎ দ্বাররক্ষিকা)।

বিজয়বর্মা (বিজয়বর্মা বলিলেন) উপসৃত্য (অগ্রসর হইয়া) জয়তু জয়তু (জয় হউক; জয় হউক) দেবঃ (মহারাজ)। দেব (হে মহারাজ)! দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যক্রমে) বর্ধসে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন) রুমণ্বতঃ (সেনাপতি রুমণ্বানের) বিজয়েন (জয়লাভহেতু)।

রাজা (রাজা বলিলেন) সপরিতোষম্ (সন্তোষ সহকারে) অপি জিতাঃ (জয় করা হইয়াছে কি) কোশলাঃ (কোশল দেশ)?

বিজয়বর্মা (বিজয়বর্মা বলিলেন) দেবস্য (মহারাজের) প্রভাবেণ (শক্তির দ্বারা—জয় করা হইয়াছে) [সেনাপতির দ্বারা যুদ্ধ জয় হইলেও প্রকৃত পক্ষে রাজার শক্তিই তো সেনাপতির শক্তি]।

রাজা (রাজা বলিলেন) সাধু রুমণ্বন্ সাধু (বেশ রুমণ্বন্, বেশ! তিনি উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার উদ্দেশে সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছে)। অচিরাৎ (অল্পকাল মধ্যে) মহৎ (খুব) প্রয়োজনম্ (দরকারী কাজ) অনুষ্ঠিতম্

(করা হইয়াছে—তোমার দ্বারা)। বিজয়বর্মন্ (হে বিজয়বর্মা) তৎ (অতএব) কথয় (বল) কথাম্ (বিবরণ)। অতিবিস্তরতঃ (বেশী বিস্তৃত ভাবে) শ্রোতুম্ (শুনিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।

দেব (মহারাজ)! শ্রূয়তাম্ (শুনুন)। বয়ম্ (আমরা, আমাদের দল) ইতঃ (এখান হইতে) দেবাদেশাৎ (মহারাজের আদেশমত) কতিপয়ৈঃ এব অহোভিঃ (কয়েক দিনের মধ্যেই) মহতা বলসমূহেন (প্রচুর সৈন্যসহ) গত্বা (গিয়া) বিন্ধ্যদুর্গাবস্থিতস্য (বিন্ধ্যদুর্গে স্থিত) কোশলনৃপতেঃ (কোশল রাজের) দ্বারম্ (দুর্গদ্বারকে) অবষ্টভ্য (অবরোধ করিয়া) সেনাঃ (সৈন্যগণকে) সমাবেশয়িতুম্ (সজ্জিত করিতে) আরব্ধবন্তঃ (আরম্ভ করিলাম)।

সংস্কৃত অর্থ। প্রবিশতি (রঙ্গমঞ্চস্য মধ্যে আগচ্ছতি) রাজা (উদয়নঃ), বিজয়বর্মা (সেনাপতেঃ রুমণ্বতো ভাগিনেয়ঃ), বসুন্ধরা (দ্বাররক্ষিকা) চ।

বিজয়বর্মা (বিজয়বর্মা কথয়তি) উপসৃত্য (অগ্রতঃ গত্বা) জয়তু জয়তু (বর্ধতাম্; সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ) দেবঃ (মহারাজঃ)। দেব (হে মহারাজ)! দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) বর্ধসে (জয়সি) রুমণ্বতঃ (তদাখ্যস্য সেনাপতেঃ) বিজয়েন (জয়লাভেন)।

রাজা (নৃপতিঃ উদয়নঃ কথয়তি ইতি শেষঃ) সপরিতোষম্ (স-সন্তোষম্) অপি (কিম্) জিতাঃ (অধিকৃতঃ) কোশলাঃ (কোশলদেশঃ)?

দেবস্য (মহারাজস্য) প্রভাবেণ (তেজসা—কোশলাঃ অধিকৃতাঃ ভবন্তি)।

সাধু সাধু (সমধিকং প্রশংসনীয়ম্) রুমণ্বন্! (তদাখ্য সেনাপতি ভবান্)। অচিরাৎ (স্বল্পেন কালেন) মহৎ (বিপুলং) প্রয়োজনম্ (উদ্দিষ্টসাধনম্) অনুষ্ঠিতম্ (কৃতম্)। বিজয়বর্মন্! তৎ (অতঃ) কথয় (বর্ণয়) কথাম্ (আখ্যানম্)। অতিবিস্তরতঃ (বিস্তৃতরূপেণ) শ্রোতুম্ (আকর্ণয়িতুম্) ইচ্ছামি (অভিলষামি)।

দেব (মহারাজ)! শ্রূয়তাম্ (শৃণোতু)। বয়ম্ (অস্মাকং সৈন্যদলম্) ইতঃ (অস্যাঃ রাজধান্যাঃ) দেবাদেশাৎ (মহারাজস্য আজ্ঞাং প্রাপ্য) কতিপয়ৈঃ (স্বল্পৈঃ) এব অহোভিঃ (দিনৈঃ) মহতা (প্রচুরেণ) বলসমূহেন (সৈন্যদলেন সহ) গত্বা (অভিগম্য) বিন্ধ্যদুর্গাবস্থিতস্য (যঃ তদা বিন্ধ্যগিরিস্থিতং দুর্গম্ আশ্রিত্য অতিষ্ঠৎ তস্য) কোশলনৃপতেঃ (কোশলরাজস্য) দ্বারং (দুর্গপ্রবেশমুখম্) অবষ্টভ্য (অবরুধ্য) সেনাঃ (সৈন্যান্) সমাবেশয়িতুং (সজ্জীভূতান্ কর্তুম্) আরব্ধবন্তঃ (আরভামহি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

প্রবিশতি—সমাপিকা ক্রিয়া। প্র—বিশ্+লট্ তি। কর্তা—রাজা, বিজয়বর্মা, বসুন্ধরা পৃথক পৃথক্ ভাবে ; একত্র হইলে ক্রিয়াটি বহুবচনান্ত হইত।

রাজা—কর্তরি ১মা। বিজয়বর্মা—কর্তরি ১মা।

বসুন্ধরা—কর্তরি ১মা। বসু—ধৃ+খচ্, স্ত্রিয়াম্ আপ্ ; কিন্তু ইহা ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া এই ব্যুৎপত্তি করা ঠিক নয়। চ—অব্যয়।

উপসৃত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বিজয়বর্মা'। উপ—সৃ+ল্যপ্ ; "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্"—ইতি ত্-আগমঃ।

জয়তু—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দেবঃ'। জি+লোট্ তু। সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ।

দেবঃ—কর্তরি ১মা। রাজা প্রভৃতি সম্মানীয় ব্যক্তিকে প্রথম পুরুষে (তিনি) উল্লেখ করা শিষ্ট রীতি।

দেব—সম্বোধনে ১মা। দিষ্ট্যা—অব্যয়। অর্থ—সৌভাগ্যবশতঃ।

বর্ধসে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। বৃধ্+লট্ সে। (মহারাজ মাননীয় ব্যক্তি হইলেও মধ্যম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে)।

রুমণ্বতঃ—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী। রুমণ্বতঃ+বিজয়েন=রুমণ্বতো বিজয়েন (সন্ধি)। রুমণ্বৎ শব্দ, রূপ 'ধাবৎ' শব্দবৎ, যথা—রুমণ্বন্ রুমণ্বন্তৌ রুমণ্বন্তঃ।

বিজয়েন—হেতৌ ৩য়া। বি—জি+অল্=বিজয়ঃ।

সপরিতোষম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। পরিতোষেণ সহ বর্তমানঃ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহি)। পরি—তুষ্+ঘঞ্=পরিতোষঃ।

অপি—অব্যয়, প্রশ্নসূচক। প্রশ্নসূচক বাক্যে (interrogative sentence)এ 'অপি' বা 'কিম্' এই প্রশ্নসূচক অব্যয় প্রারম্ভে বসে।

জিতাঃ—'কোশলাঃ' পদের বিণ। জি+কর্মণি ক্ত।

কোশলাঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। শুধু দেশবাচক শব্দ বলিয়া বহুবচনান্ত।

দেবস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। এখানে দেবস্য=মহারাজের।

প্রভাবেণ—করণে বা হেতৌ ৩য়া। এখানে প্রভাবেন 'ন'-ও হইতে পারে।

সাধু—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া, আবেগে দ্বিরুক্তিঃ। রুমণ্বন্—সম্বোধনে ১মা।

অচিরান্মহৎ=অচিরাৎ+মহৎ (সন্ধি)। অচিরাৎ—অব্যয় ; এখানে ক্রি-বিণ রূপে-ব্যবহৃত। মহৎ—'প্রয়োজনম্' পদের বিণ।

প্রয়োজনম্—উক্তে কর্মণি ১মা। প্র—যুজ্+অনট্।

অনুষ্ঠিতম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া। অনু—স্থা+কর্মবাচ্যে ক্ত। কর্তা 'ত্বয়া' উহ্য।

বিজয়বর্মন্—সম্বোধনে ১মা। তৎ—অব্যয়।

কথয়—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। কথ্+লোট্ হি।

কথাম্—কর্মণি ২য়া। কথ্+অঙ্। কথা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।

অতিবিস্তরতঃ—অব্যয়। অতি(=অতিশয়িতঃ) বিস্তরঃ (প্রাদিসমাস); অতিবিস্তর+৩য়া স্থানে তস্। বি—স্তৃ+অল্=বিস্তরঃ।

শ্রোতুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া। শ্রোতুম্ ইচ্ছামি—শুশ্রূষে (এক কথায়)। শ্রু+তুমুন্।

ইচ্ছামি—সমাপিকা ক্রিয়া। ইষ্+লট্ মি। কর্তা 'অহম্' উহ্য।

দেব—সম্বোধনে ১মা।

শ্রূয়তাম্—সমাপিকা ক্রিয়া, শ্রু+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্। কর্তা 'ত্বয়া' উহ্য।

বয়মিতো দেবাদেশাৎ—বয়ম্+ইতঃ+দেবাদেশাৎ (সন্ধি)।

বয়ম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আরব্ধবন্তঃ'।

ইতঃ—অব্যয়। ইদম্+৫মীস্থানে তস্।

দেবাদেশাৎ—ল্যব্‌লোপে কর্মণি ৫মী। দেবস্য আদেশঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মাৎ। আ—দিশ্+ঘঞ্=আদেশঃ।

কতিপয়ৈরেব=কতিপয়ৈঃ+এব (সন্ধি)। কতিপয়ৈঃ—'অহোভিঃ' পদের বিণ। কতিপয়+৩য়া বহুবচন। এব—অব্যয়।

অহোভিঃ—অপবর্গে ৩য়া। অহন্ শব্দ, ক্লীবলিঙ্গ; অর্থ দিন।

মহতা—'বলসমূহেন' পদের বিণ।

বলসমূহেন—সহার্থে ৩য়া। বলানাং সমূহঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তেন।

গত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। গম্+ক্ত্বাচ্।

বিন্ধ্যদুর্গাবস্থিতস্য—'কোশলনৃপতেঃ' পদের বিণ; বিন্ধ্যস্থিতং দুর্গম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), তস্মিন্ অবস্থিতঃ (৭মীতৎ), তস্য। বিন্ধ্যপর্বতমালা আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যসীমারূপে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত। নীতিশাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ এক প্রকার। দুর্—গম্+ড=দুর্গ। অব—স্থা+কর্তৃবাচ্যে ক্ত=অবস্থিত।

কোশলনৃপতেঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। নৄন্ পাতি যঃ সঃ (উপপদতৎ); কোশলানাং নৃপতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্য।

দ্বারম্—কর্মণি ২য়া। দ্বার শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। কোশলনৃপতেঃ+দ্বারম্=কোশলনৃপতের্দ্বারম্ (সন্ধি)।

অবষ্টভ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। অব—স্তন্ভ্+ল্যপ্।

সেনাঃ—কর্মণি ২য়া। 'সমাবেশয়িতুম্' ক্রিয়ার কর্ম।

সমাবেশয়িতুম্,—অসমাপিকা ক্রিয়া। সম্,—আ—বিশ্,+ণিচ্,+তুমুন্।

আরব্ধবন্তঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কর্তা 'বয়ম্,'। আ—রভ্,+ক্তবতু+পুং ১মা বহুবচন।

বাচ্যান্তর। প্রবিশ্যতে রাজ্ঞা, বিজয়বর্মণা বসুন্ধরয়া……। ……জীয়তাং জীয়তাং দেবেন। ……বর্ধ্যতে (ত্বয়া)……। ……জিতবন্তঃ কোশলান্ (যূয়ম্,) ? ……। ……মহৎ প্রয়োজনম্, (২য়া) অনুষ্ঠিতবান্ (ত্বম্,)। ……কথ্যতাং কথা (ত্বয়া)। ·ইষ্যতে (ময়া)। ··শৃণোতু (ভবান্)। অস্মাভিঃ ·····আরব্ধম্,।

অনুবাদ। (রাজা, বিজয়বর্মা ও বসুন্ধরা প্রবেশ করিলেন)।

বিজয়বর্মা—(অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! রুমণ্বানের জয়লাভহেতু আপনার ভাগ্য বাড়িয়াছে।

রাজা—(সন্তোষ সহকারে) কোশলরাজ্য জয় করা হইয়াছে ?

বিজয়বর্মা—আপনার প্রভাবে (তাহা হইয়াছে)।

রাজা—ভাল রুমণ্বন্, ভাল। অল্পকালের মধ্যে একটা বড় কার্য করিয়াছ। বিজয়বর্মন্! তাহা হইলে, বিবরণটি বল। বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়বর্মা—মহারাজ! শুনুন। মহারাজের আদেশ পাইয়া আমরা এখান হইতে প্রচুর সৈন্য লইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই গিয়া বিন্ধ্যদুর্গে অবস্থিত কোশল-রাজের দুর্গদ্বার অবরোধ করিয়া সৈন্যসমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

Trans. (Then enter the king, Vijayavarman and Basundhara).

Vijayavarman—(Approaching) Victory to your Majesty. O Lord ! Thou thrivest by the victory of Rumanvar.

King—(with satisfaction) Has the Kosala territory been conquered ?

Vijaya—By the prowess of Your Majesty (it has been).

King—Bravo, Rumanvan, bravo. You have accomplished a great deed in a very short period. Vijayvarman ! so narrate to me the event. I like to hear in detail.

Vijaya—Hear, O Lord ! we having left this place under your command with a vast army, went there in a few days, eseiged the entrance of the King of Kosala who was then staying in the Vindhya fort, and began to arrange our forces.

রাজা। **ততস্ততঃ……তং প্রত্যৈচ্ছৎ।** (পঙ্‌ক্তি ১২—১৮)

শব্দার্থ। রাজা। ততঃ (তারপর) ততঃ (তারপর)।

ততঃ (তারপর) কোশলেশ্বরঃ অপি (কোশলরাজও) অতিদর্পাৎ (অত্যন্ত গর্ববশতঃ) পরিভবম্ (অবরোধরূপ অপমান) অসহমানঃ (সহ্য করিতে না পারিয়া) হাস্তিকপ্রায়ম্ (প্রচুর হস্তিবলযুক্তঃ বা বিপুল) অশেষম্ (সমগ্র) আত্মসৈন্যং (নিজ সৈন্যদলকে) সজ্জীকৃতবান্ (সজ্জিত করিলেন)।

ততঃ (তারপর) ততঃ (তারপর)।

দেব (মহারাজ)! কৃতনিশ্চয়ঃ অসৌ (দৃঢ়সংকল্প তিনি) বিন্ধ্যাৎ (বিন্ধ্যাগিরি হইতে) নির্গত্য (বহির্গত হইয়া) যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করিবার জন্য) অভিমুখঃ (অগ্রসর) অভবৎ (হইলেন)। অথ (তখন) রুমণ্বান্ (আমাদের সেনাপতি রুমণ্বান) বাণান্ (শরসমূহ) বিমুঞ্চন্ (ত্যাগ করিতে করিতে) ক্ষণেন (মুহূর্তমধ্যে) তং প্রত্যৈচ্ছৎ (তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ ততঃ (তদনন্তরম্)।

ততঃ (অস্মাকম্ অবরোধানন্তরং) কোশলেশ্বরঃ অপি (কোশলরাজশ্চ) অতিদর্পাৎ (গর্বাতিরেকাৎ) পরিভবম্ (অবরোধরূপম্ অবমাননম্) অসহমানঃ (সোঢ়ুমসমর্থঃ সন্) হাস্তিকপ্রায়ম্ হস্তিপ্রচুরম্ বা বিপুলং) অশেষম্ (অখিলম্) আত্মসৈন্যং (নিজবলং) সজ্জীকৃতবান্ (সজ্জিতম্ অকরোৎ)।

ততঃ ততঃ (তদনন্তরম্ কিং সংঘটিতম্)।

দেব (মহারাজ)! কৃতনিশ্চয়ঃ (বিহিতসঙ্কল্পঃ) অসৌ (কোশলরাজঃ) বিন্ধ্যাৎ (বিন্ধ্যগিরিস্থিত-দুর্গাৎ) নির্গত্য (নিষ্ক্রম্য) যোদ্ধুম্ (যুদ্ধার্থম্) অভিমুখঃ (অগ্রসরঃ) অভবৎ (বভূব)। অথ (তৎকালে) রুমণ্বান্ (অস্মাকং সেনানায়কঃ) বাণান্ (শরান্) বিমুঞ্চন্ (বিসৃজন্) ক্ষণেন (মুহূর্তেন) তং প্রত্যৈচ্ছৎ (তম্ অভিপ্রায়াৎ, যুদ্ধং দদৌ ইত্যর্থঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততস্ততঃ—ততঃ+ততঃ (সন্ধি)। উভয়েই অব্যয়। তদ্+৫মী স্থানে তস্। সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ।

কোশলেশ্বরোঽপি—কোশলেশ্বরঃ+অপি (সন্ধি)।

কোশলেশ্বরঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'সজ্জীকৃতবান্'। কোশলানাম্ ঈশ্বরঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। অপি—অব্যয়।

অতিদর্পাৎ—হেতৌ ৫মী। অতি (=অতিশয়িতঃ) দর্পঃ (প্রাদিতৎ); তস্মাৎ। দৃশ্ + অল্ = দর্পঃ।

পরিভবম্—কর্মণি ২য়া। পরি—ভূ + অল্ = পরিভবঃ।

অসহমানঃ—'কোশলেশ্বরঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। নঞ্—সহ্ + শানচ্।

হাস্তিকপ্রায়মশেষমাত্মসৈন্যম্—হাস্তিকপ্রায়ম্ + অশেষম্ আত্মসৈন্যম্ (সন্ধি)।

হাস্তিকপ্রায়ম্—'আত্মসৈন্যম্' পদের বিণ। হাস্তিকস্য প্রায়ঃ (=বাহুল্যং) যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তৎ। হস্তিন্ + সমূহার্থে ঠক্ = হাস্তিকম্ অর্থ হাতীর ন্যায় বিরাট, অর্থাৎ অসংখ্য।

অশেষম্—'আত্মসৈন্যম্' পদের বিণ। ন (=অবিদ্যমানঃ) শেষঃ যস্য (বহুব্রীহি), তৎ।

আত্মসৈন্যম্—কর্মণি ২য়া, আত্মনঃ সৈন্যম্ (৬ষ্ঠীতৎ)। সেনা + ষ্ণ্য = সৈন্য।

সজ্জীকৃতবান্—কৃদন্ত সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'কোশলেশ্বরঃ'। অসজ্জং সজ্জং কৃতবান্ ইতি সজ্জ—অভূততদ্ভাবে চি্ব + কৃ + ক্তবতু।

ততস্ততঃ—ততঃ + ততঃ। উভয়েই অব্যয়। দেব—সম্বোধনে ১মা।

কৃতনিশ্চয়শ্চাসৌ—কৃতনিশ্চয়ঃ + চ + অসৌ (সন্ধি)।

কৃতনিশ্চয়ঃ—'অসৌ' পদের বিণ। কৃতঃ নিশ্চয়ঃ যেন (বহুব্রীহি) সঃ। নির্—চি + অল্ = নিশ্চয়ঃ। চ—অব্যয়।

অসৌ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভবৎ'।

বিন্ধ্যাৎ—অপাদানে ৫মী; বিন্ধ্য আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবস্থিত।

নির্গত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। নির্—গম্ + ল্যপ্। বিকল্পে 'নির্গম্য'।

যোদ্ধুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া। যুধ্ + তুমুন্।

অভিমুখঃ—'অসৌ' পদের বিধেয় বিণ, অভিগতং মুখং যস্য সঃ (বহুব্রীহি)।

অভবৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অসৌ'। ভূ + লঙ্ দ্। অথ—অব্যয়।

রুমণ্বান্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রত্যৈচ্ছৎ'। বাণান্—কর্মণি ২য়া।

বিমুঞ্চন্—'রুমণ্বান্' পদের কৃদন্ত-বিণ। বি—মুচ্ + শতৃ পুং ১মা ১বচন।

ক্ষণেন—অপবর্গে ৩য়া। তম্—কর্মণি ২য়া।

প্রত্যৈচ্ছৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। প্রতি—ইষ্ + লঙ্ দ্। প্রতি—ইষ্ ধাতুর অর্থ—গ্রহণ করা (to receive)। এখানে শত্রুকে গ্রহণ করা অর্থাৎ তদভিমুখে যাওয়া বুঝাইতেছে। 'প্রত্যয়াৎ'—এই পাঠান্তর আছে।

বাচ্যান্তর। …।…কোশলেশ্বরেণ…অসহমানেন হাস্তিকপ্রায়ম্ (১মা) অশেষম্ (১মা) আত্মসৈন্যম্ (১মা) সজ্জীকৃতম্।…।…কৃতনিশ্চয়েন চ অমুনা… অভিমুখেন অভূয়ত।…রুমণ্বতা…বাণাঃ বিমুঞ্চতা…স প্রত্যৈষ্যত।

অনুবাদ। রাজা—তারপর, তারপর ?

বিজয়বর্মা—তখন কোশলরাজও অতিশয় দর্পহেতু অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া প্রচুর হস্তিবল বিশিষ্ট বা অসংখ্য সমস্ত নিজসৈন্যকে সজ্জিত করিলেন।

রাজা—তারপর, তারপর ?

বিজয়বর্মা—মহারাজ! দৃঢ়সংকল্প করিয়া তিনি বিন্ধ্য (দুর্গ) হইতে নির্গত হইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন রুমণ্বান্ শরবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

Trans. King—Then, then ?

Vijayavarma—Then the Kosala King, being unable to put up with that insult on account of great prestige, got up his entire huge force, or mainly consisting of elephantry.

King—Then, then ?

Vijayavarma—O lord! with a firm determination he sallied forth from the Vindhya (fort) and advanced for the encounter. Immediately Rumanvan, too, received him by showering arrows.

অপি চ—আরও, পুনরপি ; more over. অপি, চ—উভয়েই অব্যয়।

শ্লোক ১। **আহূয়াজিমুখে...... হতঃ**। (পঙ্‌ক্তি ১৯-২০)

সন্ধিবিচ্ছেদ। আহূয় আজিমুখে সঃ কোশলপতিঃ ভগ্নে প্রধানে বলে। একেন এব রুমণ্বতা শরশতৈঃ মত্তদ্বিপস্থঃ হতঃ ॥

সারাংশ। আমাদের প্রধান সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইলে রুমণ্বান্ একা কোশলপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া নিহত করিয়াছে।

অন্বয়। (অস্মাকম্) প্রধানে বলে ভগ্নে (সতি) একেন রুমণ্বতা এব স কোশলপতিঃ আজিমুখে আহূয় মত্তদ্বিপস্থঃ শরশতৈঃ হতঃ।

শব্দার্থ। প্রধানে বলে (মুখ্য সৈন্যদল) ভগ্নে (পরাজিত হইলে) একেন (একক) রুমণ্বতা এব (রুমণ্বান্ কর্তৃক-ই) সঃ কোশলপতিঃ (সেই কোশলরাজ) আজিমুখে (যুদ্ধের সম্মুখে) আহূয় (আহ্বান করিয়া) মত্তদ্বিপস্থঃ (মদমত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে থাকিতে থাকিতেই) শরশতৈঃ (বহু শরক্ষেপের দ্বারা) হতঃ (নিহত হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। প্রধানে বলে (মুখ্যে সৈন্যদলে) ভগ্নে (পরাজিতে সতি) একেন (সহায়রহিতেন একলেন) রুমণ্বতা (তদাখ্যেন অস্মাকং সেনাপতিনা)

সঃ কোশলপতিঃ (কোশলরাজঃ) আজিমুখে (সমরমূর্ধনি) আহূয় (স্পর্ধয়া আহূতঃ) শরশতৈঃ (বহুভিঃ বাণক্ষেপৈঃ) মত্তদ্বিপস্থঃ (মদমত্তহস্তিপৃষ্ঠে স্থিতঃ অপি) হতঃ (নিহতঃ অভূৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

আহূয়—অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—হ্বে+ল্যপ্।

আজিমুখে— অধিকরণে ৭মী। আজেঃ (= যুদ্ধস্য) মুখম্ (= অগ্রভূমিঃ) (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্।

সঃ—'কোশলপতিঃ' পদের বিণ।

কোশলপতিঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। কোশলানাং পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ)।

ভগ্নে— 'বলে' পদের বিণ। ভন্জ্+ক্ত। প্রধানে—'বলে' পদের বিণ।

বলে—ভাবে ৭মী। একেন—'রুমণ্বতা' পদের বিণ। এব—অব্যয়, অবধারণে।

রুমণ্বতা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'হতঃ'।

শরশতৈঃ—করণে ৩য়া। শরাণাং শতানি (৬ষ্ঠীতৎ), তৈঃ।

মত্তদ্বিপস্থঃ—'কোশলপতিঃ' পদের বিণ। দ্বাভ্যাং (শুণ্ডমুখাভ্যাং) পিবতি যঃ (উপপদ তৎ) সঃ। মত্তঃ দ্বিপঃ (কর্মধা)। তস্মিন্ তিষ্ঠতি যঃ (উপপদতৎ) সঃ। দ্বি—পা+ড—দ্বিপ (হস্তী)। মত্তদ্বিপ—স্থা+ক=মত্তদ্বিপস্থঃ।

N. B পাঠ্যপুস্তকে 'মত্তদ্বীপস্থঃ' ছাপা হইয়াছে। ই-কার দ্বিপ হইবে। দ্বীপ=জলবেষ্টিত স্থান (island), দ্বিপ=হস্তী।

হতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। হন্+কর্মবাচ্যে ক্ত।

বাচ্যান্তর।—তং কোশলপতিম্ একঃ রুমণ্বান্ মত্তদ্বিপস্থং হতবান্।

অনুবাদ। আমাদের প্রধান সেনা পরাজিত হইলে তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া একাকী রুমণ্বানই শতশত শর দ্বারা মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিত সেই কোশলপতিকে বধ করিলেন।

Trans. Our main army having been defeated, Rumanvan alone challenged the Kosala King in the fight and killed him, while on the back of an youthful elephant, with hundreds of arrows.

রাজা—ততস্ততঃ…সহ নিষ্ক্রান্তা। (পঙ্ক্তি ২১—২৭)

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) ততঃ (তারপর)।

দেব (মহারাজ)! রুমণ্বান্ অপি (রুমণ্বানও) কোশলেষু (কোশলরাজ্যে) মদ্ভ্রাতরং জ্যায়াংসং (আমার বড় ভাই) জয়বর্মাণং (জয়বর্মাকে) স্থাপয়িত্বা

(শাসনকর্তারূপে স্থাপন করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ এব (ধীরে ধীরেই) আগচ্ছতি (আসিতেছেন)।

বসুন্ধরে (অয়ি দ্বারপালিকে)! উচ্যতাং (বল) যৌগন্ধরায়ণঃ (মন্ত্রীকে) প্রদর্শ্যতাং (দেখান হউক) মৎপ্রসাদস্য (আমার অনুগ্রহের) বিভবঃ (সম্পৎ) ইতি (ইহা—অর্থাৎ মন্ত্রীকে বল প্রচুর পুরস্কার দিতে)।

যৎ (যাহা) দেবঃ আজ্ঞাপয়তি (মহারাজ আদেশ করিলেন) ইতি।

বিজয়বর্মণা সহ (বিজয়বর্মার সঙ্গে) নিষ্ক্রান্তা (চলিয়া গেলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ ততঃ (অতঃপরং কিং সংঘটিতম্)।

বিজয়বর্মা (বিজয়বর্মা নৃপস্য প্রশ্নস্য উত্তরং দদাতি ইত্যর্থঃ)—দেব (মহারাজ)! রুমণ্বান্ (সেনাপতিঃ) অপি মদ্ভ্রাতরং জ্যায়াংসং (মত্তঃ অধিকতরবয়স্কং মম ভ্রাতরং) জয়বর্মাণম্ (তন্নামানং) স্থাপয়িত্বা (শাসকরূপেণ সংস্থাপ্য, কোশল-রাজ্যে ইতি শেষঃ) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরম্) এব আগচ্ছতি (রাজধানীম্ আয়াতি)।

বসুন্ধরে (অয়ি দ্বারপালিকে)! উচ্যতাং (কথ্যতাং) যৌগন্ধরায়ণঃ (মৎসচিবঃ) প্রদর্শ্যতাং (প্রত্যক্ষীক্রিয়তাম্, প্রদীয়তাম্ ইত্যর্থঃ) মৎপ্রসাদস্য (মমানুগ্রহস্য) বিভবঃ (সম্পৎ) ইতি।

যৎ (যথা) দেবঃ (মহারাজঃ) আজ্ঞাপয়তি (আদিশতি)।

বিজয়বর্মণা সহ নিষ্ক্রান্তা (বসুন্ধরা বহির্গতা)। ॥৫

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততস্ততঃ—ততঃ+ততঃ (সন্ধি)। উভয়েই অব্যয়। দেব—সম্বোধনপদ।

ততো রুমণ্বানপি—ততঃ+রুমণ্বান্+অপি (সন্ধি)। ততঃ, অপি—অব্যয়।

রুমণ্বান্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'আগচ্ছতি'।

কোশলেষু—অধিকরণে সপ্তমী। এখানে দেশবাচক বলিয়া বহুবচন। কোশল অর্থ কোশল রাজ্যে অর্থাৎ রাজসিংহাসনে।

মদ্ভ্রাতরম্—'জয়বর্মাণম্' পদের পরিচায়ক বিশেষণ। মম ভ্রাতা (ষষ্ঠীতৎ), তম্। 'মদ্ভ্রাতা' বলিতে বক্তা বিজয়বর্মার ভ্রাতা 'জয়বর্মা'কে বুঝাইতেছে।

জ্যায়াংসম্—'জয়বর্মাণম্' পদের বিণ। বৃদ্ধ+ঈয়সুন্। অর্থ—জ্যেষ্ঠ।

জয়বর্মাণম্—কর্মণি ২য়া। জয়বর্মা হইলেন বিজয়বর্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

স্থাপয়িত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, স্থা+ণিচ্+ক্তাচ্। শনৈঃ শনৈঃ—অব্যয়।

শনৈরাগচ্ছত্যেব—শনৈঃ+আগচ্ছতি+এব (সন্ধি)। এব—অব্যয়।

আগচ্ছতি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'রুমণ্বান্'। আ—গম্+লট্ তি।

বসুন্ধরে—সম্বোধনে ১মা।

উচ্যতাম্—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্। কর্তা 'ত্বয়া', উহ্য। যৌগন্ধরায়ণঃ—উক্তে কর্মণি ১মা।

প্রদর্শ্যতাম্—সমাপিকা ক্রিয়া। প্র—দৃশ্+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্। কর্তা 'তেন' উহ্য।

মৎপ্রসাদস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। মম প্রসাদঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্য। প্র-সদ্+ঘঞ্=প্রসাদঃ (অনুগ্রহ)। প্রাসাদঃ=মহাগৃহ।

বিভবঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। বি—ভূ+অল্। ইতি—অব্যয়।

যদ্দেবঃ—যৎ+দেবঃ (সন্ধি)। যৎ—কর্মণি ২য়া।

দেবঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আজ্ঞাপয়তি'।

আজ্ঞাপয়তি—সমাপিয়া ক্রিয়া, কর্তা 'দেবঃ'। আ—জ্ঞা+ণিচ্+লট্ তি।

বিজয়বর্মণা—'সহ' যোগে ৩য়া। সহ—অব্যয়।

নিষ্ক্রান্তা—কৃদন্ত ক্রিয়া। নির্—ক্রম্+ভাবে ক্ত+স্ত্রিয়ামাপ্।

বাচ্যান্তর। …তং কোশলপতিম্ …..একঃ …..রুমণ্বান্…..মত্তদ্বিপস্থং হতবান্।… ।……রুমণ্বতা …. আগম্যতে…। ব্রূহি (ত্বং) যৌগন্ধরায়ণম্ প্রদর্শয়তু (সঃ) …. বিভবম্….। যৎ (১মা) দেবেন আজ্ঞাপ্যতে ইতি। .. নিষ্ক্রান্তম্ (তয়া)।

অনুবাদ। রাজা—তারপর, তারপর ?

বিজয়বর্মা—মহারাজ! তারপর রুমণ্বান্‌ও কোশলরাজ্যে—আমার বড়ভাই জয়বর্মাকে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরেই আসিতেছেন।

রাজা—বসুন্ধরে! যৌগন্ধরায়ণকে বল—তিনি যেন আমার অনুগ্রহের সম্পদ দেখান অর্থাৎ সম্মান রক্ষা করেন অর্থাৎ প্রচুর পুরস্কার দেন।

বসুন্ধরা—মহারাজ যেমন আদেশ করিলেন (তদ্রূপ বলিব)।

(বিজয়বর্মার সহিত চলিয়া গেল)

Trans. King—Then, then ?

Vijayavarma—Lord! then Rumanvan, too, having placed my elder brother Jayavarma in charge of the Kosala territory, is coming slowly.

King—Ye Vasundhara! Tell Yaugandharayana—let him feel the richness of my pleasure *i.e.*, give him immense rewards.

Vasundhara—As Your Majesty commands.

(Exits with Vijayavarman)

Questions and Answers.

১। রাজা উদয়নের সেনাপতি রুমণ্বানের সহিত কোশলরাজের যুদ্ধের বর্ণনা দাও ও ফল কি হইল বল। **Give a description of the encounter between Rumanvan, the general of Udayana, and the King of Kosala, and the result thereof.**

উত্তর (বাঙ্গালা)—দ্বারপালিকা বসুন্ধরা কর্তৃক প্রবেশিত হইয়া সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্মা রাজা উদয়নের নিকটে কোশলজয়ের সুসংবাদটি জানাইলেন। রাজা যুদ্ধ ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহিলে বিজয়বর্মা বলিলেন—"মহারাজ! আপনার অনুমতি পাইবার পর আমরা এখান হইতে বিপুল সৈন্য লইয়া গেলাম। কোশলরাজ তখন বিন্ধ্যপর্বতের দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার প্রবেশ-নির্গমের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম। কোশলরাজও সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার হস্তিবহুল বা বিপুল সমস্ত সৈন্য সজ্জিত করিয়া যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া অগ্রসর হইলেন। আমাদের সেনাপতি রুমণ্বান্‌ও শরবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর যুদ্ধে আমাদের প্রধান সৈন্যবল পরাজিত হইলে একাকী রুমণ্বানই হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিত কোশলরাজকে শরপ্রহারে বধ করিলেন। তারপর আমার বড়ভাই জয়বর্মাকে কোশলরাজ্যে স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন।" ।।

রাজা তখন প্রতিহারিণী বসুন্ধরার মুখে যৌগন্ধরায়ণের নিকটে আদেশ পাঠাইলেন যে তিনি যেন বিজয়বর্মাকে যথোচিত পুরস্কৃত করেন।

(সংস্কৃত)—প্রতিহারিণ্যা বসুন্ধরয়া অন্তঃপ্রবেশিতঃ বিজয়বর্মা সেনাপতেঃ রুমণ্বতঃ কোশলজয়বৃত্তান্তং রাজ্ঞে উদয়নায় বিজ্ঞাপিতবান্। রাজ্ঞা বিস্তৃত-বিবরণদানায় আদিষ্টঃ বিজয়বর্মা অবদৎ—

রাজন্! ভবদনুমতিম্ উপলভ্য বয়ম্ অস্মাৎ স্থানাৎ প্রভূতং সৈন্যবলং সমাহৃত্য কোশলাভিমুখম্ অগচ্ছাম। তদানীং কোশলরাজঃ বিন্ধ্যগিরিদুর্গে অতিষ্ঠৎ। বয়ং তত্র গত্বা তস্য প্রবেশনির্গময়োঃ দ্বারম্ অবরুধ্য অস্মাকং সৈন্যান্ সমাবেশয়াম। তদপমানং সোঢ়ুম্ অশক্নুবন্ অতিদর্পিতঃ কোশল-রাজঃ তস্য গজবহুলম্ বিপুলম্ বা অখিলম্ সৈন্যম্ অসজ্জয়ৎ। তদনন্তরং যুদ্ধায় কৃতসংকল্পঃ স যুদ্ধার্থম্ আগচ্ছৎ। সেনাপতি রুমণ্বান্ অপি তদভিমুখং প্রারাৎ। ততঃ কোশলরাজেন পরাজিতম্ অভূৎ অস্মাকং প্রধানং বলম্। তদা সহায়রহিতঃ একলঃ এব রুমণ্বান্ বহুশরনিপাতেন হস্তিপৃষ্ঠাবস্থিতং তং কোশলপতিং জঘান।

ততশ্চ বিজিতে কোশলরাজ্যে মম জ্যায়াংসং ভ্রাতরং জয়বর্মাণং শাসকপদে নিযুজ্য ধীরং সমাগচ্ছতি।

তৎ শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ রাজা প্রতিহারিণীমুখেন তস্মৈ বিজয়বর্মণে যথাযোগ্য-পুরস্কারদানার্থং সচিবং যৌগন্ধরায়ণম্ আদিশৎ।

২। আমাদের পাঠ্যাংশে উল্লিখিত রাজা, বিজয়বর্মা ও বসুন্ধরার সম্যক্ পরিচয় দাও। Give a description of the three characters—the King, Vijayavarman and Vasundhara mentioned in our text.

উত্তর (বাঙ্গালা)—রাজা—বৎসরাজ্য একটি অতি প্রাচীন রাজ্য। ইহা বর্তমান এলাহাবাদের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। বৈদিক যুগেও কৌশাম্বীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা উদয়ন এই রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। এই রাজা উদয়ন ও তাঁহার মহিষী বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন নাট্যকার ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্ নামক নাটক দুইখানি এই কাহিনী অবলম্বনেই রচিত কালিদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ মেঘদূতম্ কাব্যে "উদয়নকথা-কোবিদান্ গ্রামবৃদ্ধান্" বলিয়া এই রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও একটি প্রসিদ্ধ চরিত্র।

বিজয়বর্মা—রাজা উদয়নের সেনাপতি ছিলেন রুমণ্বান্। এই বিজয়বর্মা তাঁহারই ভাগিনেয়। ইহারা সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন; নাটক রচয়িতা শ্রীহর্ষের কল্পিত চরিত্র। ইনিই রাজার নিকটে কোশল জয়ের সংবাদ জানান।

বসুন্ধরা—এইটি একজন দ্বারপালিকার কল্পিত নাম। তখনকার দিনে রাজাদের অন্তঃপুরে দ্বাররক্ষক (waitress) রূপে রমণীগণ নিযুক্ত হইত। নাট্য শাস্ত্রে ইহাদিগকে "বেত্রলতাবতী" বলিয়া বর্ণনা করা আছে। অর্থাৎ ইহারা এক একটি যষ্টিধারণ করিত, যেমন করিতেন কাঞ্চুকীরা। এখানে কিন্তু এই বসুন্ধরাকে খড়্গধারিণী বলা হইয়াছে।

(সংস্কৃতে)—রাজা—বৎসরাজ্যস্য সুপ্রসিদ্ধঃ নরপতিঃ উদয়নঃ। "বৎসাঃ" ইতি কস্যচিৎ প্রাচীনরাজ্যস্য নাম। কৌশাম্বী নাম্নী নগরী অস্য রাজধানী আসীৎ। বৈদিকসাহিত্যেষু অপি কৌশাম্বীনগর্যাঃ নামোল্লেখঃ দৃশ্যতে। উদয়ন-বাসবদত্তয়োঃ প্রেমকথা সংস্কৃতসাহিত্যেষু প্রসিদ্ধা। সুপ্রাচীনঃ নাট্যকারঃ ভাসঃ এতাম্ এব কথাম্ অবলম্ব্য তস্য—"স্বপ্নবাসবদত্তম্" "প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্" চ নাটকযুগলং রচিতবান্। কালিদাসঃ অপি তস্য "মেঘদূতম্" ইতি কাব্যে "উদয়নকথাকোবিদান্ গ্রামবৃদ্ধান্" ইতি অস্মৈ রাজ্ঞঃ নাম উল্লিখিতম্। অস্য প্রধানামাত্যঃ যৌগন্ধরায়ণঃ অপি সাহিত্যেষু প্রসিদ্ধঃ।

বিজয়বর্মা—রাজ্ঞঃ উদয়নস্য সেনাপতিঃ আসীৎ রুমণ্বান্ নাম। অয়ং বিজয়বর্মা তস্যৈব সেনাপতেঃ ভাগিনেয়ঃ আসীৎ। অয়ং বিজয়বর্মা এব রাজ্ঞঃ উদয়নস্য সকাশে কোশলজয়স্য সংবাদং বিজ্ঞাপিতবান্।

বসুন্ধরা—ইদমপি কস্যাশ্চিৎ দ্বারপালিকায়াঃ কল্পিতং নাম। পুরাসময়ে রাজান্তঃপুরেষু রমণ্যঃ খলু দ্বাররক্ষিকারূপেণ নিযুক্তা অভবন্। সা চ সর্বদা যষ্টিম্ একাং হস্তে গৃহীতবতী ইতি "বেত্রলতাবতী" শব্দেন বিশেষিতা নাট্যশাস্ত্রেষু। ইয়ং তু বসুন্ধরা "খড়্গধারিণী" ইতি রত্নাবল্যাং বর্ণিতা।

৩। অনুবাদ কর (Translate) :—

(ক) বয়মিতো দেবাদেশাৎ……আরব্ধবন্তঃ। (পঙ্ক্তি ৯-১১)

(খ) দেব! কৃতনিশ্চয়শ্চাসৌ ……প্রত্যৈচ্ছৎ। (পঙ্ক্তি ১৬-১৮)

(গ) আহূয়াজিমুখে …. মত্তদ্বিপস্থো হতঃ। (শ্লোক)

উত্তর। অনুবাদ দেখ।

৪। কারণ দেখাইয়া বিভক্তি নির্দেশ কর। (Account for the case-endings in)—রুমণ্বতঃ, বিজয়েন, দেবাদেশাৎ, অহোভিঃ, বলসমূহেন, সেনাঃ, অতিদর্পাৎ, বিন্ধ্যাৎ, ক্ষণেন, বলে, শরশতৈঃ, যোগন্ধরায়ণঃ।

৫। প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ধারণ কর। Derive—উপহৃত্য, অবষ্টভ্য, সমাবেশয়িতুম্, আরব্ধবন্তঃ, অসহমানঃ, সজ্জীকৃতবান্, নির্গত্য, যোদ্ধুম্, বিমুঞ্চন্, প্রত্যৈচ্ছৎ, আহূয়, ভগ্নে, স্থাপয়িত্বা, প্রদর্শ্যতাম্, আজ্ঞাপয়তি, নিষ্ক্রান্তা।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ। (Expound and name the Samasas in) :—কোশলগ্রহণম্, সপরিতোষম্, বিন্ধ্যদুর্গাবস্থিতস্য, অতিদর্পাৎ, হাস্তিকপ্রায়ম্, কৃতনিশ্চয়ঃ, আজিমুখে, শরশতৈঃ, মত্তদ্বিপস্থঃ, মদ্ভ্রাতরম্।

উত্তর। প্রশ্ন ৪, ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর ব্যাকরণ পদটীকাতে দেখ।

৭। সংস্কৃত প্রতিশব্দ লিখ (Write Sanskrit synonyms of) :—দিষ্ট্যা, অবষ্টভ্য, পরিভবম্, অভিমুখঃ, প্রত্যৈচ্ছৎ, আজিমুখে।

Ans. ভাগ্যেন অবরুদ্ধ্য, অবমাননম্, অগ্রসরঃ, অভিজগাম, সমরমূর্ধনি।

৮। বাচ্যান্তর কর (Change the voice of) :—

(i) জয়তু জয়তু দেবঃ। (ii) অপি জিতাঃ কোশলাঃ। (iii) তৎ কথয় কথাম্। (iv) অথ রুমণ্বান্ বাণান্ বিমুঞ্চন্ ক্ষণেন তং প্রত্যৈচ্ছৎ।

Ans. (১) জীয়তাং জীয়তাং দেবেন। (২) অপি জিতবন্তঃ কোশলান্ (যূয়ম্)? (৩) তৎ কথ্যতাম্ কথা (ত্বয়া) (৪) অথ রুমণ্বতা বাণাঃ বিমুঞ্চতা ক্ষণেন স প্রত্যৈষ্যত।

ললিতবিস্তরঃ

বোধিসত্ত্বেন পায়সভক্ষণম্

ভূমিকা। ললিতবিস্তর একখানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন-কথা এই গ্রন্থমধ্যে অতি সরল সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা দৃষ্টে অনুমান হয়—যে যুগে বৌদ্ধমনীষিগণ সবেমাত্র সংস্কৃতভাষায় রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখানি সেই প্রাথমিক যুগের রচনা। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, দশসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা, লঙ্কাবতার সূত্র প্রভৃতি অতি দুরূহ বৌদ্ধ দর্শনের গ্রন্থগুলির সমসাময়িক এই গ্রন্থখানি—এইরূপই বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। তাঁহারা ইহাকে প্রাক্-পাণিনীয় যুগের রচনা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে এই গ্রন্থের রচনার মধ্যে বহুস্থলেই পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্রগুলির প্রয়োগ সম্ভব হয় না। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের সংকলয়িতা এই ললিতবিস্তরকে কালপর্যায়ের দিক দিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের বর্তমান সংস্করণেরও পূর্ববর্তী মনে করিয়া আমাদের এই পাঠ্যাংশটুকুকে রামায়ণ-মহাভারতের পূর্বে স্থান দিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি একখানি প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। কবি অশ্বঘোষ তাঁহার সুবিখ্যাত বুদ্ধচরিত কাব্য রচনায় এই গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছেন—এইরূপ মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কোন দার্শনিক মত বা নীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই; আবার ইহার মধ্যে কবিজনসুলভ ছন্দ অলঙ্কারেরও কোনই প্রাধান্য নাই বলিয়া ইহাকে অনেকে সাহিত্য মধ্যেও ধরেন না। ইহা প্রাচীন গাথক পদ্ধতিতে রচিত, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি সরল সহজ শ্লোকও সন্নিবেশিত আছে। সম্ভবতঃ জনসাধারণ ইহা পাঠ করিয়া যাহাতে সহজে স্মরণে রাখিতে পারে, সেইজন্যই বোধহয় এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল। সুতরাং এখানি দর্শনগ্রন্থও নহে, সাহিত্য-গ্রন্থও নহে,—ইহা ধর্মপ্রাণ সাধারণ ভক্তবৃন্দের পাঠোপযোগী ধর্মগ্রন্থ মাত্র।

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখনিবারণার্থে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার উপায় অনুসন্ধানের জন্যই সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসার ত্যাগ করার পরে বহু বৎসর যাবৎ তিনি বহু প্রাচীন মনীষিদিগের নিকটে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন,—নানা পদ্ধতিতে বিভিন্ন সাধনার পথে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির আশায় কঠোর তপশ্চরণ করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার আত্মদেবতা সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি মনে কোনও শান্তি পাইলেন না। উপরন্তু বহুবর্ষব্যাপী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া ক্রমশঃ তপস্যার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন—এই পথে তাঁহার সিদ্ধি নাই। শীর্ণ অচল শরীরে বুভুক্ষু দেহ ও মন লইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ভগবদিচ্ছায় যে অচিন্তনীয় ঘটনায় তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহাই আমাদের বর্তমান পাঠ্যাংশটুকুর বর্ণনীয় বিষয়।

বস্তু-সংক্ষেপ। নন্দিক নামে একখানি গণ্ডগ্রাম। সেই গ্রামের প্রধানের কন্যা সুজাতা বড় ভক্তিমতী; দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথি-সেবা তাঁহার নিত্যকর্ম। তিনি একদিন বহুসংখ্যক গাভীর দুগ্ধদোহন করিয়া একটি নূতন স্থালীতে রাখিয়া একটি নূতন চুল্লী গোময় দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া কিছু পরিমাণ নূতন চাউল দিয়া সুভোজ্য পায়স প্রস্তুত করিলেন। পায়সটি যখন পাক করা হইল, তখন তিনি একটি স্থানকে পরিষ্কৃত করিয়া জল ছিটাইয়া তাহার উপর ফুল ছড়াইয়া সেইখানে পরম যত্নে সেই পায়সটি রাখিলেন, এবং একখানি আসনও পাতিলেন। তখন তিনি উত্তরা নাম্নী আপনার পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন—"উত্তরে, যাও; একজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আন। আমি এই মধু-পায়সটি দেখিতেছি।" "ভাল, আর্যে!" বলিয়া উত্তরা পূর্বদিকে গেল; সেখানে সে বোধিসত্ত্বকে দেখিল। আবার দক্ষিণদিকে গেল; সেখানেও বোধিসত্ত্বকেই দেখিল। তখন সুজাতার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আর্যে! অন্য কোন ব্রাহ্মণকে ত দেখিতেছি না। যেখানেই যাই, সেখানেই এই সুন্দর শ্রমণকেই দেখিতেছি।" সুজাতা বলিলেন—"যাও, উত্তরে! তিনিই আজ ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্যই এই আয়োজন। তাঁহাকেই লইয়া এস।" "ভাল"—বলিয়া উত্তরা গিয়া বোধিসত্ত্বের চরণে প্রণাম করিয়া সুজাতার নামে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। বোধিসত্ত্ব তখন গ্রাম-প্রধানের কন্যা সুজাতার গৃহে আসিয়া সেই আসনখানিতে বসিলেন। তখন সুজাতা একটি স্বর্ণপাত্রে সেই মধু-পায়সটুকু আনিয়া বোধিসত্ত্বের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

সুজাতার অন্তরের পরম শ্রদ্ধাটুকু উপলব্ধি করিয়া এবং নিজেরও অন্তরের

আকাঙ্ক্ষাটুকু বুঝিয়া বোধিসত্ত্ব মনে মনে অনুভব করিলেন—যেভাবে ও যে-অবস্থায় সুজাতা এই ভোজ্যটি আনিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় ইহা অবশ্যই আমার কল্যাণকে আনয়ন করিবে। আজ নিশ্চয়ই আমি এই খাদ্যটুকু খাইয়া সর্বোত্তম পূর্ণজ্ঞান লাভ করিব।

এই ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া সুজাতাকে বলিলেন—"ভগিনি! পাত্রটিত সোনার। এটিকে কি করিব?" সুজাতা বলিলেন—"এটি আপনারই হউক।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"আমার এরূপ পাত্রের প্রয়োজন নাই।" সুজাতা বলিলেন—"তাহা হইলে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। আমি কাহাকেও পাত্র ব্যতীত ভোজ্যবস্তু দান করি না।"

বোধিসত্ত্ব তখন সেই ভোজ্য পাত্রটি লইয়া নৈরঞ্জনা নদীতে গিয়া একস্থানে সেটি রাখিয়া শরীর শীতল করিবার জন্য নদীতে নামিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন স্নান করিতেছিলেন, তখন দেবপুত্রগণ স্বর্গীয় গন্ধবস্তুসমূহ সেই নদীর জলে মিশ্রিত করিলেন; এবং বোধিসত্ত্বকে পূজা করিবার জন্য নানাবর্ণের স্বর্গীয় পুষ্প সেই নদীর জলে ফেলিলেন। তাহাতে সেই নৈরঞ্জনা নদী তখন গন্ধে-পুষ্পে সুরভিত হইয়া উঠিল; এবং বোধিসত্ত্ব সেই সুবাসিত জলে স্নান করিলেন। নদী হইতে উঠিয়া বোধিসত্ত্ব নদী-সৈকতে একটি উপবেশনযোগ্য স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নৈরঞ্জনা নদীর নাগকন্যা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া একখানি মণিময় শুভ্র আসন বোধিসত্ত্বের জন্য স্থাপিত করিলেন। ভোজন করার অভিপ্রায়ে সেই আসনখানিতে বসিয়া বোধিসত্ত্ব সুজাতার সেই শ্রদ্ধার দান পায়সটুকু ভোজন করিলেন, এবং নিতান্ত অনাদরের সহিত সেই স্বর্ণপাত্রটিকে জলে ফেলিয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বেন পায়সভক্ষণম্

শিরোনাম : বোধিসত্ত্বেন (বোধিসত্ত্ব কর্তৃক)। ভগবান্ তথাগত যখন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সম্যক্সম্বোধি অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন, তখন হইতেই তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হইলেন। সেই অবস্থার পূর্বসময়ে তিনি বোধিসত্ত্ব নামেই পরিচিত ছিলেন। পায়সভক্ষণম্ (পায়স খাওয়া)। বোধিসত্ত্ব কর্তৃক পায়স ভক্ষণ। Bodhisattva takes payasa. বোধিসত্ত্বেন (পূর্ণবুদ্ধত্বলাভাৎ প্রাগবস্থাস্থিতেন মহাপুরুষেণ) পায়সভক্ষণম্ (দুগ্ধপকান্নস্য ভোজনম্)।

ব্যাকরণ ঃ বোধিসত্ত্বেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। (এখানে এই ৩য়া বিভক্তির প্রয়োগ কিন্তু ব্যাকরণসম্মত হয় নাই। এখানে "কৃদযোগে কর্তরি" ৬ষ্ঠী বিভক্তি হওয়াই উচিত ছিল। পরবর্তী পদ "পায়সভক্ষণম্" যদি সমাসবদ্ধ না হইয়া "পায়সস্য ভক্ষণম্" থাকিত, তাহা হইলে "উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি" সূত্রানুসারে কর্মে ৬ষ্ঠী হইয়া কর্তায় ৩য়া হইতে পারিত। কিন্তু পরস্থিত পদটি সমাসবদ্ধ হওয়ায় কর্মপদের প্রাধান্য নাই; সুতরাং "ভক্ষণম্" পদস্থিত কৃৎ-প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় ৬ষ্ঠী বিভক্তি বোধিসত্ত্বস্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়)। বোধৌ (=সম্যগ্-জ্ঞানগ্রহণে) সত্ত্বং (=সামর্থ্যং) যস্য (বহুব্রীহি) তেন।

পায়সভক্ষণম্—অভিধেয়মাত্রে ১মা। পায়সস্য ভক্ষণম্ (৬ষ্ঠীতৎ)। পয়স্ (=দুগ্ধং)+ষ্ণ=পায়সঃ। ভক্ষ্+অনট্=ভক্ষণম্। (দুগ্ধে পক্ব অন্ন রূপ ভোজ্যবস্তু পায়স; ইহা পুংলিঙ্গ। কিন্তু দুগ্ধজাত ক্ষীর, দই প্রভৃতি অন্যবস্তু ক্লীবলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গ পায়স শব্দবোধ্য ভোজ্যবস্তু শূদ্রগৃহে প্রস্তুত হইলেও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন)।

অথ খলু সুজাতা……বোধিসত্ত্বমেব অদ্রাক্ষীৎ। (পঙ্‌ক্তি ১—৭)

শব্দার্থ ঃ অথ (অনন্তর) খলু (প্রকৃতই, বাক্যালঙ্কার) সুজাতা (সেই নামের একজন উপাসিকা) নন্দিকগ্রামদুহিতা (নন্দিক নামক গ্রামের কন্যা) গোসহস্রস্য (বহুসংখ্যক গাভীর) ক্ষীরং গৃহীত্বা (দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া) অভিনবৈঃ তণ্ডুলৈঃ (নূতন চাউল দ্বারা) অভিনবায়াং স্থাল্যাম্ (নূতন স্থালী অর্থাৎ পাত্রে) অভিনবাং চুল্লীম্ (নূতন উনান) উপলিপ্য (গোময় দ্বারা সংস্কৃত করিয়া অর্থাৎ লেপিয়া) ভোজনং (ভোজ্যবস্তু) সাধয়তি স্ম (পাক করিলেন)। ততঃ (তাহার পর) সা (সেই সুজাতা) তং পায়সং পক্বং (সেই পাক করা পরমান্ন) স্থণ্ডিলম্ (একটি পরিষ্কৃত স্থান) উপলিপ্য (গোময় দ্বারা লেপন করিয়া বা সংস্কৃত করিয়া) পুষ্পৈঃ অবকীর্য (ফুল ছড়াইয়া) গন্ধোদকেন (চন্দনাদির গন্ধযুক্ত জল দিয়া) অভ্যুক্ষ্য (ছিটাইয়া) আসনং (আসন) প্রজ্ঞাপ্য (তদুপরি চিহ্নিত করিয়া অর্থাৎ বিছাইয়া) সৎকৃত্য (শ্রদ্ধা-সহকারে সেই পরমান্ন রাখিয়া) উত্তরাং নাম (উত্তরা নাম্নী) চেটীম্ (দাসীকে) আমন্ত্রয়তে স্ম (ডাকিয়া বলিলেন)—গচ্ছ উত্তরে! (হে উত্তরে! যাও) ব্রাহ্মণম্ আনয় (একজন ব্রাহ্মণকে আন)। অহম্ (আমি) ইদং মধুপায়সম্ (এই মধুযুক্ত বা সুমিষ্ট পায়সান্ন) অবলোকয়ামি (দেখিতেছি)। সাধু আর্যে

(ভাল, দেবি) ইতি প্রতিশ্রুত্য (ইহা বলিয়া) উত্তরা (তন্নাম্নী দাসী) পূর্বাং দিশম্ (পূর্বদিকে) অগমৎ (গেল)। সা (সে) তত্র (সেখানে) বোধিসত্ত্বং (বোধিসত্ত্বকে) পশ্যতি স্ম (দেখিল)। তথা এব (সেইভাবেই) দক্ষিণাম্ (দক্ষিণদিকে গেল)। বোধিসত্ত্বম্ এব (সেখানেও বোধিসত্ত্বকেই) অদ্রাক্ষীৎ (দেখিল)।

সংস্কৃত অর্থ : অথ (অনন্তরং) খলু (বাক্যালঙ্কারে) সুজাতা (তন্নামিকা) নন্দিকগ্রামদুহিতা (নন্দিকগ্রামবাসিনী কশ্চিৎ কন্যা) গোসহস্রস্য (বহুসংখ্যকানাং গবাম্) ক্ষীরং (দুগ্ধং) গৃহীত্বা (সংগৃহ্য) অভিনবৈঃ (সদ্যঃপ্রস্তুতৈঃ) তণ্ডুলৈঃ (ধান্যশস্যৈঃ) অভিনবায়াং (পূর্বং ন ব্যবহৃতায়াং) স্থাল্যাম্ (পাত্রে) অভিনবাং (নবনির্মিতাং) চুল্লীম্ (রন্ধনার্থং বহ্নিস্থানম্) উপলিপ্য (গোময়-লেপেন সংস্কৃত্য) ভোজনং (খাদ্যবস্তু) সাধয়তি স্ম (অপচৎ)। ততঃ (পাকানন্তরং) সা (সুজাতা) তং পায়সং পক্বং (পূর্বোক্তং রন্ধিতং পরমান্নং) স্থণ্ডিলম্ (পবিস্কৃতস্থানমেকম্) উপলিপ্য (গোময়েন সংস্কৃত্য) পুষ্পৈঃ (কুসুমৈঃ) অবকীর্য (বিকীর্য) গন্ধোদকেন (চন্দনাদের্গন্ধযুক্তেন জলেন) অভ্যুক্ষ্য (সংমার্জ্য) আসনম্ (উপবেশনার্থং পীঠং) প্রজ্ঞাপ্য (সংস্থাপ্য) সৎকৃত্য (তৎ-পরমান্নং সাদরং রক্ষয়িত্বা) উত্তরাং নাম (উত্তরানামিকাং) চেটীম্ (দাসীম্) আমন্ত্রয়তে স্ম (আকার্য উবাচ)—গচ্ছ (যাহি) উত্তরে (অয়ি দাসি) ! ব্রাহ্মণম্ আনয় (কিঞ্চিৎ বিপ্রং অত্র প্রাপয়)। অহম্ ইদং (পুরঃস্থিতং) মধুপায়সম্ (মধুযুক্তং পরমান্নম্) অব-লোকয়ামি (রক্ষামি)। সাধু (এতম্) আর্যে (মান্যে) ! ইতি (এবং) প্রতিশ্রুত্য (অঙ্গীকৃত্য) উত্তরা (তন্নাম্নী দাসী) পূর্বাং (প্রাচীম্) দিশম্ অগমৎ (গতা)। সা (উত্তরা) তত্র (পূর্বদেশে) বোধিসত্ত্বং পশ্যতি স্ম (অপশ্যৎ)। তথা এব (তদ্রূপেণৈব) দক্ষিণাম্ (দক্ষিণাং দিশাম্) [অগচ্ছৎ]। বোধি-সত্ত্বম্ এব (ন অপরম্) অদ্রাক্ষীৎ (অপশ্যৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অথ, খলু—অব্যয়। এখানে বাক্যালংকারে অর্থাৎ কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের বিশেষ কোন অর্থ নাই।

সুজাতা—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'সাধয়তি স্ম'।

নন্দিক-গ্রাম দুহিতা—'সুজাতা' পদের পরিচায়ক পদ বা বিশেষণ। নন্দিক-নামকঃ গ্রামঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), নন্দিকগ্রামবাসিনী দুহিতা (মধ্যপদলোপী

কর্মধা)। দুহ্+তৃচ্=দুহিতৃ, অর্থ 'কন্যা'; রূপ স্বসৃ শব্দের মত। দুহিতা দুহিতরৌ দুহিতরঃ ।

গোসহস্রস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। গবাং সহস্রম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্য। 'সহস্র' শব্দ এখানে বিশেষ্য, ইহার দ্বিবচন বহুবচন হইবে। কিন্তু বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে শত, সহস্র প্রভৃতি শুধুই একবচনে ব্যবহৃত হয়। সহস্র-শব্দ দ্বারা ঠিক একসহস্র বুঝাইতেছে না; এখানে 'বহুসংখ্যক' বুঝাইতেছে।

ক্ষীরম্—কর্মণি ২য়া। 'ক্ষীর' শব্দে শুধু দুধ, এবং ঘনীভূত দুধকেও বুঝায়। এখানে প্রথমটিকেই (দুগ্ধ) বুঝাইতেছে।

গৃহীত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সুজাতা'। গ্রহ্+ক্ত্বাচ্।

অভিনবৈঃ—'তণ্ডুলৈঃ' পদের বিণ। 'অভিনব' অর্থ নূতন।

তণ্ডুলৈঃ—করণে ৩য়া। অভিনবৈঃ+তণ্ডুলৈঃ=অভিনবৈস্তণ্ডুলৈঃ (সন্ধি)।

অভিনবায়াম্—'স্থাল্যাম্' পদের বিণ। অভিনবা+৭মী ১ বচন। 'স্থালী' স্ত্রীলিঙ্গ, সেইজন্য তাহার বিশেষণ অভিনব+স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' করা হইয়াছে।

স্থাল্যাম্—অধিকরণে ৭মী। স্থালী শব্দ, রূপ নদী শব্দের মত। অর্থ হাঁড়ী।

অভিনবাম্—'চুল্লীম্' পদের বিণ।

চুল্লীম্—কর্মণি ২য়া। চুল্লী=উনান, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।

উপলিপ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সুজাতা'। উপ—লিপ্+ল্যপ্। গোময় দ্বারা মার্জনা করিয়া কোনও স্থানকে পরিষ্কৃত ও পবিত্রিত করা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য।

ভোজনম্—কর্মণি ২য়া। ভুজ্+অনট্।

সাধয়তি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সুজাতা'। সাধ্+ণিচ্+লট্ তি। 'স্ম' যোগে অতীত। স্ম—অব্যয়। ততঃ—অব্যয়।

সা—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'আমন্ত্রয়তে স্ম'।

তম্—'পায়সম্' পদের বিণ।

পায়সম্—কর্মণি ২য়া। পরস্থিত 'সংকৃত্য' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম। পয়স্+ষ্ণ। দুগ্ধে সিদ্ধ তণ্ডুল অর্থাৎ পরমান্ন বুঝাইলে ইহা পুংলিঙ্গ; আর দুগ্ধের বিকার অর্থাৎ দধি ক্ষীর ইত্যাদি বুঝাইলে ইহা ক্লীবলিঙ্গ।

পক্বম্—'পায়সম্' পদের বিধেয় বিশেষণ। পচ্+ক্ত। বানানটি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়, ক্-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা, 'কৃক্' নহে।

স্থণ্ডিলম্—কর্মণি ২য়া। হোম প্রভৃতি পবিত্র কর্মানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট-পরিমাণ পরিষ্কৃত মার্জিত ভূমিখণ্ডকে স্থণ্ডিল বলা হয়। এখানে সুজাতা ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্দেশ্যে খাইবার স্থানটি এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া এখানে এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে।

উপলিপ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। উপ—লিপ্‌+ল্যপ্‌। অর্থ 'লেপন করিয়া'।

পুষ্পৈঃ—করণে ৩য়া। পুষ্পৈঃ+অবকীর্য=পুষ্পৈরবকীর্য (সন্ধি)।

অবকীর্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। অব—কৄ+ল্যপ্‌। অর্থ 'ছড়াইয়া দিয়া'।

গন্ধোদকেন—করণে ৩য়া। গন্ধযুক্তম্ উদকং (মধ্যপদলোপী কর্মধা) তেন। উদক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ; অর্থ 'জল'।

অভ্যুক্ষ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। অভি—উক্ষ্‌+ল্যপ্‌। অর্থ 'ছিটাইয়া'।

আসনম্—কর্মণি ২য়া। আস্+অনট্।

প্রজ্ঞাপ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। প্র—জ্ঞা+ণিচ্‌+ল্যপ্‌। প্র—জ্ঞা ধাতুর অর্থ চিহ্ন করা। এখানে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত বসিবার স্থানের কথা বলা হইয়াছে।

সংকৃত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। সং—কৃ+ল্যপ্‌। হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্—ইতি ত্‌ আগম। সংকার অর্থে পূজা। এখানে 'সাদরে স্থাপন করিয়া' এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। উপরি-কথিত 'পায়সম্' পদটি ইহার কর্ম।

উত্তরাম্—'চেটীম্' পদের পরিচায়ক বিণ। নাম—এই অব্যয় যোগে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট বিভক্তির ব্যবস্থা নাই। নাম—অব্যয়।

চেটীম্—কর্মণি ২য়া। চেটী=দাসী।

আমন্ত্রয়তে স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সা'। আ—মন্ত্‌+লট্ তে। স্ম-যোগে অতীত। স্ম—অব্যয়পদ।

গচ্ছ—সমাপিকা ক্রিয়া। গম্+লোট্ হি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য।

উত্তরে—সম্বোধনপদ ; উত্তরা শব্দ। গচ্ছ+উত্তরে=গচ্ছোত্তরে (সন্ধি)।

ব্রাহ্মণম্—কর্মণি ২য়া। ব্রহ্মন্‌+ষ্ণ। ব্রাহ্মণম্+আনয়=ব্রাহ্মণমানয়।

আনয়—সমাপিকা ক্রিয়া। আ—নী+লোট্ হি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য।

অহম্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অবলোকয়ামি'। অহম্+ইদম্‌=অহমিদম্‌।

ইদম্—'মধুপায়সম্‌' পদের বিণ। **N. B.** ইহা 'ইমং' হওয়া উচিত ছিল। পায়সঃ পুংলিঙ্গ শব্দ ; তাহার বিশেষণ বলিয়া ইহাও পুংলিঙ্গ হওয়া উচিত।

মধুপায়সম্—কর্মণি ২য়া। মধুযুক্তঃ পায়সঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), তম্।

অবলোকয়ামি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্'। অব—লোকি+লট্ মি।

সাধু—ক্রিয়া-বিণে ২য়া। ক্রিয়া-বিণ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ইহা মধু শব্দের মত। উহাতে অনুস্বার-বিসর্গ কিছুই যুক্ত হয় নাই।

আর্যে—সম্বোধনে ১মা। ঋ+ণ্যৎ [=আর্য]+স্ত্রিয়াম্ আপ্=আর্যা। সম্বোধনে 'আর্যে'। ইতি—অব্যয়। এখানে 'প্রতিশ্রুত্য' পদের কর্ম।

প্রতিশ্রুত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রতি—শ্রু+ল্যপ্। হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্—ইতি ত আগম।

উত্তরা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অগমৎ'।

পূর্বাম্—'দিশম্' পদের বিশেষণ।

দিশম্—কর্মণি ২য়া। দিশ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ—দিক্ দিশৌ দিশঃ। দিশম্+অগমৎ=দিশমগমৎ (সন্ধি)।

অগমৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'উত্তরা'। গম্+লুঙ্ দ্।

সা—কর্তরি ১মা। তত্র—অব্যয়। তদ্+৭মী স্থানে ত্রল্।

বোধিসত্ত্বম্—কর্মণি ২য়া। সম্যক্ সম্বোধি অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান লাভ করার পূর্ব অবস্থায় স্থিত মহাপুরুষ 'বোধিসত্ত্ব' নামেই পরিচিত। জাতকমালায় ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রায় ৫শত পূর্ব-পূর্ব জন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে; সেখানে তাঁহাকে এই বোধিসত্ত্ব শব্দ দ্বারাই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুজাতার নিকট হইতে পায়স ভক্ষণের পরেই সিদ্ধার্থের পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবার পর তিনি 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হন; তাহার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থাতেই ছিলেন। বোধি (=জ্ঞান) যোগ্যং সত্ত্বং যস্য (বহুব্রীহি) তম্।

পশ্যতি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সা'। দৃশ্+লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত। স্ম—অব্যয়।

তথৈব—তথা+এব (সন্ধি)। উভয়েই অব্যয়।

দক্ষিণাম্—'দিশম্' এই উহ্য পদের বিণ। এখানে কর্মণি ২য়া। 'অগমৎ' এই উহ্য ক্রিয়ার কর্ম।

বোধিসত্ত্বম্—কর্মণি ২য়া। বোধিসত্ত্বম্+এব=বোধিসত্ত্বমেব। এব—অব্যয়।

অদ্রাক্ষীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সা'। দৃশ্+লুঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর। ……সুজাতয়া নন্দিকগ্রামদুহিত্রা……ভোজনং (ময়া) সাধ্যতে স্ম।……তয়া………উত্তরা নাম চেটী আমন্ত্র্যতে স্ম—গম্যতাং (ত্বয়া)……… ব্রাহ্মণঃ আনীয়তাম্ (ত্বয়া)। ময়া অয়ং মধুপায়সঃ অবলোক্যতে। ……উত্তরয়া পূর্বা দিক্ অগমি। তয়া ……বোধিসত্ত্বঃ দৃশ্যতে স্ম।…… দক্ষিণা। বোধিসত্ত্বঃ এব অদর্শি।

অনুবাদ। অতঃপর নন্দিকগ্রামকন্যা সুজাতা বহু গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া নূতন চাউল দ্বারা নূতন পাত্রে নূতন উনানকে গোময় দ্বারা লেপন করিয়া ভোজ্য প্রস্তুত করিলেন। তারপর তিনি খানিকটা ভূমি গোময়দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া তথায় পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া গন্ধজল দিয়া মার্জন করিয়া একখানি আসন পাতিয়া সেই পাক করা পরমান্নটুকু সাদরে স্থাপন করিয়া উত্তরা নামক এক দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"উত্তরে! যাও; একজন ব্রাহ্মণকে আন। আমি মধুযুক্ত পায়স রক্ষা করিতেছি।" "আর্যে! উত্তম" এই কথা বলিয়া উত্তরা পূর্বদিকে গেল। সে সেখানে বোধিসত্ত্বকে দেখিল। সেইভাবেই দক্ষিণ-দিকেও গেল। সেখানেও বোধিসত্ত্বকেই দেখিল।

Trans. Then Sujata, the maiden of the village Nandika, having collected milk from many number of cows, prepared food with fresh-made rice in a new vessel upon a new oven cleansed with cow-dung. Thereafter she cleansed a place with cow-dung; and after scattering flowers and sprinkling water on it and having spread a seat thereon, she placed that cooked food there with care, and then called a maidservant Uttara by name, saying,—"Go, Uttara, bring in a Brahmana. I am taking care of this honeyed payasa." Saying "Very well, honoured lady!" Uttara went eastwards. There she saw Bodhisatva. Similarly she went southwards. There too she saw the very Bodhisatva.

ততঃ সা আগম্য……উপনাময়তি স্ম॥ (পঙ্‌ক্তি ৭-১৪)

শব্দার্থ। ততঃ (তখন) সা (উত্তরা) আগম্য (আসিয়া) স্বামিনীম্ এব (প্রভুকেই) আহ (বলিল)—আর্যে (পূজনীয়ে)! ন খলু দৃশ্যতে (দেখা যাইতেছে না) অন্যঃ কশ্চিৎ (অপর কোন) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ)। যতঃ যতঃ এব (যেখানে যেখানেই) গচ্ছামি (যাইতেছি), তত্র তত্র (সেখানে সেখানে) শ্রমণম্ এব সুন্দরং (সৌম্যমূর্তি শ্রমণকেই) পশ্যামি (দেখিতেছি)। সুজাতা আহ

(সুজাতা বলিলেন)—গচ্ছ উত্তরে (হে উত্তরে ! যাও) সঃ এব ব্রাহ্মণঃ (সে-ই ব্রাহ্মণ)। তস্য এব অর্থে (ইহার জন্যই) অয়ম্ আরম্ভঃ (এই আয়োজন)। তম্ এব আনয় ইতি (তাঁহাকেই লইয়া এস)। সাধু আর্যে (মান্যে ! বেশ) ইতি (এই বলিয়া) উত্তরা গত্বা (উত্তরা যাইয়া) বোধিসত্ত্বস্য (বোধিসত্ত্বের) চরণয়োঃ (পা-দুটিতে) প্রণিপত্য (প্রণাম করিয়া) সুজাতায়াঃ নাম্না (সুজাতার নামের দ্বারা) উপনিমন্ত্রয়তে স্ম (নিমন্ত্রণ করিল)। ততঃ (তখন) বোধিসত্ত্বঃ (বোধিসত্ত্ব) সুজাতায়াঃ গ্রামিকদুহিতুঃ (গ্রাম-নেতার কন্যা সুজাতার) নিবেশনং গত্বা (গৃহে গিয়া) প্রজ্ঞপ্তে এব আসনে (পূর্বস্থাপিত আসনটিতেই) ন্যষীদৎ (বসিলেন)। অথ খলু (তারপর) সুজাতা, সুবর্ণময়ীং পাত্রীং (স্বর্ণনির্মিত একখানি পাত্র) মধুপায়সপূর্ণাং (মধুযুক্ত পায়সপূর্ণ) বোধিসত্ত্বস্য (বোধিসত্ত্বের সম্মুখে) উপনাময়তি স্ম (নামাইয়া রাখিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (বোধিসত্ত্বস্য দর্শনানন্তরং) সা (উত্তরা নাম দাসী) আগম্য (আগত্য) স্বামিনীম্ এব (প্রভুস্থানীয়াং সুজাতাম্ এব) আহ (অবদৎ) —আর্যে (মান্যে) ! ন খলু দৃশ্যতে (দর্শন-গোচরতাম্ নায়াতি) অন্যঃ কশ্চিৎ (অপরঃ কশ্চন) ব্রাহ্মণঃ (দ্বিজঃ)। যতঃ যতঃ এব (যস্যামেব দিশি) গচ্ছামি (যামি), তত্র তত্র (তস্যামেব দিশি) শ্রমণম্ এব সুন্দরম্ (ভিক্ষুমেব সৌম্যরূপম্) পশ্যামি (অবলোকয়ামি)। সুজাতা আহ (অবদৎ) গচ্ছ উত্তরে (হে উত্তরে, যাহি) সঃ এব ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপঃ মন্তব্যঃ)। অস্য এব অর্থে (অস্য এব কৃতে) অয়ম্ আরম্ভঃ (ইদম্ আয়োজনম্)। তম্ এব আনয় ইতি (তম্ শ্রমণমেব অত্র প্রাপয় ইতি)। সাধু (বাঢ়ম্) আর্যে (পূজনীয়ে) ! ইতি (এবম্ উক্ত্বা) উত্তরা গত্বা (উপগম্য) বোধিসত্ত্বস্য চরণয়োঃ (পাদয়োঃ) প্রণিপত্য (প্রণম্য) সুজাতায়াঃ নাম্না (সুজাতায়াঃ এব নাম গৃহীত্বা) উপনিমন্ত্রয়তে স্ম (আমন্ত্রিতবতী)। ততঃ (আমন্ত্রণানন্তরং) বোধিসত্ত্বঃ (বুদ্ধদেবঃ ইত্যর্থঃ) সুজাতায়াঃ গ্রামিক-দুহিতুঃ (গ্রামীণ-কন্যায়াঃ সুজাতায়াঃ) নিবেশনম্ (আলয়ং) গত্বা (যাত্বা) প্রজ্ঞপ্তে এব আসনে (পূর্বস্থাপিতে এব আসনে) ন্যষীদৎ (উপাবিশৎ)। অথ খলু (তস্য উপবেশনানন্তরং) সুজাতা, সুবর্ণময়ীং (কনকনির্মিতাং) পাত্রীং (ভাজনং) মধুপায়সপূর্ণং (সুমিষ্টপরমান্নপূর্ণং) বোধিসত্ত্বস্য (তস্য পুরতঃ ইত্যর্থঃ) উপনাময়তি স্ম (নামযিত্বা সমস্থাপয়ৎ, রক্ষিতবতী ইত্যর্থঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। তদ্+তস্।

সা—কর্তারি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'আহ'।

আগম্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—গম্+ল্যপ্। বিকল্প=আগত্য।

স্বামিনীমেবমাহ—স্বামিনীম্+এবম্+আহ (সন্ধি)।

স্বামিনীম্—'আহ' ক্রিয়ার গৌণ কর্মণি ২য়া। স্বামিন্+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্।

এবম্—অব্যয়, কর্ম। 'আহ' ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম।

আহ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লট্ তি। বিকল্প পদ=ব্রবীতি। ব্রূ ধাতুর লটের তি, তস্, অন্তি, সি, থস্ এই পাঁচটি বিভক্তিতে আহ, আহতুঃ, আহুঃ, আত্থ, আহথুঃ—এই পাঁচটি বিকল্প রূপ হয়। ন—নিষেধার্থক অব্যয়।

খল্বার্যে—খলু+আর্যে (সন্ধি)। খলু—অব্যয়, বাক্যালঙ্কারে। আর্যে—সম্বোধনে ১মা। আর্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্=আর্যা, সম্বোধনে 'আর্যে'।

অন্যঃ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ।

কশ্চিৎ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ। কঃ+চিৎ। 'চিৎ' ও 'চন'—এই দুইটি অনিশ্চয়ার্থবোধক অব্যয় বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দৃশ্যতে—সমাপিকা ক্রিয়া। দৃশ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। কর্তা 'ময়া' উহ্য।

ব্রাহ্মণঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। ক্রিয়া 'দৃশ্যতে'।

যতো যত এব—যতঃ+যতঃ+এব (সন্ধি)। তিনটিই অব্যয়।

যতঃ যতঃ—আভীক্ষ্ণ্যে দ্বিত্বম্।

গচ্ছামি—সমাপিকা ক্রিয়া। গম্+লট্ মি। কর্তা 'অহম্' উহ্য।

তত্র তত্র—অব্যয়। তদ্+৭মী স্থানে ত্রল্। আভীক্ষ্ণ্যে দ্বিত্বম্।

শ্রমণম্—কর্মণি ২য়া। তখনও পর্যন্ত বৌদ্ধমত প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং এখানে শ্রমণ বলিতে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত সন্ন্যাসীকেই বুঝিতে হইবে।

সুন্দরম্—'শ্রমণম্' পদের বিণ। এব—অব্যয়।

পশ্যামি—সমাপিকা ক্রিয়া। দৃশ্+লট্ মি। কর্তা 'অহম্' উহ্য।

সুজাতা—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'আহ'।

আহ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সুজাতা'; ব্রূ+লট্ তি।

গচ্ছোত্তরে—গচ্ছ+উত্তরে (সন্ধি)। উত্তরে—সম্বোধনে ১মা।

গচ্ছ—সমাপিকা ক্রিয়া। গম্+লোট্ হি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য।

সঃ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ। এব—অব্যয়।

ব্রাহ্মণঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। ব্রহ্মন্ + ষ্ণ।

তস্যৈবার্থে—তস্য + এব + অর্থে। (সন্ধি)।

তস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। এব—অব্যয়।

অর্থে—বিষয়াধিকরণে ৭মী। অর্থঃ = প্রয়োজনম্ (নিমিত্তে)।

অয়ম্—'আরম্ভঃ' পদের বিণ। অয়ম্ + আরম্ভঃ = অয়মারম্ভঃ।

আরম্ভঃ—কর্তরি ১ম। আ—রভ্ + ঘঞ্। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।

তমেবানয়েতি—তম্ + এব + আনয় + ইতি (সন্ধি)।

তম্—কর্মণি ২য়া। এব, ইতি—অব্যয়।

আনয়—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। আ—নী + লোট্ হি।

সাধু—ক্রি-বিণে ২য়া। আর্যে—সম্বোধনে ১মা।

ইত্যুত্তরা—ইতি + উত্তরা (সন্ধি)। ইতি—অব্যয়।

উত্তরা—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া, 'উপনিমন্ত্রয়তে স্ম'।

গত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। গম্ + ক্ত্বাচ্।

বোধিসত্ত্বস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। বোধৌ সত্ত্বং যস্য (বহুব্রীহি), তস্য।

চরণয়োঃ—অধিকরণে ৭মী, ২বচন। চর্ + অনট্ = চরণম্।

প্রণিপত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। প্র—নি—পত্ + ল্যপ্। প্র উপসর্গের পরস্থিত নি উপসর্গের ন্ ণ্ হইয়াছে।

সুজাতায়াঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'নাম্না' পদের সহিত সম্বন্ধ।

নাম্না—করণে ৩য়া। নামন্ শব্দ + ৩য়া ১ বচন। সুজাতার নামে নিমন্ত্রণ করিল। অর্থাৎ সুজাতাই নিমন্ত্রণ করিতেছে, কিন্তু সে নিজে আসে নাই। দাসী উত্তরা তাহার হইয়া নিমন্ত্রণ করিল।

উপনিমন্ত্রয়তে স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'উত্তরা'। উপ—নি—মন্ত্র + লট্ তে। স্ম-যোগে অতীত।

ততঃ—অব্যয়। ততঃ + বোধিসত্ত্বঃ = ততো বোধিসত্ত্বঃ (সন্ধি)।

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'ন্যষীদৎ'।

সুজাতায়াঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'নিবেশনম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

গ্রামিকদুহিতুঃ—বিধেয় বিণ to সুজাতায়াঃ। গ্রামিকস্য দুহিতা (৬ষ্ঠীতৎ), তস্যাঃ। গ্রাম + ষ্ণিক = গ্রামিক। দুহ্ + তৃচ্ = দুহিতৃ।

নিবেশনম্—কর্মণি ২য়া। নি—বিশ্ + অনট্। অর্থ 'গৃহ'।

গত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'। গম্ + ক্ত্বাচ্।

প্রজ্ঞপ্ত এব—প্রজ্ঞপ্তে+এব (সন্ধি)। অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত একার স্থানে অ বা অয়্ হয়। পক্ষে—প্রজ্ঞপ্তয়েব। প্র—জ্ঞা+ ণিচ্+ক্ত=প্রজ্ঞপ্ত। 'আসনে' পদের বিণ। এব—অব্যয়।

আসনে—অধিকরণে ৭মী। আস্+অনট্ (ক্লীবলিঙ্গ)।

ন্যষীদৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ', নি—সদ্+লঙ্ দ্। ইকারান্ত নি উপসর্গের পর সদ্ ধাতুর স্ ষ্ হইয়াছে।

সুজাতা—কর্তরি ১মা, সমাক্রি 'উপনাময়তি স্ম'। অথ, খলু—অব্যয়।

সুবর্ণময়ীম্—'পাত্রীম্' পদের বিণ, সুবর্ণ+বিকারার্থে ময়ট্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

পাত্রীম্—কর্মণি ২য়া। পাত্র+ঈপ্ (অল্পার্থে)। পাত্র, ভাজন প্রভৃতি শব্দ অজহল্লিঙ্গ অর্থাৎ ইহারা আপনাদের লিঙ্গ পরিত্যাগ করে না। সবসময়েই ক্লীবলিঙ্গ থাকে। এখানে কিন্তু আধারবোধক বিশেষ্য হওয়ায় স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। পা+ত্র+ঈপ্=পাত্রী।

মধুপায়সপূর্ণাম্—'পাত্রীম্' পদের বিণ। মধুযুক্তঃ পায়সঃ (মধ্যপদলোপী-কর্মধা), তেন পূর্ণা (৩য়াতৎ), তাম্।

বোধিসত্ত্বস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'পুরতঃ' বা 'সমীপে' এই উহ্য পদের সহিত সম্বন্ধ।

উপনাময়তি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সুজাতা', উপ—নম্+ণিচ্+ লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত। লট্ বিভক্তি দ্বারা বর্তমান কাল এবং লঙ্, লিট্ ও লুঙ্ বিভক্তি দ্বারা অতীতকাল বুঝায়। কিন্তু লট্ বিভক্তির সহিত স্ম যোগ করিলে তাহাতেও অতীতকাল বুঝায়।

বাচ্যান্তর। ···তয়া······স্বামিনী···উচ্যতে—··· ··অন্যং কঞ্চিৎ (অহং) পশ্যামি ব্রাহ্মণম্।····· গম্যতে (ময়া)······শ্রমণঃ······সুন্দরঃ দৃশ্যতে (ময়া)। সুজাতয়া উচ্যতে—গম্যতাং······(ত্বয়া), তেন—···ব্রাহ্মণেন (ভূয়তে)।······ অনেন আরম্ভেণ (ভূয়তে)। সঃ···আনীয়তাং (ত্বয়া)······|······উত্তরয়া ······উপনিমন্ত্রাতে স্ম (সঃ)। ······বোধিসত্ত্বেন····· ন্যষদ্যত। ····· সুজাতয়া সুবর্ণময়ী পাত্রী মধুপায়সপূর্ণা······উপনাম্যতে স্ম।

অনুবাদ ঃ তখন সে (উত্তরা) আসিয়া প্রভুর কাছে বলিল—"পূজনীয়ে! অন্য কোন ব্রাহ্মণ দেখা যাইতেছে না। যেখানে যেখানেই যাই, সেখানে সেখানেই সুন্দর সন্ন্যাসীকে (বোধিসত্ত্বকে) দেখি।" সুজাতা বলিলেন—"যাও, উত্তরে ; তিনি-ই ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্যই এই উদ্যোগ। তাঁহাকেই লইয়া এস।" "ভাল, পূজ্যে!" এই কথা বলিয়া উত্তরা গিয়া বোধিসত্ত্বের চরণযুগলে প্রণিপাত

করিয়া সুজাতার নামেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। তখন বোধিসত্ত্ব গ্রামপ্রধানের কন্যা সুজাতার গৃহে আসিয়া পূর্বস্থাপিত আসনেই উপবেশন করিলেন। তাহার পর সুজাতা মধুপায়সপূর্ণ স্বর্ণনির্মিত পাত্রটি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে রাখিলেন।

Trans. Then she (Uttara) returned to her mistress and said—"Madam! No other Brahmana can be found. Whitherever do I go, I see this beautiful monk only." Sujata said—"Go, Uttara ; he is the Brahmana. For him is all this endeavour. Bring him in." "Well, madam," saying this, she went to Bodhisatva, bowed down to his feet and invited him in the name of Sujata. Then Bodhisatava came to the house of Sujata, the daughter of the village chief and sat upon the seat that was previously spread. Thereafter Sujata placed before Bodhisatva the golden plate filled with honeyed payasa

অথ বোধিসত্ত্বস্য ··· ভোজনং প্রযচ্ছামি। (পঙ্‌ক্তি ১৫—২২)

শব্দার্থ। অথ (তখন) বোধিসত্ত্বস্য (বোধিসত্ত্বের মনে) এতদ্ (ইহা) অভবৎ (হইল)—যাদৃশং (যেভাবে) ইদং (এই) সুজাতয়া (সুজাতা কর্তৃক) ভোজনং (ভোজ্যবস্তু) উপনামিতম্ (দেওয়া হইয়াছে), নিঃসংশয়ম্ (নিশ্চয়) অহম্ (আমি) অদ্য (আজ) এনং ভুক্ত্বা (ইহা খাইয়া) অনুত্তরাং (সর্বশ্রেষ্ঠ) সম্যক্-সংবোধিম্ (সম্পূর্ণ জ্ঞান) অভিসংভোৎস্যে (প্রাপ্ত হইব)। অথ (তখন) বোধিসত্ত্বঃ, তদ্ ভোজনং (সেই ভোজ্যবস্তু) প্রতিগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) সুজাতাং গ্রামিকদুহিতরম্ (গ্রামপ্রধানের কন্যা সুজাতাকে) এতদ্ (ইহা) অবোচৎ (বলিলেন)—ভগিনি (হে ভগিনি)! ইয়ং সুবর্ণপাত্রী (এটি ত সোনার পাত্র)। কিং ক্রিয়তাম্ (কি করিব)? সা আহ (সেই সুজাতা বলিলেন)—তব এব (আপনারই) ভবতু (হউক) ইতি। বোধিসত্ত্বঃ আহ (বোধিসত্ত্ব বলিলেন)— মম (আমার) ঈদৃশেন ভাজনেন (এইরূপ পাত্রের) ন প্রয়োজনম্ (দরকার নাই)। সুজাতা আহ (সুজাতা বলিলেন)—যথেষ্টং ক্রিয়তাম্ (যাহা ইচ্ছা হয়, করুন)। অহং (আমি) বিনা ভাজনেন (পাত্র ব্যতীত) কস্যচিদ্ (কাহাকেও) ভোজনং (ভোজ্যবস্তু) ন প্রযচ্ছামি (দিই না)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরম্) বোধিসত্ত্বস্য (তস্য মনসি) এতদ্ ইদমালোচনম্) অভবৎ (অজায়ত)—যাদৃশং (যেন প্রকারেণ) ইদং ভোজনম্

(এতদ্ ভোজ্যং বস্তু) সুজাতয়া, উপনামিতম্ (উপস্থাপিতম্) নিঃসংশয়ম্ (নিঃসন্দেহম্) অহম্ অদ্য (অস্মিন্ দিনে) এনং (পায়সং) ভুক্ত্বা (খাদিত্বা) অনুত্তরাং (সর্বোত্তমং) সম্যক্-সংবোধিম্ (পূর্ণজ্ঞানম্) অভিসংভোৎস্যে (অভিজ্ঞাস্যামি, প্রাপ্স্যামি)। অথ (তৎকালে) বোধিসত্ত্বঃ, তদ্ ভোজনং (ভোজ্যং বস্তু) প্রতিগৃহ্য (স্বীকৃত্য) সুজাতাং গ্রামিকদুহিতরম্ (গ্রামপ্রধানস্য কন্যাং সুজাতাম্) অবোচৎ (অবদৎ)—ভগিনি ! ইয়ং সুবর্ণপাত্রী (স্বর্ণময়ীস্থালী) কিং ক্রিয়তাম্ (অনয়া কিং করিষ্যামি) ? সা (সুজাতা) আহ (ব্রবীতি)—তব এব ভবতু (ত্বম্ এব অস্য স্বামী) ইতি। বোধিসত্ত্বঃ আহ (ব্রবীতি)—মম ঈদৃশেন (এবম্প্রকারেণ) ভাজনেন (পাত্রেণ) ন প্রয়োজনম্ (কিমপি কার্যং ন বিদ্যতে)। সুজাতা আহ—যথেষ্টং (যথাভিপ্রেতং) ক্রিয়তাম্ (কর্তব্যম্)। অহং বিনা ভাজনেন (পাত্রং বিনা) কস্যচিদ্ (কস্মৈচিৎ জনায়) ভোজনং (খাদ্যং) ন প্রযচ্ছামি (ন দদামি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অথ—অব্যয়। অনন্তরার্থে ব্যবহৃত হয়।

বোধিসত্ত্বস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'মনসি' এই উহ্য পদের সহিত সম্বন্ধ।

এতৎ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভবৎ'। এতৎ+অভবৎ=এতদভবৎ।

অভবৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'এতৎ', ভূ+লঙ্ দ্।

যাদৃশম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। যদ্—দৃশ্+টক্। যেভাবে অর্থাৎ যে পরম ভক্তির সহিত এবং আমার যেরূপ বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে এই দুই অর্থে ব্যবহৃত।

ইদম্—'ভোজনম্' পদের বিণ। যাদৃশম্+ইদম্=যাদৃশমিদম্ (সন্ধি)।

ভোজনম্—উক্তে কর্মণি ১মা। ভুজ্+অনট্।

সুজাতয়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ক্রিয়া 'উপনামিতম্'।

উপনামিতম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া। কর্তা 'সুজাতয়া', কর্ম 'ভোজনম্'। উপ—নম্+ণিচ্+ক্ত+ক্লীবলিঙ্গ প্রথমা একবচন।

নিঃসংশয়ম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। নির্ (=নাস্তি) সংশয়ঃ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহি), সম্—শী+অল্=সংশয়ঃ।

অহম্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভিসংভোৎস্যে'।

অদ্যৈনম্—অদ্য+এনম্ (সন্ধি)। অদ্য—অব্যয়।

এনম্—কর্মণি ২য়া। অন্বাদেশ অর্থাৎ পুনরুক্তি বুঝাইলে এতদ্ ও ইদম্ শব্দের ২য়া বিভক্তির তিন বচনে, ৩য়া বিভক্তির ১ বচনে এবং ৬ষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিবচনে বিকল্পে এন আদেশ হয়।

ভুক্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। ভুজ্+ক্ত্বাচ্।

অনুত্তরাম্—'সম্যক্সংবোধিম্' পদের বিণ। ন বিদ্যতে উত্তরঃ (=শ্রেষ্ঠঃ) যস্যাঃ (বহুব্রীহি), তাম্। অর্থ যারপর নাই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সম্যক্সংবোধিম্—কর্মণি ২য়া। সম্যক্ সংবোধিঃ (কর্মধা), তাম্। সম্—অঞ্চ্+ক্বিপ্+সম্যক্। সম্—বুধ্+ইন্=সংবোধি (=জ্ঞান)। অর্থ—সম্যক্ বা সঠিক জ্ঞান।

অভিসংভোৎস্যে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্'; অভি—সম্—বুধ্+লৃট্ স্যে।

বোধিসত্ত্বস্তদ্ভোজনম্—বোধিসত্ত্বঃ+তৎ+ভোজনম্ (সন্ধি)। অথ—অব্যয়।

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অবোচৎ'।

তৎ—'ভোজনম্' পদের বিণ। ভোজনম্—কর্মণি ২য়া। ভুজ্+অনট্।

প্রতিগৃহ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রতি—গ্রহ্+ল্যপ্।

সুজাতাম্—কর্মণি ২য়া। 'অবোচৎ' ক্রিয়ার কর্ম।

গ্রামিকদুহিতরম্—'সুজাতাম্' পদের পরিচায়ক বিণ। গ্রামিকস্য দুহিতা (৬ষ্ঠীতৎ) তাম্। গ্রাম+ষ্ণিক=গ্রামিক।

অবোচৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। বচ্+লুঙ্ দ্। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'।

ভগিনি—সম্বোধনে ১মা। ভগ (=যত্ন)+অস্ত্যর্থে ইন্+স্ত্রিয়ামীপ্।

ইয়ম্—'সুবর্ণপাত্রী' পদের বিণ।

সুবর্ণপাত্রী—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। সুবর্ণনির্মিতা পাত্রী (মধ্যপদলোপী কর্মধা)।

কিম্—উক্তে কর্মণি ১মা, 'ক্রিয়তাম্' ক্রিয়াপদের উক্তকর্ম।

ক্রিয়তাম্—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ময়া' উহ্য। কৃ+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্।

সা—কর্তরি ১মা। আহ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লট্ তি। পক্ষে 'ব্রবীতি'।

তবৈব—তব+এব (সন্ধি)। তব—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। এব—অব্যয়।

ভবত্বিতি—ভবতু+ইতি (সন্ধি)। ইতি—অব্যয়।

ভবতু—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ইয়ম্' উহ্য। ভূ+লোট্ তু।

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা। আহ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লট্ তি।

মমেদৃশেন—মম+ঈদৃশেন (সন্ধি)।

মম—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। পক্ষে 'মে'। 'মে' পদটি কিন্তু বাক্যের বা শ্লোকের প্রারম্ভে বসে না।

ঈদৃশেন—'ভাজনেন' পদের বিণ। ইদম্—দৃশ্+টক্! অর্থ 'এরূপ'।

ভাজনেন—প্রয়োজন শব্দযোগে ৩য়া। সূত্র—"ঊনবারণপ্রয়োজনার্থৈশ্চ"। ভাজ্+অনট্। অর্থ 'পাত্র'। ন—অব্যয়।

প্রয়োজনম্—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'বিদ্যতে' উহ্য। প্র—যুজ্+অনট্।

সুজাতা—কর্তরি ১মা। আহ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লট্ তি।

যথেষ্টম্—উক্তে কর্মণি ১মা। যথা ইষ্টম্ (সুপ্ সুপা)। ইষ্+ক্ত=ইষ্ট। অর্থ 'যাহা ইচ্ছা হয় তাহা'।

ক্রিয়তাম্—সমাপিকা ক্রিয়া। কৃ+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্। কর্তা 'ত্বয়া' উহ্য।

অহম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রযচ্ছামি'। ন+অহম্=নাহম্ (সন্ধি)।

ভাজনেন—বিনা শব্দযোগে ৩য়া। বিনা শব্দের যোগে ২য়া এবং ৫মী বিভক্তিও হয়। সূত্র—"পৃথগ্‌বিনানাভ্যাং দ্বিতীয়া তৃতীয়ে চ"। সুতরাং বিকল্প পদ—ভাজনং এবং ভাজনাৎ।

কস্যচিৎ—সম্প্রদান বিবক্ষয়া ৬ষ্ঠী।

ভোজনম্—কর্মণি ২য়া। ভুজ্+অনট্। ন—অব্যয়।

প্রযচ্ছামি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'অহম্'। প্র—দা+লট্ মি।

অথ বোধিসত্ত্বস্য ·····অভিসংস্তোৎস্যে। (পঙ্‌ক্তি ১৫—১৭)

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—অংশটি 'ললিতবিস্তরঃ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত "বোধিসত্ত্বেন পায়সভক্ষণম্" শীর্ষক পাঠ্যাংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। দাসী উত্তরা কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বোধিসত্ত্ব যখন সুজাতার গৃহে গিয়া আসনে উপবেশন করিলেন, তখন সুজাতা তাঁহার সম্মুখে মধুপায়সপূর্ণ স্বর্ণপাত্রটি রাখিলেন। তখন সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মনে যে ভাবটির উদয় হইয়াছিল, তাহাই এইখানে বিবৃত করা হইয়াছে।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ-জ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। বহু বৎসর কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াও তাঁহার কিছুই হইল না; উপরন্তু শরীর জীর্ণ-শীর্ণ ও তপস্যার অনুপযোগী হইয়া উঠিল। সেই সময়ে নিতান্ত বিক্ষুব্ধচিত্তে তিনি

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সুজাতার দাসী আসিয়া তাঁহাকে পায়স গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। তাঁহার তখন খাদ্যবস্তুর একান্ত প্রয়োজন,—নতুবা তপস্যার নিমিত্ত শরীরকে আর রক্ষা করা যায় না। অতএব তিনি দাসী উত্তরার সেই সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সুজাতার গৃহে আসিলেন। সুজাতা যখন পরম সমাদর ও শ্রদ্ধার সহিত সেই পায়সপূর্ণ পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন, তখন তাঁহার বুভুক্ষু দেহ যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্মদর্শী তিনি বুঝিলেন—এটি শুধু তাঁহার দৈহিক পুষ্টিরই হেতু নহে, ইহা অবশ্যই তাঁহার মানস পুষ্টিতেও সহায়তা করিবে। এই প্রকার অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে এত শ্রদ্ধাদত্ত খাদ্যবস্তু কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না। 'আমি এই খাদ্য ভক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই আমার পরম আকাঙ্ক্ষিত সর্বোত্তম পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব :'—এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সুজাতার দানটি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—অংশোঽয়ং 'ললিতবিস্তরঃ' নাম বৌদ্ধগ্রন্থাৎ সংকলিতে "বোধিসত্ত্বস্য পায়সভক্ষণম্" ইতি অভিহিতে পাঠ্যাংশে বর্ততে। দাস্যা উত্তরয়া আমন্ত্রিতো বোধিসত্ত্বঃ সুজাতায়াঃ গৃহে আসনে উপবিষ্টঃ অভবৎ। ততঃ সুজাতা তস্য পুরতঃ তৎ পায়সপূর্ণং পাত্রং স্থাপিতবতী। সর্বভোগেভ্যঃ ত্যক্তস্পৃহো বোধিসত্ত্বস্তদা যদ্ অচিন্তয়ৎ, তদেবাত্র বিবৃতমস্তি।

রাজপুত্রঃ সিদ্ধার্থস্তু সংসারদুঃখনিরাকরণায় এব সর্বং রাজৈশ্বর্যং ত্যক্তবান্। বহূনি বর্ষাণি যাবৎ কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনেনাপি তস্য সম্যক্‌সংবোধিলাভো নাভবৎ ; অধিকন্তু কৃচ্ছ্রাচরণেন শরীরং ব্যশীর্যত, তপোঽনুপযুক্তং চাভবৎ। অতঃ স যাবৎ ক্ষুব্ধচিত্তঃ সমন্তাদ্ ভ্রমতি স্ম, তাবদেব উত্তরয়া আমন্ত্রিতোঽভবৎ। তপসে শরীরং সর্বথা রক্ষিতব্যমিতি চিন্তয়ন্ স তদামন্ত্রণং স্বীকৃতবান্। সুজাতায়াঃ গৃহাগতস্য তস্য পুরতঃ সাদরং সংস্থাপিতং শ্রদ্ধামিশ্রিতং তদ্ ভোজ্যপাত্রমবলোক্য সোঽ-চিন্তয়ৎ—নূনমস্য অনেন খাদ্যেন মম কল্যাণমেব ভবিষ্যতি। নোচেৎ কথম্ এতাদৃশয়া শ্রদ্ধয়া ইয়ং গ্রামিককন্যা মহ্যমেতৎ খাদ্যমানয়েৎ। অহম্ অদ্য এনং খাদ্যং ভুক্ত্বা নিশ্চিতমেব মে পরমাকাঙ্ক্ষিতং সর্বোত্তমং পূর্ণজ্ঞানং লপ্স্যে। ইতি বিবিচ্যৈব সর্বভোগবিমুখঃ সঃ সন্ন্যাসী সুজাতায়াঃ শ্রদ্ধাদত্তং ভোজ্যপাত্রং স্বীকৃতবান্।

বাচ্যান্তর। ……এতেন অভূয়ত……… ইদং ভোজনং (ত্বয়া) সুজাতা উপনামিতবতী,……ময়া……অনুত্তরা সম্যক্‌সংবোধিঃ সংভোৎস্যতে। ……

বোধিসত্ত্বেন……সুজাতা গ্রামিকদুহিতা অবোচি—……অনয়া সুবর্ণপাত্র্যা (ভূয়তে)। কিং (ময়া) করবাণি (অহম্)? তয়া উচ্যতে—……ভূয়তাম্ (অনয়া)। বোধিসত্ত্বেন উচ্যতে—……প্রয়োজনেন (বিদ্যতে)। সুজাতয়া উচ্যতে—যথেষ্টং (ময়া) করোতু (ভবান্)। ময়া …ভোজনং (মা)… প্রদীয়তে।

অনুবাদ। তখন বোধিসত্ত্বের মনে এইরূপ হইল—'সুজাতা যেভাবে এই ভোজ্যবস্তু রাখিয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত মনে হয় আমি আজ ইহা খাইয়া সর্বোত্তম পূর্ণজ্ঞান বুঝিতে পারিব।' তখন বোধিসত্ত্ব সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া গ্রামপ্রধানের কন্যা সুজাতাকে বলিলেন—'ভগিনি! এটিত সোনার পাত্র। এইটি কি করিব?' তিনি (সুজাতা) বলিলেন—'উহা আপনারই হউক।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'এইরূপ পাত্রের আমার কোন প্রয়োজন নাই।' সুজাতা বলিলেন—'আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিবেন। পাত্র ব্যতীত আমি কাহাকেও খাদ্য দিই না।'

Trans. Then such a thought occured in the mind of Bodhisatva—By the manner in which this food has been brought by Sujata, I feel sure in mind that I will attain the highest knowledge by eating it today. Thereupon after accepting that food, Bodhisatva said to Sujata, the daughter of the village-chief—'It is a golden plate, sister. What is to be done with it?' She (Sujata) said—'Let it be yours.' Bodhisatva said—'I have no use in such a plate.' Sujata said—'Do as you please. I never give food to anyone without the vessel.'

অথ বোধিসত্ত্বস্তং……স্নাতোঽভূৎ। (পঙ্ক্তি ২৩—২৯)

শব্দার্থ। অথ (তখন) বোধিসত্ত্বঃ তং পিণ্ডপাত্রম্ (সেই ভোজন-পাত্রটি) আদায় (লইয়া) নদীং নৈরঞ্জনাং (নৈরঞ্জনা নদীতে) উপসংক্রম্য (যাইয়া) তং পিণ্ডপাত্রম্ (সেই ভোজ্যপাত্রটিকে) একান্তে (একপার্শ্বে) নিক্ষিপ্য (রাখিয়া) নদীম্ (নদীতে) অবতরতি স্ম (নামিলেন) গাত্রাণি (অঙ্গগুলিকে) শীতলীকর্তুম্ (ঠাণ্ডা করিবার জন্য)। বোধিসত্ত্বস্য স্নায়তঃ (বোধিসত্ত্ব স্নান করিতে থাকিলে) অনেকানি দেবপুত্রসহস্রাণি (বহুসহস্র দেবপুত্র) দিব্যাগুরুচন্দনচূর্ণবিলেপনৈঃ (স্বর্গীয় অগুরু চন্দন প্রভৃতির গুঁড়া ও

লেপন দ্বারা) নদীম্ (নদীকে) আলোড়য়ন্তি স্ম (আলোড়িত করিতে লাগিলেন)। দিব্যানি (স্বর্গীয়) চ নানাবর্ণানি (এবং নানা রঙের) কুসুমানি (ফুলগুলি) জলে ক্ষিপন্তি স্ম (জলে ফেলিতে লাগিলেন) বোধিসত্ত্বস্য পূজাকর্মণে (বোধিসত্ত্বকে পূজা করিবার জন্য)। তেন খলু পুনঃ সময়েন (সেই সময়ে) নৈরঞ্জনা নদী (সেই নদী) দিব্যৈঃ গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ চ (স্বর্গীয় গন্ধ ও ফুলসমূহদ্বারা) সমাকুলা (পরিপূর্ণ হইয়া) বহতি স্ম (বহিতে লাগিল)। যেন চ গন্ধোদকেন (যে গন্ধযুক্ত জল দ্বারা) বোধিসত্ত্বঃ স্নাতঃ অভূৎ (বোধিসত্ত্বের স্নান হইল)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (তদা) বোধিসত্ত্বঃ তং পিণ্ডপাত্রং (ভোজনপাত্রম্) আদায় (গৃহীত্বা) নদীং নৈরঞ্জনাং (তন্নাম্নীং স্রোতস্বিনীম্) উপসংক্রম্য (সমুপেত্য) তং পিণ্ডপাত্রং (তৎ ভোজ্যভাজনম্) একান্তে (একস্মিন্ পার্শ্বে) নিক্ষিপ্য (সংস্থাপ্য) নদীম্ অবতরতি স্ম (অবাতরৎ) গাত্রাণি (অঙ্গানি) শীতলীকর্তুম্ (শীতলানি বিধাতুম্)। বোধিসত্ত্বস্য স্নায়তঃ (স্নানকালে তস্য) অনেকানি দেবপুত্রসহস্রাণি (বহবঃ দেবতনয়াঃ) দিব্যাগুরুচন্দনচূর্ণবিলেপনৈঃ (স্বর্গীয়াণাম্ অগুরুচন্দনানাং চূর্ণৈঃ পিষ্টৈঃ চ) নদীম্ (নৈরঞ্জনাম্) আলোড়য়ন্তি স্ম (সংঘট্টয়ন্তি স্ম)। দিব্যানি চ (তথা চ স্বর্গীয়াণি) নানাবর্ণানি (বিবিধবর্ণ-বিশিষ্টানি) কুসুমানি (পুষ্পাণি) জলে (তস্মিন্ নদীজলে) ক্ষিপন্তি স্ম (অক্ষিপন্) বোধিসত্ত্বস্য পূজাকর্মণে (বোধিসত্ত্বম্ অর্চয়িতুম্)। তেন খলু পুনঃ সময়েন (তস্মিন্ চ কালে) নৈরঞ্জনা নদী (তদাখ্যা নদী) দিব্যৈঃ (স্বর্গীয়ৈঃ) গন্ধৈঃ (চন্দনাদিভিঃ) পুষ্পৈশ্চ (কুসুমৈঃ চ) সমাকুলা (সমাকীর্ণা) বহতি স্ম (প্রাবহৎ)। যেন চ গন্ধোদকেন (তেন গন্ধযুক্তেন জলেন) বোধিসত্ত্বঃ স্নাতঃ অভূৎ (অস্নাৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা। বোধিসত্ত্বস্তম্=বোধিসত্ত্বঃ+তম্ (সন্ধি)।

তম্—'পিণ্ডপাত্রম্' পদের বিণ। আধার অর্থে পাত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; সুতরাং এই পদটি 'তৎ' হওয়াই উচিত ছিল।

পিণ্ডপাত্রমাদায়—পিণ্ডপাত্রম্+আদায় (সন্ধি)। পিণ্ডপাত্রম্—কর্মণি ২য়া। পিণ্ডপূর্ণং পাত্রম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা)। শ্রাদ্ধকালে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে-গোলাকার ভক্ষ্যবস্তু দেওয়া হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ পিণ্ড বলে। বৌদ্ধ

সাহিত্যে কিন্তু সাধারণ খাদ্যবস্তু বুঝাইবার জন্যও এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; যেমন—অনাথপিণ্ডদ।

আদায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—দা+ল্যপ্।

নদীম—কর্মণি ২য়া। 'উপসংক্রম্য' ক্রিয়ার কর্ম।

নৈরঞ্জনাম্—'নদীম্' পদের পরিচায়কপদ। বিহারের হাজারিবাগ জেলায় উৎপন্ন নীলাজন বা নিরঞ্জন নদী বোধগয়ার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোহনা নামে আর একটি ছোট নদীর সহিত মিলিত হইয়া ফল্গু নাম ধারণ করিয়াছে। অনেকে এই ফল্গুকেই নৈরঞ্জনা মনে করেন। গয়া ত ফল্গুর তীরেই অবস্থিত।

উপসংক্রম্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। উপ—সম্—ক্রম্+ল্যপ্। অর্থ 'পৌছাইয়া'।

তম্—'পিণ্ডপাত্রম্' পদের বিণ। পিণ্ডপাত্রম্—কর্মণি ২য়া।

একান্তে—অধিকরণে ৭মী। একঃ অন্তঃ (কর্মধা), তস্মিন্। পিণ্ডপাত্রম্ +একান্তে=পিণ্ডপাত্রমেকান্তে (সন্ধি)।

নিক্ষিপ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। নি—ক্ষিপ্+ল্যপ্। নিক্ষেপ অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় "ছুড়িয়া ফেলা" বুঝাইলেও সংস্কৃতে ইহা সাধারণ রাখা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নদীম্—কর্মণি ২য়া। গমনার্থক 'অবতরতি স্ম' ক্রিয়ার কর্ম।

অবতরতি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। অব—তৄ+লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত। গমনার্থক অব-তৄ সকর্মক।

গাত্রাণি—কর্মণি ২য়া। গাত্র ও শরীর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু দেহ ও কায় শব্দ পুংলিঙ্গ।

শীতলীকর্তুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া। অশীতলানি শীতলানি কর্তুম্ ইতি শীতল+অভূততদ্ভাবে চ্বি (=শীতলী)+কৃ+তুমুন্। যাহা যেরূপ ছিল না, তাহার সেইরূপ হওয়াকে অভূততদ্ভাব বলে। অভূততদ্ভাবে "চি" প্রত্যয় যুক্ত হইলে পূর্ববর্তী অকারান্ত শব্দ ঈকারান্ত হয়। তারপর কৃ বা ভূ ধাতুর প্রয়োগ হয়।

বোধিসত্ত্বস্য—অনাদরে ৬ষ্ঠী। পূজনীয় বোধিসত্ত্ব যদিও অনাদরের পাত্র নহেন ; তথাপি ক্রিয়ার ভাবটি অনুরূপ হওয়ায় এখানে অনাদরেই বলিতে হইবে। বিকল্পে ৭মী 'বোধিসত্ত্বে' হয়। সূত্র—ষষ্ঠী 'চানাদরে'।

স্নায়তোঽনেকানি—স্নায়তঃ+অনেকানি (সন্ধি)।

স্নায়তঃ—'বোধিসত্ত্বস্য' পদের কৃদন্ত বিণ। স্না+শতৃ পুং ষষ্ঠী ১বচন। স্না ধাতু অদাদিগণীয়; তাহাতে শতৃ প্রত্যয় করিলে 'স্নাৎ' শব্দ হয়, 'স্নায়ৎ' নহে। অনেকে মনে করেন ললিতবিস্তর গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক প্রাক্-পাণিনীয় যুগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া পাণিনি ব্যাকরণের সমস্ত সূত্র তাঁহার লেখায় প্রয়োগ করা চলিবে না। 'স্নাতঃ' পদই সঙ্গত।

অনেকানি—'দেবপুত্রসহস্রাণি' পদের বিণ।

দেবপুত্রসহস্রাণি—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আলোড়য়ন্তি স্ম'। দেবানাং পুত্রাঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তেষাং সহস্রাণি (৬ষ্ঠীতৎ)। 'সহস্র' শব্দ বিশেষ্য হইলে তাহার দ্বিবচন বহুবচনও হইবে; শুধু বিশেষণ হইলে মাত্র একবচনই হয়। শত, সহস্র প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

দিব্যাগুরু-চন্দনচূর্ণবিলেপনৈর্নদীমালোড়য়ন্তি—দিব্যাগুরুচন্দনচূর্ণবিলেপনৈঃ+নদীম্+আলোড়য়ন্তি (সন্ধি)।

দিব্যাগুরুচন্দনচূর্ণবিলেপনৈঃ—করণে ৩য়া। অগুরু চ চন্দনানি চ (দ্বন্দ্ব), দিব্যানি অগুরুচন্দনানি (কর্মধা); চূর্ণানি চ বিলেপনানি চ (দ্বন্দ্ব); দিব্যাগুরুচন্দনানাং চূর্ণবিলেপনানি (৬ষ্ঠীতৎ); তৈঃ। দিব্+যৎ=দিব্য। বি-লিপ্+অনট্=বিলেপনম্। নদীম্—কর্মণি ২য়া।

আলোড়য়ন্তি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দেবপুত্রসহস্রাণি'। আ—লোড়ি+লট্ অন্তি। স্ম যোগে অতীত। স্ম—অব্যয়।

দিব্যানি—'কুসুমানি' পদের বিণ। চ—অব্যয়।

নানাবর্ণানি—'কুসুমানি' পদের বিণ। নানা বর্ণাঃ যেষাং (বহুব্রীহি), তানি। N.B. Text বইতে 'বর্ণানি' পদের শেষকালে 'ণ' 'বর্ণাণি' ছাপা আছে; উহা ছাপার ভুল; "ন" (বর্ণানি) হইবে।

কুসুমানি—কর্মণি ২য়া, ক্রিয়া 'ক্ষিপন্তি স্ম'। জলে—অধিকরণে ৭মী।

ক্ষিপন্তি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দেবপুত্রসহস্রাণি'। ক্ষিপ্+লট্ অন্তি। স্ম-যোগে অতীত।

বোধিসত্ত্বস্য—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী।

পূজাকর্মণে—নিমিত্তার্থে ৪র্থী। পূজা এব কর্ম (কর্মধা); তস্মৈ।

তেন—'সময়েন' পদের বিণ। খলু, পুনঃ—অব্যয়।

সময়েন—অপবর্গে ৩য়া। নদীতে গন্ধপুষ্পাদি নিক্ষেপ রূপ ক্রিয়ার সমাপ্তি

ও তাহার জন্য নদীর সুগন্ধ হওয়া রূপ ফলপ্রাপ্তি এই সময়ের মধ্যে হওয়াতে অপবর্গ হইয়াছে।

নৈরঞ্জনা—'নদী' পদের বিণ। নদী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'বহতি স্ম'।

দিব্যৈঃ—'গন্ধৈঃ' পদের বিণ। দিব্ +যৎ।

দিব্যৈঃ+গন্ধৈঃ=দিব্যৈর্গন্ধৈঃ (সন্ধি)। গন্ধৈঃ—করণে ৩য়া।

পুষ্পৈঃ—করণে ৩য়া। চ—অব্যয়। পুষ্পৈঃ+চ=পুষ্পৈশ্চ (সন্ধি)।

সমাকুলা—'নদী' পদের বিণ। সম্-আ-কুল্+ক, স্ত্রিয়ামাপ্। অর্থ 'পূর্ণ'।

বহতি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নদী'। বহ্+লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত।

যেন—'গন্ধোদকেন' পদের বিণ। চ—অব্যয়

গন্ধোদকেন—করণে ৩য়া। গন্ধযুক্তম্ উদকম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), তেন।

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অভূৎ'।

স্নাতঃ—'বোধিসত্ত্বঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। স্না+ক্ত। স্নাতঃ+অভূৎ= স্নাতোঽভূৎ (সন্ধি)।

অভূৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। ভূ+লুঙ্ দ্। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'।

বাচ্যান্তর। ···বোধিসত্ত্বেন······নদী অবতীর্যতে স্ম······। ······অনেকৈঃ দেবপুত্রসহস্রৈঃ ·····নদী আলোড্যতে স্ম। (তেন) দিব্যানি ·····নানাবর্ণানি কুসুমানি (১মা)·····ক্ষিপ্যন্তে স্ম······। ······নৈরঞ্জনয়া নদ্যা ·····সমাকুলয়া উহ্যতে স্ম। ······বোধিসত্ত্বেন স্নাতেন অভাবি।

অনুবাদ। তারপর বোধিসত্ত্ব সেই ভোজ্যপাত্রটি লইয়া নৈরঞ্জনা নদীতে পৌঁছিয়া সেই ভোজ্যপাত্রটি একপার্শ্বে রাখিয়া দেহ শীতল করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিলেন। যখন বোধিসত্ত্ব স্নান করিতেছিলেন, তখন বহু সহস্র দেবপুত্র স্বর্গীয় অগুরু চন্দন প্রভৃতির গুঁড়া ও বিলেপন নদীতে মিশ্রিত করিলেন ; এবং নানাবর্ণের স্বর্গীয় পুষ্প বোধিসত্ত্বের পূজার নিমিত্ত জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময়ে নৈরঞ্জনা নদী স্বর্গীয় গন্ধ ও পুষ্পে পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। বোধিসত্ত্ব সেই গন্ধযুক্ত জলে স্নান করিলেন।

Trans Then Bodhisatva, after taking that food-plate, went to the river Nairanjana and, placing the food-plate aside, stepped down into the river for cooling his limbs. As Bodhisatva was bathing, thousands of divine lads mixed

the powder and ointment of celestial aguru and sandal in that river, and scattered many colourful divine flowers on the water for worshipping Bodhisatva. The river Nairanjana at that time flowed scented with divine fragrance and flowers. Bodhisatva bathed in that scented water.

নদ্যুত্তীর্ণশ্চ বোধিসত্ত্বঃ……প্রাক্ষিপতি স্ম। (পঙ্ক্তি ২৯-৩৪)

শব্দার্থ। নদ্যুত্তীর্ণঃ চ (এবং নদী হইতে উঠিয়া) বোধিসত্ত্বঃ, পুলিনং (তটভূমি) নিরীক্ষতে স্ম (দেখিতে লাগিলেন) উপবেষ্টুকামঃ (বসিবার ইচ্ছায়)। অথ (তখন) নৈরঞ্জনায়াং নদ্যাং (নৈরঞ্জনা নদীতে) যা নাগকন্যা (যে নাগকন্যা ছিলেন), সা (তিনি) ধরণিতলাৎ (ভূগর্ভ হইতে) অভ্যুদ্‌গম্য (উঠিয়া আসিয়া) মণিময়ং (মণিমণ্ডিত) ভদ্রাসনং (উত্তম আসন) বোধিসত্ত্বায় (বোধিসত্ত্বের জন্য) উপনাময়তি স্ম (উপস্থাপিত করিলেন)। সঃ বোধিসত্ত্বঃ (সেই বোধিসত্ত্ব) নিষদ্য (বসিয়া) যাবদর্থং (সেই বসার উদ্দেশ্য স্বরূপ) তং মধুপায়সং (সেই মধুযুক্ত পায়সটুকু) পরিভুঙ্‌তে স্ম (খাইয়া ফেলিলেন), সুজাতায়াঃ গ্রামিকদুহিতুঃ (গ্রামপ্রধানের কন্যা সুজাতার) অনুকম্পাম্ (করুণা) উপাদায় (গ্রহণ করিয়া) পরিভুজ্য চ (এবং খাইয়া) তাং সুবর্ণপাত্রীং (সেই স্বর্ণপাত্রটিকে) অনপেক্ষ্য (অগ্রাহ্য করিয়া) বারিণি (জলে) প্রাক্ষিপতি স্ম (নিক্ষেপ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। নদ্যুত্তীর্ণঃ চ (নদ্যাঃ চ সমুত্থায়) বোধিসত্ত্বঃ (বুদ্ধদেবঃ) পুলিনং (সৈকতং) নিরীক্ষতে স্ম (অবলোকয়তি স্ম) উপবেষ্টুকামঃ (উপবেশন-কামনয়া)। অথ (অনন্তরং) নৈরঞ্জনায়াং নদ্যাং (নৈরঞ্জনানদীমধ্যে) যা নাগকন্যা (অধিষ্ঠিতস্য নাগস্য যা দুহিতা আসীৎ) সা (নাগকন্যা) ধরণিতলাৎ (ভূগর্ভাৎ) অভ্যুদ্‌গম্য (সমুদ্‌গত্য) মণিময়ং (মণিমণ্ডিতং) ভদ্রাসনং (সুন্দরম্ উপবেশনপীঠং) বোধিসত্ত্বায় (বোধিসত্ত্বস্য উপবেশননিমিত্তম্) উপনাময়তি স্ম (সমীপে অস্থাপয়ৎ)। সঃ বোধিসত্ত্বঃ (বুদ্ধদেবঃ) নিষদ্য (তত্রোপবিশ্য) যাবদর্থম্ (যদা উপবেশনস্য উদ্দেশ্যভূতং) তং মধুপায়সং (তৎ খাদ্যং) পরিভুঙ্‌ক্তে স্ম (তৃপ্ত্যা খাদিতবান্), সুজাতায়াঃ গ্রামিকদুহিতুঃ (সুজাতানাম্ন্যাঃ গ্রাম-প্রধানস্য কন্যায়াঃ) অনুকম্পাং (করুণাম্) উপাদায় (অঙ্গীকৃত্য) পরিভুজ্য চ (সম্যক্ ভুক্ত্বা চ) তাং সুবর্ণপাত্রীং (তদা তৎ স্বর্ণপাত্রম্) অনপেক্ষ্য (অনাদৃত্য) বারিণি (নদীজলে) প্রাক্ষিপতি স্ম (প্রক্ষিপ্তবান্)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নদ্যুত্তীর্ণঃ—'বোধিসত্ত্বঃ' পদের বিণ। নদ্যাঃ উত্তীর্ণঃ (৫মীতৎ)। উৎ—তৃ+ক্ত=উত্তীর্ণঃ। চ—অব্যয়। নদ্যুত্তীর্ণঃ+চ=নদ্যুত্তীর্ণশ্চ (সন্ধি)।

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'নিরীক্ষতে স্ম'।

পুলিনম্—কর্মণি ২য়া। নদীর যে তীরভূমি বালুকাময় এবং যে পর্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, তাহাকে পুলিন বা সৈকত বলে।

নিরীক্ষতে স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'। নির্—ঈক্ষ্+লট্ তে। স্ম-যোগে অতীত।

উপবেষ্টুকামঃ—'বোধিসত্ত্বঃ' পদের বিধেয় বিণ। উপবেষ্টুং কামঃ (=ইচ্ছা) যস্য (বহুব্রীহি), সঃ। 'কামমনসোঃ তুমুন্'—সূত্রে কাম শব্দ পরে থাকায় উপবেষ্টুম্ পদের তুম্ প্রত্যয়ের ম্ লোপ হইয়াছে। উপ—বিশ্+তুমুন্।

অথ—অব্যয়। যা—'নাগকন্যা' পদের বিণ।

নৈরঞ্জনায়াম্—'নদ্যাম্' পদের বিণ। নদ্যাম্—অধিকরণে সপ্তমী।

নাগকন্যা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আসীৎ' উহ্য। নাগজাতীয়া কন্যা (মধ্যপদলোপী কর্মধা)।

সা—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'উপনাময়তি স্ম'।

ধরণিতলাৎ—অপাদানে ৫মী। ধরণ্যাঃ তলম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মাৎ। ধরণি, ধরণী—দুই প্রকার বানানই প্রচলিত। ধরণীতল বা পাতাল নাগেদের রাজ্য বলিয়া সর্বত্র কল্পিত হয়।

অভ্যুদ্গম্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। অভি—উৎ—গম্+ল্যপ্। কর্তা 'সা'।

মণিময়ম্—'ভদ্রাসনম্' পদের বিণ। মণি+বিকারার্থে ময়ট্।

ভদ্রাসনম্—কর্মণি ২য়া। ভদ্রম্ আসনম্ (কর্মধা)। পা দুটি মুড়িয়া দুইটি গোড়ালির উপর বিশেষ ভঙ্গীতে বসার নাম ভদ্রাসন। এখানে অবশ্য সাধারণভাবে উত্তম আসনকেই বুঝাইতেছে।

বোধিসত্ত্বায়—নিমিত্তার্থে ৪র্থী।

উপনাময়তি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সা'। উপ—নম্+ণিচ্+লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত। সঃ—'বোধিসত্ত্বঃ' পদের বিণ।

বোধিসত্ত্বঃ—কর্তরি ১মা। সমাপিকা ক্রিয়া 'পরিভুঙ্ক্তে স্ম' ও 'প্রাক্ষিপতি স্ম'।

নিষদ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'। নি—সদ্+ল্যপ্। ইকারান্ত উপসর্গের পরে সদ্ ধাতুর স্ ষ্ হইয়াছে।

যাবদর্থম্—'মধুপায়সম্' পদের বিণ। যাবৎ অর্থঃ যস্ত (বহুব্রীহি) তম্।

তম্—'মধুপায়সম্' পদের বিণ।

মধুপায়সম্—কর্মণি ২য়া। মধুযুক্তঃ পায়সঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা), তম্।

পরিভুঙ্‌ক্তে স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'। পরি—ভুজ্+লট্ তে। স্ম-যোগে অতীত। ভুজ্ ধাতু—উভয়পদী ; আত্মনেপদে উহার অর্থ খাওয়া বা ভোগ করা, এবং পরস্মৈপদে উহার অর্থ পালন করা।

স্বজাতায়াঃ—'গ্রামিকদুহিতুঃ' পদের বিণ।

গ্রামিকদুহিতুরনুকম্পামুপাদায়—গ্রামিকদুহিতুঃ + অনুকম্পাম্ + উপাদায় (সন্ধি)।

গ্রামিকদুহিতুঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। গ্রামিকস্ত দুহিতা (৬ষ্ঠীতৎ), তস্তাঃ। দুহিতৃ+৬ষ্ঠী ১বচন=দুহিতুঃ। অনুকম্পাম্—কর্মণি ২য়া। অনু—কম্প্+অ।

উপাদায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। উপ—আ—দা+ল্যপ্।

পরিভুজ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। পরি—ভুজ্+ল্যপ্। অর্থ 'খাইয়া'।

তাম্—'স্বর্ণপাত্রীম্' পদের বিণ।

স্বর্ণপাত্রীম্—কর্মণি ২য়া। স্বর্ণময়ী পাত্রী (মধ্যপদলোপী কর্মধা) তাম্।

অনপেক্ষঃ—'বোধিসত্ত্বঃ' পদের বিধেয় বিণ। অবিদ্যমানা অপেক্ষা যস্ত (বহুব্রীহি) সঃ। অপ ঈক্ষ্+অ। অনপেক্ষঃ+বারিণি=অনপেক্ষো বারিণি।

বারিণি—অধিকরণে ৭মী। বারি শব্দ ক্লীং (বারি বারিণী বারীণি)।

প্রাক্ষিপতি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'বোধিসত্ত্বঃ'। প্র—আ—ক্ষিপ্+লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত।

স্ম—অব্যয় পদ। লট্ বিভক্তির সহিত যুক্ত হইলে অতীতকাল বুঝায়।

বাচ্যান্তর। নদ্যুত্তীর্ণেন চ বোধিসত্ত্বেন পুলিনং (১মা) নিরীক্ষ্যতে স্ম উপবেষ্টুকামেন।...যয়া...নাগকন্যয়া (অভূয়ত), তয়া......মণিময়ং ভদ্রাসনং (১মা)......উপনাময্যতে স্ম। তেন বোধিসত্ত্বেন......সঃ মধুপায়সঃ পরিভুজ্যতে স্ম ......সা স্বর্ণপাত্রী অনপেক্ষেণ......প্রাক্ষিপ্যতে স্ম।

অনুবাদ। নদী হইতে উঠিয়া বোধিসত্ত্ব উপবেশন করিবার অভিপ্রায়ে সৈকত ভূমিটি দেখিতেছিলেন। তখন সেই নৈরঞ্জনা নদীতে যে নাগকন্যা ছিল, সে ভূতল হইতে উদ্‌গত হইয়া বোধিসত্ত্বের জন্য মণিমণ্ডিত সুন্দর আসন

বিছাইয়া দিল। সেই আসনে বোধিসত্ত্ব উপবেশন করিয়া উপবেশনের উদ্দেশ্য-স্বরূপ সেই মধুপায়সটি খাইলেন ; গ্রামপ্রধানের কন্যা সুজাতার কৃপার দান গ্রহণ করিয়া এবং ভোজন করিয়া সেই স্বর্ণপাত্রটিকে উপেক্ষাপূর্বক জলে নিক্ষেপ করিলেন।

Trans. Rising out of the river, Bodhisatva was looking over the beach for a suitable place to sit on. At that time the Naga maiden that lived in that Nairanjana river, came up from under the earth's surface and spread a good seat ornamented with gems for that Bodhisatva. Bodhisatva took his seat there, and ate up that honeyed *payasa* which was the purpose of his sitting. Thus, after accepting the graceful offering of Sujata, the daughter of the village chief and eating the honeyed *payasa* he flung away into the water the plate regardless of its being made of gold.

Questions and Answers

১। সুজাতা কিভাবে ভোজ্যবস্তুটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন? ভোজ্যটি দানের জন্য একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিতে তিনি কি করিলেন?

How did Sujata prepare the food? What did she do to procure a brahmana to offer it to?

উত্তর। (**বাঙ্গালা**) নন্দিকগ্রামবাসিনী কন্যা সুজাতা বহুসংখ্যক গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন চুল্লীকে গোময়দ্বারা সংস্কৃত করিয়া একটি নূতন স্থালীতে নূতন চাউলদ্বারা ভোজ্যবস্তুটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই পায়সটি প্রস্তুত করিয়া একটি পরিষ্কৃত স্থানে গন্ধমিশ্রিত জলসেচন করিয়া তাহার উপর পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া সেই পায়সটি যত্নসহকারে রাখিলেন, এবং একখানি আসন পাতিয়া রাখিলেন। তারপর তাঁহার উত্তরা নাম্নী দাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"উত্তরে! যাও, একজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আন। আমি ততক্ষণ এই পায়সটি রক্ষা করিতেছি।"

(**সংস্কৃত**)। নন্দিকগ্রামবাসিনী কাচিৎ কন্যা সুজাতা বহুসংখ্যকানাং গবীনাং দুগ্ধং সংগৃহ্য নূতনামেকাং চুল্লীং গোময়েন সুসংস্কৃত্য নবায়াং স্থাল্যাং নূতনৈঃ তণ্ডুলৈঃ পায়সঃ ইতি সুপরিচিতং খাদ্যবস্তু অপচৎ। পক্ত্বা চ কিঞ্চিৎ সুপরিষ্কৃতং স্থানং গন্ধমিশ্রিতজলেন আসিচ্য তদুপরি পুষ্পাণি চ বিকীর্য তৎ

পায়সং সযত্নমস্থাপয়ৎ। সমীপে চাসনমেকং ররক্ষ চ। ততশ্চ স্বীয়াম্ উত্তরানাম্নীং পরিচারিকামাহূয় উবাচ—"উত্তরে! গচ্ছ, এতস্য ভোজ্যস্য দানায় ব্রাহ্মণমেকম্ আনয়। অহং তাবদ্ এতস্য পায়সস্য রক্ষণং করিষ্যামি।"

২। বোধিসত্ত্ব কি করিয়া সুজাতার গৃহে আসিলেন, এবং সেই দান গ্রহণ করিলেন?—**How did Bodhisatva came to Sujata's house and accept the offer?**

উত্তর। (**বাঙ্গালা**) উত্তরা দাসী প্রথমে পূর্বদিকে গেল; সেখানে সে বোধিসত্ত্বকে দেখিল। তারপরে সে আবার দক্ষিণদিকে গেল; সেখানেও বোধিসত্ত্বকেই দেখিল। তখন সে তাহার স্বামিনীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'আর্যে! অন্য কোন ব্রাহ্মণকেই দেখিতে পাইলাম না। যে দিকেই যাই, এক সুন্দর সন্ন্যাসীকেই দেখিতেছি।' সুজাতা বলিলেন—'যাও, তাঁহাকেই লইয়া এস। তিনিই আমার ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্যই এই আয়োজন।'

"ভাল" বলিয়া উত্তরা সেই বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে সুজাতার নামে নিমন্ত্রণ করিল। বোধিসত্ত্বও সুজাতার গৃহে আসিয়া সেই পূর্ববিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সুজাতা সেই মধুমিশ্রিত পায়সপূর্ণ পাত্রটিকে তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

(**সংস্কৃত**)—সা দাসী উত্তরা প্রথমমেব প্রাচীং দিশং গতা; তত্র সা বোধিসত্ত্বমপশ্যৎ। ততস্তথৈব ক্রমেণ সা দক্ষিণাং দিশং জগাম; তত্রাপি সা তং বোধিসত্ত্বমেব পশ্যতি স্ম। অতঃ সা সুজাতায়াঃ সকাশং প্রত্যাগম্য অবদৎ—আর্যে, নাহং কমপি ব্রাহ্মণং পশ্যামি। যস্যামেব দিশি গচ্ছামি, তস্যামেব সুন্দরমেকং শ্রমণং পশ্যামি। সুজাতা অবদৎ—গচ্ছ, তমেব শ্রমণমানয়। স এব মে ব্রাহ্মণঃ। তদর্থমেব ময়া এতদায়োজনং কৃতম্।

"বাঢ়ম্" ইত্যুক্ত্বা সা বোধিসত্ত্বং সমুপগম্য তচ্চরণয়োঃ প্রণম্য সুজাতায়াঃ এব নাম্না তম্ আমন্ত্রয়ামাস। তথা সাদরমামন্ত্রিতো বোধিসত্ত্বঃ সুজাতায়াঃ গৃহমাগম্য তস্মিন্নেব প্রাক্‌প্রণীতে আসনে সমুপাবিশৎ। অনন্তরং সুজাতা তং মধুমিশ্রিতং পায়সম্ একস্মিন্ স্বর্ণপাত্রে নিধায় তস্য পুরতঃ স্থাপিতবতী।

৩। ভোজ্যবস্তু গ্রহণ কালে বোধিসত্ত্বের মনে কি চিন্তা আসিল? গ্রহণ করার পরে সুজাতার সহিত তাঁহার কি কথোপকথন হইয়াছিল?

What feeling came upon Bodhisatva's mind while accepting the food? Narrate his conversation with Sujata.

উত্তর। (**বাঙ্গালা**)—সুজাতার নিকট হইতে ভোজ্যটি গ্রহণ করার সময়ে বোধিসত্ত্বের মনে হইল—যেরূপ প্রয়োজনের সময়ে ও যে একান্ত ভক্তির সহিত সুজাতা এই ভোজ্যটি আমাকে দিতেছে, তাহাতে আমার মনে হয় এই ভোজ্যটি খাইলেই আজ আমার নিশ্চয় সর্বোত্তম পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবে।

পাত্রসমেত খাদ্যবস্তুটি গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্ব সুজাতাকে বলিলেন—'ভগিনি! এই পাত্রটি ত স্বর্ণনির্মিত দেখিতেছি। এইটা কি করিব?' সুজাতা বলিলেন—'এটি আপনারই হইবে।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন—'আমার এইরকম স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন নাই।' সুজাতা বলিলেন—'তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন। আমি কাহাকেও পাত্র ছাড়া খাদ্য দিই না।

(**সংস্কৃত**)—সুজাতায়াঃ সকাশাদ্ ভোজ্যবস্তু গৃহ্নন্ বোধিসত্ত্বঃ মনসি এবম্ অচিন্তয়ৎ—যথা বিশেষপ্রয়োজনকালে সুজাতয়া যাদৃশ্যা ভক্ত্যা সহ এতদ্ ভোজ্যং মে সমর্পিতং, তথাহং মন্যে যদস্য পায়সমেনং ভক্ষয়িত্বা নূনং মম মনসি সর্বশ্রেষ্ঠা পূর্ণবোধিঃ স্বয়ং বিকশিষ্যতি।

তদনন্তরং সাধারং তদ্ ভোজ্যং গৃহীত্বা বোধিসত্ত্বঃ সুজাতামাহ—স্বসঃ! পাত্রমিদং স্বর্ণনির্মিতং পশ্যামি। কিমেতেন কর্তব্যম্। সুজাতাবদৎ—এতদ্ ভবত এব। বোধিসত্ত্বঃ প্রত্যবদৎ—ন মে স্বর্ণপাত্রেণ কিমপি প্রয়োজনং বিদ্যতে।

সুজাতা উবাচ—তর্হি, যদ্ভবতে রোচতে তথৈব করোতু। যস্মৈ এব অহং কিমপি প্রযচ্ছামি, তস্মৈ খলু সাধারমেব তদ্ অর্পয়ামি।

৪। বোধিসত্ত্ব কোথায় কিভাবে স্নান করিলেন?

Where did Bodhisatva bathe, and in what manner?

উত্তর (**বাঙ্গালা**)—সেই ভোজ্যপাত্রটি লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গেলেন। সেইখানে কোনও একস্থানে পাত্রটিকে রাখিয়া তিনি আপনার দেহকে শীতল করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিলেন। ইহার পরই তাঁহার সম্যক্-সংবোধি লাভ হইবে, এবং তিনি বুদ্ধ হইবেন। সুতরাং সেই পরম শুভমুহূর্তের প্রাক্কালে দেবগণ তাঁহার দেবোচিত সংবর্ধনা করিলেন। তিনি যখন স্নানের জন্য নদীতে নামিয়াছেন, তখন দেবপুত্রগণ দলে দলে সেই নদীর জলে স্বর্গীয় অগুরু চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিলেন;—নানাবিধ বহুবর্ণবিশিষ্ট কুসুমসম্ভারে যেন বোধিসত্ত্বকে অর্চনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সেই নদীর জল পূর্ণ করিলেন। নৈরঞ্জনা নদী যেন সেই সময়ে গন্ধপুষ্পময়ী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। বোধিসত্ত্ব সেই সুগন্ধসলিলে স্নান সমাপন করিলেন।

(সংস্কৃত)—তদ্ ভোজ্যপাত্রং গৃহীত্বা বোধিসত্ত্বঃ নৈরঞ্জনায়াঃ নদ্যাস্তীরম্ অগচ্ছৎ। তত্র কুত্রচিৎ প্রদেশে তৎপাত্রং সংস্থাপ্য স্বাঙ্গানি শীতলয়িতুং স নদীসলিলে অবাতরৎ। অতঃপরমেব সম্যক্‌সংবোধিং সংপ্রাপ্য তস্য বুদ্ধত্বলাভো ভবিষ্যতি—ইতি চিন্তয়ন্তো দেবাস্তস্মিন্ পরমশুভলগ্নস্য প্রাক্কালে এব বোধিসত্ত্বস্য যথোচিতপূজনার্থং ব্যবস্থাং কৃতবন্তঃ। স্নানার্থং নদীজলে অবতীর্ণে তস্মিন্ বোধিসত্ত্বে দেবতনয়াঃ স্বর্গীয়গন্ধচন্দনাদিভিস্তন্নদীজলং সুবাসিতমকুর্বন্, নানাবর্ণৈঃ কুসুমৈশ্চ তজ্জলম্ অবাকিরন্। তৎসময়ে নৈরঞ্জনায়াঃ জলং গন্ধ-পুষ্পাদিভিঃ সুগন্ধমভবৎ। বোধিসত্ত্বশ্চ তস্মিন্ গন্ধসলিলে এব অস্নাৎ।

৫। বোধিসত্ত্ব স্নানান্তে কিরূপ আসনে বসিয়া পায়স ভক্ষণ করিলেন? সেই স্বর্ণময় পাত্রটি লইয়াই বা তিনি কি করিলেন?

What seat did the Bodhisatva sit upon to eat that *payasa*? What did he do with that golden plate?

উত্তর (বাঙ্গালা)—স্নান সমাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব নদী হইতে উঠিয়া সেই পায়সটুকু খাইবার উদ্দেশ্যে উপবেশনযোগ্য কোন একটি স্থান নিরূপণ করিবার জন্য নদীসৈকতে ইতস্ততঃ দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই নৈরঞ্জনা নদীতে যে নাগকন্যা বাস করিত, সে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া একখানি মণিমণ্ডিত শুভাসন তাঁহার বসিবার জন্য দিল। পায়সটুকু খাইবার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব সেই আসনে উপবেশন করিয়া ভোজন শেষ করিলেন।

পূর্ব হইতেই ত তিনি স্বর্ণপাত্রটিকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন; এখন বুদ্ধত্বলাভের প্রাক্মুহূর্তে তিনি সেই স্বর্ণপাত্রটির প্রতি বিশেষভাবে উদাসীন হইয়াই তাহা নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

(সংস্কৃত)—স্নানসমাপনান্তে নদ্যাঃ সমুত্থায় বোধিসত্ত্বস্তস্য পায়সস্য ভোজনায় তত্র নদীপুলিনে উপবেশনযোগ্যং স্থানমেকং নিরূপয়িষ্যন্ ইতস্ততঃ অবলোকয়তি স্ম। তস্মিন্ সময়ে তস্মিন্ নদীজলে যা নাম নাগকন্যা অবসৎ, সা তস্যাঃ ভূগর্ভাবাসাদ্ উত্থায় মণিময়মেকং শুভাসনং বোধিসত্ত্বস্য উপবেশনার্থম্ অকল্পয়ৎ। সঃ বোধিসত্ত্বঃ পায়সভক্ষণার্থম্ এব তস্মিন্ন্ উপবিশ্য ভোজনং সমাপিতবান্।

তস্মিংশ্চ সুবর্ণময়ে পাত্রে পূর্বমেব তস্য অনাস্থা আসীৎ। ইদানীং পুনঃ সম্যগ্‌বোধিলাভাৎ প্রাক্ক্ষণে তস্মিন্ নিতরাম্ উদাসীনঃ সঃ তৎপাত্রম্ অনাদরেণ নদীজলে এব প্রাক্ষিপৎ।

৬। অনুবাদ কর (Translate) :—

(ক) অথ খলু সুজাতা.........অবলোকয়ামি। (পঙ্‌ক্তি ১—৫)

(খ) সাধু আর্যে ইত্যুক্ত্বা......উপনাময়তি স্ম। (পঙ্‌ক্তি ১১—১৪)

(গ) অথ বোধিসত্ত্বঃ.........ভোজনং প্রযচ্ছামি। (পঙ্‌ক্তি ১৮—২২)

(ঘ) বোধিসত্ত্বস্য স্নায়তো.........স্নাতোঽভূৎ। (পঙ্‌ক্তি ২৫—২৯)

(ঙ) অথ যা নৈরঞ্জনায়াং.........প্রাক্ষিপতি স্ম। (পঙ্‌ক্তি ৩০—৩৪)

উত্তর। অনুবাদ ও Translation দেখ।

৭। ব্যাসবাক্য বলিয়া সমাসের নাম কর (Expound and name the Samasas) :—নন্দিকগ্রামদুহিতা, মধুপায়সম্, নিঃসংশয়ম্, অনুত্তরাম্, দেবপুত্রসহস্রাণি, নানাবর্ণানি, উপবেষ্টুকামঃ, অনপেক্ষঃ।

৮। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর।

Account for the case-endings in the bold-type words :—

ন কশ্চিদ্ দৃশ্যতে **ব্রাহ্মণঃ**। সুজাতায়া **নাম্না** উপনিমন্ত্রয়তে স্ম। **নিঃসংশয়মহম্** অন্বেনম্। ন মমেদৃশেন **ভাজনেন** প্রয়োজনম্। নাহং বিনা **ভাজনেন**। **বোধিসত্ত্বস্য** স্নায়তোঽনেকানি। বোধিসত্ত্বস্য **পূজাকর্মণে**। তেন খলু পুনঃ **সময়েন**। ভদ্রাসনং **বোধিসত্ত্বায়** উপনাময়তি স্ম।

৯। প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (Derive) :—

সাধয়তি স্ম, পক্বম্, অভ্যুক্ষ্য। প্রজ্ঞাপ্য, অগমৎ, অদ্রাক্ষীৎ, আহ, অবাদৎ, অবোচৎ, শীতলীকর্তুম্, স্নায়তঃ, অভূৎ, অভ্যুদ্‌গম্য, নিষণ্ণ, প্রাক্ষিপতি স্ম।

উত্তর। প্রশ্ন ৭, ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর ব্যাকরণ পদটীকাতে দেখ।

১০। সন্ধিবিচ্ছেদ কর (Disjoin the sandhis) :—

(১) গচ্ছোত্তরে, (২) তস্যৈবার্থে, (৩) সুজাতায়া নাম্না, (৪) প্রজ্ঞপ্ত এব।

উত্তর। (১) গচ্ছ+উত্তরে (২) তস্য+এব+অর্থে (৩) সুজাতায়াঃ +নাম্না (৪) প্রজ্ঞপ্তে+এব।

১১। সংস্কৃত প্রতিশব্দ দাও (Give Sanskrit equivalents of) :—

উপলিপ্য, সাধয়তি স্ম, স্থণ্ডিলম্, অভ্যুক্ষ্য, প্রজ্ঞাপ্য, সৎকৃত্য, অনুত্তরাম্, অভিসংভোৎস্যে, উপসংক্রম্য, পুলিনম্, নিষদ্য, অনপেক্ষ্য।

উত্তর। সংস্কৃত্য, পচতি স্ম, পরিষ্কৃতস্থানম্, সংমার্জ্য, সংস্থাপ্য, সাদরং স্বীকৃত্য, সর্বশ্রেষ্ঠাম্, প্রাপ্স্যামি, সমুপেত্য, সৈকতম্, উপবিশ্য, অনাদৃত্য।

হর্ষচরিতম্

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসঃ

হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা

'হর্ষচরিতম্'-নামক আখ্যায়িকা কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস হইতে উদ্ধৃত গদ্য-নিবন্ধ 'হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা'—অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্ধনের শপথগ্রহণ।

Harsa-Charitam—Sixth chapter—Promise of Harsa-Vardhana or taking of a holy oath by king Harsa-Vardhana.

হর্ষ-চরিতম্—হর্ষস্য (মহারাজাধিরাজ শীলাদিত্য হর্ষবর্ধনস্য) চরিতম্ (আচরিতম্, জীবনবৃত্তান্ত ইতি যাবৎ), ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। এটি মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত বিখ্যাত আখ্যায়িকা কাব্যগ্রন্থের নাম। কারণ, ইহাতে সপ্তম খৃষ্ট-শতকের পূর্বার্ধে প্রাদুর্ভূত স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি শীলাদিত্য মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন-দেবের জীবনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাজেই, মহাকবি প্রদত্ত গ্রন্থের এই নামকরণ সার্থক। এই 'হর্ষচরিতম্'-নামক বাণভট্ট রচিত গদ্য আখ্যায়িকা-কাব্যের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস হইতে 'হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা'-নামক গদ্যনিবন্ধটি সংকলিত হইয়াছে।

ষষ্ণাং পূরণঃ—এই অর্থে ষষ্‌+থুক্ (থট্)=ষষ্ঠ। ইহা পুংলিঙ্গ 'উচ্ছ্বাসঃ'-পদের বিশেষণ। কাজেই, ইহাও পুংলিঙ্গ। উচ্ছ্বাসঃ—প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা। উৎ—শ্বস্‌+ঘঞ্ (ভাবে)। গদ্যকাব্যের এক একটি ছেদ কোথাও বা উচ্ছ্বাস, কোথাও বা পরিচ্ছেদ—এইরূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা—হর্ষবর্ধনস্য—শেষে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী। হর্ষং বর্ধয়তি ইতি হর্ষবর্ধনঃ (উপপদ তৎ); বর্ধনঃ—বৃধ্‌+ণিচ্ অন (ল্যু), কর্তৃবা। প্রতিজ্ঞা—প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা। প্রতি—জ্ঞা+অঙ্, ভাববাচ্যে, আপ্।

ভূমিকা। প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারের আবির্ভাবকাল ও জীবনবৃত্তান্ত অজ্ঞাত ও ঘনরহস্যাবৃত। এই ঘনতমসার সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যে কয়জন সংস্কৃত কবি ও লেখকের আবির্ভাবকাল ও জীবনের ঘটনা আলোকোজ্জ্বল হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে, মহাকবি বাণভট্ট তাঁহাদের অন্যতম। এই ভাগ্যবান্ কৃতী কথাশিল্পী

কল্পনাচারী মহাকবি বাণভট্ট মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের নামের সহিত ওত-প্রোতভাবে জড়িত। ভারতের ইতিহাসলেখকগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ ৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দকে মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল বলিয়া ধরিয়াছেন। মহাকবি বাণভট্ট এই হর্ষবর্ধনদেবের সভাকবি ছিলেন। কাজেই, মহাকবি বাণভট্টের সময়ও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ বা কিছু বেশী ধরা যাইতে পারে। ভারত ইতিহাসলেখকগণ মহারাজ হর্ষবর্ধনকে স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি বলিয়াছেন, ইহা বর্তমান থানেশ্বর। উত্তর ভারতের সুবৃহৎ অংশ মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল। ইতিহাসে তিনি দানবীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শেষ বয়সে হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। এই মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজসভাতেই বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বা য়ুয়াং চোয়াঙ্ আগমন করেন এবং ভগবান্ তথাগতের স্মৃতি-বিজড়িত বহু পবিত্র তীর্থ পরিক্রমা এবং বহু হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। এই হিউয়েন সাঙ্-এর লিখিত একটি বিবরণী হইতে মহারাজ হর্ষবর্ধন ও তাঁহার সমকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের লিখিত 'হর্ষচরিতম্'-নামক জীবনীকাব্যের বহু বিবরণের সঙ্গেই হিউয়েন সাঙ্ লিখিত বিবরণের মিল দেখা যায় না। উভয়ের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও ইহার কারণ হইতে পারে।

সংস্কৃত আলংকারিকগণ রচনার রীতিভেদ অনুসারে কাব্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য ও গদ্য-পদ্য মিশ্র কাব্য। পদ্যকাব্য আবার দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যভেদে দুইপ্রকার। গদ্যে ও পদ্যে লিখিত কাব্যকে বলে চম্পূকাব্য। এছাড়া আছে কবিতাসংকলনজাতীয় কাব্য—কোষকাব্য। গদ্যে রচিত কাব্যকে আলংকারিকরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যেমন—কথাকাব্য ও আখ্যায়িকাকাব্য। কথাকাব্যের দৃষ্টান্ত মহাকবি বাণভট্টরচিত 'কাদম্বরী', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' প্রভৃতি। আখ্যায়িকা কাব্যের উদাহরণ—বাণভট্টের হর্ষচরিতম্, আচার্য দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' ইত্যাদি। আচার্য দণ্ডী কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত অলংকারগ্রন্থ 'কাব্যাদর্শে' গদ্যকাব্যের 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা-কাব্য'-রূপে শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ কৃত্রিম ও নিরর্থক। অমরকোষ অভিধানে কিন্তু বলা হইয়াছে—"প্রবন্ধকল্পনা কথা" এবং "আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা"—অর্থাৎ, যে গদ্যকাব্যের বিষয়বস্তু কবি-কল্পিত, তাহা কথাকাব্য এবং যে গদ্যকাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, বৃহৎকথা প্রভৃতি কোনও বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হয়, তাহা আখ্যায়িকাকাব্য বলিয়া খ্যাত। মহাকবি বাণভট্টের লিখিত 'হর্ষচরিতম্'-গ্রন্থের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস হইতে 'হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা'-নামক পাঠ্য গদ্যনিবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে।

মহাকবি বাণভট্টের লিখিত প্রসিদ্ধ দুইখানি গদ্যকাব্য 'হর্ষচরিতম্' ও 'কাদম্বরী'। তন্মধ্যে, 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যখানি কথাকাব্য এবং ইহার কথাবস্তু কবি-কল্পিত। এই কথাকাব্যখানি এই জাতীয় রচনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে গণ্য হইয়া থাকে এবং ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ সুধীসমাজে ইহার সমাদর অপরিসীম। পাশ্চাত্ত্যদেশেরও বড় বড় মনীষী সমালোচক ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যদিও তাঁহারা ইহাকে সর্বাংশে সুনজরে দেখেন নাই। 'হর্ষ-চরিতম্'-নামক আখ্যায়িকাকাব্যখানিও গদ্যে রচিত। ইহার মধ্যে মহারাজ হর্ষবর্ধনের জীবনীর অনেক উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তবে, মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা ইতিহাস নহে, যদিও ইহা অনেকটা ঐতিহাসিক উপন্যাস-জাতীয়। ইতিহাসের উপকরণের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণে এই অপূর্ব চরিতাখ্যানটি গঠিত হইয়াছে। 'হর্ষচরিতম্'-আখ্যায়িকা কাব্যখানি সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত। যদিও ইহার প্রারম্ভে অনেকগুলি শ্লোকে মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার প্রখ্যাত পূর্বসূরীদের গুণবর্ণনায় মুখর হইয়াছেন। ইহার মাঝে মাঝে, কিছু আর্যাদি ছন্দে লিখিত পদ্য পাওয়া যায়। এই আখ্যায়িকা কাব্যখানি আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। প্রথম প্রায় আড়াইটি উচ্ছ্বাসে মহাকবি নিজের বংশপরিচয়, নিজের প্রথম যৌবনোন্মেষকালের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় এবং শেষ পর্যন্ত মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজসভায় স্থানলাভ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূচনা। এই হর্ষচরিতম্ আখ্যায়িকাকাব্যে মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষক, স্বয়ং গুণী ও গুণগ্রাহী, সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট্ প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ শীলাদিত্য হর্ষবর্ধনদেবের বংশ-পরিচয় প্রভৃতিও বিস্তারিতভাবে জানাইয়াছেন। মহারাজ পুষ্পভূতির কয়েক পুরুষ পরে সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধন। এই প্রভাকরবর্ধনের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন ও কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন, কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। মহারাজ প্রভাকরবর্ধন একমাত্র রূপ-লাবণ্যবতী ও গুণবতী কন্যা রাজ্যশ্রীর মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার সহিত বিবাহ দেন। ইহার পর প্রভাকরবর্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং রানী সহমরণে গমন

করেন। পিতা ও মাতার এইরূপ অকালমৃত্যুর পর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল মধ্যেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ আসে যে, মালবরাজ (সম্ভবতঃ দেবগুপ্ত) মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন এবং বিধবা রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই নিদারুণ দুঃসংবাদে শোকে ও ক্রোধে অধীর রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য সেনাপতি ভাণ্ডীর অধীনে বিপুল বাহিনী স্থাপন করিয়া শত্রুজয়োদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও পথে গৌড়াধিপের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজভবনেই একাকী মুক্তশস্ত্র অবস্থায় নিহত হন। হর্ষবর্ধনের রাজসভায় কুন্তল নামক এক দূত এই নিষ্ঠুর ও নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনে। এই ঘৃণিত, জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার সংবাদশ্রবণে হর্ষবর্ধনের ক্রোধ ও শোক যুগপৎ জাগিয়া ওঠে এবং তিনি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসহন্তা গৌড়াধিপের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু হর্ষবর্ধনের স্বর্গত পিতা প্রভাকরবর্ধনের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি সিংহনাদ তাঁহাকে অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং যথোপযুক্ত প্রস্তুতির জন্য উপদেশ দেন। হর্ষবর্ধন প্রবীণ ও বিচক্ষণ হিতৈষী সেনাপতির এই মূল্যবান্ উপদেশ গ্রহণ করেন এবং অতিসত্বর বিশ্বাসঘাতক গৌড়াধিপের সমূলে উচ্ছেদের জন্য দেবতার নাম গ্রহণ পূর্বক নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেন। কুমার হর্ষবর্ধনকৃত সেই প্রতিজ্ঞাটিই এই পাঠ্য গদ্যাংশটির মূল উপজীব্য বিষয়।

মহাকবি বাণভট্ট গদ্যকাব্যরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। 'হর্ষচরিতম্' ও 'কাদম্বরী' ছাড়াও তাঁহার লিখিত 'চণ্ডীশতকম্'-নামে একটি সুন্দর দেবী স্তোত্র আছে। কিংবদন্তী অনুসারে 'সূর্যশতকম্'-নামক বিখ্যাত সূর্য-স্তোত্রের লেখক ময়ূরভট্ট বাণভট্টের শ্বশুর ছিলেন। সম্ভবতঃ, তাঁহারই 'সূর্যশতকম্'-এর অনুকরণে ও অনুসরণে বাণভট্ট তাঁহার 'চণ্ডীশতকম্' লেখেন। পূর্বে অনেকে মনে করিতেন যে, 'পার্বতী-পরিণয়'-নামক একখানি নাট্যগ্রন্থও বাণভট্টের রচনা। কিন্তু, এখন ইহা অন্যের রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। বাণভট্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর বড় প্রিয় ও আদরের ধন। কল্পনার উচ্চতায় বর্ণনার আঢ্যতায়, শ্লেষের প্রয়োগে ও নানা অলংকারের সার্থক ব্যবহারে, সর্বোপরি বহুখ্যাত গৌড়ীরীতির চালনায় বাণভট্ট সিদ্ধহস্ত। কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা দৃশ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় বাণভট্ট সুদক্ষ শিল্পী। পণ্ডিতসমাজে চলিত আছে

—"বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্" অর্থাৎ, কল্পনা, চিন্তা ও ভাবের সকল রাজ্য বাণ উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিছুই তাঁহার অস্পৃষ্ট নাই। একজন প্রাচীন উক্তি করিয়াছেন—"সুবন্ধুবাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ। বক্রোক্তিকাব্যনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা।" অর্থাৎ, বক্রোক্তি কাব্যরচনায় 'বাসবদত্তা'-কার সুবন্ধু, 'হর্ষ-চরিত' ও 'কাদম্বরী'-কার বাণভট্ট এবং 'রাঘবপাণ্ডবীয়'কার কবিরাজ—এই তিনজনই আছেন। চতুর্থ লেখক থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন।

মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার বিখ্যাত কথাকাব্য 'কাদম্বরী' সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভূষণভট্ট বা ভূষণবাণ উহার রচনা সমাপ্ত করেন। মহাকবি বাণভট্টের প্রশস্তি-সূচক বাক্য অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি প্রাচীন ভারতের যে একজন সর্বজনমান্য মহাপ্রতিভাবান্ কথাশিল্পী ও কবি, এবিষয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতজ্ঞ বিবুধমণ্ডলীর মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

বস্তু-সংক্ষেপ ও নামকরণের সার্থকতা। মালবরাজ (সম্ভবতঃ দেবগুপ্ত) মৌখরিরাজ ও হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছেন এবং বিধবা রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, এই দুঃসংবাদ শ্রবণে ক্রোধোদ্দীপ্ত মহারাজ রাজ্যবর্ধন তাঁহার শাস্তির জন্য যুদ্ধযাত্রা করিবার কয়েক দিন পর হর্ষবর্ধন একদিন রজনীর শেষ ভাগে এক দুঃস্বপ্ন দেখেন যে, একটি বিশাল আকাশচুম্বী লৌহস্তম্ভ সহসা মাটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই দুঃস্বপ্ন দর্শনে হর্ষবর্ধন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাজ্যবর্ধনের কুশল সংবাদ প্রাপ্তির জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদিন, যখন তিনি রাজসভাতে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে কুন্তল নামে এক অশ্বারোহী দূত প্রবেশ করিল, আর তাহার পশ্চাতে অনুগমন করিতেছিল আর একটি পুরুষ। এই দূতটি রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধক্ষেত্রে বা শিবির হইতেই আসিয়াছিল। সে মুখে কোনও দুঃসংবাদ প্রকাশ করিবার পূর্বেই তাহার মলিন বসন, মলিন বদন, আনতনেত্র ও অবিরল অশ্রুধারাই যুদ্ধে প্রস্থিত রাজ্যবর্ধনের অমঙ্গল সূচনা করিতেছিল। তাহার মুখ হইতে হর্ষবর্ধন অবগত হইলেন যে মহারাজ রাজ্যবর্ধন অবলীলাক্রমে মালবরাজকে পরাজিত করিলেও গৌড়াধিপের কূটচক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার নিজেরই ভবনে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হইয়াছেন। ইহাতে হর্ষবর্ধনের অন্তরে যুগপৎ শোক ও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে। শেষে প্রবল ক্রোধাবেগে শোক আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে

এবং তিনি বিশ্বাসঘাতক গৌড়াধিপকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করেন। কিন্তু, হর্ষবর্ধনের স্বর্গত পিতার পরম বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি সিংহনাদের উপদেশে অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হন এবং দেবতাদের পবিত্র নাম লইয়া এক সুকঠোর প্রতিজ্ঞা করেন। এই প্রতিজ্ঞায় হর্ষবর্ধন বলেন যে, তিনি যদি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক গৌড়াধিপকে উচ্ছেদ করিয়া পৃথিবীকে গৌড়হীনা করিতে না পারেন, তাহা হইলে চিতা রচনা করিয়া তাহার জলন্ত হুতাশনে আপনার ব্যর্থ দেহ বিসর্জন দিবেন। হর্ষবর্ধন এই কঠোর ও সত্য প্রতিজ্ঞার জন্যই এই গদ্য-নিবন্ধের সার্থক নামকরণ করা হইয়াছে—"হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা"। সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিবার জন্য মূল রচনার কিছু কিছু অংশ মাঝে মাঝে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আস্থানগতশ্চ·········ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ। (অনু-১)

শব্দার্থ। আস্থানগতঃ চ (এবং রাজসভায় উপস্থিত হইয়া। অর্থাৎ পূর্বরাত্রে দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক) দেবঃ—(মহারাজ) হর্ষঃ (হর্ষবর্ধন) সহসা এব (অকস্মাৎ-ই) প্রবিশন্তম্ (প্রবেশকারী) অপ্রবিশতা (যিনি প্রবেশ করেন নাই, এমন) বিষণ্ণবদনেন (বিষণ্ণমুখ) লোকেন (পুরুষ কর্তৃক) অনুগম্যমানম্ (অনুগম্যমান, অনুসৃত) মলিনেন পটেন (ম্লান বস্ত্রের দ্বারা) প্রাবৃতবপুষম্ (আচ্ছাদিত শরীর) জীবনধারণলজ্জয়া ইব (জীবনধারণের লজ্জাতেই যেন) অবনতমুখম্ (আনতবদন) স্বামিব্যসনম্ (প্রভুর অর্থাৎ রাজ্যবর্ধনের বিপদ্) অবিচ্ছিন্নৈঃ (অবিরলধারায়) অশ্রুবিন্দুভিঃ (অশ্রুবিন্দুর দ্বারা) বিজ্ঞাপয়ন্তম্ (নিবেদনকারী) কুন্তলং নাম (কুন্তলনামক) বৃহদশ্ববারং (বৃহৎ অশ্বারোহীকে) রাজ্যবর্ধনস্য (রাজ্যবর্ধনের) প্রসাদভূষিতম্ (অনুগ্রহপ্রাপ্ত) অভিজাততমম্ (সম্ভ্রান্তদর্শন) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন)। দৃষ্ট্বা চ (এবং দেখিয়া) জাতাশঙ্কঃ (রাজ্যবর্ধন বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন) চক্ষুষি (নেত্রে) সলিলেন (জল ও বরুণের দ্বারা) মুখশশিনি (মুখচন্দ্রে) শ্বসিতেন (দীর্ঘশ্বাস ও পবনের দ্বারা) হৃদয়ে (অন্তরে) হুতাশেন (নৈরাশ্য ও অগ্নির দ্বারা) উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) ভুবা (মৃত্তিকা ও ধরিত্রীর দ্বারা) দারুণাপ্রিয়-শ্রবণ-সময়ে (নিদারুণ অপ্রিয় বার্তা শ্রবণকালে) সমম্ ইব (একই সময়ে যেন) সর্বেষু অঙ্গেষু (সকল অঙ্গে) অগৃহ্যত (গৃহীত হইলেন) লোকপালৈঃ (লোকপালগণকর্তৃক)। তস্মাৎ চ (আর, তাহার নিকট

হইতে) হেলানির্জিতমালবানীকম্ অপি (অবলীলাক্রমে মালবদেশের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেও) গৌড়াধিপেন (গৌড়রাজকর্তৃক) মিথ্যোপচাররচিতবিশ্বাসং (কপট নিমন্ত্রণরূপ শিষ্টাচার দ্বারা জাতবিশ্বাস) মুক্তশস্ত্রম্ (অস্ত্রহীন, নিরস্ত্র) একাকিনম্ (অসহায় ও অরক্ষিত) বিশ্রব্ধম্ (নিঃসন্দিগ্ধ, নিশ্চিন্তচিত্ত) স্বভবনে এব (আপন গৃহেই) ভ্রাতরম্ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) রাজ্যবর্ধনম্ (রাজ্যবর্ধনকে) ব্যাপাদিতম্ (নিহত) অশ্রৌষীৎ (শুনিতে পাইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। আস্থানগতঃ চ (পূর্বস্যাং রাত্রৌ দুঃস্বপ্নদর্শনাৎ পরং প্রাতরুত্থায় প্রাতঃকৃত্যাদিকং সমাপ্য রাজসভামণ্ডপম্ আগতঃ) দেবঃ (মহারাজঃ) হর্ষঃ (হর্ষবর্ধনঃ) সহসা এব (অকস্মাৎ এব) প্রবিশন্তম্ (প্রবেশং কুর্বন্তম্) অপ্রবিশতা (প্রবেশম্ অকুর্বতা) বিষণ্ণবদনেন (বিষণ্ণমুখেন) লোকেন (কেনচিৎ পুরুষেণ) অনুগম্যমানম্ (অনুস্রিয়মাণম্) মলিনেন (ম্লানেন) পটেন (বস্ত্রেণ, বাসসা) আবৃতবপুষম্ (আচ্ছাদিতদেহম্) জীবনধারণলজ্জয়া ইব (প্রাণধারণব্রীড়য়া ইব) অবনতমুখম্ (আনতবক্ত্রম্) স্বামিব্যসনম্ (প্রভোঃ রাজ্যবর্ধনস্য বিপদম্) অবিচ্ছিন্নৈঃ (অবিরলপ্রবাহৈঃ) অশ্রুবিন্দুভিঃ (বাষ্পবারিবিন্দুভিঃ) বিজ্ঞাপয়ন্তম্ (নিবেদয়ন্তম্) কুন্তলং নাম (কুন্তলনামানম্, কুন্তলনামধেয়ম্) বৃহদশ্ববারম্ (বিশালাশ্বারোহিণম্) রাজ্যবর্ধনস্য (রাজ্যবর্ধনদেবস্য) প্রসাদভূষিতম্ (অনুগ্রহচিহ্নিতম্) অভিজাততমম্ (মহাকুলপ্রসূতম্) দদর্শ (আলোকয়ামাস, দৃষ্টবান্)। দৃষ্ট্বা চ (অপিচ, আলোক্য) জাতাশঙ্কঃ (জ্যেষ্ঠাগ্রজরাজ্যবর্ধনবিষয়ে শঙ্কিতচিত্তঃ সন্) চক্ষুষি (নেত্রদ্বয়ে) সলিলেন (অশ্রুবিন্দুনা বরুণেন চ), মুখশশিনি (বদনচন্দ্রে) শ্বসিতেন (দীর্ঘশ্বাসেন, পবনেন চ) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে, চিত্তে) হুতাশেন (নৈরাশ্যেন, অগ্নিনা চ) উৎসঙ্গে (ক্রোড়দেশে) ভুবা (মৃত্তিকয়া, ধরিত্র্যা চ) দারুণাপ্রিয়-শ্রবণ-সময়ে (মহারাজরাজ্যবর্ধনস্য মৃত্যুরূপনিদারুণস্য অপ্রিয়ব্যতিকরস্য আকর্ণনকালে) সমম্ ইব (একপদে ইব, যুগপৎ ইব) সর্বেষু (সকলেষু) অঙ্গেষু (গাত্রেষু, শরীরাবয়বেষু) অগৃহ্যত (অধার্যত) লোকপালৈঃ (ইন্দ্রচন্দ্রবরুণকুবেরাদিলোকপালৈঃ)। তস্মাৎ চ (অপি চ, তস্মাৎ অশ্বারোহিণো দূতাৎ কুন্তলনামধেয়াৎ) হেলানির্জিতমালবানীকম্ অপি (হেলয়া অবলীলয়া পরাজিত-মালবসৈন্যকুলম্ অপি) গৌড়াধিপেন (গৌড়রাজেন, শশাঙ্কেন ইতি ঐতিহাসিকাঃ) মিথ্যোপচাররচিতবিশ্বাসম্ (কপটেন নিমন্ত্রণাদিব্যাপারেণ জনিতপ্রত্যয়ম্) মুক্তশস্ত্রম্ (অস্ত্রহীনম্, নিরস্ত্রম্, এতেন অরক্ষিতত্বং সূচ্যতে) একাকিনম্ (অসহায়ম্ দেহরক্ষিহীনম্) বিশ্রব্ধম্ (গৌড়াধিপস্য সৌজন্যবিষয়ে

অতিশয়েন অভিজাতম্—এই অর্থে অভিজাততমঃ, তম্। অভিজাতঃ=অভি—জন্+ক্ত, কর্তরি। অভিজাততমম্=অভিজাত+তমপ্ (অতিশয়ার্থে)।

দদর্শ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'হর্ষঃ'। কর্ম 'বৃহদশ্ববারম্'। দৃশ্+লিট্ অ।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। দৃশ্+ক্ত্বাচ্। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

জাতাশঙ্কঃ—'হর্ষঃ' পদের বিশেষণ। জাতা আশঙ্কা যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। জাতা=জন্+ক্ত, কর্তরি, স্ত্রিয়ামাপ্। আশঙ্কা=আ-শঙ্ক্+অঙ্, স্ত্রিয়ামাপ্।

চক্ষুষি—অবচ্ছেদে সপ্তমী, চক্ষুঃ অবচ্ছিদ্য ইত্যর্থঃ। চক্ষুস্ শব্দ উস্-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, ৭মীর একবচনে 'চক্ষুষি'। জাতাশঙ্কশ্চক্ষুষি=জাতাশঙ্কঃ+চক্ষুষি।

সলিলেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ইহা জল ও বরুণদেবকে বুঝাইতেছে।

মুখশশিনি—অবচ্ছেদে ৭মী। মুখং শশীব, মুখশশী (উপমিত কর্মধারয়ঃ), তস্মিন্। শশিন্=শশ+অস্ত্যর্থে ইন্ (শশী, চন্দ্র)।

শ্বসিতেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। শ্বস্+ক্ত, ভাববাচ্যে, তৃতীয়া একবচন; ইহা দীর্ঘশ্বাস্ ও পবনকে বুঝাইতেছে।

হৃদয়ে—অবচ্ছেদে সপ্তমী, হৃদয়ম্ অবচ্ছিদ্য।

হুতাশেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। হুতম্ (আহুতদ্রব্যম্) অশ্নাতি (ভক্ষয়তি) ইতি হুতাশঃ (অগ্নিঃ), তেন। হু+ক্ত, কর্মণিবাচ্যে=হুতম্।

উৎসঙ্গে—অবচ্ছেদে সপ্তমী। উৎ—সন্জ্+ঘঞ্, ৭মী একবচন।

ভুবা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ভূ শব্দ (স্ত্রীলিঙ্গ)+৩য়া ১বচন।

দারুণাপ্রিয়শ্রবণসময়ে—অধিকরণে সপ্তমী। ন প্রিয়ম্, অপ্রিয়ম্ (নঞ্ তৎ); দারুণম্ (=ভয়ঙ্করম্) অপ্রিয়ম্, (কর্মধা); দারুণাপ্রিয়স্য শ্রবণম্ (ষষ্ঠীতৎ), তস্য সময়ঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। সমমিব—সমম্+ইব, উভয়েই অব্যয়।

অঙ্গেষু—অবচ্ছেদে সপ্তমী। অঙ্গানি অবচ্ছিদ্য ইত্যর্থঃ।

সর্বেষ্বঙ্গেষু=সর্বেষু+অঙ্গেষু (সন্ধি)। সর্বেষু—অঙ্গেষু পদের বিশেষণ।

অগৃহ্যত—কর্মবাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'লোকপালৈঃ', কর্ম 'জাতাশঙ্কঃ (হর্ষঃ)'। গ্রহ্+কর্মণিবাচ্যে লঙ্ ত। কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতু আত্মনেপদ হয় এবং ইহার সহিত 'য' যুক্ত হয়।

লোকপালৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। লোকান্ পালয়ন্তি যে তে, লোকপালাঃ (উপপদতৎ), তৈঃ।

তস্মাৎ—"আখ্যাতোপযোগে" ইতি পঞ্চমী বা শ্রুত্যর্থানাং শ্রাবয়িতা"—এই সূত্রবলে পঞ্চমী। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

হেলানির্জিতমালবানীকম্—'রাজ্যবর্ধনম্' পদের বিশেষণ। মালবানাম্ অনীকম্ (সৈন্যবলম্) (৬ষ্ঠীতৎ); হেলয়া (অবলীলয়া) নির্জিতম্ (পরাজিতম্, পরাভূতম্), হেলানির্জিতম্ (৩য়াতৎ); হেলানির্জিতং মালবানীকং যেন (বহুব্রীহিঃ), তম্। নির্জিতম্—নির্—জি+ক্ত, কর্মণি। চ, অপি—অব্যয়।

গৌড়াধিপেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। গৌড়ানাম্ অধিপঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন। অধিপঃ=অধি পাতি ইতি অধিপঃ (প্রাদিতৎ), অধি—পা+কঃ।

মিথ্যোপচাররচিতবিশ্বাসম্—'রাজ্যবর্ধনম্' পদের বিশেষণ। মিথ্যা উপচারঃ, মিথ্যোপচারঃ (সুপ্ সুপা); মিথ্যোপচারেণ রচিতঃ, মিথ্যোপচাররচিতঃ (৩য়াতৎ); মিথ্যোপচাররচিতঃ বিশ্বাসো যস্য (বহুব্রীহিঃ), তম্। উপচারঃ =উপ—চর্+ঘঞ্। রচিতঃ=রচ্ (চুরাদি)+কর্মণি। বিশ্বাসঃ=বি—শ্বস্+ঘঞ্।

মুক্তশস্ত্রম্—রাজ্যবর্ধনম্ পদের বিশেষণ। মুক্তানি শস্ত্রাণি যেন (বহুব্রীহিঃ), তম্। মুক্ত=মুচ্+ক্ত, কর্মবাচ্যে। শস্ত্র=শস্+ষ্ট্রন্, করণ বা ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।

একাকিনম্—রাজ্যবর্ধনম্ পদের বিশেষণ। এক+আকিনিচ্ (অসহায়ার্থে)।

বিস্রব্ধম্—'রাজ্যবর্ধনম্' পদের বিশেষণ। বি—স্রন্ভ্+ক্ত, কর্তৃবাচ্যে, ২য়া একবচন। অর্থ নিশ্চিন্তচিত্ত, নিঃসন্দেহ।

স্বভবনে—অধিকরণে সপ্তমী। স্বস্য ভবনং=স্বভবনম্ (৬ষ্ঠীতৎ), অথবা স্বং ভবনম্ স্বভবনম্ (কর্মধা), তস্মিন্

এব—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। স্বভবন এব=স্বভবনে+এব (সন্ধি)।

ভ্রাতরম্—'রাজ্যবর্ধনম্' পদের বিশেষণ।

রাজ্যবর্ধনম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, অশ্রৌষীৎ ক্রিয়ার কর্ম।

ব্যাপাদিতম্—'রাজ্যবর্ধনম্' পদের বিধেয় বিশেষণ। বি—আ—পদ্+ণিচ্, কর্মণি ক্ত, দ্বিতীয়া একবচন। অর্থ 'ঘাতিতম্' (=নিহত)।

অশ্রৌষীৎ—সমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'হর্ষবর্ধনঃ' উহ্য, কর্ম 'রাজ্যবর্ধনম্'। শ্রু+লুঙ্ দ্ (প্রথমপুরুষ একবচন), লঙে অশৃণোৎ, লৃট্ শ্রোষ্যতি, লিট্ শুশ্রাব, ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর। আস্থানগতেন চ দেবেন হর্ষেণ সহসৈব প্রবিশন্তম্ অপ্রবিশতা বিষণ্ণবদনেন লোকেন অনুগম্যমানঃ মলিনেন পটেন প্রাবৃতবপুঃ জীবনধারণলজ্জয়া ইব অবনতমুখঃ স্বামিব্যসনম্ অবিচ্ছিন্নৈঃ অশ্রুবিন্দুভিঃ বিজ্ঞাপয়ন্ কুন্তলঃ নাম বৃহদশ্ববারঃ রাজ্যবর্ধনস্য প্রসাদভূষিতঃ অভিজাততমঃ দদৃশে। দৃষ্ট্বা চ (স্থিতঃ

তম্) জাতাশঙ্কম্ চক্ষুষি সলিলেন মুখশশিনি শ্বসিতেন হৃদয়ে হুতাশেন উৎসঙ্গে ভুবা দারুণাপ্রিয়শ্রবণসময়ে সমমিব সর্বেষু অঙ্গেষু অগৃহ্নন্ লোকপালাঃ। তস্মাৎ চ হেলানির্জিতমালবানীকোঽপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচাররচিতবিশ্বাসঃ মুক্তশস্ত্রঃ একাকী বিশ্রব্ধঃ স্বভবনে এব ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনঃ ব্যাপাদিতঃ অশ্রৌষি (তেন ইতি শেষঃ)।

অনুবাদ। অতঃপর, রাজসভাগত দেব হর্ষ আকস্মিকভাবেই প্রবেশকারী এবং স্বয়ং প্রবেশ করে নাই এমন বিষণ্ণমুখ পুরুষের দ্বারা অনুসৃত, ম্লান বসনের দ্বারা আবৃতদেহ, জীবনধারণ বিষয়ে লজ্জাবশতই যেন আনতবদন, অবিরল অশ্রুবিন্দুর দ্বারা প্রভু রাজ্যবর্ধনের বিপদ্ নিবেদনকারী, রাজ্যবর্ধনের প্রসাদভাজন ও সম্ভ্রান্ত দর্শন কুন্তল-নামক এক সুবৃহৎ অশ্বারোহী পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। (তাহাকে) দেখিয়াই তাঁহার (শ্রীহর্ষের) বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইল এবং তিনি নেত্রদ্বয়ে অশ্রুবিন্দুর দ্বারা, মুখচন্দ্রে দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা, হৃদয়ে অগ্নির দ্বারা, ক্রোড়দেশে মৃত্তিকার অর্থাৎ পৃথিবীর ভার দ্বারা এবং সেই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণকালে যুগপৎ সর্বাঙ্গ লোকপালগণকর্তৃক গৃহীত বা ধৃত হইলেন। (অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ এরূপ শিথিল ও অবশ হইয়া গেল যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলিয়া দশ দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত ; লোকপালগণ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধারণ করাতেই তাহা নিবারিত হইল।) সেই পুরুষটির মুখ হইতেই তিনি (হর্ষ) শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন অবলীলাক্রমে মালবসৈন্য পরাভূত করিলেও গৌড়াধিপতি মিথ্যা আতিথ্যাদি দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাকে নিরস্ত্র, অসহায় ও নিশ্চিন্তচিত্ত অবস্থায় নিজের গৃহেই হত্যা করিয়াছেন।

Trans.—Then, entering the royal court, King Harsa saw a soldier mounting a big war-horse, named Kuntala, suddenly entering and followed by a man, himself not entering and bearing a sad countenance. The soldier covered his body with dirty clothes and stood down-faced in shame of dragging his existence as it were. He was reporting the calamity of his master by means of incessantly flowing drops of tears. He was aristocrat looking and bore the signs of favour bestowed upon him by his master Rajyavardhana. On seeing him, (Harsa) became apprehensive and was accepted in his eyes by tears, in his moon-

like countenance by deep sighs, in his heart by fire, in his lap by earth and by all the lords of directions in all his limbs simultaneously at the time of hearing that dreadful unpleasant news.

He, further, heard from him that his elder brother Rajyavardhana, even after easily defeating the army of Malava, was himself murdered in his own house by the king of Gauda, who had created his confidence by false courtesy, while he (Rajyavardhana) was in an armless, helpless and unsuspecting condition.

শ্রুত্বা চ.........ইত্যুক্ত্বা ব্যরংসীৎ। (অনু-২)

শব্দার্থ। শ্রুত্বা (শুনিয়া) চ (ও) মহাতেজস্বী (অতিশয় তেজস্বী) প্রচণ্ডকোপ-পাবকপ্রসর-পরিপীয়মান-শোকাবেগঃ (ভয়ংকর ক্রোধাগ্নির আবির্ভাবে প্রশমিত শোকোচ্ছ্বাস) সহসৈব (আকস্মিকভাবেই) প্রজজ্বাল (প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন)। অবাদীৎ চ (এবং বলিলেন যে) গৌড়াধিপম্ (গৌড়েশ্বর) অপহায় (ছাড়া) কঃ (কে, আর কে) তাদৃশম্ (সেই রকম) মহাপুরুষম্ (পুরুষপ্রবরকে) তৎক্ষণে এব (সেই মুহূর্তেই) নির্ব্যাজ-ভুজবীর্যনির্জিত-সমস্ত-রাজকম (যিনি অকৃত্রিম বাহুবলে রাজন্যবৃন্দকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে) মুক্তশস্ত্রম্ (অস্ত্রহীন) কলসযোনিম্ ইব (কুম্ভোদ্ভূত দ্রোণাচার্যের তুল্য) কৃষ্ণবর্ত্ম-প্রসূতিঃ (পাপপ্রসূতঃ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন দ্রুপদ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন) ঈদৃশেন (এবংবিধ, এইপ্রকার) সর্বলোকবিগর্হিতেন (সর্বলোক-নিন্দিত) মৃত্যুনা (মরণের দ্বারা, মরণসহায়ে) শময়েৎ (প্রশমিত করিবে, নিঃশেষ করিবে) আর্যম্ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা পূজনীয় রাজ্যবর্ধনকে)। [অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের হত্যাকারী যজ্ঞাগ্নি হইতে উৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের তুল্য মহাপাপী গৌড়েশ্বর ছাড়া মহাবীর্যবান রাজ্যবর্ধনকে আর কে এইরূপে হত্যা করিতে পারে ?] নিজগৃহ-দূষণম্ (আপন গৃহের দোষোৎপাদক) জালমার্গপ্রদীপকেন (গবাক্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপের দ্বারা) কজ্জলম্ ইব (কাজলের মত) অতিমলিনম্ (অতিশয় মলিন কৃষ্ণবর্ণ) কেবলম্ (কেবলমাত্র, নিরবচ্ছিন্ন) অযশঃ (কুকীর্তি) সঞ্চিতম্ (সঞ্চিত হইয়াছে) গৌড়াধিপেন (গৌড়েশ্বর কর্তৃক)। ইতি (এইরূপে) এতৎ (ইহা) অভিদধত এব (যখন বলিতে ছিলেন তখন) অস্য (ইহার) পিতুঃ অপি (পিতারও, স্বর্গত প্রভাকর বর্ধনেরও)

মিত্রম্ (বন্ধু, সুহৃদ্) সেনাপতিঃ (সেনানায়ক) সন্নিধৌ এব (সমীপেই, নিকটেই) সমুপবিষ্টঃ (উপবিষ্ট, সমাসীন ছিলেন)।

সিংহনাদনামা (সিংহনাদ-নামক) স্বরেণ এব (কণ্ঠস্বরের দ্বারাই) দুন্দুভি-ঘোষগম্ভীরেণ (দুন্দুভিনাদের তুল্য গম্ভীর) বিজ্ঞাপিতবান্ (জানাইলেন)—'দেব (মহারাজ !) দেবভূয়ম্ (দেবত্ব) গতে (প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ স্বর্গত হইলে) নরেন্দ্রে (মহারাজ প্রভাকরবর্ধন), দুষ্ট-গৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে (দোষযুক্ত-গৌড়রূপ সর্প যাঁহার জীবন ভক্ষণ করিয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়াছে) রাজ্যবর্ধনে চ (রাজ্যবর্ধনও) বৃত্তে (সম্পন্ন হইলে অর্থাৎ গৌড়ভুজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট হইয়া মৃত্যুবরণ করিবার পর) অস্মিন্ (এই) মহাপ্রলয়ে (মহাবিপদে) ধরণীধারণায় (ধরিত্রী ধারণের নিমিত্ত) অধুনা (এখন) ত্বম্ (আপনিই) শেষঃ (অবশিষ্ট রহিয়াছেন অথবা অনন্ত বা শেষ নাগের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন)। সমাশ্বাসয় (আশ্বস্ত করুন) অশরণাঃ (অসহায়) প্রজাঃ প্রজাদিগকে)। ক্ষ্মাপতীনাম্ (রাজাদের) শিরঃসু (মস্তকসমূহে) প্রযচ্ছ (প্রদান করুন) পাদন্যাসান্ (চরণনিক্ষেপ, পাদস্থাপন)। অদ্য এব (আজই) কৃতপ্রতিজ্ঞঃ (প্রতিজ্ঞা করিয়া, শপথ করিয়া) গৃহাণ (গ্রহণ করুন) গৌড়াধমজীবিতধ্বংসয়ে (অধম গৌড়রাজের প্রাণনাশের নিমিত্ত) ধনুঃ (ধনুক)। ন (নহে) হি (নিশ্চয়ই) অয়ম্ (এই) অরাতি-রক্তচন্দনচর্চা-শিশিরোপচারম্ (শত্রুর রক্তরূপ চন্দন লেপনের দ্বারা শীতল পরিচর্যা) অন্তরেণ (ব্যতিরেকে, ছাড়া) শাম্যতি (শান্ত হইবে) দেবস্য (মহারাজের, অর্থাৎ আপনার) দুঃখদাহজ্বরঃ (দুঃখরূপ দাহজ্বর) সুদারুণঃ (অতিভীষণঃ)। ইতি (এইরূপ, ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) ব্যরংসীৎ (বিরত হইল, সিংহনাদ নামক সেনাপতি থামিল)।

সংস্কৃতে অর্থ। শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) চ (অপিচ) মহাতেজস্বী (অতিশয়-তেজস্বী) প্রচণ্ডকোপ-পাবকপ্রসর-পরিচীয়মান-শোকাবেগঃ (ভীষণ-ক্রোধাগ্নেঃ প্রাদুর্ভাবাৎ প্রবর্ধমান-শোকোচ্ছ্বাসঃ) সহসা এব (আকস্মিকভাবেনৈব) প্রজজ্বাল (প্রকর্ষেণ জ্বলিতবান্)। অবাদীৎ (অকথয়ৎ, অভাষত) চ (কিঞ্চ) গৌড়াধিপম্ (গৌড়রাজম্) অপহায় (বর্জয়িত্বা) কঃ (কো নাম পুরুষঃ) তাদৃশম্ (তেন তুল্যম্) মহাপুরুষম্ (পুরুষপ্রকাণ্ডম্) তৎক্ষণে এব (সপদ্যেব, সদ্য এব) নির্ব্যাজ-ভুজবীর্য-নির্জিত-রাজকম্ (অকৃত্রিম-বাহুবলেন পরাজিতরাজন্য-বৃন্দম্) মুক্তশস্ত্রম্ (অস্ত্রহীনম্, নিরস্ত্রম্) কলসযোনিমিব (কুম্ভসম্ভবং দ্রোণাচার্যম্ ইব) কৃষ্ণবর্ত্ম-প্রসূতিঃ (পাপপথোৎপন্নঃ, অগ্নিসমুত্থিতঃ দ্রুপদরাজপুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ)

ঈদৃশেন (এবংবিধেন) সবলোকবিগর্হিতেন (সর্বলোকনিন্দিতেন) মৃত্যুনা (মরণেন, অন্তকেন) শময়েৎ (নির্বাপয়েৎ) আর্যম্ (মাননীয়ং রাজ্যবর্ধনম্)। নিজগৃহদূষণম্ (নিজভবনস্য কলঙ্কজনকম্) জালমার্গ-প্রদীপকেন (গবাক্ষরন্ধ্র-স্থিতেন ক্ষুদ্রদীপেন) কজ্জলম্ ইব (অঞ্জনম্ ইব) অতিমলিনম্ (অতিশয়-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টম্) কেবলম্ (নিরবচ্ছিন্নম্, নির্বিশেষম্) অযশঃ (কুকীর্তিঃ, অখ্যাতিঃ) সঞ্চিতম্ (অর্জিতম্) গৌড়াধমেন (অধমেন গৌড়েশ্বরেণ, শশাঙ্ক-নাম্না ইতি কেচিৎ)। ইতি (ইত্থম্) এতৎ (উক্তপ্রকারম্) অভিদধত এব (কথয়ত এব) অস্য (অমুষ্য হর্ষস্য) পিতুরপি (জনকস্য প্রভাকরবর্ধনস্য অপি) মিত্রম্ (প্রিয়সুহৃৎ) সেনাপতিঃ (সেনানায়কঃ) সান্নিধ্যে এব (সমীপে এব, ন তু দূরতঃ) সমুপবিষ্টঃ (নিষণ্ণঃ আসীনঃ আসীদিতি শেষঃ)

সিংহনাদনামা (সিংহনাদ ইতি অন্বর্থনামা) স্বরেণ এব (স্বকণ্ঠস্বরেণ এব) দুন্দুভিঘোষ-গম্ভীরেণ (দুন্দুভিনাদবৎ সান্দ্রেণ) বিজ্ঞাপিতবান্ (নিবেদিতবান্), 'দেব ! (মহারাজ !) দেবভূয়ম্ (দেবত্বম্) গতে (প্রাপ্তে, অর্থাৎ মৃতে) নরেন্দ্রে (মহারাজাধিরাজে প্রভাকরবর্ধনে), দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে (দুর্বৃত্তেন গৌড়রাজেন সর্পতুল্যক্রূরেণ জগ্ধজীবিতে ভক্ষিতজীবনে অর্থাৎ বিনাশিতজীবনে) চ (অপিচ) রাজ্যবর্ধনে (মহারাজরাজ্যবর্ধনে, ভবতো জ্যেষ্ঠভ্রাতরি ইত্যর্থঃ) বৃত্তে (সম্পন্নে, মৃতে ইত্যর্থঃ) অস্মিন্ (এতস্মিন্) মহাপ্রলয়ে (ভীষণে বিপর্যয়ে দুর্বিপাকে বা, কল্পক্ষয়ে বা) ধরণীধারণায় (পৃথিবীপালনায়, ধরিত্রীধারণায় চ) অধুনা (সম্প্রতি) ত্বম্ (ভবানেব) শেষঃ (অবশিষ্টঃ, শেষনাগতুল্যশ্চ)। সমাশ্বাসয় (আশ্বস্তাঃ কুরু, প্রবোধয়, সান্ত্বয়) অশরণাঃ (নাথহীনাঃ, অসহায়াঃ, অরক্ষিতাশ্চ) প্রজাঃ (প্রকৃতীঃ)। ক্ষ্মাপতীনাম্ (ভূপতীনাম্, নৃপাণাম্) শিরঃসু (মূর্ধসু, মস্তকেষু, ভবৎপাদপীঠভূতেষু ইত্যর্থঃ) প্রযচ্ছ (দেহি) পাদন্যাসান্ (চরণক্ষেপান্)। অদ্যৈব (অস্মিন্নেব দিবসে, ন তু বিলম্বেন) কৃতপ্রতিজ্ঞঃ (গৃহীতশপথঃ সন্) গৃহাণ (আদৎস্ব) গৌড়াধমজীবিতধ্বংসয়ে (অধমস্য গৌড়রাজস্য বিনাশায়, গৌড়রাজস্য অতিঘৃণ্যত্বাৎ নামগ্রহণং ন কৃতং মহাকবিনা), ধনুঃ (চাপম্ শরাসনম্)। ন (নৈব) হি (যস্মাৎ) অয়ম্ (পরিদৃশ্যমানঃ) অরাতিরক্ত-চন্দনচর্চা-শিশিরোপচারম্ (শত্রূণাং শোণিতরূপ-চন্দনলেপনাত্মকশীতলং পরিচর্যাম্) অন্তরেণ (বিনা) শাম্যতি (শান্তো ভবিষ্যতি) দেবস্য (ভবতঃ মহারাজহর্ষবর্ধনস্য) দুঃখদাহজ্বরঃ (দুঃখদায়কঃ

প্রদাহজ্বরঃ) সুদারুণঃ (ভয়ঙ্করঃ)।' ইতি (এবংবিধম্) উক্ত্বা (ভাবিত্বা) ব্যরংসীৎ (বিররাম, বিরতোঽভবৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

শ্রুত্বা—সকর্মক অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'হর্ষঃ' উহ্য, কর্ম 'রাজ্যবর্ধনস্য বধবার্তাম্' উহ্য। শ্রু + ক্ত্বা (অনন্তরার্থে)। চ—অব্যয়।

মহাতেজস্বী—উহ্য, 'হর্ষঃ' পদের বিশেষণ। মহান্ তেজস্বী (কর্মধারয়ঃ)। সূত্র—"আন্মহতঃ সমানাধিকরণয়োঃ", অর্থাৎ, কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে মহৎ-শব্দস্থানে মহা আদেশ হয়। তেজস্বী=তেজস্+বিণ্ (অস্ত্যর্থে)।

প্রচণ্ডকোপপাবক-প্রসর-পরিচীয়মানশোকাবেগঃ—'হর্ষঃ' এই উহ্য কর্তৃপদের বিধেয় বিশেষণ। শোকস্য আবেগঃ, শোকাবেগঃ (ষষ্ঠীতৎ); কোপ এব পাবকঃ, কোপপাবকঃ [ক্রোধাগ্নিঃ] (ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ রূপক কর্মধারয়ঃ); প্রচণ্ডঃ কোপপাবকঃ (কর্মধা); তস্য প্রসরঃ (ষষ্ঠীতৎ); প্রচণ্ডকোপপাবকপ্রসরেণ পরিচীয়মানঃ [প্রবর্ধিতঃ] (তৃয়াতৎ); তাদৃশঃ শোকাবেগো যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। কোপঃ=কুপ্+ঘঞ্। প্রসরঃ=প্র—সৃ+অচ্। পরিচীয়মানঃ= পরি—চি+লট্ স্থানে শানচ্। শোকঃ=শুচ্+ঘঞ্। আবেগঃ=আ—বিজ্+ঘঞ্, ভাববাচ্যে।

সহসৈব=সহসা+এব। উভয়েই অব্যয়।

প্রজজ্বাল—সমাপিকা অকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'প্রচণ্ড······শোকাবেগঃ'। প্র—জ্বল্+লিট্ অ।

অবাদীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'হর্ষঃ' উহ্য। বদ+লুঙ্ দ্।

চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়। অবাদীচ্চ=অবাদীৎ+চ (সন্ধি)।

গৌড়াধিপম্ কর্মণ দ্বিতীয়া, 'অপহায়' ক্রিয়ার কর্ম। অধি-পাতি ইতি অধিপঃ। অধিপঃ=অধি—পা+কঃ। (প্রাদিতৎ); গৌড়ানাম্ অধিপঃ (ষষ্ঠীতৎ), তম্।

অপহায়—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্ম 'গৌড়াধিপম্'। অপ—হা+ল্যপ্।

কঃ—কর্তার প্রথমা, ক্রিয়া 'শময়েৎ'।

তাদৃশম্—'মহাপুরুষম্' পদের বিশেষণ। স ইব দৃশ্যতে এই অর্থে তদ্—দৃশ্+কঞ্ ইয়া একবচন। কস্তাদৃশম্=কঃ+তাদৃশম্।

মহাপুরুষম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'সময়েৎ' ক্রিয়ার কর্ম। মহাংশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি (কর্মধারিয়)। মহৎ-শব্দ স্থানে মহা আদেশ হইয়াছে।

তৎক্ষণে—অধিকরণে ৭মী। স ক্ষণঃ, তৎক্ষণঃ (কর্মধারয়), তস্মিন্।

এব—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। তৎক্ষণ এব = তৎক্ষণে+এব (সন্ধি)।

নির্ব্যাজভুজবীর্যনির্জিতসমস্তরাজকম্—'আর্যম্' পদের বিশেষণ। নির্গতং ব্যাজম্ (ছলম্) যস্মাৎ তৎ = নির্ব্যাজম্ (প্রাদিগর্ভ বহুব্রীহিঃ), পক্ষে 'নির্গত-ব্যাজম্'। ভুজয়োঃ বীর্যম্ = ভুজবীর্যম্ (ষষ্ঠীতৎ); নির্ব্যাজং ভুজবীর্যম্ = নির্ব্যাজ-ভুজবীর্যম্ (কর্মধা); সমস্তং রাজকম্ = সমস্তরাজকম্ (কর্মধা); নির্ব্যাজ-ভুজবীর্যেণ নির্জিতম্ (পরাজিতম্) = নির্ব্যাজভুজবীর্যনির্জিতম্ (তৃতীয়াৎৎ); নির্ব্যাজভুজবীর্যনির্জিতং সমস্তরাজকং যেন (বহুব্রীহিঃ), তম্। বীর্যম্ = বীর+যৎ (সাধু অর্থে)। নির্জিতম্ = নির্-জি+ক্ত, কর্মণিবাচ্যে। রাজকম্ = রাজ্ঞাং সমূহঃ এই অর্থে—রাজন্+বুঞ্।

মুক্তশস্ত্রম্—'আর্যম্'-পদের বিশেষণ। মুক্তানি শস্ত্রাণি যেন (বহুব্রীহি), তম্। মুক্তম্ = মুচ্+কর্মণি ক্ত। শস্ত্রম্ = শস্+ষ্ট্রন্।

কলসযোনিম্—'আর্যম্'-পদের উপমান। কলসঃ এব যোনিঃ (= উৎপত্তি-স্থানম্) যস্য (বহুব্রীহিঃ), তম্। যজ্ঞকুম্ভ হইতে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয় বলিয়া তাঁহাকে কলসযোনি বলা হইয়াছে। ইব—উপমাবাচক অব্যয়।

কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিঃ—'কঃ' পদের উপমান। কৃষ্ণং (কৃষ্ণবর্ণং) বর্ত্ম (মার্গঃ), (কর্মধারয়ঃ); কৃষ্ণবর্ত্মনঃ (অনাচারস্য অন্যায়স্য বা) প্রসূতিঃ (= যোনিঃ, উৎপত্তিহেতুভূতা) (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ)। অন্যত্র, কৃষ্ণবর্ত্মা (অগ্নিঃ), কৃষ্ণবর্ত্মনঃ (অগ্নেঃ প্রসূতিঃ (পুত্রঃ, অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিসমুত্থিতঃ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ), ষষ্ঠীতৎ। প্র—সূ +ক্তিন্ = প্রসূতিঃ।

পুরাকাহিনী—কলসযোনিমিব কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিঃ—এখানে একটি পুরা-কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, পূর্বে এক সময় দ্রোণাচার্য কর্তৃক পরাভূত দ্রুপদরাজ দ্রোণকে নিধনের জন্য এক আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইলে যজ্ঞাগ্নি হইতে খড়্গ-পাণি এক পুরুষ ও এক কন্যা উত্থিত হয়। এই পুরুষটিই দ্রুপদরাজের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কন্যা হইতেছেন দৌপদী, যাঁহাকে অর্জুন অস্ত্রপরীক্ষা দিয়া বীর্য-শুল্কারূপে লাভ করেন ও যিনি পঞ্চপাণ্ডবের গৃহিণী হন। মহাভারতের দ্রোণপর্বে আছে যে, যখন কোনও ভাবেই সেনাপতি দ্রোণাচার্যের নিধন হয় না, তখন

কৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে "অশ্বত্থামা হতঃ, গজ ইতি"—এই কথাটি উচ্চৈঃস্বরে বলিবার জন্য উপদেশ দেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রথমে আপত্তি করিলেও শেষপর্যন্ত সকলের চাপে পড়িয়া ওই বাক্যটি উচ্চারণ করেন। যুধিষ্ঠির ওই বাক্যের অন্তর্গত "অশ্বত্থামা হতঃ" এইটুকু উচ্চারণ করিবামাত্র পাণ্ডবপক্ষ হইতে তুমুলরবে তুরী, ভেরী, পটাহাদি বাদ্য বাজাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে আচার্য দ্রোণ যুধিষ্ঠির কর্তৃক উচ্চারিত ওই বাক্যটির শুধু পূর্বাংশটিই শুনিতে পাইলেন, শেষেরটুকু আর শুনিতে পাইলেন না। কাজেই, সত্যাশ্রয়ী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামা অর্থাৎ তাঁহার একমাত্র প্রিয় মহাবীর পুত্র মারা গিয়াছে শুনিতে পাইয়া তিনি শোকাবেগে মুহ্যমান হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিয়া রথের উপরে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থায় দ্রোণাচার্যকে দ্রুপদরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গাঘাতে হত্যা করে। দ্রোণ কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কলসযোনি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞাগ্নি হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিঃ—এইরূপ বলা হইয়াছে। কলসযোনিমিব—কলসযোনিম্+ইব। কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিরীদৃশেন—কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিঃ+ঈদৃশেন।

ঈদৃশেন—'মৃত্যুনা' পদের বিশেষণ। অয়মিব দৃশ্যতে—এই অর্থে ইদম্—দৃশ্+কঞ্, তৃতীয়ার একবচন।

সর্বলোকবিগর্হিতেন—'মৃত্যুনা' পদের বিশেষণ। সর্বে লোকাঃ (কর্মধা); সর্বলোকৈঃ বিগর্হিতঃ (তৃতীয়াতৎ), তেন। বিগর্হিতঃ—বিশেষেণ গর্হিতঃ (নিন্দিতঃ), প্রাদিতৎ।

মৃত্যুনা—করণে তৃতীয়া, মৃত্যুশব্দ পুংলিঙ্গ সাধু শব্দের ন্যায়।

শময়েৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'কঃ' কর্ম 'আর্যম্'। সম্+ণিচ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। অণিজন্ত রূপ হইবে 'শাম্যেৎ'। শময়েদার্যম্=শময়েৎ+আর্যম্।

আর্যম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'শময়েৎ' ক্রিয়ার কর্ম। ঋ+ণ্যৎ=আর্যঃ।

নিজগৃহদূষণম্—'অযশঃ' পদের বিশেষণ। নিজং গৃহম্ (কর্মধা), নিজগৃহং দূষয়তি ইতি (উপপদতৎ)। নিজগৃহ—দুষ্+ল্যুট্ (অনট্) করণবাচ্যে। অথবা, নিজগৃহস্য দূষণম্ (ষষ্ঠীতৎ)।

জালমার্গপ্রদীপেন—'গৌড়াধমেন'-পদের উপমান। জালস্য (গবাক্ষস্য) মার্গঃ (=পন্থাঃ) (ষষ্ঠীতৎ), জালমার্গস্থিতঃ প্রদীপকঃ, জালমার্গপ্রদীপকঃ (শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্মধারয়ঃ), তেন। প্রদীপকঃ=প্রদীপ+কন্ ক্ষুদ্রার্থে।

কজ্জলম্—'অযশঃ' পদের উপমান। ইব—অব্যয়।

অতিমলিনম্—'কজ্জলম্' ও 'অযশঃ' পদের বিশেষণ। অতিশয়েন মলিনম্ (প্রাদিতৎ)। কজ্জলমিবাতিমলিনম্=কজ্জলম্+ইব+অতিমলিনম্ (সন্ধি)।

কেবলম্—'অযশঃ' পদের বিশেষণ। ত্রিলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

অযশঃ—উক্তকর্মণি প্রথমা, 'সঞ্চিতম্' ক্রিয়ার উক্তকর্ম। অযশঃ=যশঃ বিপরীতম্। এখানে বিরোধার্থে নঞ্-এর প্রয়োগ। ন যশঃ, অযশঃ (নঞ্-তৎপুরুষঃ) বিরোধার্থে। যশোবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। যথা—অসুরঃ=সুরবিরোধী।

সঞ্চিতম্—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, 'অযশঃ' পদের সহিত অন্বিত। সম্—চি+কর্মণি ক্ত।

গৌড়াধমেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। গৌড়েষু অধমঃ (সপ্তমীতৎ), নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হইলে তাহার যোগে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না, ইহা নিষিদ্ধ। এজন্য 'গৌড়েষু'—এখানে নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তি ধরিয়া তাহার যোগে সপ্তমী তৎপুরুষ করা চলে।

ইতি—অব্যয়।

এতৎ—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'অভিদধতঃ' ক্রিয়ার কর্ম।

অভিদধতঃ—অসমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, ইহার কর্ম এতৎ। ইহা অস্য—এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের বিশেষণও হইয়াছে। অভি—ধা+শতৃ, পুংলিঙ্গ ষষ্ঠীর একবচন। অভি-পূর্বক ধা ধাতুর অর্থ—বলা, কহা। এব—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়।

ইত্যেতদভিদধত এব=ইতি+এতৎ+অভিদধতঃ+এব। অপি—অব্যয়।

অস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'পিতুঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ।

পিতুঃ—শেষে বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'মিত্রম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

মিত্রম্—'সেনাপতিঃ' পদের বিশেষণ। মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। কলত্র (স্ত্রী), মিত্র (বন্ধু) ও অপত্য (সন্তান) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

সেনাপতিঃ—কর্তরি প্রথমা, 'সমুপবিষ্টঃ' ক্রিয়ার কর্তা। সেনায়াঃ পতিঃ (নায়কঃ, নেতা), (ষষ্ঠীতৎ)। "পতিঃ সমাস এব"—সূত্রানুসারে ইহার রূপ পুংলিঙ্গ মুনি শব্দের ন্যায় হইবে। পতি শব্দের মতো নহে।

সন্নিধৌ—অধিকরণে ৭মী। সম্—নি—ধা+কিঃ, ৭মী একবচন।

এব—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। সন্নিধাবেব=সন্নিধৌ+এব (সন্ধি)।

সমুপবিষ্টঃ—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সেনাপতিঃ'; সম্-উপ-বিশ্+ক্ত, কর্তরি।

সিংহনাদনামা—'সেনাপতিঃ' পদের বিশেষণ। সিংহস্য নাদ ইব নাদো যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ); সিংহনাদঃ নাম যস্য সঃ, সিংহনাদনামা (বহুব্রীহি)।

স্বরেণ—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া, স্বর-শব্দ পুংলিঙ্গ। স্বরেণৈব=স্বরেণ+এব;

দুন্দুভিঘোষগম্ভীরেণ—'স্বরেণ' পদের বিশেষণ। দুন্দুভেঃ ঘোষঃ (ষষ্ঠীতৎ); দুন্দুভিঘোষ ইব গম্ভীরঃ=দুন্দুভিঘোষগম্ভীরঃ ("উপমানানি সামান্যবচনৈঃ"—ইতি উপমান কর্মধারয়ঃ) তেন। ঘোষঃ=ঘুষ্+ঘঞ্।

বিজ্ঞাপিতবান্—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সেনাপতিঃ', বি-জ্ঞা+ণিচ্, কর্তরি ক্তবতু, পুং ১মা একবচন। দেব—সম্বোধন।

দেবভুয়ম্—কর্মণি ২য়া, 'গতে' ক্রিয়ার কর্ম। দেবো ভূত্বা এই অর্থে—দেব—ভূ+ক্যপ্+২য়া একবচন।

গতে—'নরেন্দ্রে' পদের বিশেষণ। গম্+ক্ত, কর্তরি, ৭মী একবচন।

নরেন্দ্রে—ভাবে সপ্তমী। নরেষু ইন্দ্র ইব=নরেন্দ্রঃ (উপমিত কর্মধা), অথবা, নরেষু ইন্দ্রঃ (৭মীতৎ), নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তিস্থলে সমাস হয় না বলিয়া সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিতে হইবে।

দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে—'রাজ্যবর্ধনে' পদের বিশেষণ। গৌড়রূপঃ ভুজঙ্গঃ (রূপক কর্মধা); দুষ্টঃ গৌড়ভুজঙ্গঃ (কর্মধা); দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গেন জগ্ধম্ [ভক্ষিতম্, বিনাশিতম্] (৩য়াতৎ); দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধং জীবিতম্ (জীবনম্) যস্য (বহুব্রীহিঃ), তস্মিন্। দুষ্টঃ=দুষ্+ক্ত, কর্তরি কর্মণি বা। ভুজঙ্গঃ=ভুজেন গচ্ছতি ইতি ভুজ—গম্+খচ্। জগ্ধম্=অদ্+ক্ত, কর্মণি। জীবিতম্=জীব্+ভাবে ক্ত। চ—সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

রাজ্যবর্ধনে—ভাবে সপ্তমী। রাজ্যং বর্ধয়তি ইতি—রাজ্য—বৃধ্+ণিচ্ অন।

বৃত্তে—'মহাপ্রলয়ে' পদের বিধেয় বিশেষণ। বৃৎ+ক্ত, কর্তরি।

অস্মিন্—'মহাপ্রলয়ে' পদের বিশেষণ।

মহাপ্রলয়ে—ভাবে সপ্তমী। মহাংশ্চাসৌ প্রলয়শ্চেতি মহাপ্রলয়ঃ (কর্মধারয়ঃ), মহৎ-স্থানে মহা আদেশ হইয়াছে। 'মহাপ্রলয়' বলিতে কল্পাবসানে ভাবী সমস্ত সৃষ্টির বিনাশ ও মহা-অনর্থ—দুইই বুঝাইবে।

ধরণী-ধারণায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী। ধরণ্যাঃ ধারণম্ (ষষ্ঠীতৎ) তস্মৈ। ধারণম্=ধৃ+ণিচ্+ল্যুট্। ধরণীধারণায় অর্থ 'পৃথিবী-ধারণ' ও 'পৃথিবী-পালন' দুইই হইবে। অধুনা—অব্যয়।

ত্বম্—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'ভবসি' উহ্য।

শেষঃ—'ত্বম্' পদের বিধেয় বিশেষণ। শিষ্+ঘঞ্।

সমাশ্বাসয়—সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্' উহ্য, কর্ম 'প্রজাঃ'। সম্—আ-শ্বস্+ণিচ্ লোট্ হি।

অশরণাঃ—'প্রজাঃ' পদের বিণ। অবিদ্যমানং শরণং যাসাং তাঃ, বহুব্রী।
প্রজাঃ—কর্মণি ২য়া, 'সমাশ্বাসয়' ক্রিয়ার কর্ম।

ক্ষ্মাপতীনাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'শিরঃসু' পদের সহিত সুম্বন্ধ। ক্ষ্মায়াঃ (পৃথিব্যাঃ) পতয়ঃ ইতি ক্ষ্মাপতয়ঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেষাম্। সমাসান্ত ক্ষ্মাপতি শব্দের রূপ পতি শব্দের ন্যায় না হইয়া মুনি শব্দের ন্যায় হইবে। 'ক্ষ্মা' অর্থ পৃথিবী।

শিরঃসু—অধিকরণে সপ্তমী। শিরস্-শব্দ অস্-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।

প্রযচ্ছ—সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্' উহ্য, কর্ম 'পাদন্যাসান্'। প্র-দা (ভ্বাদি)+লোট্ হি। ভ্বাদিগণীয় দা-ধাতু স্থানে যচ্ছ হয় (যচ্ছতি)।

পাদন্যাসান্—কর্মণি ২য়া, 'প্রযচ্ছ' ক্রিয়ার কর্ম। পাদয়োঃ ন্যাসাঃ (ষষ্ঠীতৎ), তান্। ন্যাসঃ=নি-অস্+ঘঞ্। এই 'অস্'-ধাতু কিন্তু দিবাদিগণীয়, রূপ—অস্যতি, অস্যতঃ অস্যন্তি। অদ্যৈব=অদ্য+এব (সন্ধি); উভয়েই অব্যয়।

কৃতপ্রতিজ্ঞঃ—'ত্বম্' পদের বিশেষণ। কৃতা প্রতিজ্ঞা যেন সঃ (বহুব্রীহিঃ)। কৃতা=কৃ+ক্ত, কর্মণি, স্ত্রিয়ামাপ; প্রতিজ্ঞা=প্রতি-জ্ঞা+অঙ্, আপ্।

গৃহাণ—সমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্' উহ্য, কর্ম 'ধনুঃ'। গ্রহ+লোট্ হি। কৃতপ্রতিজ্ঞো গৃহাণ=কৃতপ্রতিজ্ঞঃ+গৃহাণ (সন্ধি)।

গৌড়াধমজীবিতধ্বস্তয়ে—তাদর্থ্যে চতুর্থী। গৌড়েষু (নির্ধারণে ৭মী) অধমঃ (৭মী তৎপুরুষঃ); তস্য জীবিতম্ (জীবনম্)=গৌড়াধমজীবিতম্ (ষষ্ঠীতৎ); তস্য ধ্বস্তিঃ (ধ্বংসঃ, বিনাশঃ), ষষ্ঠীতৎ, তস্মৈ। জীবিতম্=জীব+ভাবে ক্ত। ধ্বস্তয়ে=ধ্বন্স্+ক্তিন, চতুর্থী একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ মতি শব্দবৎ। বিকল্প=ধ্বস্ত্যৈ।

ধনুঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'গৃহাণ' ক্রিয়ার কর্ম। নহি—অব্যয়, অর্থ 'না'।

অয়ম্—'দুঃখদাহজ্বরঃ' পদের বিশেষণ। নহ্যয়ম্=নহি+অয়ম্।

অরাতিরক্তচন্দনচর্চা-শিশিরোপচারম্—'অন্তরেণ' এই অব্যয় যোগে ২য়া, সূত্র—"প্রত্যনুধিঙ্ নিকষান্তরান্তরেণযাবদ্ভিঃ"। অন্তরেণ অর্থ=ছাড়া, ব্যতিরেকে, ব্যতীত। রক্তবর্ণঃ চন্দনঃ=রক্তচন্দনঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); অথবা রক্তম্ (শোণিতম্) এব চন্দনঃ=রক্তচন্দনঃ (রূপক কর্মধা); অরাতীনাং (শত্রূণাম্) রক্তচন্দনঃ (ষষ্ঠীতৎ); তস্য চর্চা (ষষ্ঠীতৎ); শিশিরঃ (শীতলঃ) উপচারঃ (কর্মধা); অরাতিরক্তচন্দনচর্চারূপঃ শিশিরোপচারঃ (রূপক কর্মধা), তম্। অরাতি শব্দের অর্থ শত্রু। রক্তচন্দন বলিতে শত্রুদের রক্তরূপ চন্দন ও রক্তবর্ণ চন্দন দুই অর্থ ই হইবে। শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন পূজা ও অঙ্গপ্রসাধনে ব্যবহৃত হয়। উপচারঃ=উপ—চর্+ঘঞ্। চর্চা=চর্চ্+অঙ্, আপ্ স্ত্রিয়াম্।

অন্তরেণ—অব্যয়। অর্থ ভিন্ন, ব্যতীত, ছাড়া, ইহার যোগে দ্বিতীয়া হয়।

শাম্যতি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'দুঃখদাহজ্বরঃ'। শম্+লট্ তি।

দেবস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'দুঃখদাহজ্বরঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ।

দুঃখদাহজ্বরঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'শাম্যতি'। দুঃখস্য দাহঃ (ষষ্ঠীতৎ); অথবা দুঃখজনিতঃ দাহঃ=দুঃখদাহঃ (শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্মধা); দুঃখদাহ-প্রধানো জ্বরঃ, দুঃখদাহজ্বরঃ (শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্মধারয়ঃ)।

সুদারুণঃ—'দুঃখদাহজ্বরঃ' পদের বিশেষণ। সু (অতিশয়েন) দারুণঃ= সুদারুণঃ (প্রাদিতৎ)। ইতি—অব্যয়, অর্থ—এই প্রকার বা ইহা।

উক্ত্বা—অসমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'সেনাপতিঃ', কর্ম 'ইতি'। ব্রূ+ ক্ত্বা। ইত্যুক্ত্বা=ইতি+উক্ত্বা।

ব্যরংসীৎ—সমাপিকা অকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'সেনাপতিঃ'। বি—রম্+লুঙ্ দ্। "ব্যাংপরিভ্যোরমঃ"—এই সূত্রানুসারে বি-পূর্বক রম্-ধাতু, পরস্মৈপদী হয়।

বাচ্যান্তর। শ্রুত্বা চ মহাতেজস্বিনা প্রচণ্ডকোপপাবকপরিচীয়মানশোকা-বেগেন সহসৈব প্রজজ্বলে। অবাদি চ (তেন)—গৌড়াধিপম্ অপচার কেন তাদৃশঃ মহাপুরুষঃ তৎক্ষণ এব নির্ব্যাজভুজবীর্যনির্জিতসমস্তরাজকঃ মুক্তশস্ত্রঃ কলসযোনিরিব কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসূতিনা ঈদৃশেন সর্বলোকবিগর্হিতেন মৃত্যুনা শাম্যেত আর্যঃ। নিজগৃহদূষণং জালমার্গপ্রদীপকঃ কজ্জলমিব অতিমলিনং কেবলম্ অযশঃ সঞ্চিতবান্ গৌড়াধমঃ। ইত্যেতৎ অভিদধত এব অস্য পিতৃরপি মিত্রেণ সেনাপতিনা সন্নিধৌ এব সমুপবিষ্টেন সিংহনাদনাম্না স্বরেণৈব দুন্দুভিঘোষগম্ভীরেণ বিজ্ঞাপিতম্—"দেব। দেবভূয়ং গতে নরেন্দ্রে, দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে চ রাজ্য-বর্ধনে বৃত্তে অস্মিন মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায় অধুনা ত্বয়া শেষেণ (ভূয়তে ইতি শেষঃ)। সমাশ্বাস্যন্তাম্ অশরণাঃ প্রজাঃ (ত্বয়া)। ক্ষ্মাপতীনাং শিরঃসু প্রদীয়ন্তাং পাদন্যাসাঃ (ত্বয়া)। অস্মৈব কৃতপ্রতিজ্ঞেন গৃহ্যতাং গৌড়াধমজীবিতধ্বংসয়ে ধনুঃ (ত্বয়া)। নহি অনেন অরাতিরক্তচন্দনচর্চাশিশিরোপচারম্ অন্তরেণ শম্যতে দেবস্য দুঃখদাহজ্বরেণ সুদারুণেন। ইতি উক্ত্বা ব্যরামি (তেন সেনাপতিনা)।

বঙ্গানুবাদ। আর, ইহা (রাজ্যবর্ধনের গৌড়াধিপকর্তৃক হত্যা) শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী হর্ষবর্ধন তাঁহার ভীষণ ক্রোধাগ্নির আবির্ভাববশতঃ শোকাবেগ প্রবর্ধিত হওয়ায় সহসা জ্বলিয়া উঠিলেন অর্থাৎ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি (তখন) বলিলেন—'যজ্ঞাগ্নি হইতে সমুত্থিত ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন কুম্ভযোনি দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়াছিল, তেমনি পাপাচার গৌড়াধিপ ব্যতীত আর কোন্

ব্যক্তি তাদৃশ মহাপুরুষ রাজ্যবর্ধনকে এইরূপ সর্বজননিন্দিত মৃত্যুর দ্বারা নির্বাপিত করিতে পারে? সেই রাজ্যবর্ধন ঠিক সেই মুহূর্তেই আপন অকৃত্রিম বাহুবলের দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন ও (মৃত্যুকালে) অস্ত্রহীন ছিলেন। গবাক্ষপথে অবস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপ যেমন কেবলমাত্র অতিমলিন স্বগৃহের কালিমাজনক কাজল সঞ্চয় করে, তেমনি অধম গৌড়পতি আপন-গৃহের কলঙ্কজনক অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কুকীর্তিই অর্জন করিয়াছেন।' (দেব হর্ষ) যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতারও বন্ধু নিকটেই উপবিষ্ট সিংহনাদ নামক সেনাপতি দুন্দুভিনির্ঘোষের তুল্য গম্ভীর কণ্ঠস্বরেই নিবেদন করিলেন— "মহারাজ! মহারাজ প্রভাকরবর্ধন স্বর্গলাভ করিলে এবং রাজ্যবর্ধনের জীবন দুষ্ট গৌড়রূপী সর্পকর্তৃক বিনাশিত হইলে, আর এই মহা সর্বনাশরূপ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে পৃথিবী ধারণের জন্য শেষনাগ অনন্তের মতো পৃথিবী পালনের জন্য এখন আপনিই অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অসহায় প্রজাদিগকে আশ্বস্ত করুন। নৃপতিদের মস্তকসমূহে পাদস্থাপন করুন। আজই শপথসহকারে অধম গৌড়-রাজের প্রাণবিনাশের নিমিত্ত ধনুঃ ধারণ করুন। মহারাজের এই ভীষণ দুঃখ-দাহজ্বর শত্রুর রক্তচন্দনলেপনরূপ শীতল পরিচর্যা ব্যতীত প্রশমিত হইবে না।" এই বলিয়া বিরত হইলেন (সেনাপতি)।

Trans. And hearing this, the highly spirited Harsa-Vardhana, whose emotion of grief was augmented by his terrific fire of wrath, suddenly flared up. He, then, said—'As Dhristadyumna, who had sprung up from sacrificial fire, killed Drona, springing from a jar; so, who else than the vicious king of Gauda, can possibly extinguish by all-condemned murder the life of that great man (Rajyavardhana), who had just at that moment vanquished all the Kshatriya kings by the genuine valour of his own arms and was weaponless (at the time of his death). As a small lamp, placed in a small hole, only accumulates very dark colyrium, thereby disfiguring the house, so that vile king of Gauda has earned very black infamy, polluting his own abode thereby.' While he (Harsa) was saying thus, the General, who sat close by and happened to be a friend of his father also, bearing the name Sinhanada, submitted in a voice as grave as that of a trumpet called Dundubhi, "Lord, the old king (Prabhakar Vardhana) having rested in Heaven, the

life of Rajyavardhana being taken by the wicked king—cobra of Gauda and a catastrophy having taken place just now, you alone remain to sustain the world as Ses-Naga wields the whole world on his hood. Just cheer up your helpless subjects. Set your foot on the tops of kings. Take a holy oath just to-day and hold your bow for the destruction of the life of the vile king of Gauda. This terrible fever of our lord, generated by the temperature of sorrow, will not surely subside without the application of cold ointment, produced by red sandalpaste-like blood of the enemy." So saying, he stopped.

দেবস্তু হর্ষস্তং……পাতয়াম্যাত্মানম্ ইতি। (অনু-৩)

শব্দার্থ। দেবঃ (মহারাজ) তু (কিন্তু) হর্ষঃ (হর্ষবর্ধন) তম্ (তাঁহাকে অর্থাৎ সেনাপতিকে) প্রত্যবাদীৎ (প্রত্যুত্তরে বলিলেন)—করণীয়ম্ এব (অবশ্যকর্তব্য) ইদম্ (ইহা) অভিহিতম্ (কথিত হইয়াছে) মান্যেন (মাননীয় কর্তৃক) ঈদৃশে (এইরূপ) দুর্জাতে (দুর্দিন) জাতে (দেখা দিলে) জাতামর্ষ-নির্ভরে (উৎপন্ন ক্রোধের বশীভূত) চ (ও) মনসি (চিত্তে, মনে) ন অস্তি (নাই) এব (নিশ্চয়) অবকাশঃ (অবসর) শোকক্রিয়াকরণস্য (শোক প্রকাশের)। শ্রূয়তাম্ (শুনুন) মে (আমার) প্রতিজ্ঞা (শপথ)। 'যদি (যদি) পরিগণিতৈঃ (নির্দিষ্ট) এব বাসরৈঃ (দিনের মধ্যেই) নির্গৌড়াম্ (গৌড়দেশহীনা) ন (না) করোমি (করিতে পারি) মেদিনীম্ (পৃথিবীকে) ততঃ (তাহা হইলে) তনূনপাতি (হুতাশনে, অগ্নিতে) পীতসর্পিষি (ঘৃতাক্ত) পাতয়ামি (নিক্ষেপ করিব) আত্মানম্ (আপনাকে, নিজেকে) ইতি (ইহা)।

সংস্কৃত অর্থ। দেবঃ (মহারাজঃ) তু (কিন্তু) হর্ষঃ (হর্ষবর্ধনঃ) তম্ (পূর্বোক্তং সেনাপতিং সিংহনাদম্) প্রত্যবাদীৎ (প্রত্যুত্তরেণ অবদৎ) করণীয়ম্ এব (অবশ্যমেব কর্তব্যম্, অনুষ্ঠেয়ম্) ইদম্ (উক্তপ্রকারম্) অভিহিতম্ (কথিতম্, উপদিষ্টং বচনমিতি যাবৎ) মান্যেন (মাননীয়েন ভবতা)। ঈদৃশে (এবংবিধে) দুর্জাতে (ব্যসনে বা দুর্দিনে) জাতে (উৎপন্নে সতি), জাতামর্ষ-নির্ভরে (উৎপন্নেন ক্রোধেন অবশে) চ (অপি) মনসি (চিত্তে) নাস্ত্যেব (নৈব-বিদ্যতে) অবকাশঃ (অবসরঃ) শোকক্রিয়াকরণস্য (শোকপ্রকাশস্য)। শ্রূয়তাম্ (আকর্ণ্যতাম্) মে (মম) প্রতিজ্ঞা (শপথঃ)। 'যদি (চেৎ) পরিগণিতৈঃ (নির্দিষ্টৈঃ, পরিমিতৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) বাসরৈঃ (দিবসৈঃ)

নির্গৌড়াম্ (গৌড়দেশহীনাম্) ন (নহি) করোমি (করিষ্যামি) মেদিনীম্ (ধরিত্রীম্) ততঃ (তর্হি) তনূনপাতি (বহ্নৌ, হুতাশনে) পীতসর্পিষি (আজ্যেন প্রজ্বালিতে) পাতয়ামি (পাতয়িষ্যামি), আত্মানম্ (স্বম্ দেহম্) ইতি (বাক্যসমাপ্তৌ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দেবঃ—'হর্ষঃ' পদের বিশেষণ। দিব্ + ঘঞ্। দেবঃ+তু=দেবস্তু।

হর্ষঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'প্রত্যবাদীৎ'।

তম্—কর্মণি ২য়া, 'প্রত্যবাদীৎ' ক্রিয়ার কর্ম। হর্ষঃ+তম্=হর্ষস্তম্।

প্রত্যবাদীৎ—সমাপিকা সকর্মক ক্রিয়া, কর্তা 'হর্ষঃ', কর্ম 'তম্', 'করণীয়ম্' ইত্যাদি বাক্যও। প্রতি-বদ্+লুঙ্ দ্। লঙে—প্রত্যবদৎ।

করণীয়ম্—ইদম্ পদের বিধেয় বিশেষণ। কৃ+অনীয়র (কর্মবাচ্যে)।

ইদম্ - উক্তকর্মণি ১মা। করণীয়মেবেদম্=করণীয়ম্+এব+ইদম্।

অভিহিতম্—উহ্য 'বচনম্'-পদের বিশেষণ। অভি-ধা+ক্ত, কর্মণি।

মান্যেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া, বা 'ভবতা' উহ্য পদের বিশেষণ। মানি (ণিজন্ত) +যৎ, কর্মবাচ্যে, ৩য়া, একবচন।

ঈদৃশে—'দুর্জাতে' পদের বিশেষণ। ইদমিব দৃশ্যতে ইতি ইদম্-দৃশ্+কঞ্।

দুর্জাতে—ভাবে সপ্তমী, দুর্-জন্+ক্ত, ভাবে।

জাতে—'দুর্জাতে' পদের বিশেষণ, জন্+ক্ত, কর্তরি, ৭মী একবচন।

জাতামর্ষনির্ভরে—'মনসি' পদের বিধেয় বিশেষণ। জাতঃ (উৎপন্নঃ) অমর্ষঃ (ক্রোধঃ)=জাতামর্ষঃ (কর্মধা); তেন নির্ভরম্ (অবশম্), ৩য়াতৎ, তস্মিন্। ক্রোধ-পর্যায়ে অমরকোষে বলা হইয়াছে—"কোপক্রোধামর্ষরোষ-প্রতিঘা রুট্‌ক্রুধৌ স্ত্রিয়াম্"; নির্ভর শব্দের অর্থ—অবশ, অতিশয়। নঞ্-মৃষ্+ঘঞ্=অমর্ষঃ (ক্রোধ)। ন—অব্যয়।

মনসি—ভাবে সপ্তমী। মনস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ন—নঞর্থক অব্যয়।

অস্তি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অবকাশঃ'। অস্+লট্ তি। এব—অব্যয়।

অবকাশঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অস্তি'। অব—কাশ্+ঘঞ্ অধিকরণ বাচ্যে। নাস্ত্যেবাবকাশঃ=ন+অস্তি+এব+অবকাশঃ (সন্ধি)।

শোকক্রিয়াকরণস্য—সম্বন্ধ সামান্যে বা শেষে ষষ্ঠী। শোকস্য ক্রিয়া (ষষ্ঠীতৎ), অথবা, শোক এব ক্রিয়া, শোকক্রিয়া (রূপক কর্মধা); শোকক্রিয়ায়া করণম্ (ষষ্ঠীতৎ), তস্য। শোকঃ=শুচ্+ঘঞ্। করণম্—কৃ+লুট্ (অনট্)।

শ্রূয়তাম্—কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ। কর্তা ত্বয়া, শ্রু+কর্মণিবাচ্যে লোট্ তাম্। মে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'প্রতিজ্ঞা' পদের সহিত সম্বন্ধ।

প্রতিজ্ঞা—উক্তকর্মণি প্রতিজ্ঞা। প্রতি—জ্ঞা+অঙ্, আপ্। যদি—অব্যয়।

পরিগণিতৈঃ—'বাসরৈঃ' পদের বিশেষণ। পরি—গণ্ (চুরাদি)+ক্ত, কর্মণি, তয়া বহুবচন। এব—অব্যয়। পরিগণিতৈরেব=পরিগণিতৈঃ+এব।

বাসরৈঃ—অপবর্গে তৃতীয়া। ক্রিয়া সমাপ্ত ও ফলপ্রাপ্ত বুঝাইলে অপবর্গ হয় এবং অপবর্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। অর্থাৎ কয়েক দিনের মধ্যেই হর্ষবর্ধন গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়া গৌড়াধিপকে উচ্ছেদ করিবেন, ইহাই প্রতিজ্ঞা।

নির্গৌড়াম্—'মেদিনীম্' পদের বিশেষণ। নির্গতাঃ গৌড়াঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহিঃ), তাম্। ন—নঞর্থক অব্যয়।

করোমি—সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্', কর্ম 'মেদিনীম্'। কৃ+লট্ মি। ভবিষ্যৎ সামীপ্যে লট্। করিষ্যামি ইত্যর্থঃ।

মেদিনীম্—কর্মণি ২য়া, 'করোমি' ক্রিয়ার কর্ম। মেদ+ইন্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মধুকৈটভদৈত্য-বধের পর তাহাদের দেহের বিপুল মেদের দ্বারা পৃথিবী বর্ধিত হইয়াছিল। এজন্য পৃথিবীর এক নাম 'মেদিনী'। ততঃ—অব্যয়।

তনূনপাতি—অধিকরণে সপ্তমী। তনূনপাৎ শব্দ, অর্থ অগ্নি, সপ্তমীর একবচনে তনূনপাতি। ততস্তনূনপাতি=ততঃ+তনূনপাতি।

পীতসর্পিষি—'তনূনপাতি' পদের বিশেষণ। পীতং সর্পিঃ (ঘৃতম্) যেন (বহুব্রীহিঃ), তস্মিন্। ঘৃতভর্পিতে ইত্যর্থঃ। পীতম্=পা+ক্ত, কর্মণি।

পাতয়ামি—সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্' উহ্য, কর্ম 'আত্মানম্'। পত্+ণিচ্+লট্ মি, ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে লট্। পাতয়িষ্যামি ইত্যর্থঃ।

আত্মানম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'পাতয়ামি' ক্রিয়ার কর্ম।

বাচ্যান্তর। দেবেন তু হর্ষেণ স প্রত্যবাদি করণীয়েন এব অনেন (ভূয়তে) অভিহিতেন মান্যেন, অথবা করিষ্যামেব ইদম্ অভিহিতং মান্যেন। ঈদৃশে দুর্জাতে জাতে জাতামর্ষান্তরে চ মনসি ন ভূয়তে এব অবকাশেন শোক-ক্রিয়াকরণস্য। শৃণু মে প্রতিজ্ঞাম্। যদি পরিগণিতৈরেব বাসরৈঃ নির্গৌড়া ন ক্রিয়তে (ময়া) মেদিনী, ততঃ তনূনপাতি পীতসর্পিষি পাত্যতে আত্মা (ময়া ইতি শেষঃ) ইতি।

বঙ্গানুবাদ। মহারাজ হর্ষবর্ধন তাঁহাকে (সেনাপতি সিংহনাদকে) প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"মাননীয় আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার অবশ্যই

করা উচিত। এইরূপ (ভ্রাতৃমৃত্যুরূপ) বিপদ্ যখন উপস্থিত হইয়াছে এবং মনও ক্রোধভরে অবশ হইয়াছে, তখন শোক প্রকাশের কোনই অবকাশ নাই। আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক দিবসের মধ্যে পৃথিবীকে গৌড়হীনা করিতে না পারি, তাহা হইলে ঘৃতসিক্ত হুতাশনে আত্মাহুতি দিব।"

Trans. Lord Harsa told him in reply—"I must do what your honour has kindly instructed me. When such a calamity has befallen and when my mind has been swayed by excessive wrath, there is surely no scope for demonstrating the acts of grief. Please do hear my promise. If I can not rid the world of Gauda in the coorse of a few days, I shall cast myself in fire; inflamed by clarified butter."

প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। 'হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা'-নামকরণের সার্থকতা দেখাও।

উত্তর। সূচনার প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। তা ছাড়া, বস্তু-সংক্ষেপ ও নামকরণের সার্থকতা-অনুচ্ছেদটিও দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২। 'হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা' গদ্যনিবন্ধটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর। ভূমিকার শেষে 'বস্তু-সংক্ষেপ' দেখ।

প্রশ্ন ৩। অনুবাদ কর (Translate):

(ক)	আস্থানগতশ্চ·· ········ দদর্শ।	(পঙ্ক্তি ১—৫)
(খ)	দৃষ্ট্বা চ·· ···ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ।	(,, ৫—৯)
(গ)	শ্রুত্বা চ········ ···গৌড়াধমেন।	(,, ১০—১৫)
(ঘ)	দেবভূয়ম্······ইত্যুক্ত্বা ব্যরংসীৎ।	(,, ১৯—২৩)
(ঙ)	ঈদৃশে তুর্জাতে······পাতয়াম্যাত্মানমিতি।	(,, ২৫—২৮)

উত্তর। যথাস্থানে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখ (Name and expound the samasas of) :

(১) জীবনধারণলজ্জয়া (২) বৃদ্ধদশবারম্ (প্রশ্ন ৩ ক-তে)। (৩) দারুণাপ্রিয়শ্রবণসময়ে (৪) হেলানির্জিতমালবানীকম্ (৫) মিথ্যোপচাররচিতবিশ্বাসম্ (খ-তে)। (৬) গৌড়াধিপম্ (৭) কৃষ্ণবর্ত্মপ্রসৃতিঃ (৮) সর্বলোকবিগর্হিতেন

(৯) নিজগৃহদূষণম্ (১০) জালমার্গপ্রদীপেন (গ-তে) (১১) গৌড়াধম-জীবিতধ্বস্তয়ে (১২) দুঃখদাহজ্বর (ঘ-তে)। (১৩) জাতামর্ষনির্ভরে (১৪) শোকক্রিয়াকরণস্য (ঙ-তে)।

প্রশ্ন ৫। বিভক্তির কারণ নির্দেশ কর (Account for the case endings):

(১) জীবনধারণলজ্জয়া (প্রশ্ন ৩ ক-তে)। (২) চক্ষুষি, হৃদয়ে, অঙ্গেষু (৩) তস্মাৎ (খ-তে)। (৪) নরেন্দ্রে, রাজ্যবর্ধনে (৫) ধরণীধারণায় (ঘ-তে) (৬) দুর্জাতে (৭) বাসরৈঃ (ঙ-তে)।

প্রশ্ন ৬। প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর (Derive):

(১) অনুগম্যমানম (২) প্রবিশন্তম্ (প্রশ্ন ৩ ক-তে)। (৩) অগৃহীত (৪) অশ্রৌষীৎ (খ-তে)। (৫) প্রজজ্বাল (৬) অপহায় (৭) শময়েৎ (গ-তে) (৮) সমাশ্বাসয় (৯) বারংসীৎ (ঘ-তে) (১০) পরিগণিতৈঃ (১১) পাতয়ামি (ঙ-তে)।

Ans. প্রশ্ন ৪, ৫, ৬-এর উত্তর ভিতরে ব্যাকরণ পদটীকাতে দেখ।

প্রশ্ন ৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর (Disjoin the Sandhis):

সহসৈব—(সহসা+এব)। লোকেনানুগম্যমানম্—(লোকেন+অনুগম্যমানম্)। লজ্জয়েব—(লজ্জয়া+ইব)। জাতাশঙ্কশ্চক্ষুষি—(জাতাশঙ্কঃ+চক্ষুষি)। সর্বেষ্বঙ্গেষু—(সর্বেষু+অঙ্গেষু)। তস্মাচ্চ—(তস্মাৎ+চ)। স্বভবন এব—(স্বভবনে+এব)। কস্তাদৃশম্—(কঃ+তাদৃশম্)। তৎক্ষণ এব (তৎক্ষণে+এব)। ইত্যেতদভিদধত এব—(ইতি+এতৎ+অভিদধতঃ+এব)। পিতুরপি—(পিতুঃ+অপি)। সন্নিধাবেব—(সন্নিধৌ+এব)। স্মরেণৈব—(স্মরেণ+এব)। নাস্ত্যেবাবকাশঃ—(ন+অস্তি+এব+অবকাশঃ)।

প্রশ্ন ৮। সংস্কৃত প্রতিশব্দ দাও (Give Sanskrit Equivalents):

আস্থানগতঃ (রাজসভাপ্রবিষ্টঃ)। বিষণ্ণবদনেন (ম্লানমুখেন)। পটেন (বস্ত্রেণ)। প্রাবৃতবপুষম্ (আচ্ছাদিতশরীরম্)। স্বামিব্যসনম্ (প্রভুবিপদম্)। বিজ্ঞাপয়ন্তম্ (নিবেদয়ন্তম্)। দদর্শ (আলোকয়ামাস)। শ্বসিতেন (দীর্ঘশ্বাসেন)। উৎসঙ্গে (ক্রোড়দেশে)। সমমিব (যুগপদিব)। মুক্তশস্ত্রম্ (নিরস্ত্রম্)। একাকিনম্ (অসহায়ম্) ব্যাপাদিতম্ (নিহতম্)। অশ্রৌষীৎ (শ্রুতবান্)। অপহায় (বর্জয়িত্বা) শময়েৎ (নির্বাপয়েৎ,

হন্নাৎ)। দেবভূয়ম্ (দেবত্বম্)। ধরণীধারণায় (পৃথিবীপালনায়, পৃথিবী-ধারণায় চ)। কৃতপ্রতিজ্ঞঃ (গৃহীতশপথঃ)। পরিগণিতৈঃ (নির্দিষ্টৈঃ)। বাসরৈঃ (দিবসৈঃ)। তনূনপাৎ (অগ্নিঃ)।

প্রশ্ন ৯। "কলসযোনিমিব কৃষ্ণবর্ত্মপ্রশস্তিরীদৃশেন সর্বলোকবিগর্হিতেন মৃত্যুনা শময়েদার্যম্"—উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে যে পুরাকাহিনী নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত কর। (Unfold the allusion contained in the above statement.)

উত্তর। এই গদ্য নিবন্ধটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পদটীকাতে দেখ।

প্রশ্ন ১০। ব্যাখ্যা কর : "দৃষ্ট্বা চ·········অগৃহ্যত লোকপালৈঃ।"

উত্তর। মহাকবি বাণভট্টরচিত 'হর্ষচরিতম্'-নামক গদ্যকাব্যের অন্তর্গত 'হর্ষবর্ধনস্য প্রতিজ্ঞা'-নামে গদ্যনিবন্ধে এই বাক্যটি স্থান পাইয়াছে। এখানে কবি বলিতেছেন যে, কুন্তলনামক অশ্বারোহী দূতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এবং তাহাকে অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জন ইত্যাদি করিতে দেখিয়া, যুদ্ধজয়ের জন্য নির্গত জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের কুশল-বিষয়ে হর্ষবর্ধন সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। মহাকবি বাণভট্ট তাহার স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের অর্থাৎ দ্ব্যর্থক পদসমষ্টির সাহায্যে হর্ষবর্ধনের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ হইতেছে :—দেখিতে দেখিতে তাহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মুখচন্দ্র দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা ক্লিষ্ট হইল। হৃদয়ে হতাশা জাগিয়া উঠিল। তিনি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন এবং সর্বাঙ্গ লোকপালগণ অধিকার করিলেন। অন্য প্রকার হইতেছে যে, তাঁহার চক্ষু গ্রহণ করিলেন জলাধিপতি বরুণ, মুখ গ্রহণ করিলেন পবন, হৃদয় গ্রহণ করিলেন অগ্নি, ক্রোড়দেশ ধরিত্রী এবং সর্বাঙ্গ লোকপালগণ। মনুসংহিতার বলা হইয়াছে—"অষ্টাভিশ্চ দিগীশানাং মাত্রাভি-র্নির্মিতো নৃপঃ"—অর্থাৎ রাজার শরীর অষ্টদিক্‌পালের তেজঃ পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এখানে লোকপালগণ হর্ষকে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিলেন, অর্থ দুঃখে তাঁহার শরীর যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছিল; লোকপালগণ তাহা একত্রে ধারণ করিয়া থাকাতেই দেহ ভাঙিয়া পড়িল না। ইহা দুঃখপ্রকাশের অতিশয়োক্তি অলংকার।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

দেবাসুরমনুষ্যাণাং কর্তব্যনির্ণয়ঃ

ভূমিকাঃ আসমুদ্র বিস্তৃত বিপুল হিন্দুসভ্যতা ও কৃষ্টি মূলতঃ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ বেদের যুগকে যতই অর্বাচীন (নবীন) বলিয়া স্থির করুন না কেন, বেদ যে যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বকালীন —এ সম্বন্ধে এখন বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ নাই। হিন্দু বিশ্বাস মতে বেদ অপৌরুষেয়,—কোন মানববিশেষের রচিত নহে। বেদ অর্থে সনাতন সত্য জ্ঞান; যুগে যুগে ঋষিগণ তাঁহাদের সুগভীর তপস্যার দ্বারা ওই সনাতন সত্যকে উপলব্ধি করিয়া দর্শন করিয়াছেন মাত্র। অতি প্রাচীন যুগে বেদ ছিল অবিভক্ত মন্ত্ররাশি। কিন্তু কালক্রমে মানবের মেধাবুদ্ধির হ্রাস পরিলক্ষিত হওয়ায় মহামনীষী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ওই বিপুল মন্ত্ররাশিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া "ব্যাস" আখ্যা লাভ করেন। এই বেদবিভাগ ঘটিয়াছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্বেই—অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দেড় হাজার বৎসরেরও পূর্বে। এই চতুর্ধা বেদ আবার কালক্রমে বহু বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। কালপর্যায়ক্রমে আর্যগণের বসতি সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়া এই প্রকার শাখাভেদের অন্যতম কারণ।

এই বেদ আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মন্ত্র বা সংহিতা অংশ পদ্যময়,—বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিপূর্ণ। যে সকল যজ্ঞে ওই মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইত, সেই যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি, যজ্ঞবেদীর বিভিন্ন প্রকারের গঠনকৌশল, যজ্ঞানুষ্ঠানের কালাকাল নির্ণয় প্রভৃতি আলোচিত আছে 'ব্রাহ্মণ' অংশে; এই অংশ মুখ্যতঃ গদ্যময়। এই সকল ব্রাহ্মণের শেষ অংশ সমূহ সাধারণতঃ অরণ্যে অধীত হইত বলিয়া উহাদের নাম আরণ্যক; এই সকল আরণ্যকের আবার শেষ অংশগুলির নাম উপনিষদ্। এই সকল উপনিষদের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ও ব্রহ্মজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে যে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে, আজ পর্যন্তও সমগ্র মানবজাতির তত্ত্বচিন্তা তাহা হইতে একচুলও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

প্রত্যেক শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের নিজস্ব এক একটি ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ছিল। এইভাবে এক একটি বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট একাধিক উপনিষদের নাম পাওয়া যায়।

যজুর্বেদ বেদচতুষ্টয়ের অন্যতম। শুক্ল ও কৃষ্ণ নামে এই যজুর্বেদ দ্বিধা বিভক্ত। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তিনখানি প্রসিদ্ধ উপনিষৎ—তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর। শুক্ল যজুর্বেদের দুইখানি উপনিষৎ—বৃহদারণ্যক ও ঈশ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্খানি কাণ্বশাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায়—এই ছয়টি অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। এই উপনিষদ্খানির নামকরণ সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই উপনিষদ্খানি অরণ্যমধ্যে পঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক, আবার ইহা পরিমাণে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বৃহদারণ্যক। চারিটি বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যতগুলি উপনিষদ্ আছে, এইখানি তাহাদের সকলের মধ্যে আয়তনে ও অর্থ-গৌরবে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব ইহার নামকরণটি সার্থক হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য উপাখ্যানটি এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।

প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবতা, মানুষ ও অসুর। আপন আপন কর্তব্য কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা তিনজনেই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক প্রজাপতির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি একটি মাত্র শব্দ "দ" উচ্চারণ করিলেন। তাহা হইতেই তিনজনে তিন প্রকার অর্থ বুঝিয়া আপনাদের কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সুতরাং "দেবাসুরমনুষ্যাণাং কর্তব্যনির্ণয়ঃ" নামকরণটিও ঠিকই হইয়াছে।

বিষয়বস্তুসংক্ষেপ।—প্রজাপতির তিন সন্তান—দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির উপদেশার্থী হইয়া শিষ্যের ন্যায় বাস করিলেন। দেবগণ প্রজাপতির নিকট নিবেদন করিলেন—"আমাদিগকে বলুন।" প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"দ; বুঝিলে ত?" দেবগণ বলিলেন—"বুঝিয়াছি। আপনি 'দমন কর' এই কথা বলিয়াছেন ত?" প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ, বুঝিয়াছ।"

তাহার পর (অবশ্য কিছুকাল পরে) মনুষ্যগণ বলিলেন—"আমাদিগকে বলুন।" প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলে—"দ; বুঝিলে ত?" মনুষ্যগণ

বলিলেন—"বুঝিয়াছি। আপনি ত 'দান কর' এই কথা বলিয়াছেন ?" প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ বুঝিয়াছ।"

অনন্তর অসুরগণ তাঁহাকে বলিলেন—"আমাদিগকে বলুন।" প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"দ ; বুঝিয়াছ ত ?" অসুরগণ বলিলেন—"বুঝিয়াছি। আপনি 'দয়া করুন' এই কথা বলিয়াছেন ত ?" প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ, বুঝিয়াছ।"

এইজন্যই সেই প্রজাপতির উচ্চারিত শব্দটির অনুকরণ করিয়া মেঘমণ্ডলে দৈববাণী প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে—দ-দ-দ অর্থাৎ দমন কর, দান কর, দয়া কর। অতএব দমন, দান ও দয়া—এই তিনটিই মানুষের শিক্ষা করা উচিত।

দেবাসুরমনুষ্যাণাং কর্তব্যনির্ণয়ঃ

ব্যাকরণ। দেবাসুরমনুষ্যাণাম্—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ৬ষ্ঠী। দেবাশ্চ অসুরাশ্চ মনুষ্যাশ্চ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব) তেষাম্। দিব্ + অণ্ = দেব। ন সুরাঃ = অসুরাঃ (নঞ্‌ তৎ)। মনু + অপত্যার্থে যঞ্ ; ষ্ আগম = মনুষ্য। (মনুষ্যাণাং এর শেষ 'ন'টি 'ণ' হইবে ; পুস্তকে ভুল করিয়া 'ন' ছাপা আছে।)

কর্তব্যনির্ণয়ঃ—অভিধেয়মাত্রে ১মা। কর্তব্যানাং নির্ণয়ঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। কৃ + তব্য = কর্তব্য। নির্—নী + অল্ = নির্ণয়ঃ। এই "অল্" প্রত্যয় যোগে— দেবাসুরমনুষ্যাণাম্ কৃদ ৬ষ্ঠী হইয়াছে।

অনুবাদ। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের আপন আপন কর্তব্য স্থির করা।

Trans. Ascertaining of duties by the gods, the demons and the men.

ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ............ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি। (১ম অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। ঊষুঃ + দেবাঃ + মনুষ্যাঃ + অসুরাঃ। দেবাঃ উচুঃ + ব্রবীতু। নঃ + ভবান্। তেভ্যঃ + হ + এতৎ + অক্ষরম্। দঃ + ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম + ইতি। হ + উচুঃ + দাম্যত। নঃ + আত্থ + ইতি। ওম্ + ইতি। হ + উবাচ। ব্যজ্ঞাসিষ্ট + ইতি।

শব্দার্থ। ত্রয়াঃ (তিনটি) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তান) প্রজাপতৌ পিতরি (পিতা প্রজাপতির সমীপে) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচারীর ব্রত পালনপূর্বক) ঊষুঃ (বাস করিয়াছিলেন)—দেবাঃ (দেবগণ), মনুষ্যাঃ (মানুষগণ) অসুরাঃ

(অসুরগণ)। উষিত্বা ব্রহ্মচর্যং (ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ) উচুঃ (বলিলেন)—ব্রবীতু (বলুন, উপদেশ দিন) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) ইতি। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) হ এতৎ অক্ষরম্ (এই অক্ষরটি) উবাচ (প্রজাপতি বলিলেন)—দঃ ইতি (দ—এই শব্দটি). ব্যজ্ঞাসিষ্টা (তোমরা বুঝিয়াছ ত) ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম ইতি (হাঁ, আমরা বুঝিয়াছি এই কথা) হ উচুঃ (দেবগণ বলিলেন) দাম্যত (তোমরা দমন কর) ইতি (এই কথা) নঃ (আমাদিগকে) আত্থ (আপনি বলিয়াছেন) ইতি। ওম্ (হাঁ) ইতি হ উবাচ (প্রজাপতি বলিলেন) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (তোমরা বুঝিয়াছ) ইতি।

সংস্কৃত অর্থ। ত্রয়াঃ (ত্রয়ঃ) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতেঃ অপত্যানি) প্রজাপতৌ পিতরি (পিতুঃ প্রজাপতেঃ সমীপে) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচারিরূপেণ) উষুঃ (অবসন্)। [তেষু] দেবাঃ (সুরাঃ) ব্রহ্মচর্যম্ উষিত্বা (ব্রহ্মচারিরূপেণ বাসং কৃত্বা) উচুঃ (প্রজাপতিম্ অবদন্)—ভবান্ (প্রজাপতিঃ ইত্যর্থঃ) নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু (উপদেশং বদতু) ইতি। তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) এতৎ অক্ষরং (বর্ণম্) উবাচ (অবদৎ)—দঃ ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্টা (কিং জ্ঞাতবন্তঃ যূয়ম্ ; প্রজাপতিঃ তান্ দেবান্ জিজ্ঞাসিতবান্ ইত্যর্থঃ) ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম (নিশ্চয়েন অজ্ঞাসিষ্ম বয়ম্) ইতি হ উচুঃ (অবদন্ দেবাঃ) দাম্যত (দান্তগুণযুক্তাঃ ভবত যূয়ম্) ইতি (এবং) নঃ (অস্মান্) আত্থ ([illegible]) ইতি। ওম্ (বাঢ়ম্) ইতি হ উবাচ (অবদৎ প্রজাপতিঃ [illegible] স্বষ্ঠু [illegible] যূয়ং দেবাঃ) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ত্রয়াঃ—'প্রাজাপত্যাঃ' পদের [illegible]। আ-কারঃ ছান্দসঃ। ত্রয়াঃ-তে আকার বৈদিক ছন্দের জন্য প্রয়োগ হইয়াছে, লৌকিক সংস্কৃতে ব্যাকরণসঙ্গত পদ ত্রয়ঃ।

প্রাজাপত্যাঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'উষুঃ'। প্রজানাং পতিঃ=প্রজাপতিঃ (ষষ্ঠীতৎ)। প্রজাপতি+অপত্যার্থে ষ্য প্রাজাপত্যঃ। প্রজাপতি অর্থ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। সকল প্রাণীই তাঁহার সন্তান। অতএব প্রাজাপত্যঃ বলিতে যে কোন প্রাণীকেই বুঝাইতে পারে। প্রজাপতি শব্দের রূপ মুনি শব্দের ন্যায় হইবে।

প্রজাপতৌ—সামীপ্যাধিকরণে ৭মী। প্রজানাং পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মিন্।

পিতরি—'প্রজাপতৌ' পদের পরিচায়ক পদ। পিতৃ+৭মী ১ বচন।

ব্রহ্মচর্যম্—কর্মণি ২য়া। 'ঊষুঃ' ক্রিয়ার কর্ম। 'বস্' ধাতু অকর্মক ; কিন্তু ক্রিয়াবিশেষণ অর্থে 'ব্রহ্মচর্য' পদের কর্মত্ব বিবক্ষায় ২য়া। ব্রহ্মণ্—চর্+য।

ঊষুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'প্রাজাপত্যাঃ'। বস্+লিট্ উস্।

দেবাঃ—'প্রাজাপত্যাঃ' পদের পরিচায়ক পদ। দেবতাকে অনেকে ঈশ্বররূপে ভাবেন, কিন্তু ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। তিনিই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের ন্যায় দেবতাও তাঁহার এক সৃষ্টি।

মনুষ্যাঃ—'প্রাজাপত্যাঃ' পদের পরিচায়ক পদ।

অসুরাঃ—'প্রাজাপত্যাঃ' পদের পরিচায়ক পদ।

উষিত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। বস্+ক্ত্বাচ্।

ব্রহ্মচর্যম্—কর্মণি ২য়া। ব্রহ্ম—চর্+য।

দেবাঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'ঊচুঃ'।

ঊচুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দেবাঃ'। বচ্+লিট্ উস্।

ব্রবীতু—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ভবান্'। ব্রূ+লোট্ তু।

নঃ—গৌণ কর্মণি ২য়া। বিকল্প=অস্মান্।

ভবান্—কর্তরি ১মা। যাহার সঙ্গে কথা বলা যায়, সে মধ্যম পুরুষ—যুষ্মদ্ শব্দ ; কিন্তু তিনি মাননীয় ব্যক্তি হইলে তাঁহার জন্য 'ভবৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই 'ভবৎ' শব্দ কিন্তু প্রথম পুরুষ। ইতি—অব্যয়।

তেভ্যঃ—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী।

হ—অব্যয়, বাক্যালংকার। শুধু বৈদিক সাহিত্যেই এই অব্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। হ+এতদ্=হৈতদ্ (সন্ধি)।

এতৎ—'অক্ষরম্' পদের বিণ। অক্ষরম্—কর্মণি ২য়া।

উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া, ব্রূ+লিট্ অ। কর্তা 'প্রজাপতিঃ' বন্ধনী মধ্যে স্থিত। দঃ—'ইতি' অব্যয় যোগে ১মা।

ব্যজ্ঞাসিষ্টা—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য। বৈদিক সাহিত্যে যে-কোনও কালের অর্থে লুঙ্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। লুঙে 'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' হয়। শেষের আকারটি বৈদিক প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য।

ব্যজ্ঞাসিষ্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ম। কর্তা 'বয়ম্' উহ্য।

ঊচুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লিট্ উস্। কর্তা 'দেবাঃ'।

দাম্যত—সমাপিকা ক্রিয়া। দম্+লোট্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য। দম্ ধাতুর অর্থ দমন করা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইন্দ্রিয়দমন অর্থ আছে।

প্রজাপতি অবশ্য 'দমন কর' বলেন নাই ; তিনি শুধু 'দঃ' বলিয়াছেন ; 'দ' দিয়া দমন, দান ও দয়া তিনটি ক্রিয়াই আরম্ভ, দেব, মানব ও অসুর প্রত্যেকে যে যাহার নিজ প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ করিয়াছিলেন।

নঃ—কর্মণি ২য়া। পক্ষে=অস্মান্। অস্মদ্+২য়া বহুবঃ।

আত্থ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লট্ সি। বৈকল্পিক প্রয়োগ। পক্ষে= ব্রবীষি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। একই ব্যক্তিকে একবার ভবান্, একবার ত্বম্ বলার রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। আত্থ+ইতি=আত্থেতি (সন্ধি)।

ওম্—অব্যয়। ওম অর্থে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বুঝায়। ইহা একমাত্র ব্রাহ্মণদের পক্ষেই উচ্চারণ করার নিয়ম। এখানে ইহা 'স্বীকার' অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থ হ্যাঁ, তাই। সুতরাং সকলের পক্ষেই উচ্চার্য।

উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লিট্ অ। ইতি, হ—অব্যয়।

হ+উবাচ=হোবাচ (সন্ধি)।

ব্যজ্ঞাসিষ্ট—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ত ; কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য।

বাচ্যান্তর। ত্রিভিঃ প্রাজাপত্যৈঃ......ব্রহ্মচর্যম্ (১মা) উষে দেবৈঃ মনুষ্যৈঃ অসুরৈঃ। ......দেবৈঃ উচে ব্রূয়ামহৈ বয়ং ভবতা...। ...এতদ্ অক্ষরং (১মা) [প্রজাপতিনা] উচে—...... ব্যজ্ঞাসি (যুষ্মাভিঃ)...। ব্যজ্ঞাসি (অস্মাভিঃ) ...[দেবৈঃ].. উচে—দাম্যস্তাম্ [ইন্দ্রিয়াণি (১মা)]...বয়ং ব্রূয়ামহে (ত্বয়া) ...। [প্রজাপতিনা]...... উচে, ব্যজ্ঞাসি (যুষ্মাভিঃ)...।

অনুবাদ। প্রজাপতির তিনটি অপত্য বা সন্তান পিতা প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক বাস করিলেন—দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ। ব্রহ্মচর্য-পূর্বক বাস করিয়া দেবগণ বলিলেন—"আপনি আমাদিগকে বলুন অর্থাৎ উপদেশ দিন।" তাঁহাদিগকে প্রজাপতি একটি অক্ষর বলিলেন 'দ ; বুঝিয়াছ কি ?" দেবগণ বলিলেন—"বুঝিয়াছি ; আপনি বলিয়াছেন—(ইন্দ্রিয়গণকে) দমন কর।" প্রজাপতি বলেলেন—"হাঁ, বুঝিয়াছ।"

Trans. The three off-springs of Prajapati—the gods, the men and the demons—stayed, practising brahmacharya, near their father Prajapati. Living (for some time) in brahmachrya, the gods said—"Please tell us."! To them Prajapati uttered one letter "Da" and asked, "Have you understood ?" The gods said—"We have ; you have asked us to restrain". Prajapati said, "Yes. you have understood."

অথ হৈনং মনুষ্যাঃ ····ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি। (২য় অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। হ+এনম্। মনুষ্যাঃ+উচুঃ+ব্রবীতু। নঃ+ভবান্+ইতি। তেভ্যঃ+হ+এতৎ+এব+অক্ষরম্। দঃ+ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম+ইতি। হ+উচুঃ+দত্ত+ইতি। নঃ+আথ+ইতি। ওম্+ইতি। হ+উবাচ। ব্যজ্ঞাসিষ্ট+ইতি।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) হ (বাক্যালংকারে) এনং (ইহাকে) **মনুষ্যাঃ** (মানুষেরা) **উচুঃ** (বলিলেন)—ব্রবীতু (বলুন) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) ইতি। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) হ এতৎ এব অক্ষরম্ (এই অক্ষরটিই) উবাচ (বলিলেন) দঃ ইতি (দ—এই অক্ষরটি) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (বুঝিয়াছ ত) ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম (বুঝিয়াছি) ইতি হ উচুঃ (বলিলেন—মনুষ্যগণ) দত্ত ইতি (দান কর এই কথা) নঃ আথ (আমাদিগকে বলিয়াছেন) ইতি। ওম্ ইতি (হাঁ—এই কথাটি) হ উবাচ (বলিলেন—প্রজাপতি) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (বুঝিয়াছ) ইতি।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরম্) হ এনম্ (প্রজাপতিম্) মনুষ্যাঃ (মানুষাঃ) উচুঃ (অবদন্)—ব্রবীতু (কথয়তু) নঃ (অস্মান্) ভবান্ ইতি। তেভ্যঃ (মনুষ্যেভ্যঃ) হ এতৎ এব অক্ষরম্ (তম্ এব বর্ণম্) উবাচ (অব্রবীৎ)—দঃ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্ট (বুবাধ্বে যূয়ম্)। ব্যজ্ঞাসিষ্ম (জানীমহে বয়ম্) ইতি হ উচুঃ (অবদন্) দত্ত (যচ্ছত যূয়ম্) ইতি। ওম্ (বাঢ়ম্) ইতি হ উবাচ (অবদৎ প্রজাপতিঃ) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (জানীথ যূয়ম্) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অথ—অব্যয়। হ—বৈদিক অব্যয়। হ+এনম্=হৈনম্।

এনম্—কর্মণি ২য়া। অন্বাদেশ অর্থাৎ পুনরুক্তি হওয়ায় এতদ্ শব্দের ২য়ার একবচনে 'এনম্' আদেশ হইয়াছে।

মনুষ্যাঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'উচুঃ'।

উচুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'মনুষ্যাঃ'। ব্রূ+লিট্ উস্।

ব্রবীতু—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ভবান্'। ব্রূ+লোট্ তু।

নঃ—কর্মণি ২য়া। পক্ষে=অস্মান্।

ভবান্—কর্তরি ১মা। ভূ+ডবতু। ভবৎ শব্দ শ্রীমৎ শব্দের মত।

তেভ্যঃ—ক্রিয়া যোগে ৪র্থী। এতৎ—'অক্ষরম্' পদের বিণ। এব—অব্যয়।

অক্ষরম্—কর্মণি ২য়া উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লিট্ অ।

দঃ—'ইতি' অব্যয় যোগে ১মা। ইতি—অব্যয়।

ব্যজ্ঞাসিষ্টা—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ত। লৌকিক সংস্কৃতে 'ব্যজ্ঞাসিষ্ট' স্থলে বৈদিক প্রয়োগ 'ব্যজ্ঞাসিষ্টা'।

ব্যজ্ঞাসিষ্ম—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'বয়ম্' উহ্য। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ম।

উচুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লিট্ উস্। কর্তা 'মনুষ্যাঃ'।

দত্ত—সমাপিকা ক্রিয়া। দা+লোট্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য। 'দা' ধাতুর অর্থ দান করা; মনুষ্যগণ আপন প্রকৃতি অনুযায়ী দ অর্থে 'দানকরা' বুঝিলেন।

নঃ—কর্মণি ২য়া। পক্ষে—অস্মান্।

আত্থ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লট্ সি। কর্তা—'ত্বম্' উহ্য।

ওম্—অব্যয়, স্বীকারবাচক। উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+লিট্ অ।

ব্যজ্ঞাসিষ্ট—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য।

বাচ্যান্তর। ……এষঃ মনুষ্যৈঃ উচে—ব্রূয়ামহৈ বয়ম্ ভবতা…।… এতদ্…অক্ষরম্ (১মা) [প্রজাপতিনা] উচে……ব্যজ্ঞাসি (যুষ্মাভিঃ)… ব্যজ্ঞাসি (অস্মাভিঃ)…[মনুষ্যৈঃ]…দীয়তাম্…বয়ং ব্রূয়ামহে (ত্বয়া)…। [প্রজাপতিনা]……উচে ব্যজ্ঞাসি (যুষ্মাভিঃ)…।

অনুবাদ। তারপর মনুষ্যগণ তাঁহাকে বলিলেন—"আমাদিগকে আপনি বলুন অর্থাৎ উপদেশ দিন।" তাঁহাদিগকেও প্রজাপতি সেই একটি অক্ষরই বলিলেন—"দ; বুঝিয়াছ ত?" মনুষ্যেরা বলিলেন—"বুঝিয়াছি। আপনি 'দান কর' এই কথাই ত বলিয়াছেন।" প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ; বুঝিয়াছ।"

Trans. Then the men said unto him—"Please tell us. To them Prajapati uttered that very letter "Da" and said—"Have you understood? The men replied—"We have; you have said 'Be charitable'." Prajapati said—"Yes, you have understood."

অথ হৈনমসুরা……ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি। (৩য় অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। হ+এনম্+অসুরাঃ+উচুঃ+ব্রবীতু। নঃ+ভবান্+ইতি। তেভ্যঃ+হ+এতৎ+এব+অক্ষরম্। দঃ+ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্টা+ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম+ইতি। হ+উচুঃ+দয়ধ্বম্+ইতি। নঃ+আত্থ+ইতি। ওম্+ইতি। হ+উবাচ। ব্যজ্ঞাসিষ্ট+ইতি।

শব্দার্থ। অথ (তারপরে) হ এনং (ইঁহাকে) অসুরাঃ (**অসুরগণ**) উচুঃ (বলিলেন)—ব্রবীতু (বলুন) নঃ (আমাদিগকে) ভবান্ (আপনি) ইতি। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) হ এতদ্ এব অক্ষরম্ (এই অক্ষরটিই) উবাচ (প্রজাপতি বলিলেন)—দঃ ইতি (দ—এই অক্ষরটি) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (বুঝিলে ত) ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম (বুঝিয়াছি) ইতি হ (এই কথা) উচুঃ (অসুরগণ বলিলেন) —দয়ধ্বম্ (দয়া কর) ইতি নঃ (আমাদিগকে এই কথা) আত্থ (বলিয়াছেন. আপনি) ইতি। ওম্ (হাঁ) ইতি হ উবাচ (প্রজাপতি এই কথা বলিলেন) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (বুঝিয়াছ) ইতি।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (তদনন্তরম্) হ এনম্ (এতং প্রজাপতিম্) অসুরাঃ উচুঃ (অব্রুবন্)—ব্রবীতু (কথয়তু, উপদিশতু ইত্যর্থঃ) নঃ (অস্মান্) ভবান্ ইতি। তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ) হ এতদ্ এব অক্ষরম্ (এতম্ এব বর্ণম্) উবাচ (প্রজাপতিঃ আহ)—দঃ ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ট (অপি জ্ঞাতবন্তঃ) ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্ম (জ্ঞাতবন্তঃ বয়ম্) ইতি উচুঃ (অবদন্ অসুরাঃ) দয়ধ্বম্ (দয়াং কুরুত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ (ব্রবীষি) ইতি। ওম্ (বাঢ়ম্) ইতি উবাচ (অবদৎ প্রজাপতিঃ) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (বুদ্ধবন্তঃ যূয়ম্) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অথ—অব্যয়। হ—বৈদিক অব্যয়। হ+এনম্+অসুরাঃ=হৈনমসুরাঃ।
এনম্—কর্মণি ২য়া। অন্বাদেশে এতদ্ শব্দ স্থানে এন আদেশ।
অসুরাঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'উচুঃ'।
উচুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া, ব্রূ+লিট্ উস্। কর্তা 'অসুরাঃ'।
ব্রবীতু—সমাপিকা ক্রিয়া, ব্রূ+লোট্ তু। কর্তা 'ভবান্'।
নঃ—কর্মণি ২য়া, বিকল্পপদ=অস্মান্। ভবান্—কর্তরি ১মা।
তেভ্যঃ—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী। হ—বৈদিক অব্যয়। এব—অব্যয়।
এতৎ—'অক্ষরম্' পদের বিণ। অক্ষরম্—কর্মণি ২য়া।
উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'প্রজাপতিঃ'। ব্রূ+লিট্ অ।
দঃ—ইতি অব্যয় যোগে ১মা।
ব্যজ্ঞাসিষ্টা—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য।
ব্যজ্ঞাসিষ্ম—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা+লুঙ্ ম। কর্তা 'বয়ম্' উহ্য।
উচুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'অসুরাঃ'। ব্রূ+লিট্ উস্।

দয়ধ্বম্—সমাপিকা ক্রিয়া, দয়্ + লোট্ ধ্বম্। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য। দয়্ ধাতুর অর্থ দয়া করা। অসুরগণ স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী 'দয়া করা' অর্থ বুঝিলেন।

নঃ—কর্মণি ২য়া। বিকল্পপদ = অস্মান্।

আত্থ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ + লট্ সি। পক্ষে—ব্রবীষি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য।

ওম্—অব্যয়। স্বীকারবাচক। অর্থ বাঢ়ম্, yes, হ্যাঁ।

উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ + লিট্ অ। কর্তা 'প্রজাপতিঃ'।

ব্যজ্ঞাসিষ্ট—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—জ্ঞা + লুঙ্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' উহ্য।

বাচ্যান্তর। ……এবঃ অসুরৈঃ উচে—ব্রূয়ামহৈ বয়ং ভবতা…। ……এতদ্ এব অক্ষরম্ (১মা) [প্রজাপতিনা] উচে—…ব্যজ্ঞাসি (যুষ্মাভিঃ)। ব্যজ্ঞাসি (অস্মাভিঃ)…[অসুরৈঃ] উচে—দয়াতাম্ (যুষ্মাভিঃ) ইতি বয়ং ব্রূয়ামহে…। [প্রজাপতিনা]…উচে ব্যজ্ঞাসি (যুষ্মাভিঃ)……।

অনুবাদ। তারপরে অসুরগণ ইঁহাকে বলিলেন—"আমাদিগকে আপনি বলুন অর্থাৎ উপদেশ দিন।" তাঁহাদিগকেও প্রজাপতি ঐ একটি অক্ষরই বলিলেন—"দ; বুঝিয়াছ কি?" অসুরগণ বলিলেন—"বুঝিয়াছি। 'দয়া কর' আপনি আমাদিগকে ত এই কথাই বলিয়াছেন।" প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ; বুঝিয়াছ।"

Trans. Then the demons said to him, "Please tell us." To them too, Prajapati uttered the very same letter "Da" and asked "Have you understood?" The demons said—"We have; you have asked us to be kind." Prajapati said—"Yes; you have understood."

তদেতদেবৈষা………দয়ামিতি। (৪র্থ অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। তৎ + এতৎ + এব + এষা। বাক্ + অনুবদতি। স্তনয়িত্নুঃ + দ-দ-দঃ + ইতি। দয়ধ্বম্ + ইতি। তৎ + এতৎ + ত্রয়ম্। শিক্ষেৎ + দমম্ + দানম্ + দয়াম্ + ইতি।

শব্দার্থ। তৎ (অতএব) এতৎ এব (এই কথাই) এষা দৈবীবাক্ (এই দেববাণী) অনুবদতি (অনুকরণ করিয়া বলে) স্তনয়িত্নুঃ (মেঘ গর্জনরূপে) দ-দ-দঃ ইতি। দাম্যত (দমন কর) দত্ত (দান কর) দয়ধ্বম্ (দয়া কর) ইতি। তৎ (অতএব) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটি) শিক্ষেৎ (শেখা উচিত) দমং (সংযম) দানঃ (দান) দয়াম্ (দয়া) ইতি।

সংস্কৃত অর্থ। তৎ (অতঃ) এতৎ এব (ইদম্ এব বাক্যম্) দৈবীবাক্ (দেবসম্বন্ধিনী বাণী) অনুবদতি (অনুকৃত্য কথয়তি) স্তনয়িত্নুঃ (মেঘধ্বনিরূপেণ) দ-দ-দঃ ইতি। দাম্যত (দমনং কুরুত) দত্ত (দানং কুরুত) দয়ধ্বম্ (দয়াং কুরুত)। তৎ (অতঃ) এতৎ ত্রয়ম্ (ইদং ত্রিসংখ্যকম্) শিক্ষেৎ (অভ্যস্যেৎ) দমং (সংযমং) দানং দয়াম্ ইতি।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। এই আলোচ্য অংশটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায় হইতে গৃহীত "দেবাসুরমনুষ্যাণাং কর্তব্যনির্ণয়ঃ" নামক পাঠ্যাংশের উপসংহার অংশ। পূর্বকথিত সমগ্র উপাখ্যানটি প্রজাপতির যে উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই উপদেশটি প্রজাপতির মুখনিঃসৃত বলিয়া চিরন্তন শাশ্বত। এখনও যেন মেঘগর্জনের মাধ্যমে সেই উপদেশবাণী প্রতিধ্বনিত হইয়া সেই মৃত্যুহীন দৈববাণী মনুষ্য সমাজকে আপনাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিতেছে।

দেবতা, অসুর বা মনুষ্য—ইহারা সকলেই প্রজাপতির নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক শিষ্যের মত বাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; সেই শুদ্ধচিত্তে তখন আপন আপন দোষ স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সুতরাং দেবতা, মনুষ্য ও অসুর সকলেই স্ব স্ব স্বভাবগত ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। সেই উপদেশদানের সময়ে প্রজাপতি একটিমাত্র বর্ণ উচ্চারণ করিলেন—"দ"। দেবগণ তাঁহাদের অন্যান্য বহুবিধ গুণ সত্ত্বেও ইন্দ্রিয় দমন বিষয়ে কিছুটা শিথিল ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ওই "দ" বর্ণটিকে দমন করার ইঙ্গিত মনে করিয়া বুঝিলেন—প্রজাপতি তাঁহাদের ইন্দ্রিয় দমন উপদেশই দিলেন, ইন্দ্রিয় দমনই তাঁহাদের কর্তব্য। অপরপক্ষে মনুষ্যগণ ছিলেন লোভপরায়ণ। সুতরাং আত্মদোষে সচেতন হইয়া তাঁহারা দান করার ইঙ্গিত বুঝিলেন প্রজাপতির "দ" বর্ণে। তাঁহারা বুঝিলেন—দান করাই তাঁহাদের কর্তব্য; সেই ভাবেই আপনাদের দোষ বিষয়ে সচেতন অসুরগণ তাঁহাদের ক্রূরত্ব দোষ বুঝিয়াছিলেন। তাই প্রজাপতির ওই 'দ' বর্ণের দ্বারা তাঁহারা দয়া করার ইঙ্গিতই পাইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন দয়া করাই তাঁহাদের কর্তব্য। অতএব—দমন বা ইন্দ্রিয় সংযম, দান ও দয়াই—প্রজাপতির উপদেশের মর্মকথা।

এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন—প্রজাপতির উপদেশ ত তিন প্রকার। মানুষকে এই তিনটিই শিখিতে হইবে কেন? মানুষদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রদত্ত 'দান করা"-টুকু শিখিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে।

আচার্য শঙ্কর এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন—দুই উপায়ে। প্রথমটি এই যে সর্বজীবের হিতৈষী প্রজাপতির সমস্ত উপদেশই কল্যাণপ্রদ ; অতএব মানুষের সব উপদেশগুলিই পালন করা উচিত। দ্বিতীয়টি এই যে—মানুষছাড়া দেবতা বা অসুর বলিয়া অন্য কেহই এ জগতে নাই। এই মানুষের মধ্যেই কেহ কেহ অপর সমস্ত গুণ সত্ত্বেও অদান্ত ; তাঁহারা দেবস্বভাব। আবার কেহ বা লোভপরতন্ত্র ; অপরে পুনঃ ক্রূর স্বভাব। অতএব মানুষই দেবাসুর প্রকৃতি-সম্পন্ন ; সুতরাং স্ব স্ব কল্যাণ লাভার্থ সর্ব মানবের পক্ষেই এই তিনটি উপদেশই সমভাবে পালনীয়।

প্রজাপতির এই উপদেশবাণীই অদ্যাপি মেঘগর্জনের মধ্যে শোনা যায়। মেঘের ধ্বনি অবশ্য তিনবার মাত্রই হয় না। প্রজাপতির বাণীর অনুকৃতি রূপেই তিন বার বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা প্রজাপতির উপদেশের শাশ্বত সত্যই প্রতিপাদিত হইতেছে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। আলোচ্যঃ অয়ম্ অংশঃ বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ পঞ্চমাধ্যায়াৎ সংগৃহীতে 'দেবাসুরমনুষ্যাণাং কর্তব্যনির্ণয়ঃ' নাম পাঠ্যাংশে বর্ততে।

দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাশ্চ—সর্বে এব উপদেশাপিনঃ সন্তঃ ব্রহ্মচর্যেণ প্রজাপতিম্ উপতস্থিরে। ব্রহ্মচর্যেণ তেষাং চিত্তশুদ্ধিঃ অজায়ত ; ততঃ চ তে স্ব স্ব দোষেষু সাবহিতাঃ বভূবুঃ ; অতশ্চ উপদেশেন উচ্চারিতাৎ প্রজাপতেঃ একস্মাদেব বর্ণাৎ তে পৃথগ্‌রূপেণ উপদেশং গৃহীতবন্তঃ। দেবাঃ বহুভিঃ অপরৈঃ গুণৈঃ সম্পন্নাঃ অপি ইন্দ্রিয়বিষয়েষু অদান্তাঃ আসন্‌; স্বেষাং তাং ত্রুটিম্ উপলভ্য এব তে প্রজাপতিনা উচ্চারিতাৎ "দ" বর্ণাদ্ দমনম্ এব স্বকর্তব্যত্বেন সমবুধ্যন্ত। অনুরূপভাবেণ মানবাঃ লোভপরায়ণাঃ আসন্। অতঃ স্বদোষাবহিতাঃ তে তস্মাদ্ এব "দ" বর্ণাদ্ দানম্ অবুধ্যন্ত স্বেষাং কর্তব্যরূপেণ। তথৈব স্বভাবেন ক্রূরাঃ অসুরাঃ "দ" বর্ণেন দয়াম্ এব স্বোচিতাম্ অমন্যন্ত। অতঃ দমনং দানং দয়াং চ কর্তব্যরূপেণ সর্বৈঃ পালনীয়ানি ইত্যাশয়ঃ অস্য উপাখ্যানস্য।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তৎ—অব্যয়। তৎ+এতৎ+এব+এষা=তদেতদেবৈষা (সন্ধি)।

এতৎ—কর্মণি ২য়া। এব—অব্যয়। এষা—'বাক্' পদের বিণ।

দৈবী—'বাক্' পদের বিণ। দেব+ষ্ণ, স্ত্রিয়াম্ ঈপ্।

বাক্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অনুবদন্তি'। বচ্+ক্বিপ্। বাচ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

অনুবদতি—সমাপিকা ক্রিয়া, অনু—বদ্+লট্ তি ; কর্তা 'বাচ্'।

স্তনয়িত্নুঃ—'বাক্' পদের পরিচায়ক বিধেয় পদ। স্তন্+ণিচ্+ইত্নু। অর্থ

মেঘ বা মেঘগর্জন। ইহা পুংলিঙ্গ, সাধু শব্দের মত। বাক্—স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু ইহা পুংলিঙ্গ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে এই লিঙ্গগত বৈষম্য দোষাবহ নহে।

দ-দ-দঃ—অব্যয়যোগে ১মা। অনুকৃতি শব্দ। ইতি—অব্যয়।
দাম্যত—সমাপিকা ক্রিয়া। দম্+লোট্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' (দেবাঃ) উহ্য।
দত্ত—সমাপিকা ক্রিয়া। দা+লোট্ ত। কর্তা 'যূয়ম্' (নরাঃ) উহ্য।
দয়ধ্বম্—সমাপিকা ক্রিয়া। দয়্+লোট্ ধ্বম্। কর্তা 'যূয়ম্' (অসুরাঃ) উহ্য।
তৎ—অব্যয়। এতৎ—'ত্রয়ম্' পদের বিণ। ত্রয়ম্—কর্মণি ২য়া, ত্রি+অয়চ্।
শিক্ষেৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। শিক্ষ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। কর্তা 'জনঃ' উহ্য।
দমম্—কর্মণি ২য়া, 'ত্রয়ম্' পদের পরিচায়ক পদ। দম্+অল্ (পুংলিঙ্গ)।
দানম্—কর্মণি ২য়া, 'ত্রয়ম্' পদের পরিচায়ক পদ। দা+অনট্ (ক্লীবলিঙ্গ)।
দয়াম্—কর্মণি ২য়া, 'ত্রয়ম্' পদের পরিচায়ক পদ। দয়্+অঙ্ (স্ত্রীলিঙ্গ)।

বাচ্যান্তর। ...এতৎ (১মা) অনয়া দৈব্যা বাচা অনূদ্যতে স্তনয়িত্নুনা ·· দাম্যতাং দীয়তাং দয্যতাম্ (যুষ্মাভিঃ) ইতি। ··এতৎ ত্রয়ম্ (১মা) শিক্ষ্যেত (জনেন) দমঃ দানং (১মা) দয়া ইতি।

অনুবাদ। সেইজন্য এই (সুপরিচিত) দৈববাণীকেই মেঘগর্জন অনুকরণ করিয়া বলে—দ-দ-দ অর্থাৎ দমন কর—দান কর—দয়া কর। অতএব এই তিনটিই—দমন, দান ও দয়া লোকের শিক্ষা করা উচিত।

Trans. So this (well-known) divine voice—the rumbling of the clouds—imitates it saying Da-da-da, *i. e.*, be restrained, be charitable, be kind. Therefore this triad—restraint, charity and mercy—should be practised (by man).

প্রশ্নোত্তর

১। দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ প্রজাপতির নিকটে কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং প্রজাপতি তদুত্তরে কি বলিয়াছিলেন?

What did the gods, the men and the demons pray to Prajapati, and what did Prajapati say in reply?

উত্তর। বিষয়বস্তুসংক্ষেপ দেখ।

২। মেঘ তাহার গর্জনের মাধ্যমে কি বলে?

What does the cloud say in its rumblings?

উত্তর। পূর্ব অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা অংশ দেখ।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ।
Expound and name the samasas in—
দেবাসুরমনুষ্যাণাম্, কর্তব্যনির্ণয়ঃ, প্রজাপতিঃ।

৪। প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর। Derive—
উষুঃ, ঊচুঃ, ব্রবীতু, ব্যজ্ঞাসিষ্ট, ব্যজ্ঞাসিষ্ম, দাম্যত, আত্থ, দত্ত, দয়ধ্বম্, বাক্, অনুবদতি, স্তনয়িত্নুঃ, ত্রয়ম্, শিক্ষেৎ, দমম্, দয়াম্।

৫। কারণ দেখাইয়া বিভক্তি নির্ণয় কর। Account for the case-endings in—দেবাসুরমনুষ্যাণাম্, প্রজাপতৌ, নঃ, তেভ্যঃ।

উত্তর। প্রশ্ন ৩, ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর ব্যাকরণ-পদটীকাতে দেখ।

৬। বিকল্প রূপ লিখ। Give the alternate forms of :—
নঃ আত্থ, এনম্।

উত্তর। নঃ = অস্মান্ (২য়া বহুবচন), অস্মভ্যম্ (৪র্থী বহুবচন), অস্মাকম্ (ষষ্ঠী বহুবচন)। আত্থ = ব্রবীষি। এনম্ = এতান্।

৭। সংস্কৃত প্রতিশব্দ দাও। Give Sanskrit synonyms of :—
(১) প্রাজাপত্যাঃ (২) ব্যজ্ঞাসিষ্ট (৩) ব্যজ্ঞাসিষ্ম (৪) আত্থ (৫) ওম্ (৬) অনুবদতি (৭) স্তনয়িত্নুঃ।

উত্তর। (১) প্রজাপতেঃ অপত্যানি (২) কিং জ্ঞাতবন্তঃ যূযম্ (৩) বয়ম্ বিশেষেণ অজানীম (৪) ত্বম্ ব্রবীষি (৫) বাঢ়ম্ (৬) অনুকৃত্য বদতি (৭) মেঘঃ (মেঘগর্জনরূপেণ ইত্যর্থঃ)।

৮। সন্ধিগুলি বিচ্ছেদ কর। Disjoin the sandhis in :—
(i) অথ হৈনং মনুষ্যা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি। (ii) ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি [মনুষ্যাঃ]। (iii) হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেতি। (iv) তদেতদেবৈষা।

উত্তর। (i) অথ + হ + এনম্ + মনুষ্যাঃ + ঊচুঃ + ব্রবীতু + নঃ + ভবান্ + ইতি। (i) ব্যজ্ঞাসিষ্ম + ইতি। (iii) হ + ঊচুঃ + দত্ত + ইতি ; নঃ + আত্থ + ইতি। (iv) তৎ + এতৎ + এব + এষা।

৯। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ। Explain with reference to the context :—তদেতদেবৈষা...... ..দয়ামিতি।

উত্তর। ভিতরে দেখ।

বিপ্রভূতকথা

বিপ্রভূতকথা—ব্রাহ্মণ ও ভূতের গল্প। The story of Brahmana and a ghost. বিপ্রশ্চ ভূতশ্চ (দ্বন্দ্ব), তয়োঃ কথা (৬ষ্ঠীতৎ)। অভিধেয়-মাত্রে ১মা।

ভূমিকা। নবম শ্রেণীর অর্থপুস্তকে 'কলহপ্রিয়াখ্যানম্' গল্পে দেখ।

বিষয়বস্তুসংক্ষেপ। বৎসোম নামে এক নগর ছিল। সেখানে কেশব নামে একজন দরিদ্র বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার স্ত্রীর নাম ছিল করগরা। নামের মতনই ছিল তাহার স্বভাব; সে সর্বদাই রাগে গরগর করিত আর ঝগড়া করিত। তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে এক গাছে একটি ভূত থাকিত; সেই ভূতও তাহার ভয়ে দূরে পলাইয়া গেল। তাহার জ্বালায় ব্রাহ্মণও দেশান্তরে চলিয়া গেল। সেই ভূত তখন সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিল—তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ; আজ আমার অতিথি হও।

ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া বলিল—তথা যাহাকিছু করিবার আছে, শীঘ্র সারিয়া লও। ভূত বলিল—ভয় পাইও না। আমি তোমার দ্বারের নিকটস্থ গাছে থাকিতাম, অতএব তুমি আমার গৃহস্বামী। গৃহস্বামীর উপকার করাই কর্তব্য। মৃগাবতীনামক নগরে তুমি যাও। সেখানকার রাজা মদনের কন্যাকে আমি ধরিব। কোনরকম মন্ত্র বা ঔষধে আমি ছাড়িব না। তুমি সেখানে গেলে তোমাকে দেখিয়াই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তারপর কিন্তু এই গোপনকথা প্রকাশ করিবে না। এই বলিয়া সেই ভূত গিয়া সেই রাজকন্যাকে ধরিল। ব্রাহ্মণও সেখানে গেল। ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে গিয়া নানাপ্রকার আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ করিল। তখন ভূতও রাজকন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রাজা ব্রাহ্মণকে আপন কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দান করিলেন। কেশবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সে রাজকন্যার সহিত রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে সেই ভূত কর্ণাবতী নগরে গিয়া সেখানকার রাজা শক্রের পত্নী সুলোচনাকে ধরিল। সেই সুলোচনা ছিল মদনের পিসী। পত্নীকে অতিশয় পীড়িত দেখিয়া শক্র সেই কেশবনামক ব্রাহ্মণকে আনাইলেন। ইচ্ছা না

থাকিলেও কেশব স্বীয় পত্নীর অনুরোধে সেখানে গেল। রাজা শত্রুঘ্ন বহু সমাদরে সেই ব্রাহ্মণকে সুলোচনার ঘরে লইয়া গেল। ভূত তখন তাহাকে দেখিয়া কর্কশবাক্যে—তিরস্কার করিয়া বলিল—আমি তোমাকে যে-কথা দিয়াছিলাম, তাহা আমি একবার মাত্র রক্ষা করিয়াছি। এইবার কিন্তু তুমি নিজেকে সামলাও।

ব্রাহ্মণ কিন্তু সময় বুঝিয়া হাতজোড় করিয়া চুপিচুপি কানের গোড়ায় গিয়া বলিল—আমার সেই করগরানামক স্ত্রী আসিয়া আমার পিছনেই দাঁড়াইয়া আছে। ভূত সেই কথা শুনিয়াই ভয় পাইয়া ব্রাহ্মণকে "যাচ্ছি" বলিয়া সুলোচনার স্ত্রীকে ছাড়িয়া পলাইল।

স্ত্রী সুস্থ হইলে রাজা শত্রুঘ্ন কেশব ব্রাহ্মণকে বহুসমাদর করিলেন। তাহার পর কেশব স্বগৃহে স্ত্রীর নিকট চলিয়া গেল।

অস্তি বৎসোম — ভাব্যম্ ইতি। (১ম অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। দরিদ্রঃ + ব্রাহ্মণঃ + নিবসতি। তদ্দ্বারদেশবৃক্ষাধিষ্ঠিতঃ + ভূতঃ + তস্যাঃ + করগরায়াঃ + ভয়াৎ। ব্রাহ্মণঃ + অপি। তস্যাঃ + উদ্বেগাৎ + দেশান্তরাভিমুখঃ + অভূৎ। সঃ + অপি। দৃষ্টঃ + জল্পিতঃ + চ। মার্গশ্রান্তঃ + ত্বম্। ত্বয়া + অদ্য। মম + অতিথিনা।

শব্দার্থ। অস্তি (ছিল) বৎসোম নাম (বৎসোম নামক) নগরম্ (নগর)। তত্র (সেখানে) বিদ্বান্ (পণ্ডিত) কেশবনামা (কেশবনামধারী) দরিদ্রঃ ব্রাহ্মণঃ (এক গরীব ব্রাহ্মণ) নিবসতি (বাস করিত)। তস্য চ প্রিয়া (তাহার স্ত্রী) করগরাভিধানা (করগরা নামে) সার্থকনাম্নী (নামের উপযুক্ত স্বভাবযুক্ত) সর্বজন্তুদ্বেগকারিণী (সমস্ত প্রাণীর ভয়ের কারণ ছিল)। তদ্দ্বারদেশবৃক্ষস্থিতঃ (তাহাদের দরজার নিকটস্থ এক বৃক্ষে বাসকারী) ভূতঃ (প্রেত) তস্যাঃ করগরায়াঃ ভয়াৎ (সেই করগরার ভয়ে) পলায্য (পলাইয়া) অটব্যাং গতঃ (বনে চলিয়া গিয়াছিল)। ব্রাহ্মণঃ অপি (কেশবনামক ব্রাহ্মণও) তস্যাঃ উদ্বেগাৎ (তাহার জ্বালায়) দেশান্তরাভিমুখঃ (দেশান্তরগামী) অভূৎ (হইল)। সঃ অপি চ (সেই ব্রাহ্মণও) তেন ভূতেন (সেই ভূতকর্তৃক) দৃষ্টঃ জল্পিতশ্চ (দেখিতে পাইয়া অভিহিত হইল)—মার্গশ্রান্তঃ (পথের কষ্টে কাতর) ত্বম্ (তুমি), ত্বয়া অদ্য (তোমাকে আজ) মম অতিথিনা ভাব্যম্ (আমার অতিথি হইতে হইবে) ইতি।

সংস্কৃত অর্থ। অস্তি (আসীৎ) বৎসোমঃ নাম (তদাখ্যম্) নগরম্ (পুরম্)। তত্র (তস্মিন্ নগরে) বিদ্বান্ (পণ্ডিতঃ) কেশবনামা (কেশবাখ্যঃ) দরিদ্রঃ (বিত্তহীনঃ) ব্রাহ্মণঃ (দ্বিজঃ) নিবসতি (ন্যবসৎ)। তস্য চ প্রিয়া (ব্রাহ্মণস্য পত্নী) করগরাভিধানা (করগরানাম্নী) যথার্থনাম্নী (নাম্নঃ যোগ্যেন স্বভাবেন যুক্তা) সর্বজন্তুদ্বেগকারিণী (সর্বেষাম্ এব প্রাণিনাং পীড়াদায়িনী)। তদ্দ্বার-দেশবৃক্ষস্থিতঃ (তয়োঃ দ্বারসমীপে যঃ বৃক্ষঃ আসীৎ, তত্র বাসকারী) ভূতঃ (প্রেতযোনিঃ) তস্যাঃ (করগরায়াঃ) ভয়াৎ (ভয়েন) পলায্য (অপসৃত্য) অটব্যাং (বনং) গতঃ (অগচ্ছৎ)। ব্রাহ্মণঃ অপি তস্যাঃ (স্বপত্ন্যাঃ) উদ্বেগাৎ (পীড়য়া) দেশান্তরাভিমুখঃ অভূৎ (অন্যং দেশম্ অগচ্ছৎ)। সঃ (ব্রাহ্মণঃ) অপি চ তেন (পূর্ব পলায়িতেন) ভূতেন (প্রেতেন) দৃষ্টঃ (অবলোকিতঃ) জল্পিতশ্চ (অভিহিতশ্চ) মার্গশ্রান্তঃ (পথিশ্রমেণ ক্লান্তঃ) ত্বম্, ত্বয়া অদ্য (অস্মিন্ দিনে ভবতা) মম অতিথিনা ভাব্যম্ (অতিথিঃ ভব) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অস্তি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নগরম্', অস্+লট্ তি। উপাখ্যানে অতীতের অর্থে বর্তমান। অথবা 'অস্তি' ইহা বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয়।

বৎসোমঃ —'নগরম্' পদের পরিচায়ক পদ। নাম—অব্যয়।

নগরম্—কর্তরি ১মা। তত্র—অব্যয়। তদ্+ত্রল্।

বিদ্বান্—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ। বিদ্+শতৃ স্থানে বসু+পুং ১মা ১বচন।

কেশবনামা—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ। কেশবঃ ইতি নাম যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। নাম শব্দ দুইটি (১) নামন্—বিশেষ শব্দ, ক্লীবলিঙ্গ। উহাই সমাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'কেশবনামন্' হইয়াছে, 'আত্মন্' শব্দের মত। ১মা ১বচন—নামা (কেশবনামা)। (২) নাম—অব্যয়, ইহাতে বিভক্তিযোগ হয় না।

দরিদ্রঃ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ।

ব্রাহ্মণঃ—কর্তরি ১মা। ব্রহ্মন্+অণ্। ক্রিয়া 'নিবসতি'।

নিবসতি—সমাপিকা ক্রিয়া। নি—বস্+লট্ তি। অতীত অর্থে বর্তমান।

তস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'প্রিয়া' পদের সহিত সম্বন্ধ।

প্রিয়া—কর্তরি ১মা। প্রী+ক স্ত্রিয়াম্ আপ্। ক্রিয়া 'অভবৎ' উহ্য।

করগরাভিধানা—'প্রিয়া' পদের বিণ। করগরা ইতি অভিধানং (=নাম) যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। অভি—ধা+অনট্=অভিধানম্। অর্থ 'নাম'।

যথার্থনাম্নী—'প্রিয়া' পদের বিণ। যথার্থং নাম যস্যাঃ সা (বহুব্রী)।

সর্বজন্তূদ্বেগকারিণী—'প্রিয়া' পদের বিধেয় বিণ। সর্বে জন্তবঃ (কর্মধা); তেষাম্ উদ্বেগকারিণী (৬ষ্ঠীতৎ)। উৎ—বিজ্+ঘঞ্=উদ্বেগঃ। উদ্বেগ—কৃ+ণিন্ শীলার্থে=উদ্বেগকারিন্। স্ত্রীলিঙ্গ—উদ্বেগকারিণী। অর্থ—যাহাকে সকল জন্তুরা ভয় পাইত এমন।

তদ্দ্বারদেশবৃক্ষস্থিতঃ—'ভূতঃ' পদের বিণ। দ্বারম্ এব দেশঃ (কর্মধা); তয়োঃ দ্বারদেশঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তত্রস্থিতঃ বৃক্ষঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); তস্মিন্ স্থিতঃ (৭মীতৎ)। স্থা+ক্ত=স্থিতঃ।

ভূতঃ—কর্তরি ১মা। তস্যাঃ—'করগরায়াঃ' পদের বিণ।

করগরায়াঃ—'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ' ইতি ৫মী। ভয়াৎ—হেতৌ ৫মী।

পলায্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। পরা—অয়্ ল্যপ্।

অটব্যাম্—অধিকরণে বিবক্ষয়া ৭মী। গন্তব্য স্থান কর্ম হয়, সুতরাং অটবীম্ (২য়া) ব্যাকরণসম্মত পদ। 'অটবী' শব্দ নদী শব্দের মত। অর্থ=অরণ্য।

গতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। গম্+ক্ত কর্তৃবাচ্যে। কর্তা 'ভূতঃ'।

ব্রাহ্মণঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অভূৎ'। অপি—অব্যয়।

তস্যাঃ—'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ' ইতি ৫মী।

উদ্বেগাৎ—হেতৌ ৫মী। উৎ—বিজ্+ঘঞ্=উদ্বেগঃ (অত্যাচার বা ভয়)।

দেশান্তরাভিমুখঃ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিধেয় বিণ। অন্যঃ দেশঃ=দেশান্তরম্ (নিত্যসমাস); অভিগতং মুখং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ; দেশান্তরম্ অভিমুখঃ (২য়া তৎ)।

অভূৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। ভূ+লুঙ্ দ্। কর্তা 'ব্রাহ্মণঃ'।

সঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। সঃ+অপি=সোঽপি। অপি—অব্যয়। চ—অব্যয়।

তেন—'ভূতেন' পদের বিণ। ভূতেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

দৃষ্টঃ—কর্মবাচ্যে কৃদন্ত-ক্রিয়া, কর্ম 'সঃ'। দৃশ্+কর্মবাচ্যে ক্ত।

জল্পিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্ম 'সঃ'; জল্প+কর্মবাচ্যে ক্ত। অর্থ=কথিত হইল।

মার্গশ্রান্তঃ—'ত্বম্' পদের বিণ। মার্গে শ্রান্তঃ (৭মীতৎ)। শ্রম্+কর্তরি ক্ত।
ত্বম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবসি' উহ্য। তেন—হেত্বর্থে ৩য়া।
ত্বয়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। অদ্য—অব্যয়।
মম—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। মম+অতিথিনা=মমাতিথিনা (সন্ধি)।

অতিথিনা—'ত্বয়া' পদের বিধেয় পরিচায়ক পদ। 'অতিথি' শব্দ মুনি শব্দের মত। নাস্তি দ্বিতীয়া তিথিঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। যিনি একদিনের বেশি থাকেন না তিনি অতিথি।

ভাব্যম্—কৃদন্ত ক্রিয়া, 'কর্তা 'ত্বয়া'। ভূ+ভাববাচ্যে ণ্যৎ।

বাচ্যান্তর। ভূয়তে বৎসোমেন নাম নগরেণ।......বিদুষা কেশবনাম্না দরিদ্রেণ ব্রাহ্মণেন স্থীয়তে।......প্রিয়য়া করগরাভিধানয়া যথার্থনাম্ন্যা সর্বজন্তু-দ্বেগকারিণ্যা (অভূয়ত)। তদ্দ্বারদেশবৃক্ষস্থিতেন ভূতেন......গতম্। ব্রাহ্মণেন ......দেশান্তরাভিমুখেন অভাবি। তম্ ....সঃ ভূতঃ দৃষ্টবান্ জল্পিতবান্ চ—মার্গশ্রান্তেন ত্বয়া (ভূয়তে), ত্বম্ .....অতিথিঃ ভবেঃ ইতি।

অনুবাদ। বৎসোম নামে এক নগর ছিল। সেখানে কেশব নামে এক দরিদ্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার করগরা নামে স্ত্রী ছিল, সেই স্ত্রীর নামটি তাহার কার্যের মতই ছিল, অর্থাৎ সার্থকভাবেই তাহার নামকরণ হইয়াছিল অর্থাৎ তাহার নামটি তাহার গুণের উপযুক্তই ছিল। সে সকল প্রাণীর উদ্বেগ জন্মাইত। তাহাদের দ্বারসমীপস্থ বৃক্ষে যে ভূতটি থাকিত, সে সেই করগরার ভয়ে পলাইয়া বনে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণও তাহার ভয়ে অন্যদেশের দিকে চলিয়া গেল। সেখানে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সেই ভূতটি বলিল—"তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ ; আজ তোমাকে আমার অতিথি হইতে হইবে।"

Trans. There was a town named Batsoma. There lived a poor but learned Brahmana, Keshaba by name. He had a wife named Karagara who was true (by her nature) to her name and caused trouble to all beings. A ghost who dwelt on the tree near their door, fled away to the forest, for fear of that Karagara. The Brahmana, too, went abroad for her troubles. He was seen by that ghost and was said—"You are tired on the way ; so you should be my guest today."

বিপ্রেণ ভীরুণা·········পূর্ণ মনোরথো বভুব। (২য় অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। যৎ+আতিথ্যম্। তৎ+বিধেহি। যতঃ+অহম্। ত্বদ্-গৃহদ্বারবৃক্ষস্থঃ+ভূতঃ। ইহ+আগতঃ। ততঃ+তব। নিজস্বামিনঃ+গুণবৎ+উপকর্তব্যম্+এব। তস্মাৎ+ত্বম্। চ+অহম্। চ+অন্যৈঃ। দর্শনাৎ+এব+অহম্। মন্ত্রবাদঃ+ন। সঃ+অপি। ভূতঃ+গত্বা। বিপ্রঃ+অপি। গতঃ+বিপ্রঃ। ততঃ+ভূতঃ+ইয়ম্। মুক্তা+ইতি। রাজ্যার্ধম্+চ। কেশবঃ+অপি। পূর্ণমনোরথঃ+বভূব।

শব্দার্থ। বিপ্রেণ (ব্রাহ্মণ কর্তৃক) ভীরুণা (ভয় পাইয়া) উক্তম্ (কথিত হইল)—যৎ আতিথ্যং (যে অতিথি সৎকার) করোষি (করিবে) তৎ (তাহা বিধেহি (করিয়া ফেল) শীঘ্রম্ (তাড়াতাড়ি) ইতি। ভূতেন উক্তম্ (ভূতটি বলিল)—ত্বং মম স্বামী (তুমি আমার প্রভু), যতঃ (কারণ) অহম (আমি) ত্বদ্‌গৃহদ্বার-বৃক্ষস্থঃ ভূতঃ (তোমার বাড়ির দরজার নিকটে বৃক্ষে অবস্থিত ভূত) করগরাভয়েন (করগরার ভয়ে) ইহ আগতঃ (এখানে আসিয়াছি)। ততঃ (অতএব) তব নিজস্বামিনঃ (আমার নিজের প্রভু তোমার) গুণবৎ (ভাল মতে) উপকর্তব্যম্ এব (উপকার করাই উচিত)। তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং দ্বিজ (হে ব্রাহ্মণ! তুমি) মৃগবতীং রাজধানীং (মৃগবতী নামক রাজধানীতে) মদন-ভূপতি সনাথাং (মদন নামক রাজা যুক্ত—রাজধানীতে) গচ্ছ (যাও)। তত্র (সেখানে) চ অহং (আমিও) তৎপুত্রীং (তাহার কন্যাকে) মৃগলোচনাং (মৃগলোচনা নামক) গ্রহীষ্যে (ধরিব)। সা চ (সে কিন্তু) অন্যৈঃ মান্ত্রিকৈঃ (অপর কোন মন্ত্রজ্ঞ লোকদের দ্বারা) নীরুজা (রোগমুক্ত) ন ভবিষ্যতি (হইবে না)। ত্বয়ি সমাগতে (তুমি আসিলে) তব দর্শনাৎ এব (তোমাকে দেখিয়াই) অহং (আমি) তাং (তাহাকে) ত্যক্ষ্যামি (ছাড়িয়া দিব)। ততঃ পরং তু (তারপরে কিন্তু) মন্ত্রবাদঃ (এই পরামর্শের প্রকাশ) ন বিধেয়ঃ (করিবে না) ইতি ভণিত্বা (এই বলিয়া) সঃ অপি ভূতঃ (সেই ভূতও) গত্বা (গিয়া) তাং রাজপুত্রীং (সেই রাজকন্যাকে) জগ্রাহ (ধরিল)। বিপ্রঃ অপি (ব্রাহ্মণও) তত্র যযৌ (সেখানে গেল)। রাজকুলং গতঃ (রাজবাড়িতে গিয়া) বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণ) অনুষ্ঠানসামগ্রীং (নানাপ্রকার অনুষ্ঠান) বিদধে (করিল)। ততঃ (তখন) ভূতঃ (ভূতটি) ইয়ং মুক্তা (ইহাকে ছাড়িলাম) ইতি উক্ত্বা (এই বলিয়া) তাং ত্যক্ত্বা (তাহাকে ছাড়িয়া) জগাম (চলিয়া গেল)।

ব্রাহ্মণায় (ব্রাহ্মণকে) রাজ্ঞা (রাজা) সুতা (কন্যাকে) রাজ্যার্ধং চ (এবং অর্ধেক রাজ্য) প্রদত্তম্ (প্রদান করিলেন)। কেশবঃ অপি (কেশবেরও) পূর্ণমনোরথঃ (মনস্কামনা পূর্ণ) বভূব (হইল)।

সংস্কৃত অর্থ। বিপ্রেণ (ব্রাহ্মণেন) ভীরুণা (ভয়প্রাপ্তেন) উক্তম্ (কথিতম্)—যৎ আতিথ্যং (যাদৃশম্ অতিথিসৎকারং) করোষি (করিষ্যসি), তৎ (তাদৃশং) বিধেহি (সম্পাদয়) শীঘ্রম্ (ত্বরিতম্) ইতি। ভূতেন (প্রেতেন) উক্তম্ (কথিতম্)—ন ত্বয়া ভেতব্যম্ (তব কিমপি ভয়কারণং নাস্তি)। ত্বং (ভবান্) মম (ভূতস্য) স্বামী (প্রভুঃ) যতঃ (যস্মাৎ) অহম্ (অস্মজ্জনঃ) ত্বদ্‌গৃহদ্বারবৃক্ষস্থঃ (তব গৃহস্য দ্বারসমীপে অবস্থিতস্য বৃক্ষস্য নিবাসী) ভূতঃ (প্রেতঃ) কর্কশাভয়েন (তব পত্ন্যাঃ কর্কশায়াঃ ভয়াৎ) ইহ (অটব্যাম্) আগতঃ (আয়াতঃ)। ততঃ (তস্মাৎ কারণাৎ) তব নিজস্বামিনঃ (মম বাসস্থানপতেঃ তব) গুণবৎ (সুষ্ঠু) উপকর্তব্যম্ এব (উপকারঃ অবশ্যং কর্তব্যঃ ময়া)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং দ্বিজ (হে ব্রাহ্মণ) মৃগবতীং রাজধানীং (তন্নামকং নগরং) মদনভূপতিসনাথাং (মদননামকনৃপেণ অধ্যুষিতং) গচ্ছ (যাহি)। তত্র (তস্মিন্ নগরে) চ অহং (ভূতঃ) তৎপুত্রীং (তস্য রাজ্ঞঃ কন্যাং) মৃগলোচনাম্ (এতন্নামিকাং) গ্রহীষ্যে (অধিকরিষ্যামি)। সা চ (রাজকন্যা তু) অন্যৈঃ মান্ত্রিকৈঃ (অপরৈঃ মন্ত্রবদ্ভিঃ) নীরুজা (রোগমুক্তা) ন ভবিষ্যতি (ন গমিষ্যতি)। ত্বয়ি সমাগতে (যদা ত্বং আগমিষ্যসি তদা ইত্যর্থঃ) তব দর্শনাৎ এব (ত্বাং দৃষ্ট্বা এব) তাং (রাজকন্যাং) ত্যক্ষ্যামি (মোক্ষ্যামি)। ততঃ পরং তু (পরং তদনন্তরং) মন্ত্রবাদঃ (এতন্মন্ত্রণায়াঃ প্রকাশঃ) ন বিধেয়ঃ (ন কর্তব্যঃ ত্বয়া) ইতি ভণিত্বা (কথয়িত্বা) সঃ অপি ভূতঃ (সঃ প্রেতঃ অপি) গত্বা (যাত্বা) তাং (পূর্বকথিতাং) রাজপুত্রীং (নৃপদুহিতরং) জগ্রাহ (ধৃতবান্)। বিপ্রঃ অপি (ব্রাহ্মণঃ চ) তত্র (নগরম্) যযৌ (অগচ্ছৎ)। রাজকুলং গতঃ (রাজগৃহং গত্বা) বিপ্রঃ (সঃ ব্রাহ্মণঃ) অনুষ্ঠানসামগ্রীং (নানাবিধানি আনুষ্ঠানিককর্মাণি) বিদধে (চকার)। ততঃ (তদনন্তরং) ভূতঃ (সঃ প্রেতঃ) ইয়ং মুক্তা (এষা কন্যা ময়া ত্যক্তা জাতা) ইতি উক্ত্বা (কথয়িত্বা) তাং (রাজকন্যাং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) জগাম (অগচ্ছৎ)। ব্রাহ্মণায় (বিপ্রায়) রাজ্ঞা (রাজ্ঞা) সুতা (স্বপুত্রীং) রাজ্যার্ধং চ (স্বরাজ্যস্য অর্ধাংশং চ) প্রদত্তম্ (দত্তবান্)। কেশবঃ অপি (ব্রাহ্মণঃ চ) পূর্ণমনোরথঃ বভূব (সফলকামঃ অভবৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বিপ্রেণ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ভীরুণা—'বিপ্রেণ' পদের বিশেষণ।

উক্তম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া। বচ্+ক্ত কর্মবাচ্যে।

যৎ—'আতিথ্যম্' পদের বিণ।

আতিথ্যম্—কর্মণি ২য়া। অতিথি+ষ্ণ্য। ন তিথিঃ (আগমনায় অবস্থানায় বা নির্ধারিতং দিনং) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ=অতিথিঃ।

করোষি—সমাপিকা ক্রিয়া। কৃ+লট্ সি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য।

বিধেহি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। বি—ধা+লোট্ হি।

তৎ—কর্মণি ২য়া। শীঘ্রম্—ক্রি-বিণে ২য়া। ইতি—অব্যয়।

ভূত্যেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। উক্তম্—কৃদন্ত ক্রিয়া। ব্রূ+ক্ত কর্মবাচ্যে।

ত্বয়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ভেতব্যম্—কৃদন্ত ক্রিয়া। ভী+তব্য ভাববাচ্যে।

ত্বম্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'ভবসি' উহ্য। মম—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

স্বামী—'ত্বম্' পদের বিধেয় পরিচায়ক পদ। যতঃ—অব্যয়।

অহম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবামি' উহ্য। যতঃ+অহম্=যতোঽহম্।

ত্বদ্গৃহদ্বারবৃক্ষস্থঃ—'অহম্' পদের বিণ। তব গৃহম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্য দ্বারম্ (৬ষ্ঠীতৎ); তত্রস্থিতঃ বৃক্ষঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); তস্মিন্ তিষ্ঠতি যঃ (উপপদতৎ) সঃ। ত্বদ্গৃহদ্বারবৃক্ষ—স্থা+ক (কর্তৃবাচ্যে)।

ভূতঃ—'অহম্' পদের পরিচায়ক পদ।

করগরাভয়েন—হেতৌ ৩য়া। করগরায়াঃ ভয়ম্ (৫মীতৎ), তেন। ভী+অচ্=ভয়ম্। ইহ—অব্যয়। ইহ+আগতঃ=ইহাগতঃ।

আগতঃ—ক্তান্ত ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্'; আ—গম্+ক্ত কর্তৃবাচ্যে।

ততস্তব—ততঃ+তব। তব—কৃদ্যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী। ততঃ—অব্যয়।

নিজস্বামিনঃ—'তব' পদের পরিচায়ক পদ। নিজঃ স্বামী (কর্মধা) তস্য।

গুণবৎ—ক্রিয়া বিণে ২য়া। গুণ+অস্ত্যর্থে বতুপ্।

উপকর্তব্যম্—কৃদন্ত-ক্রিয়া। উপ—কৃ+তব্য। (এই 'তব্য' প্রত্যয়ের যোগেই 'তব' পদে ৬ষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে)। এব—অব্যয়।

তস্মাৎ—হেতৌ ৫মী। তস্মাৎ+ত্বম্=তস্মাত্ত্বম্ (সন্ধি)।

ত্বম্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'গচ্ছ'।

দ্বিজ—সম্বোধনে ১মা। দ্বিঃ জায়তে যঃ (উপপদতৎ) সঃ। দ্বি—জন্+ড। ব্রাহ্মণের প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে ও দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন দ্বারা হয়।

মৃগবতীম্—'রাজধানীম্' পদের পরিচায়ক পদ। উপাখ্যানটির শেষে এই নগরকে 'মৃগবতী' বলা আছে ; উহাকেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছি। এখানে 'মৃগাবতী' বলিয়া ছাপা ভুল বলিয়া মনে হয়।

রাজধানীম্—কর্মণি ২য়া। রাজ্ঞঃ ধানী (=আবাসনগরী) (ষষ্ঠীতৎ), তাম্। রাজন্—ধা+অনট্+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্।

মদনভূপতিসনাথাম্—'রাজধানীম্' পদের বিণ। ভুবঃ পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ); মদননামকঃ ভূপতিঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); নাথেন সহ বর্তমানা=সনাথা (বহুব্রীহি); মদনভূপতিনা সনাথা (৩য়াতৎ), তাম্।

গচ্ছ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্'। গম্+লোট্ হি। অত্র—অব্যয়।

অহম্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'গ্রহীষ্যে'। চ+অহম্=চাহম্।

তৎপুত্রীম্—কর্মণি ২য়া। তস্য পুত্রী (ষষ্ঠীতৎ) তাম্। পুত্র+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্= পুত্রী (কন্যা)। পাঠ্য-পুস্তকে তৎ ও পুত্রীম্ পৃথক্‌ভাবে ছাপা আছে, উহা একটি পদ তৎপুত্রীম্ হইবে।

মৃগলোচনাম্—'তৎপুত্রীম্' পদের পরিচায়ক পদ। মৃগস্য লোচনে ইব লোচনে যস্যাঃ (মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি) তাম্। কিন্তু নাম বলিয়া এইরূপ সমাস ভাঙা যাইবে না।

গ্রহীষ্যে—সমাপিকা ক্রিয়া, গ্রহ্+লৃট্ স্যে। কর্তা 'অহম্'। গ্রহ্ ধাতু ক্র্যাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ—গৃহ্ণাতি, গৃহ্ণীতে।

সা—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'ভবিষ্যতি'।

অন্যৈঃ—'মান্ত্রিকৈঃ' পদের বিণ। চ+অন্যৈঃ=চান্যৈঃ (সন্ধি)। চ—অব্যয়।

মান্ত্রিকৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। মন্ত্র+ষ্ণিক।

নীরুজা—'সা' পদের বিধেয় বিণ। নিঃ রুজা যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। রুজ্ +অঙ =রুজা ; অর্থ 'রোগ'।

ভবিষ্যতি—সমাপিকা ক্রিয়া। ভূ+লৃট্ স্যতি। কর্তা 'সা'।

ত্বয়ি—ভাবে ৭মী।

সমাগতে—'ত্বয়ি' পদের কৃদন্ত-বিণ। সম্—আ—গম্+ক্ত+৭মী ১ বচন।

তব—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী, কৃদন্ত পদ দর্শনাৎ।

দর্শনাদেবাহম্—দর্শনাৎ+এব+অহম্ (সন্ধি)।

দর্শনাৎ—হেতৌ বা অনন্তরার্থে ৫মী। দৃশ্+অনট্। এব—অব্যয়।

অহম্—কর্তরি ১মা। তাম্—কর্মণি ২য়া।

ত্যক্ষ্যামি—সমাপিকা ক্রিয়া, ত্যজ্‌+লৃট্‌ স্যামি। ততঃ, পরম্‌—অব্যয়।

মন্ত্রবাদঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। মন্ত্রস্য বাদঃ (=বিতর্কঃ) (৬ষ্ঠীতৎ)। মন্‌+ষ্ট্রন=মন্ত্র। বদ্‌+ঘঞ্‌=বাদঃ। এখানে 'মন্ত্রবাদঃ ন বিধেয়ঃ' অর্থ এই মন্ত্রগুপ্তি বা শর্তের অন্যত্র ব্যবহার চলিবে না।

বিধেয়ঃ—কৃদন্ত-বিণ। বি—ধা+যৎ। কর্তা 'ত্বয়া' উহ্য।

ভণিত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। ভণ্‌+ক্ত্বাচ্‌। সঃ—'ভূতঃ' পদের বিণ।

ভূতঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'জগ্রাহ'।

গত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া গম্‌+ক্ত্বাচ্‌। তাম্‌—'রাজপুত্রীম্‌' পদের বিণ।

রাজপুত্রীম্‌—কর্মণি ২য়া। রাজ্ঞঃ পুত্রী (৬ষ্ঠীতৎ) তাম্‌।

জগ্রাহ—সমাপিকা ক্রিয়া। গ্রহ্‌+লিট্‌ অ।

বিপ্রঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'যযৌ'। অপি, তত্র—অব্যয়।

যযৌ—সমাপিকা ক্রিয়া। যা+লিট্‌ অ। কর্তা 'বিপ্রঃ'।

রাজকুলম্‌—কর্মণি ২য়া। রাজ্ঞঃ কুলং (=গৃহং) (৬ষ্ঠীতৎ)।

গতঃ—'বিপ্রঃ' পদে কৃদন্ত বিণ; গম্‌+ক্ত। বিপ্রঃ—কর্তরি ১মা।

অনুষ্ঠানসামগ্রীম্‌—কর্মণি ২য়া। অনুষ্ঠানানাং সামগ্রী (৬ষ্ঠীতৎ) তাম্‌। সমগ্র+স্ত্রিয়াম্‌ ঈপ্‌=সামগ্রী (উপকরণ)।

বিদধে—সমাপিকা ক্রিয়া, বি—ধা+লিট্‌ এ। কর্তা 'বিপ্রঃ'।

ভূতঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'জগাম'। ইয়ম্‌—উক্তে কর্মণি ১মা।

মুক্তা—কৃদন্ত ক্রিয়া। মুচ্‌+ক্ত (কর্মবাচ্যে), স্ত্রিয়াম্‌ আপ্‌। কর্তা 'ময়া' উহ্য, কর্ম 'ইয়ম্‌'। মুক্তা+ইতি=মুক্তেতি (সন্ধি)। ইতি—অব্যয়।

উক্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+ক্ত্বাচ্‌। তাম্‌—কর্মণি ২য়া।

ত্যক্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। ত্যজ্‌+ক্ত্বাচ্‌।

জগাম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ভূতঃ'। গম্‌+লিট্‌ অ।

ব্রাহ্মণায়—সম্প্রদানে ৪র্থী। রাজ্ঞা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

সুতা—উক্তে কর্মণি ১মা। ক্রিয়া 'প্রদত্তা' উহ্য।

রাজ্যার্ধম্‌—উক্তে কর্মণি ১মা। রাজ্যস্য অর্ধম্‌ (৬ষ্ঠীতৎ)। 'অর্ধ' শব্দ ঠিক অর্ধাংশ বুঝাইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়; কিছু অংশ বুঝাইলে পুংলিঙ্গ হয়।

প্রদত্তম্‌—কৃদন্ত ক্রিয়া। প্র—দা+ক্ত কর্মবাচ্যে।

কেশবঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'বভূব'। অপি—অব্যয়।

পূর্ণমনোরথঃ—'কেশবঃ' পদের বিণ। মনসঃ রথঃ (ষষ্ঠীতৎ); পূর্ণঃ মনোরথঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

বভূব—সমাপিকা ক্রিয়া। ভূ+লিট্ অ। কর্তা 'কেশবঃ'।

বাচ্যান্তর। বিপ্রঃ ভীরুঃ উক্তবান্—যৎ আতিথ্যং (১মা) ক্রিয়তে (ত্বয়া), তৎ (১মা) বিধীয়তাং (ত্বয়া)……। ভূতঃ উক্তবান্—ন ত্বং বিভীয়াঃ। ত্বয়া……স্বামিনা (ভূয়তে),…ময়া ত্বদ্‌গৃহদ্বারবৃক্ষস্থেন ভূতেন… আগতম্।……উপকুর্যাম্……(অহম্)।……ত্বয়া……মৃগবতী রাজধানী মদনভূপতিসনাথা গম্যতাম্।……ময়া তৎপুত্রী মৃগলোচনা গ্রহীষ্যতে। তয়া ……নীরুজয়া ন ভবিষ্যতে।…… ময়া সা ত্যক্ষ্যতে……মন্ত্রবাদং ন বিদধ্যাঃ (ত্বম্)……তেন…ভূতেন · সা রাজপুত্রী জগৃহে। বিপ্রেণ… যযে।…গতেন বিপ্রেণ অনুষ্ঠানসামগ্রী বিদধে।…ভূতেন অনয়া মুক্তয়া (ভূয়তে)…জগ্মে। .. রাজা সুতাং রাজ্যার্ধং (২য়া) চ প্রদত্তবান্ কেশবেন…পূর্ণমনোরথেন বভূবে।

অনুবাদ। ভীত ব্রাহ্মণ বলিল—"আতিথ্য যাহা করিবে, তাহা শীঘ্র কর।" ভূত বলিল—"তোমায় ভয় করিতে হইবে না। তুমি আমার প্রভু, যেহেতু আমি তোমার দ্বারদেশের বৃক্ষস্থিত ভূত, করগরার ভয়ে এখানে আসিয়াছি। অতএব নিজের প্রভুর ভাল উপকার করাই উচিত। সুতরাং হে ব্রাহ্মণ! মদন ভূপতি যেখানে থাকেন, সেই মৃগবতী নামক রাজধানীতে তুমি যাও। সেখানে আমিও তাঁহার কন্যা মৃগলোচনাকে ধরিব। অন্য কোনও মন্ত্রজ্ঞ লোক দ্বারা সে রোগমুক্ত হইবে না। তুমি আসিলে তোমায় দেখামাত্রই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তারপর কিন্তু এই মন্ত্রণা প্রকাশ করিবে না (অথবা, এইরূপ শর্ত ইহার পর কিন্তু আর অন্যত্র চলিবে না)"—এই বলিয়া সেই ভূত গিয়া সেই রাজকন্যাকে ধরিল। ব্রাহ্মণও সেখানে গেল। রাজবাড়িতে গিয়া ব্রাহ্মণ বহু অনুষ্ঠান করিল। ভূত তখন "ইহাকে ছাড়িলাম" বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রাজা ব্রাহ্মণকে নিজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দিলেন। কেশবেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

Trans.: The frightened Brahmana said—"Whatever hospitality to be done, do that quickly." The ghost said, "You need not be afraid. You are my master, for I am the ghost living on the tree at your gate, and have come here out of fear for Karagara. So I should do substantial benefit to you—my master. Therefore, O Brahmana, go to

the town of Mrigabati, where lives king Madana. There I shall possess his daughter Mrigalochana. She will not be cured by any other incantator. As you reach there, I shall release her at your very sight. But the secrecy of collusion should not be divulged thereafter (or, this term should not be agreed upon hereafter)." So saying the ghost, going there, possessed that princess. The Brahmana, too, went there. Reaching the king's palace, the Brahmana performed many rites. Thereupon the ghost went away releasing her, saying "She is released". The king bestowed upon the Brahmana his daughter and half of his kingdom. Keshaba, too, had his desires fulfilled.

স করগরাপতিঃ......রক্ষণীয় ইতি। (৩য় অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। সঃ+করগরাপতিঃ। সঃ+ভূতঃ। রাজ্ঞঃ+শক্রঘ্নস্য। চ+অত্যর্থম্। কেশবম্+আমন্ত্রয়ামাস। অগন্তুকামঃ+অপি। ভার্যানুরোধতঃ+জগাম। সম্মানিতঃ+মহীভুজা। সঃ+চ। ভূতঃ+তম্+আয়ান্তম্। পরুষৈঃ+বাক্যৈঃ। তর্জয়ন্+ইতি+আহ। যৎ+ময়া। তৎ+একদেশে। রক্ষণীয়ঃ+ইতি।

শব্দার্থ। সঃ করগরাপতিঃ (সেই করগরার স্বামী) রাজকন্যয়া সার্ধং (রাজকন্যার সহিত) রাজলক্ষ্মীং ভুঙ্‌ক্তে (রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতে লাগিল)। অত্রান্তরে (এদিকে) সঃ ভূতঃ (সেই ভূত) কর্ণাবতীং গত্বা (কর্ণাবতী নগরে গিয়া) রাজ্ঞঃ শক্রঘ্নস্য (রাজা শক্রঘ্নের) ভার্যাং সুলোচনাং (পত্নী সুলোচনাকে) জগ্রাহ (ধরিল)। সা (সেই সুলোচনা) মদনস্য (রাজা মদনের) পিতৃস্বসা (পিসী ছিল)। সা চ অত্যর্থং পীড়িতা (সে কিন্তু অতিশয় পীড়িত হইয়া) জীবিতশেষা অভূৎ (মাত্র প্রাণে বাঁচিয়া রহিল)। শক্রঘ্নঃ (কর্ণাবতীর রাজা) তং ব্রাহ্মণং কেশবম্ (সেই কেশব ব্রাহ্মণকে) আমন্ত্রয়ামাস (ডাকিলেন)। করগরাপতিঃ (করগরার স্বামী কেশব) অগন্তুকামঃ অপি সন্ (যাইতে অনিচ্ছুক হইয়াও) ভার্যানুরোধতঃ (স্ত্রী মৃগলোচনার অনুরোধে) জগাম (গেল)। তত্র গতঃ (সেখানে গেলে) সম্মানিতঃ (সম্মানিত হইয়া) মহীভুজা শক্রঘ্নেন (রাজা শক্রঘ্ন কর্তৃক) গতঃ সুলোচনা-বেশ্মনি (সুলোচনার গৃহে গেল)। সঃ চ ভূতঃ (সেই ভূতও) তম্ আয়ান্তং দৃষ্ট্বা (তাহাকে আসিতে দেখিয়া) পরুষৈঃ বাক্যৈঃ (কর্কশ ভাষায়) তর্জয়ন্ (শাসাইতে শাসাইতে)

আহ (বলিল)—যৎ ময়া প্রতিপন্নম্ (যাহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম) তৎ একদেশে কৃতম্ (তাহা এক জায়গায় প্রতিপালন করিয়াছি)। অধুনা তু বিপ্র (এখন কিন্তু, ওরে বামুন) ত্বয়া আত্মা রক্ষণীয়ঃ (তুই নিজেকে সামলা) ইতি (এই কথা)।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ করগরাপতিঃ (করগরায়াঃ স্বামী কেশবঃ) রাজকন্যয়া সার্ধং (নৃপদুহিত্রা সহ) রাজলক্ষ্মীং (রাজৈশ্বর্যং) ভুঙ্ক্তে (বুভুজে)। অত্রান্তরে (এতস্মিন্ অবকাশে) সঃ (পূর্বকথিতঃ ভূতঃ (প্রেতঃ) কর্ণাবতীং গত্বা (কর্ণাবতীং নাম নগরীং গত্বা) রাজ্ঞঃ (তত্রস্থস্য নৃপস্য) শত্রুঘ্নস্য (তন্নামকস্য) ভার্যাং (পত্নীং) সুলোচনাং জগ্রাহ (ধৃতবান্)। সা (সুলোচনা) মদনস্য (মৃগবতী-নগরস্য ভূপতেঃ) পিতৃস্বসা (পিতুঃ ভগিনী)। সা চ অত্যর্থং (সাতিশয়ং) পীড়িতা (আর্তা) জীবিতশেষা অভূৎ (কথমপি প্রাণৈঃ জীবতি স্ম)। শত্রুঘ্নঃ (কর্ণাবতীরাজঃ) তং ব্রাহ্মণং (পূর্বোক্তং বিপ্রং) কেশবম্, আমন্ত্রয়ামাস (সমাহ্বয়ৎ)। করগরাপতিঃ (কেশবঃ) অগন্তুকামঃ অপি সন্ (তত্র যাতুম্ অনিচ্ছুকঃ ভূত্বা অপি) ভার্যানুরোধতঃ (স্ত্রিয়ঃ মৃগলোচনায়াঃ অনুরোধবশাৎ) জগাম (অগচ্ছৎ)। তত্র গতঃ (তস্মিন্ নগরে উপস্থিতঃ সন্) সম্মানিতঃ (সমাদৃতঃ সন্) মহীভুজা শত্রুঘ্নেন (রাজ্ঞা শত্রুঘ্নেন) গতঃ (অগচ্ছৎ) সুলোচনা-বেশ্মনি (সুলোচনায়াঃ গৃহম্)। সঃ চ (পূর্বপরিচিতঃ) ভূতঃ (প্রেতঃ) তম্ (ব্রাহ্মণম্) আয়ান্তম্ (আগচ্ছন্তং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) পরুষৈঃ (কর্কশৈঃ) বাক্যৈঃ (বচনৈঃ) তর্জয়ন্ (ভর্ৎসয়ন্) আহ (উবাচ)—যৎ (উপকারকরণং) ময়া প্রতিপন্নং (স্বীকৃতম্), তৎ একদেশে (একস্মিন্ ক্ষেত্রে, মৃগবত্যাং নগর্যাং) কৃতম্ (প্রতিপালিতম্)। অধুনা তু (ইদানীং পুনঃ) বিপ্র (হে ব্রাহ্মণ !) ত্বয়া আত্মা রক্ষণীয়ঃ (ত্বম্ আত্মানং রক্ষ মম হস্তাৎ ইতি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—'করগরাপতিঃ' পদের বিণ।

করগরাপতিঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'ভুঙ্ক্তে'। করগরায়াঃ পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ)।

রাজকন্যয়া—'সার্ধং' পদযোগে ৩য়া। রাজ্ঞঃ কন্যা (৬ষ্ঠীতৎ), ৩য়া।

সার্ধম্—সহার্থক অব্যয়। সহ, সাকম্, সার্ধম, সমম্ প্রভৃতি সহার্থক অব্যয়।

রাজলক্ষ্মীম্—কর্মণি ২য়া। রাজ্ঞঃ লক্ষ্মীঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তাম্। "লক্ষ্মী" শব্দ নদী শব্দের মত ; শুধু প্রথমার একবচনে বিসর্গ হইবে ; নদী শব্দে হইবে না।

ভুঙ্‌ক্তে—সমাপিকা ক্রিয়া। ভুজ্‌+লট্‌ তে। অতীতের অর্থে বর্তমান। ভুজ্‌ ধাতু "ভোগকরা বা খাওয়া" অর্থে আত্মনেপদী ; "পালন বা রক্ষা করা" অর্থে পরস্মৈপদী।

অত্রান্তরে—অধিকরণে ৭মী, অত্র অন্তরঃ (=অবকাশ) কর্মধা, তস্মিন্‌।

সঃ—'ভূতঃ' পদের বিণ। ভূতঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া জগ্রাহ।

কর্ণাবতীম্‌—কর্মণি ২য়া। গত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, গম্‌+ক্ত্বাচ্‌।

রাজ্ঞঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। শত্রুঘ্নস্য—'রাজ্ঞঃ' পদের পরিচায়ক পদ।

ভার্যাম্‌—কর্মণি ২য়া। ভৃ+ণ্যৎ, স্ত্রিয়াম্‌ আপ্‌।

সুলোচনাম্‌—'ভার্যাম্‌' পদের পরিচায়ক পদ। সু লোচনে যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্‌। সংজ্ঞা অর্থাৎ নামবাচক বিশেষ্য বলিয়া এই সমাস ভাঙা চলিবে না।

জগ্রাহ—সমাপিকা ক্রিয়া, গ্রহ্‌+লিট্‌ অ। কর্তা 'ভূতঃ'।

সা—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'আসীৎ' উহ্য। মদনস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

পিতৃষ্বসা—'সা' পদের পরিচায়ক পদ। পিতুঃ স্বসা (৬ষ্ঠীতৎ)। সমাস হইলে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পরবর্তী স্বসৃ শব্দের প্রথম স্‌ ষ্‌ হয়।

সা—কর্তরি ১মা। অত্যর্থম্‌—ক্রি-বিণে ২য়া।

পীড়িতা—'সা' পদের বিণ। পীড়া+জাতার্থে ইতচ্‌, স্ত্রিয়াম্‌ আপ্‌।

জীবিতশেষা—'সা' পদের বিণ। জীবিতম্‌ এব শেষঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। জীব্‌+ক্ত, ভাববাচ্যে=জীবিতম্‌।

অভূৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অভূৎ'। ভূ+লুঙ্‌ দ্‌।

শত্রুঘ্নঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'আমন্ত্রয়ামাস'।

তম্‌—'ব্রাহ্মণম্‌' পদের বিণ। ব্রাহ্মণম্‌—কর্মণি ২য়া।

কেশবম্‌—'ব্রাহ্মণম্‌' পদের পরিচায়ক পদ।

আমন্ত্রয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'শত্রুঘ্নঃ'। আ—মন্ত্র্‌+ণিচ্‌+লিট্‌ অ। আ+মন্ত্র ধাতু=আহ্বান করা।

করগরাপতিঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'জগাম'। করগরায়াঃ পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ)।

অগন্তুকামঃ—'করগরাপতিঃ' পদের বিধের বিণ। গন্তুং কামঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। ন গন্তুকামঃ (নঞ্‌তৎ)। "কামমনসোঃ তুমুন্‌" ইতি কাম শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ হওয়ায় "তুম্‌" প্রত্যয়ের "ম্‌" লোপ হইয়াছে।

সন্‌—'করগরাপতিঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। অস্‌+শতৃ।

ভার্যানুরোধতঃ—তস্ প্রত্যয়ান্ত অব্যয়। ভার্যায়াঃ অনুরোধঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। হেতৌ ৫মী স্থানে তস্।

জগাম—সমাপিকা ক্রিয়া। গম্+লিট্ অ। তত্র—অব্যয়।

গতঃ—'সঃ' এই উহ্য পদের কৃদন্ত বিণ। গম্+ক্ত।

সম্মানিতঃ—'সঃ' এই উহ্য পদের কৃদন্ত বিণ। সম্—মন্+ক্ত কর্মবাচ্যে।

মহীভূজা—'শত্রুঘ্নেন' পদের বিণ। মহীং ভুনক্তি (=পালন করেন) যঃ (উপপদতৎ) তেন। মহী—ভুজ্+কিপ্=মহীভূজ্।

শত্রুঘ্নেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। গতঃ—'সঃ' পদের কৃদন্ত বিণ, গম্+ক্ত।

সুলোচনাবেশ্মনি—অধিকরণে ৭মী। সুলোচনায়াঃ বেশ্ম (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মিন্। বেশ্মন্ শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ কর্মন্ শব্দের মত। অর্থ গৃহ, এখানে ঘর।

সঃ—'ভূতঃ' পদের বিণ। ভূতঃ—কর্তরি ১মা। তম্—কর্মণি ২য়া।

আয়ান্তম্—'তম্' পদের কৃদন্ত বিধেয় বিণ। আ—যা+শতৃ, ২য়া ১বচন।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। দৃশ্+ক্ত্বাচ্।

পরুষৈঃ—'বাক্যৈঃ' পদের বিণ। পরুষ অর্থ কর্কশ, কঠোর।

বাক্যৈঃ—করণে ৩য়া। বচ্+যৎ=বাক্য। বচ্+যৎ প্রত্যয় করিলে যোগ্য অর্থে 'বাচ্য' ও 'উচ্চারিত শব্দ' অর্থে 'বাক্য' হয়।

তর্জয়ন্—'ভূতঃ' পদের কৃদন্ত বিধেয় বিণ। তর্জ+ণিচ্+শতৃ।

আহ—সমাপিকা ক্রিয়া, ব্রূ+লট্ তি। পক্ষে=ব্রবীতি। কর্তা 'ভূতঃ'।

যৎ—উক্তে কর্মণি ১মা। ময়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

প্রতিপন্নম্—কৃদন্ত ক্রিয়া। প্রতি—পদ্+ক্ত কর্মবাচ্যে।

তৎ—উক্তে কর্মণি ১মা, ক্রিয়া 'কৃতম্'।

একদেশে—অধিকরণে ৭মী। একঃ দেশঃ (কর্মধা) তস্মিন্।

কৃতম্—কৃদন্ত ক্রিয়া। কৃ+ক্ত কর্মবাচ্যে। অধুনা, তু—অব্যয়।

বিপ্র—সম্বোধনে ১মা। ত্বয়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

আত্মা—উক্তে কর্মণি ১মা। আত্মন্ শব্দ ১মা ১বচন।

রক্ষণীয়ঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কর্তা 'ত্বয়া', কর্ম 'আত্মা'। রক্ষ্+অনীয়।

বাচ্যান্তর। তেন করগরাপতিনা……ভুজ্যতে।…তেন ভূতেন…… ভার্যা সুলোচনা জগৃহে। তয়া …..পিতৃবসত্রা (অভূয়ত)। তয়া…পীড়িতয়া জীবিতাশেষয়া অভাবি। শত্রুঘ্নেন সঃ ব্রাহ্মণঃ কেশবঃ আমন্ত্রয়ামাসে। করগরাপতিনা র্থগন্তকামেন…সভা……জগ্মে।…গতেন সম্মানিতেন ..গতম্…।

তেন ভূতেন……তর্জয়তা উচ্যতে—যৎ (২য়া) অহং প্রতিপন্নবান্ তৎ (২য়া) …কৃতবান্।……ত্বম্ আত্মানং রক্ষয়েঃ।

অনুবাদ। সেই করগরাপতি রাজকন্যার সহিত. রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেই ভূত কর্ণাবতী নগরে গিয়া রাজা শত্রুঘ্নের পত্নী সুলোচনাকে ধরিল। সে ছিল মদনের পিসী। সে ভীষণ পীড়িত হইয়া মাত্র প্রাণে বাঁচিয়া থাকিল। শত্রুঘ্ন সেই ব্রাহ্মণ কেশবকে আহ্বান করিল। করগরার স্বামী যাইতে অনিচ্ছুক হইলেও পত্নীর (মৃগলোচনার) অনুরোধে গেল। সেখানে গেলে রাজা শত্রুঘ্ন কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সে সুলোচনার গৃহে গেল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সেই ভূত কটুবাক্যে শাসাইয়া বলিল—'আমি যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা এক জায়গায় পালন করিয়াছি। এইবার, বামুন, তুই নিজেকে রক্ষা কর।

Trans. The husband of Karagara enjoyed royalty with the princess. In the meantime, that ghost, going to Karnabati possessed Sulochana, the wife of king Satrughna. She was the aunt of Madana. Being greatly afflicted, she was some how alive. Satrughna called in that Brahmana Keshaba. The husband of Karagara, though unwilling to go, went there at the request of his wife (i.e. Mrigalochana). As he reached there, he was honoured by Satrughna and went to Sulochana's apartment. Seeing him come, that ghost spoke, threatening him in harsh words—"I have fulfilled at one place what I promised to you. Now, O Brahmana, do save yourself."

তদা কালবেদী……মেঽধুনা ইতি॥ (৪র্থ অনুচ্ছেদ)

সন্ধিবিচ্ছেদ। সঃ+দ্বিজঃ। কৃতাঞ্জলিঃ+ভূত্বা। তৎকর্ণম্+আশ্রিত্য। পৃষ্ঠলগ্না+অত্র। মে+অধুনা।

শব্দার্থ। তদা (তখন) কালবেদী (সময়োপযোগী কাজ করিতে জানে এমন) স দ্বিজঃ (সেই ব্রাহ্মণ) কৃতাঞ্জলি ভূত্বা (হাত জোড় করিয়া) তৎকর্ণম্ আশ্রিত্য (তাহার কাণে কাণে) জগাদ (বলিল)—হে ভূত (প্রেত)! করগরা (আমার প্রথমা স্ত্রী করগরা) প্রাপ্তা (আসিয়া পৌঁছিয়াছে), অধুনা (এখন) অত্র মে (এইখানে আমার) পৃষ্ঠলগ্না (পিঠের কাছে) [তিষ্ঠতি (রহিয়াছে)] ইতি (এই কথা)।

বাচ্যান্তর।…ভীতেন ভূতেন বিস্মিতমানসেন যায়তে (ময়া)…জগ্মে…।

অনুবাদ। সেই কথা শুনিয়া সেই ভূত মনে চমকিত ও ভীত হইয়া 'আমি যাচ্ছি' এই কথা ব্রাহ্মণকে বলিয়া সেই ধৃতব্যক্তিকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

Trans. On hearing that, the ghost, startled and afraid in mind, went away leaving his victim, saying to the Brahmana "I am going."

তদা……যযৌ। (অনুচ্ছেদ ৬)

সন্ধিবিচ্ছেদ। সঃ+ব্রাহ্মণঃ+মৃগবতীনগরম্।

শব্দার্থ। তদা (তখন) ভার্যায়াং স্বস্থীভূতায়াম্ (স্ত্রী সুস্থ হইলে) তেন রাজ্ঞা শত্রুঘ্নেন (সেই রাজা শত্রুঘ্ন কর্তৃক) সৎকৃতঃ (পূজিত হইয়া) সঃ ব্রাহ্মণঃ (সেই ব্রাহ্মণ) মৃগবতীনগরং (মৃগবতীনগরে) যযৌ (চলিয়া গেল)।

সংস্কৃত অর্থ। তদা (তস্মিন্ ভূতে প্রস্থিতে) ভার্যায়াং (পত্ন্যাং) স্বস্থীভূতায়াং (প্রকৃতিস্থায়াং) তেন রাজ্ঞা শত্রুঘ্নেন, সৎকৃতঃ (পূজিতঃ) সঃ ব্রাহ্মণঃ (কেশবঃ) মৃগবতীনগরং যযৌ (অগচ্ছৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তদা—অব্যয়। তদ্+কালার্থে দা।

ভার্যায়াম্—ভাবে ৭মী। ভৃ+ণ্যৎ, স্ত্রিয়াম্ আপ্।

স্বস্থীভূতায়াম্—'ভার্যায়াম্' পদের কৃদন্ত বিণ। অস্বস্থা স্বস্থা ভূতা ইতি স্বস্থ—অভূত-তদ্ভাবে চ্বি—ভূ+ক্ত, স্ত্রিয়ামাপ্। স্বস্মিন্ তিষ্ঠতি যঃ (উপপদতৎ)। স্ব—স্থা+ক=স্বস্থ।

তেন—'শত্রুঘ্নেন' পদের বিণ। রাজ্ঞা—"শত্রুঘ্নেন" পদের পরিচয়ক পদ।

শত্রুঘ্নেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

সৎকৃতঃ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। সৎ—কৃ+ক্ত।

সঃ—'ব্রাহ্মণঃ' পদের বিণ। ব্রাহ্মণঃ—কর্তরি ১মা।

মৃগবতীনগরম্—কর্মণি ২য়া, মৃগবতীনামকং নগরম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা)।

যযৌ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা ব্রাহ্মণঃ'; যা+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। সৎকৃতেন তেন ব্রাহ্মণেন মৃগবতীনগরং (১মা) যযে।

অনুবাদ। অতঃপর ভার্যা সুস্থ হইলে সেই রাজা শত্রুঘ্ন কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ (কেশব) মৃগবতীনগরে চলিয়া গেল।

Trans. Then, his wife becoming normal, that king

Satrughna honoured that Brahmana who left for the city of Mrigabati.

প্রশ্নোত্তর

১। করগরা কে ছিল? তাহার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বর্ণনা দাও। Who was Karagara? Describe the terror of her nature.

উত্তর। করগরা ছিল বৎসোম নামক নগরের অধিবাসী কেশব নামক কোন এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী।

তাহার নামের অর্থ অনুযায়ীই তাহার স্বভাব ছিল; সে সকল সময়েই রাগে গরগর করিত। তাহাকে দেখিলে সমস্ত প্রাণীই সন্ত্রস্ত হইত। তাহার গৃহের দ্বারদেশের একটি বৃক্ষে এক ভূত থাকিত। করগরার ভয়ে সে বনে পলাইয়া গিয়াছিল। তাহার জ্বালায় সেই ব্রাহ্মণও অন্যদেশে চলিয়া গেল।

২। ভূতটী কি করিয়া ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল?
How did the ghost benefit the Brahmana?

উত্তর। বিদেশে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভূতের দেখা হইল। ভূত তাহাকে বলিল 'তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত; তুমি আজ আমার অতিথি হও।' ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া বলিল আতিথ্য যা কিছু করিতে চাও, শীঘ্র করিয়া লও।' ভূত বলিল "তুমি ভয় পাইও না। তুমি আমার গৃহস্বামী, কারণ আমি তোমার দ্বারদেশের গাছে থাকিতাম; করগরার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি। গৃহস্বামীর যথেষ্ট উপকার করাই উচিত। রাজা মদনের রাজধানী মৃগবতীনগরে তুমি যাও। আমি তাহার কন্যাকে ধরিব। অন্য কোন লোকই মন্ত্রদ্বারা তাহাকে সারাইতে পারিবে না। তুমি গেলেই তোমাকে দেখিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু আমাদের এই মন্ত্রণা ইহার পরে অন্যত্র আর চলিবে না।" এই বলিয়া সে গিয়া সেই রাজকন্যাকে ধরিল। ব্রাহ্মণ সেই রাজবাড়িতে গিয়া নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিল। তখন সেই ভূত চলিয়া গেল। রাজা সেই ব্রাহ্মণকে নিজের কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দান করিল। ব্রাহ্মণও সেইখানে বাস করিতে লাগিল।

৩। কি উপলক্ষে ভূতের সহিত ব্রাহ্মণের বিবাদ হইল? ব্রাহ্মণ কি কৌশলে ভূতকে তাড়াইল? What was the occasion of the Brahmana's quarrel with the ghost? How did the Brahmana get rid of the ghost?

উত্তর। ব্রাহ্মণ তো সেই রাজ্য রাজকন্যাকে লইয়া ভোগ করিতে লাগিল। এদিকে সেই ভূত গিয়া কর্ণাবতী নগরের রাজা শত্রুঘ্নের স্ত্রীকে ধরিল। শত্রুঘ্নের স্ত্রী ছিল মৃগবতী নগরের রাজা মদনের পিসী। স্ত্রীর অসুস্থতা ভীষণ হইয়া উঠিলে শত্রুঘ্ন সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিলেন। কেশবের সেখানে যাইতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নূতন স্ত্রীর অনুরোধে সেখানে গেল। রাজা শত্রুঘ্ন তাহাকে বহু সম্মান করিয়া স্ত্রী সুলোচনার ঘরে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া ভূত তখন অতি কঠোর কথায় তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে যে কথা দিয়াছিলাম, তাহা তো এক জায়গায় পালন করিয়াছি। এইবার, বামুন, তুমি নিজেকে রক্ষা কর।" কখন কিভাবে চলিতে হয়, ব্রাহ্মণ তাহা জানিত। সে তখন হাতজোড় করিয়া ভূতের কানের কাছে গিয়া বলিল—"ওহে ভূত! আমার প্রথমা স্ত্রী কর্কশা আসিয়া আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে।" কথাটা শুনিয়াই ভূত চমকিত হইল; ভয় পাইয়া সে সেই সুলোচনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। স্ত্রী সুস্থ হইয়া উঠিলে রাজা শত্রুঘ্ন ব্রাহ্মণকে খুব সমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণ তারপরে মৃগবতী নগরে চলিয়া গেল।

৪। **সংস্কৃত প্রতিশব্দ লিখ।** Give sanskrit synonyms of :

জল্পিতঃ, গুণবৎ, মান্ত্রিকৈঃ, ভণিত্বা, অনুষ্ঠানসামগ্রীম্, অগন্তুকামঃ, প্রতিপন্নম্, প্রাপ্তা, সৎকৃতঃ।

উত্তর। সংস্কৃতার্থ দেখ।

৫। **বাচ্যান্তর কর।** Change the voice of—

(i) সোঽপি তেন ভূতেন দৃষ্টো জল্পিতশ্চ। (ii) ন ত্বয়া ভেতব্যম্। (iii) তত্র চাহং তৎপুত্রীং মৃগলোচনাং গ্রহীষ্যে। (iv) বিপ্রোঽপি তত্র যযৌ। (vi) যৎ ময়া প্রতিপন্নম্, তৎ একদেশে কৃতম্। (vii) ত্বয়া আত্মা রক্ষণীয়ঃ।

উত্তর। বাচ্যান্তর দেখ।

৬। **কারণ কি লিখ** (Account for)

(i) "ভুঙ্‌ক্তে"—আত্মনেপদী কেন?

(ii) "পিতৃষ্বসা"—ষ্ কেন? (iii) "আশ্রিত্য"—ত কেন?

উত্তর। (১) ভোগ করা বা খাওয়া অর্থে আত্মনেপদী। (২) সমাস হইলে পিতৃ, মাতৃ, প্রভৃতি পদের পরবর্তী স্বসৃ শব্দের প্রথম স্ টি ষ্ হয়। (৩) পিতি কৃতি তুক্ ইতি ত-কার আগম্। বিকল্পে আগম্য।

রঘুবংশম্

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশঃ

(সীতার পাতালপ্রবেশ—The Disappearance of Sita into the Nether World.)

[মহাকবি-কালিদাস-কৃত-রঘুবংশ-মহাকাব্যস্য পঞ্চদশসর্গতো গৃহীতঃ—মহাকবি কালিদাস-বিরচিত রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের পঞ্চদশ সর্গ হইতে উদ্ধৃত—Quoted from the 15th canto of the great epic Raghu-Vamsam, written by the immortal poet Kalidasa.].

কবি-পরিচিতি—সংস্কৃত সাহিত্য-মালিকার মধ্যমণি ভারত-গৌরব মহাকবি কালিদাস কোন্ এক অতীত যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাহার সঠিক নির্ণয় ইতিহাস এখনও করিতে পারে নাই। এদেশীয় পণ্ডিত-সমাজ বিশ্বাস করেন, মহাকবি কালিদাস খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীবাসী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। নয়টি রত্নের নাম, যথা—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। নব রত্নের নামগুলি নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

কিন্তু এদেশীয় পণ্ডিত-সমাজের এই কথা পাশ্চাত্য সমালোচকগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। ইওরোপীয় বিখ্যাত ম্যাক্স্‌মুলার সাহেব তাঁহার রেনেসাঁ মতবাদের (The Theory of Renaissance of Sanskrit Literature) দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহাকবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। ম্যাক্স্‌মুলার-এর মত বহুদিন ধরিয়া বিদগ্ধ জনসমাজে প্রচলিত

ছিল, কিন্তু বর্তমানে বহু গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস যে উজ্জয়িনীতে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থের মধ্য হইতেই পাওয়া যায়।

মহাকবি কালিদাসের কোনও নির্ভরযোগ্য জীবনী আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। শোনা যায়, তিনি বাল্যকালে মূর্খ ছিলেন। কোনও বিদুষী রাজকন্যার সহিত ঘটনাচক্রে তাঁহার বিবাহ হয়। নব-বিবাহিতা পত্নী মূর্খ স্বামীকে অবজ্ঞা করায় জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া কালিদাস সংসার ত্যাগ করেন ও তপস্যাবলে কালিকা বা মতান্তরে সরস্বতী দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবীর বরে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন। কালিদাস অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ"—অর্থাৎ আমার বিশেষ কোন কথা বলিবার আছে। স্ত্রী যখন শুনিলেন, তাঁহার স্বামী আর মূর্খ নাই, বিদ্বান্ হইয়াছেন, উপরন্তু কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তখন তিনি ইহার প্রমাণ চাহিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে কালিদাস এমন তিনখানি কাব্য রচনা করিলেন যাহাদের আরম্ভ 'অস্তি', 'কশ্চিৎ' ও 'বাক্'—এই তিনটি কথা দ্বারা হইয়াছে। এই কাব্য তিনখানি যথাক্রমে—কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্ ও রঘুবংশম্।

কালিদাস সর্বসমেত সাতখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে দুইখানি মহাকাব্য—কুমারসম্ভবম্ ও রঘুবংশম্; দুইখানি খণ্ডকাব্য—ঋতুসংহারঃ ও মেঘদূতম্ এবং তিনখানি নাট্যগ্রন্থ—মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। এতদ্ভিন্ন আরও বহু গ্রন্থ কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের রচনা কিনা—এ বিষয়ে অধিকাংশ সমালোচকই একমত নহেন।

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে সর্বসমেত ১৯টি সর্গ (canto) বা বিভাগ আছে। এই মহাকাব্যে সূর্যবংশীয় নরপতি দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র এবং তাঁহার পরবর্তী আরও অনেক নৃপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহাকাব্য-খানির ঘটনাবলী মহর্ষি বাল্মীকির রচিত রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব রঘুবংশে পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি মহাকবি কালিদাসের স্বকীয় কবি-প্রতিভার নিদর্শন 'রঘুবংশ'-এর সর্বত্র বিরাজমান।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাবে ও ভাষায় এবং সর্বোপরি উপমা-অলংকারের সুনিপুণ প্রয়োগে। উপমা-অলংকারের সহিত মহাকবির রচনার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সেইজন্যই প্রবাদ রহিয়াছে—'উপমা কালিদাসস্য'।

রঘুবংশের বিষয়বস্তু ঃ

প্রথম সর্গ—মহাকবি কালিদাস তাঁহার বিখ্যাত মহাকাব্য 'রঘুবংশ'-এর প্রারম্ভে পার্বতী ও পরমেশ্বর—এই দুই দেবতাকে বন্দনাপূর্বক বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার মত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কবির পক্ষে রঘুবংশীয় বিখ্যাত নৃপতিগণের জীবনকাহিনী কাব্যে লিপিবদ্ধ করা স্পর্ধার কথা। তথাপি মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্বসূরিগণ তাঁহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই তিনি সাহস করিয়া রঘুবংশ-নামক মহাকাব্য রচনায় অগ্রণী হইয়াছেন। ইহার পর কবি বৈবস্বত মনুর বংশজাত মহারাজ দিলীপ ও তদীয় পত্নী মগধ-রাজকন্যা সুদক্ষিণার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আছে তাঁহাদের অপত্যহীনতার দুঃখের কথা; পুত্র কামনায় কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে যাত্রা, পথের বর্ণনা, আশ্রমের বর্ণনা, বশিষ্ঠদেব-কর্তৃক কুশলপ্রশ্ন ও মহারাজ দিলীপ-কর্তৃক উত্তর প্রদান; কামধেনু সুরভির অভিশাপে মহারাজ দিলীপের পুত্রহীনতার কথা জ্ঞাপন। অতএব সুরভিকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। তাহা হইলে মহারাজ পুত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সুরভি এক্ষণে বরুণদেবের যজ্ঞের ব্যাপারে পাতালে আছেন। তাই তাঁহাকে পাওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব বশিষ্ঠদেবের আদেশে মহারাজ দিলীপ সুরভির কন্যা নন্দিনী-নামক কামধেনুকে সেবা করিতে সস্ত্রীক নিযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ—মহারাজ দিলীপ সুরভি-কন্যা নন্দিনীকে সুদীর্ঘ ২১ দিন ধরিয়া সেবা করিলেন। নন্দিনী সন্তুষ্ট হইয়া দিলীপকে বর দিলেন এবং সেই বরের ফলে মহারাজ পুত্রলাভ করিলেন। সেই পুত্রের নাম রঘু। মহারাজ দিলীপ চাহিয়াছিলেন যেন তাঁহার পুত্রের নামে বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

[*Cf.* "বংশস্য কর্তারম্ অনন্তকীর্তিং সুদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে।"] এই জন্য তাঁহার বংশকে 'দিলীপ বংশ' না বলিয়া 'রঘুবংশ' বলা হইয়া থাকে। গ্রন্থের নামও সেইজন্য 'দিলীপবংশম্' না হইয়া 'রঘুবংশম্' হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গ—মহারাজ দিলীপ ৯৯টি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধবয়সে পুত্র রঘুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

চতুর্থ সর্গ—রাজা রঘু পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে অভিযান করিয়া সুহ্মদেশ, বঙ্গদেশ, উৎকল ও কলিঙ্গ, কাবেরী নদী, মলয় পর্বত, পাণ্ড্যদেশ, তাম্রপর্ণী নদী ও দর্দুর পর্বত, সহ্য পর্বত, কেরল দেশ, মুরলা নদী, পশ্চিম সমুদ্র, ত্রিকুট পর্বত ও পারস্যদেশ, সিন্ধুনদের তীরস্থ দেশ, হূণগণের দেশ, কাম্বোজ, হিমালয় পর্বত ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্তমান গৌহাটি) প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর তিনি বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও নিজের যথাসর্বস্ব ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ—রাজা রঘু বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে সর্বস্ব দান করার পর বরতন্তু-নামক মুনির কৌৎস-নামক জনৈক শিষ্য রঘুর নিকট ১৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেন। রঘু স্বীয় পরাক্রমবলে ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে উক্ত পরিমাণ মুদ্রা আদায় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজা রঘুকে বর দিলেন। তাহার ফলে রঘুর একটি সর্বগুণান্বিত উপযুক্ত পুত্র হইল। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করায় ব্রহ্মার নামানুসারে পুত্রের নাম রাখা হইল 'অজ'। অজ বড় হইলে বিদর্ভ দেশের রাজা ভোজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিবার জন্য রাজপুত্র অজকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। অজ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বিদর্ভদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নর্মদা নদীর তীরে এক শাপগ্রস্ত বন্য হস্তীকে বধ করায় সেই হস্তী শাপমুক্ত হইল। হস্তীটি আসলে একজন গন্ধর্ব রাজপুত্র ছিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অজকে সম্মোহন-নামক অস্ত্র দান করিলেন। বিদর্ভদেশে উপনীত হইলে রাজপুত্র অজ ভোজরাজের নিকট সমুচিত আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ—ভোজরাজ-ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে মগধরাজ পরন্তপ, অঙ্গরাজ, অবন্তিরাজ অনূপরাজ প্রতীপ, শূরসেনরাজ সুষেণ, কলিঙ্গরাজ, নাগপুররাজ প্রভৃতি বহু রাজা ও রাজপুত্র আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দুমতী অন্য কাহাকেও পছন্দ না করিয়া রাজপুত্র অজের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

সপ্তম সর্গ—রাজপুত্র অজের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল।

অষ্টম সর্গ—রাজা অজের পুত্র দশরথের জন্ম। ইন্দুমতীর অকালমৃত্যু। অজের বিলাপ।

নবম সর্গ—দশরথের কালমৃগয়া। অন্ধমুনির পুত্র বধ। দশরথের প্রতি পুত্রশোকাতুর মুনির অভিশাপ প্রদান।

দশম সর্গ—রাজা দশরথ দশ সহস্র বৎসর রাজ্যশাসনের পর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পৌরোহিত্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

একাদশ সর্গ—শ্রীরামচন্দ্রের তাড়কাবধ, হরধনুভঙ্গ ও জনকরাজকন্যা সীতার সহিত বিবাহ।

দ্বাদশ সর্গ—কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্রের বনগমন। রাবণ-কর্তৃক সীতা হরণ। রাম-কর্তৃক রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার।

ত্রয়োদশ সর্গ—সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীবাদির সহিত রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া নন্দীগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে বাল্মীকির রামায়ণ মতে ভরদ্বাজাশ্রমে] অবতরণ করিলেন। সেখানে ভরত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা শোভাযাত্রা করিয়া সাকেতোপবনে (বাল্মীকির রামায়ণ মতে নন্দীগ্রামে) গমন করিলেন।

চতুর্দশ সর্গ—সাকেতোপবনে রাম ও লক্ষ্মণ মাতৃদ্বয়কে দর্শন করিলেন। সেখানে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইল। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহারা অযোধ্যায় আগমন করিলেন। সেখানে কৈকেয়ীর সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। রামচন্দ্র সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহার লজ্জা দূর করিলেন। [বাল্মীকির রামায়ণের মতে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অযোধ্যা নগরীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল—সাকেতোপবনে বা নন্দীগ্রামে নহে। বাল্মীকির রামায়ণের মতে কৈকেয়ী ভরতের সহিত নন্দীগ্রামে আসিয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রার সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার অযোধ্যায় হইয়াছিল]। রামচন্দ্রের রাজ্যপালন। প্রজাগণের মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ। লক্ষ্মণের সাহায্যে সীতাকে বনবাসে প্রেরণ। সীতার বিলাপ। বাল্মীকির সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান ও আশ্রয় দান।

পঞ্চদশ সর্গ—সীতাকে বিসর্জন দিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন। শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণাসুর বধ ও যমুনার তীরে মথুরা নগরী স্থাপন।

বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবীর কুশ ও লব নামে দুই যমজ পুত্রের জন্মগ্রহণ। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্রজাতীয় তপস্বী শম্বুক-বধ। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ। সীতাকে গ্রহণ করিতে বাল্মীকি কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অনুরোধ। সীতাকে দ্বিতীয়বার অগ্নি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্তাব। সীতার পাতাল প্রবেশ। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মণ বর্জন। লক্ষ্মণের সরযূনদীর তীরে যোগবলে দেহত্যাগ। শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধান।

ষোড়শ সর্গ—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের রাজ্যপ্রাপ্তি। রাজকন্যা কুমুদ্বতীর সহিত বিবাহ।

সপ্তদশ সর্গ—রাজা কুশের পুত্র অতিথির জন্ম। রাজা অতিথির রাজ্যশাসন বর্ণনা।

অষ্টাদশ সর্গ—রাজা অতিথির পুত্র নিষধ ও তাঁহার বংশধরগণের বর্ণনা। বংশধরগণের নাম, যথা—নল, নভঃ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগু, পারিষাত্র, শীল, উন্নাভ, শঙ্খণ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, পুত্র, পৌষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন ও অগ্নিবর্ণ।

ঊনবিংশ সর্গ—রাজপুত্র অগ্নিবর্ণের অকালমৃত্যু। অগ্নিবর্ণের বিধবা পত্নী কর্তৃক রাজ্যশাসন।

মল্লিনাথ—রঘুবংশের টীকাকারের নাম মল্লিনাথ। মল্লিনাথ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উড়িষ্যার অন্তর্গত কোলাচল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার টীকার নাম 'সঞ্জীবনী'। মল্লিনাথ টীকাকার হইলেও একজন সুকবি ছিলেন।

প্রতি সর্গের টীকার প্রথমে তিনি শ্লোকের সাহায্যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রথম সর্গের প্রথমে তিনি বলিয়াছেন—

"ইন্দীবরদলশ্যামমিন্দিরানন্দকন্দলম্।
বন্দারুজনমন্দারং বন্দেঽহং যদুনন্দনম্॥"

মল্লিনাথ বলেন যে, তাঁহার পূর্বেও বহু টীকাকার রঘুবংশের টীকা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে টীকাগুলি সুন্দর নহে, দুর্ব্যাখ্যায় পূর্ণ। সেই দুর্ব্যাখ্যা-রূপ বিষপানে কালিদাসের বাগ্‌রূপা মানসীকন্যা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। মল্লিনাথের সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপ টীকা তাঁহার চেতনা ফিরাইয়া আনিবে। তাই মল্লিনাথের টীকার নাম 'সঞ্জীবনী'।

"ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী টীকা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি ॥"

মল্লিনাথ তাঁহার প্রিয় কবি কালিদাসের মহাকাব্যের প্রতি শ্লোকের অন্বয় (Prose-order) করিয়া প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি-লিখিত শ্লোকের অতিরিক্ত কিছু বলেন নাই, কবির কোনও কথা বাদও দেন নাই। তিনি বলেন—

"ইহান্বয়মুখেনৈব সর্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া।
নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে ॥"

রঘুবংশম্—রঘূনাং বংশঃ ইতি রঘুবংশঃ। তম্ অধিকৃত্য কৃতং মহাকাব্যং রঘুবংশম্। 'মহাকাব্যম্' পদটি ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'রঘুবংশম্' পদও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। রঘুবংশ + অণ্ (সূত্র—'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে') = রঘুবংশম্ (অণ্-প্রত্যয়ের লোপ। সূত্র—'লুপ্ আখ্যায়িকাভ্যো বহুলম্')।

রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গের বিষয়বস্তু :

রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে মোট ১০৩টি শ্লোক আছে। তন্মধ্যে মাত্র ২১টি শ্লোক "সংস্কৃত-সাহিত্য-সংগ্রহঃ" নামক পাঠ্য-পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম হইতে ৬২টি শ্লোক, ৭৯নং শ্লোক এবং ৮৫নং হইতে অবশিষ্ট শ্লোকগুলি পাঠ্যাংশে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের মাত্র ৬৩—৭৮ এবং ৮০—৮৪ সংখ্যক শ্লোক পাঠ্য-পুস্তকে আছে।

আদি মহাকবি ক্রান্তদর্শী ঋষি বাল্মীকির অমর মহাকাব্য "রামায়ণ" হইতেই রঘুবংশের ঘটনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস কিন্তু রামায়ণের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার মহাকাব্যে গ্রহণ করেন নাই। তিনি কিছু অংশ বাদ দিয়াছেন। কিছু অংশ সংযোজন করিয়াছেন। এইভাবে স্বীয় কবিত্ব প্রতিভাবলে কালিদাস যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা কাব্যরূপে অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হইয়া আছে।

চতুর্দশ সর্গে আমরা দেখিতে পাই, সীতাদেবী রাক্ষসের গৃহে বাস করার জন্য অযোধ্যার প্রজাগণের মনে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে অমূলক ও অলীক জানা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য নিরপরাধা সতী সাধ্বী পতিব্রতা সীতাদেবীকে বনে নির্বাসিত করেন।

তাঁহার অনুরোধে অথবা আদেশে ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ বিনা প্রতিবাদে সীতাদেবীকে রথে করিয়া দেশ-ভ্রমণের ছলে বাল্মীকির আশ্রমের নিকট বনপথে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। মর্মাহতা ও মূর্ছিতা সীতাদেবীকে মহানুভব মুনি বাল্মীকি তাঁহার আশ্রমে কন্যারূপে আশ্রয় দিলেন।

পঞ্চদশ সর্গের প্রারম্ভে দেখা গেল, সীতাদেবীকে অরণ্যে নির্বাসন দিয়া শ্রীরামচন্দ্র মনের দুঃখে রাজ্য শাসন করিতেছেন। কিন্তু তিনি সীতাদেবীর মর্যাদা রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই।

অনন্তর একদিন যমুনা-তীর-বাসী ঋষিগণ রাজা রামচন্দ্রকে আসিয়া জানাইলেন যে, রাবণের সহোদরা কুম্ভীনসীর পুত্র পাপাচারী লবণাসুরের অত্যাচারে তাঁহাদের যাগযজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটিতেছে। অতএব লবণ-রাক্ষসকে নিধন করা প্রয়োজন। রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নের উপর লবণাসুর-বধের ভার অর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ অগ্রজের আদেশে শত্রুঘ্ন রথে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে লবণ-বধে অগ্রসর হইলেন। পথে চলিতে চলিতে বাল্মীকি মুনির আশ্রম পড়িল। পথশ্রমে ক্লান্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি বিশ্রাম করিলেন। বাল্মীকি শত্রুঘ্নকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আদি কবির সহিত নানাবিধ কথোপকথন ও আহারাদির পর শত্রুঘ্ন পর্ণশালায় শয়ন করিতে গেলেন। এদিকে ওই রাত্রিতেই সীতাদেবীর দুইটি যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অর্ধরাত্রে শত্রুঘ্ন এই আনন্দ-সংবাদ শুনিয়া সীতার পর্ণশালায় তাঁহাকে দেখিতে গেলেন ও সীতাদেবীর সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। (অনেকে বলেন, শত্রুঘ্ন সীতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রামের নিষেধ ছিল। আনন্দ সংবাদ শুনিয়া তিনি নিজের কক্ষে বসিয়াই সীতাদেবীর সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছিলেন।) যাহা হউক পরদিন আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া শত্রুঘ্ন লবণাসুরের উদ্দেশে যমুনার তীরে উপস্থিত হইলেন ও বীর বিক্রমে অসুর-বধের পর দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া সেইখানে অবস্থান করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি যমুনার তীরে একটি নূতন রাজ্য ও নগরী স্থাপন করিলেন। সেই নগরীর নাম মথুরা। অতঃপর শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিলেন। পথে পুনরায় বাল্মীকির আশ্রম পড়িল। তখন সীতার দুই পুত্র কুশ ও লবের বয়স প্রায় ১২ বৎসর। তাহারা রামায়ণ গানে আশ্রমের আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু শত্রুঘ্ন এবারে আর আশ্রমে বিশ্রাম

করিতে থামিলেন না, পাছে মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে। অবশ্য রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, শত্রুঘ্ন ফিরিবার পথে বাল্মীকির আশ্রমে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুনিকে ভরসা করিয়া লব-কুশের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, অযোধ্যায় ফিরিয়া শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রকে বাল্মীকির আশ্রমে তাঁহার অবস্থান ও লবণাসুর বধের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলেন। কিন্তু লব-কুশের জন্মের বৃত্তান্ত গোপন রাখিলেন। বাল্মীকি এ-বিষয়ে শত্রুঘ্নকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ মুনিই যথাসময়ে নিজেই রামের নিকটে পুত্রদ্বয়ের জন্মের কথা জানাইবেন ও তাহাদের সহিত সীতাদেবীকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন—এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন।

ইহার পর একদিন জনৈক ব্রাহ্মণের কিশোর পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ শোকে কাতর হইয়া নরপতি রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন ও এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। রাজার পাপেই প্রজার অমঙ্গল হয়—ইহা সর্বজনবিদিত। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যে ইহার পূর্বে কখনও অকাল মৃত্যু ঘটে নাই। রামচন্দ্র পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবের প্রাণ-নাশক যমরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার ইচ্ছায় কুবেরের পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হইল, রামের রাজ্যে জনৈক শূদ্র তপস্যা করিতেছে। তপস্যা করায় শূদ্রের অধিকার নাই। এই ধর্ম-বিরুদ্ধ আচরণের জন্যই ব্রাহ্মণের পুত্রের অকাল-বিয়োগ। তপস্বী শূদ্রকে বধ করিলেই ব্রাহ্মণের পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিবে। শূদ্র তপস্বীর নাম শম্বুক। রামচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া অনুসন্ধানপূর্বক বৃক্ষ শাখায় দোদুল্যমান তপস্যারত সেই শূদ্রকে আবিষ্কার করিলেন এবং স্বহস্তে খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হইল।

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করা কর্তব্য ("সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ")—এই শাস্ত্রবচন অনুসারে রামচন্দ্র আসল সীতাদেবীর অভাবে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। শাস্ত্রানুসারে নানাবিধ যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভারে যজ্ঞভূমি পরিপূর্ণ। এতকাল যাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিত, সেই রাক্ষসগণই রামচন্দ্রের যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হইল। অশ্বমেধের অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যজ্ঞসভায় নর, বানর ও রাক্ষস-

বৃন্দের অধিপতিগণকে নানাবিধ উপহার প্রদত্ত হইল। ত্রিভুবনের সর্বত্র হইতে মহর্ষিগণ আমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ-সভায় আগমন করিলেন। সমাগত মহর্ষিগণ অযোধ্যার উপান্তভাগে নব নির্মিত কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণের পুরোভাগে মহর্ষি বাল্মীকির স্থান। তাঁহার রচিত রামায়ণ গান তাঁহারই আদেশক্রমে সীতাদেবীর পুত্রদ্বয় লব ও কুশ যজ্ঞসভায় সর্বত্র গাহিয়া বেড়াইতেছে। শ্রোতৃমণ্ডলী এই মধুর গান মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছেন।

আলোচ্যমান পাঠ্যাংশের দৃশ্য এইস্থানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

অথ প্রাচেতসোপজ্ঞং·········গুরুচোদিতৌ॥ (শ্লোক ১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ প্রাচেতসোপজ্ঞম্ রামায়ণম্ ইতস্ততঃ।
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুঃ গুরু-চোদিতৌ॥

সারাংশ। সীতা-পুত্র কুশ ও লব রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন।

অন্বয়। অথ মৈথিলেয়ৌ কুশ-লবৌ গুরু-চোদিতৌ (সন্তৌ) প্রাচেতসোপজ্ঞং রামায়ণম্ ইতস্ততঃ জগতুঃ।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) মৈথিলেয়ৌ (মৈথিলী অর্থাৎ মিথিলার রাজকন্যা সীতাদেবীর পুত্রদ্বয়) কুশ-লবৌ (কুশ ও লব) গুরু-চোদিতৌ (গুরু বাল্মীকি কর্তৃক প্রেরিত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়া) প্রাচেতসোপজ্ঞং (বাল্মীকি কর্তৃক পূর্বে জ্ঞাত ও রচিত) রামায়ণম্ (রাম-চরিত অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ক রামায়ণ নামক মহাকাব্য) ইতস্ততঃ (সর্বত্র) জগতুঃ (গান করিতে লাগিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরং, শ্রীরামচন্দ্রেণ অনুষ্ঠিতস্য অশ্বমেধযজ্ঞস্য প্রারম্ভাৎ অনন্তরম্ ইত্যর্থঃ) মৈথিলেয়ৌ (মিথিলারাজতনয়ায়াঃ সীতাদেব্যাঃ যমজপুত্রৌ) কুশ-লবৌ (কুশ-লব-নামানৌ) গুরু-চোদিতৌ সন্তৌ (বাল্মীকিনা প্রেরিতৌ, উপদিষ্টৌ ইত্যর্থঃ) প্রাচেতসোপজ্ঞং (প্রাচেতসেন বাল্মীকিনা মহর্ষিণা আদৌ জ্ঞাতং রচিতঞ্চ) রামায়ণম্ (রামস্য অয়নং রামচরিতম্, রামায়ণাখ্যং মহাকাব্যম্ ইত্যর্থঃ) ইতস্ততঃ (সর্বত্র) জগতুঃ (গীতবন্তৌ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

প্রাচেতসোপজ্ঞম্—'রামায়ণম্' পদের সহিত অভেদান্বয়। প্রচেতসঃ অপত্যং পুমান্ ইতি প্রচেতস্+অণ্ (অপত্যার্থে)=প্রাচেতসঃ। প্রচেতাঃ—বরুণ-

দেবতা। প্রাচেতসঃ=বাল্মীকি মুনি। উপ—জ্ঞা+অঙ্=উপজ্ঞা। অঙ্ প্রত্যয়ের সূত্র—"আতশ্চোপসর্গে"। উপজ্ঞা=আত্মজ্ঞান। "উপজ্ঞা জ্ঞানমাদ্যং স্যাৎ"—ইত্যমরঃ। প্রাচেতসস্য উপজ্ঞা ইতি প্রাচেতসোপজ্ঞম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। এখানে 'উপজ্ঞা' পদটি সমাসে ক্লীবলিঙ্গ 'উপজ্ঞম্' পদে পরিণত হইয়াছে। সূত্র—"উপজ্ঞোপক্রমং তদাদ্যাচিখ্যাসায়াম্"। অথ—অব্যয়।

রামায়ণম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'জগতুঃ'। রামস্য অয়নম্ (ষষ্ঠী তৎ-পুরুষঃ সমাসঃ)। 'অয়নম্' পদের দন্ত্য ন 'রামায়ণম্' পদে মূর্ধণ্য ণ হইয়াছে। ণত্ববিধানের সূত্র—"পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ"। অর্থাৎ সংজ্ঞা (proper noun) বুঝাইলে ণত্ববিধানের কারণ ঋ, ৠ, র্ ও ষ্—ইহাদের মধ্যে একটি পূর্বপদে থাকিলে পরপদস্থিত দন্ত্য ন মূর্ধণ্য ণ হয়। কিন্তু গ-কার ব্যবধান থাকিলে হয় না। এখানে 'রামায়ণম্' একটি গ্রন্থের সংজ্ঞা। সেইজন্য এই সূত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋচঃ অয়নম্ ইতি ঋগয়নম্। এখানে গ-কার ব্যবধান থাকায় মূর্ধণ্য ণ হয় নাই।

ইতস্ততঃ—অব্যয়। ইদম্+তস্ (সপ্তমী স্থানে)=ইতঃ। তদ্+তস্ (সপ্তমী স্থানে)=ততঃ। ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ (সন্ধি)।

মৈথিলেয়ৌ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'জগতুঃ'। মিথিলা+অণ্+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্)=মৈথিলী (=সীতা)। মৈথিল্যাঃ অপত্যে পুমাংসৌ ইতি মৈথিলী+ঢক্ (এয়) (অপত্যার্থে)+প্রথমা দ্বিবচন। মৈথিলেয়=সীতাপুত্র।

কুশলবৌ—কর্তরি প্রথমা, অথবা 'মৈথিলেয়ৌ' পদের সহিত অভেদান্বয়। কুশশ্চ লবশ্চ (দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ)।

জগতুঃ—সমাপিকা ক্রিয়াপদ। কর্তা 'মৈথিলেয়ৌ' অথবা 'কুশলবৌ'। গৈ+লিট্ অতুস্। গৈ ধাতুর অর্থ গান করা। ইহা ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ, যথা—(লট্) গায়তি, গায়তঃ, গায়ন্তি। গায়সি, গায়থঃ, গায়থ। গায়ামি, গায়াবঃ, গায়ামঃ। (লোট্) গায়তু। (লঙ্) অগায়ৎ। (বিধিলিঙ্) গায়েৎ। (লৃট্) গাস্যতি। (লিট্) জগৌ, জগতুঃ, জগুঃ। জগিথ জগাথ, জগথুঃ, জগ। জগৌ, জগিব, জগিম।

বাচ্যান্তর। ......মৈথিলেয়াভ্যাং কুশলবাভ্যাং......রামায়ণম্ (প্রথমা) ......জগে।

অনুবাদ। অনন্তর মিথিলার রাজকন্যা মৈথিলী অর্থাৎ সীতাদেবীর দুই

পুত্র কুশ ও লব গুরু বাল্মীকি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বাল্মীকি কর্তৃক পূর্বে জ্ঞাত ও রচিত রামচরিত সম্বন্ধীয় রামায়ণ নামক মহাকাব্য সর্বত্র গান করিতে লাগিলেন।

Trans. Then, Kusa and Lava, the two sons of Maithili, being directed by their preceptor, sang here and there the Ramayana, first known and composed by Prachetasa (*i. e.*, Valmiki).

বৃত্তং রামস্য…….. শৃণ্বতাম্॥ (শ্লোক ২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। বৃত্তম্ রামস্য, বাল্মীকেঃ কৃতিঃ, তৌ কিন্নর-স্বনৌ।
কিম্ তৎ যেন মনঃ হর্তুম্ অলম্ স্যাতাম্ ন শৃণ্বতাম্॥

সারাংশ। রামায়ণ-গান সকলের মনোহরণ করিল।

অন্বয়। রামস্য বৃত্তং, বাল্মীকেঃ কৃতিঃ, তৌ কিন্নর-স্বনৌ। (অতঃ) তৎ কিং, যেন তৌ শৃণ্বতাং (জনানাং) মনঃ হর্তুম্ অলং ন স্যাতাম্?

শব্দার্থ। রামস্য বৃত্তং (শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির জীবন-বিষয়ক গান), বাল্মীকেঃ কৃতিঃ (মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক রচনা), তৌ কিন্নর-স্বনৌ (সেই দুইজন কুশ ও লব—কিন্নর-কণ্ঠ সুমিষ্ট গায়ক)—অতঃ (অতএব) তৎ কিং (সেইরূপ কি কারণ থাকিতে পারে) যেন (যাহাতে) তৌ (তাঁহারা দুইজন অর্থাৎ কুশ ও লব) শৃণ্বতাং জনানাং (শ্রবণকারী জনগণের) মনঃ হর্তুম্ (মনোহরণ করিতে) অলং (সমর্থ) ন স্যাতাম্ (না হইবেন?) (অর্থাৎ তাঁহারা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। রামস্য বৃত্তম্ (শ্রীরামচন্দ্রস্য জীবন-বিষয়কং বর্ণনীয়ং কাব্য-বস্তু), বাল্মীকেঃ কৃতিঃ (আদিকবেঃ কাব্যম্), তৌ কিন্নর-স্বনৌ (তৌ সীতা-পুত্রৌ কুশলবৌ কিন্নরকণ্ঠৌ গায়কৌ)—অতঃ তৎ কিম্ (তাদৃশং কিং কারণং সম্ভবেৎ) যেন (যেন কারণেন) তৌ (গায়কৌ কুশলবৌ) শৃণ্বতাং (শ্রবণ-কারিণাং জনানাং, শ্রোতৄণাম্ ইত্যর্থঃ) মনঃ (অন্তরিন্দ্রিয়ং), হর্তুম্ (হরণায়, মনোরঞ্জনায় ইত্যর্থঃ) অলং (সমর্থৌ) ন স্যাতাম্ (ন ভবেতাম্)। শ্রোতৄণাং মনোরঞ্জনায় সমর্থৌ অভবতামেব ইতি ভাবঃ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মহাকবি-কালিদাসবিরচিতস্য রঘুবংশাখ্য-মহাকাব্যস্য পঞ্চদশসর্গাৎ গৃহীতঃ আলোচ্যমানঃ শ্লোকঃ। অযোধ্যানরপতেঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য অশ্বমেধযজ্ঞসভায়াং গুরুণা বাল্মীকিনা উপদিষ্টৌ সীতাতনয়ৌ কুশলবৌ যদা

বাল্মীকি-প্রণীতং রামায়ণং জগতুঃ, তদা শ্রোতৃণাং মনঃ নিতরাং হর্ষপরীতম্ অভবৎ। রামায়ণ-নামধেয়ং মহাকাব্যং শ্রীরামচন্দ্রস্য জীবনবৃত্তান্তম্ অবলম্ব্য রচিতম্ আসীৎ। রামায়ণ মহাকাব্যম্ আদি-কবিনা প্রাচেতসেন বাল্মীকিনা বিরচিতম্ আসীৎ। রামায়ণ-মহাকাব্যস্য শ্লোকাঃ কিন্নরকণ্ঠাভ্যাং সুমধুরং গায়দ্ভ্যাং কুশলবাভ্যাং সুমধুর-স্বরসংযোগেন গীতাঃ; অতঃ এতৎ ত্রিবিধকারণাৎ গায়কৌ কুশলবৌ শ্রোতৃণাং মনোরঞ্জনায় সমর্থৌ অভবতাম্, সবস্য সরসত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহাকবি কালিদাসবিরচিত রঘুবংশ নামক মহাকাব্য হইতে সংকলিত 'সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশঃ' নামক কবিতা হইতে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। অযোধ্যার নরপতি শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় আমন্ত্রিত মহর্ষি বাল্মীকির উপদেশে সীতাদেবীর পুত্রদ্বয় কুশ ও লব রামায়ণ গান গাহিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। একে তো রামায়ণ মহাকাব্যের বিষয়বস্তু শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের বিচিত্র চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয়তঃ ইহা আদিকবি মুনি বাল্মীকি স্বয়ং সুনিপুণ হস্তে অপরূপ কবিত্ব সম্ভারে রচনা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ রামায়ণ-গানের গায়ক কিন্নরকণ্ঠ সীতাপুত্রদ্বয় কুশ ও লব। এই ত্রিবিধ কারণের সমন্বয়ে রামায়ণ গান এত সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে মধুরকণ্ঠ কুশ ও লব সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যজ্ঞসভায় আমন্ত্রিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই রামায়ণ গান শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বৃত্তম্—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'আসীৎ' (উহ্য)। বৃৎ+ক্ত (ভাবে)+১মা একবচন।

রামস্য—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী।

বাল্মীকেঃ—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ৬ষ্ঠী। সূত্র—"কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি"। 'কৃতিঃ' এই কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের যোগে এখানে কর্তরি ৬ষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। বাল্মীকি +ষষ্ঠী একবচন। N.B. বাল্মীকি মুনি পূর্বজীবনে দস্যু ছিলেন, নাম ছিল রত্নাকর। দস্যু-বৃত্তি করিয়া, পথিকগণকে বধ করিয়া ও তাহাদিগের যথাসর্বস্ব

লুণ্ঠন করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতেন। একদিন দেবর্ষি নারদ এই দস্যুর কবলে পড়িলে নারদ রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে-আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিবার জন্য তাহার এই পাপকর্ম, তাহারা কি দস্যুর কর্মফলের ভাগ লইবে? দস্যুর ধারণা ছিল, যাহাদের ভরণপোষণের জন্য তাহার এই দস্যুবৃত্তি, তাহারা নিশ্চয় তাহার পাপের ভাগী হইবে। কিন্তু তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দস্যু জানিল যে, তাহারা কেহই তাহার পাপের ভাগী হইবে না। ইহাতে তাহার জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। এবং নারদের উপদেশে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃত পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য রামনাম জপ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পাপমুখে 'রাম' নাম উচ্চারিত হইল না। অতঃপর 'মরা' 'মরা' জপ করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি একস্থানে বসিয়া নিশ্চল হইয়া সুদীর্ঘ ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বল্মীক অর্থাৎ উই পোকার স্তূপ তাঁহার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বল্মীকের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'বাল্মীকি'।

সেই বাল্মীকি একদিন তমসা নদীর তীরে স্নানার্থ গমন করিলে দেখিতে পাইলেন, একটি ব্যাধ বৃক্ষশাখায় একত্রে উপবিষ্ট দুইটি ক্রৌঞ্চপক্ষীর মধ্যে একটিকে শরাঘাতে নিহত করিল।

নিরপরাধ পক্ষীর মৃত্যুতে তিনি কাতর হইয়া ব্যাধকে অভিশাপ দিলেন, 'রে ব্যাধ! তুই যে পক্ষীটিকে বিনা কারণে বধ করিলি, এই অপরাধে জীবনে তুই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিবি না।' অভিশাপের বাক্য তিনি সংস্কৃত কবিতার সাহায্যে উচ্চারণ করিলেন। সংস্কৃত কবিতাটি এই—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকম্ অবধীঃ কাম-মোহিতম্॥"

অচিরে সেখানে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, আজ হইতে তুমি কবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলে। তুমি যে সংস্কৃত কবিতা উচ্চারণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার মনের 'শোক' প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আজ হইতে এই কবিতার নাম হইবে 'শ্লোক'। এই অনুষ্টুভ্ ছন্দের শ্লোক তোমার পূর্বে কেহই রচনা করে নাই। ইহা সংস্কৃত ভাষার আদি শ্লোক। এবং তুমি হইলে আদি কবি। তুমি শ্রীরামচন্দ্রের

জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'রামায়ণ' নামে মহাকাব্য রচনা কর।" এইরূপে ব্রহ্মার বরে বাল্মীকি কবিখ্যাতি অর্জন করিলেন ও ব্রহ্মার আদেশে 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁহার ধর্মপত্নী সীতাদেবীকে বনবাসে প্রেরণ করেন, তখন বাল্মীক মুনি সীতাদেবীকে তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় দান করেন। সীতাদেবীর যমজ পুত্রদ্বয় কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করিলে বাল্মীকি মুনি তাহাদের লালন-পালন করেন। তাহারা বড় হইলে দশ বৎসর বয়সে তাহাদের উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে, বাল্মীকি তাহাদের রামায়ণ-গান শিক্ষা দেন। এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞে আমান্ত্রত হইয়া বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামায়ণ-গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্তি বিধান করিতে আদেশ করিলেন।]

কৃতিঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভবৎ' (উহ্য)। কৃ+ক্তি (ভাবে)+১মা একবচন।

তৌ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভবতাম্' (উহ্য)।

কিন্নরস্বনৌ—'তৌ' পদের বিধেয় বিশেষণ। কিন্নরস্য স্বনঃ ইব স্বনঃ যয়োঃ তৌ ই ত উত্তরপদলোপী বহুব্রীহিঃ। কিম্—'তৎ' পদের বিধেয় বিশেষণ।

তৎ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভবৎ' (উহ্য)। যেন—হেত্বর্থে তৃতীয়া।

মনঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'হর্তুম্'।

হর্তুম্—কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। হৃ+তুমুন্।

অলম্—'সমর্থ' বাচক অব্যয়। তৌ হর্তুম্ অলম্=তৌ হর্তুম্ সমর্থৌ।

N. B. অলং-ভূষণ-পর্যাপ্ত-শক্তি-বারণ-বাচকম্ অর্থাৎ 'অলম্' এই অব্যয়ের চারিপ্রকার অর্থ ; যথা—ভূষণম্ (অলংকরোতি=ভূষয়তি) ; পর্যাপ্তি (এতৎ খাদ্যং মে তৃপ্ত্যৈ অলম্=পর্যাপ্তম্=আমার তৃপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত) ; শক্তি (মল্লঃ মল্লায় অলম্=যোদ্ধুং সমর্থঃ=মল্ল মল্লর সহিত যুঝিতে সমর্থ), বারণম্ (বিবাদেন অলম্=ন প্রয়োজনম্=নিষেধার্থক=বিবাদে প্রয়োজন নাই)। এখানে সমর্থ বুঝাইতেছে।

স্যাতাম্—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'তৌ'। অস্ ধাতু বিধিলিঙ্ যাতাম্ (প্রথম পুরুষ দ্বিবচন)। অস্ ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ (লট্) অস্তি, স্তঃ, সন্তি। অসি, স্থঃ, স্থ। অস্মি, স্বঃ, স্মঃ ; (লোট্) অস্তু, স্তাম্, সন্তু। এধি, স্তম্, স্ত। অসানি, অসাব, অসাম। (লঙ্) আসীৎ, আস্তাম্, আসন্।

আসীঃ, আস্তম্, আস্ত। আসম্, আস্ব, আস্ম। (বিধিলিঙ্) স্যাৎ, স্যাতাম্, স্যুঃ। স্যাঃ, স্যাতম্, স্যাত। স্যাম্, স্যাব, স্যাম। (লৃট্) ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতঃ, ভবিষ্যন্তি। ভবিষ্যসি, ভবিষ্যথঃ, ভবিষ্যথ। ভবিষ্যামি, ভবিষ্যাবঃ, ভবিষ্যামঃ। (লিট্) বভূব, বভূবতুঃ, বভূবুঃ। বভূবিথ, বভূবথুঃ, বভূব। বভূব, বভূবিব, বভূবিম। ন—নিষেধার্থক অব্যয়।

শৃণ্বতাম্—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'মনঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ। অথবা 'জনানাম্' (উহ্য) পদের বিশেষণ। শ্রু+শতৃ+ষষ্ঠী বহুবচন। শ্রু+শতৃ= শৃণ্বৎ। শৃণ্বৎ শব্দের রূপ ধাবৎ শব্দের ন্যায়। রূপ, যথা—শৃণ্বন্, শৃণ্বন্তৌ, শৃণ্বন্তঃ। শৃণ্বন্তম্, শৃণ্বন্তৌ, শৃণ্বতঃ। শৃণ্বতা, শৃণ্বদ্ভ্যাম্, শৃণ্বদ্ভিঃ ইত্যাদি।

N. B. "জ্ঞাশ্রুস্মৃদৃশাং সনঃ"—ইচ্ছা অর্থে সন্ প্রত্যয় হইলে জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ ও দৃশ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা—জিজ্ঞাসতে, শুশ্রূষতে, সুস্মূর্ষতে, দিদৃক্ষতে।

বাচ্যান্তর।…বৃত্তেন (অভূয়ত),……কৃতিনা (অভূয়ত), তাভ্যাং কিন্নরস্বনাভ্যাম্ (অভূয়ত)। তেন কেন (অভূয়ত) ……তাভ্যাং…… ন ভূয়েত।

অনুবাদ। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-কথা, মহর্ষি বাল্মীকির রচনা, সর্বোপরি কিন্নরকণ্ঠ সীতাকুমারদ্বয়ের সংগীত—অতএব সেই সংগীত যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয় হরণ করিতে কুশ ও লবের সমর্থ না হইবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে?

Trans. The subject-matter being Rama's life, the composition being of Valmiki and the two (*i. e.*, Kusa and Lava) having the melodious voice like Kinnaras—what was there then wanting by which they were not able to captivate the hearts of their listeners ?

রূপে গীতে চ ……কুতূহলী॥ (শ্লোক ৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। রূপে গীতে চ মাধুর্যম্ তয়োঃ তজ্জ্ঞৈঃ নিবেদিতম্।
দদর্শ সানুজঃ রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী॥

সারাংশ। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত কুশ ও লবের মনোহর রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন ও মধুর সংগীত শ্রবণ করিলেন।

অন্বয়। সানুজঃ রামঃ কুতূহলী সন্ তজ্জ্ঞৈঃ নিবেদিতং তয়োঃ রূপে গীতে চ মাধুর্যং (যথাসংখ্যং) দদর্শ শুশ্রাব চ।

শব্দার্থ। সানুজঃ রামঃ (কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত রামচন্দ্র) কুতূহলী সন্ (কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া) তজ্জ্ঞৈঃ (অভিজ্ঞ জনগণ কর্তৃক) নিবেদিতং (বিজ্ঞাপিত ও প্রশংসিত) তয়োঃ (তাহাদের অর্থাৎ কুশ ও লবের) রূপে (শারীরিক সৌন্দর্য বিষয়ে) গীতে চ (এবং সঙ্গীত বিষয়ে) মাধুর্যং (মধুরতা) যথাসংখ্যং (যথাক্রমে) দদর্শ (দেখিতে লাগিলেন) শুশ্রাব চ (এবং শুনিতে লাগিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সানুজঃ (ভ্রাতৃভিঃ সহ বর্তমানঃ) রামঃ (দাশরথিঃ) কুতূহলী সন্ (কৌতূহলাক্রান্তঃ সন্, সাগ্রহঃ সানন্দশ্চ ইত্যর্থঃ) তজ্জ্ঞৈঃ (অভিজ্ঞৈঃ জনৈঃ) নিবেদিতং (বিজ্ঞাপিতং) তয়োঃ (কুশলবয়োঃ) রূপে (আকারে) গীতে চ (সঙ্গীতে চ) মাধুর্যং (রমণীয়ত্বং, মধুরতাম্) যথাসংখ্যং (যথাক্রমং) দদর্শ (অপশ্যৎ) শুশ্রাব চ (অশৃণোৎ চ)। (কুশীলবয়োঃ রূপমাধুর্যম্ অপশ্যৎ, সঙ্গীতমাধুর্যম্ অশৃণোৎ চ ইতি ভাবঃ।)

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

রূপে—অধিকরণে সপ্তমী। 'রূপ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু 'গুণ' শব্দ পুংলিঙ্গ।

গীতে—অধিকরণে সপ্তমী। গৈ + ক্ত (ভাবে) + সপ্তমী একবচন।

মাধুর্যম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'দদর্শ' ও 'শুশ্রাব'। মধুরস্য ভাবঃ ইতি মাধুর্যম্, মধুরতা বা। মধুর + ষ্যঞ্ = মাধুর্যম্, ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।

তয়োঃ—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'রূপে' ও 'গীতে' পদের সহিত সম্বন্ধ।

তজ্জ্ঞৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। তৎ জানন্তি যে তৈঃ (উপপদ-তৎপুরুষঃ)—তদ্ + জ্ঞা + ক = তজ্জ্ঞ। তৃতীয়া বহুবচনে 'তজ্জ্ঞৈঃ'।

নিবেদিতম্—'মাধুর্যম' পদের বিশেষণ, নি—বিদ + ণিচ্ + ক্ত + ২য়া ১বচন।

দদর্শ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'রামঃ'। দৃশ্ + লিট্ অ।

সানুজঃ—'রামঃ' পদের বিশেষণ। অনুজৈঃ সহ বর্তমানঃ (বহুব্রীহিঃ)। বিকল্প পদ = সহানুজঃ। সূত্র—'বোপসর্জনস্য'। অনু জায়ন্তে যে তে অনুজাঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ)। অনু—জন্ + ড = অনুজ।

রামঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'দদর্শ' ও 'শুশ্রাব'।

শুশ্রাব—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'রামঃ'। শ্রু + লিট্ অ। চ—অব্যয়।

কুতূহলী—'রামঃ' পদের বিশেষণ। কুতূহলম্ = কৌতূহলম্ = ঔৎসুক্যম্। কুতূহলম্ অস্তি অস্য ইতি কুতুহল + ইন্ (অস্ত্যর্থে) + প্রথমা একবচনে = কুতূহলী।

N. B. এই শ্লোকে 'যথাসংখ্যম্' পদটি ব্যবহৃত হইবার কারণ এই যে, এখানে 'রূপে মাধুর্যম্' ও 'গীতে মাধুর্যম্'—ইহাদের সহিত 'দদর্শ' ও 'শুশ্রাব' ক্রিয়াপদের যথাক্রমে অন্বয় হইবে। অর্থাৎ 'রূপে মাধুর্যং দদর্শ' ও 'গীতে মাধুর্যং শুশ্রাব'—এইরূপ অন্বয় হইবে।

বাচ্যান্তর। সানুজেন রামেণ কুতুহলিনা সতা……মাধুর্যং (প্রথমা। দদৃশে, শুশ্রুবে চ।

অনুবাদ। ভ্রাতৃগণের সহিত রামচন্দ্র ঔৎসুক্যের বশবর্তী হইয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত কুশ ও লবের আকৃতির সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের মধুরতা যথাক্রমে দর্শন ও শ্রবণ করিলেন।

Trans. Rama, with his younger brothers, out of curiosity, saw and heard respectively, the beauty of their body and the sweetness of their voice, about which he had been informed by those who appreciated the two.

তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা………বনস্থলী॥ (শ্লোক ৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসৎ অশ্রুমুখী বভৌ।
হিম-নিস্যন্দিনী প্রাতঃ নির্বাতা ইব বনস্থলী॥

সারাংশ। কুশ ও লবের মুখে রামায়ণ-গান শুনিয়া রাজসভার সকলের চক্ষু অশ্রু সজল হইল।

অন্বয়। তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা অশ্রুমুখী সংসৎ প্রাতঃ নির্বাতা হিম-নিস্যন্দিনী বনস্থলী ইব বভৌ।

শব্দার্থ। তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা (কুশ ও লব কর্তৃক গীত সেই রামায়ণ-গান মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া নিশ্চল) অশ্রুমুখী (অশ্রুপূর্ণনয়ন বিশিষ্ট) সংসৎ (রাজসভা অর্থাৎ সভায় সমবেত সদস্যগণ) প্রাতঃ (প্রভাতে) নির্বাতা (বাতাস-হীনা) হিমনিস্যন্দিনী (শিশির-বর্ষণ কারিণী) বনস্থলী ইব (অরণ্য-ভূমির ন্যায়) বভৌ (শোভা পাইয়াছিল)।

সংস্কৃত অর্থ। তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা (তয়োঃ কুশলবয়োঃ রামায়ণ-গানস্য আকর্ণনে আসক্তা) অশ্রুমুখী (আনন্দাশ্রু-পরীতাননা) সংসৎ (সভা, সভাস্থ-সদস্যাঃ ইত্যর্থঃ) প্রাতঃ (প্রভাতে) নির্বাতা (পবনরহিতা, নিষ্কম্পা ইত্যর্থঃ) হিমনিস্যন্দিনী (তুষারবর্ষিণী) বনস্থলী ইব (অরণ্যভূমিঃ ইব) বভৌ (শুশুভে)।

সংস্কৃত তাৎপর্য। যথা প্রভাতে বনভূমিঃ পবনরহিতা তুষারবর্ষিণী চ বর্ত্ততে, তথা কুশলবয়োঃ মধুরং রামায়ণ-গীতম্ আকর্ণ্য সভাস্থসদস্যাঃ সর্বে মুগ্ধাঃ নিশ্চলাঃ আনন্দাশ্রুপরীতাননাশ্চ অভবন্।

বাঙ্গালা তাৎপর্য। যেমন প্রভাতে বনভূমি পবন-হীন হইয়া নিষ্কম্প হয় ও হিমকণা বর্ষণ করে, সেইরূপ কুশ ও লব কর্তৃক গীত মধুর রামায়ণ গান শুনিয়া সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল ও সকলের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা—'সংসৎ' পদের বিশেষণ। 'সংসৎ' পদ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া তাহার বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। তয়োঃ গীতম্ ইতি তদ্গীতম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ); তস্য শ্রবণম্ ইতি তদ্গীতশ্রবণম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ); তস্মিন্ একাগ্রা (সপ্তমী তৎপুরুষঃ)। গৈ+ক্ত (ভাবে)=গীতম্। শ্রু+অনট (ভাবে)=শ্রবণম্। একাগ্রা=আসক্তা।

সংসৎ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'বভৌ'। সম্—সদ্+ক্বিপ্=সংসদ্। সংসদ্+প্রথমা একবচন=সংসৎ। সংসদ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অনুরূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যথা—সম্পদ্, আপদ্, বিপদ্, শরদ্, পরিষদ্, পর্ষদ্, মুদ্, (delight) মৃদ্ (earth), দৃষদ্ (stone) প্রভৃতি। ইহাদের রূপ পুংলিঙ্গ সুহৃদ্ শব্দের ন্যায়।

অশ্রুমুখী—'সংসৎ' পদের বিশেষণ। অশ্রুপূর্ণং মুখম্ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)।

বভৌ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সংসৎ'। ভা+লিট্ অ। ভা ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ যথা—ভাতি, ভাতঃ, ভান্তি ইত্যাদি। লিটের রূপ—বভৌ, বভতুঃ, বভুঃ। বভিথ বভাথ বভথুঃ, বভ। বভৌ, বভিব, বভিম।

হিম-নিস্যন্দিনী—'বনস্থলী' পদের বিশেষণ। হিমং নিস্যন্দতে যা সা (উপপদ তৎপুরুষঃ)। হিম+নি+স্যন্দ্+ণিন্+প্রথমা একবচন। স্যন্দ ধাতু ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী। রূপ—স্যন্দতে, স্যন্দেতে, স্যন্দন্তে ইত্যাদি।

প্রাতঃ—অব্যয়। N. B. পরীক্ষায় প্রাতঃ শব্দে বিভক্তিযোগ করিয়া সংশোধন করিতে বলা হয়। ইব—অব্যয়।

নির্বাতা—'বনস্থলী' পদের বিশেষণ, নিঃ নাস্তি বাতঃ যস্যাং সা (বহুব্রীহিঃ)।

বনস্থলী—'সংসৎ' পদের উপমানবাচক বিধেয় পদ। বনস্য স্থলী (ষষ্ঠী

তৎপুরুষঃ)। N. B. স্থল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দুইটি পদ হয়—স্থলী ও স্থলা। স্থল+ঈপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)=স্থলী। "স্থলী অকৃত্রিমা ভূমিঃ"=অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক ভূমি। কিন্তু স্থলা=কৃত্রিম ভূমি।

বাচ্যান্তর। তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রয়া অশ্রুমুখ্যা সংসদা...নির্বাতয়া হিম নিস্যন্দিন্যা বনস্থল্যা ইব বভে।

অনুবাদ। কুশ ও লব কর্তৃক গীত সেই রামায়ণ গান মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া নিশ্চল ও অশ্রুজল সেই রাজসভা (সভার সদস্যগণ) প্রভাতে পবনহীনা তুষারবর্ষণকারিণী অরণ্যভূমির ন্যায় (নিশ্চলভাবে) শোভা পাইয়াছিল।

Trans. The assembly, attentively listening to their song shed tears flowing down their faces and appeared like a sylvan spot unshaken by the wind and dripping drops of dew in the morning.

বয়োবেষ-বিসংবাদি...ব্যতিষ্ঠত। (শ্লোক ৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। বয়ো-বেষ-বিসংবাদি রামস্য চ তয়োঃ তদা
জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যম্ নাক্ষি-কম্পম্ ব্যতিষ্ঠত ॥

সারাংশ। রামচন্দ্রের সহিত কুশ ও লবের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া জনমণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছিল।

অন্বয়। তদা জনতা তয়োঃ রামস্য চ বয়ো-বেষ-বিসংবাদি সাদৃশ্যং প্রেক্ষ্য নাক্ষি-কম্পং ব্যতিষ্ঠত।

শব্দার্থ। তদা (অনন্তর) জনতা (জনসমূহ) তয়োঃ (তাহাদের অর্থাৎ কুশ ও লবের); রামস্য চ (এবং রামচন্দ্রের) বয়ো-বেষ-বিসংবাদি (বয়স ও সাজ সজ্জা ভিন্ন) সাদৃশ্যং (সাম্য, সাদৃশ্য) প্রেক্ষ্য (দেখিয়া) নাক্ষিকম্পং (অনিমেষ লোচনে) ব্যতিষ্ঠত (অবস্থান করিল অর্থাৎ বসিয়া রহিল)।

সংস্কৃত অর্থ। তদা (অথ) জনতা (জনানাং সমূহঃ) তয়োঃ (কুশলবয়োঃ) রামস্য চ (রামচন্দ্রস্য চ) বয়ো-বেষ-বিসংবাদি (জীবনকাল-বস্ত্রালংকারাদিভ্যঃ এব বিলক্ষণং) সাদৃশ্যং (তুল্যতাং) প্রেক্ষ্য (অবলোক্য) নাক্ষিকম্পং (লোচনয়োঃ চাঞ্চল্যং বিনা, নির্নিমেষং) ব্যতিষ্ঠত (অতিষ্ঠৎ। বিস্ময়াৎ নির্নিমেষলোচনঃ সন্ অদ্রাক্ষ‍ীৎ ইত্যর্থঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। কুশলবয়োঃ রামচন্দ্রস্য চ সর্বস্মিন্ বিষয়ে সাদৃশ্যম্ আসীৎ,

কেবলং তেষাং বয়সঃ বেশস্য চ সাদৃশ্যং নাবর্তত। শ্রীরামচন্দ্রঃ প্রৌঢ়ঃ, রাজোচিত-বেশধারী চ। কুশলবৌ বালকৌ তাপসবেশধারিণৌ চ। ইত্যেব এতেষাং বিশেষঃ। এতস্মিন্ বিষয়দ্বয়ে এব তেষাং বৈসাদৃশ্যমাসীৎ। এতৎ পরিত্যজ্য পিতুঃ রামচন্দ্রস্য পুত্রয়োঃ কুশলবয়োশ্চ আকৃতিগতং সাদৃশ্যং স্পষ্টমেব আবিষ্কৃতম্। উক্তঞ্চ মহাকবিনা কালিদাসেন—

"ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদে কুমারঃ প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।"

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। রাজসভায় সমবেত সমস্ত অভ্যাগতবৃন্দের নিকট রামায়ণ গানকারী কুশ-লব এবং রামচন্দ্রের সর্ববিষয়ে আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পিতা ও পুত্রের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা ছিল না। সমবেত জনসাধারণ সেই সাদৃশ্যই নির্নিমেষলোচনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

উক্ত সাদৃশ্যের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি ব্যতিক্রম ছিল। তাহা হইল বয়স ও বেশের সম্বন্ধে। রামচন্দ্র প্রবীণবয়স্ক ও রাজোচিত বেশধারী। বালক কুশ ও লব অল্পবয়স্ক ও তাপসবেশধারী। এই মাত্র প্রভেদ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বয়ো বেষ-বিসংবাদি—'সাদৃশ্যম্' পদের বিশেষণ। বয়শ্চ বেষশ্চ ইতি বয়োবেষৌ (দ্বন্দ্বসমাস)। তাভ্যাং বিসংবাদি (পঞ্চমী তৎপুরুষঃ)। বয়স্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ পয়স্ শব্দের ন্যায়। রূপ, যথা—বয়ঃ, বয়সী, বয়াংসি ইত্যাদি। বেষ শব্দ পুংলিঙ্গ। 'বেশ' ও 'বেষ'—উভয় বানানই শুদ্ধ। বি—সম্—বদ্+ণিন্=বিসংবাদিন্। 'সাদৃশ্যম্' পদ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া বিসংবাদিন্ শব্দটি এখানে ক্লীবলিঙ্গ; 'স্থায়িন্' শব্দের ন্যায় রূপ রূপ, যথা—বিসংবাদি, বিসংবাদিনী, বিসংবাদীনি ইত্যাদি।

রামস্য—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। তয়োঃ—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী।

জনতা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ব্যতিষ্ঠত'। জন+তল্ (সমূহ অর্থে) =জনতা। সূত্র—"গ্রাম-জন-বন্ধু-সহায়েভ্যস্তল্"। অর্থাৎ সমূহ অর্থে সূত্রস্থ শব্দ সমূহের উত্তর তল্ প্রত্যয় হয়। যথা—গ্রামাণাং সমূহঃ=গ্রামতা। জনানাং সমূহঃ=জনতা। বন্ধূনাং সমূহঃ=বন্ধুতা। সহায়ানাং সমূহঃ= সহায়তা। উ, তদা—অব্যয়।

বিসিষ্মিয়ে—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'লোকঃ'। বি—স্মি+লিট্ এ। স্মি ধাতু ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী। রূপ, যথা—স্ময়তে, স্ময়েতে, স্ময়ন্তে।

নৃপতেঃ—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী। সূত্র "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি"। এখানে 'প্রীতিদানেষু' পদের অন্তর্গত কৃৎপ্রত্যয়ান্ত 'দানেষু' পদের কর্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে। (তিঙন্ত) নৃপতিঃ দদাতি; (কৃদন্ত) নৃপতেঃ দানম্। নৃণাং (বা নৄণাং) পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্য। 'নৃপতি' শব্দের রূপ মুনি শব্দের ন্যায়, পতি শব্দের মত নহে।

প্রীতিদানেষু—অধিকরণে ৭মী; প্রীতিপূর্ণং দানং (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেষু। প্রী+ক্তি (ভাবে)=প্রীতিঃ। দা+অনট্ (ভাবে)=দানম্।

বীতস্পৃহতয়া—হেত্বর্থে তৃতীয়া। বীতা স্পৃহা যস্য সঃ ইতি বীতস্পৃহঃ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। বীতস্পৃহস্য ভাবঃ ইতি বীতস্পৃহ+তল্=বীতস্পৃহতা। বি—ই+ক্ত=বীত। ই ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—এতি, ইতঃ, যন্তি ইত্যাদি। যথা—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। লোকেন……বিসিষ্মিয়ে।

অনুবাদ। সমাগত জনমণ্ডলী উভয় ভ্রাতা কুশ ও লবের সঙ্গীতে নিপুণতায় ততটা বিস্মিত হন নাই, রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রীতিপূর্ণ উপহার গ্রহণে তাঁহাদের অনাসক্তি দেখিয়া যতটা বিস্মিত হইয়াছিলেন।

Trans. The people were astonished not so much at their skill in singing, as at their absence of desire to accept the presents given by the king being pleased.

গেয়ে কো নু……বাল্মীকিমশংসতাম্॥ (শ্লোক ৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। গেয়ে কঃ নু বিনেতা বাম্, কস্য চ ইয়ম কৃতিঃ কবেঃ।
ইতি রাজ্ঞা স্বয়ম পৃষ্টৌ, তৌ বাল্মীকিম অশংসতাম্॥

সারাংশ। রাজা রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে কুশলব জানাইয়াছিলেন যে, বাল্মীকি তাহাদের সঙ্গীত-শিক্ষাদাতা ও সঙ্গীত-রচয়িতা।

অন্বয়। গেয়ে কঃ নু বাং বিনেতা, ইয়ং চ কস্য কবেঃ কৃতিঃ? ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টৌ তৌ বাল্মীকিম্ অশংসতাম্।

শব্দার্থ। গেয়ে (সঙ্গীতবিষয়ে) কঃ নু (কে) বাং (তোমাদিগের দুই জনের) বিনেতা (শিক্ষাদাতা), ইয়ং চ কৃতিঃ (এই সঙ্গীত-রচনাই বা) কস্য কবেঃ (কোন্ কবির)?—ইতি (এইরূপে) রাজ্ঞা (রাজা রামচন্দ্রকর্তৃক) স্বয়ং

(নিজে) পৃষ্টৌ (জিজ্ঞাসিত হইয়া) তৌ (তাহারা দুইজন) বাল্মীকিম্ (বাল্মীকি মুনির নাম) অশংসতাম্ (উচ্চারণ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। গেয়ে (গীতে) কো নু (কো হি) বাং (যুবয়োঃ) বিনেতা (শিক্ষকঃ), ইয়ং চ কৃতিঃ (এষা গীত-রচনা চ) কস্য কবেঃ (কেন কবিনা কৃতা)?—ইতি (এবং) রাজ্ঞা (নৃপেণ রামচন্দ্রেণ) স্বয়ম্ (আত্মনা) পৃষ্টৌ (জিজ্ঞাসিতৌ) তৌ (কুশলবৌ) বাল্মীকিম্ (মহর্ষেঃ বাল্মীকেঃ নাম ইত্যর্থঃ) অশংসতাম্ (উক্তবন্তৌ)। মহর্ষিঃ বাল্মীকিঃ আবয়োঃ শিক্ষকঃ, মহর্ষিঃ বাল্মীকিঃ গীতরচয়িতা কবিশ্চ ইতি কুশলবৌ রামচন্দ্রম্ উচতুঃ ইতি ভাবঃ।

["গেয়ে কেন বিনীতৌ বাম্" ইতি পাঠান্তরে অন্বয়ম্ অর্থঃ—কেন পুংসা বাং যুবাং গেয়ে গীতবিষয়ে বিনীতৌ শিক্ষিতৌ? অত্র 'বাম্' ইতি যুষ্মদর্থ-প্রতিপাদকম্ অব্যয়ম্।]

[N. B. এখানে আলোচ্যমান শ্লোকের প্রথম চরণের একটি পাঠান্তর আছে। যথা—"গেয়ে কেন বিনীতৌ বাম্"। এস্থলে অর্থ হইবে সংগীত বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক তোমরা দুইজনে শিক্ষিত হইয়াছ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তোমাদের শিক্ষা দিয়াছেন?—এইরূপ অর্থে 'বাম্' অর্থে 'যুবাম্' বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 'বাম্' পদটি 'যুবাম্' (তোমরা দুইজনে) -অর্থবাচক অব্যয়।]

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

গেয়ে—অধিকরণে সপ্তমী। গৈ+যৎ+সপ্তমী একবচন।

কঃ—কর্তায় প্রথমা। কিম্বা 'ভবতি' (উহ্য)।

নু—প্রশ্নার্থক অব্যয়, "নু" অব্যয়ের অর্থ 'বিতর্ক'ও হয়।

বিনেতা—'কঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। বি—নী+তৃচ্ =বিনেতৃ। বিনেতৃ+প্রথমা একবচন=বিনেতা। বিনেতৃ শব্দের অর্থ শিক্ষক বা অধ্যাপক। ইহা পুংলিঙ্গ দাতৃ শব্দের ন্যায়। রূপ, যথা—বিনেতা, বিনেতারৌ, বিনেতারঃ।

বাম্—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী। সূত্র—"কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি"। এখানে 'বিনেতা' এই কৃদন্ত পদের যোগে কর্মকারকে ষষ্ঠী হইয়াছে। যুষ্মদ্+ষষ্ঠী দ্বিবচন= যুবয়োঃ অথবা বাম্।

কস্য—'কবেঃ' পদের বিশেষণ। চ—অব্যয়।

ইয়ম—'কৃতিঃ' পদের বিশেষণ। ইদম (স্ত্রীলিঙ্গে)+প্রথমা একবচন।

কৃতিঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'ভবতি' (উহ্য)। কৃ+ক্তি (ভাবে)+প্রথমা একবচন।

কবেঃ—'কৃতিঃ' এই কৃদন্ত পদের যোগে 'কৃদ্‌যোগে' কর্তরি ষষ্ঠী। কবি+ষষ্ঠী একবচন=কবেঃ। কবি শব্দ পুংলিঙ্গ 'মুনি' শব্দের ন্যায়। রূপ, যথা—কবিঃ, কবী, কবয়ঃ। [*Cf.* কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।] ইতি—অব্যয়।

রাজ্ঞা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ক্রিয়া 'পৃষ্টৌ'। স্বয়ম্—অব্যয়।

পৃষ্টৌ—'তৌ' পদের বিশেষণ। প্রচ্ছ্+ক্ত কর্মবাচ্যে+প্রথমা দ্বিবচন। প্রচ্ছ্ ধাতু তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—পৃচ্ছতি, পৃচ্ছতঃ, পৃচ্ছন্তি ইত্যাদি। লৃট্—প্রক্ষ্যতি। লিট্—পপ্রচ্ছ।

তৌ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অশংসতাম্', তদ্ (পুংলিঙ্গ)+প্রথমা দ্বিবচন।

বাল্মীকিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'অশংসতাম্'।

অশংসতাম্—ক্রিয়াপদ। কর্তা 'তৌ'। শংস্+লঙ্ তাম্ (প্রথমপুরুষ দ্বিবচন)। শংস্-ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ, যথা—শংসতি, শংসতঃ, শংসন্তি।

বাচ্যান্তর। ...কেন...বিনেত্রা (ভূয়তে), অনয়া...কৃতিনা (ভূয়তে); ...পৃষ্টাভ্যাং তাভ্যাং বাল্মীকিঃ অশস্যত।

অনুবাদ। 'সঙ্গীত বিষয়ে কে তোমাদের দুইজনের শিক্ষক, এই সঙ্গীত রচনাই বা কোন্ কবির ?'—এইরূপে স্বয়ং রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা দুইজনে বাল্মীকি মুনির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন

Trans. "Who instructed you in the art of music, and which poet's composition is this ?" —Being thus asked by the king himself, they two mentioned the name of Valmiki.

অথ সাবরজো রামঃ......ন্যবেদয়ৎ ॥ (শ্লোক ৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ সাবরজঃ রামঃ প্রাচেতসম্ উপেয়িবান্।
উরীকৃত্য আত্মনঃ দেহম্ রাজ্যম্ অস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥

সারাংশ। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত বাল্মীকির নিকট গিয়া তাঁহাকে সমগ্র রাজ্য দান করিলেন।

অন্বয়। অথ সাবরজঃ রামঃ প্রাচেতসম্ উপেয়িবান্, আত্মনঃ দেহম্ উরীকৃত্য অস্মৈ রাজ্যং ন্যবেদয়ৎ।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) সাবরজঃ (অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত) রামঃ (রামচন্দ্র) প্রাচেতসম্ (বাল্মীকির নিকট) উপেয়িবান্ (উপস্থিত হইয়া) আত্মনঃ (নিজের) দেহম্ (শরীর) উরীকৃত্য (পৃথক্ রাখিয়া) অস্মৈ (তাঁহাকে অর্থাৎ বাল্মীকিকে) রাজ্যং (সমগ্র রাজ্য) ন্যবেদয়ৎ (নিবেদন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নিজের দেহই কেবল দান করিলেন না। দেহ ব্যতীত সমগ্র রাজ্যই দান করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (কুশলব-সকাশাৎ রামায়ণগীত-শ্রবণানন্তরম্ ইত্যর্থঃ) সাবরজঃ (সানুজঃ) রামঃ (দাশরথিঃ রামচন্দ্রঃ) প্রাচেতসম্ (বাল্মীকিম্) উপেয়িবান্ (প্রাপ্তঃ সন্), আত্মনঃ (স্বস্য) দেহম্ (শরীরমাত্রম) উরীকৃত্য (আত্মানং স্থাপয়িত্বা, স্বদেহমাত্রং বর্জয়িত্বা ইত্যর্থঃ) অস্মৈ (এতস্মৈ প্রাচেতসায় বাল্মীকয়ে ইত্যর্থঃ) রাজ্যং (সমগ্রং রাজ্যং) ন্যবেদয়ৎ (সমর্পিতবান্)। কেবলং স্বদেহং ন দত্তবান্, পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্তং সমগ্রমেব রাজ্যং দত্তবান ইত্যর্থঃ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সাবরজঃ—'রামঃ' পদের বিশেষণ। অবরস্মিন্ কালে (পরে) জায়ন্তে যে তে অবরজাঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ)। অবর + জন্ + ড = অবরজাঃ। অবরজৈঃ সহ বর্তমানঃ ইতি সাবরজঃ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। বিকল্প পদ—সহাবরজঃ। সূত্র "বোপ-সর্জনস্য।" [অবরজাঃ = কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ।] অথ—অব্যয়।

রামঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ন্যবেদয়ৎ'।

প্রাচেতসম্—'উপেয়িবান্' ক্রিয়ার কর্ম। প্রচেতসঃ অপত্যং পুমান্ ইতি প্রচেতস্ + অণ্ = প্রাচেতসঃ। প্রচেতাঃ = বরুণদেব। প্রাচেতসঃ = বাল্মীকি।

উপেয়িবান্—'রামঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। উপ—ই + ক্বসু = উপেয়িবস। উপেয়িবস্ + প্রথমা একবচন = উপেয়িবান্। উপেয়িবস্ শব্দ 'জগ্মিবস' শব্দের ন্যায়। রূপ, যথা—উপেয়িবান্, উপেয়িবাংসৌ, উপেয়িবাংসঃ।

N. B. পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে শতৃ, অতীত কালে ক্বসু ও ভবিষ্যৎকালে স্যতৃ প্রত্যয় হয়। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে শানচ্, অতীত কালে কানচ্ ও ভবিষ্যৎকালে স্যমান প্রত্যয় হয়। যথা—গম্ ধাতু—গচ্ছৎ, জগ্মিবস্, গমিষ্যৎ। সেব্ ধাতু—সেবমান, সিষেবাণ, সেবিষ্যমাণ।

উরীকৃত্য—কৃদন্ত অব্যয় অথবা অসমাপিকা ক্রিয়া। উরী কৃত্বা ইতি উরীকৃত্য (গতি সমাসঃ)। N. B. "সমাসেঽনঞ্ পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্।" অর্থাৎ নঞ্ ভিন্ন অব্যয় পূর্বক ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় হইলে ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত সেই অব্যয়ের গতিসমাস হয়। যথা—প্রহৃত্য, স্বীকৃত্য। "উর্যাদি-চ্বি-ডাচশ্চ।" অর্থাৎ উরী, উররী প্রভৃতি অব্যয় এবং চ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং ধাতুর সহিত ইহাদের গতিসমাস হয়। যথা—উরীকৃত্য, উররীকৃত্য, শুক্লীকৃত্য, পটপটাকৃত্য। উরীকৃত্য পদের অর্থ স্বীকৃত্য, অঙ্গীকৃত্য (having assented)। এখানে বাক্যের অর্থ—রামচন্দ্র নিজের শরীরকে রাখিয়া অর্থাৎ শরীর ব্যতীত অবশিষ্ট সমগ্র রাজ্য বাল্মীকিকে দান করিলেন। অর্থাৎ নিজের শরীরটিকেই কেবল দান করিলেন না।

আত্মনঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'দেহম্' পদের সহিত সম্বন্ধ; আত্মন্+ষষ্ঠী একবচন।

দেহম্—'উরীকৃত্য' ক্রিয়ার কর্ম। N. B. দেহ শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু শরীর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

রাজ্যম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'ন্যবেদয়ৎ'। রাজন্+যৎ=রাজ্যম্ (ক্লী°)।

অস্মৈ—ক্রিয়াযোগে সম্প্রদানে চতুর্থী। সূত্র—"ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্।"

ন্যবেদয়ৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'রামঃ'। নি—বিদ্+ণিচ্+লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর। ...দাবরজেন রামেণ... উপেত্য... রাজ্যং (অস্মৈ) ন্যবেদ্যত।

অনুবাদ। অনন্তর অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত রামচন্দ্র বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া কেবল নিজের শরীরটিকে পৃথক রাখিয়া সমগ্র রাজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।

Trans. Then Rama, with his younger brothers, went to Prachetas (*i e* Valmiki) and offered him his kingdom, reserving only his body for himself.

স তাবাখ্যায় ......সংপরিগ্রহম্॥ (শ্লোক ১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সঃ তৌ আখ্যায় রামায় মৈথিলেয়ৌ তদাত্মজৌ।
কবিঃ কারুণিকঃ বব্রে সীতায়াঃ সংপরিগ্রহম্।

সারাংশ। বাল্মীকি সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন।

অন্বয়। কারুণিকঃ সঃ কবিঃ রামায় মৈথিলেয়ৌ তৌ তদাত্মজৌ আখ্যায় সীতায়াঃ সংপরিগ্রহং বব্রে।

শব্দার্থ। কারুণিকঃ (দয়ালু) সঃ (সেই) কবিঃ (আদি কবি বাল্মীকি) রামায় (রামচন্দ্রকে) মৈথিলেয়ৌ (মৈথিলী অর্থাৎ সীতার গর্ভজাত) তৌ (সেই দুইজন) তদাত্মজৌ (তাঁহার অর্থাৎ রামচন্দ্রেরই পুত্রদ্বয়) আখ্যায় (ইহা বলিয়া) সীতায়াঃ (সীতাদেবীকে) সংপরিগ্রহং (পুনরায় গ্রহণ করিতে) বব্রে (প্রার্থনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ অনুরোধ করিয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। কারুণিকঃ (দয়ালুঃ) সঃ (পূর্বোক্তঃ) কবিঃ (আদিকবিঃ বাল্মীকিঃ) রামায় (রামচন্দ্রায়) তৌ (পূর্বনির্দিষ্টৌ) মৈথিলেয়ৌ (মৈথিলীপুত্রৌ, সীতাপুত্রৌ কুশলবৌ ইত্যর্থঃ) তদাত্মজৌ (রামস্য এব পুত্রৌ) আখ্যায় (ইতি নিবেদ্য) সীতায়াঃ (সীতাদেব্যাঃ) সংপরিগ্রহং (স্বীকারং, পুনর্গ্রহণমিত্যর্থঃ) বব্রে (যযাচে)। এতৌ সীতাপুত্রৌ কুশলবৌ রামচন্দ্রস্য এব সুতৌ, নান্যস্য—ইতি কথয়িত্বা বাল্মীকিঃ রামচন্দ্রম্ অনুরুদ্ধবান্ যৎ, পবিত্রতাং নির্বাসিতাং সীতাদেবীং স্বীকৃত্য পুনর্গৃহাণ ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—'কবিঃ' পদের বিশেষণ। তৌ—'তদাত্মজৌ' পদের বিশেষণ।

আখ্যায়—কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—খ্যা+ল্যপ্। তৌ+আখ্যায়—'তাবাখ্যায়' অথবা 'তা আখ্যায়' (সন্ধি)।

রামায়—ক্রিয়াযোগে সম্প্রদানে চতুর্থী। সূত্র—"ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্।"

মৈথিলেয়ৌ—'তদাত্মজৌ' পদের বিশেষণ। মিথিলা+অণ্+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্)=মৈথিলী। [মৈথিলী=সীতা]। মৈথিলী+ঢক্ (ফেয়) (অপত্যার্থে)=মৈথিলেয়। মৈথিলেয়+দ্বিতীয়া দ্বিবচন=মৈথিলেয়ৌ।

তদাত্মজৌ—কর্মণি দ্বিতীয়া। 'আখ্যায়' ক্রিয়ার কর্ম। আত্মনঃ জায়েতে যৌ তৌ আত্মজৌ (উপপদ তৎপুরুষঃ)। আত্মন্+জন্+ড=আত্মজ। তস্য আত্মজৌ ইতি তদাত্মজৌ (ষষ্ঠীতৎ)।

কবিঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'বব্রে'।

কারুণিকঃ—'কবিঃ' পদের বিশেষণ। করুণা প্রয়োজনম্ অস্য ইতি করুণা+ঠঞ্=কারুণিকঃ। কারুণিকঃ=দয়ালুঃ। "স্যাদ্দয়ালুঃ কারুণিকঃ" ইত্যমরঃ।

বব্রে—ক্রিয়াপদ কর্তা, 'কবিঃ'। বৃ+লিট্ এ। বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা (to choose)। এখানে অর্থ যাচ্ঞা করা বা প্রার্থনা করা (to beg, to pray)। বৃ ধাতু স্বাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ, যথা—(পরস্মৈপদে)—বৃণোতি, বৃণুতঃ বৃণ্বন্তি। (আত্মনেপদে)—বৃণুতে, বৃণ্বাতে, বৃণ্বতে ইত্যাদি। বৃ ধাতু ক্র্যাদিগণীয় আত্মনেপদীও হয়। রূপ, যথা—বৃণীতে, বৃণাতে, বৃণতে ইত্যাদি।

সীতায়াঃ—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী। সূত্র—"কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি"। 'সংপরিগ্রহম্' এই কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্মকারকে ষষ্ঠী।

সংপরিগ্রহম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'বব্রে'; সম্-পরি-গ্রহ্ + অল্+২য়া ১বঃ।

বাচ্যান্তর। কারুণিকেন তেন কবিনা……সংপরিগ্রহঃ বব্রে।

অনুবাদ। দয়ালু সেই কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে সীতাদেবীর গর্ভজাত সেই দুইজন বালককে রামচন্দ্রেরই পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া সীতাদেবীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

Trans. Telling Rama that the two boys were his own sons, born of Maithili, the kind-hearted poet requested him to accept Sita again.

তাত! শুদ্ধা ……প্রজাঃ॥ (শ্লোক ১০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তাত! শুদ্ধা সমক্ষম্ নঃ স্নুষা তে জাতবেদসি।
দৌরাত্ম্যাৎ রক্ষসঃ তাম্ তু ন অত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ॥

সারাংশ। রাম বাল্মীকিকে বলিলেন যে, সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। তথাপি প্রজাগণ তাহা বিশ্বাস করে নাই।

অন্বয়। তাত! তে স্নুষা নঃ সমক্ষং জাতবেদসি শুদ্ধা। তু রক্ষসঃ দৌরাত্ম্যাৎ অত্রত্যাঃ প্রজাঃ তাং ন শ্রদ্দধুঃ।

শব্দার্থ। তাত! (হে পূজ্য!) তে (আপনার) স্নুষা (পুত্রবধূ) নঃ সমক্ষং (আমাদিগের সম্মুখে) জাতবেদসি (অগ্নিতে অর্থাৎ অগ্নিপরীক্ষায়) শুদ্ধা (পবিত্রা বলিয়া প্রমাণিতা হইয়াছেন)। তু (কিন্তু) রক্ষসঃ (রাক্ষস রাবণের) দৌরাত্ম্যাৎ (দুর্জনতাহেতু অর্থাৎ অত্যাচার বশতঃ) অত্রত্যাঃ (এই

স্থানের অর্থাৎ অযোধ্যার অধিবাসী) প্রজাঃ (প্রজাবৃন্দ) তাং (তাঁহাকে অর্থাৎ সীতার পবিত্রতা-বিষয়ে) ন শ্রদ্দধুঃ (বিশ্বাস করে নাই)।

সংস্কৃত অর্থ। তাত ! (ভোঃ পূজ্যপাদ !) তে (তব) স্নুষা (পুত্রবধূঃ) নঃ সমক্ষম্ (অস্মাকম্ অক্ষ্ণোঃ সমীপম্) জাতবেদসি (অগ্নৌ, অগ্নিপরীক্ষায়াম্ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধা (পবিত্রা ইতি প্রমাণিতা আসীৎ)। তু (পরন্তু) রক্ষসঃ (রাক্ষসস্য দশাননস্য) দৌরাত্ম্যাৎ (দুর্জনতয়া, দৌঃশীল্যাৎ ইত্যর্থঃ) অত্রত্যাঃ (অস্মিন্ স্থানে অবস্থিতাঃ, অযোধ্যাবাসিনঃ ইত্যর্থঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) তাং (পবিত্রাং সীতাং, সীতায়াঃ পবিত্রতাম্ ইত্যর্থঃ) ন শ্রদ্দধুঃ (ন বিশ্বসিতবন্তঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। দশাননস্য রাজ্যে লঙ্কাদ্বীপে সীতা, অগ্নিপরীক্ষায়াম আত্মনঃ বিশুদ্ধিং রামচন্দ্র-প্রমুখজন-সমক্ষং প্রমাণীকৃতবতী। অনেন রামচন্দ্রস্য সীতায়াঃ পাতিব্রত্যে ন কোঽপি সন্দেহঃ বর্ততে। পরন্তু সা পরীক্ষা অযোধ্যা-বাসিভিঃ জনৈঃ ন প্রত্যক্ষীকৃতা। অতঃ তে সীতায়াঃ পবিত্রতায়াং সন্দিহানাঃ আসন্ ইতি ভাবঃ। বাল্মীকিং প্রতি এষা হি রামস্য উক্তিঃ

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। রামচন্দ্র কর্তৃক দশানন নিহত হইলে সীতা লঙ্কা দ্বীপে সর্বজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় নিজের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। ইহাতে রামচন্দ্রের মনে সীতার পাতিব্রত্য ও পবিত্রতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি অযোধ্যাবাসী জনগণ যাহারা এই অগ্নিপরীক্ষা প্রত্যক্ষ করে নাই বলিয়া সীতার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ পোষণ করে। ইহাই বাল্মীকির প্রতি রামচন্দ্রের উক্তি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তাত—সম্বোধনে প্রথমা। অর্থ—পিতা, পূজনীয় ব্যক্তি, বৎস।

শুদ্ধা—'স্নুষা' পদের বিধেয় বিশেষণ। শুধ্ + ক্ত + আপ্ (স্ত্রিয়াম্)+ প্রথমা একবচন। শুধ্ ধাতু দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ, শুধ্যতি, শুধ্যতঃ, শুধ্যন্তি। ["দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি"।]

সমক্ষম্—অব্যয়। অক্ষ্ণোঃ সমীপম্ (অব্যয়ীভাবঃ)। "প্রতি-পর-সমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ" এই সূত্রানুসারে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। [সূত্রটি—"অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ সূত্রের বার্তিক সূত্র।] সূত্র দুইটির অর্থ—অব্যয়ীভাব সমাসে শরৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়। এবং

প্রতি, পর, সম্ ও অনু শব্দের পরবর্তী অক্ষি শব্দের উত্তর সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়। যথা—শরদঃ সমীপম্=উপশরদম্। অক্ষ্ণোঃ আভিমুখ্যম্=প্রত্যক্ষম্। অক্ষ্ণোঃ পরম্=পরোক্ষম্। অক্ষ্ণোঃ সমীপম্=সমক্ষম্ বা অন্বক্ষম্।

নঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'সমক্ষম্' পদের সহিত সম্বন্ধ। বিকল্পে 'অস্মাকম্'।

সুতা—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'ভবতি' বা 'অভবৎ' (উহ্য)। সুতা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের ন্যায়। অর্থ—পুত্রবধূ।

তে—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'সুতা' পদের সহিত সম্বন্ধ। বিকল্প পদ—তব। যুষ্মদ্+ষষ্ঠী একবচন=তব বা তে।

জাতবেদসি—অধিকরণে সপ্তমী। জাতবেদস্+সপ্তমী একবচন। জাতবেদস্ শব্দ পুংলিঙ্গ বেধস্ শব্দের ন্যায় রূপ, যথা—জাতবেদাঃ, জাতবেদসৌ, জাতবেদসঃ ইত্যাদি। জাতবেদস্=অগ্নি।

[অগ্নি শব্দের প্রতিশব্দ (Synonyms) যথা—অগ্নি, বৈশ্বানর, বহ্নি, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনি, জ্বলন, জাতবেদাঃ, তনূনপাৎ, বর্হি, শুষ্মা, কৃষ্ণবর্ত্মা, শোচিষ্কেশ, উষর্বুধ, আশ্রয়াশ, বৃহদ্ভানু, কৃশানু, পাবক, অনল, রোহিতাশ্ব, বায়ুসখা, শিখাবান্, আশুশুক্ষণি, হিরণ্যরেতাঃ, হুতভুক্, দহন, হব্যবাহন, সপ্তার্চিঃ, দমুনাঃ, শুক্র, চিত্রভানু, বিভাবসু, শুচি, অপ্পিত্ত।]

দৌরাত্ম্যাৎ—হেত্বর্থে পঞ্চমী অথবা ল্যব্লোপে কর্মণি পঞ্চমী। 'দৌরাত্ম্যম্ অবলোক্য' ইত্যর্থঃ। দুঃ দুষ্টঃ আত্মা যস্য সঃ ইতি দুরাত্মা। (বহুব্রীহি সমাসঃ।) দুরাত্মনঃ ভাবঃ ইতি দুরাত্মন্+ষ্যঞ্=দৌরাত্ম্যম্। দৌরাত্ম্য+পঞ্চমী একবচন =দৌরাত্ম্যাৎ।

রক্ষসঃ—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'দৌরাত্ম্যাৎ' পদের সহিত সম্বন্ধ। রক্ষস্+ষষ্ঠী একবচন। রক্ষস্ শব্দের অর্থ রাক্ষস। এখানে রাবণকে বুঝাইতেছে। রক্ষস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, পয়স্ শব্দের ন্যায় রূপ। রক্ষঃ, রক্ষসী, রক্ষাংসি। রক্ষঃ, রক্ষসী, রক্ষাংসি ইত্যাদি। অস্‌ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের তালিকা যথা—পয়স্, যশস্, মনস্, তেজস্, তপস্, তমস্, রক্ষস্, বক্ষস্, বচস্ প্রভৃতি।

তাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'শ্রদ্দধুঃ'। তাম্=সীতাম্ অথবা সীতায়াঃ বিশুদ্ধিম্।

তু, ন—অব্যয়।

অত্রত্যাঃ—'প্রজাঃ' পদের বিশেষণ। অত্র+ত্যপ্+আপ্ (স্ত্রিয়াম্) +প্রথমার বহুবচন। অত্রত্যাঃ=এতদ্দেশীয়াঃ। তত্রত্যাঃ=তদ্দেশীয়াঃ। ত্যপ্

প্রত্যয়ের সূত্র—"অব্যয়াৎ ত্যপ্"। উদাহরণ যথা—অত্রত্যাঃ, তত্রত্যাঃ, অমাত্যাঃ, ইহত্যাঃ, ততস্ত্যাঃ, নিত্যম্।

শ্রদ্দধুঃ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'প্রজাঃ'। শ্রৎ+ধা+লিট্ উস্ (প্রথম পুরুষ বহুবচন)। ধা-ধাতু হ্বাদি বা জুহোত্যাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ—দধাতি, ধত্তে।

প্রজাঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'শ্রদ্দধুঃ'। প্রজা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের ন্যায়। অর্থ—সন্তান (son বা daughter) এবং প্রজা (subject)। "প্রজাঃ স্যাৎ সন্ততৌ জনে"—ইত্যমরঃ।

বাচ্যান্তর।······স্নুষয়া······শুদ্ধয়া ভূয়তে অথবা অভূয়ত।···অত্রত্যাভিঃ প্রজাভিঃ সা ন শ্রদ্দধে।

অনুবাদ। "হে পূজনীয় পিতঃ! আপনার পুত্রবধূ (অর্থাৎ সীতা) আমাদিগের সম্মুখে অগ্নিতে (অর্থাৎ অগ্নিপরীক্ষায়) পবিত্রা বলিয়া প্রমাণিতা হইয়াছেন। কিন্তু রাক্ষস রাবণের দুর্জনতাবশতঃ এই স্থানের (অর্থাৎ অযোধ্যার) অধিবাসিবৃন্দ সীতার পবিত্রতা বিষয়ে বিশ্বাস করে নাই।

Trans. "Sir, your daughter-in-law (i. e., Sita), was proved to be pure by the ordeal of fire in our presence. But on account of the wickedness of the demon Ravana, the people of this place did not believe her to be so.

তাঃ······ত্বদাজ্ঞয়া ॥ (শ্লোক ১১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তাঃ স্ব-চারিত্রম্ উদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী।
ততঃ পুত্রবতীম্ এনাম্ প্রতিপৎস্যে ত্বদাজ্ঞয়া ॥

সারাংশ। সীতা প্রজাগণকে স্বীয় পবিত্রতা বিষয়ে প্রমাণ দিলেই আমি তাহাকে গ্রহণ করিব।

অন্বয়। মৈথিলী স্বচারিত্রম্ উদ্দিশ্য তাঃ (প্রজাঃ) প্রত্যায়য়তু। ততঃ (অহং) পুত্রবতীম্ এনাম্ ত্বদাজ্ঞয়া প্রতিপৎস্যে।

শব্দার্থ। মৈথিলী (সীতা) স্বচারিত্রম্ উদ্দিশ্য (নিজের চরিত্রের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে) তাঃ (সেই সন্দিগ্ধ প্রজাবৃন্দের) প্রত্যায়য়তু (বিশ্বাস উৎপাদন করুন); ততঃ অহং (তাহা হইলেই আমি) পুত্রবতীম্ এনাম্ (পুত্রবতী ইহাকে অর্থাৎ পুত্রদ্বয়ের সহিত সীতাকে) ত্বদাজ্ঞয়া (আপনার আদেশে) প্রতিপৎস্যে (গ্রহণ করিব)।

সংস্কৃত অর্থ। মৈথিলী (জানকী) স্বচারিত্রম্ উদ্দিশ্য (নিজচরিত্র-বিষয়িণীং পবিত্রতাম্ আশ্রিত্য) তাঃ (পূর্বকথিতাঃ সন্দিগ্ধাঃ প্রজাঃ) প্রত্যায়য়তু (বিশ্বাসয়তু)। ততঃ (তদনন্তরম্) অহম্ (অস্মজ্জনঃ) পুত্রবতীম্ এনাম্ (পুত্রদ্বয়সমেতাম্ এতাং সীতাং) ত্বদাজ্ঞয়া (তব আদেশেন) প্রতিপৎস্যে (স্বীকরিষ্যে, পুনঃ গ্রহীষ্যামি ইত্যর্থঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তাঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া। 'প্রত্যায়য়তু' ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্ম। তদ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)+দ্বিতীয়া বহুবচন। অণিজন্ত বাক্য—তাঃ প্রত্যায়ন্তু। ণিজন্ত বাক্য—মৈথিলী তাঃ প্রত্যায়য়তু। এখানে বুদ্ধ্যর্থক বা জ্ঞানার্থ ধাতুর প্রয়োগে অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্মকারক হইয়াছে। সূত্র—"গতিবুদ্ধি-প্রত্যবসানার্থ শব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ।" অর্থাৎ গত্যর্থক, জ্ঞানার্থক, আহারার্থক, শব্দকর্মক ও অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্মকারকরূপে পরিগণিত হয় এবং তাহার নাম হয় প্রযোজ্য কর্ম। প্রযোজ্য কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, পুত্রঃ বিদ্যালয়ং গচ্ছতি—পিতা পুত্রং বিদ্যালয়ং গময়তি। শিষ্যঃ ধর্মং জানাতি—গুরুঃ শিষ্যং ধর্মং জ্ঞাপয়তি। শিশুঃ অন্নম্ অশ্নাতি—মাতা শিশুম্ অন্নম্ আশয়তি। ছাত্রঃ বেদম্ অধীতে—অধ্যাপকঃ ছাত্রং বেদম্ অধ্যাপয়তি। শিশুঃ শেতে—মাতা শিশুং শায়য়তি। তাঃ প্রজাঃ প্রত্যায়ন্তু—মৈথিলী তাঃ প্রজাঃ প্রত্যায়য়তু।

[এখানে অণিজন্ত বাক্যে 'তাঃ' পদে প্রথমার বহুবচন এবং ণিজন্ত বাক্যে 'তাঃ' পদে দ্বিতীয়ার বহুবচন হইয়াছে।] ইহা ভিন্ন অন্যত্র প্রযোজ্য কর্তার কর্ম সংজ্ঞা হয় না। সেস্থলে পদটি প্রযোজ্য কর্তা রূপেই পরিগণিত হয়। প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—পাচকঃ অন্নং পচতি—গৃহস্থঃ পাচকেন অন্নং পাচয়তি।]

স্ব-চারিত্রম্—'উদ্দিশ্য' ক্রিয়ার কর্ম। স্বস্য চারিত্রম্ (ষষ্ঠীতৎ)। চরিত্রমেব চারিত্রম্ ইতি চরিত্র+অণ্ (স্বার্থে=নিজ অর্থে)=চারিত্রম্।

উদ্দিশ্য—কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। উৎ—দিশ্+ল্যপ্।

প্রত্যায়য়তু—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'মৈথিলী'। প্রতি-আ-ই+ণিচ্+লোট্ তু। N.B. এখানে, ই-ধাতুর অর্থ বিশ্বাস করা অর্থাৎ ইহা বুদ্ধ্যর্থক বা জ্ঞানার্থক

ধাতু। সেইজন্ত ণিজন্ত অবস্থায় ই-ধাতু স্থানে গম্ আদেশ হয় নাই অর্থাৎ গময়তু হয় নাই। 'অয়য়তু' হইয়াছে।

মৈথিলী—কর্তরি প্রথমা। এখানে প্রত্যায়য়তু ক্রিয়ার প্রযোজক কর্তা হইয়াছে। মিথিলা+অণ্+ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্)+প্রথমা একবচন।

ততঃ—অব্যয়। তদ্+তস্ (পঞ্চমী স্থানে)।

পুত্রবতীম্—'এনাম্' পদের বিশেষণ। পুত্র+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)+ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্)+দ্বিতীয়া একবচন। "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ" ইতি মতুপ্ প্রত্যয়স্য মতোর্বঃ। অর্থাৎ এই সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম্ স্থানে ব্ আদেশ হইয়াছে। সূত্রের অর্থ—উপধায় (শেষ বর্ণের পূর্ব বর্ণে) অকার, আকার ও মকার বিশিষ্ট এবং অকারান্ত, আকারান্ত ও মকারান্ত শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয় হইলে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম্ স্থানে ব্ আদেশ হয় অর্থাৎ মতুপ্ প্রত্যয়ের স্থানে বতুপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—যশস্বান্, ভাস্বান্, লক্ষ্মীবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্, কিংবান্। কিন্তু যব প্রভৃতি শব্দের উত্তর এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। যথা—যবমান্। স্ত্রীলিঙ্গে যথা যশস্বতী, ভাস্বতী, লক্ষ্মীবতী, ধনবতী, বিদ্যাবতী, কিংবতী। কিন্তু যবমতী।

এনাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'প্রতিপৎস্যে'। ইদম্ অথবা এতদ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)+দ্বিতীয়া একবচন। "দ্বিতীয়া টৌস্স্বেনঃ" ইতি এনাদেশঃ। অর্থাৎ উক্তির পশ্চাৎ উক্তি (অর্থাৎ পুনরুক্তি) বুঝাইলে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে, তৃতীয়ার একবচনে, ষষ্ঠীর দ্বিবচনে ও সপ্তমীর দ্বিবচনে ইদম্ ও এতদ্ শব্দ স্থানে এন আদেশ হয়। যথা—এনম্, এনৌ, এনান্, এনেন, এনয়োঃ, এনয়োঃ। স্ত্রীলিঙ্গে—এনাম্, এনে, এনাঃ। এনয়া, এনয়োঃ, এনয়োঃ।

প্রতিপৎস্যে—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'অহম্' (উহ্য)। প্রতি—পদ্+লৃট্ স্যে (উত্তম পুরুষ একবচন—আত্মনেপদে)। পদ্ ধাতু দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী। রূপ যথা—পৎস্যতে, পৎস্যেতে, পৎস্যন্তে ইত্যাদি।

ত্বদাজ্ঞয়া—হেত্বর্থে তৃতীয়া। তব আজ্ঞা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), তয়া।

বাচ্যান্তর। মৈথিল্যা তাঃ (প্রথমা) প্রত্যায্যন্তাম্।......ময়া পুত্রবতী এষা......প্রতিপৎস্যতে।

অনুবাদ। "সীতা নিজের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সেই (সন্দিগ্ধ)

প্রজাবৃন্দের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তাহা হইলেই আমি আপনার আদেশে পুত্রদ্বয়ের সহিত ইহাকে (অর্থাৎ সীতাকে) পুনরায় গ্রহণ করিব।"

Trans. "Let Maithili (i.e., Sita) convince them regarding her chastity and then I will take her back with her two sons at your command."

ইতি প্রতিশ্রুতে……নিয়মৈরিব ॥ (শ্লোক ১২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইতি প্রতিশ্রুতে রাজ্ঞা জানকীম্ আশ্রমাৎ মুনিঃ।
শিষ্যৈঃ আনায়য়ামাস স্বসিদ্ধিম্ নিয়মৈঃ ইব ॥

সারাংশ। রামচন্দ্র এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বাল্মীকি মুনি আশ্রম হইতে সীতাদেবীকে আনাইলেন।

অন্বয়। রাজ্ঞা ইতি প্রতিশ্রুতে মুনিঃ নিয়মৈঃ স্বসিদ্ধিম্ ইব আশ্রমাৎ শিষ্যৈঃ জানকীম্ আনায়য়ামাস।

শব্দার্থ। রাজ্ঞা (রাজা কর্তৃক অর্থাৎ রামচন্দ্র কর্তৃক) ইতি (এইরূপ) প্রতিশ্রুতে (প্রতিজ্ঞা করা হইলে) মুনিঃ (বাল্মীকি মুনি) নিয়মৈঃ (তপস্যা প্রভাবে) স্বসিদ্ধিম্ ইব (নিজের সফলতার ন্যায়) আশ্রমাৎ (আশ্রম হইতে) শিষ্যৈঃ (শিষ্যগণের সাহায্যে) জানকীম্ (সীতাদেবীকে) আনায়য়ামাস (আনয়ন করাইলেন)।"

সংস্কৃত অর্থ। রাজ্ঞা (রামচন্দ্রেণ) ইতি (এবং) প্রতিশ্রুতে (প্রতিজ্ঞাতে সতি) মুনিঃ (প্রাচেতসঃ) নিয়মৈঃ (তপোভিঃ) স্বসিদ্ধিম্ ইব (স্বার্থসিদ্ধিং যথা) আশ্রমাৎ (তপোবনাৎ) শিষ্যৈঃ (অন্তেবাসিভিঃ, প্রযোজ্যৈঃ কর্তৃভিঃ ইতি যাবৎ) জানকীম্ (সীতাম্) আনায়য়ামাস (বাহয়ামাস)।

সংস্কৃত তাৎপর্য। যথা তপস্যাবলেন মহর্ষেঃ সাধনায়াং সিদ্ধিঃ করতলগতা ভবতি, তথা বাল্মীকিমুনেঃ ইচ্ছয়া শিষ্যগণৈঃ সীতা আশ্রমাৎ মুনিসকাশম্ আনীতা ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা তাৎপর্য। যেমন তপস্যা প্রভাবে সাধনায় সিদ্ধি মহর্ষির নিকট আপনা হইতেই আগত হয় অর্থাৎ তপস্যা যেমন সফলতাকে আনয়ন করে সেইরূপ বাল্মীকির ইচ্ছায় শিষ্যগণ সীতাদেবীকে আশ্রম হইতে মহর্ষির নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন। এখানে শিষ্যগণের সহিত নিয়ম বা তপশ্চরণের উপমা এবং সীতাদেবীর সহিত সিদ্ধি বা সফলতার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

প্রতিশ্রুতে—ভাবে সপ্তমী। প্রতি—শ্রু+ক্ত (ভাববাচ্যে)+৭মী ১বঃ। N. B. কর্তৃবাচ্যে ও কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষণ বা বিধেয় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—বালকঃ বিদ্যালয়ং গতঃ। বালকেন চন্দ্রঃ দৃষ্টঃ। কিন্তু ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ ও বিশেষ্যপদ রূপে প্রযুক্ত হয়। যথা—গতম্=গমনম্। শ্রুতম্=শ্রবণম্। দৃষ্টম্=দর্শনম্। পঠিতম্=পঠনম্। প্রতিশ্রুতম্=প্রতিশ্রুতিঃ। রামঃ মুনয়ে প্রতিশ্রুতং দত্তবান্। রামেণ মুনয়ে প্রতিশ্রুতং দত্তম্। রামেণ প্রতিশ্রুতে দত্তে সতি, মুনিঃ শিষ্যৈঃ সীতাম্ আনায়য়ামাস।

বাচ্য—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, ক্রিয়া 'দত্তে' উহ্য।

জানকীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'আনায়য়ামাস' ক্রিয়ার কর্ম। জনক+অণ্+ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

আশ্রমাৎ—অপাদান কারকে পঞ্চমী, আ—শ্রম্+ঘঞ্ (অধিকরণ বাচ্যে) = আশ্রমঃ। "হলশ্চ" ইতি সংজ্ঞায়াং ন বৃদ্ধিঃ। তাপসাঃ আশ্রাম্যন্তি অত্র ইতি আশ্রমঃ। আশ্রম+পঞ্চমী একবচন=আশ্রমাৎ।

মুনিঃ—কর্তরি প্রথমা, 'আনায়য়ামাস' ক্রিয়ার প্রযোজক কর্তা। জানকীম্+আশ্রমাৎ মুনিঃ=জানকীমাশ্রমান্মুনিঃ। (সন্ধি)।

শিষ্যৈঃ—অনুক্তে প্রযোজ্য কর্তরি তৃতীয়া। অণিজন্ত বাক্য—শিষ্যাঃ জানকীম্ আনিন্যুঃ। ণিজন্ত বাক্য—মুনিঃ (প্রযোজক কর্তা) শিষ্যৈঃ (প্রযোজ্য কর্তা) জানকীম্ আনায়য়ামাস। অত্র "নীবহ্যোর্ন" ইতি প্রযোজ্য কর্তরি তৃতীয়া। N. B. "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ শব্দ-কর্মাকর্মকাণামণি কর্তা স ণৌ" সূত্রে পঞ্চপ্রকার ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার কর্ম-সংজ্ঞার বিধান আছে। [সূত্রের বিস্তারিত অর্থ ১১নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।] এই সূত্রের ব্যতিক্রম সূত্র—"নীবহ্যোর্ন"। অর্থাৎ নী ও বহ্ ধাতুর স্থলে প্রযোজ্য কর্তার কর্ম-সংজ্ঞা হইবে না। সে-স্থলে পদটি প্রযোজ্য কর্তা রূপেই পরিগণিত হইবে এবং তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। যথা—ভৃত্যঃ ভারং নয়তি বা বহতি—প্রভুঃ ভৃত্যেন ভারং নায়য়তি বা বাহয়তি। শাস্+ক্যপ্+তৃতীয়া বহুবচন=শিষ্যৈঃ।

আনায়য়ামাস—ক্রিয়াপদ। কর্তা 'মুনিঃ'। আ—নী+ণিচ্+লিট্ অ। নী ধাতু ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ (লট্) নয়তি, নয়তে। (লোট্) নয়তু,

নয়তাম্। (লঙ্) অনয়ৎ, অনয়ত। (বিধিলিঙ্) নয়েৎ, নয়েত। (লৃট্) নেষ্যতি, নেষ্যতে। (লিট্) নিনায়, নিন্যে। ণিজন্ত নী ধাতুর রূপ যথা—(লট্) নায়য়তি, নায়য়তে। (লোট্) নায়য়তু, নায়য়তাম্। (লঙ্) অনায়য়ৎ, অনায়য়ত। (বিধিলিঙ্) নায়য়েৎ, নায়য়েত। (লৃট্) নায়য়িষ্যতি, নায়য়িষ্যতে। (লিট্) নায়য়ামাস, নায়য়ামাসে। শিষ্যৈঃ+আনায়য়ামাস=শিষ্যৈরানায়য়ামাস (সন্ধি)।

স্বসিদ্ধিম্—'জানকীম্' পদের উপমান পদ। স্বস্য সিদ্ধিঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তাম্। সিধ্+ক্তি=সিদ্ধিঃ।

নিয়মৈঃ—'শিষ্যৈঃ' পদের উপমান পদ। নি—যম্+অল্+তৃতীয়া বহুবচন; নিয়মৈঃ+ইব=নিয়মৈরিব (সন্ধি)। ইব—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। ···মুনিনা··· জানকী আনায়য়ামাসে।

অনুবাদ। রাজা রামচন্দ্র এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিলে, বাল্মীকি মুনি শিষ্যগণের সাহায্যে আশ্রম হইতে সীতা দেবীকে আনয়ন করাইলেন। যেন তিনি তপস্যার প্রভাবে নিজের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন।

Trans. When this was promised by the king, the sage caused Janaki (i. e., Sita) to be brought from the hermitage by his disciples, like the fruit of his penance obtained by means of austerities.

অন্যেদ্যুরথ············**প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে** ॥ (শ্লোক ১৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অন্যেদ্যুঃ অথ কাকুৎস্থঃ সন্নিপাত্য পুরৌকসঃ।
কবিম্ আহ্বায়য়ামাস প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে ॥

সারাংশ। রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য একদিন বাল্মীকিকে আমন্ত্রণ জানাইলেন।

অন্বয়। অথ অন্যেদ্যুঃ কাকুৎস্থঃ প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে পুরৌকসঃ সন্নিপাত্য কবিম্ আহ্বায়য়ামাস।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) অন্যেদ্যুঃ (অন্য একদিন) কাকুৎস্থঃ (ককুৎস্থ বংশ-সম্ভূত রামচন্দ্র) প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে (প্রকৃত কার্যের অনুসন্ধানের জন্য অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য) পুরৌকসঃ (নগরবাসিগণকে) সন্নিপাত্য (মিলিত করাইয়া) কবিম্ (আদি কবিকে অর্থাৎ বাল্মীকিকে) আহ্বায়য়ামাস (আহ্বান করাইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (ততঃ) অন্যেদ্যুঃ (অন্যস্মিন্নহনি) কাকুৎস্থঃ (ককুৎস্থ-গোত্রোৎপন্নঃ রামচন্দ্রঃ) প্রস্তুতপ্রতিপত্তয়ে (প্রকৃত-কার্যানুসন্ধানার্থম্, প্রতিশ্রুতি-পালনার্থম্ ইত্যর্থঃ) পুরৌকসঃ (পৌরান্) সন্নিপাত্য (মেলয়িত্বা) কবিম্ (বাল্মীকিম্) আহ্বায়য়ামাস (আকারয়ামাস)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অন্যেদ্যুঃ—অব্যয়। অন্য+এদ্যুস্। অর্থ (অন্য দিন)। অথ—অব্যয়।

কাকুৎস্থঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'আহ্বায়য়ামাস'। অথবা 'রামঃ' (উহ্য) পদের বিশেষণ। ককুদি তিষ্ঠতি যঃ সঃ ইতি ককুৎস্থঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ)। ককুদ্+স্থা+ক=ককুৎস্থঃ। ককুৎস্থস্য গোত্রাপত্যং পুমান্ ইতি ককুৎস্থ+অণ্+প্রথমা একবচন=কাকুৎস্থঃ। [N. B. Allusion : ইক্ষ্বাকু বংশে পুরঞ্জয় নামে একজন মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র একবার তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবাসুর সংগ্রামে যোগ দিয়া দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। পুরঞ্জয় দেবেন্দ্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন বটে, —কিন্তু তিনি ইহাতে একটি শর্ত আরোপ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যদি বৃষের রূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন, তবেই পুরঞ্জয় সেই বৃষের ককুদ্ অর্থাৎ স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অন্যথা তিনি যুদ্ধে যোগ দিবেন না। দেবরাজ নিরুপায় হইয়া পুরঞ্জয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, পুরঞ্জয়ের সাহায্য না পাইলে অসুরগণকে পরাস্ত করা সম্ভব হইবে না। অতএব, ইন্দ্র বৃষের রূপ ধারণ করিলেন এবং পুরঞ্জয় তাঁহার স্কন্ধে বা ককুদে বসিয়া যুদ্ধ করিলেন। সেই দিন হইতে পুরঞ্জয়ের নাম হইল ককুৎস্থ অর্থাৎ 'যিনি বৃষের ককুদে উপবেশন করিয়াছেন'। এবং পুরঞ্জয়ের বংশধরগণের নাম হইল কাকুৎস্থ। রামচন্দ্র পুরঞ্জয়ের বংশধরগণের অন্যতম। সেইজন্য রামচন্দ্রের নাম কাকুৎস্থ। এক্ষণে 'কাকুৎস্থ' বলিতে প্রধানতঃ রামচন্দ্রকেই বুঝায়।

সন্নিপাত্য—কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, সম্—নি—পত্+ণিচ্+ল্যপ্।

পুরৌকসঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'সন্নিপাত্য' ক্রিয়ার কর্ম। পুরম্ ওকঃ যেষাং তান্ (বহুব্রীহি)। পুরৌকস্+দ্বিতীয়া বহুবচন=পুরৌকসঃ। ওকস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ পয়স্ শব্দের ন্যায় রূপ। যথা ওকঃ, ওকসী, ওকাংসি ইত্যাদি। অর্থ—

গৃহ, বাসস্থান। পুরৌকস্ শব্দ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন বিশেষণ পদ এবং এখানে পুংলিঙ্গ, রূপ বেধস্ শব্দের ন্যায়। রূপ যথা—পুরৌকাঃ, পুরৌকসৌ, পুরৌকসঃ ইত্যাদি। অর্থ—পুরবাসী বা নগর-বাসী।

কবিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'আহ্বায়য়ামাস'।

আহ্বায়য়ামাস—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'কাকুৎস্থঃ'। আঙ্—হ্বে + ণিচ্ + লিট্ অ। **N. B.** 'স্পর্ধায়ামাঙঃ' অর্থাৎ স্পর্ধা বা যুদ্ধার্থ আহ্বান করা বুঝাইলে আঙ্পূর্বক হ্বে ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা মল্লঃ মল্লম্ আহ্বয়তে। কিন্তু মাতা পুত্রম্ আহ্বয়তি। দ্বিতীয় বাক্যে যুদ্ধার্থ আহ্বান করা বুঝাইতেছে না বলিয়া পরস্মৈপদী হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে—তাদর্থ্যে চতুর্থী। প্রস্তুতস্য প্রতিপত্তিঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ), তস্যৈ। প্র—স্তু + ক্ত = প্রস্তুত। প্রতি—পদ্ + ক্তি = প্রতিপত্তিঃ = সম্যক্ জ্ঞান।

বাচ্যান্তর। ...কাকুৎস্থেন...কবিঃ আহ্বায়য়ামাসে।

অনুবাদ। অনন্তর অন্য একদিন ককুৎস্থবংশ-সম্ভূত রামচন্দ্র প্রকৃত কার্যের অনুসন্ধানের জন্য (অর্থাৎ পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য) নগরবাসিগণকে মিলিত করাইয়া আদি-কবি বাল্মীকিকে আহ্বান করাইয়াছিলেন।

Trans. Then the other day, Rama, born in the family of Kakutstha, having caused the citizens to assemble, sent for the poet for carrying out his business (i.e., promise).

স্বর-সংস্কারবত্যাসৌ······মুনিরুপস্থিতঃ॥ (শ্লোক ১৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। স্বর-সংস্কার-বত্যা অসৌ পুত্রাভ্যাম্ অথ সীতয়া।
ঋচা ইব উদর্চিষম্ সূর্যম্ রামম্ মুনিঃ উপস্থিতঃ॥

সারাংশ। অনন্তর বাল্মীকি সীতাকে পুত্রদ্বয়ের সহিত লইয়া রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিলেন।

অন্বয়। অথ অসৌ মুনিঃ স্বর-সংস্কারবত্যা ঋচা উদর্চিষং সূর্যম্ ইব, পুত্রাভ্যাম্ (উপলক্ষিতয়া) সীতয়া সহ উদর্চিষং রামম্ উপস্থিতঃ।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) অসৌ মুনিঃ (সেই মুনি বাল্মীকি) স্বরসংস্কারবত্যা (উদাত্ত প্রভৃতি স্বরশুদ্ধিযুক্তা) ঋচা (সাবিত্রী নাম্নী ঋকের সহিত অর্থাৎ ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক) উদর্চিষং (উদীয়মান) সূর্যম্ ইব (সূর্যের ন্যায় অর্থাৎ সূর্যের নিকট যেমন গমন করেন সেইরূপ), পুত্রাভ্যাম্ উপলক্ষিতয়া (কুশ ও

লব নামক পুত্রদ্বয়ের দ্বারা যুক্তা) সীতয়া সহ (সীতার সহিত) উদর্চিষং (জ্যোতির্ময়) রামম্ (রামচন্দ্রের নিকট) উপস্থিতঃ (উপনীত হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (তদনন্তরম্) অসৌ মুনিঃ (পূর্বকথিতঃ মহর্ষিঃ বাল্মীকিঃ) স্বরসংস্কারবত্যা (উদাত্তাদি-স্বরশুদ্ধিমত্যা) ঋচা (সাবিত্র্যা ঋচা, ঋগ্‌বেদান্তর্গত-সাবিত্রী-নামধেয়-মন্ত্রোচ্চারণেন ইত্যর্থঃ) উদর্চিষং সূর্যম্ ইব (প্রভাতে পূর্বস্যাং দিশি উদিতং রবিম্ ইব), পুত্রাভ্যাম্ উপলক্ষিতয়া (কুশলব-নামধেয়পুত্রদ্বয়েন যুক্তয়া) সীতয়া সহ (জানক্যা সহিতঃ) উদর্চিষং (জ্যোতির্ময়ং) রামম্ (দাশরথিম্) উপস্থিতঃ (উপনীতঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। যথা মহর্ষিঃ বাল্মীকিঃ প্রভাতে উদাত্তাদিস্বরশুদ্ধি-যুক্তয়া সাবিত্র্যা ঋচা সহ, সাবিত্রী নামধেয়ম্ ঋগ্‌বেদমন্ত্রম্ উচ্চার্য ইত্যর্থঃ নবোদিতং জ্যোতির্ময়ং সূর্যম্ উপতিষ্ঠতে তথা মহর্ষিঃ পুত্রদ্বয়যুক্তয়া সীতয়া সহ জ্যোতির্ময়ং রামচন্দ্রসকাশং গতঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহর্ষি বাল্মীকি যেমন প্রাতঃকালে উদাত্ত, দাত্ত ও স্বরিত নামক ত্রিবিধ বিশুদ্ধ বৈদিক স্বর সহযোগে সাবিত্রী নামে ঋকমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক নবোদিত জ্যোতির্ময় সূর্যের পূজা করেন, সেইরূপ তিনি কুশ ও লব নামক দুইটি পুত্রের সহিত সীতাদেবীকে লইয়া জ্যোতির্ময় নৃপতি রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। এখানে সীতার সহিত সাবিত্রী নাম্নী ঋকমন্ত্রের, পুত্রদ্বয়ের সহিত বৈদিকস্বরের ও রামচন্দ্রের সহিত সূর্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

স্বরসংস্কারবত্যা—'ঋচ' পদের বিশেষণ। স্বরাণাং সংস্কারঃ ইতি স্বর-সংস্কারঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ)। স্বরসংস্কার+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)+ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্) = [স্বরসংস্কারবতী]+তৃতীয়া একবচন=স্বরসংস্কারবত্যা।

এখানে অকারান্ত 'স্বরসংস্কার' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয় হওয়ায় মতুপ্ প্রত্যয়ের স্থানে বতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। N. B. লৌকিক সংস্কৃতে যেমন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বর আছে অথবা লঘু ও গুরু স্বর আছে, বৈদিক সংস্কৃতে সেইরূপ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর আছে। এই ত্রিবিধ স্বরসংযোগে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

সম্—কৃ+ঘঞ্=সংস্কারঃ। "সম্পর্য্যুপেভ্যঃ করোতৌ ভূষণে" ইতি সুডাগমঃ। অর্থাৎ ভূষণ অর্থ বুঝাইলে, সম্, পরি ও উপ—এই তিনটি উপসর্গের যে কোন একটি যুক্ত কৃ ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হইলে সুট্ আগম হয়। যথা—সংস্কার, পরিষ্কার, উপস্কার। সংস্কৃত, পরিষ্কৃত, উপস্কৃত। সংস্কৃতি, পরিষ্কৃতি, উপস্কৃতি।

অসৌ—'মুনিঃ' পদের বিশেষণ। অদস্ (পুং)+প্রথমা একবচন।

পুত্রাভ্যাম্—উপলক্ষণে তৃতীয়া। পুত্রাভ্যাম্ উপলক্ষিতয়া ইত্যর্থঃ।

সীতয়া—সহার্থে তৃতীয়া। মল্লিনাথের মতে—করণ কারকে তৃতীয়া।

ঋচা—'সীতয়া' পদের উপমান পদ। ঋচ্+তৃতীয়া একবচন। ঋচ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ যথা—ঋক্, ঋচৌ, ঋচঃ। ঋচম্, ঋচৌ, ঋচঃ। ঋচা, ঋগ্ভ্যাম্, ঋগ্ভিঃ। ঋচে, ঋগ্ভ্যাম্, ঋগ্ভ্যঃ। ঋচঃ, ঋগ্ভ্যা , ঋগ্ভ্যঃ। ঋচঃ, ঋচোঃ, ঋচাম্। ঋচি, ঋচোঃ, ঋক্ষু। এখানে ঋক্‌মন্ত্র বলিতে ঋগ্বেদের সাবিত্রী মন্ত্রকে বুঝাইতেছে। N. B. বেদ চারি প্রকার! যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। অথ, ইব—অব্যয়।

উদর্চিষম্—'সূর্যম্' ও 'রামম্' পদের বিশেষণ। উদ্‌গতা অর্চিঃ যস্য (বহুব্রীহি), তম্। অর্চিস্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, আশিস্ শব্দের ন্যায় রূপ। যথা—অর্চীঃ, অর্চিসৌঃ, অর্চিসঃ ইত্যাদি। অর্থ—অগ্নিশিখা। অর্চিঃ জ্বালা শিখা স্ত্রিয়াম্।" —ইত্যমরঃ।

সূর্যম্—রামম্ পদের উপমান পদ।

রামম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। 'উপস্থিতঃ' ক্রিয়ার কর্ম।

মুনিঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'উপস্থিতঃ'।

উপস্থিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ। কর্তা 'মুনিঃ'। উপ—স্থা+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) +প্রথমা একবচন। N. B. "গত্যর্থাকর্মকশ্লিষ্ শীঙ্ স্থাস্, বস্ জন্ রুহ্ জীর্যতিভ্যশ্চ"। অর্থাৎ—গত্যর্থক ধাতু, অকর্মক ধাতু এবং শ্লিষ্, শী, স্থা, আস্, বস্, জন্, রুহ্, ও জৄ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। যথা—বালকঃ বিদ্যালয়ং গতঃ। শিশুঃ শয়িতঃ। শেষোক্ত ধাতুগুলি অকর্মক হইলেও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, তাহারা যদি উপসর্গ যোগে সকর্মক হয়, তাহা হইলেও তাহাদের উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইবে। 'উপস্থিতঃ' পদের স্থা ধাতু গত্যর্থক বলিয়া তাহার উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে।

বাচ্যান্তর। ......অমুনা মুনিনা......উদর্চীঃ সূর্যঃ ইব......উদর্চীঃ রামঃ উপস্থিতঃ।

অনুবাদ। অনন্তর সেই মুনি বাল্মীকি প্রভাতে উদাত্ত প্রভৃতি বৈদিক স্বরশুদ্ধিযুক্তা সাবিত্রী নাম্নী ঋক্ (অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্বক যেমন, উদীয়মান জ্যোতির্ময় সূর্যের আরাধনা করেন, সেইরূপ (কুশ ও লব নামক) পুত্রদ্বয়-যুক্তা সীতার সহিত জ্যোতির্ময় রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

Trans. Then the sage Valmiki came to Rama, shining with splendour, along with Sita, accompanied by her two sons, as he would wait on the glowing sun, with the Vedic hymn (Savitri) possessed of proper intonation and correct pronunciation.

কাষায়পরিবীতেন......বপুষৈব সা॥ (শ্লোক ১৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। কাষায়-পরিবীতেন স্ব-পদার্পিত-চক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধা ইতি শান্তেন বপুষা এব সা॥

সারাংশ। রক্তবস্ত্রপরিহিতা, নতনয়না, ধীরা সীতাদেবীকে দেখিয়া তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

অন্বয়। কাষায়-পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা শান্তেন বপুষা এব সা (সীতা) শুদ্ধা ইতি অন্বমীয়ত।

শব্দার্থ। কাষায়পরিবীতেন (কষায়-রঞ্জিত রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত) স্বপদার্পিতচক্ষুষা (স্বীয় চরণ প্রান্তে নিবদ্ধ-নয়ন) শান্তেন (ধীর, নম্র) বপুষা এব (দেহের দ্বারাই অর্থাৎ দেহ দেখিয়াই) সা (তিনি অর্থাৎ সীতা দেবী) শুদ্ধা (পবিত্রা) ইতি (ইহা) অন্বমীয়ত (সহজেই অনুমিত হইল)।

সংস্কৃত অর্থ। কাষায়-পরিবীতেন (কষায়রঞ্জিত-রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতেন) স্বপদার্পিতচক্ষুষা (স্বীয়চরণনিবদ্ধ-নেত্রেণ) শান্তেন (ধীরেণ, প্রসন্নেন ইতি ভাবঃ) বপুষা এব (শরীরেণ এব) সা (সীতা) শুদ্ধা (সাধ্বী) ইতি (অয়ং বিষয়ঃ) অন্বমীয়ত (অনুমিতঃ জনৈঃ ইতি শেষঃ)।

সংস্কৃত তাৎপর্য। রক্তবস্ত্রপরিহিতাং স্বীয়চরণ-নিহিতনয়নাং ধীরস্বভাবাং সীতাম্ অবলোক্যৈব সর্বে জনাঃ জ্ঞাতবন্তঃ যৎ, সীতা সতী সাধ্বী পতিব্রতা চ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা তাৎপর্য। সভাস্থলে সীতা আসিলেন। তাঁহার পরিধানে কষায়-রঞ্জিত রক্তবস্ত্র। তাঁহার নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি অবনতা ও স্বীয় চরণ প্রান্তে নিহিতা। তাঁহার শরীর শান্ত ও প্রসন্ন। সীতার এইরূপ আকৃতি দর্শনে, তিনি যে শুদ্ধশীলা—ইহা সহজেই অনুমিত হইল।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কাষায়-পরিবীতেন—'বপুষা' পদের বিশেষণ। কাষায়েণ পরিবীতং যঃ সঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ), তেন। কষায়েণ রক্তম্ ইতি কষায়+অণ্=কাষায়ম্। কষায়=গোলাপী লাল রঙ্ বা গেরুয়া রঙ্। পরি—বী+ক্ত=পরিবীতম্। বী ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। অর্থ—আচ্ছাদন করা। পরিবীতম্=বেষ্টিতম্, আচ্ছাদিতম্। কাষায়-পরিবীতেন বপুষা=গেরুয়া রঙে ছোপানো শাড়ী দ্বারা বেষ্টিত শরীরের দ্বারা অর্থাৎ গৈরিক বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহের দ্বারা।

স্বপাদার্পিতচক্ষুষা—'বপুষা' পদের বিশেষণ। স্বস্য পদে ইতি স্বপদে (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। তয়োঃ অর্পিতে ইতি স্বপাদার্পিতে (সপ্তমী তৎপুরুষঃ)। স্বপাদার্পিতে চক্ষুষী যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি), তেন। ঋ+ণিচ্+ক্ত=অর্পিত।

অন্বমীয়ত—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'জনৈঃ' (উহ্য)। অনু—মা+লঙ্ ত (কর্মবাচ্যে)।

শুদ্ধা—'সা' পদের বিধেয় বিশেষণ। শুধ্—ক্ত+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)+প্রথমা-একবচন। ইতি—অব্যয়।

শান্তেন—'বপুষা' পদের বিশেষণ। শম্+ক্ত+তৃতীয়া এক বচন।

বপুষা—করণে তৃতীয়া অথবা হেত্বর্থে তৃতীয়া। বপুস্+তৃতীয়া একবচন। বপুস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ যথা—বপুঃ, বপুষী, বপূংষি। বপুঃ, বপুষী, বপূংষি। বপুষা, বপুর্ভ্যাম্ বপুর্ভিঃ। বপুঃ=দেহঃ=শরীরম্=তনুঃ=তনূঃ। এব—অব্যয়।

সা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া অভবৎ (উহ্য)।

বাচ্যান্তর। "তয়া শুদ্ধয়া অভূয়ত" ইতি জনাঃ অন্বমান্।

অনুবাদ। কষায়-রঞ্জিত-রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত ও স্বীয় চরণপ্রান্তে নিবদ্ধ-নয়না সীতার সেই ধীর-প্রশান্ত কলেবর দর্শনে, তিনি যে প্রকৃতই শুদ্ধশীলা—ইহা সহজেই অনুমিত হইল।

Trans. From her very serene body, covered with a reddish-brown garment and with her eyes fixed on her own feet, that she was chaste could be inferred.

জনাস্তদালোকপথাৎ……ইব শালয়ঃ ॥ (শ্লোক ১৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। জনাঃ তদালোক-পথাৎ প্রতিসংহৃত-চক্ষুষঃ।
তস্থুঃ তে অবাঙ্‌মুখাঃ সর্বে ফলিতাঃ ইব শালয়ঃ ॥

সারাংশ। সীতাকে দেখিয়া জনসাধারণ মস্তক অবনত করিল।

অন্বয়। তদালোকপথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ তে সর্বে জনাঃ ফলিতাঃ শালয়ঃ ইব অবাঙ্‌মুখাঃ তস্থুঃ।

শব্দার্থ। তদালোকপথাৎ (তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে) প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ (যাহাদের নয়ন বা দৃষ্টি প্রত্যাবর্তিত হইয়াছিল তাহারা) তে সর্বে জনাঃ (সেই সকল লোকে অর্থাৎ সভাস্থ জনসাধারণ) ফলিতাঃ শালয়ঃ ইব (ফলভারে আনত শালিধান্য শস্যের গাছের ন্যায়) অবাঙ্‌মুখাঃ (অধোবদনে অর্থাৎ মাথা নীচু করিয়া) তস্থুঃ (অবস্থান করিয়াছিল)।

সংস্কৃত অর্থ। তদালোকপথাৎ (সীতায়াঃ দর্শন-মার্গাৎ) প্রতিসংহৃত-চক্ষুষঃ (নিবর্তিতদৃষ্টয়ঃ) তে সর্বে জনাঃ (পূর্ববর্ণিতাঃ সভাস্থাঃ পৌরাঃ) ফলিতাঃ শালয়ঃ ইব (ফলভারাবনতাঃ শালিধান্যশস্যবৃক্ষাঃ ইব) অবাঙ্‌মুখাঃ (অবনতবদনাঃ) তস্থুঃ (অবর্তন্ত)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। যথা শালিধান্য-শস্যবৃক্ষাঃ ফলভারেণ অবনতাঃ ভবন্তি, তথা সভাস্থাঃ সর্বে জনাঃ পরিহিত-রক্তবসনাং নতনেত্রাং শান্তশীলাং সীতাদেবীং সভাগতাম্ অবলোক্য তস্যাঃ দৃষ্টিপথাৎ নয়নে নিবর্ত্য শ্রদ্ধয়া অবনতবদনাঃ আসন্ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা তাৎপর্য। শালিধান্য শস্য যেমন ফলভারে অবনত হয়, সেইরূপ সভাস্থ সকল লোকে রক্তবস্ত্রপরিহিতা নতনেত্রা শান্তশীলা সীতাদেবীকে সভায় ধীরপদক্ষেপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া মস্তক অবনত করিল। তাহাদের মস্তক অবনত করিবার কারণ হইল যে তাহারাই এই দেবীপ্রতিম সীতাদেবীর সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাদের জন্যই আজ সীতাদেবী রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা এবং বনে বিসর্জিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

জনাঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'তস্থুঃ'।

তদালোকপথাৎ—অপাদানে পঞ্চমী। তস্যাঃ আলোকঃ ইতি তদালোকঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ)। তস্য পন্থাঃ ইতি তদালোকপথঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ) তস্মাৎ। N. B. "ঋক্‌পুরব্‌ধূঃ পথামানক্ষে" এই সূত্রানুসারে সমাসে পথিন্ শব্দের উত্তর সমাসান্ত অ প্রত্যয় হইয়াছে। সেইজন্য পথিন্ শব্দ অকারান্ত 'পথ' শব্দে পরিণত হইয়াছে। 'তদালোকপথ' শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ নর শব্দের ন্যায় রূপ। সূত্রের অর্থ—সমাসে ঋচ্, পুর্, অপ্, ধুর্ ও পথিন্ শব্দ উত্তর পদ অর্থাৎ শেষ পদ হইলে তাহাদের উত্তর সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয়। যথা—অর্ধম ঋচঃ= অর্ধর্চঃ। বিষ্ণোঃ পুঃ=বিষ্ণুপুরম্। বিমলাঃ আপঃ যস্মিন্ তৎ=বিমলাপম্ (সরঃ)। মহতী ধূঃ=মহাধুরা। রাজ্ঞঃ পন্থাঃ=রাজপথঃ। কিন্তু অক্ষ শব্দের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে সমাসান্ত প্রত্যয় হয় না। যথা—অক্ষস্য ধূঃ=অক্ষধূঃ। দৃঢ়া ধূঃ যস্য=দৃঢ়ধূঃ (অক্ষঃ)।

প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ—'জনাঃ' পদের বিশেষণ। প্রতিসংহৃতানি চক্ষুংষি যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)। প্রতি—সম্—হৃ+ক্ত=প্রতিসংহৃত।

তস্থুঃ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'জনাঃ'। স্থা+লিট্ উস্ (প্রথম পুরুষ বহুবচন)। স্থা ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতু, অতিষ্ঠৎ, তিষ্ঠেৎ, স্থাস্যতি, তস্থৌ। লিটের রূপ যথা—তস্থৌ, তস্থতুঃ, তস্থুঃ। তস্থিথ তস্থাথ, তস্থথুঃ, তস্থ। তস্থৌ, তস্থিব, তস্থিম।

তে—'জনাঃ' পদের বিশেষণ। তদ্ (পুংলিঙ্গ)+প্রথমা বহুবচন।

অবাঙ্‌মুখাঃ—'জনাঃ' পদের বিশেষণ। অবাক্ মুখং যেষাং তে অথবা অবাঞ্চি মুখানি যেষাং তে (বহুব্রীহিঃ)। অব—অঞ্চ্+ক্বিপ্=অবাচ্। অবাচ্ শব্দ এখানে ক্লীবলিঙ্গ। রূপ যথা—অবাক্, অবাচী, অবাঞ্চি। অবাক্, অবাচী, অবাঞ্চি। অবাচা, অবাগ্‌ভ্যাম্, অবাগ্‌ভিঃ ইত্যাদি। N.B. অনুরূপ শব্দ যথা, প্র+অঞ্চ্+ক্বিপ্=প্রাচ্ (Eastern, প্রাচ্য)। প্রতি+অঞ্চ্+ক্বিপ্ =প্রত্যচ্ (western, পাশ্চাত্য)। উদ+অঞ্চ্+ক্বিপ্=উদচ্ (northern, উত্তর দেশীয়)। অব+অঞ্চ্+ক্বিপ্=অবাচ্ (downwards, নিম্ন)। তিরস্ +অঞ্চ্+ক্বিপ্=তির্যচ্ (oblique, বক্র)।

সর্বে—'জনাঃ' পদের বিশেষণ। সর্ব (পুংলিঙ্গ)+প্রথমা বহুবচন। N. B. সর্ব শব্দ সকল (All) অর্থে সর্বনাম। 'শিব' (The Lord Shiva) অর্থে সর্বনাম নহে। যথা সর্বস্মৈ জনায় হিতম্ আচরেৎ। সর্বায় নমঃ।

ফলিতাঃ—'শালয়ঃ' পদের বিশেষণ। ফল+ইতচ্ (জাতার্থে)+প্রথমা বহুবচন। অনুরূপ ইতচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উদাহরণ যথা—সুখিত, দুঃখিত, পুষ্পিত, তারকিত (=তারকা-যুক্ত)। ইব—অব্যয়।

শালয়ঃ—'জনাঃ' পদের উপমান পদ। শালি+প্রথমা বহুবচন। শালি, শ্যামাক, নীবার প্রভৃতি ধান্য শস্যের বিভিন্ন জাতির নাম।

বাচ্যান্তর। ......প্রতিসংহৃতচক্ষুর্ভিঃ তৈঃ সর্বৈঃ জনৈঃ ফলিতৈঃ শালিভিঃ ইব অবাঙ্মুখৈঃ তস্থে।

অনুবাদ। সভাস্থ সকল লোকে সীতার দৃষ্টিপথ হইতে নয়ন নিবর্তিত করিয়া ফলভারে অবনত শালি ধান্য শস্য বৃক্ষের ন্যায় অধোবদনে অবস্থান করিয়া রহিল।

Trans. All those people, having withdrawn their eyes from the range of her sight, stood with their faces turned downwards, like Sali paddy plants loaded with fruits (i. e., ears of corn).

[ইহার পর রঘুবংশের নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত হয় নাই—

তাং দৃষ্টি-বিষয়ে ভর্তুর্মুনিরাস্থিতবিষ্টরঃ।
কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে! স্ববৃত্তে লোকমিত্যশাৎ ॥

অনুবাদ। আসনে উপবিষ্ট বাল্মীকি মুনি সীতাকে বলিলেন, "বৎসে! তোমার পতির সম্মুখে নিজের চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রজাগণের সন্দেহ অপনোদন কর।"]

অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ......সরস্বতীম্ ॥ (শ্লোক ১৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ বাল্মীকি-শিষ্যেণ পুণ্যম্ আবর্জিতম্ পয়ঃ।
আচম্য উদীরয়ামাস সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ ॥

সারাংশ। সীতা সকলের সমক্ষে নিজের বক্তব্য উচ্চারণ করিলেন।

অন্বয়। অথ বাল্মীকি-শিষ্যেণ আবর্জিতং পুণ্যং পয়ঃ আচম্য সীতা সত্যাং সরস্বতীম্ উদীরয়ামাস।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) বাল্মীকি-শিষ্যেণ (বাল্মীকি মুনির শিষ্য কর্তৃক) আবর্জিতং (প্রদত্ত) পুণ্যং পয়ঃ (পবিত্র জলের দ্বারা) আচম্য (আচমন করিয়া) সীতা (জানকী) সত্যাং (যথার্থ) সরস্বতীম্ (বাক্য) উদীরয়ামাস (উচ্চারণ করিয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরম্) বাল্মীকিশিষ্যেণ (প্রাচেতসস্য অন্তে-বাসিনা) আবর্জিতং (প্রদত্তং) পুণ্যং (পবিত্রং) পয়ঃ (বারি) আচম্য (উপস্পৃশ্য) সীতা (জানকী) সত্যাম্ (অবিতথাং) সরস্বতীং (বাচম্) উদীরয়ামাস (উচ্চারয়ামাস)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বাল্মীকিশিষ্যেণ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ক্রিয়া 'আবর্জিতম্'। বাল্মীকেঃ শিষ্যঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তেন। শাস্+ক্যপ্=শিষ্যঃ।

পুণ্যম্—'পয়ঃ' পদের বিশেষণ।

আবর্জিতম্—'পয়ঃ' পদের বিশেষণ। আ—বৃজ্+ণিচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে) +দ্বিতীয়া একবচন। আবর্জিতম্=দত্তম্।

পয়ঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'আচম্য'। পয়স্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, অর্থ জল ও দুগ্ধ দুইই হয়। রূপ যথা—পয়ঃ, পয়সী, পয়াংসি।

আচম্য—কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—চম্+ল্যপ্। চম্ ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ যথা—চামতি, চামতঃ, চামন্তি ইত্যাদি।

উদীরয়ামাস—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সীতা'। উৎ—ঈর্+ণিচ্+লিট্ অ। বিকল্প পদ=উদীরয়াম্বভূব ও উদীরয়াঞ্চকার।

সীতা—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'উদীরয়ামাস'।

সত্যাম্—'সরস্বতীম্' পদের বিশেষণ। সত্য+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)+২য়া ১বঃ।

সরস্বতীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। সরস্+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্) +দ্বিতীয়া একবচন। এখানে মতুপ্ প্রত্যয়ের 'ম' স্থানে 'ব' আদেশ হইয়াছে। সরস্বতী=বাগ্দেবী, বাণী, ভাষা, বাক্য প্রভৃতি।

বাচ্যান্তর। ......সীতয়া সত্যা সরস্বতী উদীরয়ামাসে।

অনুবাদ। অনন্তর বাল্মীকি মুনির শিষ্য কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র উদকের (জলের) দ্বারা আচমন করিয়া সীতাদেবী সত্য বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

Trans. Then, having washed her mouth with the holy water given by the disciple of Valmiki, Sita pronounced the following truthful speech.

বাঙ্‌মনঃকর্মভিঃ·····অর্হসি॥ (শ্লোক ১৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। বাঙ্‌মনঃ-কর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারঃ যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মাম্ অন্তর্ধাতুম্ অর্হসি॥

সারাংশ। হে বিশ্বম্ভরে দেবি! যদি আমি প্রকৃতই পতিব্রতা হই, তাহা হইলে তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

অন্বয়। হে বিশ্বম্ভরে দেবি! বাঙ্‌মনঃকর্মভিঃ পত্যৌ মে ব্যভিচারঃ যথা ন (ভবতি), তথা মাম্ অন্তর্ধাতুম্ অর্হসি।

শব্দার্থ। হে বিশ্বম্ভরে দেবি! (হে মা বসুন্ধরা) বাঙ্‌মনঃকর্মভিঃ (বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা) পত্যৌ (আমার স্বামী সম্বন্ধে) মে ব্যভিচারঃ (আমার চরিত্রের স্খলন বা অপরাধ) যথা ন (যদি না হইয়া থাকে), তথা (তাহা হইলে) মাম্ (আমাকে) অন্তর্ধাতুম্ অর্হসি (ক্রোড়ে স্থান দাও)।

সংস্কৃত অর্থ। হে বিশ্বম্ভরে দেবি! (ভোঃ মাতঃ বসুন্ধরে দেবি!) বাঙ্-মনঃকর্মভিঃ (বাচেন মনসা কর্মণা চ) পত্যৌ (পতিবিষয়ে) মে ব্যভিচারঃ (মম চারিত্র্যস্খলনং) যথা ন (যদি ন ভবতি), তথা (তর্হি) মাম্ (অস্মজ্জনম্) অন্তর্ধাতুম্ অর্হসি (তব গর্ভে বাসয়িতুম্ অর্হসি, তব ক্রোড়ে মে স্থানং দেহি ইতি ভাবঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বাঙ্‌মনঃ-কর্মভিঃ—করণে তৃতীয়া। বাক্ চ মনশ্চ কর্ম চ ইতি বাঙ্‌মনঃকর্মাণি (**দ্বন্দ্বঃ সমাসঃ**), তৈঃ।

পত্যৌ—অধিকরণে সপ্তমী। পতি+সপ্তমী একবচন।

ব্যভিচারঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'ভবতি' (উহ্য)। বি-অভি-চর্+ঘঞ্+প্রথমা একবচন।

মে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, বিকল্পে মম। যথা, ন, তথা—অব্যয়।

বিশ্বম্ভরে—সম্বোধনে প্রথমা। 'দেবি' পদের সহিত অভেদান্বয়। বিশ্বং বিভর্তি যা সা তৎসম্বোধনে (উপপদ তৎপুরুষঃ)। বিশ্ব+ভৃ+খচ্+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)+সম্বোধনে প্রথমা একবচন। N. B. "অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্" ইতি

মুমাগমঃ। অর্থাৎ অরুস্, দ্বিষদ্ ও অজন্ত (বা স্বরান্ত) শব্দের পরবর্তী কোনও ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হইলে পূর্বোক্ত শব্দের উত্তর মুম্(ম্) আগম হয়। যথা—অরুন্তুদঃ, দ্বিষন্তপঃ, বিশ্বম্ভরঃ ইত্যাদি।

N. B. বিশ্বম্ভরা দেবী অর্থে পৃথিবী, বসুন্ধরা—সীতার জননী। মিথিলার রাজা জনক ক্ষেত্রে হল-কর্ষণের সময় কর্ষণ-ভূমি হইতে যে কন্যাকে প্রাপ্ত হন, তাহার নাম রাখেন সীতা [সীতা অর্থে লাঙ্গলের ফলা।] সেইজন্য সীতার পালক-পিতা হইলেন রাজর্ষি জনক এবং মাতা হইলেন মাতা-পৃথিবী বা বসুন্ধরা। বসুন্ধরা দেবীকেই এখানে বিশ্বম্ভরা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দেবি—সম্বোধনে প্রথমা, দেব+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্)=দেবী।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'অন্তর্ধাতুম্'। বিকল্প পদ—মা।

অন্তর্ধাতুম্—কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, অন্তর্+ধা+তুমুন্। ধা ধাতু হ্বাদি বা জুহোত্যাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ—দধাতি, ধত্তে।

অর্হসি—ক্রিয়াপদ। কর্তা 'ত্বম্' (উহ্য)। অর্হ্+লট্ সি।

বাচ্যান্তর।......ব্যভিচারেণ......অভূয়ত, ত্বয়া...অর্হ্যতে।

অনুবাদ। "হে মা বসুন্ধরা দেবি! বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা আমার পতির সম্বন্ধে যদি আমার চরিত্রের স্খলন (বা অপরাধ) না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে ক্রোড়ে স্থান দাও।"

Trans. "Oh Goddess Viswambhara (*i.e.*, Earth), the supporter of all, since there has been no transgression of duty of mine towards my husband, in words, thought or action, it behoves thee to hold me in thy womb."

এবমুক্তে......প্রভামণ্ডলমুদ্যযৌ॥ (শ্লোক ১৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। এবম্ উক্তে তয়া সাধ্ব্যা রন্ধ্রাৎ সদ্যোভবাৎ ভুবঃ।
শাতহ্রদম্ ইব জ্যোতিঃ প্রভা-মণ্ডলম্ উদ্যযৌ॥

সারাংশ। সীতার কথা শেষ হইতে না হইতেই অকস্মাৎ ভূমি ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল।

অন্বয়। সাধ্ব্যা তয়া এবম্ উক্তে (সতি) সদ্যোভবাৎ ভুবঃ রন্ধ্রাৎ শাতহ্রদং জ্যোতিঃ ইব প্রভামণ্ডলম্ উদ্যযৌ।

শব্দার্থ। সাধ্ব্যা তয়া (সাধ্বী পতিব্রতা সীতা কর্তৃক) এবম্ উক্তে সতি

(এইরূপ কথিত হইলে) সদ্যোভবাৎ (তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত) ভুবঃ রন্ধ্রাৎ (পৃথিবীর বিবর হইতে) শাতহ্রদং (বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ বিদ্যুৎতুল্য) জ্যোতিঃ ইব (প্রভার ন্যায়) প্রভামণ্ডলম্ (জ্যোতির্মণ্ডল) উদ্‌যযৌ (নির্গত হইল অর্থাৎ প্রকাশিত হইল)।

সংস্কৃত অর্থ। সাধ্বা (পতিব্রতয়া) তয়া (সীতয়া) এবম্ উক্তে সতি (ইত্থং কথিতে সতি) সদ্যোভবাৎ (সপদি জাতাৎ) ভুবঃ রন্ধ্রাৎ (পৃথিব্যাঃ ছিদ্রাৎ) শাতহ্রদং (বৈদ্যুতং) জ্যোতিঃ ইব (প্রভা ইব) প্রভামণ্ডলম্ (জ্যোতিঃপুঞ্জঃ) উদ্‌যযৌ (আবির্বভূব)।

সংস্কৃত তাৎপর্য। জানকীকথনানন্তরং সপদি সর্বেষাং পুরতঃ বসুন্ধরা দ্বিধা বিভক্তা জাতা। তস্যাঃ বিবরাৎ সৌদামিনীপ্রভাবৎ উজ্জ্বলজ্যোতিঃ প্রাদুর্বভূব।

বাঙ্গালা তাৎপর্য। সীতাদেবী তাঁহার পাতিব্রত্য ও চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে এইরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ সকলের সম্মুখে ধরণীর পৃষ্ঠদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল এবং সেই বিরাট ছিদ্রপথ হইতে বিদ্যুতের জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃসমূহ প্রকাশিত হইল।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

এবম্—অব্যয়। এখানে 'এবম্' অর্থ এইরূপ (thus) অথবা এইরূপ বাক্য (such words)। প্রথম অর্থে, ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া। দ্বিতীয় অর্থে, ভাবে সপ্তমী।

উক্তে—'এবং' পদের বিশেষণ অথবা 'বাক্যে' (উহ্য) পদের বিশেষণ। ব্রূ (অথবা বচ্)+ক্ত+সপ্তমী একবচন।

তয়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ক্রিয়া 'উক্তে'।

সাধ্বা—'তয়া' পদের বিশেষণ। সাধু+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্)=সাধ্বী। সাধ্বী +তৃতীয়া একবচন=সাধ্ব্যা (বিকল্পে সাধ্বা) N. B. "বা গুণবাচকাদুদন্তাৎ" অর্থাৎ গুণবাচক অথাৎ উকারান্ত বিশেষণ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—সাধু+ঙীপ্=সাধ্বী অথবা সাধুঃ। এইরূপ মৃদ্বী, মৃদুঃ। পট্বী, পটুঃ। গুর্বী, গুরুঃ। লঘ্বী, লঘুঃ। স্বাদ্বী, স্বাদুঃ। বহ্বী, বহুঃ।

সাধু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ধেনু শব্দের ন্যায়। রূপ যথা—সাধুঃ, সাধূ, সাধবঃ।

সাধুম্, সাধূ, সাধূন্। সাধ্বা, সাধুভ্যাম্, সাধুভিঃ। সাধ্বে-সাধবে, সাধুভ্যাম্, সাধুভ্যঃ। সাধ্বাঃ-সাধোঃ, সাধুভ্যাম্, সাধুভ্যঃ। সাধ্বাঃ-সাধোঃ, সাধ্বোঃ, সাধুনাম্। সাধ্বাম্-সাধৌ, সাধ্বোঃ, সাধুষু। সাধো, সাধূ, সাধবঃ।

রন্ধ্রাৎ—অপাদানে পঞ্চমী। রন্ধ্র+পঞ্চমী একবচন। রন্ধ্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রন্ধ্র=ছিদ্র, বিবর, গর্ত।

সদ্যোভবাৎ—'রন্ধ্রাৎ' পদের বিশেষণ। সদ্যঃ ভবঃ (সহসুপা বা সুপ্সুপা), তস্মাৎ। সদ্যস্ শব্দ অব্যয়। সদ্যস্+ভূ+অল্+পঞ্চমী একবচন।

ভুবঃ—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। ভূ-ষষ্ঠী একবচন। বিকল্প পদ='ভুবাঃ'। ভূ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ যথা—ভূঃ, ভুবৌ, ভুবঃ। ভুবম্, ভুবৌ, ভুবঃ। ভুবা, ভূভ্যাম্, ভূভিঃ। ভুবৈ-ভুবে, ভূভ্যাম্, ভূভ্যঃ,। ভুবাঃ-ভুবঃ, ভূভ্যাম্, ভূভ্যঃ। ভুবাঃ-ভুবঃ, ভুবোঃ, ভুবাম্, ভূনাম্। ভুবাম্ ভুবি, ভুবোঃ, ভূষু। ভূঃ, ভুবৌ, ভুবঃ।

শাতহ্রদম্—জ্যোতিঃ' পদের বিশেষণ। শতহ্রদা+অণ্+প্রথমা একবচন। শতহ্রদা=বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ শব্দের প্রতিশব্দ (synonyms), যথা—শম্পা, শতহ্রদা, হ্রাদিনী, ঐরাবতী, ক্ষণপ্রভা, তড়িৎ, সৌদামিনী, বিদ্যুৎ, চঞ্চলা, চপলা। [বিজলী শব্দ সংস্কৃত নহে।] ইব—অব্যয়।

জ্যোতিঃ—'প্রভামণ্ডলং' পদের উপমানবাচক পদ।

প্রভামণ্ডলম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'উদ্যযৌ'। প্রভায়াঃ মণ্ডলম্ (ষষ্ঠীতৎ)।

উদ্যযৌ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'প্রভামণ্ডলম্'। উৎ-যা+লিট্ অ (১ম পুঃ ১বঃ)।

বাচ্যান্তর। ......শাতহ্রদেন জ্যোতিষা ইব প্রভামণ্ডলেন উদ্যযে।

অনুবাদ। পতিব্রতা সীতা কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সম্ভূত অর্থাৎ জাত বা সৃষ্ট ভূমি-বিবর হইতে বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল।

Trans. As soon as these words were uttered by the virtuous Sita, there rose up from a chasm that appeared at once in the earth, a halo of light like a flash of lightning.

তত্র......বসুন্ধরা॥ (শ্লোক ২০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তত্র নাগ-ফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী।
সমুদ্র-রশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীৎ বসুন্ধরা॥

সারাংশ। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে মূর্তিমতী বসুন্ধরা আবির্ভূতা হইলেন।

অন্বয়। তত্র নাগ-ফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী সমুদ্র-রশনা সাক্ষাৎ বসুন্ধরা প্রাদুরাসীৎ॥

শব্দার্থ। তত্র (সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে) নাগফণোৎক্ষিপ্তসিংহাসন-নিষেদুষী (সর্পের ফণা-সমূহের দ্বারা ধৃত সিংহাসনে উপবিষ্টা) সমুদ্র-রশনা (সাগর-মেখলা) সাক্ষাৎ (মূর্তিমতী) বসুন্ধরা (পৃথিবীদেবী) প্রাদুরাসীৎ (আবির্ভূতা হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তত্র (তস্মিন্ জ্যোতির্মণ্ডলে) নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী (সর্পশিরোভিঃ উত্তোলিত-সিংহাসনে আসীনা) সমুদ্র-রশনা (রত্নাকর-মেখলা) সাক্ষাৎ (মূর্তিমতী) বসুন্ধরা (পৃথিবী দেবী) প্রাদুরাসীৎ (আবির্ভূতা বভূব)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষী—'বসুন্ধরা' পদের বিশেষণ। নাগানাং ফণাঃ ইতি নাগফণাঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। তাভিঃ উৎক্ষিপ্তম্ ইতি নাগফণোৎ-ক্ষিপ্তম্ (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ)। তাদৃশং সিংহাসনম্ ইতি নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসনম্ (কর্মধারয়ঃ)। তস্মিন্ নিষেদুষী (সপ্তমী তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। সিংহচিহ্নিতম্ আসনম্ ইতি সিংহাসনম্ (শাকপার্থিববৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ)। উৎ—ক্ষিপ্+ক্ত=উৎক্ষিপ্ত। আস্+অনট্ (অধিকরণ বাচ্যে)=আসনম্। নি—সদ্+ক্বসু (লিটের স্থানে)=নিষেদিবস্। নিষেদিবস্+ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্) +প্রথমা একবচন=নিষেদুষী। N. B. ক্বসুপ্রত্যয়ান্ত পদের অনুরূপ প্রয়োগ, যথা—বিদ্বস্ (বিদ্বান্)—বিদুষী। জগ্মিবস্ (জগ্মিবান্)—জগ্মুষী। নিষেদিবস্ (নিষেদিবান্)—নিষেদুষী। তস্থিবস্ (তস্থিবান্)—তস্থুষী। নিষেদুষী=উপবিষ্টা, আসীনা, নিষণ্ণা। তত্র—অব্যয়।

সমুদ্র-রশনা=বসুন্ধরা পদের বিশেষণ। সমুদ্রঃ রশনা যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)। রশনা=মেখলা, কটিবন্ধনী। সাক্ষাৎ—অব্যয়।

প্রাদুরাসীৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'বসুন্ধরা'। প্রাদুস্+অস্+লঙ্ দ্।

বসুন্ধরা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'প্রাদুরাসীৎ'। বসূনি ধারয়তি যা সা (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। বসু—ধৃ+ণিচ্+খচ্+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)+ প্রথমা একবচন। "অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্" ইতি মুমাগমঃ। [সূত্রের অর্থ ১৮ নং

শ্লোকে 'বিশ্বম্ভরে দেবি' পদের টীকায় দ্রষ্টব্য।] 'বসু' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। মধু শব্দের ন্যায় রূপ। বসু = জল, ধন, রত্ন। "বসু তোয়ে ধনে মণৌ ইত্যমরঃ।"

বাচ্যান্তর। তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেদুষ্যা
সমুদ্র-রশনয়া সাক্ষাৎ বসুন্ধরয়া প্রাদুরভূয়ত।

অনুবাদ। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে সর্পের ফণাসমূহের দ্বারা ধৃত সিংহাসনে উপবিষ্টা রত্নাকর-মেখলা অর্থাৎ যাঁহার কটিতে সমুদ্র মেখলা স্বরূপ বিরাজিত সেই মূর্তিমতী বসুন্ধরা দেবী (অর্থাৎ পৃথিবী দেবী) আবির্ভূতা হইলেন।

Trans. There appeared the goddess Earth, in visible form, having the ocean for her girdle, seated on a throne held by the hoods of serpents.

সা সীতাম্······পাতালমভ্যগাৎ ॥ (শ্লোক ২১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সা সীতাম্ অঙ্কম্ আরোপ্য ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাম্।
মা মা ইতি ব্যাহরতি এব তস্মিন্ পাতালম্ অভ্যগাৎ ॥

সারাংশ। বসুন্ধরা দেবী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া পাতালে চলিয়া গেলেন।

অন্বয়। সা (বসুন্ধরা) ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাং সীতাম্ অঙ্কম্ আরোপ্য তস্মিন্ (ভর্তরি) "মা মা (হর)" ইতি ব্যাহরতি এব, পাতালম্ অভ্যগাৎ।

শব্দার্থ। সা (বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবী দেবী) ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাং সীতাম্ (পতি রামচন্দ্রের অভিমুখে দত্ত-দৃষ্টি সীতাকে) অঙ্কম্ আরোপ্য (ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া) তস্মিন্ (পতি রামচন্দ্র) মা মা (সীতাকে হরণ করিবেন না, হরণ করিবেন না অর্থাৎ সীতাকে লইয়া যাইবেন না) ইতি ব্যাহরতি এব (এইরূপ বলিতে থাকিলেও, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই) পাতালম্ অভ্যগাৎ (পাতালে প্রবেশ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সা (বসুন্ধরা দেবী) ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাং (ভর্তরি রামচন্দ্রে দত্তদৃষ্টিং) সীতাম্ (জানকীম্) অঙ্কম্ আরোপ্য (ক্রোড়ে স্থাপয়িত্বা) তস্মিন্ (ভর্তরি রামচন্দ্রে) মা মা (সীতাং মা হর, সীতাং মা হর) ইতি ব্যাহরতি এব (এবং বদতি এব, ইতি ব্যাহরন্তং রামচন্দ্রম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) পাতালম্ অভ্যগাৎ (পাতালং প্রবিষ্টা)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সিংহাসনস্থা দেবী বসুন্ধরা সহসা ভূমিরন্ধ্রাৎ আবির্ভূয়

সীতাং স্বক্রোড়ে স্থাপয়িত্বা পাতালং নিনায়। তদা সীতা পতিং রামচন্দ্রং প্রতি দৃষ্টিং সংপ্রেষ্য মাতুঃ ক্রোড়ে উপবিষ্টা সতী পাতালং প্রবিবেশ। রামচন্দ্রঃ এতাদৃশং বিস্ময়াবহং সংঘটনম্ অবলোক্য "ভোঃ দেবি! সীতাং মা হর" ইতি উচ্চৈঃ অবদৎ। ইতি উক্তবন্তং রামচন্দ্রম্ অনাদৃত্য এব বসুন্ধরা স্বদুহিতরং সীতাং পাতালং নিনায় ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। সিংহাসনে উপবিষ্টা বসুন্ধরা অকস্মাৎ পৃথিবীর বিবর হইতে আবির্ভূত হইয়া সীতাকে নিজের ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন। সীতা সেই সময়ে পতি রামচন্দ্রের দিকে অনিমেষলোচনে চাহিয়াছিলেন। রামচন্দ্র এই বিস্ময়কর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া "হে দেবি! সীতাকে লইয়া যাইবেন না"—এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী বসুন্ধরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রামচন্দ্রের নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করিয়াই সীতাকে লইয়া পাতালে প্রস্থান করিলেন। সীতার প্রতি যে অপমান প্রদর্শন করা হইয়াছে, এইভাবে তাহার প্রতিকার করা হইল।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অভ্যগাৎ'। অথবা উহা 'বসুন্ধরা' পদের বিশেষণ।

সীতাম্—প্রযোজ্য কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'আরোপ্য'।

অঙ্কম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'আরোপ্য'। অর্থ 'ক্রোড়ে'।

আরোপ্য – কৃদন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া। আ-রুহ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। বিকল্প পদ = আরোহ্য। রুহ্ ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—রোহতি, রোহতঃ, রোহন্তি ইত্যাদি। রুহ্ + ণিচ্ + লট্ তি = রোহয়তি, রোপয়তি।

ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাম্—'সীতাম্' পদের বিশেষণ। ভর্তার প্রণিহিতে ইতি ভর্তৃপ্রণিহিতে (সপ্তমী তৎ)। ভর্তৃপ্রণিহিতে ঈক্ষণে যস্যাঃ তাম্ (বহুব্রীহিঃ)। ভৃ + তৃচ্ = ভর্তৃ। প্র - নি-ধা + ক্ত = প্রণিহিত। ঈক্ষ্ + অনট্ = ঈক্ষণম্। ভর্তৃ শব্দ পুংলিঙ্গ দাতৃ শব্দের ন্যায়। ঈক্ষণ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ফল শব্দের ন্যায়। ঈক্ষণ = চক্ষুঃ। [চক্ষু দুইটি বলিয়া সমাসবাক্যে 'ঈক্ষণে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।] ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণ + আপ্ (স্ত্রিয়াম্) + দ্বিতীয়া একবচন = ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।

মা—নিষেধার্থক অব্যয়। N. B. "সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ" অর্থাৎ সম্ভ্রম বা ত্বরা বা ব্যস্ততা বুঝাইতেছে বলিয়া 'মা' পদ দুইবার প্রযুক্ত হইয়াছে। "সম্ভ্রমে বিস্ময়ে

হর্ষে বিষাদেঽপ্যাধিকং পদম্।" 'মা' পদের সহিত 'হর' (উহ্য) পদের সম্বন্ধ। ইতি—অব্যয়।

ব্যাহরতি—'তস্মিন্' পদের বিধেয় বিশেষণ। বি—আ—হৃ+শতৃ+সপ্তমী একবচন। এব—অব্যয়।

তস্মিন্=অনাদরে সপ্তমী। বিকল্পে—তস্য (ষষ্ঠী বিভক্তি)। সূত্র—"ষষ্ঠী চানাদরে"। সূত্রের অর্থ—ক্রিয়ার দ্বারা অনাদর করা বুঝাইলে 'ভাবে সপ্তমী'র স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়। অর্থাৎ যাহাকে অনাদর করা বুঝায় তদ্বাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা—রুদতঃ শিশোঃ (অথবা রুদতি শিশৌ) মাতা গৃহকর্মণি নিযুক্তা। —রুদন্তং শিশুম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। আলোচ্যমান শ্লোকে "মা মা ইতি ব্যাহরতি তস্মিন্"—ইহার অর্থ—"মা মা ইতি ব্যাহরন্তং তম্ অনাদৃত্য"—"সীতাকে লইয়া যাইবেন না—এইরূপ বাক্য উচ্চারণকারী তাঁহাকে অর্থাৎ রামচন্দ্রকে অনাদর করিয়া"। এইজন্য 'তস্মিন্' পদে অনাদরে সপ্তমী হইয়াছে। বিকল্পে ষষ্ঠীও হইতে পারে। যথা—"মা মা ইতি ব্যাহরতঃ তস্য"। তদ্ (পুংলিঙ্গ)+সপ্তমী একবচন=তস্মিন্।

পাতালম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'অভ্যগাৎ'।

অভ্যগাৎ—ক্রিয়াপদ। কর্তা 'সা' অথবা বসুন্ধরা (উহ্য)। অভি—ই +লুঙ্। ই ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ যথা—এতি, ইতঃ, যন্তি। অধি পূর্বক ই ধাতু আত্মনেপদী। রূপ—অধীতে, অধীয়াতে, অধীয়তে।

বাচ্যান্তর। তয়া……পাতালঃ অভ্যগায়ি।

অনুবাদ। বসুন্ধরা দেবী পতি রামচন্দ্রের অভিমুখে দত্তদৃষ্টি সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক সীতাপতি রামচন্দ্র 'সীতাকে লইয়া যাইবেন না' এইরূপ নিষেধবাণী উচ্চারণ করিলে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই পাতালে প্রস্থান করিলেন।

Trans. Placing on her lap Sita, whose eyes were fixed on her husband, she (*i.e.*, the goddess Earth) went with her to the nether world, even disregarding Ramachandra, as he cried aloud, "Nay, not so, (*i.e.*, Don't take her away)."

পরিশিষ্ট

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনেই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মহাকাব্যে ঘটনা বর্ণনা

করিবার সময়ে সর্বাংশে পূর্বসূরিকে অনুসরণ করেন নাই। রামায়ণে-বর্ণিত সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনা এইরূপ—

অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় রামচন্দ্র বহুদিন ধরিয়া মুনিগণ, নৃপতিগণ ও বানরগণের সহিত বালকদ্বয়ের কণ্ঠে সুমধুর রামায়ণ-গান শ্রবণ করিলেন। সেই গান শুনিবার পর তিনি বালকদ্বয়ের পরিচয় পাইলেন যে, তাহারা সীতার যমজপুত্র-দ্বয়। নাম—কুশ ও লব। রামচন্দ্র বাল্মীকির নিকট দূত পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন, মহর্ষির এসম্বন্ধে অভিপ্রায় কিরূপ এবং সীতা নিজের পবিত্রতার প্রমাণ দিতে ইচ্ছুক কিনা। দূতের মুখে রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া তেজস্বী মহর্ষি বলিলেন, বেশ তাহাই হইবে। রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, সীতা তাহাই করিবে। কারণ পতিই স্ত্রীর দেবতা। বাল্মীকির কথায় রামচন্দ্র আনন্দিত চিত্তে সমবেত মুনি ও নৃপতিগণকে ও অন্যান্য সকলকেই পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিতে আহ্বান জানাইলেন। সভায় সহস্র সহস্র মুনি, ঋষি, রাক্ষস, বানর, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমবেত হইলেন। সীতার শপথবাক্য শুনিবার জন্য সকলে উদ্গ্রীব হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় অধোমুখী, অশ্রুনয়না, কৃতাঞ্জলিবদ্ধা সীতা রামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে মহর্ষি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল যেন শ্রুতি (বা বেদবিদ্যা) সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে অনুসরণ করিতেছেন। 'সাধু রাম', 'সাধু সীতা' রবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। অতঃপর বাল্মীকি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "হে দাশরথে রাম! শুদ্ধস্বভাব ধর্মচারিণী সীতা লোকাপবাদহেতু নির্বাসিতা হইয়া আমার আশ্রমের নিকট পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রতধারি রামচন্দ্র। তুমি লোকাপবাদের ভয়ে ভীত। এইজন্য সীতা এক্ষণে তোমাকে নিজের পাতিব্রত্য ও পবিত্রতার প্রমাণ দান করিবে। তুমি অনুমতি দাও। জানকীর এই যমজ পুত্র তোমারই ঔরসজাত আত্মজ—একথা আমি বলিতেছি। আমি বরুণদেবের দশম পুত্র—কখনও জীবনে মিথ্যা কথা বলি নাই। এই দুইটি তোমারই পুত্র। আমি অনেক সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছি। এই মৈথিলী যদি অসতী হন, তাহা হইলে যেন আমার তপস্যার ফল ব্যর্থ হয়।" বাল্মীকির কথার পর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর দিলেন, "হে ধর্মজ্ঞ মহাশয়! আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই বটে। সীতা পূর্বেই লঙ্কাদ্বীপে দেবতাগণের সমক্ষে শপথ করিয়াছিলেন। তিনি সেখান অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন।

সেইজন্য আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু লোকাপবাদ প্রবল হওয়ায় আমি সীতাকে পবিত্রা জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এই যমজ পুত্রদ্বয় কুশীলবকে আমার পুত্র বলিয়াই আমি জানি। পতিব্রতা সীতার প্রতি আমার প্রীতি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" অনন্তর রক্তবস্ত্র-পরিহিতা নতমুখী সীতা ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—

"যেহেতু আমি জীবনে রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে মনেও চিন্তা করি না, যেহেতু আমি কায়মনো-বাক্যে রামচন্দ্রকেই পূজা করি, যেহেতু রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেইজন্য হে মাধবি দেবি! আমাকে তোমার বিবরে স্থান দাও।" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি অতি উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় সিংহাসন পাতাল হইতে উত্থিত হইল। সর্পগণ উজ্জ্বল মণিশোভিত ফণা দ্বারা সেই সিংহাসন ধারণ করিয়াছিল। সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা ধরণী দেবী সীতাকে দুই হস্তে ধরিয়া অভিনন্দিত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সিংহাসন ধরণীদেবীর সহিত সীতাকে লইয়া পাতালে চলিয়া গেল। স্বর্গ হইতে অজস্রধারায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সীতাদেবীর প্রশংসা-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিল।



Questions & Answers

Q. 1. Give in your own words the Summary of "সীতায়াঃ পাতালপ্রবেশঃ"—পদ্যাংশটির সংক্ষিপ্তসার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

[Ans. **পূর্বকথা :** শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণাসুর বধ ও রামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র-জাতীয় তপস্বী শম্বুক বধের পর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সংকল্প করিলেন। অশ্বমেধের অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সেই অশ্ব সকল রাজ্য বিনা বাধায় অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া আসিল। ইহাতে প্রমাণিত হইল—সকল দেশের নৃপতিগণ রামচন্দ্রের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এইভাবে দিগ্‌বিজয় করিবার পর অশ্বটিকে যজ্ঞে বলি দিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সকল স্থান ও সকল দিক হইতে এমন কি নক্ষত্রলোক হইতেও মহর্ষিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞসভায় আগমন করিতে লাগিলেন। গ্রামের কোলাহল-শূন্য শান্ত উপান্তভাগে তাঁহাদের জন্য বাসস্থান

নির্মিত হইল। তোরণ-চতুষ্টয়-সমন্বিতা অযোধ্যানগরী অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। এতকাল যে রাক্ষসগণ যজ্ঞে বাধার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হইল। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। অথচ শাস্ত্রের নির্দেশমত সহধর্মিণীর সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তাই রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া পার্শ্বে রাখিয়া সস্ত্রীক ধর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন।]

রামচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত মহর্ষিগণের মধ্যে আদি-কবি বাল্মীকিও ছিলেন। তিনি সীতার যমজপুত্রদ্বয় কুশ ও লবকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশমত তাঁহারা আদি-কবি-রচিত অপূর্ব রামায়ণ-গান মধুর স্বরে সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। একে রামচন্দ্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনী, তাহার উপর বাল্মীকির সুনিপুণ রচনা, সর্বোপরি কুশ ও লবের সুমধুর কণ্ঠস্বর। যজ্ঞসভায় সমবেত সমগ্র জনতা একাগ্রমনে উৎসুকচিত্তে সেই রামায়ণ গান শুনিতে লাগিল। রামচন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহাদের ধন-রত্ন-সম্ভার উপহার দিলেন। কিন্তু তাঁহারা সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ লোভহীনতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল এবং রামচন্দ্রের সহিত বালকদ্বয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। রামচন্দ্র তাঁহাদের প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মহর্ষি বাল্মীকিই রামায়ণ-গানের রচয়িতা এবং তিনিই বালকদ্বয়কে সুর-সংযোগে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র অনুজগণের সহিত বাল্মীকির সমীপে গিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে সমগ্র রাজ্য সমর্পণ করিলেন। মুনিবর তখন রামচন্দ্রকে জানাইলেন যে, এই গায়ক বালকদ্বয় সীতার গর্ভজাত এবং রামচন্দ্রেরই আত্মজ। তিনি নির্বাসিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন।

ইহাতে রামচন্দ্র বলিলেন, সীতাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কারণ তিনি পূর্ব হইতেই জানেন, সীতা সতী-সাধ্বী ও পতিব্রতা। কিন্তু প্রজারা লঙ্কাদ্বীপে অনুষ্ঠিত সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সীতা যদি তাঁহার পবিত্রতার কথা প্রজাগণকে বিশ্বাস করান, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই সীতাকে গ্রহণ করিতে পারেন। ,

রামচন্দ্রের এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়া বাল্মীক জানকীকে আশ্রম হইতে আনাইলেন। রামচন্দ্র পরদিন পৌর ও জনপদবাসী প্রজাগণকে একত্রে মিলিত করিয়া বাল্মীকিকে আহ্বান করিলেন। বাল্মীকি কুশ ও লবের সহিত সীতাকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন। সীতার পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র, নয়নদ্বয় স্বীয় চরণপ্রান্তে নিহিতা। সীতার শান্তোজ্জ্বল কলেবর দর্শনে সভাস্থ সকলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিল।

বাল্মীকি তখন সীতাকে স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ অপনোদন করিতে বলিলেন। সীতা শিষ্যপ্রদত্ত পবিত্র বারি দ্বারা আচমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মাতঃ বিশ্বম্ভরে দেবি! যদি আমি জীবনে বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা আমার পতি সম্বন্ধে অনুচিত আচরণ না করিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি দয়া করিয়া আমায় ক্রোড়ে স্থান দাও।"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ পৃথিবীর মৃত্তিকা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। সেই বিবর হইতে বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সেই জ্যোতির মধ্য হইতে সমুদ্র-মেখলা মূর্তিমতী বসুন্ধরা দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন। সর্পগণ তাহাদের ফণার সাহায্যে সেই সিংহাসন ধারণ করিয়াছিল। বসুন্ধরা দেবী সীতাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। সীতা পতি রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মাতার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া পাতালে প্রস্থান করিলেন। এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "হে দেবি! সীতাকে লইয়া যাইবেন না।" কিন্তু রামচন্দ্রের উচ্চকণ্ঠ বাতাসে মিলিয়া গেল। অপমানিতা সীতা অপমানের প্রতিকার করিবার জন্যই যেন সবজনের সমক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন।

Q. 2. Explain the following (ব্যাখ্যা কর) :

(ক) বৃত্তং রামস্য...ন শৃণ্বতাম্। (শ্লোক ২)

(খ) বয়োবেষবিসংবাদি...ব্যতিষ্ঠত। (শ্লোক ৫)

(গ) স্বরসংস্কারবত্যাসৌ...মুনিরুপস্থিতঃ। (শ্লোক ১৪)

(ঘ) জনাস্তদালোকপথাৎ...শালয়ঃ। (শ্লোক ১৬)

(ঙ) সা সীতাম্...অভ্যগাৎ। (শ্লোক ২১)

Ans. ভিতরে ব্যাখ্যা দেখ।

Q. 3. Give Sans. equivalents of the words **in bold type** (বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলির সংস্কৃত অর্থ লিখ):

কুশলবৌ রামায়ণমিতস্ততঃ **জগতুঃ**। **সংসৎ** প্রাতঃ **নির্বাতা** বনস্থলী ইব বভৌ। জনতা **নাক্ষিকম্পং** ব্যতিষ্ঠত। গেয়ে কো বাং **বিনেতা**। সীতায়াঃ **সংপরিগ্রহং** বব্রে। তে **স্নুষা জাতবেদসি** শুদ্ধা, তু প্রজাঃ তাং ন **শ্রদ্দধুঃ**। অন্যেদ্যুঃ **পুরৌকসঃ সন্নিপাত্য** কবিমাহ্বয়ামাস। সীতা সত্যাম্ **সরস্বতীম্** উদীরয়ামাস।

Ans. জগতুঃ = গীতবন্তৌ। সংসৎ = রাজসভা, সভায়াং সদস্যাঃ ইত্যর্থঃ। নির্বাতা = পবনরহিতা অতঃ নিষ্কম্পা। নাক্ষিকম্পম্ = নির্নিমেষম্। বিনেতা = শিক্ষকঃ। সংপরিগ্রহম্ = পুনর্গ্রহণম্। স্নুষা = পুত্রবধূঃ, মাতাদেবী ইত্যর্থঃ। জাতবেদসি = অগ্নৌ, অগ্নিপরীক্ষায়াম্। শ্রদ্দধুঃ = বিশ্বাসিতবন্তঃ। পুরৌকসঃ = পৌরান্। সন্নিপাত্য = মেলয়িত্বা। সরস্বতীম্ = বাচম্।

Q. 4. Disjoin the Sandhis (সন্ধি বিচ্ছেদ কর):

(১) কৃতিনৌ (২) তয়োস্তজ্জৈর্নিবেদিতম্ (৩) প্রাতর্নির্বাতেব (৪) শুদ্ধেতি (৫) বপুষৈব (৬) ব্যাহরত্যেব।

Ans. (১) কৃতিঃ + তৌ (২) তয়োঃ + তজ্জৈঃ + নিবেদিতম্ (৩) প্রাতঃ + নির্বাতা + ইব (৪) শুদ্ধা + ইতি (৫) বপুষা + এব (৬) ব্যাহরতি + এব।

Q. 5. Join in Sandhis (সন্ধি কর):

(১) মনঃ + হর্তুম্ (২) উভয়োঃ + ন (৩) নিয়মৈঃ + ইব (৪) অন্যেদ্যুঃ + অথ।

Ans. (১) মনোহর্তুম্ (২) উভয়োর্ন (৩) নিয়মৈরিব (৪) অন্যেদ্যুরথ।

Q. 6. Give the resulting forms of (পদ গঠন কর):

(১) কৃ + ক্তি (২) শ্রু + শতৃ (ষষ্ঠী বহুব:) (৩) মধুর + ষ্যঞ্ (৪) সম্-সদ্ + ক্বিপ্ (৫) বি-ই + ক্ত (৬) বি-নী + তৃচ্ (৭) প্রচ্ছ্ + ক্ত (৮) ঋ + ণিচ + ক্ত।

Ans. (১) কৃতিঃ (২) শৃণ্বতাম্ (৩) মাধুর্যম্ (৪) সংসৎ (৫) বীত (৬) বিনেতা (৭) পৃষ্টঃ (৮) অর্পিতঃ।

Q. 7. Comment grammatically (ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লিখ) :

(১) অলম্ in মনঃ হর্তুমলম্ (২) উপেয়িবান্ (৩) পুত্রবতীম্ (৪) ভাববাচ্যে ক্ত (৫) সমূহার্থে তল্।

Ans. (১) পৃষ্ঠা ১৫ অলম্ পদের টীকা দেখ। (৪ প্রকার অর্থ)।

(২) পৃষ্ঠা ২৭ শেষ অনুচ্ছেদ দেখ। উপেয়িবস্ = উপ-ই + ক্বসু।

(৩) পৃষ্ঠা ৩৫ পুত্রবতীম্ পদের টীকা দেখ (বতুপ্ প্রত্যয়)।

(৪) পৃষ্ঠা ৩৭ প্রতিশ্রুতে পদের টীকা দেখ।

(৫) পৃষ্ঠা ২১ জনতা পদের টীকা দেখ।

Q. 8. Write short notes on (টীকা লিখ) : বাল্মীকি।

Ans. পৃষ্ঠা ১৩ বাল্মীকেঃ পদের টীকাতে দেখ।

Q. 9. (অগ্নি শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ লিখ) Give some synonyms of fire :

Ans. অগ্নি, বৈশ্বানর, বহ্নি, জাতবেদা, তনূনপাৎ, কৃষ্ণবর্ত্মা, পাবক, অনল প্রভৃতি।

Q. 10. Decline the base of (শব্দরূপ লিখ) :—

(১) শ্রুৎ (৩য়া ১বচন) (২) সংসৎ (২য়া বহুবঃ) (৩) বিনেতৃ (১মা)।

Ans. (১) শ্রুতা (২) সংসদঃ (৩) বিনেতা বিনেতারৌ বিনেতারঃ ;

Q. 11. Conjugate the roots of (ধাতুরূপ লিখ)।

(১) গৈ ধাতু (লট্) ; (২) অস্ ধাতু (লট্ মধ্যম পুঃ ১বঃ, লঙ্ ১ম পুঃ ১বঃ)।

Ans. (১) গায়তি গায়তঃ গায়ন্তি। (২) অসি, আসীৎ।

Q. 12. (বিকল্প পদ লিখ) give the alternative forms of :—

(১) সানুজঃ (২) স্তনয়োঃ।

Ans. (১) সহানুজঃ (২) বাম্।

মহাভারতম্

নলদময়ন্তীসংবাদঃ

রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই-খানি মহাগ্রন্থই ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ধর্মানুষ্ঠান ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মূলভিত্তি যেমন বেদ ও উপনিষদ, সামাজিক সংগঠনের মূলভিত্তিও তেমনি রামায়ণ ও মহাভারতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে নানাবিধ রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপ্লব-সমূহের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়াও ভারতীয় হিন্দুসমাজের মূল কাঠামোটি আজও পর্যন্ত প্রায় অক্ষুণ্ণভাবেই রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের সমাজ গঠনের ধারাটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত এই সুবিশাল মহাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য কোনদিন ছিল কিনা তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বস্তু, কিন্তু সামাজিক ঐক্য যে এখনও আছে তাহা প্রত্যক্ষভাবেই দেখা যায়।

এই মহাগ্রন্থযুগল তাই বলিয়া একই সময়ের রচনা নহে। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক সহস্র বৎসরের ব্যবধান আছে। রামায়ণ-ই বয়ঃক্রম হিসাবে জ্যেষ্ঠ। রামায়ণই প্রথম লৌকিক সংস্কৃতের ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ইহার রচয়িতা। সংস্কৃত কাব্য প্রবাহিণীকে এই বাল্মীকিই প্রথম বৈদিক ছন্দঃ বেষ্টনীর গণ্ডী কাটাইয়া সাধারণের মধ্যে লৌকিক ছন্দের সমভূমিতে আনয়ন করেন; সেই জন্যই বাল্মীকিকে আদি কবি বলা হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের আভ্যন্তরীণ বস্তুর দ্বারাই রামায়ণের বয়োজ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

রামায়ণ ঋষিকবির অন্তর হইতে স্বতউচ্ছ্বসিত মনোহারিণী কাব্যধারা; ইহা মূলতঃ ঘটনা প্রধান, বর্ণনা-মূলক ও অনুভূতি-গ্রাহ্য মহাকাব্য। মহাভারত কিন্তু জটিল দার্শনিক তত্ত্বসঙ্কুল, বহু উপাখ্যান কাহিনী দ্বারা সুসমৃদ্ধ এবং প্রধানতঃ বুদ্ধি এবং বিচারগ্রাহ্য। রামায়ণের রচয়িতার এককত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত-মণ্ডলীমধ্যে কোন বিতর্কের অবকাশ নাই। অথচ মহাভারত যে একাধিক মনীষীর লেখনীসম্ভূত, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

অনার্য আচারপূর্ণ অরণ্যসঙ্কুল দাক্ষিণাত্যে রামচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া আর্যশক্তির প্রথম অনুপ্রবেশ লইয়াই প্রায় সমগ্র রামায়ণখানি রচিত।

মহাভারতের যুগে কিন্তু সেই দাক্ষিণাত্যের সুদূর প্রদেশ পর্যন্ত আর্য বসবাস ; আর্য রাজ্য, আর্য সভ্যতার প্রভাবে সুসমৃদ্ধ। যে দুই-একটি আর্য অনার্যের সংঘাতের বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায়, তাহাও প্রায়শই প্রত্যন্ত প্রদেশেই সংঘটিত। এই দুই গ্রন্থের মধ্যবর্তী সহস্র বৎসরে অনার্যগণ প্রায় সামগ্রিকভাবে আর্যীভূত হইয়া আসিয়াছিল।

রামায়ণের সময়ে বাহিরের দেশের সঙ্গে ভারতের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না ; তখন অযোধ্যা হইতে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত কেকয় রাজ্যই বহু দূর দেশ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু মহাভারতের যুগে বহির্ভারতীয় বহু দেশের সঙ্গেই ভারতীয়গণের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এমন কি বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল। সুদূর কাশ্যপ হ্রদ (Caspian Sea) তীরবর্তী বহুরাজাই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। আমাদের বর্তমান পাঠ্যাংশটুকুর ঘটনাস্থল দাক্ষিণাত্যেই ঘটে।

মহাভারত কিন্তু প্রথম অবস্থায় কুরুপাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিরোধকে কেন্দ্র করিয়া মাত্র চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত হইয়াছিল। পরে যুগে যুগে নানাবিধ কাহিনী উপাখ্যান দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি জটিল তত্ত্বসমূহের দ্বারা উপচিত কলেবর হইয়া একলক্ষ কেন, বোধ হয় তাহা অপেক্ষাও কয়েক সহস্র অধিক শ্লোকে বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

অষ্টাদশ পর্ব সংকলিত এই মহাভারতে প্রথমে আদিপর্ব, ইহাতে শৈশব হইতেই কেমন করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ঈর্ষার সূচনা হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় সভাপর্বে সেই কুখ্যাত অক্ষক্রীড়া ও তাহার ফলস্বরূপ পাণ্ডবগণের রাজ্য হইতে নির্বাসন বর্ণিত আছে। তৃতীয় বনপর্ব। পাণ্ডবগণ দ্যূতবদ্ধ হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস কিভাবে পালন করেন তাহার সবিস্তর বিবরণ ইহাতে দেওয়া আছে। আমাদের পাঠ্যবিষয়টি এই বনপর্ব হইতেই সংগৃহীত। এই বনপর্বে "নলোপাখ্যান পর্বাধ্যায়" নামে একটি অংশ আছে। ইহাতে ২৮টি অধ্যায় আছে। "নলদময়ন্তীসংবাদঃ" অংশটুকুকে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় হইতে গৃহীত বলিয়া পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ ইহাতে পরবর্তী অধ্যায়টির প্রায় অধিকাংশ শ্লোকই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ; মাত্র কয়েকটি শ্লোককে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

শকুনি কর্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবার জন্য পণবদ্ধ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদী ও চারিভ্রাতার সহিত বনে গেলেন। সেই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কালে বহু মুনি-ঋষিগণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া সময়োচিত সুপরামর্শ দিয়া নানাবিধ পুরাণকাহিনী ও উপাখ্যানাদি বলিয়া নির্বাসিত পাণ্ডবদের ক্লেশ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে পণবদ্ধ নির্বাসনকালের অবসানে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন স্বয়ং ইন্দ্রের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র লাভের আশায় স্বর্গে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদা বৃহদশ্ব নামে একজন মহর্ষি তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিলেন। নানা কারণেই যুধিষ্ঠিরের মন তখন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত ছিল। তিনি মহর্ষিকে অভ্যর্থনাপূর্বক আসন পাদ্যাদি দান করিয়া নিতান্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন—"দেব! আপনি ত বহুস্থানেই ভ্রমণ করেন,—বহুলোকের সংস্পর্শে আসেন। আমার মত হতভাগ্য কোনও লোককে কখনও দেখিয়াছেন কি?"

মহর্ষি তখন তাঁহাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি অবশ্য বর্তমানে কিছু দুরবস্থায় পড়িয়াছেন বটে; কিন্তু তথাপি আপনি নিতান্ত অসহায় নহেন। এই পরম দুরবস্থার মধ্যেও আপনার মহাশক্তিশালী চারিজন ভ্রাতা পরম অনুগতভাবে আপনার সহিত অবস্থান করিতেছেন, এবং আপনার পত্নী পরম বিদুষী রাজ্ঞী দ্রৌপদীও আপনাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিতেছেন। কিন্তু নিষধদেশাধিপতি মহারাজ নল আপনার অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য ছিলেন। জ্ঞানে গুণে শক্তিতে পরাক্রমে তিনি আপনার অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তথাপি তিনি গ্রহবৈগুণ্যে আপনার অপেক্ষাও গুরুতর দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। তিনিও আপনারই মত অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। আপনি ত দূরসম্পর্কীয় শকুনির নিকট পরাজিত হইয়াছেন,—তিনি কিন্তু নিজ ভ্রাতার নিকটেই পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে গিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার পত্নী সঙ্গে ছিলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই পত্নীও তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখুন—মহারাজ নল আপনার অপেক্ষাও কত অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই মহর্ষিকে মহারাজ নলের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করিলে মহর্ষি তাঁহাকে নলের উপাখ্যান বর্ণনা

করেন। ইহাই মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত "নলোপাখ্যান" নামক পর্বাধ্যায়। তাহারই প্রথম অংশ হইতে আমাদের পাঠ্যাংশটুকু সংকলিত হইয়াছে।

বস্তু-সংক্ষেপ—নিষধ দেশে বীরসেনের পুত্র নল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বলবান্, গুণবান্ ও রূপবান্ ছিলেন। অশ্বশাস্ত্রনিপুণ, ব্রাহ্মণসেবী, অক্ষক্রীড়াপ্রিয়, সত্যবাদী তিনি সূর্যের মত তেজস্বী ছিলেন; তিনি সমস্ত রাজগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাঁহার বহু সৈন্য ছিল। উদার-স্বভাব ও সংযতেন্দ্রিয় তিনি সাক্ষাৎ মনুর ন্যায় সর্বধনুর্ধরগণের প্রধান ছিলেন; শ্রেষ্ঠ রমণীগণ তাঁহাকে কামনা করিত।

সেই সময় বিদর্ভ দেশেও ভীম নামে একজন সর্বগুণযুক্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সেই রাজার কোন সন্তান ছিল না বলিয়া সন্তানলাভের জন্য তিনি বহুবিধ প্রয়াস করিলেন। একদা দমন নামে এক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই রাজা ভীমও সন্তানলাভাশায় পত্নীর সহিত সেই তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে সেবাপরিতুষ্ট ঋষি দমন রাজাকে সন্তান লাভের বর দিলেন; রাজাও সেই বরে তিনটি পুত্র এবং একটি কন্যা লাভ করিলেন। ব্রহ্মর্ষির নামের অনুকরণে রাজা পুত্রদের নাম রাখিলেন—দম, দান্ত ও দমন; এবং কন্যাটির নাম রাখিলেন দময়ন্তী। রূপে ও গুণে দময়ন্তী জনসমাজে যথেষ্ট যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন। রাজা দময়ন্তীর জন্য শত শত দাসী ও সখী নিযুক্ত করিলেন। সেই সমস্ত দাসী সখীদের মধ্যে অনিন্দ্যরূপা দময়ন্তী মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেন। সেইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী দেবতা-গন্ধর্বদের মধ্যেও দেখা যাইত না। দেবগণও তাঁহার রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইতেন। রমণীগণমধ্যে দময়ন্তী যেমন অনুপম সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন, পুরুষগণমধ্যে রাজা নলও তেমনি অতুলনীয় ছিলেন। লোকে রাজা নলের নিকটেও রাজকুমারী দময়ন্তীর রূপ ও গুণের প্রশংসা বারংবার করিত; এবং দময়ন্তীর নিকটেও অনুরূপভাবে নলের ভূয়সী প্রশংসা করিত। এইরূপে পরস্পরকে না দেখিলেও পরস্পরের রূপ ও গুণের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দুইজনেরই মনে পরস্পরের প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

রাজা নল সেই তীব্র কামনার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সমস্ত রাজকার্য বর্জন-পূর্বক অন্তঃপুরের নিকটবর্তী এক রম্যোদ্যানের মধ্যে নির্জনে একাকী কাল যাপন করিতেন। তিনি একদিন দেখিলেন কতকগুলি স্বর্ণবর্ণ হংস সেই

উদ্যানে বিচরণ করিতেছে; কৌতূহলী হইয়া তিনি তাহাদের মধ্যে একটিকে ধরিয়া ফেলিলেন। সেই বিহঙ্গম তখন তাঁহাকে বলিল—"মহারাজ! আমাকে মারিবেন না। আমি আপনার প্রিয় কার্যই করিব। আমি বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর নিকটে আপনার কথা এমনভাবে বলিব যে, তিনি আর অন্য কোনও পুরুষকে হৃদয়মধ্যে স্থান দিবেন না।" কথাটি শুনিয়া রাজা হংসটিকে ছাড়িয়া দিলেন। হংসগণ তখন উড়িয়া বিদর্ভ দেশে চলিয়া গেল।

বিদর্ভদেশে রাজকুমারী দময়ন্তী যেখানে সখীগণ সমভিব্যাহারে উপবনমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলেন, হংসগুলি সেখানে গিয়া অবতরণ করিল। সেই অদ্ভুতদর্শন হংসগুলিকে দেখিয়া তাঁহারা কৌতুকপুলকিতচিত্তে তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হংসগুলি তাঁহাদিগকে দেখিয়া সমস্ত উপবন-মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এক-একটি কন্যা তখন এক-একটি হংসের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। দময়ন্তী যে হংসটির পশ্চাতে গিয়াছিলেন এবং যখন তাহার প্রায় কাছেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সেই হংসটি মনুষ্যভাষায় দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দময়ন্তি! নিষধ দেশে সাক্ষাৎ কন্দর্পের মত রূপবান্ নল নামে এক রাজা আছেন; কোনও মানুষই রূপে তাঁহার সমান নহে। তুমি যদি তাঁহার ভার্যা হইতে পার, তাহা হইলেই তোমার জীবন সার্থক হয়। আমরা দেবতা গন্ধর্ব মানুষ নাগ রাক্ষস প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যেও এইরূপ চমৎকার রূপ কখনও দেখি নাই। পুরুষের মধ্যে নল রত্নস্বরূপ, আর নারীর মধ্যে তুমিও রত্নস্বরূপা;—এই দুইয়ের সম্মিলন হইলে বড়ই সুন্দর হয়।" হংসের এই প্রকার কথা শুনিয়া দময়ন্তী তাহাকে বলিলেন—"তুমি নলের নিকটেও এইভাবে বলিও।" এই বলিয়া তিনি হংসটিকে ছাড়িয়া দিলেন। হংসটি তখন পুনরায় নিষধ দেশে গিয়া নলকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

এদিকে দময়ন্তী নলের কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই অসুস্থা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল, মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গেল, মন অতিশয় কাতর ও বিষাদময় হইয়া উঠিল:—তিনি সর্বদাই ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি রাখেন, কাহার যেন ধ্যানে মগ্ন থাকেন, সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন;—উন্মত্তের মত তিনি শয়ন করেন না, উপবেশন করেন না, কোন কিছুতেই তৃপ্তি পান না, দিনে রাত্রিতে হায়! হায়! করিয়া বিলাপ করেন। সখীগণ তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার মনের তীব্র অস্থিরতা আকারে ইঙ্গিতে

অনুমান করিয়া বিদর্ভপতির নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সখীগণের মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া কন্যাকে দেখিতে আসিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই রাজা বুঝিলেন যে তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা কন্যার জন্য অবশ্যই স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি কন্যার স্বয়ম্বরের জন্য দেশে দেশে রাজগণকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। রাজা ভীমের আহ্বানে নানাদেশ হইতে রাজারাও বিদর্ভ দেশে আসিতে লাগিলেন। (এইখানে যে কয়েকটি শ্লোক বর্জিত হইয়াছে তাহার মধ্যে লোকপাল দেবগণও দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে আসিতেছিলেন, তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে।) অন্যান্য রাজগণ আসিতেছেন জানিয়া রাজা নলও দময়ন্তীর কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে স্বয়ম্বরে গমন করিলেন।

নলদময়ন্তী-সংবাদঃ। নল ও দময়ন্তীর বৃত্তান্ত। The story of Nala and Damayanti. নলশ্চ দময়ন্তী চ (দ্বন্দ্ব), তয়োঃ সংবাদঃ (ষষ্ঠী তৎ)। সম্—বদ্+ঘঞ্=সংবাদঃ।

আসীদ্রাজা……রূপবানশ্বকোবিদঃ। (শ্লোক ১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। আসীৎ রাজা নলঃ নাম বীরসেনসুতঃ বলী।
উপপন্নঃ গুণৈঃ ইষ্টৈঃ রূপবান্ অশ্বকোবিদঃ॥

সারাংশ। বীরসেনের পুত্র রাজা নল গুণবান্ রূপবান্ ও অশ্ববিদ্যায় নিপুণ ছিলেন।

অন্বয়। বীরসেনসুতঃ বলী ইষ্টৈঃ গুণৈঃ উপপন্নঃ রূপবান্ অশ্বকোবিদঃ নলঃ নাম রাজা আসীৎ।

শব্দার্থ। বীরসেনসুতঃ (বীরসেনের পুত্র) বলী (বলবান) ইষ্টৈঃ গুণৈঃ (ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় বা মঙ্গলজনক গুণসমূহের দ্বারা) উপপন্নঃ (যুক্ত, গুণযুক্ত) রূপবান্ (পরম রূপবান্) অশ্বকোবিদঃ (অশ্ববিদ্যায় কোবিদ অর্থাৎ পারদর্শী) নলঃ নাম (নল নামে) রাজা (এক রাজা) আসীৎ (ছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। বীরসেনসুতঃ (বীরসেনপুত্রঃ) বলী (বলবান্, বলশালী ইত্যর্থঃ) ইষ্টৈঃ (অভিলষিতৈঃ, শুভৈঃ ইত্যর্থঃ) গুণৈঃ (দয়াদাক্ষিণ্যাদিসদ্গুণৈঃ) উপপন্নঃ (যুক্তঃ) রূপবান্ (সুরূপঃ) অশ্বকোবিদঃ (অশ্বশাস্ত্রপণ্ডিতঃ, অশ্বচালনাদি-নিপুণঃ ইত্যর্থঃ) নলঃ নাম (নলাখ্যঃ, তন্নামা বিদিতঃ) রাজা (নৃপতিঃ) আসীৎ (বভূব)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

আসীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'রাজা'। অস্+লঙ্ দ্।

রাজা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'আসীৎ'। 'রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ' অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রজাদের মনোরঞ্জন করেন বলিয়া রাজ্+কনিন্=রাজা।

নাম—অব্যয়।

নলঃ—নাম অব্যয়যোগে প্রথমা, অথবা 'রাজা' পদের পরিচায়ক বিণ।

বীরসেনসুতঃ—'রাজা' পদের বিশেষণ। বীরসেনস্য সুতঃ (ষষ্ঠীতৎ)। বীরসেন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। ইঁহার রাজ্যের নাম নিষধ। নল ও পুষ্কর তাঁহার পুত্র। সু+ক্ত কর্মবাচ্যে=সুতঃ=পুত্র ; সূতঃ=সারথি।

বলী—'রাজা' পদের বিশেষণ। বল+ইন্ (অস্তি অর্থে)=বলিন্ ; রূপ গুণিন্ শব্দের ন্যায়। যথা—বলী বলিনৌ বলিনঃ।

উপপন্নঃ—'রাজা' পদের কৃদন্ত বিশেষণ, উপ-পদ্+ক্ত কর্মবাচ্যে। পদ্ ধাতু দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী, রূপ—পদ্যতে পদ্যেতে পদ্যন্তে। অর্থ 'যাওয়া'। আ+পদ্ (আপদ্যতে)=ঘটা ; সম্+পদ্ (সম্পদ্যতে)=সম্পন্ন করা ; সম্-আ+পদ্ (সম্পদ্যতে)=সমাপন করা।

গুণৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।

ইষ্টৈঃ—'গুণৈঃ' পদের বিশেষণ ; ইষ্+ক্ত=ইষ্ট।

রূপবান্—'রাজা' পদের বিশেষণ। রূপ+মতুপ্ স্থানে বতুপ্।

অশ্বকোবিদঃ—'রাজা' পদের বিশেষণ। অশ্বে কোবিদঃ (সপ্তমীতৎ)। কো-বিদ্+ক=কোবিদঃ ; অর্থ পণ্ডিত, নিপুণ, well-versed ; অশ্ববিদ্যায় নিপুণ।

বাচ্যান্তর। অভূয়ত রাজ্ঞা নলেন নাম বীরসেনসুতেন বলিনা।
উপপন্নেন গুণৈঃ ইষ্টৈঃ রূপবতা অশ্বকোবিদেন॥

অনুবাদ। বীরসেন (রাজার) পুত্র, বলবান্, সমস্ত প্রার্থিত বা শুভ গুণ-সম্পন্ন, সুরূপ, অশ্ববিদ্যায় অর্থাৎ অশ্বচালনাবিদ্যায় পারদর্শী নল নামে এক রাজা ছিলেন।

Trans. There was a heroic king named Nala, the son of Birasena. He was possessed of all desirable attainments

i. e., qualifications, handsome and skilled in horses, i. e., well versed in the art of riding and driving horses.

অতিষ্ঠন্মনুজেন্দ্রাণাং……ইব তেজসা। (শ্লোক ২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অতিষ্ঠৎ মনুজেন্দ্রাণাম্ মূর্ধ্নি দেবপতিঃ যথা।
উপরি উপরি সর্বেষাম্ আদিত্যঃ ইব তেজসা॥

সারাংশ। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তিনি স্বীয় বিক্রমের জন্য সমস্ত নৃপতিগণের মস্তকের উপর বিরাজ করিতেন।

অন্বয়। সঃ দেবপতিঃ যথা সর্বেষাম উপরি উপরি (বর্ততে) (তথা) তেজসা আদিত্যঃ ইব মনুজেন্দ্রাণাং মূর্ধ্নি অতিষ্ঠৎ।

শব্দার্থ। সঃ (তিনি অর্থাৎ নল রাজা) দেবপতিঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) যথা (যেমন) সর্বেষাম্ (সকলের) উপরি উপরি (উপরে শীর্ষে) [বর্ততে (থাকেন) তথা (সেইরূপ)] তেজসা (শক্তি ও তেজের দ্বারা) আদিত্যঃ ইব (সূর্যের ন্যায়) মনুজেন্দ্রাণাং (নৃপতিগণের) মূর্ধ্নি (মস্তকে বা শীর্ষদেশে অর্থাৎ রাজচক্রবর্তীরূপে) অতিষ্ঠৎ (ছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ (রাজা নলঃ) দেবপতিঃ (দেবরাজঃ ইন্দ্রঃ) যথা (ইব) সর্বেষাম্ (সকলানাম্, দেবানাং মানবানাং চ) উপরি উপরি (শিরসাম্ উপরি, শীর্ষদেশে) [বর্ততে (তিষ্ঠতি, বিরাজতে) তথা (তদ্বৎ)] তেজসা (বীর্যেণ, শক্তিসামর্থ্যেন) আদিত্যঃ (সূর্যঃ, দিবাকরঃ) ইব (যথা) মনুজেন্দ্রাণাং (নৃপতীনাম্) মূর্ধ্নি (শিরসি, মস্তকে) অতিষ্ঠৎ (তস্থৌ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। দেবরাজঃ ইন্দ্রঃ যথা সর্বেষাং দেবানাং মনুষ্যাণাং চ শিরসি বর্ততে, দেবরাজত্বহেতোঃ ইত্যর্থঃ, তথা রাজা নলোঽপি সর্বেষাং নৃপতীনাং মূর্ধ্নি শিরসি তস্থৌ শ্রেষ্ঠত্বহেতোঃ, স্বীয়বীর্যপরাক্রমহেতোঃ ইত্যর্থঃ। পুনঃ স মূর্ধ্নি স্থিত্বা স্বপরাক্রমকারণাৎ তেজসা। দিবাকরঃ ইব নিতরাং জাজ্বল্যতে স্ম।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবশ্রেষ্ঠ হিসাবে সমস্ত দেবগণ ও মানবগণের মস্তকে বিরাজ করেন, রাজা নলও তদ্রূপ স্বীয় বীর্যপরাক্রমের দ্বারা অন্যান্য নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাদের মস্তকের উপর বিরাজ করিতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন রাজচক্রবর্তী সম্রাট্। আবার সূর্য যেরূপ স্বীয় তেজোরাশির জন্য উজ্জ্বল ও ভাস্বর, তিনিও স্বীয় শক্তিসামর্থ্যের দ্বারা সেইরূপ জাজ্বল্যমান ছিলেন।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অতিষ্ঠৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সঃ' উহ্য। স্থা+লঙ্ দ্।

মনুজেন্দ্রাণাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'মূর্ধ্নি' পদের সহিত সম্বন্ধ, মনোর্জায়ন্তে যে তে ইতি মনুজাঃ (উপপদতৎ); মনু-জন্+ড। মনুজানাং ইন্দ্রঃ (ষষ্ঠী তৎ) বা মনুজেষু ইন্দ্রঃ (৭মী তৎ), তেষাম্। মনু হইতে জাত বলিয়া মানব মাত্রেই মনুজঃ। মনুজদিগের ইন্দ্র অর্থ মানবের রাজা অর্থাৎ নৃপতি।

মূর্ধ্নি—অধিকরণে সপ্তমী। মূর্ধন্ শব্দ, অর্থ মস্তক। রূপ—মূর্ধা মূর্ধানৌ মূর্ধানঃ। লঘিমন্ শব্দের ন্যায়। সপ্তমীর একবচনে মূর্ধ্নি বা মূর্ধনি।

দেবপতিঃ—উপমান কর্তায় প্রথমা। দেবানাং পতিঃ (ষষ্ঠী তৎ)।

যথা—অব্যয়।

উপর্যুপরি—উপরি+উপরি (অব্যয়)। সর্বোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বোপরি (emphasis) বুঝাইবার জন্য দ্বিত্ব হইয়াছে।

সর্বেষাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'উপরি' পদের সহিত সম্বন্ধ।

আদিত্যঃ—উপমান কর্তরি প্রথমা। অদিতি+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। আদিত্যঃ—অদিতির পুত্র সূর্যদেব। ইব—উপমাদ্যোতক অব্যয়।

তেজসা—উপলক্ষণে তৃতীয়া। তেজস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ—তেজঃ তেজসী তেজাংসি। তৃতীয়া ১বচনে=তেজসা।

বাচ্যান্তর। (তেন) দেবপতিনা....(ভূয়তে)...আদিত্যেন...অস্থীয়ত।

অনুবাদ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সকলের উপরে বিরাজ করেন রাজা নলও তদ্রূপ স্বীয় তেজ দ্বারা অর্থাৎ শৌর্যবীর্যের দ্বারা সূর্যের ন্যায় জাজ্বল্যমান অপর সকল নৃপতিগণের মস্তকের উপর অবস্থান করিতেন; অর্থাৎ তিনি ছিলেন রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট্।

Trans.—He stood at the head of all kings, as the king of gods do above all, and dazzled by his prowess like the sun; i.e., he was the emperor over all kings.

ব্রহ্মণ্যো......মহানক্ষৌহিণীপতিঃ। (শ্লোক ৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ব্রহ্মণ্যঃ বেদবিৎ শূরঃ নিষধেষু মহীপতিঃ।
অক্ষপ্রিয়ঃ সত্যবাদী মহান্ অক্ষৌহিণীপতিঃ॥

সারাংশ। তিনি বেদবিপ্ররক্ষক, বেদজ্ঞ, বীর, পাশাখেলায় আসক্ত, সত্যবাদী, বহু-সৈন্যের অধীশ্বর ছিলেন।

অন্বয়। (সঃ) নিষধেষু ব্রহ্মণ্যঃ, বেদবিৎ, শূরঃ, অক্ষপ্রিয়ঃ, সত্যবাদী, অক্ষৌহিণীপতিঃ মহান্ মহীপতিঃ (আসীৎ)।

শব্দার্থ। [সঃ (তিনি)] নিষধেষু (নিষধদেশে) ব্রহ্মণ্যঃ (দেব ও বিপ্র-দিগের রক্ষক) বেদবিৎ (বেদজ্ঞ) শূরঃ (বীর) অক্ষপ্রিয়ঃ (পাশাখেলায় আসক্ত) সত্যবাদী (সত্যবাদী) অক্ষৌহিণীপতিঃ (অক্ষৌহিণীর অধিশ্বর) মহান্ (মহৎ) মহীপতিঃ (রাজা) [আসীৎ (ছিলেন)]।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ (রাজা নলঃ) নিসধেষু (নিষধদেশে) ব্রহ্মণ্যঃ (দেব-বিপ্ররক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ) শূরঃ (বীরঃ ; পরাক্রান্তঃ) অক্ষপ্রিয়ঃ (অক্ষক্রীড়াসক্তঃ) সত্যবাদী (সত্যভাষী) মহানক্ষৌহিণীপতিঃ (অক্ষৌহিণীনাম্ অধিপতিঃ ; সৈন্যবৃন্দসমন্বিতঃ ইত্যর্থঃ) মহান্ (মহাত্মা) মহীপতিঃ (রাজা, নৃপতিঃ) আসীৎ ইতি শেষঃ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

• ব্রহ্মণ্যঃ—(উহ্য) 'সঃ' পদের বিশেষণ। ব্রহ্মণি বেদে বিপ্রে বা কুশলঃ ইতি ব্রহ্মন্+ষ্য। বেদ ও বিপ্রের কুশল বা হিত করে যে—এই অর্থে।

বেদবিৎ—(উহ্য) 'সঃ' পদের বিশেষণ। বেদং বেত্তি ইতি বেদ-বিদ্+ক্বিপ্। বেদবিৎ শব্দ, রূপ সুহৃৎ শব্দের মত। যথা—বেদবিৎ বেদবিদৌ বেদবিদঃ।

শূরঃ—'সঃ' পদের বিণ। বেদবিৎ+শূরঃ=বেদবিচ্ছূরঃ (সন্ধি)।

নিষধেষু—অধিকরণে সপ্তমী। দেশের নাম বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। যথা—মগধেষু, নিষধেষু ইত্যাদি। কিন্তু ওই নামের সহিত যদি 'দেশ' বা 'বিষয়' (অর্থ দেশ) যুক্ত হইয়া সমাসবদ্ধ পদ হয় তাহা হইলে উহা একবচনে প্রযুক্ত হয়। যথা, মগধদেশে চন্দ্রগুপ্তো নাম রাজা অভবৎ। অস্তি কলিঙ্গবিষয়ে অঙ্গদো নাম নৃপতিঃ। নিষধঃ (একবচন)=নিষধদেশের রাজা। নিষধাঃ (বহুবচন)=নিষধ দেশ বা নিষধদেশের প্রজাবৃন্দ।

মহীপতিঃ—'সঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। মহ্যাঃ পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। মহী=পৃথিবী। মহীপতি অর্থ রাজা। মহীপতি শব্দ মুনি শব্দের মত ; পতি শব্দের মত নহে।

অক্ষপ্রিয়ঃ—'সঃ' পদের বিণ। অক্ষঃ (=অক্ষক্রীড়া) প্রিয়ঃ যস্য স

(বহুব্রীহি)। অক্ষ অর্থ পাশা খেলা। প্রাচীন ভারতে এই খেলাটি রাজা-রাজড়াদের বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা একপ্রকার ব্যসন বা আসক্তি। সুতরাং ইহা গুণতালিকার অন্তর্গত করিলেও দোষসূচক।

সত্যবাদী—'সঃ' পদের বিণ। সত্য—বদ্+ণিন্=সত্যবাদিন্। রূপ—গুণিন্ শব্দের মত। ১মা ১বঃ=সত্যবাদী।

অক্ষৌহিণীপতিঃ—'সঃ' পদের বিণ। অক্ষৌহিণীনাম্ পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ), অসংখ্য হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যের সমবায়কে অক্ষৌহিণী বলে। [হস্তী ১, রথ ১, অশ্ব ৩ ও পদাতিক ৫ জনকে লইয়া ১টি পত্তি হয়। এইরূপ পত্তি × ৩ = সেনামুখ। সেনামুখ × ৩ = গুল্ম। গুল্ম × ৩ = বাহিনী। বাহিনী × ৩ = পৃতনা। পৃতনা × ৩ = চমূ। চমূ × ৩ = অনীকিনী। অনীকিনী × ১০ = অক্ষৌহিণী। অর্থাৎ ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্বারোহী ও ১০৯৩৫০ পদাতিক এর সমবায়কে এক অক্ষৌহিণী (Division) বলে। এইরূপ অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর ছিলেন নল রাজা।]

মহান্—উক্ত 'সঃ' পদের বিণ। মহৎ+পুং ১মা ১ বচন।

মহীপতিঃ—উক্ত 'সঃ' পদের বিশেষণ বা সমকারক। মহ্যাঃ পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

বাচ্যান্তর। (তেন) ব্রহ্মণ্যেন বেদবিদা শূরেণ অক্ষপ্রিয়েণ সত্যবাদিনা অক্ষৌহিণীপতিনা মহতা মহীপতিনা (অভূয়ত)।

অনুবাদ। তিনি বেদবিপ্ররক্ষক, বেদজ্ঞ, বীর, পাশাখেলায় আসক্ত, সত্যবাদী, অক্ষৌহিণীসমূহের অধীশ্বর নিসধদেশের মহান্ রাজা ছিলেন।

Trans.—He was well-wisher of the Vedas and Brahmins, well-versed in the Vedas, heroic, lover of playing at dice, truthful, master of many divisions of army and great king of Nisadha country.

ঈপ্সিতো বরনারীণাং····· মনুঃ স্বয়ম্। (শ্লোক ৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ঈপ্সিতঃ বরনারীণাম্ উদারঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
রক্ষিতা ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাৎ ইব মনুঃ স্বয়ম্॥

সারাংশ। [সেই নলরাজ] শ্রেষ্ঠরমণীগণের বাঞ্ছিত ছিলেন; উদারচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় সেই রাজা সাক্ষাৎ মনুর মত লোকপালক এবং ধনুর্ধরদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অন্বয়। বরনারীণাম্ ঈপ্সিতঃ, উদারঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ [সঃ নলঃ] সাক্ষাৎ স্বয়ং মনুঃ ইব রক্ষিতা ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ [আসীৎ]।

শব্দার্থ। বরনারীণাং (শ্রেষ্ঠ রমণীগণের) ঈপ্সিতঃ (আকাঙ্ক্ষিত) উদারঃ (মহান্), সংযতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয় সংযমকারী) সাক্ষাৎ (মূর্তিমান্) স্বয়ং মনুঃ ইব (আদি রাজা বৈবস্বত মনুর মত) রক্ষিতা (লোকরক্ষক) ধন্বিনাং (ধনুর্ধরদিগের) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান) [ছিলেন]।

সংস্কৃত অর্থ। বরনারীণাং (শ্রেষ্ঠরমণীনাম্) ঈপ্সিতঃ (বাঞ্ছিতঃ) উদারঃ (মহচ্চিত্তঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (দমিতেন্দ্রিয়ঃ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষঃ) স্বয়ং মনুঃ ইব (আদিরাজ-বৈবস্বতেন মনুনা তুল্যঃ) রক্ষিতা (লোকপালকঃ) ধন্বিনাং (ধনুর্ধরাণাং) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) [আসীৎ]।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহাভারতের বনপর্ব হইতে সংগৃহীত "নলদময়ন্তী-সংবাদঃ" নামক পাঠ্যাংশমধ্যে এই শ্লোকটি আছে। রাজা নলের গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

নিষধরাজ নল এমনই সর্ববিধ সদ্গুণমণ্ডিত এবং রূপবান্ ছিলেন যে তদানীন্তন কালে যে সমস্ত রমণী রূপে গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই নলকেই আপন পতিরূপে পাইতে কামনা করিত। নল রাজা শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত উদারভাবে আচরণ করিতেন; কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা তাঁহার আচরণের মধ্যে কদাপি পরিলক্ষিত হইত না। তিনি সর্বদাই শিক্ষাগুণে আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে সুসংযত রাখিতেন; কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসংযমের প্রশ্রয় তিনি কখনও দিতেন না। প্রজাপালন রূপ রাজকর্তব্যে তিনি সর্বদা সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। এই বিষয়ে একমাত্র মনুকেই তাঁহার উপমা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা এই বৈবস্বত মনু সর্বলোকরক্ষক বলিয়া লোক-সমাজে পরম মান্য ছিলেন; তিনিই প্রথম বিশৃঙ্খল জনগণমধ্যে শান্তিশৃঙ্খলাময় আচরণ বিধির প্রচলন করেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে রাজা দিলীপের শৃঙ্খলাবিধানের কথা বলিতে গিয়া "আমনোবর্ত্মনঃ পরং" বলিয়া এই মনুরই উল্লেখ করিয়াছেন। লোকরক্ষার প্রয়োজনে তাঁহাকে অবশ্যই সমাজদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খলগণকে দমন করিবার জন্য বাহুবলের প্রয়োগ করিতে হইত, এবং সে বিষয়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিগত

রূপ ও গুণ থাকা ছাড়াও রাজা নল ক্ষত্রিয়রাজরূপে একজন আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ মহাভারতস্য বনপর্বণঃ সংগৃহীতে "নলদময়ন্তী-সংবাদঃ" নাম অস্মাকং পাঠ্যাংশে। অত্র রাজ্ঞো নলস্য সম্যগ্‌গুণ-বর্ণনা প্রদত্তা অস্তি।

নিষধানাং রাজা নলঃ এতাবান্ সদ্‌গুণশালী রূপবান্ চ আসীৎ যৎ তদানীন্তনাঃ সর্বাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নার্যঃ তং স্বপতিরূপেণ লব্ধুম্ ঐচ্ছন্। সঃ হি ক্ষত্রিয়নৃপতিবিশেষেণ সর্বান্ প্রতি সমমেব উদারাচরণং করোতি স্ম। অপরিমিতশিক্ষাগুণেন সঃ আত্মনঃ ইন্দ্রিয়াণি সুসংযতানি অকরোৎ; তস্য আচরণে কদাপি সংযমাভাবঃ উচ্ছৃঙ্খলতা বা ন অদৃশ্যত। প্রজানাং রক্ষণমেব রাজ্ঞঃ মুখ্যং কর্তব্যম্ ইতি চিন্তয়িত্বা সঃ সর্বদা অনলসো ভূত্বা প্রজাপালনম্ অকরোৎ। অস্মিন্ বিষয়ে জগতাম্ আদিঃ রাজা বৈবস্বতো মনুঃ এব তস্য দৃষ্টান্তস্থলম্ আসীৎ। "আর্য্যমর্যাদঃ পরম্" ইতি কথয়তা তত্রভবতা মনুনা ক্ষত্রিয়াণাম্ অপি মনোঃ আদর্শ-শৃঙ্খলাবিধানমেব কথিতম্। শৃঙ্খলাবিধানার্থং নূনং তস্য সমাজদ্রোহিণাং দমনং কর্তব্যমাসীৎ; তদ্দমনায় চ তেন অবশ্যমেব বাহুবলং প্রযুক্তম্ অভবৎ। তদ্বিষয়ে সঃ নলঃ পরম নিপুণঃ আসীৎ, যতঃ সঃ বহু যোদ্ধৄণাং প্রধানঃ আসীৎ। ইত্থম আদর্শনরপতিরূপেণ সঃ নলঃ প্রসিদ্ধঃ অভবৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ঈপ্সিতঃ—'নলঃ' এই উহ্য পদের বিণ। আপ্ + সন্ [= ঈপ্স্] + কর্মবাচ্যে ক্ত।

বরনারীণাম্—কৃদ্‌যোগে কর্তার ৬ষ্ঠী। বরাঃ নার্যঃ (কর্মধা), তাসাম্।

উদারঃ—'নলঃ' এই উহ্য পদের বিণ।

সংযতেন্দ্রিয়ঃ='নলঃ' এই উহ্য পদের বিণ। সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য বা যেন (বহুব্রীহি) সঃ। সম্-যম্ + ক্ত = সংযত।

রক্ষিতা—'নলঃ' এই উহ্য পদের বিণ। রক্ষ্ + তৃচ্ + পুং ১মা ১বচন। রক্ষিতৃশব্দ, রূপ 'দাতৃ' শব্দবৎ।

ধন্বিনাম্—নির্ধারণে ৬ষ্ঠী। ধন্ব (= ধনুঃ) + অস্ত্যর্থে ইন্। পক্ষে ৭মী = ধন্বিষু।

শ্রেষ্ঠঃ—'নলঃ' এই উহ্য পদের বিণ। অয়মেষাম্ অতিশয়েন প্রশস্তঃ ইতি প্রশস্য+ইষ্ঠ। সাক্ষাৎ—অব্যয়। উপমাবাচক অব্যয়।

মনুঃ—উপমান কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আসীৎ' উহ্য। স্বয়ম্—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। ...... ঈপ্সিতেন উদারেণ সংযতেন্দ্রিয়েণ [তেন নলেন]...... মনুনা......রক্ষিত্রা......শ্রেষ্ঠেন [অভূয়ত]।

অনুবাদ। শ্রেষ্ঠ রমণীগণের অভিকাঙ্ক্ষিত, উদারচরিত্র, সংযতেন্দ্রিয় (সেই নল) মূর্তিমান্ স্বয়ং মনুর মত রক্ষাকারী এবং ধনুর্ধরগণের প্রধান ছিলেন।

Trans.—Noble and possessed of subdued senses, [that Nala was] the object of desire of all the best ladies; he was the protector like Manu himself in person, and was the best of all archers.

তথৈবাসীদ্......স চাপ্রজঃ। (শ্লোক ৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তথা এব আসীৎ বিদর্ভেষু ভীমঃ ভীমপরাক্রমঃ।
শূরঃ সর্বগুণৈঃ যুক্তঃ প্রজাকামঃ সঃ চ অপ্রজঃ ॥

সারাংশ। বিদর্ভদেশে মহাবলশালী গুণবান্ কিন্তু নিঃসন্তান রাজা ছিলেন ভীম।

অন্বয়। তথা এব বিদর্ভেষু সঃ ভীমপরাক্রমঃ শূরঃ সর্বগুণৈঃ যুক্তঃ প্রজাকামঃ চ অপ্রজঃ ভীমঃ আসীৎ।

শব্দার্থ। তথা এব (সেইরূপই, অর্থাৎ নলেরই মতন) বিদর্ভেষু (বিদর্ভ-দেশে) সঃ (সেই প্রসিদ্ধ) ভীমপরাক্রমঃ (মহাপরাক্রমশালী) শূরঃ (বীর) সর্বগুণৈঃ (সমস্ত গুণের দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত—গুণান্বিত) প্রজাকামঃ (সন্তান-প্রার্থী অথবা প্রজাদের মঙ্গলকারী) চ (এবং) অপ্রজঃ (সন্তানহীন) ভীমঃ (ভীমরাজ) আসীৎ (ছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তথা এব (তাদৃশম্, নলবৎ ইত্যর্থঃ) বিদর্ভেষু (বিদর্ভদেশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) ভীমপরাক্রমঃ (ভয়ঙ্করবিক্রমঃ, মহাশক্তিশালী) শূরঃ (বীরঃ) সর্বগুণৈঃ (সর্বৈঃ রাজোচিতগুণৈঃ) যুক্তঃ (উপেতঃ, সমন্বিতঃ) প্রজাকামঃ (সন্তানার্থী প্রজাপালকঃ বা) চ, অপ্রজঃ (সন্তানহীনঃ) ভীমঃ (তদাখ্যঃ রাজা) আসীৎ (অভবৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তথা, এব—উভয়েই অব্যয়। তথা+এব+আসীৎ=তথৈবাসীৎ (সন্ধি)।

আসীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ভীমঃ'। অস্+লঙ্ দ্।

বিদর্ভেষু—অধিকরণে সপ্তমী। দেশ বা দেশবাসী অর্থে বহুবচন।

ভীমঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'আসীৎ'। ইহা নামবাচক বিশেষ্য।

ভীমপরাক্রমঃ—'ভীমঃ' পদের বিণ, ভীমঃ পরাক্রমঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। এখানে ভীম অর্থ ভীষণ, ভয়ংকর। পরা-ক্রম্+অল্=পরাক্রমঃ।

শূরঃ—'ভীমঃ' পদের বিণ। শূর অর্থ বীর। সুর=দেবতা।

সর্বগুণৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। সর্বে গুণাঃ (কর্মধারয়ঃ), তৈঃ।

যুক্তঃ—'ভীমঃ' পদের বিণ। যুজ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। সর্বগুণাঃ ভীমং যুক্তবন্তঃ (কর্তৃবাচ্য)। ভীমঃ সর্বগুণৈঃ যুক্তঃ (কর্মবাচ্য)।

প্রজাকামঃ—'ভীমঃ' পদের বিণ। প্রজাঃ কামাঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। প্রজা অর্থ রাজ্যের প্রজা (subject) এবং সন্তান দুইই হয়। প্রজা অর্থ ধরিলে প্রজাদের মঙ্গলকামনাকারী এবং সন্তান অর্থ হইলে সন্তানকামী বুঝাইবে।

সঃ—'ভীমঃ' পদের বিণ। প্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ। ন—অব্যয়।

অপ্রজঃ—'ভীমঃ' পদের বিণ। নাস্তি প্রজা যস্য সঃ (বহুব্রী)। এখানে প্রজা অর্থাৎ সন্তান। প্রজা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

বাচ্যান্তর। ···তেন ভীমপরাক্রমেণ শূরেণ···যুক্তেন প্রজাকামেন··· অপ্রজেন ভীমেন অভূয়ত।

অনুবাদ। তদ্রূপই অর্থাৎ রাজা নলের ন্যায়ই বিদর্ভদেশে বিখ্যাত মহাপরাক্রমশালী, বীর, সর্ববিধ গুণসম্পন্ন, সন্তানপ্রার্থী বা প্রজাপালক নিঃসন্তান রাজা ছিলেন ভীম।

Trans.—Likewise there was the king in Vidarbha who was of great or fierce prowess, heroic, possessed of all qualifications, desiring for child (or protector or well-wisher of subjects) and who had no child.

স প্রজার্থে····· নাম ভারত। (শ্লোক ৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সঃ প্রজার্থে পরম্ যত্নম্ অকরোৎ সুসমাহিতঃ।
তম্ অভ্যগচ্ছৎ ব্রহ্মর্ষিঃ দমনঃ নাম ভারত ॥ ৬

সারাংশ। সেই ভীমনামক নরপতি সন্তানলাভের জন্য একান্ত মনে অতিশয় যত্ন করিতেন। দমন নামে এক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকটে আসিলেন।

অন্বয়। সঃ সুসমাহিতঃ (সন্) প্রজার্থে পরং যত্নম্ অকরোৎ। হে ভারত! দমনঃ নাম ব্রহ্মর্ষিঃ তম্ অভ্যগচ্ছৎ।

শব্দার্থ। সঃ (সেই ভীম নামে বিদর্ভরাজ) সুসমাহিতঃ (একান্তমনা হইয়া) প্রজার্থে (সন্তানলাভের জন্য) পরং যত্নম্ (সাতিশয় চেষ্টা) অকরোৎ (করিতেন)। হে ভারত (ভরতবংশীয় রাজন্ যুধিষ্ঠির)! দমনঃ নাম (দমন-নামক) ব্রহ্মর্ষিঃ (একজন মহান্ ঋষি) তম্ (তাঁহার নিকটে) অভ্যগচ্ছৎ (আসিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ (ভীমো নাম বিদর্ভরাজঃ) সুসমাহিতঃ (পরম্ একাগ্রচিত্তঃ সন্) প্রজার্থে (সন্তানলাভায়) পরং যত্নম্ (সমধিকাং চেষ্টাম্) অকরোৎ (কৃতবান্)। হে ভারত (ভরতবংশজাত রাজন্ যুধিষ্ঠির)! দমনঃ নাম (দমনঃ ইতি নাম্না পরিচিতঃ) ব্রহ্মর্ষিঃ (কশ্চিদ্ ব্রহ্মজ্ঞো মুনিঃ) তম্ (তৎসকাশম্) অভ্যগচ্ছৎ (সমাগচ্ছৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অকরোৎ'।

সুসমাহিতঃ—'সঃ' পদের বিণ। সু সমাহিতঃ (প্রাদিসমাস)। সম্-আ-ধা+ক্ত=সমাহিত।

প্রজার্থে—অধিকরণে ৭মী, প্রজাঃ এব অর্থঃ (কর্মধা) তস্মিন্।

পরম্—'যত্নম্' পদের বিণ। যত্নম্—কর্মণি ২য়া। যত্+নঙ্।

অকরোৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'; কৃ+লঙ্ দ্।

ভারত—সম্বোধনে ১মা। ভরত+অপত্যার্থে অণ্।

দমনঃ—'ব্রহ্মর্ষিঃ' পদের পরিচায়ক পদ। নাম—অব্যয়।

ব্রহ্মর্ষিঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভ্যগচ্ছৎ'। ব্রহ্মা চাসৌ ঋষিশ্চেতি (কর্মধা)।

তম্—কর্মণি ২য়া। 'অভ্যগচ্ছৎ' ক্রিয়ার কর্ম।

অভ্যগচ্ছৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ব্রহ্মর্ষিঃ'। অভি—গম্+লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর। তেন সুসমাহিতেন (সতা)……পরঃ যত্নঃ অক্রিয়ত।……দমনেন……ব্রহ্মর্ষিণা সঃ অভ্যগম্যত।

অনুবাদ। তিনি (সেই বিদর্ভরাজ ভীম) একাগ্রচিত্তে সন্তানলাভের জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতেন। হে ভরতবংশীয় যুধিষ্ঠির! দমন নামে এক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন।

Trans.—He (King Bhima of Vidarbha), with his whole attention, tried his utmost for getting an issue. Oh son of the Bharat clan! there came to him a Brahmarsi, Damana by name.

তং স ভীমঃ······সুবর্চসম্। (শ্লোক ৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তং সঃ ভীমঃ প্রজাকামঃ তোষয়ামাস ধর্মবিৎ।
মহিষ্যা সহ রাজেন্দ্র সৎকারেণ সুবর্চসম্॥

সারাংশ। হে যুধিষ্ঠির! ধর্মজ্ঞ সেই রাজা ভীম সন্তানকামনায় মহিষীর সহিত সেই তেজস্বী ঋষিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

অন্বয়। হে রাজেন্দ্র! ধর্মবিৎ সঃ ভীমঃ প্রজাকামঃ (সন্) মহিষ্যা সহ সুবর্চসম্ তং সৎকারেণ তোষয়ামাস।

শব্দার্থ। রাজেন্দ্র (হে নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির)! ধর্মবিৎ (ধর্মজ্ঞঃ) সঃ ভীমঃ (রাজা ভীম) প্রজাকামঃ (সন্তানকামনায়) মহিষ্যাসহ (রাজ্ঞীর সহিত) সুবর্চসং (পরম তেজস্বী) তং (তাঁহাকে) সৎকারেণ (সেবা দ্বারা) তোষয়ামাস (সন্তুষ্ট করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। রাজেন্দ্র (হে নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির)! ধর্মবিৎ (ধর্মজ্ঞঃ) সঃ ভীমঃ (বিদর্ভরাজঃ) প্রজাকামঃ (সন্তানার্থী) মহিষ্যা সহ (রাজ্ঞ্যা সার্দ্ধং) সুবর্চসং (মহাতেজসং) তং (ঋষিম্) সৎকারেণ (পরিচর্যয়া) তোষয়ামাস (সমতোষয়ৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত "নল-দময়ন্তী-সংবাদঃ" নামক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। মহর্ষি বৃহদশ্ব নলের উপাখ্যান বর্ণনা করিবার সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইহা বলিয়াছিলেন।

বিদর্ভরাজ ভীম পরম ধর্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানিতেন যে ঐশীশক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণ প্রসন্ন হইলে বাঞ্ছিত বর প্রদান দ্বারা অসাধ্য সাধনও করিতে পারেন। সন্তানকামনাই ত তাঁহার অন্তরের একান্ত বাসনা। দমন নামক ব্রহ্মর্ষি পরম তেজস্বী; তিনি যদৃচ্ছাক্রমে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন

ইনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। এই ভাবিয়া রাজ্ঞীর সহিত মিলিতভাবে সেই তীব্রতেজা ঋষির পরিচর্যায় ব্রতী হইলেন। সেই ঋষিও ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মহাভারতীয়বনপর্বান্তর্গতাৎ "নল-দময়ন্তী-সংবাদঃ" নাম অস্মাকং পাঠ্যাংশাৎ সংগৃহীতঃ অয়ং শ্লোকঃ। মহর্ষিঃ বৃহদশ্বঃ বনবাসাবস্থিতং রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ইদম্ অকথয়ৎ নলোপাখ্যানবর্ণনপ্রসঙ্গেন।

বিদর্ভাণাং রাজা ভীমঃ পরমধর্মজ্ঞঃ এব আসীৎ। সঃ ইদম্ অজানাৎ যৎ মহাশক্তিসম্পন্নাঃ মহর্ষয়ঃ সুপ্রসন্নাঃ সন্তঃ বাঞ্ছিতবরাণাং প্রদানেন অসাধ্যমপি সাধয়িতুং সমর্থাঃ। সন্তানকামনা এব তস্য রাজ্ঞঃ মনসি প্রথমা আসীৎ। অয়ং স্বয়ংসমাগতঃ ব্রহ্মর্ষিঃ নূনম্ আবয়োঃ মনস্কামনাং পুরয়িষ্যতি ইতি বিচিন্তয়ন ভার্যয়া সহ পরমযত্নেন তম্ ঋষিং সিষেবে। সঃ চ পরমতেজস্বী ব্রহ্মর্ষিঃ তয়োঃ পরিচর্যয়া সন্তোষম্ অবাপ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তম্—কর্মণি ২য়া। সহ—'ভীমঃ' পদের বিণ।

ভীমঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'তোষয়ামাস'।

প্রজাকামঃ—'ভীমঃ' পদের বিধেয় বিণ। প্রজাঃ কামঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

তোষয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ভীমঃ'। তুষ্+ণিচ্ লিট্ অ।

ধর্মবিৎ—'ভীমঃ' পদের বিণ। ধর্মং বেত্তি যঃ (উপপদতৎ) সঃ। ধর্ম—বিদ্+ক্বিপ্।

মহিষ্যা—'সহ'যোগে ৩য়া। সহ—অব্যয়।

রাজেন্দ্র—সম্বোধনে ১মা। রাজসু ইন্দ্রঃ (৭মীতৎ)।

সংকারেণ—করণে ৩য়া। সৎ—কৃ+ঘঞ্='সৎকারঃ'।

সুবর্চসম্—'তম্' পদের বিণ। সু (=সাতিশয়ং) বর্চস্ (=তেজস্) যস্য (বহুব্রীহি) তম্। শুধু 'বর্চস্' শব্দ পয়স্ শব্দের মত; কিন্তু পুংলিঙ্গ পদের বিশেষণ 'সুবর্চস্' শব্দ বেধস্ শব্দের মত।

বাচ্যান্তর। ...ধর্মবিদা তেন ভীমেন প্রজাকামেন (সতা)...সুবর্চাঃ সঃ ......তোষয়ামাসে।

অনুবাদ। হে রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ধর্মজ্ঞ সেই ভীম সন্তানকামনায় মহিষীর সহিত সেই পরমতেজস্বী ঋষিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

Trans—Oh Chief of Kings! that Bhima, versed in virtue, along with his queen, pleased, with a desire for an offspring, that powerful sage with services.

তস্মৈ প্রসন্নো……মহাযশাঃ। (শ্লোক ৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তস্মৈ প্রসন্নঃ দমনঃ সভার্যায় বরম্ দদৌ।
কন্যারত্নম্ কুমারান্ চ ত্রীন্ উদারান্ মহাযশাঃ॥

সারাংশ। মহর্ষি দমন প্রসন্ন হইয়া সস্ত্রীক তাঁহাকে তিনটি পুত্র ও এক কন্যার বর প্রদান করিলেন।

অন্বয়। সভার্যায় তস্মৈ প্রসন্নঃ মহাযশাঃ দমনঃ ত্রীন্ উদারান্ কুমারান্ কন্যারত্নম্ চ বরম্ দদৌ।

শব্দার্থ। সভার্যায় (সস্ত্রীক) তস্মৈ (তাঁহার উপর অর্থাৎ ভীমের উপর) প্রসন্নঃ (প্রসন্ন হইয়া) মহাযশাঃ (মহাযশস্বী) দমনঃ (ঋষি দমন) ত্রীন্ (তিনটি) উদারান্ (উদারস্বভাব) কুমারান্ (পুত্র) কন্যারত্নম্ চ (এবং একটি কন্যারত্ন) বরং (বর অর্থাৎ তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা হইবে এই বর) দদৌ (দান করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সভার্যায় (সপত্নীকায়) তস্মৈ (ভীমরাজায় ইত্যর্থঃ) প্রসন্নঃ (সন্তুষ্টঃ) মহাযশাঃ (বিপুলকীর্তিঃ) দমনঃ (তদাখ্যঃ ঋষিঃ) ত্রীন্ (ত্রিসংখ্যকান্) উদারান্ (মহানুভাবান্) কুমারান্ (পুত্রান্) কন্যারত্নং চ (রত্নতুল্যাং কন্যামেকাং চ) বরম্ (ইষ্টং কামং) দদৌ (প্রদত্তবান্)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তস্মৈ—সম্প্রদানে চতুর্থী। তদ্+পুং ৪র্থী ১বচন।

প্রসন্নঃ—'দমনঃ' পদের বিণ। প্র—সদ্+ক্ত। সদ্ ধাতুর রূপ সীদতি।

দমনঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'দদৌ'।

সভার্যায়—'তস্মৈ' পদের বিণ। ভার্যয়া সহ বর্তমানঃ ইতি সভার্যঃ (সহার্থ বহুব্রী); তস্মৈ। ভার্যা=ভৃ+ণ্যৎ+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

বরম্—কুমারান্ ও কন্যারত্নম্ পদের বিধেয় বিণ বা সমকারক ('দদৌ' ক্রিয়ার কর্ম)। বর শব্দের অর্থ দেবাদ্ বৃতে বরঃ (আশীর্বাদ অর্থে পুং) শ্রেষ্ঠে ত্রিষু (শ্রেষ্ঠ অর্থে পুং, স্ত্রী, ক্লীং) ক্লীবে মনাক্ প্রিয়ে (ঈষৎ ভাল অর্থে ক্লীবলিঙ্গ 'বরম্')।

দদৌ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'দমনঃ'। দা+লিট্ ণ্‌।

কন্যারত্নম্—'দদৌ' ক্রিয়ার কর্মে দ্বিতীয়া বা 'বরম্' পদের সমকারক। কন্যা এব রত্নং (কর্মধারয়ঃ), তৎ।

কুমারান্—'দদৌ' ক্রিয়ার কর্মে দ্বিতীয়া বা 'বরম্' পদের সমকারক। কুমারঃ=পুত্র।

ত্রীন্—'কুমারান্' পদের বিণ। চ—অব্যয়।

উদারান্—'কুমারান্' পদের বিণ। উৎ–আ-রা+ড=উদার।

মহাযশাঃ—'দমনঃ' পদের বিশেষণ। মহৎ যশঃ যস্য সঃ (বহুব্রী)। বিকল্প পদ =মহাযশস্কঃ। মহৎ শব্দ স্থানে 'মহা' হইয়াছে। সূত্র—'আন্মহতঃ সমানাধিকরণজাতীয়য়োঃ'। যশস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলেও মহাযশস্ শব্দ পুংলিঙ্গ 'দমনঃ' পদের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ। রূপ বেধস্ শব্দের ন্যায়। যথা, মহাযশাঃ মহাযশসৌ মহাযশসঃ ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গ যশস শব্দের রূপ—যশঃ যশসী যশাংসি।

বাচ্যান্তর। ··প্রসন্নেন মহাযশসা দমনেন ত্রয়ঃ উদারাঃ কুমারাঃ কন্যারত্নং (১মা) চ বরঃ দদিরে।

অনুবাদ। সস্ত্রীক তাঁহার উপর অর্থাৎ ভীমরাজের উপর প্রসন্ন হইয়া মহযশস্বী ঋষি দমন (তাঁহাকে) তিনটি পুত্র এবং একটি কন্যারত্ন বরদান করিলেন।

Trans. The well-reputed (sage) Damana being well disposed conferred upon the king and his spouse a boon of a daughter like a jewel and three sons possessed of high mind.

দময়ন্তীং……ভীমপরাক্রমান্। (শ্লোক ৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। দময়ন্তীম্ দমম্ দান্তম্ দমনম্ চ সুবর্চসম্।
উপপন্নান্ গুণৈঃ সর্বৈঃ ভীমান্ ভীমপরাক্রমান্ ॥

সারাংশ। দময়ন্তী নাম্নী কন্যাকে এবং সর্বগুণসম্পন্ন শক্তিশালী বীর্যবান্ দম, দান্ত ও তেজস্বী দমন নামক তিন পুত্রকে তিনি লাভ করিলেন।

অন্বয়। (সঃ ভীমঃ) দময়ন্তীং (নাম কন্যাং) দমং দান্তং সুবর্চসং দমনং চ—সর্বৈঃ গুণৈঃ উপপন্নান্ ভীমান্ ভীমপরাক্রমান্ (ত্রীন্ পুত্রান্ চ অলভত ইতি পূর্বেণ অন্বয়ঃ)।

শব্দার্থ। দময়ন্তীং (সেই নামে কন্যাকে) দমং দান্তং (দম ও দান্ত নামে)

সুবর্চসং (পরম তেজস্বী) দমনং চ (দমন নামে) সর্বৈঃ গুণৈঃ (সমস্ত গুণ দ্বারা) উপপন্নান্ (যুক্ত) ভীমান্ (শক্তিশালী) ভীমপরাক্রমান্ (অতি বীর্যবান্) (তিনি পুত্রকে লাভ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। দময়ন্তীং (তন্নামিকাং কন্যাং) দমং দান্তং, সুবর্চসং (মহাতেজস্কং) দমনং চ—(এতন্নামকান্) ভীমান্ (বলশালিনঃ) ভীমপরাক্রমান্ (পরমবীর্যবতঃ) [ত্রীন্ পুত্রান্ অলভত]।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দময়ন্তীম্—কর্মণি ২য়া। পূর্বশ্লোকস্থ 'দদৌ' ক্রিয়ার কর্ম।

দমম্, দান্তম্, দমনম্—পূর্বশ্লোকস্থ দদৌ ক্রিয়ার কর্মণি ২য়া। চ—অব্যয়।

সুবর্চসম্—'দমনম্' পদের বিণ। সু বর্চঃ যস্য (বহুব্রীহি) তম।

উপপন্নান্—'কুমারান্' এই পূর্বশ্লোকস্থিত পদের বিণ। উপ-পদ্+ক্ত।

গুণৈঃ—করণে ৩য়া। সর্বৈঃ—'গুণৈঃ' পদের বিণ।

ভীমান্—পূর্বশ্লোকস্থ 'কুমারান্' পদের বিণ।

ভীমপরাক্রমান্—পূর্বশ্লোকস্থ 'কুমারান্' পদের বিণ। ভীমঃ পরাক্রমঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তান্। পরা—ক্রম্+অল্=পরাক্রমঃ।

বাচ্যান্তর। (তেন ভীমেন) দময়ন্তী দমঃ দান্তঃ সুবর্চাঃ দমনঃ চ...... উপপন্নাঃ ভীমাঃ ভীমপরাক্রমাঃ (ত্রয়ঃ পুত্রাঃ অলভ্যন্ত)।

অনুবাদ। (সেই রাজা ভীম) দময়ন্তী নামক কন্যা এবং দম, দান্ত ও মহাতেজস্বী দমন নামক—সর্বগুণসম্পন্ন মহাবলশালী মহাবীর্যবান্ (তিনটি পুত্রকে লাভ করিলেন)।

Trans.—(That king Bhima begot a daughter) named Damayanti and (three sons) Dama, Danta, and spirited Damana—endowed with all qualities, and mighty, and valorous.

দময়ন্তী তু রূপেণ......সুমধ্যমা। (শ্লোক ১০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া।
সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ সুমধ্যমা॥

সারাংশ। দময়ন্তী স্বীয় রূপ তেজ যশ ও সৌভাগ্যের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইলেন।

অন্বয়। সুমধ্যমা দময়ন্তী তু রূপেণ, তেজসা, যশসা, শ্রিয়া, সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ।

শব্দার্থ। সুমধ্যমা (ক্ষীণকটি অর্থাৎ সরু কোমরযুক্তা) দময়ন্তী (ভীম-রাজের কন্যা দময়ন্তী) তু, রূপেণ (রূপের হেতু অর্থাৎ রূপের জন্য) তেজসা (তেজের জন্য) যশসা (গৌরবের জন্য) শ্রিয়া (শোভা বা সৌন্দর্যের জন্য) সৌভাগ্যেন চ (এবং সৌভাগ্যের জন্য) লোকেষু (পৃথিবীতে) যশঃ (যশ, কীর্তি) প্রাপ (লাভ করিয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সুমধ্যমা (সুশ্রোণী, ক্ষীণকটী) দময়ন্তী (তদাখ্যা কন্যা) তু (খলু) রূপেণ (সৌন্দর্যেণ) তেজসা (দীপ্ত্যা) যশসা (গৌরবেণ) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) সৌভাগ্যেন চ (শুভাদৃষ্টেন চ) লোকেষু (ভুবনেষু) যশঃ (খ্যাতিং) প্রাপ (লেভে)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দময়ন্তী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'প্রাপ'। **তু**—অব্যয়।

রূপেণ—করণে তৃতীয়া বা হেত্বর্থে তৃতীয়া (রূপ হেতু)।

তেজসা, যশসা—করণে বা হেত্বর্থে তৃতীয়া। তেজস্ ও যশস্ শব্দ ক্লীং।

শ্রিয়া—করণে বা হেত্বর্থে তৃতীয়া, শ্রী শব্দ অর্থ সৌভাগ্য বা লক্ষ্মী। ১মা ১বচনে (শ্রীঃ) বিসর্গযুক্ত পদ হয়। বাকী নদী শব্দের ন্যায়। **চ**—অব্যয়।

সৌভাগ্যেন—করণে বা হেত্বর্থে তৃতীয়া। সুভগস্য ভাবঃ ইতি সুভগঃ+ষ্ণ্য।

লোকেষু—অধিকরণে সপ্তমী। লোকঃ অর্থ ভুবন ও জন 'লোকস্তু ভুবনে জনে'।

যশঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া, প্রাপ ক্রিয়ার কর্ম। যশস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ—যশঃ যশসী যশাংসি। যশঃ যশসী যশাংসি। যশসা ইত্যাদি।

প্রাপ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'দময়ন্তী'। প্র—আপ্+লিট্ অ। আপ্ ধাতুর অর্থ পাওয়া। রূপ—আপ্নোতি আপ্নুতঃ আপ্নুবন্তি।

সুমধ্যমা—'দময়ন্তী' পদের বিশেষণ। সু মধ্যমঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। মধ্যমঃ বা মধ্যমম্ অর্থ কোমর, কটিদেশ। সরু কোমর শুধু সেকালে নয়, বর্তমানেও সৌন্দর্যের চিহ্ন।

বাচ্যান্তর। দময়ন্ত্যা সুমধ্যময়া······যশঃ (১মা) প্রাপে।

অনুবাদ। সুন্দর কটিদেশযুক্তা অর্থাৎ সরু কোমরযুক্তা দময়ন্তী রূপে, তেজে, গৌরবে, শ্রী ও সৌভাগ্যে ভুবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

Trans. But Damayanti of slender waist obtained fame (good name) in the world for her beauty, lustre, glory, luck and good fortune.

অথ তাং বয়সি……পর্য্যুপাসচ্ছচীমিব। (শ্লোক ১১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ তাম্ বয়সি প্রাপ্তে দাসীনাম্ সমলংকৃতম্।
শতম্ শতম্ সখীনাম্ চ পর্য্যুপাসৎ শচীম্ ইব॥

সারাংশ। অতঃপর তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শত শত সখী ও দাসী তাঁহার পরিচর্যা করিত।

অন্বয়। অথ বয়সি প্রাপ্তে দাসীনাম্ চ সখীনাং সমলংকৃতং শতং শতং তাম্ শচীম্ ইব পর্য্যুপাসৎ।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) বয়সি প্রাপ্তে (বয়স হইলে) দাসীনাম্ (দাসীগণের) চ সখীনাং (এবং সখীগণের) সমলংকৃতং (সম্যক্‌ভাবে অলংকৃত) শতং শতং (শত শত) তাম্ (তাঁহাকে) শচীম্ ইব (ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ন্যায়) পর্য্যুপাসৎ (সেবা করিত)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (ততঃ) বয়সি প্রাপ্তে (প্রাপ্তে যৌবনে দময়ন্ত্যাম্ ইত্যর্থঃ) দাসীনাম্ (পরিচারিকাণাং) সখীনাং (সহচরীণাং) সমলংকৃতং (সম্যক্ ভূষিতং) শতং শতং (বহুসংখ্যকং) তাম্ (দময়ন্তীম্ ইত্যর্থঃ) শচীম্ ইব (ইন্দ্রপত্নীম্ ইব) পর্য্যুপাসৎ (অসেবত)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'পর্য্যুপাসৎ' ক্রিয়ার কর্ম। অথ—অব্যয়।

বয়সি—ভাবে সপ্তমী; বয়স্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বয়ঃ বয়সী বয়াংসি।

প্রাপ্তে—বয়সি পদের কৃদন্ত বিণ। প্র—আপ্+ক্ত+৭মী ১বচন।

দাসীনাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'শতম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

সমলংকৃতম্—'শতম্' পদের বিশেষণ। সম্—অলং-কৃ+ক্ত, ক্লীং ১মা ১বচন।

শতম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'পর্য্যুপাসৎ'। এখানে শত শব্দ বিশেষ্য। (দাসী ও সখীদের শত শত) এই অর্থ। আভীক্ষ্ণে দ্বিত্বম্। অথবা দাসীনাং শতম্ এবং সখীনাং শতম্ ধরিয়া অর্থ করা যায়।

সখীনাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'শতম্' পদের সহিত সম্বন্ধ। চ—অব্যয়।

পর্যুপাসৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'শতম্'। পরি—উপ-আস্ লঙ্+দ্ (পরস্মৈপদে)। ইহা আর্ষপ্রয়োগ। আস্ ধাতু অদাদিগণীয় আত্মনেপদী। লঙে—আস্ত আসাতাম্ আসত। অতএব ব্যাকরণসম্মত পদ হইল 'পর্যুপাস্ত'।

শচীম্—উপমান কর্মণি দ্বিতীয়া, 'তাম্' পদের উপমান। শচী দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, পুলমন ঋষির কন্যা। অপর নাম পৌলমী। ইব—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। ...শতেন শতেন সমলংকৃতেন সা শচী ইব পর্যুপাস্যত।

অনুবাদ। অতঃপর বয়স হইলে শত শত সালংকারা সখী ও পরিচারিকা তাঁহার সেবা করিত।

Trans.—Thereafter when she attained maturity hundreds of ornamented maidens and female attendants waited upon her.

তত্র স্ম রাজতে···বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা। (শ্লোক ১২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তত্র স্ম রাজতে ভৈমী সর্বাভরণভূষিতা।
সখীমধ্যে অনবদ্যাঙ্গী বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা ॥

সারাংশ। সখীদের মধ্যে ভীমকন্যা দময়ন্তী বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেন।

অন্বয়। তত্র সখীমধ্যে অনবদ্যাঙ্গী সর্বাভরণভূষিতা ভৈমী বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা (তথা) রাজতে স্ম।

শব্দার্থ। তত্র (সেখানে) সখীমধ্যে (সখিগণের মধ্যে) অনবদ্যাঙ্গী (অনিন্দনীয় অবয়ববিশিষ্টা) সর্বাভরণভূষিতা (সমস্ত প্রকার আভরণে অলংকৃতা) ভৈমী (ভীম রাজার কন্যা দময়ন্তী) বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা (বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে, অথবা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়) রাজতে স্ম (বিরাজ করিতেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তত্র (তস্মিন্ স্থানে) সখীমধ্যে (সহচরীমধ্যে) অনবদ্যাঙ্গী (অনিন্দনীয়াবয়বা, সর্বাঙ্গসুন্দরী ইত্যর্থঃ) সর্বালংকারভূষিতা (সর্বাভরণভূষিতা) ভৈমী (ভীমরাজকন্যা দময়ন্তী)) বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা (ক্ষণপ্রভাবৎ উজ্জ্বলা, মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা যথা জাজ্বল্যাতে তথা বা) রাজতে স্ম (শুশুভে)।

সংস্কৃত ভাবার্থ। দময়ন্ত্যাঃ সখীগণাঃ পরিচারিকাঃ চ সর্বাঃ এব

সালংকারাঃ আসন্। দময়ন্তী চ সর্বালংকারভূষিতা আসীৎ। পরং তু মেঘমধ্যে সৌদামিনী যথা স্বপ্রভয়া নিতরাং জাজ্বল্যতে তথা দময়ন্তী অপি তস্যাঃ তেজসা, রূপেণ যশসা চ জাজ্বল্যামাস। সখীনাং মধ্যে সা এব শ্রেষ্ঠতমা আসীৎ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ভাবার্থ। দময়ন্তীর সখিবৃন্দ ও পরিচারিকাগণ সকলেই সুসজ্জিতা ও সালংকৃতা ছিল। দময়ন্তী নিজেও সর্ববিধ অলংকারে বিভূষিতা ছিলেন। কিন্তু মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেরূপ স্বীয় প্রভায় জাজ্বল্যমান হয়, দময়ন্তীও তাঁহার সখিগণের মধ্যে স্বীয় রূপ গুণ ও তেজস্বিতা হেতু সেইরূপ উজ্জ্বল ছিলেন। তিনিই যে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা তাহা দেখা মাত্রই বোঝা যাইতেছিল।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তত্র—অব্যয়, অধিকরণ। তদ্+ত্রল্ ৭মী স্থানে। স্ম—অব্যয়।

রাজতে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ভৈমী'। রাজ্+লট্ তে। স্ম যোগে অতীত। লট্ বিভক্তিতে বর্তমান কাল বুঝায়, কিন্তু লট্ বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ার সহিত স্ম অব্যয় যোগ করিলে অতীত কাল বুঝায়। রাজ্ ধাতু উভয়পদী+ অতএব বিকল্প পদ=রাজতি স্ম।

ভৈমী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'রাজতে স্ম'। ভীম+অণ্ (অপত্যার্থে)—ভৈম, ভৈম+ঙীপ্=ভৈমী।

সর্বাভরণভূষিতা—'ভৈমী' পদের বিশেষণ। সর্বাণি আভরণানি (কর্মধা); তৈঃ ভূষিতা (তৃতীয়াতৎ)। ভূষ্+ক্ত+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)=ভূষিতা।

সখিমধ্যে—অধিকরণে সপ্তমী। সখীনাং মধ্যঃ (ষষ্ঠীতৎ); তস্মিন্।

অনবদ্যাঙ্গী—'ভৈমী' পদের বিশেষণ। নঞ্—বদ্+ক্যপ্=অবদ্য= কুৎসিত। ন অবদ্যানি=অনবদ্যানি [=সুন্দরাণি] (নঞ্তৎ); অনবদ্যানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা ইতি অনবদ্যাঙ্গী (বহুব্রীহিঃ)। অনবদ্যাঙ্গ+ঙীপ্=অনবদ্যাঙ্গী। বিকল্পে অনবদ্যাঙ্গা।

বিদ্যুৎসৌদামিনী—'ভৈমী' পদের উপমান। বিদ্যুতঃ সৌদামিনী (ষষ্ঠীতৎ), 'বিদ্যুতের ঝিলিক' এই অর্থে। অথবা বিদ্যুৎমধ্যে সৌদামিনী (মধ্যপদলোপী কর্মধা), মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ বা বিদ্যুৎপ্রভা এই অর্থে। তড়িৎ বা বিদ্যুৎ অর্থ মেঘও হয়। যথা—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। ···অনবদ্যাঙ্গ্যা সর্বাভরণভূষিতয়া বৈভ্যা বিদ্যুৎসৌদামিন্যা যথা রাজতে স্ম।

অনুবাদ। সেখানে সেই সখিগণের মধ্যে সর্ববিধ অলংকারে বিভূষিতা ভীমরাজের অপরূপ কন্যা দময়ন্তী বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় অথবা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছিলেন।

Trans.—There among her maidens, the daughter of Bhima, of unblemishable beauty and adorned with all kinds of ornaments shone like the flash of lightning or like the lightning amidst the clouds.

অতীব রূপসম্পন্না······ক্কচিদ্। (শ্লোক ১৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অতীব রূপসম্পন্না শ্রীঃ ইব আয়তলোচনা।
ন দেবেষু ন যক্ষেষু তাদৃগ্ রূপবতী ক্বচিৎ॥

সারাংশ। তাঁহার ন্যায় পরমাসুন্দরী স্বর্গলোকেও ছিল না।

অন্বয়। (সা) অতীব রূপসম্পন্না শ্রীঃ ইব আয়তলোচনা আসীৎ, তাদৃগ্ রূপবতী ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন ক্বচিৎ (আসীৎ)।

শব্দার্থ। [সা (তিনি)] অতীব (অত্যন্ত) রূপসম্পন্না (রূপবতী) শ্রীঃ ইব (লক্ষ্মীর ন্যায়) আয়তলোচনা (আয়তলোচনা, টানা টানা চক্ষুবিশিষ্ট) [আসীৎ (ছিলেন)] তাদৃগ্ রূপবতী (সেইরূপ রূপবতী অর্থাৎ তাঁহার তুল্য রূপবতী) ন দেবেষু (দেবতাদের মধ্যে ছিলেন না) ন যক্ষেষু (যক্ষদের মধ্যেও নহে) ক্বচিৎ ন আসীৎ (কোথাও ছিল না)।

সংস্কৃত অর্থ। সা (দময়ন্তী) অতীব (অত্যর্থং) রূপসম্পন্না (রূপবতী) শ্রীঃ ইব (লক্ষ্মীঃ ইব) আয়তলোচনা (বিস্তৃতনয়না) [আসীৎ (অভবৎ)] তাদৃগ্ রূপবতী (তস্যাঃ তুল্যা রূপসম্পন্না) দেবেষু ন (দেবতানাং মধ্যে ন) ন যক্ষেষু (যক্ষরমণীনাং মধ্যে চ নাসীৎ) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) ন আসীৎ (ন অভবৎ। সা অদ্বিতীয়া রূপবতী আসীৎ ইতি ভাবঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অতীব—অব্যয়। অর্থ অত্যন্ত, পরম (সুন্দরী)।

রূপসম্পন্না—উহ্য 'সা' পদের বিণ। রূপেণ সম্পন্ন (তৃতীয়াতৎ)। সম্—পদ্+ক্ত+আপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)=সম্পন্না (=যুক্তা)।

শ্রীঃ—উহ্য 'সা' পদের উপমান কর্তা। শ্রী অর্থ লক্ষ্মীদেবী। শ্রী শব্দ নদী শব্দবৎ। মাত্র প্রথমার একবচনে বিসর্গ যুক্ত হয়=শ্রীঃ, কিন্তু (নদী)তে বিসর্গ হয় না। ইব—অব্যয়।

আয়তলোচনা—উহ্য 'সা' পদের বিশেষণ, আয়তে লোচনে যস্যাঃ সা (বহুব্রী)। আয়তলোচন=টানা টানা চক্ষু (সৌন্দর্যের পরিচায়ক)।

ন—অব্যয়।

দেবেষু, যক্ষেষু—নির্ধারণে সপ্তমী। নির্ধারে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়।

তাদৃগ্‌রূপবতী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'আসীৎ' উহ্য। রূপ+বতুপ্‌+ঈপ্‌ (স্ত্রীলিঙ্গে)=রূপবতী। তাদৃশী রূপবতী=তাদৃগ্‌রূপবতী (কর্মধারয়)। তদ্—দৃশ্‌+ক্বিপ্‌+আপ্‌=তাদৃশী। কচিৎ—অব্যয়। অর্থ 'কোথাও'।

বাচ্যান্তর। অতীবরূপসম্পন্নয়া শ্রিয়া ইব আয়তলোচনয়া……তাদৃগ্‌-রূপবত্যা…(অভূয়ত)।

অনুবাদ। তিনি লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় অপরূপ রূপবতী ছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ছিল আয়ত অর্থাৎ টানা টানা বা বিস্তৃত। সেইরূপ রূপবতী নারী দেবতাদের মধ্যে বা যক্ষদের মধ্যে কোথাও ছিল না।

Trans.—She was exquisitely beautiful with broadened eyes like the goddess Lakshmi or beauty personified. There was no such handsome lady among the goddesses and among the Yakshas.

মানুষেষ্বপি……সুন্দরী। (শ্লোক ১৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। মানুষেষু অপি চ অন্যেষু দৃষ্টপূর্বা অথবা শ্রুতা।
চিত্তপ্রসাদনী বালা দেবানাম্ অপি সুন্দরী॥

সারাংশ। মনুষ্যলোকে বা অন্য কোথাও এইরূপ সুন্দরী ছিল না। তিনি দেবতাদেরও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়াছিলেন।

অন্বয়। মানুষেষু অপি অন্যেষু চ (তাদৃগ্বিধা) ন দৃষ্টপূর্বা অথবা শ্রুতা। (সা) সুন্দরী বালা দেবানাম্ অপি চিত্তপ্রসাদনী (আসীৎ)।

শব্দার্থ। মানুষেষু অপি (মনুষ্যদের মধ্যেও) অন্যেষু চ (এবং অন্যত্রও) [এইরূপ সুন্দরী] ন দৃষ্টপূর্বা (পূর্বে দেখা যায় নাই) অথবা শ্রুতা (অথবা শোনা যায় নাই)। সা সুন্দরী (সেই সুন্দরী) বালা (রমণী) দেবানাম্ অপি (দেবতাদেরও) চিত্তপ্রসাদনী (চিত্ত প্রসন্নকারিণী ছিলেন)।

সসংস্কৃত অর্থ। মানুষেষু অপি (নারীষু অপি) অন্যেষু চ (অন্যত্র চ) ন দৃষ্টপূর্বা (এতাদৃশা সুন্দরী পূর্বং ন দৃষ্টা) অথবা শ্রুতা (আকর্ণিতা বা)। সা সুন্দরী (সা অতীব রূপসম্পন্না) বালা (নারী, দময়ন্তী) দেবানাম্ অপি (অমরাণামপি কা কথা পুনঃ মনুষ্যাণাং) চিত্তপ্রসাদনী (চিত্তবিনোদিনী, চিত্তচাঞ্চল্যকারিণী। তাং লব্ধুম্ দেবাঃ অপি সমুৎসুকাঃ আসন্ ইত্যর্থঃ)।

ব্যাকরণ পদটীকা ইত্যাদি

মানুষেষু—নির্ধারণে সপ্তমী। বিকল্পে ষষ্ঠী=মানুষাণাম্। অপি, চ—অব্যয়।

অন্যেষু—নির্ধারণে সপ্তমী। অন্য (পুং) সপ্তমী বহুবচন। বিকল্পে 'অন্যেষাম্'।

দৃষ্টপূর্বা—উহ্য 'সুন্দরী' বিণ। পূর্বং দৃষ্টা ইতি দৃষ্টপূর্বা (সুপ্ সুপা বা সহসুপা সমাসঃ)। দৃশ্ + ক্ত = দৃষ্ট।

শ্রুতা—সুন্দরী পদের বিণ। শ্রু + ক্ত + আপ্ (স্ত্রিয়াম্)। অথবা—অব্যয়।

চিত্তপ্রসাদনী—'বালা' পদের বিধেয় বিণ। চিত্তং প্রসাদয়তি যা সা (উপপদতৎ)। চিত্ত-প্র-সদ্ + ণিচ্ + অনট্ (ভাবে) + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্।

বালা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'আসীৎ' উহ্য।

দেবানাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী বা কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী। অপি—অব্যয়।

সুন্দরী—বালা পদের বিশেষণ।

বাচ্যান্তর। ......দৃষ্টপূর্বয়া......শ্রুতয়া (অভূয়ত)। সুন্দর্য্যা বালয়া ....চিত্তপ্রসাদন্যা (অভূয়ত)।

অনুবাদ। মনুষ্যলোকে বা অন্যত্র কোথাও এইরূপ সুন্দরী নারী পূর্বে দেখা যায় নাই বা শোনা যায় নাই। সেই সুন্দরী রমণী দেবতাদিগেরও চিত্ত প্রসন্ন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দেবতারাও তাঁহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলেন।

Trans.—Such a beautiful damsel was not seen or heard of in the human world or anywhere else. The beautiful girl gladdened the hearts of the gods even.

নলশ্চ নরশার্দূলো......স্বয়ম্। (শ্লোক ১৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। নলঃ চ নরশার্দূলঃ লোকেষু অপ্রতিমঃ ভুবি।
কন্দর্পঃ ইব রূপেণ মূর্তিমান্ অভবৎ স্বয়ম্॥

সারাংশ। পৃথিবীতে সেইরূপ অতুলনীয় রাজা নল মূর্তিমান্ কন্দর্প ছিলেন।

অন্বয়। নরশার্দূলঃ নলঃ অপি ভুবি লোকেষু অপ্রতিমঃ (বভূব)। রূপেণ মূর্তিমান্ স্বয়ং কন্দর্পঃ ইব অভবৎ।

শব্দার্থ। নরশার্দূলঃ (নরশ্রেষ্ঠ) নলঃ অপি (রাজা নলও) ভুবি (পৃথিবীতে) লোকেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) অপ্রতিমঃ (অনুপম, অতুলনীয়) [অভবৎ (ছিলেন)]। রূপেণ (রূপেতে) মূর্তিমান্ (মূর্তিগ্রহণকারী) স্বয়ং কন্দর্পঃ ইব (স্বয়ং কামদেবের ন্যায়) অভবৎ (ছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। নরশার্দূলঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) নলঃ অপি (রাজা নলঃ অপি) ভুবি (ভূতলে) লোকেষু (সর্বজনেষু) অপ্রতিমঃ (অনুপমঃ বভূব)। রূপেণ (সৌন্দর্যেণ) মূর্তিমান্ (মূর্তিগ্রাহী) স্বয়ং কন্দর্পঃ ইব (স্বয়ং রতিপতিঃ ইব সুন্দরশ্রেষ্ঠঃ) অভবৎ (বভূব)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নলঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া অভবৎ। চ—অব্যয়।

নরশার্দূলঃ—'নলঃ' পদের বিশেষণ। নরঃ শার্দূলঃ ইব (উপমিত সমাসঃ)। সিংহ, শার্দূল, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শব্দ নর, পুরুষ প্রভৃতি শব্দের সহিত যোগ করিলে শ্রেষ্ঠ অর্থ প্রকাশ করে।

লোকেষু—নির্ধারে সপ্তমী। বিকল্পে ষষ্ঠী=লোকানাম্। এখানে লোক=জন, মনুষ্য। লোক অর্থ ভুবন বা পৃথিবীও হয়।

অপ্রতিমঃ—'নলঃ' পদের বিশেষণ, অবিদ্যমানা প্রতিমা যস্য সঃ (বহুব্রী)। প্রতিমা=প্রতি—মা+ড+আপ্। অর্থ তুলনা, সাদৃশ্য।

ভুবি—অধিকরণে সপ্তমী। ভূ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, বিকল্পে 'ভুবাম্'।

কন্দর্পঃ—'নলঃ' পদের উপমান। কন্দর্প হইলেন প্রেমের দেবতা কামদেব। ইঁহার স্ত্রীর নাম রতি। ইব—অব্যয়।

রূপেণ—করণে তৃতীয়া। রূপ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু গুণ পুংলিঙ্গ।

মূর্তিমান্—'কন্দর্পঃ' পদের বিণ। মূর্তি+মতুপ্।

অভবৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নলঃ'। ভূ+লঙ্ দ্। স্বয়ম্—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। নরশার্দূলেন নলেন……অপ্রতিমেন (অভাবি)…মূর্তিমতা…কন্দর্পেণ……(অভাবি)।

অনুবাদ। নরশ্রেষ্ঠ রাজা নলও পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। রূপেতে মূর্তিমান্ স্বয়ং কন্দর্পদেবের মতন ছিলেন।

তস্যাঃ সমীপে……পুনঃ পুনঃ॥ (শ্লোক ১৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তস্যাঃ সমীপে তু নলম্ প্রশশংসুঃ কুতূহলাৎ।
নৈষধস্য সমীপে তু দময়ন্তীম্ পুনঃ পুনঃ॥

সারাংশ। লোকেরা আনন্দবশতঃ দময়ন্তীর কাছে নলের এবং নলের কাছে দময়ন্তীর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিত।

অন্বয়। [জনাঃ] তু কুতূহলাৎ তস্যাঃ সমীপে নলং নৈষধস্য সমীপে তু দময়ন্তীং পুনঃ পুনঃ প্রশশংসুঃ।

শব্দার্থ। কুতূহলাৎ (আনন্দবশতঃ) তস্যাঃ (সেই দময়ন্তীর) সমীপে (নিকটে) নলং (নলকে) নৈষধস্য তু (এদিকে নিষধরাজ নলের) সমীপে (নিকটে) দময়ন্তীং (দময়ন্তীকে) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) প্রশশংসুঃ (প্রশংসা করিত)। দুইটি 'তু' পদ দ্বারা দুইটি পক্ষান্তর বুঝাইতেছে।

সংস্কৃত অর্থ। কুতূহলাৎ (হর্ষাৎ) তস্যাঃ (দময়ন্ত্যাঃ) সমীপে (সকাশে) নলং, নৈষধস্য (নিষধরাজস্য নলস্য) সমীপে (সন্নিধানে) দময়ন্তীং (বিদর্ভরাজ-কন্যাং) পুনঃ পুনঃ (ভূয়শঃ) প্রশশংসুঃ (প্রশংসিতবন্তঃ জনাঃ ইতি শেষঃ)। দ্বৌ 'তু' শব্দৌ পক্ষদ্বয়ান্তরং সূচয়তঃ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তস্যাঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

সমীপে—অধিকরণে ৭মী। সমাঃ আপঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তস্মিন্। "দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্য অপ ঈৎ" এই সূত্রে আপ্ শব্দের "অ" স্থানে "ঈ" হইয়াছে।

নলম্—কর্মণি ২য়া। তু—অব্যয়।

প্রশশংসুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। প্র—শন্স্+লিট্ উস্। কর্তা 'জনাঃ' উহ্য।

কুতূহলাৎ—হেতৌ ৫মী।

নৈষধস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। সমীপে—অধিকরণে ৭মী।

তু—অব্যয়। দুইটি "তু" শব্দ দ্বারা পক্ষান্তর অর্থ বুঝাইতেছে।

দময়ন্তীম্—কর্মণি ২য়া। পুনঃপুনঃ—অব্যয়। ভৃশার্থে দ্বিরুক্তি।

বাচ্যান্তর। ……নলঃ প্রশশংসে (জনৈঃ)……। ……দময়ন্তী……।

অনুবাদ। (লোকেরা) তাঁহার (অর্থাৎ দময়ন্তীর) কাছে কৌতূহলবশতঃ বা আনন্দবশতঃ নলকে প্রশংসা করিত এবং নিষধরাজ নলের নিকট দময়ন্তীকে পুনঃপুনঃ (প্রশংসা করিত)।

Trans. (People) praised, out of gladness Nala in her presence and Damayanti in the presence of the king of Nisadha again and again.

তয়োরদৃষ্টঃ...........**হৃচ্ছয়ঃ** ॥ (শ্লোক ১৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তয়োঃ অদৃষ্টঃ কামঃ অভূৎ শৃণ্বতোঃ সততম্ গুণান্।
অন্যোন্যম্ প্রতি কৌন্তেয় সঃ ব্যবর্ধত হৃচ্ছয়ঃ ॥

সারাংশ। অনবরত প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দুইজনের মনে পরস্পরের প্রতি কামনার সঞ্চার হইয়া তাহা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

অন্বয়। সততং গুণান্ শৃণ্বতোঃ তয়োঃ অদৃষ্টঃ কামঃ অভূৎ ; হে কৌন্তেয় ! সঃ হৃচ্ছয়ঃ অন্যোন্যং প্রতি ব্যবর্ধত।

শব্দার্থ। সততং (অনবরত) গুণান্ (গুণসমূহের কথা) শৃণ্বতোঃ তয়োঃ (শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দুইজনের) অদৃষ্টঃ (অলক্ষিত ভাবে) কামঃ (কামনার সঞ্চার) অভূৎ (হইল); কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির)! সঃ (সেইভাবে অলক্ষিত) হৃচ্ছয়ঃ (কাম) অন্যোন্যং প্রতি (পরস্পরের প্রতি) ব্যবর্ধত (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল)।

সংস্কৃত অর্থ। সততং (নিরন্তরং) গুণান্ (গুণবর্ণনং) শৃণ্বতোঃ (আকর্ণয়তোঃ) তয়োঃ (নলদময়ন্ত্যোঃ) অদৃষ্টঃ (অপরিলক্ষিতা) কামঃ (লিপ্সা) অভূৎ (অভবৎ); কৌন্তেয় (ভোঃ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির)! সঃ (তথাসঞ্জাতঃ) হৃচ্ছয়ঃ (কামঃ) অন্যোন্যং (পরস্পরং) প্রতি ব্যবর্ধত (বৃদ্ধিং প্রাপ্নোৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত "নলদময়ন্তী সংবাদঃ" নামক পাঠ্যাংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। নল ও দময়ন্তী কিভাবে পরস্পরের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

লোকমুখে তাঁহারা দুইজনে প্রতিনিয়তই একে অপরের প্রশংসা বাক্য শুনিতে লাগিলেন। নিরন্তর প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের মন স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই অপরের দিকে আকর্ষিত হইয়া পড়িল। এই প্রকার পরস্পরাসক্তি

যে কোন্ সময়ে তাঁহাদের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারিলেন না। এইরূপে অলক্ষিতভাবে সঞ্জাত পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরাগ ক্রমেই তাঁহাদের মনে বাড়িতে লাগিল। গীতাতে শ্রীভগবান্ মনের এই প্রকার আবেগের কথাই বলিয়াছেন—কোনও বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতেই সেই বিষয়ে মানুষের মনে আসক্তি জন্মে, এবং সেই আসক্তি হইতেই কামের উদ্ভব হয়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। উদ্ধৃতঃ অয়ং শ্লোকঃ মহাভারতবনপর্বান্তর্গতাৎ "নল-দময়ন্তীসংবাদঃ" ইতি-নাম্নঃ পাঠ্যাংশাৎ। কথং নাম নলদময়ন্ত্যৌ ক্রমশঃ পরস্পরং প্রতি আকৃষ্টৌ বভূবতুঃ—তদেবাত্র বর্ণিতম্।

জনেভ্যঃ প্রতিনিয়তং পরস্পরয়োঃ গুণানুকীর্তনম্ আকর্ণয়তোঃ তয়োঃ নলদময়ন্ত্যোঃ মনসী স্বাভাবিক-নিয়মানুসারেণ এব পরস্পরং প্রতি আকৃষ্টে বভূবতুঃ। কদা বা তয়োঃ তাদৃশী পরমাসক্তিঃ অজায়ত ইতি তৌ বোদ্ধুম্ অপি নাশক্নুতাম্। এবম্ অলক্ষ্যরূপেণ এব সঞ্জাতঃ পরমঃ কামঃ তয়োঃ চিত্তমধ্যে ক্রমেণ বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। এতদেব হি উক্তং শ্রীভগবতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ—" ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তয়োঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

অদৃষ্টঃ—'কামঃ' পদের বিণ। ন দৃষ্টঃ (নঞ্-তৎ)। দৃশ্ + ক্ত = দৃষ্টঃ।

কামঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভূৎ'। অভূৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, ভূ + লুঙ্ দ।

শৃণ্বতোঃ—'তয়োঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। শ্রু + শতৃ, ৬ষ্ঠীর দ্বিবচন।

(সন্ধি—কামঃ + অভূৎ + শৃণ্বতোঃ। অকারের পরে বিসর্গ এবং তাহার পরে আবার অকার থাকিলে, আগের "অকার" ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া "ও"কার হয়, এবং পরের "অ"কার লুপ্ত হয় ;—এই লুপ্ত অকারের একটা চিহ্ন (ঽ) থাকে। ত্ বা দ্-এর পর 'শ' থাকিলে ত্ বা দ্-এর স্থানে চ্ এবং শ স্থানে ছ হয়।)

সততম্—ক্রিয়া-বিণে ২য়া। গুণান্—কর্মণি ২য়া।

অন্যোন্যম্—'প্রতি' যোগে ২য়া। অন্যঃ অন্যঃ—এই পারস্পরিক পদযুগলের সুপ্‌সুপা সমাস হয়। সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ না হইয়া তাহা থাকিয়াই যায়। তখন অন্যঃ + অন্য এইরূপ সাধারণ সন্ধির নিয়মানুসারে "অন্যোন্য" রূপ হয়। তাহার পর প্রয়োজন মত বিভক্তি যুক্ত হয়।

কৌন্তেয়—সম্বোধনে ১মা। কুন্তী+ঢক্। সঃ—'হৃচ্ছয়ঃ' পদের বিণ।

ব্যবর্দ্ধত—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'হৃচ্ছয়ঃ'। বি—বৃধ্+লঙ্ ত।

হৃচ্ছয়ঃ—কর্তরি ১মা। হৃদি শেতে যঃ (উপপদতৎ) সঃ। হৃদ্—শী+অন্।

বাচ্যান্তর। ....অদৃষ্টেন কামেন অভাবি।.........তেন হৃচ্ছয়েন ব্যবর্ধত।

অনুবাদ। সতত গুণানুকীর্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দুইজনের অলক্ষিত কাম জন্মিল; হে কুন্তীপুত্র! পরস্পরের প্রতি সেই কাম বাড়িতে লাগিল।

Trans.—As they heard incessantly about each other's virtues, an unperceptible desire grew in both of them. O son of Kunti ! that desire gradually grew stronger.

অশক্নুবন্......রহোগতঃ॥ (শ্লোক ১৮)।

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অশক্নুবন্ নলঃ কামম্ তদা ধারয়িতুম্ হৃদি।
অন্তঃপুরসমীপস্থে বনে আস্তে রহোগতঃ॥

সারাংশ। নল যখন সেই কামকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি উপবনে নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন।

অন্বয়। নলঃ তদা হৃদি কামং ধারয়িতুম্ অশক্নুবন্ অন্তঃপুর-সমীপস্থে বনে রহোগতঃ (সন্) আস্তে।

শব্দার্থ। নলঃ তদা (কাম বৃদ্ধি পাইলে নল) কামং (সেই কামকে) হৃদি (অন্তরে) ধারয়িতুম্ (ধারণ করিতে) অশক্নুবন্ (অসমর্থ হইয়া) অন্তঃপুর-সমীপস্থে (অন্তঃপুরের নিকটস্থ) বনে (উপবনে) রহোগতঃ (নির্জন স্থানে) আস্তে (থাকিতে লাগিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। নলঃ তদা (তস্মিন্ সময়ে) কামং হৃদি (মনসি) ধারয়িতুম্ (সোঢ়ুম্) অশক্নুবন্ (অসমর্থঃ সন্) অন্তঃপুরসমীপস্থে (অন্তঃপুরনিকটবর্তিনি) বনে (উপবনে) রহোগতঃ (নির্জনাবস্থিতঃ সন্) আস্তে (অতিষ্ঠৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অশক্নুবন্—'নলঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। নঞ্-শক্+শতৃ।

নলঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'আস্তে'।

কামম্—কর্মণি ২য়া। তদা—অব্যয়, তদ্+দা।

ধারয়িতুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া। ধৃ+স্বার্থে ণিচ্+তুমুন্।৯

হৃদি—অধিকরণে সপ্তমী।

অন্তঃপুরসমীপস্থে—'বনে' পদের বিণ। অন্তঃ স্থিতং পুরম্ (মধ্যপদলোপী কর্মধা); তস্য সমীপম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তত্র তিষ্ঠতি যৎ (উপপদতৎ) তস্মিন্। অন্তঃপুরসমীপ—স্থা+ক।

বনে—অধিকরণে ৭মী।

আস্তে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নলঃ'। আস্+লট্ তে। অতীত অর্থে বর্তমান প্রয়োগ।

রহোগতঃ—'নলঃ' পদের বিধেয় বিণ। রহঃ গতঃ (২য়াতৎ); 'রহস্' শব্দ অব্যয়। অর্থ 'নির্জন'। গম্+ক্ত=গত।

বাচ্যান্তর। নলেন……অশক্নুবতা……রহোগতেন (সতা) আস্যত।

অনুবাদ। নল তখন কাম হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃপুরের নিকটস্থ উপবনে নির্জনস্থিত হইয়া রহিলেন।

Trans.—Then, being unable to bear the impact of passion in his bosom, Nala remained in solitude in the garden adjoining the inner apartments.

স দদর্শ……জগ্রাহ পক্ষিণম্। (শ্লোক ১৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সঃ দদর্শ ততঃ হংসান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
বনে বিচরতাম্ তেষাম্ একম্ জগ্রাহ পক্ষিণম্॥

সারাংশ। তিনি উপবনে স্বর্ণভূষিত হংসদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের একটিকে ধরিলেন।

অন্বয়। ততঃ স জাতরূপপরিষ্কৃতান্ হংসান্ দদর্শ, বনে বিচরতাং তেষাং (সঃ) একং পক্ষিণং জগ্রাহ।

শব্দার্থ। ততঃ (অনন্তর) সঃ (তিনি, রাজা নল) জাতরূপপরিষ্কৃতান্ (সোনার পাখাযুক্ত) হংসান্ (হংসদিগকে) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন)। বনে (উপবনে, কাননে) বিচরতাং (বিচরণকারিগণের) তেষাং (তাহাদের, পক্ষীদের) একং (একটিকে) পক্ষিণং (পক্ষীকে, হংসকে) জগ্রাহ (ধরিলেন—রাজা নল)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (অথ) সঃ (নলঃ ইত্যর্থঃ) জাতরূপপরিষ্কৃতান্

(স্বর্ণভূষিতান্, সুবর্ণপক্ষান্ ইত্যর্থঃ) হংসান্ (মরালান্) দদর্শ (দৃষ্টবান্) বনে (অন্তঃপুরসমীপস্থে উপবনে ইতি শেষঃ) বিচরতাং (ভ্রমতাং) তেষাং (পক্ষিণাম্) একং পক্ষিণং (হংসমেকং) জগ্রাহ (ধৃতবান্ স নলঃ ইতি শেষঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া দদর্শ ও জগ্রাহ।

দদর্শ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সঃ'। দৃশ্ +লিট্ অ। ততঃ—অব্যয়।

হংসান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'দদর্শ' ক্রিয়ার কর্ম। হংস+২য়া বহুবঃ।

জাতরূপপরিষ্কৃতান্—'হংসান্' পদের বিশেষণ। জাতং রূপম্ অস্য=জাতরূপং (স্বর্ণম্)। তেন পরিষ্কৃতাঃ (তৃতীয়াতৎ), তান্। জাতরূপ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, অর্থ স্বর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ। পরি—কৃ+ক্ত=পরিষ্কৃত। পরি (ই-কার যুক্ত) উপসর্গ পূর্বে থাকায় পরিষ্কার শব্দে ষ হয়।

বনে—অধিকরণে সপ্তমী, এখানে বন অর্থ উপবন বা বাগান।

বিচরতাম্—'তেষাম্' পদের কৃদন্ত বিশেষণ। বি—চর্+শতৃ+পুং ষষ্ঠী বহুবচন।

তেষাম্—নির্ধারে ষষ্ঠী। বিকল্পে সপ্তমী 'তেষু' হইতে পারে।

একম্—'পক্ষিণম্' পদের বিশেষণ। পক্ষিণম্—কর্মণি দ্বিতীয়া।

জগ্রাহ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সঃ'। গ্রহ্ +লিট্ অ। গ্রহ্ ধাতুর রূপ গৃহ্ণাতি গৃহ্ণীতঃ গৃহ্ণন্তি। (লঙ্) অগৃহ্ণং, (লৃট্) গ্রহীষ্যতি।

বাচ্যান্তর। তেন দদৃশিরে……হংসাঃ জাতরূপপরিষ্কৃতাঃ……একঃ পক্ষী জগৃহে।

অনুবাদ। অনন্তর তিনি (অন্তঃপুরের উপবনে) সুবর্ণে ভূষিত বা স্বর্ণবর্ণ-পক্ষযুক্ত হংসদিগকে দেখিতে পাইলেন। এবং উপবনে বিচরণকারী সেই পক্ষি-গণের মধ্যে একটি পক্ষীকে ধরিলেন।

Trans. Then he saw a lot of swans with golden wings and of those birds roving in the garden he caught one.

ততোঽন্তরীক্ষগো……তব প্রিয়ম্। (শ্লোক ২০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ অন্তরীক্ষগঃ বাচম্ ব্যাজহার নলম্ তদা।
হন্তব্যঃ অস্মি ন তে রাজন্ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্॥

সারাংশ। হে রাজন্! আমায় মারিবেন না, আমি আপনার প্রিয় কার্য করিব।

অন্বয়। ততঃ অন্তরীক্ষগঃ তদা নলং বাচং ব্যাজহার, রাজন্! তে ন হন্তব্যঃ অস্মি, (তব) প্রিয়ম্ (করিষ্যামি)।

শব্দার্থ। ততঃ (অতঃপর) অন্তরীক্ষগঃ (পক্ষীটি) তদা (তখন) নলং (নলকে) বাচং (বাক্য, কথা—মনুষ্যভাষায়) ব্যাজহার (বলিল) রাজন্ (হে রাজন্) তে (আপনার) ন হন্তব্যঃ অস্মি (আমি হত্যার যোগ্য নহি, অর্থাৎ আমাকে হত্যা করিবেন না) তব (আপনার) প্রিয়ম্ (প্রিয়কার্য) করিষ্যামি (করিব)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (অথ) অন্তরীক্ষগঃ (খগঃ, বিহগঃ) তদা (তৎক্ষণং) নলং (রাজানম্) বাচং (বাক্যং মনুষ্যবাচা ইত্যর্থঃ) ব্যাজহার (উক্তবান্, অবদৎ) রাজন্ (হে নৃপ !) তে (তব) ন হন্তব্যঃ (ন ব্যাপাদনীয়ঃ) অস্মি (ভবামি যদ্বা অস্মি=অহম্)। তব (তে) প্রিয়ম্ (অভিলষিতং ক) করিষ্যামি (বিধাস্যামি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অন্তরীক্ষগঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ব্যাজহার'। অন্তরীক্ষম্ (আকাশং) গচ্ছতি ইতি অন্তরীক্ষ—গম্+ড (উপপদতৎ)। N. B. Text বইতে অন্তরীক্ষ বানানে ই-কার (অন্তরিক্ষ) ছাপা ভুল। ততঃ—অব্যয়।

বাচম্—ব্যাজহার ক্রিয়ার মুখ্য কর্মে দ্বিতীয়া, বচ্+ক্বিপ্+আপ্, বাচ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ—বাক্ বাচৌ বাচঃ, বাচম্ ইত্যাদি।

ব্যাজহার—দ্বিকর্মক সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অন্তরীক্ষগঃ'। বি-আ-হৃ+লিট্ অ। হৃ ধাতু—হরণ করা (হরতি), সম্+হৃ=সংহার করা (সংহরতি), প্র+হৃ =প্রহার করা (প্রহরতি), আ+হৃ=আহরণ করা (আহরতি), বি-আ+হৃ =বলা (ব্যাহরতি)। দ্বিকর্মক ধাতু দুই প্রকার, দুহাদি ও ন্যাদি। দুহ্, যাচ্ প্রভৃতিকে দুহাদি এবং নী, হৃ, কৃষ্ ও বহ্ এই ৪টি ধাতুকে ন্যাদি বলে। দ্বিকর্মক ধাতু অর্থ যে ক্রিয়ার ২টি কর্ম আছে। কর্তৃবাচ্যে দুহাদি ও ন্যাদি সকল ক্রিয়ারই মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম উভয় কর্মেই ২য়া বিভক্তি হইতে পারে। কিন্তু কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করিলে একটি কর্ম উদ্দেশ্য অর্থাৎ উক্ত হইবে। অর্থাৎ তাহাতে প্রথমা হইবে। এখন কোন্ কর্মটিকে প্রথমা করিতে হইবে

সে বিষয়ে যাহাতে গোলমাল না হয় সেজন্য ব্যাকরণে স্পষ্ট নিয়ম হইল যে ণ্যাদি (নী আদি) ধাতুর মুখ্য বা প্রধান কর্মে প্রথমা হইবে এবং দুহাদি (দুহ্ আদি) ধাতুর গৌণ বা অপ্রধান কর্মে প্রথমা হইবে। এখানে ব্যাজহার ক্রিয়া 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব ইহার মুখ্য কর্মে ১মা হইবে। অন্তরীক্ষগেণ নলং বাক্ ব্যাজহ্রে। যে কর্ম পদটি ২য়া ভিন্ন অন্য বিভক্তিযুক্তও হইতে পারে তাহা গৌণ কর্ম, কিন্তু যাহাতে ২য়া ভিন্ন বিভক্তি হয় না তাহা মুখ্য কর্ম।

নলম্—ব্যাজহার ক্রিয়ার গৌণ কর্মে দ্বিতীয়া। তদা—অব্যয়।

হন্তব্যঃ—উহ্য 'অহম্' পদের কৃদন্ত বিশেষণ। হন্+তব্য (কর্মবাচ্যে)+ পুং ১মা ১বচন। কর্তা 'ত্বয়া' উহ্য।

অস্মি—ক্রিয়াপদ, কর্তা অহম্ উহ্য, অস্+লট্ মি। অথবা অস্মি=অহম্ (অব্যয়)। ন—অব্যয়।

তে—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী, কৃদন্ত পদ হন্তব্যঃ। রাজন্—সম্বোধন।

করিষ্যামি—ক্রিয়াপদ, কর্তা অহম্ উহ্য। কৃ+লৃট্ স্যামি।

তব—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'প্রিয়ম্' পদের সহিত সম্বন্ধ। বিকল্প=তে।

প্রিয়ম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'করিষ্যামি' ক্রিয়ার কর্ম। প্রী+ক।

বাচ্যান্তর। ততঃ অন্তরীক্ষগেণ ব্যাজহ্রে নলং বাক্······হন্তব্যেন ভূয়তে (ময়া)······করিষ্যতে প্রিয়ম্ (১মা)।

অনুবাদ। তাহার পর অন্তরীক্ষচারী অর্থাৎ আকাশচারী (পক্ষী) নলকে এই বাক্য বলিল—'হে রাজন্! আমাকে মারিবেন না, আমি আপনার প্রিয় কার্য করিব।

Trans. Thereupon that sky-roving one i.e., the bird spoke unto Nala, 'O king! It does not behove you to kill me. I will render some good to you.

দময়ন্তীসকাশে······কর্হিচিৎ। (শ্লোক ২১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। দময়ন্তীসকাশে ত্বাম্ কথয়িষ্যামি নৈষধ।
যথা ত্বদন্যম্ পুরুষম্ ন সা মংস্যতি কর্হিচিৎ॥

সারাংশ। দময়ন্তীর নিকট আপনার কথা এমন ভাবে বলিব যে তিনি আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও মনে স্থান দিবেন না।

অন্বয়। হে নৈষধ! ত্বাং দময়ন্তীসকাশে তথা কথয়িষ্যামি, যথা সা ত্বদন্যং পুরুষং কর্হিচিৎ ন মংস্যতি।

শব্দার্থ। হে নৈষধ (হে নিষধরাজ !) ত্বাং (আপনাকে অর্থাৎ আপনার কথা) দময়ন্তীসকাশে (দময়ন্তীর নিকট) তথা কথয়িষ্যামি (সেইরূপ ভাবে বলিব) যথা (যাহাতে) সা (তিনি) ত্বদন্যং (আপনি ছাড়া অন্য কোনও) পুরুষং (পুরুষকে) কর্হিচিৎ (কখনও) ন মংস্যতি (মনে স্থান দিবেন না)।

সংস্কৃত অর্থ। হে নৈষধ (ভো নিষধরাজ !) ত্বাং (ভবন্তং) দময়ন্তী-সকাশে (দময়ন্ত্যাঃ অগ্রতঃ) তথা (তাদৃশং) কথয়িষ্যামি (বর্ণয়িষ্যামি) যথা (যেন প্রকারেণ) সা (দময়ন্তী) ত্বদন্যং (ত্বদ্ভিন্নং) পুরুষং (নরং) কর্হিচিৎ (কদাপি) ন মংস্যতি (চিন্তয়িষ্যতি, নির্বাচয়িষ্যতি স্বামিরূপেণ ইত্যর্থঃ)।

সংস্কৃত ভাবার্থ। খগঃ নলং কথয়তি, চেৎ ভবান্ মাং ন হন্যাৎ তদা অহমপি ভবতঃ প্রিয়কার্যং করিষ্যামি ইতি। দময়ন্তীসকাশে ভবতঃ প্রশংসাপূর্ণবাক্যং তেন প্রকারেণ বর্ণয়িষ্যামি যথা সা ভবন্তমেব পতিরূপেণ নির্বাচয়িষ্যতি নান্যমেব ইতি। সঃ বিহগঃ হংসদূতঃ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ।

বাঙ্গালা ভাবার্থ। রাজা নল হংসটিকে ধরিলে হংস রাজার নিকট প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তবে সে ইহাও বলিল যে যদি নল তাহাকে হত্যা না করে তাহা হইলে সে নলের একান্ত প্রিয় কার্য করিয়া দিবে। নল যে দময়ন্তীর চিন্তায় বিভোর এবং তাহাকে পাইবার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব তাহা ওই হংসের সুপরিজ্ঞাত ; তাই সে বলিল যে সে দময়ন্তীর নিকট নলের কথা এরূপ প্রশংসাপূর্ণবাক্যে বলিবে যে দময়ন্তী তাহাকে ছাড়া আর অন্য কোনও পুরুষকে মনে স্থান দিবে না। অর্থাৎ নলকেই স্বামীরূপে বরণ করিবে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে এইভাবে হংসদূত হইয়া কার্য করিবে, ইহাই তাহার বক্তব্য।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দময়ন্তীসকাশে—অধিকরণে সপ্তমী। দময়ন্ত্যাঃ সকাশং (ষষ্ঠীতৎ) ; তস্মিন্।

ত্বাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। 'কথয়িষ্যামি' ক্রিয়ার কর্ম।

কথয়িষ্যামি—সমাপিকা ক্রিয়াপদ, কর্তা 'অহম্' উহ্য। কথি+লৃট্ স্যামি। কথি ধাতু চুরাদিগণীয়, রূপ—কথয়তি, কথয়তঃ, কথয়ন্তি ইত্যাদি।

নৈষধ—সম্বোধন পদ। নিষধানাং রাজা (ষষ্ঠীতৎ) ; নিষধ+অণ্।

ত্বদন্যম্—'পুরুষম্' পদের বিশেষণ, ত্বত্তঃ অন্যঃ (পঞ্চমীতৎ) ; তম্।

যথা, ন—অব্যয়।

পুরুষম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। সা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'মংস্যতি'।

মংস্যতি—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সা'। মন্+লৃট্ স্যতি। N.B. মংস্যতি পদ আর্ষপ্রয়োগ, অর্থাৎ মহাকবি প্রয়োগ। মন্ ধাতু আত্মনেপদী। ব্যাকরণ-সম্মত পদ=মংস্যতে।

কর্হিচিৎ—অব্যয়। কিম্+র্হিল্+চিৎ=কর্হিচিৎ। অর্থ 'কখনও'।

বাচ্যান্তর। …ত্বং……কথয়িষ্যসে……ত্বদন্যঃ পুরুষঃ তয়া……মংস্যতে।

অনুবাদ। "হে নিষধরাজ! আমি দময়ন্তীর নিকট আপনার কথা এমন-ভাবে বলিব যাহাতে তিনি আপনাকে ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে কখনও মনে স্থান দিবেন না; অর্থাৎ আপনাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না।"

Trans. 'O prince of Nisadha! I shall speak of you before Damayanti, in such a way, that she will never mind to have any one else (for her husband) but you.'

এবমুক্তস্ততো……বিদর্ভানগমংস্ততঃ। (শ্লোক ২২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। এবম্ উক্তঃ ততঃ হংসম্ উৎসসর্জ মহীপতিঃ।
তে তু হংসাঃ সমুৎপত্য বিদর্ভান্ অগমন্ ততঃ॥

সারাংশ। এ কথা শুনিয়া রাজা হংসটিকে ছাড়িয়া দিলেন। হংসগুলি বিদর্ভ দেশে উড়িয়া গেল।

অন্বয়। ততঃ মহীপতিঃ এবম্ উক্তঃ হংসম্ উৎসসর্জ। তে হংসাঃ তু ততঃ সমুৎপত্য বিদর্ভান্ অগমন্।

শব্দার্থ। ততঃ (অতঃপর) মহীপতিঃ (রাজা নল) এবম্ উক্তঃ (এইরূপে কথিত হইয়া) হংসম্ (হংসটিকে) উৎসসর্জ (মুক্ত করিলেন, ছাড়িয়া দিলেন)। তে হংসাঃ (সেই হংসগুলি) তু ততঃ (অতঃপর সেখান হইতে) সমুৎপত্য (উর্ধ্বে উড়িয়া গিয়া) বিদর্ভান্ (বিদর্ভদেশে) অগমন (গমন করিল)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (অতঃ) মহীপতিঃ (রাজা নলঃ) এবম্ (ইতি) উক্তঃ (কথিতঃ সন্) হংসং (মরালম্) উৎসসর্জ (বিসৃষ্টবান্, মুমোচ)। তে তু হংসাঃ (তে মরালাঃ অপি) ততঃ (তস্মাৎ স্থানাৎ) সমুৎপত্য (উড্ডীয়) বিদর্ভান্ (বিদর্ভদেশম্, দ্রৌপদীসকাশমিত্যর্থঃ) অগমন্ (গতবন্তঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

উক্তঃ—'মহীপতিঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। ব্রূ+ক্ত কর্মণি। এবম্—অব্যয়।

হংসম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'উৎসসর্জ' ক্রিয়ার কর্ম। ততঃ—অব্যয়।

উৎসসর্জ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'মহীপতিঃ'। উৎ-সৃজ্ +লিট্ অ। সৃজ্ ধাতুর রূপ—সৃজতি, (লৃট্) স্রক্ষ্যতি, (লঙ্) অসৃজৎ, (লিট্) সসর্জ। Nouns—সৃষ্টিঃ, সর্জনম্, বিসর্গঃ, উৎসর্গঃ।

মহীপতিঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'উৎসসর্জ'। মহ্যাঃ পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ)। মহীপতি শব্দের রূপ মুনি শব্দের মত।

তে—'হংসাঃ' পদের বিশেষণ। তু—অব্যয়, বাক্যালংকার।

হংসাঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অগমন্'। রাজা একটি হংসকে ধরিলেও অন্য হংসগুলি তাহাদের সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সমুৎপত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'হংসাঃ'। সম্-উৎ-পত্ +ল্যপ্।

বিদর্ভান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'অগমন্' ক্রিয়ার কর্ম। গমনার্থক ধাতুর যোগে গন্তব্যস্থান কর্ম হয়। দেশের নাম বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য বিদর্ভান্ হইল (বিদর্ভম্ নহে)। বিদর্ভ দময়ন্তীর পিতার রাজ্য।

অগমন্—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'হংসাঃ'। গম্+লঙ্ অন্ (প্রথম পুরুষ বহুবচন)। ততঃ—অব্যয়, অপাদান, তস্মাৎ স্থানাৎ অর্থে।

বাচ্যান্তর। …উক্তেন হংসঃ উৎসসৃজে মহীপতিনা, তৈঃ হংসৈঃ বিদর্ভাঃ অগম্যন্ত।

অনুবাদ। অতঃপর (হংসের দ্বারা) এইরূপ কথিত হইয়া রাজা হংসটিকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই হংসগণ তখন সেখান হইতে উড়িয়া গিয়া বিদর্ভদেশে গমন করিল।

Trans. Thus spoken the king let the swan go and the swans, too, flew from there and betook themselves to the country of Bidarbha.

বিদর্ভনগরীং……তান্ খগান্। (শ্লোক ২৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। বিদর্ভনগরীম্ গত্বা দময়ন্ত্যাঃ তদা অন্তিকে।
নিপেতুঃ তে গরুত্মন্তঃ সা দদর্শ চ তান্ খগান্॥

সারাংশ। হংসগণ বিদর্ভ নগরে গিয়া দময়ন্তীর নিকটে অবতরণ করিলে, দময়ন্তী তাহাদের দেখিতে পাইলেন।

অন্বয়। তে গরুত্মন্তঃ বিদর্ভনগরীং গত্বা তদা দময়ন্ত্যাঃ অন্তিকে নিপেতুঃ। সা চ তান্ খগান্ দদর্শ।

শব্দার্থ। তে গরুত্মন্তঃ (সেই পক্ষিগণ) বিদর্ভনগরীং (বিদর্ভনগরীতে) গত্বা (যাইয়া) তদা (অতঃপর) দময়ন্ত্যাঃ (দময়ন্তীর) অন্তিকে (নিকটে) নিপেতুঃ (অবতরণ করিল)। সা চ (তিনিও) তান্ খগান্ (সেই পক্ষিগণকে) দদর্শ (দেখিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তে (পূর্বোক্তাঃ) গরুত্মন্তঃ (পতত্রিণঃ, হংসাঃ ইত্যর্থঃ) বিদর্ভনগরীং (বিদর্ভপুরীং, দময়ন্ত্যাঃ পিতুঃ ভীমরাজস্য রাজধানীম্ ইত্যর্থঃ) গত্বা (যাত্বা) তদা (তস্মিন্ কালে) দময়ন্ত্যাঃ (বৈদর্ভ্যাঃ) অন্তিকে (সকাশে) নিপেতুঃ (নিপতিতবন্তঃ)। সা চ (দময়ন্তী চ) তান্ খগান্ (তান্ বিহগান্, হংসান্) দদর্শ (দৃষ্টবতী)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বিদর্ভনগরীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'গত্বা' ক্রিয়ার কর্ম। বিদর্ভনাম নগরী (মধ্যপদলোপী কর্মধা) ; তাম্। দেশের নামের সহিত দেশ, বিষয়, নগর, পুরী প্রভৃতি যুক্ত থাকিলে একবচনেই প্রয়োগ হয় ; কিন্তু শুধু নামটি উল্লিখিত হইলে বহুবচন হয় (বিদর্ভান্)।

গত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'গরুত্মন্তঃ'। গম্+ক্ত্বাচ্।

দময়ন্ত্যাঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'অন্তিকে' পদের সহিত সম্বন্ধ। তদা—অব্যয়।

অন্তিকে—অধিকরণে সপ্তমী। অন্তিক—নিকট।

নিপেতুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'গরুত্মন্তঃ'। নি-পত্+লিট্ উস্ (১ম পুরুষ বহুবঃ)।

তে—'গরুত্মন্তঃ' পদের বিশেষণ।

গরুত্মন্তঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'নিপেতুঃ'। গরুৎ (=পাখা)+মতুপ্ (অস্তি অর্থে)=গরুত্মৎ। গরুত্মান্ যবাদির (যবমান) অন্তর্গত বলিয়া বতুপ্ না হইয়া মতুপ্ হইয়াছে। গরুত্মৎ শব্দের রূপ—গরুত্মান্ গরুত্মন্তৌ গরুত্মন্তঃ।

সা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া দদর্শ।

দদর্শ—সমাপিকা ক্রিয়া, দৃশ্+লিট্ অ। চ—অব্যয়।

তান্—'খগান্' পদের বিণ। খগান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া দদর্শ।

বাচ্যান্তর। ···নিপেতে তৈঃ গরুত্মদ্ভিঃ···তয়া দদৃশিরে তে খগাঃ।

অনুবাদ। অতঃপর সেই পক্ষিগণ বিদর্ভনগরে যাইয়া দময়ন্তীর নিকটে অবতরণ করিল। তিনিও সেই পক্ষীদিগকে দেখিতে পাইলেন।

Trans. Then those birds having reached the city of Bidarbha alighted near Damayanti. She too saw the birds.

সা তানদ্ভুতরূপান্……উপচক্রমে। (শ্লোক ২৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সা তান্ অদ্ভুতরূপান্ বৈ দৃষ্ট্বা সখিগণাবৃতা।
হৃষ্টা গ্রহীতুম্ খগমান্ ত্বরমাণা উপচক্রমে।

সারাংশ। সেই অদ্ভুত পক্ষিগণকে দেখিয়া সখিগণের সহিত দময়ন্তী হৃষ্টা হইয়া তাহাদের ধরিতে গেলেন।

অন্বয়। সখিগণাবৃতা সা বৈ অদ্ভুতরূপান্ তান্ খগমান্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টা ত্বরমাণা সতী গ্রহীতুম্ উপচক্রমে।

শব্দার্থ। সখিগণাবৃতা (সখিগণ পরিবেষ্টিতা) সা (তিনি, দময়ন্তী) বৈ, অদ্ভুতরূপান্ (অদ্ভুত রূপের, স্বর্ণময় বা স্বর্ণবর্ণ পক্ষ যুক্ত) তান্ খগমান্ (সেই পক্ষিগণকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষ্টা (আনন্দিত হইয়া) ত্বরমাণা (তাড়াতাড়ি করিয়া) গ্রহীতুম্ (ধরিতে) উপচক্রমে (উদ্যত হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সখিগণাবৃতা (সহচরীবৃন্দবেষ্টিতা) সা (দময়ন্তী) বৈ, অদ্ভুতরূপান্ (আশ্চর্যাকৃতীন্) তান্ (পূর্বোক্তান্) খগমান্ (বিহগান্) দৃষ্ট্বা (আলোক্য) হৃষ্টা (আনন্দিতা সতী) গ্রহীতুম্ (ধর্তুম্) উপচক্রমে (চেষ্টিতবতী)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'উপচক্রমে'। তান্—খগমান্ পদের বিণ।

অদ্ভুতরূপান্—খগমান্ পদের বিণ। অদ্ভুতং রূপং যেষাং তে (বহুব্রী) তান্।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, দৃশ্ + ক্ত্বাচ্। বৈ—অব্যয়, বাক্যালংকার।

সখিগণাবৃতা—সা পদের বিশেষণ। সখীনাম্ গণাঃ (ষষ্ঠীতৎ); তৈঃ আবৃতা (তৃতীয়া তৎ)। আবৃতা = আ-বৃ + ক্ত + স্ত্রিয়াম্ আপ্।

হৃষ্টা—'সা' পদের বিধেয় বিণ। হৃষ্ + ক্ত + স্ত্রিয়াম্ আপ্। হৃষ্ ধাতুর রূপ—হৃষ্যতি হৃষ্যতঃ হৃষ্যন্তি। (লিট্) জহর্ষ, (লৃট্) হর্ষিষ্যতি।

গ্রহীতুম্—তুমন্ত অব্যয় বা অসমাপিকা ক্রিয়া। গ্রহ্ + তুম্।

খগমান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'গ্রহীতুম্' ক্রিয়ার কর্ম। খে (= আকাশে)

গচ্ছতি ইতি খ-গম্+ড (উপপদতৎ)। ইহা আর্ষপ্রয়োগ। ব্যাকরণসম্মত পদ খগান্।

ত্বরমাণা—সা পদের বিধেয় বিণ। ত্বর্+কর্তরি শানচ্+আপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)।

উপচক্রমে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সা', উপ-ক্রম্+লিট্ এ।

বাচ্যান্তর। তয়া সখিগণাবৃতয়া····· হৃষ্টয়া ত্বরমাণয়া···উপচক্র্যমে।

অনুবাদ। সখিগণে বেষ্টিতা তিনি সেই সকল অদ্ভুতরূপ আকাশচর পক্ষিগণকে দেখিয়া হৃষ্টা হইলেন এবং ত্বরান্বিতা হইয়া উহাদিগকে ধরিতে গেলেন।

Trans She (Damayanti) surrounded by her band of band-maids having seen those birds of exceeding beauty was delighted at heart and tried to catch those rovers of the sky in haste.

অথ হংসাঃ········ সমুপাদ্রবন্॥ (শ্লোক ২৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ হংসাঃ বিসস্পৃঃ সর্বতঃ প্রমদাবনে।
এবৈককশঃ তদা কন্যাঃ তান্ হংসান্ সমুপাদ্রবন্॥

সারাংশ। তখন হংসগুলি সেই উপবনে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এক একজন কন্যা এক একটি হংসের পিছনে ছুটিলেন।

অন্বয়। অথ হংসাঃ প্রমদাবনে সর্বতঃ বিসস্পৃঃ। তদা কন্যাঃ একৈকশঃ তান্ হংসান্ সমুপাদ্রবন্।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) হংসাঃ (হংসগুলি) প্রমদাবনে (নারীগণের উপবনে) সর্বতঃ (সব জায়গায়) বিসস্পৃঃ (ছড়াইয়া পড়িল); তদা (তখন) কন্যাঃ (কুমারীগণ) একৈকশঃ (এক একজন করিয়া) তান্ হংসান্ (সেই হংসদের) সমুপাদ্রবন্ (পিছনে ছুটিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরং) হংসাঃ (মরালাঃ) প্রমদাবনে (রমণীনাম্ উপবনে) সর্বতঃ (সর্বস্থানেষু) বিসস্পৃঃ (বিকীর্ণাঃ বভূবুঃ)। তদা (তৎকালে) কন্যাঃ (তাঃ কুমার্যঃ) একৈকশঃ (একা কন্যা একং হংসম্ ইতি ক্রমেণ) তান্ (তথা বিকীর্ণান্) হংসান্ (বিহগান্) সমুপাদ্রবন্ (অন্বধাবন্)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

হংসাঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'বিসস্পৃঃ'। অথ—অব্যয়।

বিসস্পৃঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। বি-স্পৃ +লিট্ উস্ (১ম পুঃ বহুবচন)।

সর্বতঃ—অব্যয়, সর্ব+তস্।

প্রমদাবনে—অধিকরণ বিবক্ষয়া ৭মী। 'অভি পরিসবোভৈয়স্তসন্তেঃ' এই সূত্রানুসারে 'সর্বতঃ' যোগে ২য়া হওয়াই উচিত ছিল। প্রমদানাং বনং (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মিন্।

একৈকশঃ—অব্যয়, একৈকা+চশস্। একা চ একা চ (দ্বন্দ্ব)।

কন্যাঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'সমুপাদ্রবন্'। তদা—অব্যয়।

তান্—'হংসান্' পদের বিণ। হংসান্—কর্মণি ২য়া।

সমুপাদ্রবন্—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'কন্যা', সম্-উপ-দ্রু+লঙ্ অন্।

বাচ্যান্তর। ....হংসৈঃ...বিসস্পে। কন্যাভিঃ...তে হংসাঃ সমুপাদ্রব্যন্ত।

অনুবাদ। তখন হংসগণ প্রমদাবনে অর্থাৎ রমণীদের উপবনে সর্বস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কন্যাগণ তখন এক একজন করিয়া সেই হংসদের এক একটির অনুধাবন করিলেন।

Trans. Then the swans scattered all over in that ladies' garden ; and the girls ran after those swans, each following one.

দময়ন্তী তু.........দময়ন্তীমথাব্রবীৎ (শ্লোক ২৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। দময়ন্তী তু যম্ হংসম্ সমুপাধাবৎ অন্তিকে।
সঃ মানুষীম্ গিরম্ কৃত্বা দময়ন্তীম্ অথ অব্রবীৎ ॥

সারাংশ। দময়ন্তী যে হংসটির নিকটে গেলেন সেটি মনুষ্য ভাষায় দময়ন্তীকে বলিল।

অন্বয়। দময়ন্তী তু যং হংসম্ অন্তিকে সমুপাধাবৎ, স মানুষীং গিরং কৃত্বা অথ দময়ন্তীম্ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ। দময়ন্তী তু (কিন্তু দময়ন্তী) যং হংসং (যে হংসটির) অন্তিকে (নিকটে) সমুপাধাবৎ (দৌড়াইয়া গেলেন) সঃ (সেই হংসটি) মানুষীং গিরং (মানুষের কথা অর্থাৎ ভাষা) কৃত্বা (উচ্চারণ করিয়া, কথা বলিয়া) অথ (অতঃপর) দময়ন্তীম্ (দময়ন্তীকে) অব্রবীৎ (বলিল)।

সংস্কৃত অর্থ। দময়ন্তী তু (বৈদর্ভী) যং হংসং (যং মরালং, যস্য হংসস্য ইত্যর্থঃ) অন্তিকে (সন্নিধৌ, অন্তিকে ভূত্বা বা) সমুপাধাবৎ (প্রক্রতা) সঃ (স হংসঃ) মানুষীং (মানবীং) গিরং (বাচং) কৃত্বা (উচ্চার্য) অথ, দময়ন্তীম্ (বৈদর্ভীম্) অব্রবীৎ (উবাচ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দময়ন্তী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'সমুপাধাবৎ'। তু—অব্যয়।

যম্—'হংসম্' পদের বিণ। হংসম্—কর্মণি দ্বিতীয়া।

সমুপাধাবৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'দময়ন্তী'। সম্—উপ-ধাব্ + লঙ্ দ্।

অন্তিকে—অধিকরণে সপ্তমী, ক্রিয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া অব্রবীৎ।

মানুষীম্—'গিরম্' পদের বিশেষণ। মানুষ + ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

গিরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। 'কৃত্বা' ক্রিয়ার কর্ম। গির্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থ বাক্য, কথা। রূপ—গীঃ গিরৌ গিরঃ ইত্যাদি।

কৃত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। কৃ + ক্ত্বাচ্।

দময়ন্তীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'অব্রবীৎ' ক্রিয়ার কর্ম। অথ—অব্যয়।

অব্রবীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা সঃ। ব্রূ + লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর। দময়ন্ত্যা তু যঃ হংসঃ......সমুপাধাব্যত তেন...দময়ন্তী ঔচ্যত।

অনুবাদ। কিন্তু দময়ন্তী যে হংসটির নিকটে দৌড়াইয়া যাইলেন সেই হংসটি মানুষের ভাষা উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ মানুষের ভাষায় কথা বলিয়া দময়ন্তীকে বলিল।

Trans But the swan, which Damayanti ran close up to, took a human voice and spoke thereupon to her (as follows).

দময়ন্তি নলো নাম......মানুষাঃ (শ্লোক ২৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। দময়ন্তি ! নলঃ নাম নিষুধেষু মহীপতিঃ।
অশ্বিনোঃ সদৃশঃ রূপে ন সমাঃ তস্য মানুষাঃ॥

সারাংশ। হে দময়ন্তি ! নিষেধদেশের রাজা নলের সমান রূপবান্ মানুষ নেই।

অন্বয়। হে দময়ন্তি! নিষধেষু রূপে অশ্বিনোঃ সদৃশঃ নলঃ নাম মহীপতিঃ (অস্তি)। মানুষাঃ তস্য সমাঃ ন।

শব্দার্থ। হে দময়ন্তি (অয়ি দময়ন্তি!) নিষধেষু (নিষধদেশে) রূপে (রূপেতে) অশ্বিনোঃ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের) সদৃশঃ (সমান) নলঃ নাম (নল নামে) মহীপতিঃ (রাজা আছেন)। মানুষাঃ (মানুষেরা) তস্য (তাঁহার) সমাঃ ন (সমান রূপবান্ নহে)।

সংস্কৃত অর্থ। হে দময়ন্তি! (ভোঃ বিদর্ভরাজনন্দিনি!) নিষধেষু (নিষধদেশে) রূপে (সৌন্দর্যে) অশ্বিনোঃ (অশ্বিনীকুমারয়োঃ) সদৃশঃ (তুল্যঃ) নলঃ নাম (নলাখ্যঃ) মহীপতিঃ (রাজা অস্তি)। মানুষাঃ (মানবাঃ) তস্য (নলস্য) সমাঃ (তুল্যাঃ) ন (ন ভবন্তি ইতি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দময়ন্তি—সম্বোধন পদ। ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে ই-কারান্ত হয়।

নলঃ—'নাম' অব্যয়যোগে প্রথমা, বা মহীপতিঃ পদের বিশেষণ।

নিষধেষু—অধিকরণে সপ্তমী। নাম—অব্যয়।

মহীপতিঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অস্তি' উহ্য। মহ্যাঃ পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

অশ্বিনোঃ—তুল্যার্থক 'সদৃশঃ' শব্দযোগে ষষ্ঠী। বিকল্পে তৃতীয়া=অশ্বিভ্যাম্। তুল্যার্থক তুলা, সদৃশ, সম ইত্যাদি শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া হয়। কিন্তু 'তুলা' ও 'উপমা' শব্দের যোগে মাত্র ষষ্ঠী হয়, তৃতীয়া হয় না। অতএব কৃষ্ণস্য বা কৃষ্ণেণ সদৃশঃ, সমঃ, তুল্যঃ হইতে পারে; কিন্তু 'কৃষ্ণস্য' তুলা বা উপমা নাস্তি হইবে। 'কৃষ্ণেণ' তুলা বা উপমা হইবে না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বারূপিণী সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে সূর্যের যমজ পুত্র। সেজন্য মাত্র দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়। ইহারা দেবচিকিৎসক। রূপের খ্যাতি কিন্তু ইহাদের আর কোথাও বিশেষ নাই।

সদৃশঃ—'নলঃ' পদের বিধেয়। সমান—দৃশ্ ক্যঞ্।

রূপে—অধিকরণে সপ্তমী। ন—অব্যয়।

সমাঃ—'মানুষাঃ' পদের বিণ। তস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

মানুষাঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবন্তি' উহ্য।

বাচ্যান্তর। …সদৃশেন নলেন…মহীপতিনা (ভূয়তে)। মানুষৈঃ…… সমৈঃ ন (ভূয়তে)।

অনুবাদ। 'হে দময়ন্তি! নিষধদেশে নল নামে রাজা আছেন। তিনি সৌন্দর্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সমান। তাঁহার তুল্য আর কোনও মানুষ নাই।

Trans. 'Oh Damayanti! There is a king named Nala in the country of Nisadha. He is in beauty like the Asvins and has no equal amongst men.

কন্দর্প ইব ....স্বয়ম্। (শ্লোক ২৮ প্রথমার্ধ)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। কন্দর্পঃ ইব রূপেণ মূর্তিমান্ অভবৎ স্বয়ম্।

অন্বয়। রূপেণ স্বয়ম্ মূর্তিমান্ কন্দর্পঃ ইব অভবৎ।

শব্দার্থ। রূপেণ (রূপেতে) স্বয়ং মূর্তিমান্ (মূর্তিপরিগ্রহকারী স্বয়ং) কন্দর্পঃ ইবঃ (কন্দর্পের ন্যায়) অভবৎ (ছিলেন, আছেন)।'

সংস্কৃত অর্থ। রূপেণ (সৌন্দর্যেণ) স্বয়ম্ মূর্তিমান্ (মূর্তিগ্রাহী স্বয়ং) কন্দর্পঃ ইব (অনঙ্গদেবঃ ইব) অভবৎ (আসীৎ, ভবতি ইত্যর্থঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কন্দর্পঃ—উহ্য নলঃ পদের উপমান কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অভবৎ'। কন্দর্প হইলেন প্রেমের দেবতা। রূপে ইনি অদ্বিতীয়।

রূপেণ—করণে তৃতীয়া বা হেত্বর্থে তৃতীয়া। ইব—অব্যয়।

মূর্তিমান্—কন্দর্পঃ পদের বিণ। মূর্তি+মতুপ্+১মা ১বচন।

অভবৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা নলঃ ও কন্দর্পঃ। ভূ+লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর। ...মূর্তিমতা কন্দর্পেণ অভূয়ত।

অনুবাদ। রূপেতে তিনি মূর্তিপরিগ্রহকারী স্বয়ং কন্দর্পদেব।

Trans. He is like Apolo personified in beauty.

তস্য বৈ যদি.........সুমধ্যমে। (শ্লোক ২৮-২৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তস্য বৈ যদি ভার্যা ত্বম্ ভবেথাঃ বরবর্ণিনি।
সফলম্ তে ভবেৎ জন্ম রূপম্ চ ইদম্ সুমধ্যমে॥

সারাংশ। তুমি যদি তাঁহার স্ত্রী হইতে পার তবেই তোমার এই রূপ-যৌবন সার্থক।

অন্বয়। হে বরবর্ণিনি! সুমধ্যমে! যদি ত্বং তস্য বৈ ভার্যা ভবেথাঃ তে জন্ম ইদং রূপঞ্চ সফলং ভবেৎ।

শব্দার্থ। হে বরবর্ণিনি (হে শ্রেষ্ঠ বর্ণশালিনি!) সুমধ্যমে (হে ক্ষীণ-কটিযুক্ত নারি!) যদি ত্বং (যদি তুমি) তস্য বৈ (তাঁহার) ভার্যা (স্ত্রী) ভবেথাঃ (হইতে পার) তে (তোমার) জন্ম (জন্মলাভ) ইদং রূপঞ্চ (এবং এই রূপ) সফলং ভবেৎ (সফল হয়)।

সংস্কৃত অর্থ। হে বরবর্ণিনি (হে প্রশস্তবর্ণশালিনি!) সুমধ্যমে (বরারোহে!) যদি (চেৎ) ত্বং (ভবতী) তস্য (নলস্য) বৈ ভার্যা (স্ত্রী) ভবেথাঃ (স্যাঃ, ভবেঃ ইত্যর্থঃ) তে (তব) জন্ম (ইহ জগতি উৎপত্তিঃ) ইদম্ (এতৎ) রূপং চ (সৌন্দর্যং চ) সফলং (সার্থকং) ভবেৎ (স্যাৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'ভার্যা' পদের সহিত সম্বন্ধ। বৈ, যদি—অব্যয়।

ভার্যা—'ত্বম্' পদের বিধেয়। ভৃ+ণ্যৎ+আপ্।

ত্বম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবেথাঃ'।

ভবেথাঃ—ক্রিয়াপদ, ভূ+ঈথাস (আত্মনেপদের বিধিলিঙ্ মধ্যমপুরুষ ১বচন)। ইহা আর্ষ প্রয়োগ, ভূ ধাতু পরস্মৈপদী। সেজন্য ভবেথাঃ হইবে না, ভবেঃ হইবে।

বরবর্ণিনি—সম্বোধন পদ। বরঃ (শ্রেষ্ঠ) বর্ণঃ (কর্মধা)। বরবর্ণ অস্তি অস্যাঃ ইতি বরবর্ণ+ইন্+ঈপ্ (স্ত্রিয়াম্)+সম্বোধন।

সফলম্—'জন্ম' ও 'রূপম্' পদের বিধেয় বিণ। ফলেন সহ বর্তমানম্ (সহার্থ বহুব্রী)। তে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, বিকল্পে 'তব'।

ভবেৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা জন্ম ও রূপম্ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে)। ভূ+বিধিলিঙ্ যাৎ (প্রথম পুরুষ ১ বচন)।

জন্ম—কর্তরি প্রথমা। রূপম্—কর্তরি প্রথমা।

ইদম্—'রূপম্' পদের বিশেষণ। চ—অব্যয়।

সুমধ্যমে—সম্বোধন পদ। সু মধ্যমঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রী), তৎসম্বোধনে। মধ্যম=শরীরের মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ বা কোমর। সুন্দর কটি বলিতে সরু বা ক্ষীণ কোমর বোঝায়। ইহা সর্বযুগেই সৌন্দর্যের পরিচায়ক।

বাচ্যান্তর। …ত্বয়া…ভার্যয়া ভূয়েত …জন্মনা অনেন রূপেণ চ সফলেন ভূয়েত।

অনুবাদ। 'হে শোভন বর্ণশালিনি! হে ক্ষীণকটি! যদি তুমি তাঁহার স্ত্রী হইতে পার তবেই তোমার জন্ম ও এই রূপ সফল হয়।

Trans. 'O lady of fair complexion and of slender waist! if you can become his wife then your birth and this beauty may be fruitful.

বয়ং হি……তথাবিধঃ ॥ [শ্লোক ২৯ (শেষার্ধ) ও ৩০ (পূর্বাধ) ।

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। বয়ম্ হি দেবগন্ধর্ব-মনুষ্যোরগ-রাক্ষসান্।
দৃষ্টবন্তঃ ন চ অস্মাভিঃ দৃষ্টপূর্বঃ তথাবিধঃ ॥

সারাংশ। আমরা দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, সর্প, রাক্ষসদিগকে দেখিয়াছি। কিন্তু পূর্বে এমন রূপ দেখি নাই।

অন্বয়। বয়ং হি দেবগন্ধর্বমনুষ্যোরগরাক্ষসান্ দৃষ্টবন্তঃ; অস্মাভিঃ চ তথাবিধঃ ন দৃষ্টপূর্বঃ।

শব্দার্থ। বয়ং হি (যেহেতু আমরা) দেবগন্ধর্বমনুষ্যোরগরাক্ষসান্ (দেবতা, গন্ধর্ব, মানুষ, সর্প, রাক্ষসদিগকে) দৃষ্টবন্তঃ (দেখিয়াছি); অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) চ তথাবিধঃ (সেই রকমটি অর্থাৎ তেমন সুন্দর রূপ) ন দৃষ্টপূর্বঃ (পূর্বে দেখা যায় নাই)।

সংস্কৃত অর্থ। বয়ং হি (যতঃ বয়ং হংসাঃ) দেবগন্ধর্বমনুষ্যোরগরাক্ষসান্ (দেবান্ গন্ধর্বান্, মানবান্, সর্পান্, রাক্ষসান্ চ) দৃষ্টবন্তঃ (অপশ্যাম); অস্মাভিঃ চ তথাবিধঃ (নলঃ ইব তাদৃগ্‌রূপসম্পন্নঃ কশ্চিৎ) ন দৃষ্টপূর্বঃ (পূর্বং ন আলোকিতঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বয়ম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া দৃষ্টবন্তঃ ও দৃষ্টপূর্বঃ। হি—অব্যয়।

দেবগন্ধর্বমনুষ্যোরগরাক্ষসান্—কর্মণি ২য়া। দেবাশ্চ-গন্ধর্বাশ্চ-মনুষ্যাশ্চ উরগাশ্চ রাক্ষসাশ্চ (ইতরেতরদ্বন্দ্ব), তান্। গন্ধর্ব একজাতীয় কল্পিত প্রাণী। তাহারা দেবগণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইলেও মনুষ্যগণ অপেক্ষা উচ্চস্তরের; ইহারা সংগীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী; এইজন্য সংগীতবিদ্যাকে গান্ধর্ব বিদ্যাও বলে; ইহারা রূপবান্ বলিয়াও খ্যাত। মনু+অপত্যার্থে যঞ্, ষ্ আগম= মনুষ্য। উরসা (=বক্ষসা) গচ্ছন্তি যে (উপপদতৎ), তে; উরস্—গম্+ ড=উরগাঃ। অর্থ সর্প প্রভৃতি যাহারা বুকে হাঁটিয়া চলে। রক্ষঃ+স্বার্থে-অণ্ =রাক্ষসঃ

দৃষ্টবন্তঃ—কৃদন্ত-ক্রিয়া। দৃশ্+ক্তবতু+পুং ১মা বহুবচন। দৃষ্টবৎ শব্দ শ্রীমৎ শব্দের মত।

অস্মাভিঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। চ—অব্যয় ; 'কিন্তু' অর্থে।

দৃষ্টপূর্বঃ—'তথাবিধঃ' পদের বিণ। পূর্বং দৃষ্টঃ (কর্মধা)। 'পূর্ব' শব্দের পরনিপাত।

তথাবিধঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। তথা বিধা যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। পদটী প্রকৃতপক্ষে বিশেষণ ; এখানে বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত।

বাচ্যান্তর। অস্মাভিঃ……দেবগন্ধর্বমনুষ্যোরগরাক্ষসাঃ দৃষ্টাঃ ; বয়ং…… তথাবিধং……দৃষ্টবৎ পূর্বাঃ।

অনুবাদ। 'আমরা দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, সর্প ও রাক্ষসগণকে দেখিয়াছি ; কিন্তু (নলের মত) এই প্রকার রূপ আমাদের চোখে পড়ে নাই।'

Trans. "We have witnessed gods, gandharvas, men, serpents and demons ; but such a one we have never come across.

ত্বং চাপি……গুণবান্ ভবেৎ। (শ্লোক ৩০-৩১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ত্বম্ চ অপি রত্নম্ নারীণাম্ নরেষু চ নলঃ বরঃ।
বিশিষ্টায়াঃ বিশিষ্টেন সঙ্গমঃ গুণবান্ ভবেৎ ॥

সারাংশ। নারীদের মধ্যে তুমি ও পুরুষদের মধ্যে নল শ্রেষ্ঠ। তোমাদের মিলন উৎকৃষ্ট হইবে।

অন্বয়। অপি চ ত্বং নারীণাং রত্নং, নরেষু চ নলঃ বরঃ। বিশিষ্টায়াঃ বিশিষ্টেন (সহ) সঙ্গমঃ গুণবান্ ভবেৎ।

শব্দার্থ। অপি চ (তাহা ছাড়া) ত্বং (তুমি) নারীণাং (রমণীগণের মধ্যে) রত্নং (শ্রেষ্ঠা) নরেষু চ (পুরুষগণের মধ্যে) নলঃ (নল) বরঃ (শ্রেষ্ঠ) বিশিষ্টায়াঃ (বিশিষ্ট সুন্দরীর) বিশিষ্টেন সহ (উৎকৃষ্টের সহিত) সঙ্গমঃ (মিলন) গুণবান্ ভবেৎ (উৎকৃষ্ট হইবে)।

সংস্কৃত অর্থ। অপি চ (কিমধিকমিতি) ত্বং (ভবতী) নারীণাং (যোষিতাং) রত্নং (শ্রেষ্ঠা) নরেষু চ (পুংসু চ) নলঃ (নৈষধঃ) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) বিশিষ্টায়াঃ (উৎকৃষ্টায়াঃ) বিশিষ্টেন সহ (উৎকৃষ্টেন সহ) সঙ্গমঃ (সংযোগঃ, মিলনম্) গুণবান্ (উৎকৃষ্টঃ) ভবেৎ (স্যাৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ত্বম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবসি' উহ্য। চ, অপি—অব্যয়।

রত্নম্—'ত্বম্' পদের বিধেয়। অর্থ শ্রেষ্ঠ। এখানে উদ্দেশ্য 'ত্বম্' স্ত্রীলিঙ্গ ও

বিধেয় রত্নম্ ক্লীবলিঙ্গ। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের লিঙ্গের পার্থক্য হইতে পারে, কিন্তু বিভক্তি এক হইবেই।

নারীণাম্—নির্ধারে ষষ্ঠী। বিকল্পে ৭মী=নারীষু।

নরেষু—নির্ধারে ৭মী। বিকল্পে ষষ্ঠী=নরাণাম্। চ—অব্যয়।

নলঃ—কর্তৃর প্রথমা, ক্রিয়া ভবতি উহ্য। বরঃ—নলঃ পদের বিধেয় বিণ।

বিশিষ্টায়াঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'সঙ্গমঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ।

বিশিষ্টেন—সহ শব্দযোগে তৃতীয়া। বি-শিষ্+ক্ত। সহ—অব্যয়।

সঙ্গমঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া ভবেৎ। সম্-গম্+অল্।

গুণবান্—'সঙ্গমঃ' পদের বিধেয় বিণ। গুণ+বতুপ্।

ভবেৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সঙ্গমঃ'। ভূ+বিধি'লঙ্' যাৎ।

বাচ্যান্তর। ...ত্বয়া রত্নেন...নলেন বরেণ...সঙ্গমেন গুণবতা ভূয়েত।

অনুবাদ। 'আরও, নারীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ রত্ন এবং পুরুষদের মধ্যে নল শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠতমের সহিত শ্রেষ্ঠতমার মিলন উৎকৃষ্ট হইবে।'

Trans. 'As you are a jewel amongst the maidens so is Nala the best among men. The union of the illustrious with the illustrious is excellent.'

এবমুক্তা তু.........নলে বদ। (শ্লোক ৩১-৩২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। এবম্ উক্তা তু হংসেন দময়ন্তী বিশাম্পতে।
অব্রবীৎ তত্র তম্ হংসম্ ত্বম্ অপি এবম্ নলে বদ॥

সারাংশ। হংসের কথা শুনিয়া দময়ন্তী তাহাকে বলিলেন, 'তুমি নলকেও এইরূপ বলিও।'

অন্বয়। হে বিশাম্পতে! দময়ন্তী তু হংসেন এবম্ উক্তা (সতী) তত্র তং হংসম্ অব্রবীৎ ত্বম্ নলে অপি এবং বদ।

শব্দার্থ। হে বিশাম্পতে! (হে নরপতি যুধিষ্ঠির—বৃহদশ্ব মুনি বলিতেছেন) দময়ন্তী তু (দময়ন্তীও) হংসেন (হংস কর্তৃক) এবম্ (এইরূপ) উক্তা (কথিত হইয়া) তত্র (সেখানে) তং হংসম্ (সেই হংসকে) অব্রবীৎ (বলিলেন) ত্বম্ (তুমি) নলে অপি (নলকেও) এবং (এইরূপ) বদ (বলিও)।

সংস্কৃত অর্থ। হে বিশাম্পতে (হে মনুজনাথ; যুধিষ্ঠির!—বৃহদশ্বঃ ইরম্ সংবোধ্য কথয়তি ইতি) দময়ন্তী তু (বিদর্ভরাজকুমারী অপি) হংসেন

(মরালেন) এবম্ (ঈদৃশম্, এবংরূপম্) উক্তা (কথিতা সতী) তত্র (তস্মিন্ স্থানে) তং হংসম্ (তং মরালম্) অব্রবীৎ (উবাচ) ত্বম্ (যুষ্মজ্জনঃ) নলে অপি (নলসকাশে অপি) এবম্ (এবং প্রকারং বাক্যম্) বদ (ব্রূহি)।

সংস্কৃত-ব্যাখ্যা। মহাভারতাৎ সংকলিতে 'নলদময়ন্তীসংবাদঃ' ইতি কাব্যাংশে দৃশ্যতে এষ শ্লোকঃ। হংসমুখাৎ মহীপতেঃ নলস্য রূপগুণম্ আকর্ণ্য দময়ন্তী হৃষ্টা জাতা। হংসঃ আহ চেৎ সা নলস্য ভার্যা ভবেৎ তর্হি তস্যাঃ রূপং জন্ম চ সফলং ভবেৎ ইতি। তৎ শ্রুত্বা সা তম্ ইচ্ছতি, পরং তু চেৎ নলোঽপি তাং স্বীকুর্যাৎ তদৈব তস্যাঃ মনোরথঃ সম্পূরয়িষ্যতে। অতঃ সা হংসম্ আহ ত্বম্ নিষধনগরং গত্বা নলসকাশং মম বার্তা ব্রূহি, যথা স মাং গ্রহীতুম্ স্বীকরোতি ইতি।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহাভারতের অন্তর্গত 'নলদময়ন্তীসংবাদঃ'-শীর্ষক কাব্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত। হংসটি যখন নলের রূপগুণ বর্ণনা করিয়া দময়ন্তীকে বলিল যে যদি তিনি নলকে বিবাহ করেন তবেই তাঁহার জন্ম ও দেবদুর্লভ রূপ সার্থকতা লাভ করিবে, তখন দময়ন্তী তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু শুধু তিনি রাজী হইলেই ত হইবে না, নলেরও তো তাঁহাকে বিবাহ করিবার বাসনা প্রয়োজন। তাঁহার রূপের খ্যাতি মহারাজ নল জানেন কিনা তাহাও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত। সেই জন্য তিনি হংসটিকে বলিলেন যে, সে যেন নলের নিকট গিয়া অনুরূপভাবে তাঁহাকেও বলে যে পৃথিবীতে দময়ন্তী অদ্বিতীয়া এবং নলও সর্বোত্তম। উভয়ের মিলন হইলে শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সহিত সর্বোত্তমা নারীর মিলনরূপ ঘটনা সম্ভব হইবে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

এবম্—অব্যয়, 'উক্তা' পদের উক্ত কর্ম।

উক্তা—'দময়ন্তী' পদের কৃদন্ত ক্রিয়া বা বিশেষণ। ব্রূ বা বচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে) +আপ্ (স্ত্রিয়াম্)+১মা ১বচন। তু—অব্যয়।

হংসেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। দময়ন্তী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া অব্রবীৎ।

বিশাম্পতে—সম্বোধন পদ। বিশ্+ষষ্ঠী বহুবচন=বিশাম্ (জনগণের)। বিশ্=মনুষ্য। বিশাম্ পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ); তৎ সম্বোধনে।

N. B. পাণ্ডবদের বনবাস কালে মহর্ষি বৃহদশ্ব তাঁহাদের নিকট নলের উপাখ্যান বলিতেছেন। সেই বর্ণনা কালে মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে বিশাম্পতে বা নরনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

অব্রবীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'দময়ন্তী'। ব্রূ+লঙ্ দ্। তত্র—অব্যয়।
তম্—'হংসম্'-পদের বিণ।

হংসম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। অব্রবীৎ ক্রিয়ার গৌণ কর্ম। (ত্বম্ নলে অপি এবং বদ—এই বাক্যটি মুখ্য কর্ম।)

ত্বম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'বদ'। অপি, এবম্—অব্যয়।

নলে—অধিকরণ বিবক্ষয়া সপ্তমী বা 'নলসকাশে' এই অর্থে অধিকরণে সপ্তমী।

বদ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বম্'। বদ্+লোট্ হি।

বাচ্যান্তর। ···দময়ন্ত্যা এবমুক্তয়া······তত্র স হংসঃ ঔচ্যত ত্বয়া······ঔচ্যতাম্।

অনুবাদ। "হে নরনাথ যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী হংসকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেইখানে সেই হংসকে বলিলেন, 'তুমি তবে নলকেও এইরূপ বলিও।'

Trans.—"O lord of the people! Damayanti thus spoken by the swan said unto him, 'then thou speakest thus to Nala.'

তথেত্যুক্ত্বাণ্ডজঃ····· ন্যবেদয়ৎ। (শ্লোক ৩২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তথা ইতি উক্ত্বা অণ্ডজঃ কন্যাম্ বিদর্ভস্য বিশাম্পতে।
পুনঃ আগম্য নিষধান্ নলে সর্বম্ ন্যবেদয়ৎ॥

সারাংশ। হংসটি দময়ন্তীকে 'তাহাই বলিব' বলিয়া নলের নিকট আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিয়াছিল।

অন্বয়। হে বিশাম্পতে! অণ্ডজঃ বিদর্ভস্য কন্যাং তথা ইতি উক্ত্বা পুনঃ নিষধান্ আগম্য নলে সর্বং ন্যবেদয়ৎ।

শব্দার্থ। হে বিশাম্পতে (হে লোকনাথ যুধিষ্ঠির!) অণ্ডজঃ (পক্ষিটি) বিদর্ভস্য কন্যাং (বিদর্ভরাজের কন্যাকে) তথা (তাহাই হইবে, যে আজ্ঞা) ইতি উক্ত্বা (এই কথা বলিয়া) পুনঃ (পুনরায়) নিষধান্ (নিষধদেশে) আগম্য (ফিরিয়া আসিয়া) নলে (নলকে) সর্বং (সমস্ত) ন্যবেদয়ৎ (বলিয়াছিল)।

সংস্কৃত অর্থ। হে বিশাম্পতে (ভোঃ লোকনাথ!) অণ্ডজঃ (স পক্ষী) বিদর্ভস্য (বিদর্ভরাজস্য) কন্যাং (দুহিতরম্) তথা (যদাজ্ঞাপয়সি তথা কথয়ামি) ইতি উক্ত্বা (ইতি বাক্যং কথয়িত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) নিষধান্ (নিষধদেশম্) আগম্য

(প্রত্যাগত্য) নলে (নলসকাশে) সর্বং (সমস্তং বৃত্তান্তং) ন্যবেদয়ৎ (নিবেদিতবান্)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তথা, ইতি—অব্যয়, উক্তা ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম = তথা।

উক্তা—অসমাপিকা ক্রিয়া, দ্বিকর্মক। মুখ্যকর্ম 'তথা', গৌণ কর্ম 'কন্যাম্'। ব্রূ বা বচ্ + ক্তাচ্।

অণ্ডজঃ—কর্তরি প্রথমা, সমাপিকা ক্রিয়া ন্যবেদয়ৎ। অণ্ডাৎ জায়তে ইতি অণ্ড-জন্ + ড (উপপদ তৎপুরুষ)। অর্থ 'পক্ষী'।

কন্যাম্—উক্তা ক্রিয়ার গৌণ কর্মে দ্বিতীয়া।

বিদর্ভস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'কন্যাম্' পদের সহিত সম্বন্ধ। দেশের নাম একবচনে ব্যবহৃত হইলে ওই দেশের রাজাকে বোঝায়। বিদর্ভস্য = বিদর্ভরাজস্য। বিদর্ভানাম্—বিদর্ভদেশস্য প্রজানাম্ বা 'বিদর্ভদেশস্য'।

বিশাম্পতে—সম্বোধন পদ। বিশাম্ পতি (ষষ্ঠীতৎ)। পুনঃ—অব্যয়।

আগম্য—অসমাপিকা ক্রিয়া ; আ—গম্ + ল্যপ্। বিকল্পে = আগত্য।

নিষধান্—কর্মণি দ্বিতীয়া, আগম্য ক্রিয়ার (গম্ ধাতুর) গন্তব্যস্থল বলিয়া কর্ম। বহুবচন থাকাতে নিষধদেশ বুঝিতে হইবে।

নলে—অধিকরণ বিবক্ষয়া সপ্তমী। বা 'নলসকাশে' অর্থে অধিকরণে ৭মী। ক্রিয়াযোগে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত 'নলায়' পদ সুষ্ঠু হইত।

সর্বম্—কর্মণি দ্বিতীয়া।

ন্যবেদয়ৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা অণ্ডজঃ। নি-বিদ্ + ণিচ্ + লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর।...অণ্ডজেন...সর্বম্ (১মা) ন্যবেদ্যত।

অনুবাদ। "হে নরনাথ যুধিষ্ঠির! পক্ষীটি বিদর্ভরাজকন্যাকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া পুনরায় নিষধদেশে আসিয়া নলকে সমস্ত নিবেদন করিয়াছিল অর্থাৎ বলিয়াছিল।

Trans. "Oh monarch of the subjects! that egg-born (bird) said unto the daughter of Bidarbha, 'So be it' and again coming back to the country of Nisadha narrated everything unto Nala.

দময়ন্তী তু·········বভূব সা। (শ্লোক ৩৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। দময়ন্তী তু তৎ শ্রুত্বা বচঃ হংসস্য ভারত।
তত: প্রভৃতি ন স্বস্থা নলম্ প্রতি বভূব সা॥

সারাংশ। তখন হইতে নলের জন্য দময়ন্তী স্বস্থতাবোধ হারাইলেন।

অন্বয়। হে ভারত! দময়ন্তী তু হংসস্য তৎ বচঃ শ্রুত্বা ততঃ প্রভৃতি স্বস্থা ন বভূব। সা নলং প্রতি (চিন্তাপরা) বভূব ইতি পরবর্তিশ্লোকেন অন্বয়ঃ।

শব্দার্থ। হে ভারত (হে ভরতবংশীয় যুধিষ্ঠির) দময়ন্তী তু (এদিকে দময়ন্তী) হংসস্য (হংসের) তৎ বচঃ (সেই কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) ততঃ প্রভৃতি (তখন হইতে) স্বস্থা (সুস্থ) ন বভূব (ছিলেন না)। সা (তিনি) নলং প্রতি (নলের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। হে ভারত (হে ভরতবংশাবতংস!) দময়ন্তী (বিদর্ভরাজ-নন্দিনী) তু, হংসস্য (মরালস্য) তৎ বচঃ (তৎ বাক্যং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) ততঃ প্রভৃতি (তদবধি) স্বস্থা ন (অস্বস্থা) বভূব (জাতা)। সা (দময়ন্তী) নলং প্রতি (নলচিন্তাপরা জাতা ইত্যর্থঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দময়ন্তী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'বভূব'। তু—অব্যয়।

তৎ—'বচঃ' পদের বিণ। শ্রুত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, শ্রু+ক্ত্বাচ্।

বচঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া। বচস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ১মা ও ২য়া=বচঃ বচসী বচাংসি।

হংসস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'বচঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ।

ভারত—সম্বোধন পদ। ভরত+অণ্ অপত্যার্থে+তৎসম্বোধন।

ততঃ—অব্যয়। প্রভৃতি যোগে পঞ্চমী। প্রভৃতি—অব্যয়। ন—অব্যয়।

স্বস্থা—দময়ন্তী পদের বিধেয় বিণ। স্ব-স্থা-ক+স্ত্রিয়াম্ আপ্।

নলম্—প্রতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া। প্রতি—অব্যয়।

বভূব—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সা'। ভূ+লিট্ অ।

সা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া বভূব।

বাচ্যান্তর।···দময়ন্ত্যা স্বস্থয়া···বভূবে। তয়া···।

অনুবাদ। "হে ভরতবংশজাত যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী হংসের সেই কথা শুনিয়া তদবধি আর সুস্থ রহিলেন না, তিনি নলের চিন্তায় মগ্না রহিলেন।

Trans.—"Oh Bharata ! Damayanti having heard the word of the swan thenceforth was no more healthy. She remained absorbed in the thought of Nala.

ততশ্চিন্তাপরা·····নিঃশ্বাসপরমা সদা। (শ্লোক ৩৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ চিন্তাপরা দীনা বিবর্ণবদনা কৃশা।
বভূব দময়ন্তী তু নিঃশ্বাসপরমা সদা॥

সারাংশ। দময়ন্তী চিন্তামগ্না, কৃশা, বিবর্ণা ও দীর্ঘশ্বাসী হইয়া পড়িলেন।

অন্বয়। ততঃ দময়ন্তী চিন্তাপরা, দীনা, বিবর্ণবদনা, কৃশা, সদা নিঃশ্বাস-পরমা তু বভূব।

শব্দার্থ। ততঃ (তাহার পর বা তখন হইতে) চিন্তাপরা (চিন্তামগ্না) দীনা (কাতরা) বিবর্ণবদনা (মলিন বদনযুক্তা) কৃশা (শীর্ণা) সদা (সর্বদা) নিঃশ্বাস-পরমা (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগকারিণী) তু বভূব (হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (পক্ষিণি প্রস্থিতে সতি ইত্যর্থঃ) দময়ন্তী চিন্তাপরা (ধ্যানপরা) দীনা (কাতরা) বিবর্ণবদনা (মলিনবদনা) কৃশা (শীর্ণা) নিঃশ্বাস-পরমা (দীর্ঘশ্বাসং মুঞ্চানা) বভূব (আসীৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। তদ্+(অনন্তরার্থে পঞ্চমী স্থানে) তস্।
চিন্তাপরা—'দময়ন্তী' পদের বিণ। চিন্তা পরং যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি)।
দীনা—'দময়ন্তী' পদের বিণ। দী (নষ্ট করা)+ক্ত+আপ্।
বিবর্ণবদনা—'দময়ন্তী' পদের বিণ। বিবর্ণং বদনম্ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি)।
কৃশা—দময়ন্তী পদের বিণ। বভূব—ক্রিয়াপদ, ভূ+লিট্ অ।
দময়ন্তী—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'বভূব'। তু—অব্যয়।
নিঃশ্বাসপরমা—'দময়ন্তী' পদের বিণ। নিঃশ্বাসঃ পরমঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি)।
সদা—অব্যয়। অর্থ সর্বদা। পাঠ্যপুস্তকে ভুলবশত 'তদা' ছাপা হইয়াছে।

বাচ্যান্তর। ···দময়ন্ত্যা চিন্তাপরয়া দীনয়া বিবর্ণবদনয়া কৃশয়া···নিঃশ্বাস-পরময়া····বভূবে।

অনুবাদ। "তাহার পর দময়ন্তী ধ্যানমগ্না, কাতরা, মলিনবদনা, কৃশা এবং সর্বদা দীর্ঘশ্বাসমোচনকারিণী হইলেন।

Trans. "Thenceforth Damayanti remained sunk in

thought, and being miserable, pale-faced and lean always sighed heavily.

ঊর্ধ্বদৃষ্টির্ধ্যানপরা......হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা। (শ্লোক ৩৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ঊর্ধ্বদৃষ্টিঃ ধ্যানপরা বভূব উন্মত্তদর্শনা।
পাণ্ডুবর্ণা ক্ষণেন অথ হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা॥

সারাংশ। কামপূর্ণহৃদয়া সেই দময়ন্তী পাণ্ডুবর্ণা এবং উন্মাদগ্রস্ত লোকের মত আকৃতি-বিশিষ্টা হইলেন; ক্ষণে ক্ষণে তিনি যেন উপরদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানে মগ্ন হইতেন।

অন্বয়। অথ হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা পাণ্ডুবর্ণা উন্মত্তদর্শনা (দময়ন্তী) ক্ষণেন ঊর্ধ্বদৃষ্টিঃ ধ্যানপরা বভূব।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা (কামপূর্ণহৃদয়া) পাণ্ডুবর্ণা (বিকৃত-গাত্রবর্ণা) উন্মত্তদর্শনা (পাগলের মত দেখিতে) [দময়ন্তী] ক্ষণেন (মধ্যে মধ্যে) ঊর্ধ্বদৃষ্টিঃ (উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ধ্যানপরা (ধ্যানে মগ্ন) বভূব (হইতেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরং) হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা (কামেন পূর্ণচিন্তা) পাণ্ডুবর্ণা (বিকৃতগাত্রবর্ণা) উন্মত্তদর্শনা (উন্মাদগ্রস্তায়া ইব আকৃতিবিশিষ্টা) [দময়ন্তী] ক্ষণেন (প্রায়শঃ) ঊর্ধ্বদৃষ্টিঃ (ঊর্ধ্বং পশ্যন্তী) ধ্যানপরা (বিশেষ-চিন্তামগ্না) বভূব (সঞ্জাতা)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ঊর্ধ্বদৃষ্টিঃ—'দময়ন্তী' এই উহ্য পদের বিণ। ঊর্ধ্বগতা দৃষ্টিঃ যস্যাঃ (মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি) সা। দৃশ্‌+ক্তিন্‌=দৃষ্টিঃ।

ধ্যানপরা—'দময়ন্তী' এই উহ্য পদের বিণ। ধ্যানং পরং যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। ধ্যৈ+অনট্‌=ধ্যানম্‌।

বভূব—সমাপিকা ক্রিয়া, ভূ+লিট্‌ অ। কর্তা 'দময়ন্তী' উহ্য।

উন্মত্তদর্শনা—'দময়ন্তী' এই উহ্য পদের বিণ। উন্মত্তস্য ইব দর্শনঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। উৎ—মদ্‌+ক্ত=উন্মত্ত। দৃশ্‌+অনট্‌=দর্শনম্‌।

পাণ্ডুবর্ণা—'দময়ন্তী' এই উহ্য পদের বিণ। পাণ্ডুঃ বর্ণঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা।

ক্ষণেন—অপবর্গে ৩য়া। অথ—অব্যয়।

হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা—'দময়ন্তী' এই উহ্য পদের বিণ। হৃদি শেতে যঃ

(উপপদতৎ), তেন আবিষ্টা (৩য়াতৎ), তাদৃশী চেতনা যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। হৃদ্—শী+অন্=হৃচ্ছয়ঃ। আ—বিশ্+ক্ত, স্ত্রিয়ামাপ্=আবিষ্টা।

বাচ্যান্তর। ···হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনয়া পাণ্ডুবর্ণয়া উন্মত্তদর্শনয়া [দময়ন্ত্যা]··· ঊর্ধ্বদৃষ্ট্যা ধ্যানপরয়া বভূবে।

অনুবাদ। "অনন্তর কামনার দ্বারা আবিষ্টচিত্তা বিবর্ণা উন্মত্তের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্টা (দময়ন্তী) ক্ষণে ক্ষণে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেন।

Trans. "Then, being possessed at heart by passion, pale in colour and looking like one mad, (Damayanti) would at times be absorbed in meditation with her eyes cast upwards.

ন শয্যাসনভোগেষু······রুদতী পুনঃ ॥ (শ্লোক ৩৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ন শয্যাসনভোগেষু রতিম্ বিন্দতি কর্হিচিৎ।
ন নক্তম্ ন দিবা শেতে হা হা ইতি রুদতী পুনঃ।

সারাংশ। দময়ন্তী শয়ন, উপবেশন, বা ভোগ বিষয়ে কখনও আনন্দ পান না; হা হা বলিয়া রোদন করিতে করিতে দিনে রাত্রিতে শয়ন করেন না।

অন্বয়। (সা) শয্যাসনভোগেষু কর্হিচিৎ রতিং ন বিন্দতি; হা হা ইতি পুনঃ রুদতী ন নক্তং ন দিবা শেতে।

শব্দার্থ। শয্যাসনভোগেষু (শয়ন, উপবেশন বা ভোগবিষয়ে) কর্হিচিৎ (কখনও) রতিং (তৃপ্তি) ন বিন্দতি (পান না); হা হা ইতি (হায় হায় বলিয়া) পুনঃ (মুহুর্মুহুঃ) রুদতী (রোদন করিতে করিতে) ন নক্তং (রাত্রিতে নয়) ন দিবা (দিনেও নয়) শেতে (শয়ন করেন)।

সংস্কৃত অর্থ। শয্যাসনভোগেষু (শয্যাসু শয়নব্যাপারে, আসনেষু উপবেশনব্যাপারে, ভোগেষু ভোগব্যাপারে) কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) রতিং (তৃপ্তিং) ন বিন্দতি (ন লভতে); হা হা ইতি (হা হা ইতি ক্রন্দন্তী) পুনঃ (মুহুঃ) রুদতী (বিলপন্তী) ন নক্তং (ন রাত্রৌ) ন দিবা (ন দিনে) শেতে (শয়নং করোতি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

শয্যাসনভোগেষু—অধিকরণে ৭মী। শয্যা চ আসনং চ ভোগঃ চ ইতি শয্যাসনভোগানি (ইতরেতর দ্বন্দ্ব), তেষু। শী+ভাবে ক্যপ্=শয্যা; ইহা স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ। আস্+অনট্=আসনম্। ভুজ্+ঘঞ্=ভোগঃ।

রতিম্—কর্মণি ২য়া। রম্+ক্তিন্। অর্থ আনন্দ।

বিন্দতি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা—'দময়ন্তী' উহ্য। বিদ্+লট্ তি। বিদ্ ধাতু চারি প্রকার—

(১) দিবাদি—থাকা অর্থে—বিদ্যতে; (২) অদাদি—জানা অর্থে—বেত্তি, বেদ; (৩) তুদাদি—লাভ করা অর্থে—বিন্দতি, বিন্দতে; (৪) রুধাদি—বিবেচনা করা অর্থে—বিন্তে।

কর্হিচিৎ—অব্যয়। কিম্+র্হিল্=কর্হি+অনিশ্চয়ার্থে চিৎ।

নক্তম্—অব্যয়। অর্থ রাত্রি। দিবা—অব্যয়। অর্থ দিন।

শেতে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দময়ন্তী' উহ্য। শী+লট্ তে।

হা হা—অব্যয়। বিলাপসূচক। ইতি—অব্যয়।

রুদতী—'দময়ন্তী' এই উহ্য পদের রুদন্ত বিণ। রুদ্+শতৃ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

পুনঃ—অব্যয়।

বাচ্যান্তর। …রতিঃ বিদ্যতে (দময়ন্ত্যা) …শয্যতে (দময়ন্ত্যা)… রুদত্যা……।

অনুবাদ। "(দময়ন্তী) শয়ন, উপবেশন বা ভোগ ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি লাভ করেন না; হাহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে (তিনি) দিনে বা রাত্রিতে শয়ন করেন না।

Trans. '(Damayanti) does not find any pleasure in matters of sleeping, sitting or enjoying; wailing with 'alas'! she does not lie down at night or in the daytime.

তামস্বস্থাং ……নরেশ্বর॥ (শ্লোক ৩৭—৩৮ পূর্বার্ধ)

(মন্তব্য—শ্লোকের সখীজনঃ পদটি "সখীগণঃ" হইলেই সমীচীন হয়। এবং "নরেশ্বরে" না হইয়া "নরেশ্বর" এই সম্বোধনযুক্ত পদ হইবে। নরেশ্বরে হইবে না)।

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তাম্ অস্বস্থাম্ তদাকারাম্ সখ্যঃ তাঃ জজ্ঞুঃ ইঙ্গিতৈঃ।
ততঃ বিদর্ভপতয়ে দময়ন্ত্যাঃ সখীজনঃ।
ন্যবেদয়ৎ তাম্ অস্বস্থাম্ দময়ন্তীম্ নরেশ্বর॥

সারাংশ। সখীরা লক্ষণ দ্বারা তাহাকে অস্বস্থা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন সখীরা বিদর্ভরাজের নিকটে তাহা জানাইলেন।

অন্বয়। তাঃ সখ্যঃ ইঙ্গিতৈঃ তদাকারাং তাম্ অস্বস্থাং জজ্ঞুঃ। হে নরেশ্বর! ততঃ দময়ন্ত্যাঃ সখীজনঃ অস্বস্থাং তাং দময়ন্তীম বিদর্ভপতয়ে ন্যবেদয়ৎ।

শব্দার্থ। তাঃ সখ্যঃ (সেই সখীরা) ইঙ্গিতৈঃ (লক্ষণসমূহ দ্বারা) তদাকারাং (সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট) তাম্ (তাহাকে) অস্বস্থাং (অপ্রকৃতিস্থ) জজ্ঞুঃ (জানিতে পারিলেন)। হে নরেশ্বর (রাজন্।) ততঃ (তখন) দময়ন্ত্যাঃ সখীজনঃ (দময়ন্তীর সখীগণ) অস্বস্থাং (অপ্রকৃতিস্থ) তাং দময়ন্তীং (সেই দময়ন্তীর কথা) বিদর্ভপতয়ে (বিদর্ভরাজের নিকটে) ন্যবেদয়ৎ (জানাইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তাঃ (পূর্বকথিতাঃ) সখ্যঃ (সহচর্যঃ) ইঙ্গিতৈঃ (লক্ষণাদিভিঃ) তদাকারাং (তাদৃগাকৃতিবিশিষ্টাং) তাম্ (দময়ন্তীম্) অস্বস্থাম্ (অপ্রকৃতিস্থাং) জজ্ঞুঃ (অজানন) নরেশ্বর (রাজন্ যুধিষ্ঠির)। তত (তদনন্তরং) দময়ন্ত্যাঃ সখীজনঃ (সহচর্যঃ) অস্বস্থাম্ (অপ্রকৃতিস্থাং) তাং দময়ন্তীং, বিদর্ভপতয়ে (বিদর্ভরাজায় ভীমায়) ন্যবেদয়ৎ (ব্যজ্ঞাপয়ৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য অংশটি মহাভারতের বনপর্বমধ্যস্থ "নল-দময়ন্তীসংবাদঃ" নামক পাঠ্যাংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদে কন্যা দময়ন্তীর জন্য একটি স্বতন্ত্র অন্তঃপুর ছিল। সুতরাং রাজা প্রতিদিন প্রত্যক্ষভাবে কন্যার সংবাদ রাখিতে পারিতেন না। প্রয়োজন মত সখীগণের মাধ্যমেই তিনি কন্যার সংবাদ পাইতেন। এই সখীগণ কাম-শাস্ত্রাভিজ্ঞই ছিলেন, তাঁহারা দময়ন্তীর আকার ইঙ্গিত প্রভৃতি লক্ষণসমূহ দেখিয়া দময়ন্তীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ অবস্থায় যে প্রতীকার করা উচিত, তাহা তো তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং সখীর এই দারুণ সংকট অবস্থার যথাযথ প্রতীকার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা গিয়া বিদর্ভরাজ ভীমের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অয়ম অংশঃ মহাভারতীয়বনপর্বণঃ "নলদময়ন্তীসংবাদঃ" নাম অস্মাকং পাঠ্যাংশাৎ সংগৃহীতঃ।

রাজ্ঞঃ প্রাসাদে রাজ্ঞ্য দুহিতুঃ দময়ন্ত্যাঃ স্বতন্ত্রম্ অন্তঃপুরম্ আসীৎ। অতঃ রাজা ভীমঃ প্রতিদিনং কন্যায়াঃ দর্শনং ন প্রাপ্নোৎ। প্রয়োজনবশাৎ সখীনাং মুখাদেব তস্যাঃ সংবাদং সোঽলভত। এতাঃ সখ্যঃ পুনঃ কামশাস্ত্রাভিজ্ঞা এবাসন্। দময়ন্ত্যাঃ আকারেঙ্গিতাদিভিঃ লক্ষণৈঃ তাঃ তস্যাঃ মানসং বিকারং সম্যগ্ অজানন্। পরং অস্য বিকারস্য যঃ ন্যায্যঃ প্রতীকারঃ, স তু তাসাম্ অনায়ত্তঃ এব। অতঃ তাঃ সখ্যঃ অস্যাঃ দময়ন্ত্যাঃ তাদৃশীম্ অবস্থাং রাজ্ঞে ব্যজ্ঞাপয়ন্।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তাম্—কর্মণি ২য়া।

অস্বস্থাম্—'তাম্' পদের বিণ। স্বস্মিন্ তিষ্ঠতি' যা (উপপদ তৎ), ন স্বস্থা (নঞ্তৎ), তাম্। স্ব স্থা+ক, স্ত্রিয়ামাপ্।

তদাকারাম্—'তাম্' পদের বিণ। সঃ আকারঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্। আ-কৃ+ঘঞ্=আকারঃ।

সখ্যঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া জজ্ঞুঃ। তাঃ—'সখ্যঃ' পদের বিণ।

জজ্ঞুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া, জ্ঞা+লিট্ উস্।

ইঙ্গিতৈঃ—উপলক্ষণে ৩য়া। ততঃ—অব্যয়, তদ্+তস্।

বিদর্ভপতয়ে—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী। বিদর্ভাণাং পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মৈ। 'বিদর্ভপতি' শব্দ মুনি শব্দের মত। দময়ন্ত্যাঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

সখীজনঃ—কর্তরি ১মা। সখ্যঃ এব জনঃ (কর্মধা)। এই পদটির "সখীগণঃ" এই পাঠই সমীচীন মনে হয়; কারণ গণ শব্দ দ্বারা সমষ্টি বোঝায়, জন শব্দের দ্বারা নহে। তখন সমাস হইবে—সখীণাং গণঃ (৬ষ্ঠীতৎ)।

ন্যবেদয়ৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। নি-বিদ্+ণিচ্+লঙ্ দ্।

তাম্—'দময়ন্তীম্' পদের বিণ।

অস্বস্থাম্—'দময়ন্তীম্' পদের বিণ। দময়ন্তীম্—কর্মণি ২য়া।

নরেশ্বর—সম্বোধনে ১মা। নরাণাম্ ঈশ্বরঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তৎ সম্বোধনে। (Text বইতে ছাপা "নরেশ্বরে" সপ্তম্যন্ত পদটী অবশ্যই ভুল)।

বাচ্যান্তর। তাভিঃ সখীভিঃ···তদাকারা সা অস্বস্থা জজ্ঞে।···সখীজনেন অস্বস্থা সা দময়ন্তী···ন্যবেদ্যত।

অনুবাদ। "সেই সখীরা ইঙ্গিতাদি দ্বারা সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্টা তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থা জানিতে পারিলেন। হে রাজন্! তখন দময়ন্তীর সখীগণ অপ্রকৃতিস্থা সেই দময়ন্তীর কথা বিদর্ভরাজকে জানাইলেন।

Trans. "Those handmaids knew her from that appearance to be indisposed in mind. O king! then these handmaids informed the king of Vidarbha of that indisposed Damayanti.

তচ্ছ্রুত্বা······ইব লক্ষ্যতে॥ [শ্লোক ৩৮ (শেষার্ধ) ও ৩৯]

(**মন্তব্য**—৩৮ শ্লোকের শেষার্ধে 'দময়ন্তীং' পদটি 'দময়ন্ত্যাঃ' পাঠ ধরিতে হইবে; অন্যথা অন্বয় ও অর্থসংগতি হয় না।)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তৎ শ্রুত্বা নৃপতিঃ ভীমঃ দময়ন্ত্যাঃ সখীগণাৎ।
চিন্তয়ামাস তৎকার্যম্ সুমহৎ স্বাম্ সুতাম্ প্রতি ॥
কিমর্থম্ দুহিতা মে অদ্য নাতিস্বস্থা ইব লক্ষ্যতে ॥

সারাংশ। দময়ন্তীর সখীদের নিকট হইতে তাহা শুনিয়া রাজা ভীম আপনার কন্যার প্রতি নিজ কর্তব্য চিন্তা করিলেন—কেন আমার কন্যাকে আজ অস্বস্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

অন্বয়। নৃপতিঃ ভীমঃ দময়ন্ত্যাঃ সখীগণাৎ তৎ শ্রুত্বা স্বাং সুতাং প্রতি তৎ সুমহৎ কার্যং চিন্তয়ামাস—মে দুহিতা অদ্য কিমর্থং নাতিস্বস্থা ইব লক্ষ্যতে।

শব্দার্থ। নৃপতিঃ ভীমঃ (রাজা ভীম) দময়ন্ত্যাঃ (দময়ন্তীর) সখীগণাৎ (সখীদের নিকট হইতে) তৎ শ্রুত্বা (তাহা শুনিয়া) স্বাং সুতাং প্রতি (নিজের কন্যার প্রতি) তৎ (স্বীয়) সুমহৎ কার্যং (মহৎ পিতৃকর্তব্য) চিন্তয়ামাস (ভাবিতে লাগিলেন)—মে দুহিতা (আমার কন্যা) অদ্য (আজ) কিমর্থং (কিসের জন্য) নাতিস্বস্থা ইব (প্রকৃতিস্থ নয় বলিয়া) লক্ষ্যতে (মনে হইতেছে)।

সংস্কৃত অর্থ। নৃপতিঃ ভীমঃ (বিদর্ভরাজঃ ভীমঃ) দময়ন্ত্যাঃ, সখীগণাৎ (সখীভ্যঃ) তৎ (তদ্বাক্যং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) স্বাং সুতাং প্রতি (আত্মনঃ দুহিতরম্ অধিকৃত্য) তৎ (প্রসিদ্ধং) সুমহৎ কার্যং (পিতৃকর্তব্যং) চিন্তয়ামাস (অচিন্তয়ৎ)—মে দুহিতা (মম কন্যা) অদ্য (অস্মিন্ দিনে) কিমর্থং (কস্ম কৃতে) নাতিস্বস্থা ইব (অপ্রকৃতিস্থাবৎ) লক্ষ্যতে (দৃশ্যতে)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য অংশটি মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত "নলদময়ন্তীসংবাদঃ" শীর্ষক পাঠাংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কন্যা দময়ন্তীর অস্বস্থতার কথা শুনিয়া রাজা ভীম কি করিলেন, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

বহু সাধ্যসাধনার ফলে ঋষির বরদানে প্রাপ্তা দময়ন্তী রূপেগুণে অতুলনীয়া—রাজা ভীমের বড় আদরের কন্যা। তাহার যাহাতে কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ না হয়, সেইজন্য রাজা শত শত দাসী ও সহচরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ হেন কন্যার সেই প্রকার দারুণ অস্বস্থতার সংবাদ শুনিয়া রাজা বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। 'কেনই বা তাঁহার কন্যার এইরূপ অবস্থা ঘটিল ; এ বিষয়ে তাঁহার কি করণীয় আছে'—এই সমস্ত চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অংশোঽয়ং সংগৃহীতঃ মহাভারতীয়বনপর্বণঃ "নলদময়ন্তী-সংবাদঃ" নাম পাঠ্যাংশাৎ। সখীনাং মুখাদ্ দুহিতুঃ দময়ন্ত্যাঃ অস্বস্থতায়াঃ বার্তামাকর্ণ্য বিদর্ভরাজঃ ভীমঃ যদ্ অকরোৎ, তদেব অত্র বিবৃতমস্তি।

মহর্ষেঃ বরদানলব্ধা বহুসাধনসংপ্রাপ্তা দময়ন্তী রূপৈঃ গুণৈশ্চ অনুপমা, বিদর্ভরাজভীমস্য নিতরাম্ আদরণীয়া আসীৎ। যথা তস্যাঃ শরীরে মনসি বা কোঽপি ক্লেশঃ ন স্যাৎ, তথা কৃতে সঃ রাজা তদর্থং শতং দাসীনাং শতং চ সখীনাং নিয়োজিতবান্। ঈদৃশ্যাঃ কন্যায়াঃ তথাবিধাং দারুণাঽস্বস্থতায়াঃ বার্তাম্ আকর্ণ্য পরমবেদনার্তঃ রাজা ভীমঃ মনসি চিন্তিতবান্—কিং বা তস্যাঃ পরমাদৃতায়াঃ মে কন্যায়াঃ আর্তিকারণং স্যাৎ? মমাপি পিতুঃ অস্মিন্ বিষয়ে কিং বা করণীয়ং বিদ্যতে? কেনোপায়েন বা তস্যাঃ পরমার্তেঃ প্রতীকারঃ কর্তব্যঃ ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তৎ—কর্মণি ২য়া। শ্রুত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, শ্রু+ক্ত্বাচ্।

নৃপতিঃ—'ভীমঃ' পদের পরিচায়ক পদ। নৃণাং পতিঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। নৃপতি, ভূপতি প্রভৃতি সমাসান্ত পতি শব্দের রূপ মুনি শব্দের মত।

ভীমঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'চিন্তয়ামাস'।

দময়ন্ত্যাঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। ["দময়ন্তীং" পাঠ ভুল; অন্বয় ও অর্থসংগতি করা যায় না।]

সখীগণাৎ—অপাদানে ৫মী। শ্রুত্যর্থানাং শ্রাবয়িতা ইতি অপাদানম্। সখীনাং গণঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মাৎ। 'গণ' এই পদটি বহুত্ববোধক হইলেও সমষ্টি বোঝায় বলিয়া একবচন হইয়াছে।

চিন্তয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া। চিন্ত্+লিট্ অ। চিন্ত্ ধাতু চুরাদিগণীয়। চুরাদিগণীয় ধাতুর লিটে রূপ করিতে হইলে ণিজন্ত ধাতুর মতই তাহাতে "আম্" যোগ করিয়া কৃ, ভূ অথবা অস্ ধাতুর লিটের রূপ যোগ করিতে হয়। (চিন্তয্ +আম্ [চিন্তয়াম্]+অস্+লিট্ অ [আস]=চিন্তয়ামাস।)

তৎ—'কার্যম্' পদের বিণ। কার্যম্—কর্মণি ২য়া।

সুমহৎ—'কার্যম্' পদের বিণ। সু মহৎ (প্রাদি সমাস)।

স্বাম্—'সুতাম্' পদের বিণ। সুতাম্—'প্রতি'-যোগে ২য়া।

কিমর্থম্—ক্রি-বিণে ২য়া। কস্মৈ ইদম্ (নিত্য সমাস)।

দুহিতা—উক্তে কর্মণি ১মা, ক্রিয়া লক্ষ্যতে। দুহ্+তৃচ্=দুহিতৃ।

মে—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। বিকল্পে=মম। অন্ত—অব্যয়।

নাতিস্বস্থা—'দুহিতা' পদের বিধেয় বিণ। অতিশয়িতা স্বস্থা (প্রাদি-সমাস); ন অতিস্বস্থা (সুপ্ সুপা)। ইব—অব্যয়।

লক্ষ্যতে—সমাপিকা ক্রিয়া; লক্ষ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। কর্তা 'জনৈঃ' উহ্য। কর্ম 'দুহিতা'।

বাচ্যান্তর। নৃপতিনা ভীমেন…সুমহৎ কার্যং (১মা) চিন্তয়ামাসে…… দুহিতরং……নাতিস্বস্থাং……লক্ষয়ন্তি (জনাঃ)।

অনুবাদ। "দময়ন্তীর সখীগণের নিকট হইতে তাহা শুনিয়া রাজা ভীম আপনার কন্যার প্রতি আপনার মহৎ কর্তব্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন—'কেন-ই বা আমার কন্যা আজ অত্যন্ত অস্বস্থ বলিয়া মনে হইতেছে?'

Trans.—"On hearing that from that handmaids of Damayanti, king Bhima became thoughtful about his own great responsibility in respect of his own daughter—why should my daughter feel greatly indisposed today?

স সমীক্ষ্য…….. স্বয়ংবরম্। (শ্লোক ৪০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সঃ সমীক্ষ্য মহীপালঃ স্বাম্ সুতাম্ প্রাপ্তযৌবনাম্।
অপশ্যৎ আত্মনা কার্যম্ দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্॥

সারাংশ। রাজা কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া স্বয়ংবর সভা ডাকা কর্তব্য বুঝিলেন।

অন্বয়। স মহীপালঃ চ স্বাং সুতাং প্রাপ্তযৌবনাং সমীক্ষ্য দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ম্বরম্ আত্মনা কার্যম্ (ইতি) অপশ্যৎ।

শব্দার্থ। সঃ মহীপালঃ চ (সেই রাজাও) স্বাং (নিজের) সুতাং (কন্যাকে) প্রাপ্তযৌবনাং (যৌবনপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) দময়ন্ত্যাঃ (দময়ন্তীর) স্বয়ংবরম্ (স্বয়ংবর সভা—নিজ পতি-নির্বাচন-সভা) আত্মনা (নিজের) কার্যম্ (কর্তব্য) অপশ্যৎ (দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ মহীপালঃ (রাজা ভীমঃ) স্বাং (নিজাং, স্বকীয়াং) সুতাং (কন্যাম্) প্রাপ্তযৌবনাং (লব্ধযৌবনাং, যুবতীম্ ইত্যর্থঃ) সমীক্ষ্য (সন্দৃশ্য) দময়ন্ত্যাঃ (সুতায়াঃ) স্বয়ংবরম্ (পতিগ্রহণম্, উদ্বাহঃ) আত্মনা (রাজ্ঞা স্বেন) কার্যং (কর্তব্যম্) অপশ্যৎ (বিচারয়ামাস)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—'মহীপালঃ' পদের বিণ। মহীপালঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অপশ্যৎ'।

সমীক্ষ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া, সম্—ঈক্ষ্+ল্যপ্।

স্বাম্—'সুতাম্' পদের বিণ। সুতাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া।

প্রাপ্তযৌবনাম্—'সুতাম্' পদের বিধেয় বিণ। প্রাপ্তং যৌবনম্ যয়া সা (বহুব্রী), তাম্। প্র—আপ্+ক্ত=প্রাপ্ত। যূনোর্ভাবঃ ইতি যুবন্+ষ্ণ= যৌবনম্।

অপশ্যৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'মহীপালঃ'। দৃশ্+লঙ্ দ্।

আত্মনা—করণে তৃতীয়া। কার্যম্—কৃদন্ত ক্রিয়া, কৃ+ণ্যৎ।

দময়ন্ত্যাঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'স্বয়ংবরম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

স্বয়ংবরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'কার্যম্' পদের কর্ম। স্বয়ম্—বৃ+অল্ ভাববাচ্যে।

পূর্বকালে ভারতে কন্যারা বিশেষ করিয়া রাজকন্যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারা নিজেরাই পতি নির্বাচন করিতেন। কন্যার অভিভাবক বিবাহের খবর দিয়া সমস্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ করিতেন। এক সভায় সকলে উপস্থিত হইলে একজন ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের গুণাবলী বিবৃত করিতেন। কন্যা সকলের পরিচয় শুনিয়া যাঁহাকে তাঁহার পছন্দ হইত তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিতেন। তিনিই ওই কন্যার স্বামী হইতেন। এই সভাকেই স্বয়ংবর-সভা বলে।

বাচ্যান্তর। তেন মহীপালেন ·····স্বয়ংবরঃ······অদৃশ্যত।

অনুবাদ। "সেই রাজাও নিজ কন্যাকে যৌবনপ্রাপ্ত দেখিয়া দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভা (সভায় পতিনির্বাচন) নিজের কর্তব্য বুঝিলেন।

Trans.—"And the king having seen his daughter attained her youth observed it his duty that Damayanti's *Sayambara* should be done by himself.

স সংনিমন্ত্রয়ামাস·········ইতি প্রভো॥ (শ্লোক ৪১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সঃ সংনিমন্ত্রয়ামাস মহীপালান্ বিশাম্পতিঃ।
অনুভূয়তাম্ অয়ং বীরাঃ স্বয়ংবরঃ ইতি প্রভো॥

সারাংশ। সেই রাজা রাজগণকে স্বয়ংবরে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

অন্বয়। প্রভো! সঃ বিশাম্পতিঃ মহীপালান্ সংনিমন্ত্রয়ামাস (হে) বীরাঃ! অয়ং স্বয়ংবরঃ অনুভূয়তাম্ (ভবদ্ভিঃ) ইতি।

শব্দার্থ। প্রভো (রাজন্ যুধিষ্ঠির) ! সঃ বিশাম্পতিঃ (সেই নরপতি অর্থাৎ রাজা ভীম) মহীপালান্ (রাজগণকে) সংনিমন্ত্রয়ামাস (সম্মানের সহিত নিমন্ত্রণ জানাইলেন)—বীরাঃ (হে বীরগণ) ! অয়ং স্বয়ংবরঃ (এই স্বয়ংবরে) অনুভূয়তাম্ (অংশ গ্রহণ করা হউক) ইতি এই কথা বা খবর।

সংস্কৃত অর্থ। প্রভো (রাজন্ যুধিষ্ঠির) ! সঃ বিশাম্পতিঃ (নৃপতিঃ ভীমঃ) মহীপালান্ (রাজগণান্) সংনিমন্ত্রয়ামাস (সসম্মানম্ আহ্বয়ামাস)—বীরাঃ ! অয়ং স্বয়ংবরঃ (অস্মিন্ স্বয়ংবরে) অনুভূয়তাম্ (অংশগ্রহণং ক্রিয়তাম্) ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—'বিশাম্পতিঃ' পদের বিণ।

সংনিমন্ত্রয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া। সম্—নি—মন্ত্র্+লিট্ অ। মন্ত্র্ ধাতু চুরাদিগণীয় বলিয়া অস্ ধাতুর লিটের রূপ যোগ করিয়া লিট্ করা হইয়াছে।

মহীপালান্—কর্মণি ২য়া। মহ্যাঃ পালঃ (ষষ্ঠীতৎ) তান্। পা+ণিচ্+অন্ =পাল।

বিশাম্পতিঃ—কর্তরি ১মা। বিশাম্ (=জনানাং) পতিঃ (অলুক্ ষষ্ঠীতৎ)।

অনুভূয়তাম্—সমাপিকা ক্রিয়া। অনু—ভূ+কর্মবাচ্যে লোট্ তাম্। কর্তা 'ভবদ্ভিঃ' উহ্য।

অয়ম্—'স্বয়ংবরঃ' পদের বিণ। বীরাঃ—সম্বোধনে ১মা, বহুবচন।

স্বয়ংবরঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। স্বয়ম্—বৃ+খচ্।

ইতি—অব্যয়। প্রভো—সম্বোধনে ১মা। প্রভু (নৃপতি অর্থবোধক শব্দ)।

বাচ্যান্তর। ……তেন বিশাম্পতিনা মহীপালাঃ সংনিমন্ত্রয়ামাসিরে…… ইমং স্বয়ংবরম্ অনুভবন্তু (ভবন্তঃ)……।

অনুবাদ। "হে প্রভো ! সেই নরপতি (ভীম) রাজগণকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ জানাইলেন—'হে বীরগণ ! (আপনারা) এই স্বয়ম্বরে অংশ গ্রহণ করুন।'

Trans.—"O Lord ! that king respectfully invited all the kings—'O heroes ! do (you) take part in this swayamvara'.

শ্রুত্বা তু……ভীমশাসনাৎ॥ (শ্লোক ৪২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। শ্রুত্বা তু পার্থিবাঃ সর্বে দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্।
অভিজগ্মুঃ ততঃ ভীমম্ রাজানঃ ভীমশাসনাৎ॥

সারাংশ। দময়ন্তীর স্বয়ংবর শুনিয়া সমস্ত রাজারা ভীমের নির্দেশমত তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

অন্বয়। ততঃ সর্বে পার্থিবাঃ রাজানঃ তু দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরং শ্রুত্বা ভীমশাসনাৎ ভীমম্ অভিজগ্মুঃ।

শব্দার্থ। ততঃ (তখন) সর্বে (সমস্ত) পার্থিবাঃ (পৃথিবীর) রাজানঃ (নৃপতিগণ) তু (বাক্যালঙ্কারে) দময়ন্ত্যাঃ (দময়ন্তীর) স্বয়ংবরং (স্বয়ংবর-কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) ভীমশাসনাৎ (রাজা ভীমের নির্দেশমত) ভীমম্ (রাজা ভীমের নিকটে) অভিজগ্মুঃ (আসিতে লাগিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তস্মিন্ সময়ে) সর্বে পার্থিবাঃ (পৃথিবীপালাঃ) রাজানঃ (নৃপতয়ঃ) তু (বাক্যালঙ্কারে) দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরং (স্বয়ংবরবার্তাং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) ভীমশাসনাৎ (রাজ্ঞঃ ভীমস্য নির্দেশানুসারিতঃ) ভীমম্ (তং রাজানম্) অভিজগ্মুঃ (সমীপম্ আগচ্ছন্)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। শ্লোকটি "নলদময়ন্তী-সংবাদঃ" শীর্ষক মহাভারতীয় উপাখ্যানাংশ হইতে সমুদ্ধৃত। রাজা বিদর্ভরাজ ভীম দময়ন্তীর স্বয়ংবর কথা ঘোষিত করিলে রাজগণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বর্ণিত আছে।

বিদর্ভরাজকুমারী দময়ন্তী রূপে গুণে তদানীন্তন ক্ষত্রিয়সমাজে পরম প্রার্থনীয়া বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করা নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা—ইহা রাজারা সকলে মনে করিতেন। সেই দময়ন্তী আজ স্বয়ংবর সভামধ্যে সমবেত সর্বরাজগণের মধ্য হইতে আপনার পতি নির্বাচন করিবেন। সুতরাং সেই সভাতে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। তাহার উপর বিদর্ভরাজ ভীম ক্ষত্রিয়সমাজে একজন পরমমান্য নরপতি; তিনি সাদরে আহ্বান জানাইয়াছেন। সুতরাং কোন্ রাজা এমন সুযোগ ছাড়িতে পারে? পৃথিবীর সমস্ত রাজারাই রাজা ভীমের সন্নিধানে আসিতে লাগিলেন।

এই শ্লোকে "পার্থিবাঃ" শব্দটি "রাজানঃ" পদের পরিচায়করূপে দেওয়ার কারণ এই যে—দময়ন্তীর সেই স্বয়ংবর সভাতে অপার্থিব রাজগণ অর্থাৎ লোকপাল-দেবতাবৃন্দও সমাগত হইয়াছিলেন। সেই অপার্থিব রাজগণ হইতে স্বতন্ত্রতা জ্ঞাপনের জন্যই এই শ্লোকে "পার্থিব" শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সেই লোকপালগণের সমাগমের শ্লোকগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য পার্থিবাঃ পদটি অর্থহীন ও পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ং মহাভারতীয়-বনপর্বণঃ "নলদময়ন্তী-সংবাদঃ" নাম উপাখ্যানাংশাৎ সমুদ্ধৃতঃ। দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরে বিঘোষিতে রাজানঃ যদ্ অকুর্বন্, তদেবাত্র বর্ণিতম্।

রূপগুণাঢ্যা বিদর্ভরাজনন্দিনী দময়ন্তী খলু পরমপ্রার্থনীয়া ইতি তদানীন্তনে রাজন্যসমাজে পরাং খ্যাতিম্ আগতা আসীৎ; তস্যাঃ দময়ন্ত্যাঃ লাভঃ সৌভাগ্য-সূচকঃ এব। সা চাস্য নির্দিষ্টসভায়াং সমুপস্থিতেষু রাজগণেষু আত্মনঃ মনোঽনুরূপং পতিং নির্বাচয়িষ্যতি। অতঃ নূনং তস্যাং সভায়াং উপস্থিতা ভবেম। অন্যচ্চ—ক্ষত্রিয়সমাজে পরমমান্যঃ পরাক্রান্তঃ বিদর্ভরাজঃ সসম্মানম্ অস্মান্ আমন্ত্রিতবান্। কঃ খলু এতাদৃশং সুযোগম্ উপেক্ষেত। ইতি বিবিচ্য পৃথিবীস্থাঃ সর্বে নরপতয়ঃ তত্র বিদর্ভরাজসভায়াম্ আগন্তুম্ উপচক্রমিরে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

শ্রুত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। শ্রু+ক্ত্বাচ্। তু—অব্যয়।

পার্থিবাঃ—'রাজানঃ' পদের পরিচায়ক পদ। পৃথিবী+ষ্ণ। পার্থিব অর্থও রাজা। কাজেই অপার্থিব রাজাদের অংশ পাঠ্যপুস্তকে বাদ দেওয়ায়, এই পার্থিবাঃ পদটি নিরর্থক।

সর্বে—'রাজানঃ' পদের বিণ। দময়ন্ত্যাঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

স্বয়ংবরম্—কর্মণি ২য়া। স্বয়ম্—বৃ+খচ্।

অভিজগ্মুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া। অভি—গম্+লিট্ উস্।

ভীমম্—কর্মণি ২য়া। রাজানঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অভিজগ্মুঃ'।

ভীমশাসনাৎ—হেতৌ বা ল্যব্‌লোপে কর্মণি ৫মী। ভীমস্য শাসনম্ (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মাৎ। শাস্+অনট্=শাসনম্। অর্থ আদেশ (নিমন্ত্রণ)।

বাচ্যান্তর। ....সর্বৈঃ পার্থিবৈঃ রাজভিঃ......ভীমঃ অভিজগ্মে।

অনুবাদ। "তখন সমস্ত পৃথিবীস্থ রাজগণ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর শুনিয়া (রাজা) ভীমের নির্দেশানুসারে সেই ভীমের সন্নিধানে আসিতে লাগিলেন।

Trans.—Then, on hearing the swayamvara of Damayanti, all the kings of the earth began to pour in to Bhima in pursuance of the invitation of that king.

নলোঽপি……দময়ন্তীমনুব্রতঃ। (শ্লোক ৪৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। নলঃ অপি রাজা কৌন্তেয় শ্রুত্বা রাজ্ঞাম্ সমাগমম্।
অভ্যাগচ্ছৎ অদীনাত্মা দময়ন্তীম্ অনুব্রতঃ॥

সারাংশ। অন্যান্য রাজাদের আগমনের খবর পাইয়া রাজা নলও সেখানে যাইলেন।

অন্বয়। হে কৌন্তেয়! অদীনাত্মা দময়ন্তীম্ অনুব্রতঃ রাজা নলঃ অপি রাজ্ঞাং সমাগমং শ্রুত্বা অভ্যাগচ্ছৎ।

শব্দার্থ। হে কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির!) অদীনাত্মা (প্রফুল্লচিত্ত) দময়ন্তীম অনুব্রতঃ (দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত) রাজা নলঃ অপি (রাজা নলও) রাজ্ঞাং (অন্যান্য রাজাদের) সমাগমং (বিবাহের জন্য সম্মেলন) শ্রুত্বা (শুনিয়া) অভ্যাগচ্ছৎ (গিয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। হে কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির!) অদীনাত্মা (প্রীতিচিত্তঃ, অব্যথমনাঃ, প্রফুল্লচিত্তঃ সন্ ইত্যর্থঃ) দময়ন্তীম্, অনুব্রতঃ (অনুরক্তঃ) রাজা (নৃপতিঃ) নলঃ অপি (নিষধাধিপতিঃ নলঃ) রাজ্ঞাং (নৃপতীনাম্) সমাগমং (বিবাহার্থম্ সম্মেলনম্) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) অভ্যাগচ্ছৎ (গতবান্—সভাম্ ইতি শেষঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নলঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'অভ্যগচ্ছৎ'। অপি—অব্যয়।

রাজা—'নলঃ' পদের বিণ।

কৌন্তেয়—সম্বোধন পদ। কুন্তী+(অপত্যার্থে) ঢ্ণেয়। কুন্ত্যাঃ অপত্যং পুমান্, তৎসম্বোধনে। যুধিষ্ঠিরকে বৃহদশ্ব ঋষি 'কুন্তীপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

শ্রুত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া, শ্রু+ক্ত্বাচ্।

রাজ্ঞাম্—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ষষ্ঠী। কৃদন্ত পদ 'সমাগমম্'। [তিঙন্ত= রাজানঃ (১মা) সমাগচ্ছন্তি; কৃদন্ত=রাজ্ঞাং (ষষ্ঠী) সমাগমম্ (রাজাদের আগমন)]।

সমাগমম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, 'শ্রুত্বা' ক্রিয়ার কর্ম। সম্-আ-গম্+অল্= সমাগমঃ=, সম্মেলন—বিবাহার্থ)।

অভ্যগচ্ছৎ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নলঃ'। অভি-গম্+লঙ্ দ্।

অদীনাত্মা—'নলঃ' পদের বিণ। ন দীনঃ=অদীনঃ (নঞ্‌তৎ)। অদীনঃ আত্মা যস্য সঃ (বহুব্রীহি)। দী+ক্ত=দীন।

দময়ন্তীম্—'অনুব্রতঃ' পদের অন্তর্গত 'অনু' যোগে দ্বিতীয়া।

অনুব্রতঃ—'নলঃ' পদের বিণ। অনু ব্রতং যস্য সঃ (বহুব্রী)। অর্থ অনুরক্ত।

বাচ্যান্তর। ...অদীনাত্মনা...অনুব্রতেন রাজ্ঞা নলেন...অভ্যগম্যত।

অনুবাদ। "হে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত রাজা নলও অন্যান্য রাজাদের বিবাহার্থ সম্মেলনের কথা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্তে তথায় গিয়াছিলেন।"

Trans. "Oh Yudhisthira, son of Kunti! King Nala too, devoted to Damayanti, hearing the assembly of the kings set out with a happy mind."

Possible Questions and Answers.

Q. 1. রাজা নলের রূপ ও গুণের বর্ণনা দাও। (Give a description of the beauty and virtues of King Nala.) (শ্লোক ১—৪)

উত্তর। নিষধ দেশে বীরসেনের পুত্র রাজা নল রূপবান্ ছিলেন; সমস্ত শ্রেষ্ঠ রমণীগণ তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে বাসনা করিত। দৈহিক শক্তিতে বিশেষ বলশালী তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর যোদ্ধা ছিলেন; এবং তাঁহার বহু অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় তিনি সমস্ত রাজগণের অগ্রগণ্য ছিলেন এবং তেজে তিনি সূর্যের ন্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বয়ং মনুর মত তিনি একজন লোকপালক রাজা ছিলেন। তিনি অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; অক্ষক্রীড়ায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তিনি উদার-চরিত্র, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণসেবক এবং বেদজ্ঞ ছিলেন। এক কথায়—মানুষের অভীপ্সিত সর্বপ্রকার রূপ ও গুণই তাঁহাতে বর্তমান ছিল।

Q. 2. বিদর্ভরাজ ভীম কিভাবে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন? (৫—৯)
How did Bhima, the king of Vidarbha, get offsprings?

উত্তর। নিষধ দেশে রাজা নল যেমন সর্বগুণযুক্ত ছিলেন, সেইরূপ বিদর্ভদেশে ভীম নামে এক সর্বগুণসম্পন্ন মহাবিক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি

কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান লাভাশায় তিনি নিরন্তর চেষ্টিত ছিলেন। একদা দমন নামে কোনও এক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি তখন সন্তান লাভ করিবার ইচ্ছায় রাজ্ঞীর সহিত সেই তেজস্বী ব্রহ্মর্ষির পরিচর্যা করিলেন। তাঁহাদের সেবায় পরম পরিতুষ্ট ঋষি সন্তান লাভের বর তাঁহাদিগকে দিলেন। সেই বরের প্রভাবে তাঁহারা একটি অতিরূপবতী সুলক্ষণা কন্যা ও তিনটি মহাশক্তিশালী গুণবান্ পুত্র লাভ করিলেন। বরপ্রদত্ত ঋষির নামানুকরণে কন্যাটির নাম রাখা হইল—দময়ন্তী, এবং পুত্রগণের নাম হইল—দম, দান্ত ও দমন।

Q. 3. দময়ন্তীর রূপ-গুণের পরিচয় দাও। (Give a description of the beauty and virtues of Damayanti.) (১৩—১৪)

উত্তর। কন্যা দময়ন্তী পরম রূপশালিনী ছিলেন, অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন; নানাবিধ কল্যাণলক্ষণ থাকার জন্য তাঁহার যশঃ তদানীন্তন ক্ষত্রিয়সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। দময়ন্তী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন, তাঁহার দৈহিক ও মানসিক পরিচর্যার নিমিত্ত স্নেহপরায়ণ পিতা সালংকৃতা বহুসংখ্যক দাসী এবং সুশিক্ষিতা বহুসংখ্যক সখী নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর মত সেই ভৈমী দময়ন্তী মেঘপুঞ্জ মধ্যে বিদ্যুতের মত সেই সখীবৃন্দ মধ্যে শোভা পাইতেন। মানুষ তো দূরের কথা—দেবতা বা যক্ষদিগের মধ্যেও সেইরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণী দেখা যাইত না। তাঁহাকে দেখিলে দেবগণেরও চিত্ত-প্রসন্ন হইত।

Q. 4. নল ও দময়ন্তী কিরূপে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন? (How did Nala and Damayanti become attached to each other ?) (১৫—১৭)

উত্তর। সাক্ষাৎ কন্দর্পের মত রূপবান্ নরশ্রেষ্ঠ নল জগতে অতুলনীয় ছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষের সহিত শ্রেষ্ঠা রমণীর মিলন সকলেরই কাম্য। এইজন্য অত্যন্ত কৌতূহলী জনগণ নলের নিকটে দময়ন্তীর রূপগুণের ভূয়সী প্রশংসা করিত। আবার অনুরূপভাবে দময়ন্তীর নিকটেও নলের প্রচুর গুণানুকীর্তন করিত। অনুদিন এইভাবে পরস্পরের রূপগুণের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারে দুই জনেরই মনে অজ্ঞাতসারে পরস্পরের প্রতি কামনার সঞ্চার হইল, এবং সেই কামনা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

Q 10. পদ গঠন কর (Give the resulting forms of) :—

(১) ইষ্ + ক্ত (২) অদিতি + ষ্ণ্য (৩) প্রশস্য + ইষ্ঠ (৪) সৎ-কৃ + ঘঞ্ (৫) সুভগ + ষ্ণ্য (৬) ভূষ্ + ক্ত (৭) তদ্-দৃশ্ + ক্বিপ্ + আপ্ (৮) মূর্তি + মতুপ্ ।

উত্তর। (১) ইষ্ট (২) আদিত্যঃ (৩) শ্রেষ্ঠঃ (৪) সৎকারঃ (৫) সৌভাগ্য (৬) ভূষিত (৭) তাদৃশী (৮) মূর্তিমান্ ।

Q. 11. সংস্কৃত প্রতিশব্দ লিখ—Give the Sanskrit synonyms of—

অশ্বকোবিদঃ (১), অপ্রজঃ (৫), সুবর্চসম্ (৭), অনবদ্যাঙ্গী (১২), হৃচ্ছয়ঃ (১৭), রহোগতঃ (১৮), জাতরূপপরিষ্কৃতান্ (১৯), ব্যাজহার (২০), গরুত্মন্তঃ ।

Ans. অশ্বকোবিদঃ = অশ্বশাস্ত্রপণ্ডিতঃ, অপ্রজঃ = সন্তানহীনঃ, সুবর্চসম্ = মহাতেজসম্, অনবদ্যাঙ্গী = অনিন্দনীয়াবয়বা, সর্বাঙ্গসুন্দরী ইত্যর্থঃ, হৃচ্ছয়ঃ = কামঃ, রহোগতঃ = নির্জনাবস্থিতঃ সন্, জাতরূপপরিষ্কৃতান্ = সুবর্ণপক্ষান্, ব্যাজহার = উক্তবান্, অবদৎ, গরুত্মন্তঃ—পতত্রিণঃ ।

Q 12 বিকল্পরূপ লিখ। Write the alternative forms of—

(১) মূর্ধ্নি (২) তে (৩) আগম্য (৪) মে ।

উত্তর। মূর্ধনি (২) তব, (৩) আগত্য (৪) মম ।

Q 13 প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। Explain with reference to context—শ্লোক সংখ্যা—৪, ১৭, ৩৮, ৩৯, ৪২ ।

উত্তর। ঐ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ।

Q. 14. বাচ্যান্তর কর। Change the voice of—

(i) আসীদ্ রাজা নলো নাম বীরসেনসুতো বলী ।

(ii) দমনঃ নাম ব্রহ্মর্ষিঃ তম্ অভ্যগচ্ছৎ ।

(iii) ত্বাং দময়ন্তীসকাশে তথা কথয়িষ্যামি যথা সা ত্বদন্যঃ পুরুষঃ ন মংস্যতি ।

উত্তর। (i) অভূয়ত রাজ্ঞা নলেন নাম বীরসেনসুতেন বলিনা ।

(ii) দমনেন নাম ব্রহ্মর্ষিণা সঃ অভ্যগম্যত তয়া ।

(iii) ত্বং দময়ন্তীসকাশে তথা কথয়িষ্যসে যথা তয়া ত্বদন্যঃ পুরুষঃ ন মংস্যতে ।

Q. 15. টীকা লিখ (Write short Notes on)—

(১) অক্ষৌহিণী (২) অশ্বিনৌ (৩) স্বয়ংবরঃ ।

উত্তর। (১) পৃষ্ঠা ৭৩ (২) পৃষ্ঠা ১০৮ (৩) পৃষ্ঠা ১২৭ দেখ।

বুদ্ধচরিতম্

জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত দর্শনম্

ভূমিকা ঃ এই কবিতার পরিশিষ্টে দেখ।

বস্তু-সংক্ষেপ ঃ অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ ভগবান তথাগতের মনে মত অভিপ্রায় জানিয়া পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহ, তাঁহার ঐশ্বর্য এবং পুত্রের বয়সের উপযুক্ততা-বশে পুত্রের জন্য একটি প্রমোদযাত্রার আয়োজন করিলেন। পুত্রের কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিলে তাঁহার স্বভাবতঃ সংসার-বিরাগী পুত্রের মন হয়ত আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুত্রের গমন-পথে যাহাতে কোন ব্যথাতুর লোক না আসিয়া পড়িতে পারে—রাজা সেইরূপই আয়োজন করিলেন। তাঁহার নিয়োজিত কর্মচারিগণ পথিস্থিত সর্বপ্রকার বৃদ্ধ, বিকলেন্দ্রিয়, হস্তপদবিহীন দীন হীন জনগণকে মিষ্টবাক্যে সরাইয়া দিয়া রথের নানাবিধ সাজসজ্জা করিল।

রাজা তখন বহির্গমনেচ্ছু পুত্রটির মস্তকাঘ্রাণ পূর্বক তাঁহাকে বহুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণকরতঃ গমনে অনুমতি দিলেন,—সে অনুমতি মুখেই দিলেন মাত্র, মন হইতে দিতে পারিলেন না। রাজকুমারের জন্য একখানি স্বর্ণময় রথ আসিল; রথে চারিটি অতি শান্তস্বভাব অশ্ব; অশ্বগণের দেহে স্বর্ণ নির্মিত সাজসজ্জা—তাহাদের বল্‌গাগুলি বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ। রাজপুত্র রথে উঠিয়া রাজপথে নির্গত হইলেন, সঙ্গে তাঁহার উপযুক্তমত অনুচরবৃন্দ;—মনে হইল যেন আকাশ-পথে নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। রাজপুত্র এই প্রথমবার প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেন; তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া শান্তপ্রকৃতি শোভনবেশী কত পুরবাসী রাজপথে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাজপুত্রের স্বাভাবিক বিষণ্ণ অন্তঃকরণে যেন কিছু পরিমাণে যৌবনসুলভ তৃপ্তির উদয় হইল।

এইভাবে তৃপ্তিলাভ ঘটিলে ত তাঁহার নরদেহধারণের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে;—সুতরাং স্বর্গস্থিত দেবগণ কুমারের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে একটি অতিবৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। পথের বহুসহস্র লোক

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ আকৃতি বিশিষ্ট তাহাকে দেখিয়াই কুমার স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে একাগ্রভাবে চাহিয়া চাহিয়া সমীপবর্তী সারথিকে বলিলেন—"হে সারথে! শুভ্র-কেশ-বিশিষ্ট, যষ্টিতে সমর্পিত-হস্ত, ভ্রূ-দ্বারা আবৃতপ্রায় চক্ষু, শিথিল শরীর, অবনত—এই লোকটি কে? ইহাই কি স্বাভাবিক নিয়ম? না—ভগবানের খেয়াল খুশী? না—ইহার বিকৃতি মাত্র?" এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরটি সারথির বলা উচিত ছিল না; কিন্তু স্বর্গস্থ সেই দেবগণই তাহার বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করিয়া দিলেন; সে মনে করিল—"ইহাতে আর কি দোষ হইতে পারে?" তখন বলিল—"কুমার! ইহার নাম জরা। এই জরা রূপ নষ্ট করে, দেহ দুর্বল করিয়া দেয়, শক্তির বিনাশ করে, স্মৃতি নষ্ট করে, ইন্দ্রিয়গণকে বিকল করে, নানা দুঃখকষ্টের সৃষ্টি করে।" শুনিয়া রাজকুমার বিচলিত হইয়া সারথিকে বলিলেন—"এই জরা-দোষ কি আমারও ঘটিবে?" সারথি বলিল—"আয়ুষ্মন্! বয়স অধিক হইলে কালক্রমে আপনারও ইহা আসিবে। জরা এইরূপ সমস্ত বিনাশ করে—সকলেই তাহা জানে, তথাপি সকলেই কামনা করে—দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিয়া এই জরাকে পাইবার জন্য।" কুমারের চক্ষু তখনও সেই বৃদ্ধের উপরেই নিহিত; কুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িলেন। তিনি আর প্রমোদযাত্রায় গেলেন না, বাড়ী ফিরিলেন;—কিন্তু সেই গৃহও যেন তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কুমার গৃহে আসিয়াও সর্বত্র জরা মূর্তিই দর্শন করিতে লাগিলেন;—কিছুতেই আর মনে শান্তি পাইলেন না। রাজা তখন তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য—পূর্বের মতই ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় কুমারের প্রমোদযাত্রার আয়োজন করিলেন। দেবগণ এইবার এক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে সৃষ্টি করিলেন। দেখিবামাত্রই কুমারের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইয়া গেল, শুদ্ধোদন-নন্দন তখন সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটি কে?—ইহার উদর স্ফীত হইয়াছে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে দেহটি কাঁপিয়া উঠিতেছে, হস্ত দুইটি ও স্কন্ধ দুইটি অবনত হইয়া পড়িয়াছে, শরীর যেমন কৃশ, তেমনই পাণ্ডুবর্ণ, 'মা' বলিয়া কাতর শব্দ করিতেছে, অন্য একজনকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।" সারথি বলিল—"কুমার! শরীরমধ্যস্থ ধাতুত্রয় কুপিত হওয়ায় ইহার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। ইহার নাম রোগ; ইহা সমর্থ লোককেও পরবশ করিয়া ফেলে।" করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন, "এই দোষ কি শুধু ইহারই হইয়াছে? না—ইহা সকলের পক্ষেই সাধারণ ব্যাপার?" 'এই দোষটি সর্বসাধরণেরই'—সারথির মুখে এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র

বিষণ্নমনে চিন্তা করিতে করিতেই বাড়ী ফিরিলেন, তাঁহার আর প্রমোদযাত্রায় যাওয়া হইল না।

কুমারের মনের অবস্থা বুঝিয়া বাধ্য হইয়া রাজা তৃতীয়বার তাঁহার বহির্গমনের ব্যবস্থা করিলেন; এইবার তিনি রাজপথ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন, সারথি এবং রথ দুই-ই পরিবর্তন করিলেন সেই দেবগণই এইবার এক মৃতদেহ সৃষ্টি করিলেন; কুমার দেখিলেন সম্মুখে একটি মৃতদেহকে লোকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই দৃশ্যটি শুধু কুমার এবং তাঁহার সারথিই দেখিলেন,—অপর কেহই দেখিতে পাইল না। কুমার তখন সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই চারিজন লোক কাহাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে? শ্বাসহীন দেহটিকে সজ্জিত করিয়া তাহার পশ্চাতে দুঃখার্ত লোকেরা কঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে, এ কে?" সারথি অবশ্যই জানিত কুমারের নিকট প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার অর্থ ঠিক নহে। তথাপি সে কুমারকেই তাহার প্রভু মনে ভাবিয়া তাঁহাকে যথার্থ উত্তরটিই দিল; কারণ—জগৎ-কল্যাণকামী দেবগণই তাহার মনকে ইতিমধ্যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সারথি বলিল—"এই লোক তাহার প্রাণ, বোধশক্তি ও ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা রহিত হইয়া তৃণ ও কাষ্ঠের মত চেতনাবিহীন হইয়াছে। তাই তাহার প্রিয় অপ্রিয় সকলে মিলিয়াই তাহাকে যত্নপূর্বক বাঁধিয়া ত্যাগ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে।" সারথির কথা শুনিয়া কুমারের মন বিচলিত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—"ইহা কি সাধারণের ধর্ম? না—ইহা কেবল ইহারই?" সারথি উত্তর দিল—"এই মৃত্যু সকলেরই শেষ আনয়ন করে; উত্তম মধ্যম অধম—সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কুমার বলিলেন—"সারথে! রথ ঘুরাও; প্রমোদযাত্রায় যাওয়ার সময় এখন নহে। মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়া কোন্ জ্ঞানবান্ লোক আনন্দে মত্ত থাকিতে পারে?"

সারথি কিন্তু এবার আর কুমারের কথা শুনিয়া রথ ফিরাইল না; বরং রাজার বিশেষ নির্দেশমত পদ্মখণ্ড নামক বনের দিকেই চলিয়া গেল। কুমার কিন্তু সেখানেও বিস্ময়ে প্রলুব্ধ হইলেন না,—কোন মতেই মনে শান্তিলাভ করিলেন না। একদিন তিনি যখন সমবয়স্ক মন্ত্রীপুত্রগণের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে আলাপ করিতে করিতে শান্তিলাভেচ্ছায় বনভূমি দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন. তখন এক বিস্তীর্ণ শাখাপল্লববিশিষ্ট জম্বুবৃক্ষের মূলে একজন সন্ন্যাসীবেশী পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিলেন। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" তিনি

বলিলেন—"কুমার! আমি একজন সংসারত্যাগী মুক্তিকামী সন্ন্যাসী। আমি এই নশ্বর জগতে অক্ষয় মঙ্গলময় স্থানের অন্বেষণ করিতেছি। আমার বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হইয়াছে; বিষয়ভোগকে আমি সাধারণ অপেক্ষা অন্যচক্ষে দেখি। আমি নির্জন পরিত্যক্ত গৃহে বনে পর্বতে যেখানে সেখানেই থাকি; আমি কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কাহারও দান গ্রহণ করি না; আমি পরমার্থকামী।" রাজপুত্রের আকৃতি ভোগময়ী হইলেও তাঁহার বুদ্ধি বিপরীত প্রকার বুঝিয়াই তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতিকে জাগাইবার জন্য সমাগত সেই ভিক্ষুবেশী দেবতা কুমারের চোখের সম্মুখেই আকাশপথে চলিয়া গেলেন।

কুমার তদ্দর্শনে পরম হৃষ্ট হইলেন। তিনিও সংসারত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। জগতের জরা-মরণের দুঃখ দূর করিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প লইয়াই তিনি গৃহে ফিরিলেন।

জীর্ণ-রুগ্ণ মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্

অনুবাদ। জরাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, মৃত্যুকবলিত ও সংসারত্যাগীকে দর্শন।

Trans.—The seeing of persons—ridden with old age, wrecked with disease, smitten with death, and renouncing the world.

ব্যাকরণ। জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রাজত-দর্শনম্—অভিধেয়মাত্রে ১মা। জীর্ণঃ চ রুগ্ণঃ চ মৃতঃ চ প্রব্রজিতঃ চ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব): তেষাং দর্শনম্ (ষষ্ঠীতৎ)। জৄ+ক্ত=জীর্ণ। রুজ্‌+ক্ত=রুগ্ণ। এখানে ন যুক্ত রুগ্ন কখনই হইতে পারে না। ণত্ব-বিধানের নিয়ম অনুসারে র্-এর পরে স্বরবর্ণ, কবর্গ ব্যবধান থাকিলেও 'ণ' হয়। অথচ অধিকাংশ স্থলেই "ন" লিখা হয়। পাঠ্যপুস্তকে "ন" যুক্তই ছাপা আছে। ইহা অবশ্যই ভুল। মৃ+ক্ত=মৃত। মৃ-ধাতু লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্-এর বিভক্তিতে আত্মনেপদী হয়; অন্যত্র ইহা পরস্মৈপদী। প্র—ব্রজ্‌+ক্ত=প্রব্রজিত। দৃশ্‌+অনট্=দর্শনম্।

ততো নৃপস্তস্য·········বিহারযাত্রাম্॥ (শ্লোক ১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ নৃপঃ তস্য নিশম্য ভাবম্ পুত্রাভিধানস্য মনোরথস্য।
স্নেহস্য লক্ষ্ম্যাঃ বয়সঃ চ যোগ্যাম্ আজ্ঞাপয়ামাস বিহারযাত্রাম্॥

সারাংশ। রাজা শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থের বাসনা অনুযায়ী প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন।

অন্বয়। ততঃ নৃপঃ পুত্রাভিধানস্য তস্য মনোরথস্য ভাবং নিশম্য (আত্মনঃ)

স্নেহস্য, (আত্মনঃ) লক্ষ্ম্যাঃ, (পুত্রস্য) বয়সঃ চ যোগ্যাম্ বিহারযাত্রাম্ আজ্ঞাপয়ামাস।

শব্দার্থ। ততঃ (তখন) নৃপঃ (রাজা) পুত্রাভিধানস্য (পুত্র বলিয়া কথিত) তস্য (তাঁহার, ভগবান্ বুদ্ধের) মনোরথস্য (মনের) ভাবং (অবস্থা) নিশম্য (দেখিয়া, এখানে বুঝিয়া) স্নেহস্য (পুত্রের প্রতি নিজের স্নেহের), লক্ষ্ম্যাঃ (আপনার ঐশ্বর্যের) বয়সঃ চ (এবং পুত্রের বয়সের) যোগ্যাং (উপযুক্ত) বিহারযাত্রাম্ (আনন্দলাভের জন্য বহির্গমন) আজ্ঞাপয়ামাস (আদেশ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদা) নৃপঃ (ভূপঃ) পুত্রাভিধানস্য (পুত্রঃ ইতি কথিতস্য) তস্য (ভগবতঃ তথাগতস্য) মনোরথস্য (চিত্তবৃত্তেঃ) ভাবম্ (অবস্থাম্) নিশম্য (বুধ্বা) স্নেহস্য (তং প্রতি স্বীয়বাৎসল্যস্য) লক্ষ্ম্যাঃ (আত্মনঃ বিত্তস্য) বয়সঃ (পুত্রস্য বয়ঃক্রমস্য) চ যোগ্যাম্ (অনুরূপাম্) বিহারযাত্রাম্ (চিত্তপ্রমোদায় বহির্গমনম্) আজ্ঞাপয়ামাস (আদিদেশ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। তদ্+তস্। অনন্তর অর্থে প্রয়োগ।

নৃপঃ—কর্তরি ১মা, নৄন্ পাতি যঃ সঃ (উপপদ তৎ)। নৃ—পা+ড।

তস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'ভাবম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

নিশম্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। নি—শম্+ল্যপ্।

ভাবম্—কর্মণি ২য়া. ; ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ (পুংলিঙ্গ), ২য়া ১বচনে 'ভাবম্'।

পুত্রাভিধানস্য—'তস্য' পদের বিণ। পুত্রঃ ইতি অভিধানং যস্য (বহুব্রীহি) তস্য। পুৎ+ত্রৈ+ড=পুত্র ('পুত্ৰ' বানানও দেখা যায়)। অভি—ধা+অনট্= অভিধানম্।

মনোরথস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। মনসঃ রথঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তস্য।

স্নেহস্য—তুল্যার্থক 'যোগ্যাম্' শব্দযোগে ৬ষ্ঠী। স্নিহ্+ঘঞ্=স্নেহঃ।

লক্ষ্ম্যাঃ—তুল্যার্থক 'যোগ্যাম্' শব্দযোগে ৬ষ্ঠী। লক্ষ্মীশব্দ নদী শব্দের মত ; শুধু ১মা ১বচনে (লক্ষ্মীঃ) বিসর্গ হয়, 'নদী' শব্দে হয় না—এই পার্থক্য।

বয়সঃ—তুল্যার্থক 'যোগ্যাম্' শব্দ যোগে ৬ষ্ঠী। বয়স্ শব্দ পয়স্ শব্দের মত।

যোগ্যাম্—'বিহারযাত্রাম্' পদের বিণ। যুজ্+ণ্যৎ। উপযুক্ত অর্থে 'যোগ্য' আর নিযুক্ত ভৃত্য অর্থে 'যোজ্য' হয়।

আজ্ঞাপয়ামাস -সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'নৃপ' ; আ—জ্ঞা+ণিচ্+লিট্ অ ;

ণিজন্ত ধাতুর লিটে রূপ করিতে হইলে সেই ণিজন্ত ধাতুর সঙ্গে 'আম্' যোগ করিবার পরে কৃ, ভূ বা আস্ ধাতুর লিটের রূপ যোগ করিতে হয়। আজ্ঞাপয় + আম্ + আস্ + অ = আজ্ঞাপয়ামাস।

বিহারযাত্রাম্—কর্মণি ২য়া। বিহারায় যাত্রা (৪র্থী তৎ) তাম্। বি—হৃ+ ঘঞ্ = বিহারঃ। যা+ত্র, স্ত্রিয়াম্ আপ্ = যাত্রা।

বাচ্যান্তর।……নৃপেণ……যোগ্যা বিহারযাত্রা আজ্ঞাপয়ামাসে।

অনুবাদ। তাহার পর রাজা পুত্ররূপে পরিচিত তাঁহার মনের ভাব জানিয়া (আপনার) স্নেহ ও বিত্ত এবং (পুত্রের) বয়সের অনুরূপ একটি প্রমোদযাত্রার আদেশ দিলেন।

Trans. Then considering the mental attitude of him, worldly known as his son, the king ordered for a pleasure excursion, befitting (his) affection and wealth, an (his son's) age.

নিবর্তয়ামাস চ……………ইব মন্যমানঃ॥ (শ্লোক ২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। নিবর্তয়ামাস চ রাজমার্গে সম্পাতম্ আর্তস্য পৃথগ্-জনস্য। মা ভূৎ কুমারঃ সুকুমারচিত্তঃ সংবিগ্নচেতাঃ ইব মন্যমানঃ॥

সারাংশ। রাজপুত্রের কোমল মনে যাহাতে দুঃখের ছায়া না পড়ে সেজন্য রাস্তায় দীন-দরিদ্রের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হইল।

অন্বয়। সুকুমারচিত্তঃ কুমারঃ সংবিগ্নচেতাঃ ইব মা ভূৎ (ইতি) মন্যমানঃ (নৃপঃ) রাজমার্গে আর্তস্য পৃথগ্জনস্য সম্পাতং নিবর্তয়ামাস চ।

শব্দার্থ। সুকুমারচিত্তঃ (কোমলপ্রাণ) কুমারঃ (রাজপুত্রঃ) সংবিগ্ন-চেতাঃ ইব (যৎসামান্যও উদ্বেগযুক্ত মন বিশিষ্ট) মা ভূৎ (না হউক) ইতি মন্যমানঃ (এইরূপ ভাবিয়া) রাজমার্গে (রাজপথে) আর্তস্য (দুঃখিতের) চ পৃথগ্জনস্য (এবং ইতরজনের) সম্পাতং (আগমন) নিবর্তয়ামাস (নিবারণ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সুকুমারচিত্তঃ (অতি কোমল-হৃদয়ঃ) কুমারঃ (রাজপুত্রঃ) সংবিগ্নচেতাঃ ইব (কথঞ্চিদ্ অপি উদ্বেগযুক্তঃ) মা ভূৎ (ন ভবেৎ যথা) [ইতি] মন্যমানঃ (বিবেচয়ন্) চ রাজমার্গে (রাজপথে) আর্তস্য (পীড়িতস্য) পৃথগ্-জনস্য (বিশিষ্টজনেভ্যঃ অপরস্য নরস্য) সম্পাতং (সহসাগমনম্) নিবর্তয়ামাস (ন্যবারয়ৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহাকবি অশ্বঘোষকৃত 'বুদ্ধচরিত'-এর অংশ' "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ হইতে এই আলোচ্য শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে। রাজা শুদ্ধোদন স্বীয় পুত্র সিদ্ধার্থের স্বভাব-বিষাদগ্রস্ত মনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য একটি বিহারযাত্রার আদেশ দিয়া তাহার কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহাই এই শ্লোকে আংশিকভাবে বলা হইয়াছে।

রাজা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—কুমার সাধারণ আমোদ-প্রমোদে স্বাভাবিক-ভাবেই কোন উৎসাহ পান না। তিনি ত এযাবৎ কোন দিনই প্রকাশ্য রাজ-পথে ভ্রমণনিমিত্ত বহির্গত হন নাই। নগরের রাজপথে ভাল-মন্দ-সুখী-দুঃখী, সুস্থ-অসুস্থ সকল রকম লোকেই যাতায়াত করে। দৈবক্রমে কোনওরূপ দুঃখগ্রস্ত লোককে দেখিলে তাঁহার মন অবশ্যই কিছু উদ্বেগযুক্ত হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে এই প্রমোদার্থ বহির্গমনের কোনও সুফল ত হইবেই না, প্রত্যুত কুফলই হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া স্নেহার্ত রাজা স্বীয় দূরদর্শিতা মত সেই প্রকার অনভিপ্রেত ঘটনা যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কোনও দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তি যেন অকস্মাৎ রাজপথে না আসিয়া পড়ে, সেই প্রকার নিবারণমূলক বন্দোবস্ত করিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মহাকবেঃ অশ্বঘোষস্য কৃতেঃ "বুদ্ধচরিতাখ্যঃ" কাব্যস্য অংশ-বিশেষে অস্মাকং 'জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম্নি পাঠ্যাংশে বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ। রাজা শুদ্ধোদনঃ স্বপুত্রস্য সিদ্ধার্থস্য স্বভাববিষণ্ণস্য মনসঃ বিনোদনায় বিহারযাত্রাং সমাদিশ্য তস্যাঃ কীদৃশী ব্যবস্থাং কৃতবান্ ইতি অত্র অংশেন বিবৃতম্।

কুমারঃ সাধারণেষু প্রমোদেষু কিমপি আনন্দং ন লভতে ইতি রাজ্ঞা পূর্বমেব দৃষ্টম্। নগরমার্গে সর্ববিধানাং জনানাং সমাগমঃ ভবতি; তত্র প্রথমনির্গতঃ কুমারঃ কমপি দুর্দশাপন্নং জনমালোক্য বিষণ্ণতরো ভবিতুং শক্নোতি। তর্হি তৎপ্রযুক্তায়াঃ প্রমোদযাত্রায়াঃ কিমপি সুফলং ন ভবেৎ, অপিতু কুফলমেব স্যাৎ—ইতি সম্যগ্‌ বিচিন্ত্য স্নেহপরায়ণঃ রাজা আত্মনঃ দূরদর্শিতানুসারেণ এব তাদৃশায়াঃ অনভি-প্রেতায়াঃ ঘটনায়াং প্রতিকারার্থং রাজমার্গে যথা কোঽপি দুরবস্থো জনঃ সহসা ন সমাগচ্ছেৎ ইতি নিবর্তনমূলকম্ আয়োজনং কারয়ামাস।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নিবর্তয়ামাস – সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'নৃপঃ' উহ্য। নি—বৃৎ+ণিচ্+লিট্ অ।

রাজমার্গে—অধিকরণে ৭মী। মার্গাণাং রাজা (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। রাজ-শব্দের পূর্বনিপাত হইয়াছে।

সম্পাতম্—কর্মণি ২য়া। 'নিবর্তয়ামাস' ক্রিয়ার কর্ম। সম্—পত্+ঘঞ্।

আর্তস্য—'পৃথগ্‌জনস্য' পদের বিণ। আ—ঋ+ক্ত=আর্তঃ।

পৃথগ্‌জনস্য—কৃদ্‌যোগে কর্তরি ৬ষ্ঠী। 'সম্পাতম্' শব্দের কৃৎপ্রত্যয় হেতু ৬ষ্ঠী। পৃথক জনঃ (কর্মধা), তস্য।

মা ভূৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'কুমারঃ'; ভূ+লুঙ্ দ্। সর্বকালের অর্থেই ধাতুর সহিত—লুঙ্ বিভক্তি যুক্ত হইতে পারে। লুঙ্ বিভক্তিতে লঙের মত ধাতুর পূর্বে 'অ' আগম হয়। কিন্তু 'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগে ঐ 'অ' আগম নিষিদ্ধ।

কুমারঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'মা ভূৎ'।　　ইব—অব্যয়।

সুকুমারচিত্তঃ—'কুমারঃ' পদের বিণ। সুকুমারং চিত্তং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

সংবিগ্নচেতাঃ—'কুমারঃ' পদের বিধেয় বিণ। সংবিগ্নং চেতঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। 'সংবিগ্নচেতস্' শব্দ 'বেধস্' শব্দের মত। সম্—বিজ্+ক্ত=সংবিগ্ন।

মন্যমানঃ—'নৃপঃ' এই উহ্য পদের বিণ। মন্+শানচ্+পুং ১মা ১বঃ।

বাচ্যান্তর। 'সুকুমারচিত্তেন কুমারেণ সংবিগ্নচেতসা মা ভাবি'……মন্যমানেন (নৃপেণ)……সম্পাতঃ নিবর্তয়ামাসে চ।

অনুবাদ। 'কোমল-হৃদয় রাজপুত্র মনে উদ্বেগযুক্ত না হউন' এই বিবেচনা করিয়া (রাজা) রাজপথে কোনও দুঃখিত ইতরজনের হঠাৎ আসিয়া পড়া নিবারণ (নিষিদ্ধ) করিয়া দিলেন।

Trans. Thinking that the soft-hearted prince should not be afflicted in mind, the king forbade the in-coming of any distressed common person.

প্রত্যঙ্গহীনান্……রাজপথস্য চক্রুঃ॥ (শ্লোক ৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

প্রত্যঙ্গহীনান্ বিকলেন্দ্রিয়ান্ চ জীর্ণাতুরাদীন্ কৃপণান্ চ ভিক্ষূন্।
ততঃ সমুৎসার্য পরেণ সাম্না শোভাম্ পরাম্ রাজপথস্য চক্রুঃ॥

সারাংশ। রাজার আদেশে রাজপথ হইতে দীন-দরিদ্র-আতুরদের সরাইয়া দিয়া পথকে সুশোভিত করা হইল।

অন্বয়। ততঃ প্রত্যঙ্গহীনান্ বিকলেন্দ্রিয়ান্ চ জীর্ণাতুরাদীন্ কৃপণান্ ভিক্ষূন্ চ পরেণ সাম্না সমুৎসার্য (রাজকর্মকরাঃ) রাজপথস্য পরাং শোভাং চক্রুঃ।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) প্রত্যঙ্গহীনান্ (হাত-পা নাই এমন লোকদের) বিকলেন্দ্রিয়ান (চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিকৃত লোকদের) জীর্ণাতুরাদীন্ (বৃদ্ধ রুগ্ণ প্রভৃতি লোকদের) কৃপণান্ (দরিদ্র) ভিক্ষূন্ চ (ভিখারীগণকেও) পরেণ সাম্না (অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার দ্বারা) সমুৎসার্য (সরাইয়া) [রাজভৃত্যগণ] রাজপথস্য (রাজপথের) পরাং শোভাং (অত্যন্ত সাজসজ্জা) চক্রুঃ (করিল)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদাজ্ঞায়াঃ পরম্) প্রত্যঙ্গহীনান্ (হস্তপদাদিভিঃ বিমুক্তান্) বিকলেন্দ্রিয়ান্ (চক্ষুরাদিভিঃ বিকলান্) জীর্ণাতুরাদীন্ (বৃদ্ধান্ রুগ্ণান্ চ) কৃপণান্ (অতিদীনান্) ভিক্ষূন্ (ভিক্ষাজীবিনঃ জনান্) চ পরেণ সাম্না (পরমেণ শিষ্টব্যবহারেণ) সমুৎসার্য (পথঃ অপসার্য) (রাজভৃত্যাঃ) রাজপথস্য (রাজমার্গস্য) পরাং (সাতিশয়াং) শোভাং (সজ্জাং) চক্রুঃ (বিদধুঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

প্রত্যঙ্গহীনান্—কর্মণি ২য়া। প্রত্যঙ্গৈঃ হীনাঃ (৩য়াতৎ)। হা+ক্ত=হীন। এই পদটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষণ হইলেও ইহার পরবর্তী "জনান্" এই অতি-পরিচিত বিশেষ্য পদটি অপ্রযুক্ত হওয়ায় বিশেষণ পদটিই বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিকলেন্দ্রিয়ান্—কর্মণি ২য়া। বিকলানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং (বহুব্রীহি), তান্।

জীর্ণাতুরাদীন্ - কর্মণি ২য়া। জীর্ণাঃ চ আতুরাঃ চ (দ্বন্দ্ব), তে আদয়ঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তান্। কৃপণান্—কর্মণি ২য়া। কৃপণঃ=দারিদ্র।

ভিক্ষূন্—কর্মণি ২য়া. ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষু; ২য়া বহুবচনে ভিক্ষূন্।

সমুৎসার্য—অসমাপিকা ক্রিয়া; সম্-উৎ-সৃ+ণিচ্+ল্যপ্।

পরেণ—'সাম্না' পদের বিণ। ততঃ—অব্যয়।

সাম্না—করণে বা প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। সামন্ শব্দ, অর্থ সদ্ব্যবহার, রূপ লঘিমন্ শব্দের মত।

শোভাম্—কর্মণি ২য়া। শুভ্+অঙ্+আপ্ স্ত্রিয়াম্।

পরাম্—'শোভাম্' পদের বিণ। অর্থ অত্যন্ত। পর+আপ্।

রাজপথস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। পথাং রাজা (৬ষ্ঠীতৎ)। 'রাজ' শব্দের পূর্বনিপাত। "ঋক্পূরব্ধূপথাম্ আনক্ষে" ইতি সমাসান্ত অ প্রত্যয়।

চক্রুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া; কৃ+লিট্ উস্। কর্তা 'কর্মকরাঃ' উহ্য।

বাচ্যান্তর। ....শোভা পরা......চক্রে (রাজকর্মকরৈঃ) ।

অনুবাদ। তখন হস্তপদবিহীন, চক্ষুঃকর্ণাদিবিকল, বৃদ্ধ, পীড়িত, নিঃস্ব ও ভিক্ষাজীবী জনগণকে অতি মিষ্ট ব্যবহারে সরাইয়া (রাজভৃত্যগণ) রাজপথের অত্যন্ত শোভা বিধান করিল।

Trans. Then, removing all persons—mutilated in hands and feet, defective in senses, old in age, decrepit in health, paupers and beggars, with all modesty, (the royal officers) highly decorated the high-way.

অথো নরেন্দ্রঃ.......মনসা মুমোচ ॥ (শ্লোক ৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

অথো নরেন্দ্রঃ সুতম্ আগতাশ্রুঃ শিরসি উপাঘ্রায় চিরম্ নিরীক্ষ্য।
গচ্ছ ইতি চ আজ্ঞাপয়তি স্ম বাচা স্নেহাৎ ন চ এনম্ মনসা মুমোচ ॥

সারাংশ। রাজা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া মুখে 'যাও' বলিলেন, মন হইতে বলিতে পারিলেন না।

অন্বয়। অথো নরেন্দ্রঃ আগতাশ্রু (সন্) সুতং শিরসি উপাঘ্রায় চিরং নিরীক্ষ্য চ গচ্ছ ইতি বাচা আজ্ঞাপয়তি স্ম, স্নেহাৎ চ এনং মনসা ন মুমোচ।

শব্দার্থ। অথো (অনন্তর) নরেন্দ্রঃ (রাজা) আগতাশ্রুঃ (চক্ষুতে জল আসিয়া গিয়াছে এমন অবস্থায়) সুতং (পুত্রকে) শিরসি (মস্তকে) উপাঘ্রায় (আঘ্রাণ করিয়া) চিরং (বহুক্ষণ ধরিয়া) নিরীক্ষ্য চ (এবং দেখিয়া) গচ্ছ ইতি (যাও এই কথাটি) বাচা (মুখেই) আজ্ঞাপয়তি স্ম (অনুমতি দিলেন), স্নেহাৎ (প্রীতিবশতঃ) মনসা (মনের দ্বারা) ন মুমোচ (ছাড়িলেন না)।

সংস্কৃত অর্থ। অথো (অনন্তরম্) নরেন্দ্রঃ (নৃপঃ) আগতাশ্রুঃ (চক্ষুষঃ অশ্রূণি সমাগতে) সুতং (তনয়ং) শিরসি (মূর্ধনি) উপাঘ্রায় (ঘ্রাত্বা) চিরং (বহুসময়ং ব্যাপ্য) নিরীক্ষ্য চ (সাগ্রহং দৃষ্ট্বা চ) গচ্ছ (যাহি) ইতি বাচা (বাক্যেন এব) আজ্ঞাপয়তি স্ম (অনুমেনে), স্নেহাৎ (বাৎসল্যহেতোঃ) মনসা (অন্তরেণ) ন মুমোচ (তত্যাজ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ বিরচিত "বুদ্ধচরিত" নামক কাব্যের অংশ "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" শীর্ষক পাঠ্যাংশ হইতে শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে। পুত্রের প্রমোদযাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাজা কিভাবে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

রাজা সংবাদ পাইলেন—তাঁহার নির্দেশমত রাজপথে সমস্ত আয়োজনই যথাযথ

সম্পন্ন হইয়াছে। এদিকে কুমারের প্রাসাদ হইতে নির্গমনের সময় আসিয়া গেল। কুমার যথাযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিলেন। এইবার আসিল রাজার পক্ষে কঠিন সময়। আশৈশব মাতৃহারা এই পুত্রটিকে রাজা তাঁহার অন্তরের সমস্ত স্নেহদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন; মাতা না থাকার জন্য কুমারের মনে যেন কোন প্রকার ব্যথা না লাগে, সেইজন্য স্নেহার্ত নৃপতির চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। তদুপরি দৈবজ্ঞগণ কুমারের সংসার ত্যাগের বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণীও করিয়াছেন। সেইজন্যও পুত্রের নিমিত্ত রাজার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। কুমারের স্বভাবগত বৈরাগ্য ভাব সম্বন্ধে তিনি ত ইতিমধ্যেই প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছেন। সেইজন্যই সম্ভবতঃ রাজা এযাবৎকাল পুত্রকে প্রাসাদ-পরিবেষ্টনীর বাহিরে যাইতে দেন নাই। আজ দৈব প্ররোচনাক্রমে রাজা নিজেই সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং "না" বলিবার কোনই কারণ নাই। তথাপি এই প্রথম বার পুত্রকে দৃষ্টির অন্তরালে পাঠাইতেছেন, এই ভাবিয়া রাজার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। পাছে অশ্রুপাত ঘটলে কুমারের কোন অকল্যাণ ঘটে, সেই আশঙ্কায় তিনি উদ্‌গত অশ্রুকে বাহিরে আসিতে দিলেন না। বিদায়কালীন প্রণামের জন্য কুমার সমীপবর্তী হইলে তিনি তাঁহাকে বুকে ধরিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তবুও যেন ছাড়িতে আর মন চাহে না,—পুত্রের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মুখে 'যাও' এইকথাটি কোন মতে উচ্চারণ করিলেন। (বর্তমানকালে আমরা কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে 'যাও' না বলিয়া 'এস' এই কথাই বলিয়া থাকি।) মুখে বিদায়বাণী উচ্চারণ করিলেও স্নেহবশতঃ মন হইতে বিদায় দিতে কিন্তু পারিলেন না।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ম্ অশ্বঘোষবিরচিতাদ্ "বুদ্ধচরিতাখ্য"-কাব্যাৎ সংকলিতে—"জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠাংশে বর্ততে। পুত্রস্য প্রমোদযাত্রায়াঃ সর্বম্ আয়োজনং বিধায় রাজা শুদ্ধোদনঃ যথা অতিক্লেশেন তস্য গমনায় অনুমতিম্ অদদাৎ, তদেবাত্র বর্ণিতম্ অস্তি।

রাজনির্দেশানুসারেণ নগরস্য রাজপথে সর্বম্ আয়োজনং সুসম্পন্নং কৃতম্ অভবৎ। সমাগচ্ছৎ চ রাজপুত্রস্য বহির্নিষ্ক্রমণস্য সময়ঃ। কুমারঃ যথাযোগ্যং বেশভূষাদিনা সজ্জিতঃ ভূত্বা গমনায় অনুমতিং গ্রহীতুং পিতরং প্রণমিতুম্ চ আগতঃ। পরং রাজা নাম কথং তদ্‌গমনানুমতিং যচ্ছেৎ। আশৈশবাৎ মৃতমাতৃকম্ এনং কুমারং হৃদয়স্য সামগ্রিকবাৎসল্যেন পালিতবান্ নৃপঃ, কথং নু তং নয়নয়োঃ অন্তরালগতং

সহেত। দৈবজ্ঞৈঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিতঃ আসীৎ পুত্রস্য-সংসারত্যাগ-সংবাদঃ। তৎকৃতে অপি রাজ্ঞঃ উৎকণ্ঠায়া অন্তঃ ন আসীৎ। তথাপি দৈবপ্রেরিতঃ ইব রাজা স্বয়মেব তস্য প্রমোদযাত্রায়াঃ আয়োজনং কৃতবান্, অতঃ নিষেধস্য কোঽপি অবসরঃ অত্র নাভবৎ। পরং তথাপি এতৎ প্রথমমেব প্রিয়পুত্রং দৃষ্টেঃ অগোচরতাং নেতুং রাজ্ঞঃ মনসি পরমঃ ক্লেশঃ অজায়ত এব। বহির্গমনায় সমাগতং তনয়ং বিলোক্য রাজ্ঞঃ চক্ষুষী অশ্রুপূর্ণে অভবতাম্। পরম্ অশ্রুপাতেন পুত্রস্য যাত্রায়াং কিমপি অমঙ্গলং ভবেদ্ ইত্যাশঙ্ক্য সঃ কথমপি তদ্ উদ্গতম্ অশ্রু পতনাদ্ রুরোধ। প্রণামাবনতং তনয়ং সমাশ্লিষ্য তস্য মস্তকাঘ্রাণং চ বিধায় রাজা নির্নিমেষমেব তং কুমারং সুচিরম্ দদর্শ। ততো মহতা ক্লেশেন সঃ "গচ্ছ" ইতি বিদায়বাণীং কথমপি উচ্চারিতবান্। সা বাণী তু নিতান্ত মৌখিকী এব আসীৎ, স্নেহাতিশয়াৎ তাং বাণীম্ অন্তরাৎ কথয়িতুং নাশক্নোৎ রাজা।

[**মন্তব্য**—এই শ্লোকের শেষাংশটুকুকে ভাবে ও ভাষায় কালিদাস পরবর্তী সময়ে তাঁহার বিখ্যাত রঘুবংশগ্রন্থের মধ্যে সীতার বিসর্জন ব্যাপারে রামচন্দ্রের সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন। রঘুবংশ ১৪শ সর্গ শ্লোক ৮৪। "কৌলীনভয়েন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহীসুতা মনস্তঃ॥"

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নরেন্দ্রঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আজ্ঞাপয়তি স্ম' এবং 'মুমোচ'। নরেষু ইন্দ্রঃ (=শ্রেষ্ঠঃ) (৭মীতৎ)। অথো—অব্যয়।

সুতম্—কর্মণি ২য়া। 'আজ্ঞাপয়তি স্ম' ক্রিয়ার কর্ম।

আগতাশ্রুঃ—'নরেন্দ্রঃ' পদের বিণ। আগতম্ অশ্রু যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। আ—গম্+ক্ত=আগত। অশ্রু শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। মধু শব্দের মত।

শিরসি—অবচ্ছেদে সপ্তমী। শিরস্ শব্দ পয়স্ শব্দের মত।

উপাঘ্রায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। উপ-আ-ঘ্রা+ল্যপ্। মস্তকে আঘ্রাণ করা সেকালে কনিষ্ঠগণের প্রতি একটা স্নেহের অভিব্যক্তি ছিল।

চিরম্—অব্যয়। দেখিতে ২য়া বিভক্তিযুক্ত পদের মত হইলেও ইহা অব্যয়। ইহাকে বিভক্তি প্রতিরূপক অব্যয় বলে। অনুরূপ অব্যয়—চিরেণ, চিরায়, চিরাৎ, চিরস্য।

নিরীক্ষ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। নির্—ঈক্ষ্+ল্যপ্। ইতি, চ—অব্যয়।

গচ্ছ—সমাপিকা ক্রিয়া। গম্+লোট্ হি। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য।

আজ্ঞাপয়তি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নরেন্দ্রঃ'। আ-জ্ঞা+ণিচ্+লট্ তি। স্ম-যোগে অতীত। বাচ্য—করণে ৩য়া।

স্নেহাৎ—হেতৌ ৫মী। এনম্—কর্মণি ২য়া। অন্বাদেশে বিকল্পরূপ।

মনসা—করণে ৩য়া। মনস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। মনঃ মনসী মনাংসি।

মুমোচ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'নরেন্দ্রঃ'। মুচ্+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। ....নরেন্দ্রেণ আগতাশ্রুণা (সতা)..........গম্যতাম্ (ত্বয়া) ....আজ্ঞাপ্যতে স্ম........এষঃ........মুমুচে।

অনুবাদ। অনন্তর রাজা চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া গিয়াছে এমন অবস্থায় পুত্রকে মস্তকে আঘ্রাণ পূর্বক বহুক্ষণ ব্যাপিয়া নিরীক্ষণ করিয়া 'যাও' এই কথাটিতে মুখেই আদেশ দিলেন, স্নেহবশতঃ ইহাকে মনের সহিত বিদায় দিতে পারিলেন না।

Trans. Then the king with tears risen (to his eyes) smelt the son on the head and after looking at him for a long while, (somehow) pronounced the permission-word "Go"; but, owing to affection, could not part with him with his mind.

ততঃ স ....স্যন্দনমারুরোহ (শ্লোক ৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ততঃ সঃ জাম্বূনদভাণ্ডভৃদ্ভিঃ যুক্তম্ চতুর্ভিঃ নিভৃতৈঃ তুরঙ্গৈঃ।
অক্লীব-বিদ্যুচ্ছুচিরশ্মিধারম্ হিরণ্ময়ম্ স্যন্দনম্ আরুরোহ॥

সারাংশ। অতঃপর সিদ্ধার্থ সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন।

অন্বয়। ততঃ সঃ জাম্বূনদভাণ্ডভৃদ্ভিঃ চতুর্ভিঃ নিভৃতৈঃ তুরঙ্গৈঃ যুক্তম্ অক্লীব-বিদ্যুচ্ছুচিরশ্মিধারম্ হিরণ্ময়ং স্যন্দনম্ আরুরোহ।

শব্দার্থ। ততঃ (তাহার পর) সঃ (রাজপুত্র) জাম্বূনদ-ভাণ্ডভৃদ্ভিঃ (স্বর্ণময় সজ্জা যুক্ত) চতুর্ভিঃ (চারিটি) নিভৃতৈঃ (শান্তস্বভাব) তুরঙ্গৈঃ (অশ্বসমূহ দ্বারা) যুক্তং (যোজিত) অক্লীব-বিদ্যুচ্ছুচিরশ্মিধারং (অমলিন বিদ্যুতের মত শ্বেতবর্ণ বল্গা যুক্ত) হিরণ্ময়ং (স্বর্ণ নির্মিত) স্যন্দনম্ (রথে) আরুরোহ (আরোহণ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (রাজ্ঞঃ অনুমতিং লব্ধ্বা) সঃ (কুমারঃ) জাম্বূনদ-ভাণ্ডভৃদ্ভিঃ (কনকনির্মিতসজ্জাধারিভিঃ) চতুর্ভিঃ (চতুঃসংখ্যকৈঃ) নিভৃতৈঃ (শান্তস্বভাবৈঃ) তুরঙ্গৈঃ (অশ্বৈঃ) যুক্তং (বাহিতম্) অক্লীব-বিদ্যুচ্ছুচিরশ্মিধারম্

(অম্লান-সৌদামিনীদ্যুতিবদ্ভিঃ শুভ্রাভিঃ বল্গাভিঃ যুক্তং) হিরণ্ময়ং (স্বর্ণ-নির্মিতং) স্যন্দনম্ (রথম্) আরুরোহ (আরোহৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আরুরোহ'। ততঃ—অব্যয়।

জাম্বুনদ-ভাণ্ডভৃদ্ভিঃ—'তুরঙ্গৈঃ' পদের বিণ ; জাম্বূনদময়ানি ভাণ্ডানি (মধ্যপদ-লোপী কর্মধা) ; জাম্বুনদভাণ্ডানি বিভ্রতি যে (উপপদতৎ), তৈঃ। নীল পর্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে এক মহান্ জম্বূবৃক্ষ আছে; তাহার নাম অনুসারেই ভারতবর্ষের নাম হইয়াছে জম্বুদ্বীপ. সেই জম্বূবৃক্ষের পক্কফলসমূহ হইতে নির্গত রসধারা নদীরূপে প্রবাহিত হয়। তাহার নাম জম্বূনদ। এই নদীর জলের সহিত যাহা কিছুই স্পৃষ্ট হয়, তাহাই স্বর্ণে পরিণত হয়। সেই জন্যই স্বর্ণের আর এক নাম জাম্বূনদ। জাম্বুনদ+ষ্ণ। জম্বু, জম্বু—দুই বানানই প্রচলিত। জম্ব—ক্লীবলিঙ্গ ; জম্বু—স্ত্রীলিঙ্গ। ভাণ্ড শব্দে অশ্বের সাজকে বুঝায়।

যুক্তম্—'স্যন্দনম্' পদের বিণ। যুজ্+ক্ত।

চতুর্ভিঃ—'তুরঙ্গৈঃ' পদের বিণ।

নিভৃতৈঃ—'তুরঙ্গৈঃ' পদের বিণ। নি—ভৃ+ক্ত।

তুরঙ্গৈঃ—করণে ৩য়া। তুর—গম্+খচ্। বিকল্পপদ=তুরঙ্গমৈঃ।

অক্লীব-বিদ্যুচ্ছুচিরশ্মিধারম্—'স্যন্দনম্' পদের বিণ। ন ক্লীবা (=মলিনা) (নঞ্তৎ) ; অক্লীবা বিদ্যুৎ (কর্মধা) ; অক্লীববিদ্যুৎ ইব শুচয়ঃ (উপমান কর্মধা) ; রশ্মীনাং ধারাঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। রশ্মি অর্থাৎ লাগামগুলি দীর্ঘ বলিয়া ধারা বা প্রবাহের মত) ; অক্লীববিদ্যুচ্ছুচয়ঃ রশ্মিধারাঃ যস্য (বহুব্রীহি) তৎ। বিদ্যুৎ+শুচি=বিদ্যুচ্ছুচি।

হিরণ্ময়ম্—'স্যন্দনম্' পদের বিণ। হিরণ+ময়ট্। হিরণ=স্বর্ণ।

স্যন্দনম্—কর্মণি ২য় স্যন্দ্+অনট্। স্যন্দন=রথ।

আরুরোহ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'। আ-রুহ্+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। ……তেন …. যুক্তং (১মা) ……অক্লীববিদ্যুচ্ছুচিরশ্মিধারম্ (১মা) হিরণ্ময়ং স্যন্দনম্ (১মা) আরুরুহে।

অনুবাদ: তারপর তিনি (কুমার) স্বর্ণসজ্জায় ভূষিত চারিটি শান্তপ্রকৃতি অশ্বযুক্ত উজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বল্গা-বিশিষ্ট স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিলেন। ৩

Trans. Then he (the prince) boarded a chariot, made of gold, yoked with four gentle horses—all adorned with golden fittings, and having reins, white like the dazzling flash of lightning.

ততঃ প্রকীর্ণো..........ইবান্তরীক্ষম্॥ (শ্লোক ৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ প্রকীর্ণোজ্জ্বল-পুষ্পজালম্ বিষক্তমাল্যম্ প্রচলৎ-পতাকম্। মার্গম্ প্রপেদে সদৃশানুযাত্রঃ চন্দ্রঃ সনক্ষত্রঃ ইব অন্তরীক্ষম্॥

সারাংশ। অতঃপর রাজকুমার সুসজ্জিত রাজপথে বাহির হইলেন।

অন্বয়। ততঃ সদৃশানুযাত্রঃ (কুমারঃ) প্রকীর্ণোজ্জ্বল-পুষ্পজালং বিষক্তমাল্যং প্রচলৎপতাকম্ মার্গং সনক্ষত্রঃ চন্দ্রঃ অন্তরীক্ষম্ ইব প্রপেদে।

শব্দার্থ ততঃ (স্বর্ণময় রথে আরোহণ করার পর) সদৃশানুযাত্রঃ (যোগ্য অনুচরবর্গ সহ) প্রকীর্ণোজ্জ্বল-পুষ্পজালং (উজ্জ্বলবর্ণ পুষ্পসমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ) বিষক্তমাল্যং (পার্শ্বে বিলম্বিত মালা সমন্বিত) প্রচলৎপতাকম্ (চঞ্চল পতাকা যুক্ত) মার্গং (রাজপথে) সনক্ষত্রঃ (নক্ষত্র শোভিত) চন্দ্রঃ (চন্দ্র) অন্তরীক্ষম্ ইব (যেমন আকাশে উদিত হয় সেইরূপ) প্রপেদে (আগত হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (হিরণ্ময়-রথারোহণানন্তরং) সদৃশানুযাত্রঃ (যোগ্যানুচর-বৃন্দসমন্বিতঃ) প্রকীর্ণোজ্জ্বলপুষ্পজালং (দীপ্তবর্ণৈঃ কুসুমসমূহৈঃ সমাকীর্ণং) বিষক্তমাল্যম্ (উভয়তঃ কুসুমদামশোভিতং) প্রচলৎপতাকং (বায়ুবেগেন চঞ্চলাভিঃ পতাকাভিঃ যুক্তং) মার্গং (রাজপথং) সনক্ষত্রঃ (তারকাপুঞ্জবেষ্টিতঃ) চন্দ্রঃ (শশাঙ্কঃ) অন্তরীক্ষম্ ইব (যথা গগনে সমুদেতি তথা) প্রপেদে (সমাযযৌ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। তদ্+তস্।

প্রকীর্ণোজ্জ্বল-পুষ্পজালম্—'মার্গম্' পদের বিণ। উজ্জ্বলানি পুষ্পাণি (কমধা); তেষাং জালঃ [=সমূহঃ] (ষষ্ঠীতৎ); প্রকীর্ণঃ উজ্জ্বলপুষ্পজালঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তৎ। প্র—কৃ+ক্ত=প্রকীর্ণ। উৎ—জ্বল্+অন্=উজ্জ্বল।

বিষক্তমাল্যম্—'মার্গম্' পদের বিণ। বিষক্তানি মাল্যানি যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তৎ। বি-সনজ্+ক্ত=বিষক্ত, ই-কারান্ত বি উপসর্গের পর সনজ্ ধাতুর স স্থানে ষ হইয়াছে।

প্রচলৎপতাকম্—'মার্গম্' পদের বিণ। প্রচলন্ত্যঃ পতাকাঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তৎ। প্র—চল্+শতৃ=প্রচলৎ। স্ত্রীলিঙ্গে—প্রচলন্তী।

মার্গম্—কর্মণি ২য়া।

প্রপেদে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'কুমারঃ' উহ্য। প্র—পদ্+লিট্ এ।

সদৃশানুযাত্রঃ—'কুমারঃ' এই উহ্য পদের বিণ। সদৃশাঃ অনুযাত্রাঃ যস্য (বহুব্রীহি), সঃ। সমান—দৃশ্+টক্=সদৃশ। অনু—যা+ত্র=অনুযাত্র।

চন্দ্রঃ—উপমান কর্তরি ১মা। উহ্য 'কুমারঃ' পদের উপমান।

সনক্ষত্রঃ—'চন্দ্রঃ' পদের বিণ। নক্ষত্রৈঃ সহ বর্তমানঃ (বহুব্রীহি)। 'সহ' শব্দস্থানে 'স' আদেশ হইয়াছে। বিকল্প=সহনক্ষত্রঃ। ইব—অব্যয়।

অন্তরীক্ষম্—কর্মণি ২য়া। অন্তর—ঈক্ষ্+অল্।

বাচ্যান্তর।........প্রকীর্ণোজ্জ্বল-পুষ্পজালঃ বিষক্তমাল্যঃ প্রচলৎপতাকঃ মার্গঃ প্রপেদে সদৃশানুযাত্রেণ (কুমারেণ) চন্দ্রেণ সনক্ষত্রেণ অন্তরীক্ষম্ (১মা) ইব।

অনুবাদ। তারপর নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র যেমন আকাশে উদিত হয়, সেইরূপ যোগ্য অনুচরবৃন্দ সমন্বিত রাজকুমার উজ্জ্বলবর্ণ পুষ্পসমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ, পুষ্পমাল্যবিশিষ্ট এবং চঞ্চল পতাকা যুক্ত রাজপথে আসিলেন।

Trans. Then, as the moon, surrounded by stars, rises in the sky, so the prince, followed by suitable companions, came to the high road strewn with bright flowers, with garlands hanging and with fluttering banners.

কীর্ণং তথা.........আত্মনশ্চ॥ (শ্লোক ৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

কীর্ণম্ তথা রাজপথম্ কুমারঃ পৌরৈঃ বিনীতৈঃ শুচিধীরবেষৈঃ।
তৎপূর্বম্ আলোক্য জহর্ষ কিঞ্চিৎ মেনে পুনঃ ভাবম্ ইব আত্মনঃ চ॥

সারাংশ। সুসজ্জিত রাজপথ ও সুখী নাগরিকদের দেখিয়া রাজকুমার কিছুটা আনন্দিত হইলেন।

অন্বয়। কুমারঃ তথা বিনীতৈঃ শুচিধীরবেষৈঃ পৌরৈঃ কীর্ণং রাজপথং তৎপূর্বম্ আলোক্য—জহর্ষ, পুনঃ আত্মনঃ ভাবং চ কিঞ্চিৎ মেনে ইব।

শব্দার্থ। কুমারঃ (রাজপুত্র) তথা (সেই প্রকার) বিনীতৈঃ (নম্র) শুচিধীরবেষৈঃ (পরিচ্ছন্ন শান্ত বেশধারী) পৌরৈঃ (পুরবাসিগণ কর্তৃক) কীর্ণং (পূর্ণ) রাজপথং (রাজপথটি) তৎপূর্বম্ (সেই প্রথম বার) আলোক্য (দেখিয়া) জহর্ষ (হৃষ্ট হইলেন), পুনঃ (এবং) আত্মনঃ (আপনার) ভাবং চ (মনের অবস্থাও) কিঞ্চিৎ (কিছু পরিমাণে) মেনে ইব (যেন পাইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ : কুমারঃ (রাজতনয়ঃ) তথা (পূর্ববর্ণিত-প্রকারেণ) বিনীতৈঃ (নম্রস্বভাবৈঃ) শুচিধীরবেষৈঃ (শুভ্রশান্তবসনৈঃ) পৌরৈঃ (নাগরিকৈঃ) কীর্ণং (সমাচ্ছন্নং) রাজপথং (রাজমার্গং তৎপূর্বম্ (তৎ এব প্রথমম্) আলোক্য (দৃষ্ট্বা) জহর্ষ (হৃষ্টঃ অভবৎ), পুনঃ (তথা) আত্মনঃ ভাবং (স্বকীয়োঽনুরূপং মনোভাবং) কিঞ্চিৎ (কিয়ৎপরিমাণেন) মেনে ইব (প্রাপ ইব)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কীর্ণম্ —'রাজপথম্' পদের বিণ। কৄ+ক্ত। তথা—অব্যয়।

রাজপথম্—কর্মণি ২য়া। পথাং রাজা (৬ষ্ঠীতৎ), তম্। 'পথিন্' শব্দের পর-নিপাত। 'ঋক্-পূরব্ধূ পথামানক্ষে' ইতি সমাসান্ত অ প্রত্যয়। অর্থাৎ 'পথিন্' স্থানে 'পথ' হইয়াছে।

কুমারঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'জহর্ষ ও 'মেনে'।

পৌরৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া পুর+ষ্ণ+৩য়া বহুবচন।

বিনীতৈঃ—'পৌরৈঃ' পদের বিণ। বি—নী+ক্ত।

শুচিধীরবেষৈঃ 'পৌরৈঃ' পদের বিণ। শুচয়শ্চ তে ধীরাশ্চ (কর্মধা); শুচিধীরাঃ বেষাঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তৈঃ। বেশ, বেষ—দুই রকম বানানই শুদ্ধ।

তৎপূর্বম্ —ক্রিয়া-বিণে ২য়া। তৎ পূর্বং যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহি)।

আলোক্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—লোকি+ল্যপ্।

জহর্ষ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'কুমারঃ'। হৃষ্+লিট্ অ।

কিঞ্চিৎ—ক্রিয়া-বিণে ২য়া।

মেনে—সমাপিকা ক্রিয়া। মন্+লিট্ এ। কর্তা 'কুমারঃ'।

পুনঃ—অব্যয়।

ভাবম্—কর্মণি ২য়া। পুনঃ, ইব—অব্যয়।

আত্মনঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। আত্মন্+৬ষ্ঠী ১বচন। (আত্মা আত্মানৌ আত্মানঃ)।

বাচ্যান্তর। কুমারেণ ....জহৃষে,....................ভাবঃ................ মেনে চ।

অনুবাদ। এইভাবে কুমার নম্রস্বভাব, পরিচ্ছন্ন ও শান্ত বেশধারী পুরবাসিগণ কর্তৃক পূর্ণ রাজপথকে সেই প্রথমবার দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং কিছুপরিমাণে যেন নিজের ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

Trans.—Thus the prince felt happy by seeing, for the first time, the highway crowded with gentle citizens, wearing neat and meek dresses, and regained, as it were, his own spirit to some extent.

পুরং তু তৎ...........ক্ষিতিপাত্মজস্য ॥ (শ্লোক ৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠঃ

পুরম্ তু তৎ স্বর্গম্ ইব প্রহৃষ্টম্ শুদ্ধাধিবাসাঃ সমবেক্ষ্য দেবাঃ।
জীর্ণম্ নরম্ নির্মমিরে প্রযাতুং সংচোদনার্থম্ ক্ষিতিপাত্মজস্য॥

সারাংশ। কুমারের হৃদয়চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য দেবতাগণ তথায় এক 'জীর্ণ' মানব উপস্থিত করিলেন।

অন্বয়। শুদ্ধাধিবাসাঃ দেবাঃ তু তৎপুরং স্বর্গম্ ইব প্রহৃষ্টং সমবেক্ষ্য ক্ষিতি-পাত্মজস্য সংচোদনার্থং প্রযাতুং জীর্ণং নরং নির্মমিরে।

শব্দার্থ। শুদ্ধাধিবাসাঃ (পবিত্রস্থানের বা স্বর্গের অধিবাসী) দেবাঃ (দেবগণ) তু (কিন্তু) তৎপুরং (সেই নগরটিকে) স্বর্গম্ ইব (স্বর্গের মত) প্রহৃষ্টং (আনন্দপূর্ণ) সমবেক্ষ্য (দেখিয়া) ক্ষিতিপাত্মজস্য (রাজপুত্রের) সংচোদনার্থং (প্রেরণার নিমিত্ত, চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য) প্রযাতুং (পথে চলিবার জন্য) জীর্ণং (জরাগ্রস্ত) নরং (মানুষকে) নির্মমিরে (নির্মাণ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। শুদ্ধাধিবাসাঃ (পবিত্রস্থানস্য স্বর্গস্য অধিবাসিনঃ) দেবাঃ (ত্রিদশাঃ) তু (কিন্তু) তৎপুরং (নগরং) স্বর্গম্ (দিবম্) ইব প্রহৃষ্টম্ (আনন্দ-পূর্ণং) সমবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ক্ষিতিপাত্মজস্য (রাজপুত্রস্য) সংচোদনার্থং (চিত্তচাঞ্চল্য-বিধানার্থং) প্রযাতুং (পথি গমনায়) জীর্ণং (জরাগ্রস্তং) নরং (মনুষ্যম্) নির্মমিরে (নির্মিতবন্তঃ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি অশ্বঘোষ বিরচিত "বুদ্ধচরিতম্" কাব্যের অংশস্বরূপ "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কুমার সিদ্ধার্থ যখন সুসজ্জিত নগরপথদর্শনে মনে মনে আনন্দ করিয়া যৌবনসুলভ মনোভাব কিছু পরিমাণে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন বলিয়া মনে হইল, তখন দেবগণ কি করিলেন,—এই শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

দেবতারা পুণ্যস্থান স্বর্গের অধিবাসী। তাঁহারা নিরন্তর বিশ্বের কল্যাণ-সাধনেই রত থাকেন। জগতের মঙ্গল সাধনের জন্যই যে ভগবান্ বুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন।

তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য সিদ্ধার্থকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। সেইজন্য তাঁহারা স্বর্গ হইতেই কুমার সিদ্ধার্থের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন। সিদ্ধার্থ যতদিন ভোগ-বিলাসে বিমুখ হইয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু এইবার যখন তাঁহারা দেখিলেন যে তিনি সেই সুসজ্জিত নগর দেখিয়া বেশ তৃপ্তি পাইয়াছেন, এবং তাঁহার মন যৌবনোচিত ভোগবিলাসের দিকে কিছু পরিমাণে ঝুঁকিয়াছে,—তখন তাঁহারা বেশ একটু উদ্বিগ্নই হইলেন। এইভাবে তিনি সংসারে আসক্ত হইলে ত জগতের পরম কল্যাণ সাধন হওয়া সম্ভব হইবে না। তাঁহার মনের সুপ্ত বৈরাগ্য ভাবকে জাগাইতেই হইবে। জগতের মধ্যে কত দুঃখকষ্ট আছে, তাহার নমুনা দেখাইবার জন্যই সেই দেবগণ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। রাজা শুদ্ধোদনের চেষ্টায় দুঃখের সমস্ত চিহ্নই রাজপথ হইতে বিলুপ্ত করা হইয়াছিল; তথাপি সেই রাজপথের মধ্যে চলিবার জন্য দেবগণ একজন জরাজীর্ণ মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন। এই বৃদ্ধের দর্শনে যাহাতে সিদ্ধার্থের মনের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য পুনরায় উদ্রিক্ত হইয়া পড়ে, তাহাই ছিল দেবগণের উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা : অয়ং শ্লোকঃ অশ্বঘোষবিরচিতাদ্ "বুদ্ধচরিতম্" ইত্যাখ্যাৎ গ্রন্থাৎ গৃহীতে "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে বর্ততে। স্বর্গমিব আনন্দকরং সুসজ্জিতং তৎ নগরং দৃষ্ট্বা সিদ্ধার্থঃ যদা মনসি হৃষ্টোঽভবৎ তস্য চিত্তং চ কিঞ্চিদপি ভোগোন্মুখং জাতম্, তদা দেবাঃ যদ্ অকুর্বন্ তদেবাত্র বর্ণিতম্।

পুণ্যস্থাননিবাসিনঃ দেবাঃ নিরন্তরমেব জগতঃ কল্যাণং কাময়ন্তে। বিশ্বকল্যাণসাধনায় এব ভগবান্ তথাগতঃ শুদ্ধোদন-পুত্ররূপেণ জাতঃ—ইতি তে অজানন্ এব। জগন্মঙ্গল-বিধানার্থং তেন সন্ন্যাসমেব অবলম্বিতব্যম্ ইত্যপি তে অজানন্। কুমারঃ যাবদ্ ভোগবিমুখঃ এব আসীৎ, তাবৎ খলু তে নিশ্চিন্তাঃ এবাসন্। পরম্ ইদানীং নগরদর্শনেন তস্য ভাবান্তরং বিলোক্য তে নূনং চিন্তান্বিতাঃ অভবন্। ইত্থং চেৎ কুমারঃ ভোগাভিমুখঃ ভবেৎ, তর্হি কথং নাম জগতঃ কল্যাণং সম্ভবিষ্যতি। তস্য চিত্তস্য অন্তর্নিহিতং বৈরাগ্যমেব পুনঃ উদ্রেক্তব্যম্; তৎ তু জগতঃ দুঃখকষ্টানাং নিদর্শন-দর্শনেন এব সুকরং ভবেঃ ইতি বিচিন্ত্য তে কৌশলমেকম্ অবলম্বিতবন্তঃ। দুঃখকষ্টানাং লেশমপি যথা কুমারঃ ন পশ্যেৎ তথা বিহিতং রাজ্ঞা শুদ্ধোদনেন পরমেণ যত্নেন। অতঃ তে দেবাঃ আত্মনাং মায়য়া কুমারস্য গমনপথে বিচরণার্থম্ একং পরমজীর্ণং বৃদ্ধং নরং নির্মিতবন্তঃ। অস্য জরাগ্রস্তস্য দর্শনেন যথা কুমারস্য মনসঃ সুপ্তপ্রায়ং বৈরাগ্যং পুনঃ জাগৃয়াৎ—তদেব তেষাম্ অভিপ্রায়ঃ আসীৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

পুরম্—কর্মণি ২য়া। তু, ইব—অব্যয়।

তৎ—'পুরম্' পদের বিণ। স্বর্গম্—উপমান কর্মণি ২য়া।

প্রহৃষ্টম্—'পুরম্' পদের বিণ। প্র হৃষ্‌+ক্ত।

শুদ্ধাধিবাসাঃ—'দেবাঃ' পদের বিণ। শুদ্ধঃ অধিবাসঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তে। শুধ্‌+ক্ত=শুদ্ধ। অধি—বস্‌+ঘঞ্‌=অধিবাসঃ।

সমবেক্ষ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। সম্—অব—ঈক্ষ্‌+ল্যপ্।

দেবাঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'নির্মমিরে'।

জীর্ণম্—'নরম্' পদের বিণ। জৄ+ক্ত। নরম্—কর্মণি ২য়া।

নির্মমিরে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দেবাঃ'। নির্—মা+লিট্ ইরে। (১ম পুঃ, বহুবচন)।

প্রযাতুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া। প্র—যা+তুমুন্। এখানে তুমুন্ প্রত্যয় করা চলে না। "সমানকর্তৃকয়োঃ তুমুন্", অর্থাৎ বাক্যস্থিত সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একই হইলে অসমাপিকা ক্রিয়ায় তুমুন্ প্রত্যয় করা চলে; দুইটি ক্রিয়ার দুইজন কর্তা হইলে তুমুন্ প্রত্যয় না হইয়া কৃৎপ্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াটিকে বিশেষ্যে পরিণত করিয়া তাহাতে নিমিত্তার্থে ৪র্থী বিভক্তি যোগ করিতে হয়।' এখানে 'প্রযাতুং' পদের কর্তা 'নরঃ' আর সমাপিকা ক্রিয়া 'নির্মমিরে' পদের কর্তা 'দেবাঃ'। সুতরাং এখানে তুমুন্ প্রত্যয় না করিয়া 'প্রযাতুং' পদটিকে কৃৎ প্রত্যয় যোগে 'প্রযাণ' এই বিশেষ্যে পরিণত করিয়া তাহাতে ৪র্থী বিভক্তি যোগ করিতে হইবে। পদটি তাহা হইলে 'প্রযাতুং' না হইয়া 'প্রযাণায়' হওয়াই ব্যাকরণসম্মত।

সঞ্চোদনার্থম্—ক্রিয়া বিশে ২য়া। সঞ্চোদনায় ইদম্ (নিত্যসমাস)। সম্—চুদ্‌+অনট্‌+সঞ্চোদনম্।

ক্ষিতিপাত্মজস্য—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী। ক্ষিতিং পাতি যঃ (উপপদতৎ) সঃ=ক্ষিতিপঃ; আত্মনঃ জায়তে যঃ (উপপদতৎ) সঃ=আত্মজঃ। ক্ষিতিপস্য আত্মজঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্য। ক্ষিতি—পা+ড=ক্ষিতিপ। আত্মন—জন্‌+ড=আত্মজ।

বাচ্যান্তর। ......শুদ্ধাধিবাসৈঃ.........দেবৈঃ জীর্ণঃ নরঃ নির্মমে..........।

অনুবাদ। পুণ্যস্থানবাসী দেবগণ সেই নগরকে স্বর্গের মত আনন্দপূর্ণ

দেখিয়া রাজপুত্রের চিত্তচাঞ্চল্যের নিমিত্ত (পথে) চলিবার জন্য একজন জীর্ণ মানুষকে নির্মাণ করিলেন।

Trans. Seeing that city gay like the heavens, the gods, the dwellers of a holy place, created a man, stricken with old age for moving (in the high-way) with a view to stirring the mind of the prince.

১

ততঃ কুমারো..............নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ। (শ্লোক ৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ততঃ কুমারঃ জরয়া অভিভূতম্ দৃষ্ট্বা নরেভ্যঃ পৃথগাকৃতিম্।
উবাচ সংগ্রাহকম্ আগতাস্থঃ তত্র এব নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ।

সারাংশ। সেই জীর্ণ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া কুমার সারথিকে বলিলেন—

অন্বয়। ততঃ আগতাস্থঃ কুমারঃ জরয়া অভিভূতং নরেভ্যঃ পৃথগাকৃতিং তং দৃষ্ট্বা তত্র এব নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ (সন্) সংগ্রাহকম্ উবাচ।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) আগতাস্থঃ (যে কোনও কিছু আসিয়া পড়িলেই তাহাতে বিশ্বাসশীল) কুমারঃ (রাজপুত্র) জরয়া (বার্ধক্য দ্বারা) অভিভূতং (প্রপীড়িত) নরেভ্যঃ (সাধারণ লোক হইতে) পৃথগাকৃতিম্ (ভিন্নরকম দেখিতে) তং (তাহাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তত্র এব (তাহার উপরেই) নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ (অপলক চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া) সংগ্রাহকম্ (সারথিকে) উবাচ (বলিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদনন্তরং) আগতাস্থঃ (যস্মিন্ কস্মিন্ অপি সমাপতিতে ব্যাপারে বিশ্বাসবান্) কুমারঃ (রাজপুত্রঃ) জরয়া (বার্ধক্যেন) অভিভূতং (প্রপীড়িতং) নরেভ্যঃ (সাধারণজনেভ্যঃ) পৃথগাকৃতিং (ভিন্নদর্শনং) তং (দেবনির্মিতং বৃদ্ধং) দৃষ্ট্বা (আলোক্য) তত্র এব (তস্মিন্ বৃদ্ধে এব) নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ (নির্নিমেষে চক্ষুষী নিবধ্য) সংগ্রাহকম্ (প্রগ্রহধারিণং রথচালকম্ সারথিম্) উবাচ (অবদৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ রচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্য হইতে গৃহীত "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত দর্শনম্" শীর্ষক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি সংগৃহীত হইয়াছে। দেবগণ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত জরাজীর্ণ বৃদ্ধটিকে সৃষ্টি করিয়া কুমারের গমনপথে ছাড়িয়া দিবার পর কুমার যাহা করিলেন, তাহাই এখানে বলা আছে।

সরলস্বভাব দেবপ্রকৃতি কুমার কখনও প্রত্যক্ষভাবে বহির্জগতের সংস্পর্শে

আসেন নাই। জগতে যেমন দুঃখকষ্ট আছে বলিয়া তিনি এযাবৎ কোনও কষ্টকর বস্তু দেখেন নাই,—তেমনি সংসারের সমস্ত বিষয়ই যে যথার্থ সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়ার যোগ্য নহে,—এ ধারণাও তাঁহার ছিল না; যে কোনও বিষয় চক্ষুর গোচরীভূত হইলেই তিনি তাহাই সত্য মনে করিয়া তাহাতে আস্থাবান্ ছিলেন। তাই পথে বিচরণশীল শতশত লোকের অপেক্ষা এই জীর্ণ লোকটিকে একটু স্বতন্ত্ররূপ দেখিতে হওয়ায় তিনি নিতান্ত অভিনিবেশ সহকারেই তাহার উপর দৃষ্টি রাখিলেন,—দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুর পলক পর্যন্ত যেন স্থির হইয়া গেল। সেই অবস্থায় সারথিই ছিলেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ লোক; সুতরাং তাহাকেই তিনি বলিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সংগৃহীতঃ অয়ং শ্লোকঃ অশ্বঘোষ-বিরচিতস্য "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যস্য "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠাংশাৎ। পথি বিচরন্তং তং দৈবসৃষ্টং বৃদ্ধং দৃষ্ট্বা কুমারঃ যদকরোৎ তদেবাত্র বর্ণিতমাস্তে।

সরলস্বভাবঃ পুণ্যপ্রকৃতিঃ কুমারঃ এতৎ প্রথমমেব প্রত্যক্ষতঃ বহির্জগতা সংসর্গং সমাগচ্ছৎ। ইতঃ পূর্বং সংসারে যস্মিন্ কস্মিন্ অপি ব্যাপারে প্রত্যয়ঃ ন কার্যঃ, অত্র জগতি দুঃখম্ কষ্টম্ ইতি কিমপি বিদ্যতে—ইত্যস্য পরিচয় তস্য নাসীৎ। পুরতঃ সমায়াতে যত্রকুত্রাপি ব্যাপারে সঃ সর্বথা এব আস্থাবান্ আসীৎ। অতঃ তস্য পুরতঃ সঃ বৃদ্ধঃ ইতরজনেভ্যঃ ভিন্নদর্শনঃ ইতি বিলোক্য পরমবিস্ময়ান্বিতঃ কুমারঃ তস্মিন এব জনে স্বচক্ষুষম্ এবং দৃঢ়ং স্থাপয়ামাস, যৎ নয়নয়োঃ তস্য নিমেষঃ নাভবৎ। তস্য সারথিঃ এব তস্য সান্নিহিততমঃ জনঃ ইতি কৃত্বা তমেব সঃ অপৃচ্ছৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কুমারঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'উবাচ'।

জরয়া—করণে ৩য়া। বিকল্প=জরসা। ততঃ—অব্যয়।

অভিভূতম্—'তম্' এই পদের কৃদন্ত বিণ। অভি—ভূ+ক্ত কর্মবাচ্যে।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। দৃশ্+ক্ত্বাচ্।

নরেভ্যঃ—'পৃথক্' শব্দযোগে ৫মী।

পৃথগাকৃতিম্—'তম্' পদের বিণ। পৃথক্ আকৃতিঃ যস্য (বহুব্রীহি) তম্। পৃথক্—অব্যয়। আ—কৃ+ক্তি=আকৃতি। তম্—কর্মণি ২য়া।

উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'কুমারঃ'। ব্রূ+লিট্ অ।

সংগ্রাহকম্—কর্মণি ২য়া। সম্—গ্রহ্+ণক। চারিটি অশ্বের আটটি বল্গাকে সংগ্রহ করিয়া ধারণ করে বলিয়া সারথিকে সংগ্রাহক বলা হইয়াছে।

আগতাস্থঃ 'কুমারঃ' পদের বিণ। আগতে আস্থা যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। আ—গম্+ক্ত=আগত। আ—স্থা+অঙ্=আস্থা। তত্র, এব—অব্যয়।

নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিঃ—'কুমারঃ' পদের বিণ। নির্ (নাস্তি) কম্পঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা; নিষ্কম্পা চ নিবিষ্টা চ (কর্মধা); নিষ্কম্পনিবিষ্টা দৃষ্টিঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। নির্—কম্প্+অল্+স্ত্রিয়ামাপ্=নিষ্কম্পা। নি—বিশ্+ক্ত, স্ত্রিয়ামাপ=নিবিষ্টা। দৃশ্+ক্তি=দৃষ্টি।

বাচ্যান্তর ....আগতাস্থেন কুমারেণ...... নিষ্কম্পনিবিষ্টদৃষ্টিনা (সতা সংগ্রাহকঃ উচে।

অনুবাদ। তারপরে যে-কোন সমাগত বিষয়ে আস্থাশীল কুমার বার্ধক্য দ্বারা প্রপীড়িত অপর মানুষ হইতে স্বতন্ত্রদর্শন তাহাকে দেখিয়া তাহার উপরেই অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সারথিকে বলিলেন।

Trans Then the prince who was habitual in putting faith in anything that comes, on seeing that man stricken with age and different in look from other common men, fixed his steadfast eyes upon him and said to the charioteer.

ক এষ ভো..........প্রকৃতির্যদৃচ্ছা (শ্লোক ১০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ :

কঃ এষঃ ভোঃ সূত নরঃ অভ্যুপেতঃ কেশৈঃ সিতৈঃ যষ্টিবিষক্তহস্তঃ।
ভ্রূসংবৃতাক্ষঃ শিথিলানতাঙ্গঃ কিম্ বিক্রিয়া এষা প্রকৃতিঃ যদৃচ্ছা॥

সারাংশ। 'হে সারথি, এই জরাগ্রস্ত লোকটি কে? ইহা কি কৃত্রিম না স্বাভাবিক?'

অন্বয়। ভোঃ সূত! সিতৈঃ কেশৈঃ অভ্যুপেতঃ, যষ্টিবিষক্তহস্তঃ, ভ্রূসংবৃতাক্ষঃ, শিথিলানতাঙ্গঃ এষঃ নরঃ কঃ? এষা কিং বিক্রিয়া? প্রকৃতিঃ? যদৃচ্ছা?

শব্দার্থ। ভোঃ সূতঃ! (হে সারথে)! সিতৈঃ কেশৈঃ (শুভ্রকেশসমূহে) অভ্যুপেতঃ (যুক্ত) যষ্টিবিষক্তহস্তঃ (লাঠির উপর অর্পিত হস্ত) ভ্রূসংবৃতাক্ষঃ (ভ্রূ দুইটি দ্বারা সংবৃতচক্ষু) শিথিলানতাঙ্গঃ (শিথিল এবং অবনত দেহবিশিষ্ট) এষঃ নরঃ (এই লোকটি) কঃ (কে)? এষ কিং (এই অবস্থা কি) বিক্রিয়া

(কোন বিকার হইতে জাত)? প্রকৃতিঃ (না ইহা স্বাভাবিক)? যদৃচ্ছা (না খেয়ালমাত্র)?

সংস্কৃত অর্থ। ভোঃ সূত (হে সারথে)! সিতৈঃ (শুভ্রৈঃ) কেশৈঃ অভ্যুপেতঃ (কেশযুক্তঃ) যষ্টিবিষক্তহস্তঃ (যষ্ট্যাং করং সংস্থাপ্য স্থিতঃ) ভ্রূসংবৃতাক্ষঃ (ভ্রূভ্যাং অস্য চক্ষুষী আবৃতে) শিথিলানতাঙ্গঃ (তস্য দেহং স্রস্তম্ অবনতং চ) এষঃ নরঃ (অয়ং মানবঃ) কঃ (কিং পরিচয়ঃ) এষা (অস্য ঈদৃশী অবস্থা) কিম্ (অপি) বিক্রিয়া (অবস্থান্তরস্য বিকারেণ সঞ্জাতা) প্রকৃতিঃ (স্বাভাবিকী)? যদৃচ্ছা (উতবা—অকারণম্ এব ভূতা)?

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। এষঃ—'নরঃ' পদের বিণ।

নরঃ—'কঃ' পদের পরিচায়ক পদ।

(ভোঃ) সূত—সম্বোধনে ১মা। এখানে পাঠ্যপুস্তকে 'ভো' শব্দের পরে বিসর্গটি ছাপা নাই। ইহা ভুল। এখানে বিসর্গ লোপ হইবার কোন কারণ নাই। 'ভোঃ' হইবে।

অভ্যুপেতঃ—'নরঃ' পদের কৃদন্ত-বিণ। অভি-উপ—ই+ক্ত।

কেশৈঃ—'ইত্থম্ভূতলক্ষণে' ইতি ৩য়া অর্থাৎ উপলক্ষণে তৃতীয়া।

সিতৈঃ—'কেশৈঃ' পদের বিণ। সিত=সাদা, শুভ্র।

যষ্টিবিষক্তহস্তঃ—'নরঃ' পদের বিণ। যষ্ট্যাং বিসক্তঃ (৭মীতৎ); যষ্টিবিষক্তঃ হস্তঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। বি—সনজ্+ক্ত=বিষক্ত; ইকারান্ত উপসর্গের পরস্থিত সনজ্ ধাতুর স ষ হইয়াছে। বিষক্ত=সমর্পিত।

ভ্রূসংবৃতাক্ষঃ—'নরঃ' পদের বিণ। ভ্রূভ্যাং সংবৃতে (তৃতীয়া তৎ); ভ্রূসংবৃতে অক্ষিণী যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। 'বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্' ইতি সমাসান্ত ষচ্ প্রত্যয়। অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসে অক্ষি শব্দ অ-কারান্ত অক্ষ (সংবৃতাক্ষ) হইয়াছে।

শিথিলানতাঙ্গঃ—'নরঃ' পদের বিণ। শিথিলং চ আনতং চ (কর্মধা), শিথিলানতম্ অঙ্গম্ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। কিম্—অব্যয়, প্রশ্নে।

বিক্রিয়া—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। বি-কৃ+শ।

এষা—'বিক্রিয়া' পদের বিণ।

প্রকৃতিঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। প্র—কৃ+ক্তি।

যদৃচ্ছা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। যদ্—ঋচ্ছ্+অ।

বাচ্যান্তর। ....অভ্যুপেতেন যষ্টিবিষক্তহস্তেন, ভ্রূসংবৃতাক্ষেণ, শিথিলানতাঙ্গেন, এতেন নরেণ কেন (ভূয়তে)? এতয়া কিং বিক্রিয়য়া? প্রকৃত্যা? যদৃচ্ছয়া (ভূয়তে)?

অনুবাদ। 'হে সারথে! শুভ্রকেশবিশিষ্ট, যষ্টিতে অর্পিত হস্ত ভ্রূর দ্বারা আচ্ছাদিত চক্ষু, শিথিল এবং অবনত দেহ এই লোকটি কে? ইহা কি কোনও বিকৃতি? না—স্বাভাবিক? না—খেয়ালমাত্র?'

Trans: 'O Charioteer! Who is this man with white hair, with his hand placed upon a stick, with his eyes covered with brows and with his body slackened and bent? Is it some re-action? Or, nature? Or—whim?'

ইত্যেবমুক্তঃ............কৃতবুদ্ধিমোহঃ॥ (শ্লোক ১১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইতি এবম্ উক্তঃ সঃ রথপ্রণেতা নিবেদয়ামাস নৃপাত্মজায়। সংরক্ষ্যম্ অপি অর্থম্ অদোষদর্শী তৈঃ এব দেবৈঃ কৃতবুদ্ধিমোহঃ॥

সারাংশ। সারথি বোধ হয় দেবমায়ার বশেই সেই গোপনীয় তথ্যটি কুমারকে বলিল।

অন্বয় ইতি এবম্ উক্তঃ তৈঃ দেবৈঃ এব কৃতবুদ্ধিমোহঃ সঃ রথপ্রণেতা অদোষদর্শী (সন্) সংরক্ষ্যম্ অপি অর্থং নৃপাত্মজায় নিবেদয়ামাস।

শব্দার্থ। ইতি এবম্ (এইপ্রকার) উক্তঃ (কথিত হইয়া) তৈঃ দেবৈঃ এব (সেই দেবগণ কর্তৃকই) কৃতবুদ্ধিমোহঃ (বুদ্ধি মোহযুক্ত করিয়া ফেলায়) সঃ রথপ্রণেতা (রথচালক) অদোষদর্শী (কোনও দোষ না দেখিয়া) সংরক্ষ্যম্ অপি (গোপন করার যোগ্য হইলেও) অর্থং (জিজ্ঞাস্য বস্তুটি) নৃপাত্মজায় (রাজপুত্রের নিকট) নিবেদয়ামাস (বলিল)।

সংস্কৃত অর্থ। ইতি এবম্ (অনেন প্রকারেণ) উক্তঃ (অভিহিতঃ) তৈঃ (পূর্বোক্তৈঃ) দেবৈঃ এব (ত্রিদশৈঃ এব) কৃতবুদ্ধিমোহঃ (বুদ্ধৌ মোহম্ আসাদিতঃ) সঃ রথপ্রণেতা (রথস্য চালকঃ) অদোষদর্শী (কম্ অপি দোষং ন দৃষ্টঃ) সংরক্ষ্যম্ (গোপনীয়ম) অপি অর্থং (জিজ্ঞাস্যং তথ্যং) নৃপাত্মজায় (রাজপুত্রায়) নিবেদয়ামাস (বিজ্ঞাপিতবান্)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষবিরচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্যোদ্ধৃত "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" শীর্ষক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি লওয়া হইয়াছে। সেই দেবনির্মিত বৃদ্ধদর্শনে রাজপুত্র সারথিকে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে

সারথির তাহাতে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহাই এখানে আলোচিত হইয়াছে।

সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধটিকে নির্মাণ করিয়াই স্বর্গস্থিত দেবগণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন না। তাঁহারা অন্তর্যামী; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—কুমার এই বৃদ্ধটিকে দেখিয়া অবশ্যই সারথিকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। রাজা শুদ্ধোদনের মর্মজ্ঞ এই সারথি যদি ঠিকমত সদুত্তর না দিয়া প্রকৃত অর্থটি গোপন করিয়া রাখে, তাহা হইলে দেবগণের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে; এই আশঙ্কা করিয়া ভবিষ্যদ্দর্শী দেবগণ সেই সারথির বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া দিলেন। সেই দেবমোহে আচ্ছন্ন-বুদ্ধি সারথি রাজকুমারের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর দিলে যে কুমারের মন পীড়িত হইবে, এবং রাজার এইরূপ অভিপ্রায় নহে—সেইসব কথা ভাবিল না,—বরং 'এইরূপ বলাতে আর কি দোষ আছে?'—এই ভাবিয়া যে অংশটি সাংসারিক হিসাবে কুমারের নিকট হইতে গোপন রাখাই উচিত ছিল, সেই তথ্যপূর্ণ উত্তরটিই তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিল। দৈবই এখানে প্রবল হইল।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মহাকবেঃ অশ্বঘোষস্য কৃতেঃ "বুদ্ধচরিতম্" ইতি কাব্যস্য অংশভূতে "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" ইত্যাখ্যে শ্লোকসংগ্রহে বিদ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। দেবসৃষ্টং বৃদ্ধং মানুষং দৃষ্ট্বা তদ্বিষয়ে কুমারেণ পৃষ্টস্য সূতস্য মনসি যা প্রতিক্রিয়া অজায়ত, সৈবাত্র বর্ণিতা।

জরাগ্রস্তং তং বৃদ্ধং সৃষ্ট্বা কুমারস্য পুরতঃ সংস্থাপ্য এব স্বর্গবাসিনঃ দেবাঃ নিশ্চিন্তাঃ ন আসন। অন্তর্যামিনঃ তে অজানন্ এব—যৎ বৃদ্ধং দৃষ্ট্বা নূনম্ অসৌ কুমারঃ তম্ অধিকৃত্য সারথিং কিমপি প্রক্ষ্যতি এব। তথা পৃষ্টঃ সারথিঃ চেৎ রাজ্ঞঃ অভিপ্রায়ানুসারেণ কুমারস্য মনসি পীড়াং ন জনয়িষ্যন্ প্রকৃতং তথ্যং তস্মাৎ গোপয়েৎ, তর্হি তেষাং সর্বাঃ এব চেষ্টাঃ বিফলী ভবেয়ুঃ। অতঃ তে দেবাঃ সারথেঃ বুদ্ধৌ মোহম্ অজনয়ন্। তেন চ দৈবমোহেন অভিভূতঃ সূতঃ 'প্রকৃতার্থং কুমারায় ন বাচ্যঃ' ইতি ন অচিন্তয়ৎ; পক্ষান্তরে তু 'নাস্তি অত্র কথনে কোঽপি দোষঃ' ইতি বিচার্য গোপ্যমপি তমর্থং রাজপুত্রায় বিজ্ঞাপিতবান্। দৈবম্ অত্র অতিরিচ্যতে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইতি, এবম্—অব্যয়। এখানে কর্মরূপে প্রযুক্ত।

উক্তঃ—'রথপ্রণেতা' পদের কৃদন্ত বিণ। ব্রূ + ক্ত কর্মবাচ্যে।

সঃ—'রথপ্রণেতা' পদের বিণ।

রথপ্রণেতা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'নিবেদয়ামাস'। প্র-নী+তৃচ্। রথস্য প্রণেতা (ষষ্ঠীতৎ)। 'প্রণেতৃ' শব্দ দাতৃ শব্দের মত। প্র উপসর্গের পর নী ধাতুর ন্ ণ্ হইয়াছে।

নিবেদয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'রথপ্রণেতা'। নি—বিদ্+ণিচ্+লিট্ অ। ণিজন্ত ধাতুর লিট্-এ রূপ করা সম্বন্ধে নিয়ম পূর্বে দেখ।

নৃপাত্মজায়—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী। নৄন্ পাতি যঃ (উপপদতৎ) সঃ=নৃপঃ। নৃপস্য আত্মজঃ (ষষ্ঠীতৎ) তস্মৈ। অপি—অব্যয়।

সংরক্ষ্যম্—'অর্থম্' পদের কৃদন্ত বিণ। সম্—রক্ষ্+যৎ।

অর্থম্—কর্মণি ২য়া।

অদোষদর্শী—'রথপ্রণেতা' পদের বিধেয় বিণ। দোষং পশ্যতি যঃ (উপপদতৎ) সঃ=দোষদর্শী। দোষ-দৃশ+ণিন্। ন দোষদর্শী (নঞ্‌তৎ)।

তৈঃ—'দেবৈঃ পদের বিণ। দেবৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

কৃতবুদ্ধিমোহঃ—'রথপ্রণেতা' পদের বিণ। বুদ্ধেঃ মোহঃ (ষষ্ঠীতৎ); কৃতঃ বুদ্ধিমোহঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। কৃ+ক্ত=কৃত। বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি। মুহ্+ঘঞ্=মোহ।

বাচ্যান্তর। ....উক্তেন.........কৃতবুদ্ধিমোহেন তেন রথপ্রণেত্রা অদোষদর্শিনা (সতা) সংরক্ষ্যঃ অপি অর্থঃ.........নিবেদয়াম্মাসে।

অনুবাদ। এইভাবে অভিহিত সেই রথচালক সেই দেবগণ কর্তৃকই বুদ্ধিতে মোহপ্রাপিত হওয়ায় কোনও দোষ না দেখিয়া গোপন রাখার যোগ্য সেই অর্থটি রাজকুমারকে বলিল।

Trans Being thus spoken to, that charioteer; being overshadowed in the intellect by the self-same gods, narrated the underlying meaning (of the question) to the prince without finding any fault therein.

রূপস্য হর্ত্রী .... যয়ৈষ ভগ্নঃ॥ (শ্লোক ১২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ:

রূপস্য হর্ত্রী, ব্যসনম্ বলস্য, শোকস্য যোনিঃ, নিধনম্ রতীনাম্।
নাশঃ স্মৃতীনাম্, রিপুঃ ইন্দ্রিয়াণাম্ এষা জরা নাম, যয়া এষঃ ভগ্নঃ॥

সারাংশ। জরার ফলে ইহার এই দশা—সকল সুখ বিদূরিত, দুঃখভারে প্রপীড়িত।

অন্বয়। জরা নাম এষা রূপস্য হর্ত্রী, বলস্য ব্যসনং, শোকস্য যোনিঃ, রতীনাং নিধনম্, স্মৃতীনাং নাশঃ, ইন্দ্রিয়াণাং রিপুঃ (চ)—যয়া এষঃ ভগ্নঃ।

শব্দার্থ। জরা নাম (জরা নামক) এষা (এই দশা) রূপস্য হর্ত্রী (রূপের হরণকারী), বলস্য ব্যসনং (শক্তির বিপদের কারণ অর্থাৎ শক্তিকে নষ্ট করে), শোকস্য যোনিঃ (শোকের উদ্ভবস্থল), রতীনাং নিধনম্ (প্রীতির মৃত্যুস্বরূপ), স্মৃতীনাং নাশঃ (স্মরণশক্তির বিনাশকারী), ইন্দ্রিয়াণাং রিপুঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের শত্রু)—যয়া (যাহার দ্বারা) এষঃ (এই ব্যক্তি) ভগ্নঃ (পরাভূত বা বিধ্বস্ত হইয়াছে)।

সংস্কৃত অর্থ। জরা নাম (জরা ইতি নাম্না খ্যাতা) এষা (ইয়ং দশা) রূপস্য হর্ত্রী (সৌন্দর্যস্য হরণকারিণী) বলস্য ব্যসনম্ (শক্তেঃ বিপৎকারণম্), শোকস্য যোনিঃ (মনোদুঃখস্য উৎপত্তিস্থলম্), রতীনাং নিধনম্ (প্রীতেঃ মরণস্বরূপম্) স্মৃতীনাং নাশঃ (স্মরণশক্তেঃ বিনাশকারণম্), ইন্দ্রিয়াণাং রিপুঃ (ইন্দ্রিয়সমূহানাং শত্রুঃ)—যয়া (দশয়া) এষঃ (অয়ং জনঃ) ভগ্নঃ (পরাভূতঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

রূপস্য—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী।

হর্ত্রী—'এষা' পদের পরিচয় পদ। হৃ+তৃচ্, স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। হর্ত্রী, হর্ত্ত্রী—দুই বানানই শুদ্ধ।

ব্যসনম্—'এষা' পদের পরিচয় পদ। 'ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে—ইত্যমরঃ। বি—অস্+অনট্। উদ্দেশ্য পদ 'এষা' স্ত্রীলিঙ্গ, অথচ বিধেয়পদ 'ব্যসনম্' ক্লীবলিঙ্গ—উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের এই রূপ ভিন্নলিঙ্গতা দোষাবহ নহে।

বলস্য, শোকস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। যোনিঃ—'এষা' পদের পরিচায়ক পদ।

নিধনম্—'এষা' পদের পরিচায়ক পদ। নি—ধন্+অল্।

রতীনাম্—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী। রম্+ক্তি।

নাশঃ—'এষা' পদের পরিচায়ক পদ। নশ্+ঘঞ্।

স্মৃতীনাম্—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী, স্মৃ+ক্তিন্ [=স্মৃতি]+৬ষ্ঠী বহুবঃ।

রিপুঃ—'এষা' পদের পরিচায়ক পদ। ইন্দ্রিয়াণাম্—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

এষা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।

জরা—'এষা' পদের পরিচায়ক পদ। নাম—অব্যয়।

যয়া—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। এষঃ—উক্তে কর্মণি ১মা।

ভগ্নঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। ভন্জ্+ক্ত কর্মবাচ্যে। কর্তা যয়া, কর্ম 'এষঃ'।

বাচ্যান্তর। জরয়া নাম এতয়া......হর্ত্র্যা, বলস্য ব্যসনেন......যোনিনা, ...নিধনেন,......নাশেন,...... রিপুণা (ভূয়তে), যা এতৎ ভগবতী।

অনুবাদ। 'জরা নামক এই দশা রূপের হরণকারিণী, শক্তির বিপদ্রূপা, মনোদুঃখের উৎপত্তিস্থল, প্রী তর নিধনকেন্দ্র, স্মৃতির নাশিকা ও ইন্দ্রিয়গণের শত্রু; —যাহার দ্বারা এই লোক পরাভূত হইয়াছে।'

Trans. 'This state, called old age, is the stealer of beauty the danger to strength, the source of mental agony, the death of enjoyment; the destroyer of memory and the enemy of senses. —by her has this man been overpowered.

ইত্যেবমুক্তে..........অভ্যুবাচ। (শ্লোক ১৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ:

ইতি এবম্ উক্তে চলিতঃ সঃ কিঞ্চিৎ রাজাত্মজঃ সূতম্ ইদম্ বভাষে।

কিম্ এষঃ দোষঃ ভবিতা মম অপি ইতি অস্মৈ ততঃ সারথিঃ অভ্যুবাচ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ। ইতি+এবম্+উক্তে। সঃ+কিঞ্চিৎ+রাজাত্মজঃ। সূতম্ +ইদম। কিম্+এষঃ+দোষঃ+ভবিতা। মম+অপি+ইতি+অস্মৈ। সারথিঃ +অভ্যুবাচ।

সারাংশ। সারথির কথা শুনিয়া রাজকুমার তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারও ওইরূপ দশা হইবে কি না।

অন্বয়। ইতি এবম্ উক্তে (সতি) কিঞ্চিৎ চলিতঃ সঃ রাজাত্মজঃ সূতম্ ইদম্ বভাষে—এষঃ দোষঃ কিং মম অপি ভবিতা ইতি। সারথিঃ অস্মৈ অভ্যুবাচ।

শব্দার্থ। ইতি এবম্ (এইরূপ) উক্তে (কথিত হইলে পর) কিঞ্চিৎ চলিতঃ (ঈষৎ বিচলিত) সঃ রাজাত্মজঃ (সেই রাজপুত্র) সূতম্ (সারথিকে) ইদম্ (ইহা) বভাষে (বলিলেন)—এষঃ দোষঃ (এই দোষ) কিং (কি) মম অপি (আমারও) ভবিতা (হইবে) ইতি। সারথিঃ অস্মৈ (সারথি তাঁহাকে) অভ্যুবাচ (বলিল)।

সংস্কৃত অর্থ। ইতি এবম্ (ইত্থম্) উক্তে (কথিতে সতি) কিঞ্চিৎ (ঈষৎ) চলিতঃ (বিচলিতঃ, উদ্বেগযুক্তঃ) সঃ রাজাত্মজঃ (অসৌ নৃপসুতঃ) সূতম্ (সারথিম্) ইদম্ (এতদ্ বাক্যম্) বভাষে (অবদৎ) এষঃ দোষঃ (ইয়ং জরবস্থা) কিম্ (অপি) মম অপি ভবিতা (ভবিষ্যতি) ইতি। সারথিঃ অস্মৈ (কুমারায়) অভ্যুবাচ (অকথয়ৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইতি, এবম্—অব্যয়।

উক্তে—'ইতি এবম্' পদের কৃদন্তবিণ। ব্রূ+ক্ত কর্মণি ৭মী ১বচন।

চলিতঃ—'রাজাত্মজঃ' পদের কৃদন্তবিণ। চল্+ক্ত কর্মবাচ্যে। এখানে 'চলিত' অর্থে 'গিয়াছিল' নহে, চঞ্চল অর্থাৎ বিচলিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সঃ—'রাজাত্মজঃ' পদের বিণ।

রাজাত্মজঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'বভাষে'। আত্মনঃ জায়তে যঃ (উপপদতৎ) সঃ; আত্মন্—জন্+ড। রাজ্ঞঃ আত্মজঃ (৬ষ্ঠীতৎ)।

সূতম্—গৌণকর্মণি ২য়া। ইদম্—মুখ্যকর্মণি ২য়া।

বভাষে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'রাজাত্মজঃ'। ভাষ্+লিট্ এ।

এষঃ—'দোষঃ' পদের বিণ। কিম্—অব্যয়।

দোষঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবিতা'। দুষ্+ঘঞ্।

ভবিতা—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'দোষঃ'। ভূ+লুট্ তা।

মম—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। অপি, ইতি, ততঃ—অব্যয়।

অস্মৈ—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী। সারথিঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভ্যুবাচ'।

অভ্যুবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সারথিঃ'। অভি—ব্রূ+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। ....তেন...........রাজাত্মজেন সূতঃ বভাষে—...........এতেন দোষেণ .....ভবিতা.......সারথিনা অভ্যূচে।

অনুবাদ। সারথি এইরূপ বলিলে পর, সেই রাজপুত্র ঈষৎ বিচলিত হইয়া সারথিকে এই কথা বলিলেন—'এই দোষ কি আমারও হইবে?' তখন সারথি তাঁহাকে বলিলেন।

Trans. Being thus told, that Prince, being moved a little, said this to the Charioteer—"Will this defect come upon me too?" Then the Charioteer said unto him.

আয়ুষ্মতো............চৈষ লোকঃ॥ (শ্লোক ১৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ :

আয়ুষ্মতঃ অপি এষঃ বয়ঃ প্রকর্ষাৎ নিঃসংশয়ম্ কালবশেন ভাবী।

এবম্ জরাম্ রূপবিনাশয়িত্রীম্ জানাতি চ এব ইচ্ছতি চ এষঃ লোকঃ॥

সারাংশ। সারথি বলিল যে বয়সকালে জরা সবাইকেই গ্রাস করে।

অন্বয়। আয়ুষ্মতঃ অপি বয়ঃপ্রকর্ষাৎ এষঃ কালবশেন নিঃসংশয়ং ভাবী। এষঃ লোকঃ জরাম এবং রূপবিনাশয়িত্রীং জানাতি চ, ইচ্ছতি এব চ।

শব্দার্থ। আয়ুষ্মতঃ অপি (দীর্ঘজীবী তোমারও) বয়ঃ প্রকর্ষাৎ (বয়স বেশী হইলে) এষঃ (এই জরাদোষ) কালবশেন (কালক্রমে) নিঃসংশয়ং (অবশ্য) ভাবী (হইবে) এষঃ লোকঃ (এই সংসার) জরাম্ (জরাকে) এবং (এইভাবে) রূপবিনাশয়িত্রীং (সৌন্দর্যের বিনাশকারিণী বলিয়া) জানাতি চ (জানেও বটে) ইচ্ছতি এব চ (আবার কামনাও করে) ।

সংস্কৃত অর্থ। আয়ুষ্মতঃ (দীর্ঘজীবিনঃ তব) অপি বয়ঃ প্রকর্ষাৎ (বয়োবৃদ্ধিহেতোঃ) এষঃ (অয়ং জরাদোষঃ) কালবশেন (কালক্রমেণ) নিঃসংশয়ং (নিঃসন্দেহং) ভাবী (ভবিষ্যতি) । এষঃ লোকঃ (অয়ং সংসারঃ) জরাং (বৃদ্ধাবস্থাম্) এবম্ (ইত্থং রূপেণ) রূপবিনাশয়িত্রীং (সৌন্দর্যহানিকরীং) জানাতি চ (বিজানাতি) ইচ্ছতি এব চ (পুনঃ কাঙ্ক্ষতি এব) ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ রচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্যের অংশস্বরূপ "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ হইতে ইহা উদ্ধৃত । কুমারেরও জরা হইবে কি না কুমার এই প্রশ্ন করিলে সারথি তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিল, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

তদানীন্তন শিষ্টাচার প্রথামত সারথি কুমারকে "আয়ুষ্মন্" বলিয়া সম্বোধন করিল। এই সম্ভাষণবাক্যমধ্যেই ত কুমারের দীর্ঘায়ুঃ কামনা করা হইয়াছে। সারথি বলিল—'আমার প্রার্থনামত তুমি যখন দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে, তখন বয়স অধিক হইলে তোমারও এই জরা আসিবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। শুধু তোমার নয়, এসংসারের সকল লোকই জানে যে জরা আসিলে দেহের সমস্ত সৌন্দর্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তথাপি সকল লোকেই এই প্রকার সর্বদোষময়ী জরাকেই লাভ করিতে চায়, অর্থাৎ সকলেই জগতে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে কামনা করে। আমিও এইমাত্র তোমার দীর্ঘজীবন ও তাহার ফলস্বরূপ জরা কামনা করিলাম।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ-বিরচিতাদ্ 'বুদ্ধচরিতম্" ইত্যাখ্যাৎ কাব্যাৎ সংকলিতে "জীর্ণ রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ। মমাপি জরা ভবিষ্যতি বা ন বা—ইতি পৃষ্টবতি কুমারে সারথিঃ তম্ এতদ্ আহ।

সারথিঃ প্রথমমেব তৎকালীনশিষ্টাচারম্ অনুপালয়ন্ কুমারম্ 'আয়ুষ্মন্' ইতি শব্দেন সম্ভাষতে। এতেন কুমারস্য দীর্ঘায়ুঃকামনা এব দ্যোত্যতে। সারথিঃ অবদৎ— তাত ! মম প্রার্থনানুসারেণ যদা ত্বং দীর্ঘম্ আয়ুঃ লপ্স্যসে, তদা কালক্রমেণ বয়সঃ আধিক্যবশাৎ ত্বমপি জরাগ্রস্তঃ ভবিষ্যসি ; অত্র কোঽপি সন্দেহো ন বিদ্যতে এব।

বিচিত্রম্ এতদ্ যৎ বিশ্বস্য সর্বে জনাঃ নিশ্চিতং জানন্তি—জরা সর্বেষাং সৌন্দর্যং নাশয়তি, তথাপি তাং সর্বদোষকরীং জরামেব জনাঃ লব্ধুং কাময়ন্তে। কোঽপি যৌবনে এব ন মর্তুমিচ্ছতি, অপি তু চিরং জীবন্ জরাগ্রস্তঃ এব ভবিতুম্ ইচ্ছতি। ময়াপি ইদানীমেব তব দীর্ঘং জীবনং জরামেব প্রার্থিতম্।

ব্যাকরণ পদটীকা ইত্যাদি

আয়ুষ্মতঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। আয়ুস্+মতুপ্। শ্রীমৎ শব্দের মত।

এষঃ—কর্তরি ১মা,। ক্রিয়া 'ভাবী'। অপি—অব্যয়,সমুচ্চয়ে।

বয়ঃপ্রকর্ষাৎ—হেতৌ ৫মী। বয়সঃ প্রকর্ষঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। প্র-কৃষ্+অল্=প্রকর্ষঃ।

নিঃসংশয়ম্—ক্রি বিশে ২য়া। নির্ (=নাস্তি) সংশয়ঃ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহি)।

কালবশেন—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। কালস্য বশঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তেন।

ভাবী—কৃদন্ত ক্রিয়া=ভূ+ণিণ্। কর্তা 'এষঃ'। এবম্—অব্যয়।

জরাম্—কর্মণ ২য়া। বিকল্প—জরসম্।

রূপবিনাশয়িত্রীম্—'জরাম্' পদের বিণ। রূপস্য বিনাশয়িত্রী (৬ষ্ঠীতৎ) তাম্। বি—নশ্+ণিচ্+তৃচ্ [=বিনাশয়িতৃ]+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্=বিনাশয়িত্রী।

জানাতি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'লোকঃ'; জ্ঞা+লট্ তি।

চ, এব—অব্যয়। দুইটি 'চ' শব্দদ্বারা পক্ষদ্বয়কে বুঝাইতেছে।

ইচ্ছতি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'লোকঃ'; ইষ্+লট্ তি। চ—অব্যয়।

এষঃ—'লোকঃ' পদের বিণ।

লোকঃ—কর্তরি ১মা; ক্রিয়া 'জানাতি' ও 'ইচ্ছতি'। লোকশব্দে—এক একটি ব্যক্তি এবং সমগ্র সংসার—দুইই বুঝায়। এখানে সংসারকে বুঝাইতেছে।

বাচ্যান্তর। ………………এতেন……………ভাবি। এতেন লোকেন জরা………রূপবিনাশয়িত্রী জ্ঞায়তে…………ইষ্যতে………।

অনুবাদ। 'দীর্ঘায়ু তোমারও বয়স অধিক হইলে কালক্রমে এই জরা নিশ্চয় আসিবে। এই জগৎসংসার জরাকে এই প্রকার রূপনাশিকা বলিয়া জানেও বটে, আবার কামনাও করে বটে।'

Trans : 'This old age is sure to come upon you, (may you live-long) in course of time with the advancement of age. The

world knows this old age to be, in this way, the destroyer of beauty, still it desires to get her all the same.

নিঃশ্বস্য দীর্ঘং ....শূন্যমিব প্রপেদে ॥ (শ্লোক ১৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। নিঃশ্বস্য দীর্ঘম্ সঃ শিরঃ প্রকম্প্য তস্মিন্ চ জীর্ণে বিনিবেশ্য চক্ষুঃ।
ততঃ কুমারঃ ভবনম্ তৎ এব চিন্তাবশঃ শূন্যম্ ইব প্রপেদে ॥

সারাংশ। রাজকুমার চিন্তান্বিত হইয়া যেন শূন্যগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অন্বয়। সঃ কুমারঃ দীর্ঘং নিঃশ্বস্য শিরঃ প্রকম্প্য তস্মিন্ জীর্ণে চক্ষুঃ বিনিবেশ্য চ চিন্তাবশঃ (সন্) ততঃ তৎ এব ভবনং শূন্যম্ ইব প্রপেদে।

শব্দার্থ। সঃ কুমারঃ (রাজপুত্র) দীর্ঘং নিঃশ্বস্য (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) শিরঃ প্রকম্প্য (মাথা নাড়িয়া) তস্মিন্ জীর্ণে (সেই বৃদ্ধের উপর) চক্ষুঃ বিনিবেশ্য (চোখ রাখিয়া) চিন্তাবশঃ (চিন্তায় আকুল হইয়া) ততঃ (সেইস্থান হইতে) শূন্যম্ এব (শূন্যের মত) তৎ এব ভবনং (সেই বাড়িতেই, নিজ বাড়িতেই) প্রপেদে (আশ্রয় লইলেন, ফিরিয়া আসিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ কুমারঃ (তথা প্রাপ্তোত্তরঃ রাজপুত্রঃ) দীর্ঘং নিঃশ্বস্য (দীর্ঘশ্বাসং বিমুচ্য) শিরঃ প্রকম্প্য (মস্তকং সঞ্চাল্য) তস্মিন্ জীর্ণে (পূর্বকথিতে বৃদ্ধে মানুষে) চক্ষুঃ (দৃষ্টিঃ) বিনিবেশ্য (সংস্থাপ্য) চ চিন্তাবশঃ (চিন্তাকুলঃ) ততঃ (তস্মাৎ স্থানাৎ) শূন্যম্ ইব (সর্বসুখরহিতম্ ইব) তৎ এব (যস্মাৎ নির্গতঃ আসীৎ তৎ) ভবনং (গৃহং) প্রপেদে (প্রাপ্তবান্)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ কবি রচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্য হইতে সংগৃহীত "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" শীর্ষক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি লওয়া হইয়াছে। জরা সম্বন্ধে সারথির তথ্যপূর্ণ উত্তর শুনিয়া কুমারের মনের অবস্থাটি এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

সারথির কথা শুনিতে শুনিতে কুমারের মনের মধ্যে বেদনা যেন পুঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কথা শেষ হইলে সেই পুঞ্জিত বেদনার প্রতীকস্বরূপ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া উদ্‌গত হইল। এইরূপ জরা যে আদৌ সুখকর নহে—কাম্য নহে, তাহা বুঝাইবার জন্যই যেন কুমারের মস্তক আপনা হইতেই অসম্মতিসূচক ভাবে নড়িয়া উঠিল; তাঁহার চক্ষু তখনও একাগ্রভাবে সেই জরাগ্রস্ত লোকটির উপরেই নিবদ্ধ ছিল। তিনি আর অগ্রসর

হইলেন না। সেই স্থান হইতেই তিনি বাড়ি ফিরিলেন। সেই বাড়িও যেন এখন তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার সুখবর্জিত বিস্বাদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। কবেঃ অশ্বঘোষস্য কৃতেঃ "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যাৎ সংগৃহীতে "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ। সূতসকাশাৎ জরায়াঃ তথ্যপূর্ণম্ উত্তরম্ আকর্ণ্য কুমারস্য মনসি যদ্ অভবৎ, তদেব অত্র বর্ণিতম্ অস্তি।

সারথেঃ বচনং শৃণ্বতঃ কুমারস্য মনসি তীব্রা বেদনা পুঞ্জিতা অভবৎ। সমাপ্তে চ তস্য বচসি, তদবেদনায়াঃ প্রতীগরূপেণ গভীরঃ একঃ দীর্ঘশ্বাসঃ কুমারস্য হৃদয়ম্ আলোড্য উদতিষ্ঠৎ। নৈষা জরা কথমপি কাম্যা ইতি চিন্তয়তঃ এব তস্য মস্তকম্ অননুমোদনক্রমেণ স্বতঃ এব আন্দোলিতম্ অভবৎ। তদা অপি কুমারস্য দৃষ্টিঃ তস্মিন্ বৃদ্ধে এব সংসক্তা আসীৎ। কুমারঃ তস্মাৎ স্থানাৎ কিয়দ্ দূরম্ অগ্রে ন অসরৎ প্রমোদযাত্রায়ৈ। অপি তু ভগ্নচিন্তাপরঃ পূর্বমেব স্বভবনং প্রত্যাযযৌ। পরং তদপি গৃহম্ তস্মৈ ইদানীং সর্বসুখবিরহিতম্ ইব প্রতিভাতম্ অভবৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নিঃশ্বস্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। নির্—শ্বস+ল্যপ্। নিঃশ্বাস ও নিশ্বাস—দুই রকম বানানই পাওয়া যায়। দীর্ঘম্—ক্রিয়া-বিশে ২য়া।

সঃ—'কুমারঃ' পদের বিণ।

শিরঃ—কর্মণি ২য়া। শিরস্ শব্দ পয়স্ শব্দের তুল্য।

প্রকম্প্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। প্র—কম্প্+ল্যপ্।

তস্মিন্—'জীর্ণে' পদের বিণ। চ—অব্যয়।

জীর্ণে—অধিকরণে ৭মী জৄ+ক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটি বিশেষণ পদ পরস্থিত 'বৃদ্ধে' পদটি না থাকায় ইহাই এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিনিবেশ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। বি-নি—বিশ্+ণিচ্+ল্যপ্।

চক্ষুঃ—কর্মণি ২য়া। চক্ষুস্ শব্দ ধনুস্ শব্দের মত। ততঃ—অব্যয়।

কুমারঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রপেদে'। ভবনম্—কর্মণি ২য়া।

তৎ—'ভবনম্' পদের বিণ। এব—অব্যয়।

চিন্তাবশঃ—'কুমারঃ' পদের বিধেয় বিণ। চিন্তায়াঃ বশঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। চিন্ত্+অঙ্=চিন্তা।

শূন্যম্—'ভবনম্' পদের বিধেয় বিণ। ইব—অব্যয়, উপমার্থে।

প্রপেদে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'কুমারঃ'। প্র—পদ্+লিট্ এ।

বাচ্যান্তর। তেন কুমারেণ ………………চিন্তাবশেন (সতা)……তৎ (১মা)…… …ভবনম্ শূন্যম্ (১মা) ………প্রপেদে।

অনুবাদ। সেই রাজপুত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা নাড়িয়া, সেই বৃদ্ধের উপরই চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া সেইস্থান হইতে শূন্যপ্রায় সেই গৃহেই অর্থাৎ নিজ প্রাসাদেই প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ ফিরিয়া আসিলেন।

Trans : The prince, after having a deep sigh, and waving his head and (still) fixing his eyes on that old man, returned from that place to his home, now seeming almost vacant.

যদা তু তত্রৈব………বহির্জগাম॥ (শ্লোক ১৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। যদা তু তত্র এব ন শর্ম লেভে জরা জরা ইতি প্র-পরীক্ষমাণঃ। ততঃ নরেন্দ্রানুমতঃ সঃ ভূয়ঃ ক্রমেণ তেন এব বহিঃ জগাম॥

সারাংশ। জরা মূর্তি দর্শনে অসুখী রাজপুত্র পুনরায় নগরি ভ্রমণে বাহির হইলেন।

অন্বয়। যদা সঃ তত্র এব জরা জরা ইতি প্রপরীক্ষমাণঃ শর্ম ন লেভে, ততঃ নরেন্দ্রানুমতঃ ভূয়ঃ তেন এব ক্রমেণ বহিঃ জগাম।

শব্দার্থ। যদা (যখন) সঃ (রাজপুত্র) তত্র এব (সেখানেও) জরা জরা ইতি (জরামূর্তিই) প্রপরীক্ষমাণঃ (চারিদিকে দেখিতে দেখিতে) শর্ম (আনন্দ ন লেভে (পাইলেন না), ততঃ (তখন) নরেন্দ্রানুমতঃ (রাজার অনুমতি পাইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) তেন এব ক্রমেণ (সেই পূর্বের মত পদ্ধতি মতই) বহিঃ জগাম (বাহিরে গেলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। যদা (যস্মিন্ কালে) সঃ (কুমারঃ) তত্র এব (তস্মিন্ গৃহে অপি) জরা জরা ইতি (জরায়াঃ এব রূপং) প্রপরীক্ষমাণঃ (সমন্তাৎ পশ্যন্) শর্ম (সুখং) ন লেভে (ন প্রাপ), ততঃ (তস্মিন্ কালে) নরেন্দ্রানুমতঃ (নৃপস্য আজ্ঞাং লব্ধ্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) তেন এব ক্রমেণ (পূর্বোক্তপদ্ধত্যা এব)। বহিঃ জগাম (প্রাসাদাৎ নিশ্চক্রাম)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

যদা—অব্যয়। যদ্+কালার্থে-দা। তু, তত্র, এব, ন—অব্যয়।

শর্ম—কর্মণি ২য়া। 'শর্মশাতসুখানি চ' ইত্যমরঃ। শর্মন্ শব্দ অর্থ আনন্দ রূপ কর্মন্ শব্দের মত।

লেভে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'। লভ্+লিট্ এ।

জরা জরা—'ইতি' অব্যয়যোগে ১মা। আভীক্ষ্ণ্যে দ্বিত্ব।

প্রপরীক্ষমাণঃ—'সঃ' পদের কৃদন্ত বিশেষ বিণ। প্র—পরি—ঈক্ষ্+শানচ্।

ততঃ—অব্যয়। তদ্+তস্। 'যদা' এই পূর্বশব্দ অনুসারে এইটির "তদা" হওয়া উচিত ছিল।

নরেন্দ্রানুমতঃ—'সঃ' পদের বিশেষ বিণ। নরেষু ইন্দ্রঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তেন অনুমতঃ (৩য়া তৎ)। অনু—মন্+ক্ত=অনুমত।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'জগাম'। ভূয়ঃ—অব্যয়।

ক্রমেণ—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। ক্রম্+অল্।

তেন—'ক্রমেণ' পদের বিণ। এব অব্যয়। বহিঃ—অব্যয়।

জগাম—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'। গম্+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর।......... তেন.... ....প্রপরীক্ষমাণেন শর্ম (১মা) ন লেভে, ...নরেন্দ্রানুমতেন.........জগ্মে।

অনুবাদ। যখন সেই কুমার সেখানেও চারিদিকে জরামূর্তি দেখিতে দেখিতে সুখ পাইলেন না, তখন রাজার অনুমতি পাইয়া পুনরায় পূর্বপদ্ধতি অনুসারেই বাহিরে গেলেন।

Trans.—When the prince, envisaging old age everywhere, did not find any peace there too, then with the permission of the king, he went out again in the same manner.

অথাপরং·········**তদ্গতদৃষ্টিরেব**॥ (শ্লোক ১৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ অপরম্ ব্যাধিপরীতদেহম্ তে এব দেবাঃ সসৃজুঃ মনুষ্যম্।
দৃষ্ট্বা চ তম্ সারথিম্ আবভাষে শৌদ্ধোদনিঃ তদ্গতদৃষ্টিঃ এব॥

সারাংশ। এইবারে একটি রুগ্ণ মূর্তিকে দেবতারা তাঁহার ভ্রমণপথে স্থাপিত করিলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অন্বয়। অথ তে এব দেবাঃ ব্যাধিপরীতদেহম্ অপরং মনুষ্যং সসৃজুঃ। তং চ দৃষ্ট্বা তদ্গতদৃষ্টিঃ এব শৌদ্ধোদনিঃ সারথিম্ আবভাষে।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) তে এব দেবাঃ (সেই দেবগণই) ব্যাধিপরীত-দেহম্ (রোগযুক্তশরীর) অপরং (আর একজন) মনুষ্যং (মানুষকে) সসৃজুঃ (সৃষ্টি করিলেন)। তং চ (এবং তাহাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তদ্‌গতদৃষ্টিঃ এব (তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া) শৌদ্ধোদনিঃ (শুদ্ধোদনের পুত্র) সারথিম্ (সারথিকে) আবভাষে (বলিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (কুমারস্য পুনঃ নিষ্ক্রমণাদ্ অনন্তরং) তে এব দেবাঃ (পূর্বকথিতাঃ এব অমরাঃ) ব্যাধিপরীতদেহম্ (রোগগ্রস্ত-শরীরবিশিষ্টম্) অপরম্ (অন্যং, ন তু পূর্বে দৃষ্টং জীর্ণং) মনুষ্যং (মানবং) সসৃজুঃ (অসৃজন্)। তং (নব-সৃষ্টং নরং) চ দৃষ্ট্বা (আলোক্য) তদ্‌গতদৃষ্টিঃ (তস্মিন্ দৃষ্টিং নিধায় এব শৌদ্ধোদনিঃ (শুদ্ধোদনস্য পুত্রঃ) সারথিম্ (সূতম্) আবভাষে (উবাচ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। "বুদ্ধচরিতম্" নামক অশ্বঘোষের কাব্য হইতে গৃহীত "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ মধ্যে এই শ্লোকটি আছে। কুমার প্রথমবার প্রাসাদ হইতে বহির্গমন করিলে দেবগণ একটি বৃদ্ধ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনে জগতের দুঃখ সম্বন্ধে প্রথম রেখাপাত করিয়াছিলেন; এইবার দ্বিতীয় বারে তাঁহারা যে নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

রাজপথে জরার আক্রমণ দেখিয়া বিচলিত রাজকুমার গৃহে ফিরিয়াও সর্বত্র জরার রূপ দেখিয়া আদৌ সুখ পাইলেন না। তখন অগত্যা রাজা পুনরায় পূর্ব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বাহিরে যাইবার অনুমতি দিলেন। দেবগণ এবার আর একটি মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। এই লোকটির দেহ রোগের আক্রমণে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাহার রোগগ্রস্ত মূর্তির বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকটিতে দেওয়া হইয়াছে। রোগে ভগ্নদেহ এই মনুষ্যটিকে দেখিয়া শুদ্ধোদনের পুত্রের দৃষ্টি তাহার উপরই সংসক্ত হইয়া গেল; তিনি আর অন্য দিকে কিছুই দেখিলেন না। তাহাকে দেখিতে দেখিতেই কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। "বুদ্ধচরিতম্" ইতি নাম্নঃ অশ্বঘোষস্য কাব্যাৎ সংগৃহীতাৎ "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম অস্মাকং পাঠ্যাংশাৎ উদ্ধৃতঃ এষঃ শ্লোকঃ। দেবাঃ জরাজীর্ণং মনুষ্যমেকং সৃষ্ট্বা প্রথমং নির্গতস্য কুমারস্য মনসি সংসার-দুঃখ-বিষয়কং প্রথমং রেখাঙ্কণম্ এব কৃতবন্তঃ। ইদানীং পুনঃ তদেব সংকল্প্য তে যৎ নবতরং কৌশলম্ অবলম্বিতবন্তঃ, তদেবাত্র শ্লোকে নিবদ্ধম্ অস্তি।

প্রথমং তাবৎ জরায়াঃ প্রভাবং দৃষ্ট্বা বিচলিতঃ কুমারঃ গৃহে অপি তথৈব জরাপ্রভাবং পরিচিন্তয়ন্ কিমপি সুখং ন প্রাপ। অগত্যা এব রাজা তচ্চিত্ত-বিনোদনায় দ্বিতীয়ং বারং তস্য বহির্নির্গমনম্ অনুমোদয়ামাস পূর্ববৎ সাবধানতাম্ এব অবলম্ব্য। পরং দেবাঃ অপি ইদানীম্ অন্যমেকং নরম্ অসৃজন্। অস্য নবসৃষ্টস্য নরস্য দেহং রোগস্য আক্রমণেন নিতান্তমেব ভগ্নম্ আসীৎ। রুগ্ণস্য তস্য দেহাবস্থা বিস্তরেণ বর্ণিতাস্তি পরস্মিন্ শ্লোকে। রোগাক্রান্তশরীরং তং নরম্ আলোক্য এব কুমারস্য দৃষ্টিঃ তত্রৈব নিপপাত। তমেব একাগ্রেণ পশ্যন্ সঃ সমীপস্থং সারথিম্ অপৃচ্ছৎ।

ব্যাকরণ পদটীকা ইত্যাদি

অপরম্—'মনুষ্যম্' পদের বিণ। অথ—অব্যয়।

ব্যাধিপরীতদেহম্—'মনুষ্যম্' পদের বিণ। ব্যাধিভিঃ পরীতম্ (৩য়া তৎ); তাদৃশং দেহং যস্য (বহুব্রীহি) তম্। বি—আ—ধা+কি=ব্যাধি। পরি—ই+ক্ত=পরীত। এব—অব্যয়।

তে—'দেবাঃ' পদের বিণ। দেবাঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'সসৃজুঃ'।

সসৃজুঃ—সমাপিকা ক্রিয়া কর্তা 'দেবাঃ'। সৃজ্+লিট্ উস্।

মনুষ্যম্—কর্মণি ২য়া। মনু+যঞ্; ষ্ আগম হইয়াছে।

দৃষ্ট্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। দৃশ্+ক্ত্বাচ্। চ—অব্যয়।

তম্—কর্মণি ২য়া। সারথিম্—কর্মণি ২য়া।

আবভাষে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'শৌদ্ধোদনিঃ'। আ— ভাষ্+লিট্ এ।

শৌদ্ধোদনিঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'আবভাষে'। শুদ্ধোদন+অপত্যার্থে ষ্ণি।

তদ্গতদৃষ্টিঃ—'শৌদ্ধোদনিঃ' পদের বিণ। তং গতা (২য়া তৎ) তদ্গতা—দৃষ্টিঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। এব—অব্যয়।

বাচ্যান্তর।......তৈঃ......দেবৈঃ ব্যাধিপরীতদেহঃ অপরঃ মনুষ্যঃ সসৃজে। ....তদ্গতদৃষ্টিনা........শৌদ্ধোদনিনা সারথিঃ আবভাষে।

অনুবাদ। তখন সেই দেবগণই রোগগ্রস্ত শরীর আর একটি মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।। তাহাকে দেখিয়া তাহাতেই দৃষ্টি রাখিয়া শুদ্ধোদনের পুত্র সারথিকে বলিলেন।

Trans.—Then the very same gods created another man smitten in body with disease. Fixing his eyes at the very sight upon him, the son of Suddhodana said to the charioteer.

(শ্লোক ১৮) স্থূলোদরঃ......নরঃ কঃ এষঃ।

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

স্থূলোদরঃ শ্বাসচলচ্ছরীরঃ স্রস্তাংসবাহুঃ কৃশপাণ্ডুগাত্রঃ।
অম্ব ইতি বাচম্ করুণম্ ব্রুবাণঃ পরম্ সমাশ্লিষ্য নরঃ কঃ এষঃ॥

সারাংশ। এই লোকটি কে?—ইহার উদর স্থূল, প্রতিশ্বাসে দেহ নড়িতেছে, কাঁধ ও হাত দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দেহ শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, করুণভাবে "মা" এই কথা উচ্চারণ করিতেছে, এবং আর এক জনকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অন্বয়। স্থূলোদরঃ, শ্বাসচলচ্ছরীরঃ, স্রস্তাংসবাহুঃ, কৃশ-পাণ্ডুগাত্রঃ পরং সমাশ্লিষ্য অম্ব ইতি বাচং করুণং ব্রুবাণঃ এষঃ নরঃ কঃ?

শব্দার্থ। স্থূলোদরঃ (পেটটি মোটা), শ্বাসচলচ্ছরীরঃ (শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে দেহটি নড়িতেছে), স্রস্তাংসবাহুঃ (কাঁধ ও বাহু দুইটি অবনত) কৃশপাণ্ডুগাত্রঃ (দেহ রোগা ও ফ্যাকাশে) অম্ব ইতি (মা—এই) বাচং (কথাটি) করুণং (কাতরভাবে) ব্রুবাণঃ (বলিতেছে) পরং (আর একজনকে) সমাশ্লিষ্য (অবলম্বন করিয়া—আছে) নরঃ (লোকটি) কঃ (কে) এষঃ (এই)।

সংস্কৃত অর্থ। স্থূলোদরঃ (উদরম্ অস্য স্ফীতম্) শ্বাসচলচ্ছরীরঃ (শ্বাসেন সহ দেহং কম্পতে), স্রস্তাংসবাহুঃ (স্কন্ধৌ বাহূ চ অবনতৌ জাতৌ) কৃশপাণ্ডুগাত্রঃ (দেহং শীর্ণং পাণ্ডুবর্ণং চ ভূতম্) অম্ব (মাতঃ) ইতি বাচং (শব্দং) করুণং (কাতরেণ) ব্রুবাণঃ (বদন্) পরম্ (অন্যজনং) সমাশ্লিষ্য (সমালিঙ্গ্য) নরঃ কঃ এষঃ (অয়ং জনঃ কঃ)?

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

স্থূলোদরঃ—'নরঃ' পদের বিণ। স্থূলম্ উদরং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

শ্বাসচলচ্ছরীরঃ—'নরঃ' পদের বিণ। শ্বাসেন চলৎ (তৃতীয়া তৎ), শ্বাসচলৎ শরীরং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। শ্বস্+ঘঞ্=শ্বাসঃ। চল্+শতৃ=চলৎ।

স্রস্তাংসবাহুঃ—'নরঃ' পদের বিণ। অংসৌ চ বাহূ চ (সমাহার দ্বন্দ্ব); স্রস্তং অংশবাহু যস্য (বহুব্রীহি), সঃ। স্রন্স্+ক্ত=স্রস্ত।

কৃশপাণ্ডুগাত্রঃ—'নরঃ' পদের বিণ: কৃশং চ পাণ্ডু চ (কর্মধা), কৃশপাণ্ডুগাত্রং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

অম্ব—সম্বোধনে ১মা। 'অম্বা' শব্দ লতা শব্দের মত; শুধু সম্বোধনে 'অম্বে' না হইয়া 'অম্ব' হয়। কিন্তু অম্বা শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হইলে পুরাপুরি লতা শব্দের মত হয়,—জগদম্বে। ইতি—অব্যয়।

বাচম্—কর্মণি ২য়া। করুণম্—ক্রিয়া-বিণে ২য়া।

ব্রুবাণঃ—'নরঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। ব্রূ+শানচ্। ব্রূধাতু উভয়পদী; সুতরাং ইহাতে শতৃ প্রত্যয়ও হইতে পারে=ব্রুবন্।

পরম্—কর্মণি ২য়া।

সমাশ্রিত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। সম্-আ-শ্রিন্+ল্যপ্।

নরঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।

কঃ—'নরঃ' পদের বিধেয় পরিচায়ক পদ।

এষঃ—'কঃ' পদের বিণ।

বাচ্যান্তর। স্থূলোদরেণ শ্বাসচলচ্ছরীরেণ ক্রশপাণ্ডুগাত্রেণ........ব্রুবাণেন নরেণ কেন এতেন (ভূয়তে)?

অনুবাদ।—"উদর স্থূল, শ্বাসের সঙ্গে দেহ কম্পিত হইতেছে, স্কন্ধ ও বাহু দুইটি অবনত হইয়া পড়িয়াছে, আর একজনকে ধরিয়া 'মা গো' এই কথাটি কাতরভাবে বলিতেছে।—এই লোকটি কে?"

Trans—"Who is this man—his belly swollen, his frame of the body shaking with each breath, his arms and shoulders hung down and painfully uttering the word—'O mother' by catching hold of another one?"

ততোঽব্রবীৎ.........কৃতোঽস্বতন্ত্রঃ (শ্লোক ১৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ অব্রবীৎ সারথিঃ অস্য সৌম্য! ধাতুপ্রকোপ-প্রভবঃ প্রবৃদ্ধঃ। রোগাভিধানঃ সুমহান্ অনর্থঃ শক্তঃ অপি যেন এষঃ কৃতঃ অস্বতন্ত্রঃ॥

সারাংশ। সারথি বলিল যে রোগগ্রস্ত হওয়ায় এই লোকটির এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

অন্বয়। ততঃ অস্য সারথিঃ অব্রবীৎ—সৌম্য! (অয়ং) ধাতুপ্রকোপ-প্রভবঃ প্রবৃদ্ধঃ রোগাভিধানঃ সুমহান্ অনর্থঃ (ভবতি), যেন শক্তঃ অপি এষঃ অস্বতন্ত্রঃ কৃতঃ।

শব্দার্থ। ততঃ (তখন) অস্য সারথিঃ (ইঁহার সারথি) অব্রবীৎ (বলিল) সৌম্য (ভদ্র!) ধাতুপ্রকোপ-প্রভবঃ (শরীরস্থ ধাতুসমূহ কুপিত হওয়ার জন্য উৎপন্ন) প্রবৃদ্ধঃ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) রোগাভিধানঃ (রোগ নামে অভিহিত) সুমহান

(বিশেষ) অনর্থঃ (অমঙ্গল), যেন (যাহার দ্বারা) শক্তঃ অপি (সমর্থ হইলেও) এষঃ (এই লোকটি) অস্বতন্ত্রঃ (পরবশ) কৃতঃ (করা হইয়াছে)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (কুমারেণ এবং জিজ্ঞাসিতঃ) অস্য (কুমারস্য) সারথিঃ অব্রবীৎ (অবদৎ)—সৌম্য (ভদ্র)! ধাতুপ্রকোপ-প্রভবঃ (শরীরস্থানাং-ধাতূনাং ক্ষুভিতত্বাৎ সঞ্জাতঃ) প্রবৃদ্ধঃ (বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ) রোগাভিধানঃ (রোগ ইতি কথিতঃ) সুমহান্ (প্রবলঃ) অনর্থঃ (অশুভঃ), যেন (অশুভেন) শক্তঃ (সমর্থঃ অপি) এষঃ (অয়ং জনঃ) অস্বতন্ত্রঃ (পরবশঃ) কৃতঃ (বিহিতঃ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। কবি অশ্বঘোষকৃত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্য হইতে গৃহীত "জীর্ণ রুগ্‌ণ মৃত-প্রব্রজিত দর্শনম্" শীর্ষক পাঠাংশ হইতে এই শ্লোকটি লওয়া হইয়াছে। কুমারের প্রশ্নের উত্তরে সারথি তাঁহাকে দৈবসৃষ্ট লোকটির ব্যাধির কারণ সম্বন্ধে এখানে বলিতেছে।

সারথি কুমারকে বিনীত ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিল—'হে ভদ্র! বায়ু, পিত্ত কফ—এই তিনটি মূল ধাতু অর্থাৎ উপাদানের সমবায়ে এই মনুষ্যদেহ গঠিত হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত দেহের অভ্যন্তরে এই ধাতু তিনটি সুষম অবস্থায় বর্তমান থাকে, ততদিন দেহটি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। যে কারণেই হোক, এই ধাতুত্রয়ের একটিও কুপিত অর্থাৎ বিষম ভাবাপন্ন হইলেই দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই অসুস্থ অবস্থাকেই রোগ বলে। ইহা বড় অকল্যাণকর। এই রোগের প্রভাবে পড়িয়াই এই লোকটির এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে। এ একসময়ে শক্তিমান্ সবল ছিল। এই রোগেই ইহাকে এখন এইভাবে পরাধীন করিয়া ফেলিয়াছে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। কবিনা অশ্বঘোষেণ বিরচিতাৎ "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যাৎ সংকলিতে "জীর্ণ রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" ইত্যাখ্যে অস্মাকং পাঠ্যাংশে বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ। কুমারেণ পৃষ্টঃ সারথিঃ ব্যাধেঃ তথা চ অস্য দৈবসৃষ্টস্য জনস্য দুর্দশায়াঃ চ কারণং কুমারায় কথয়তি।

সৌম্য ইতি সবিনয়ঃ সম্ভাষ্য, সূত আহ—বায়ুঃ পিত্তং কফঃ চ—ইতি ত্রিভিঃ মৌলিকৈঃ উপাদানৈঃ গঠিতং মনুষ্যদেহম্। এতৎ ধাতুত্রয়ং যাবৎকালং সৌষম্যেণ বর্ততে, তাবৎকালমেব দেহঃ সুস্থঃ ভবতি। কেনাপি কারণেন তেষাং একতমে অপি কুপিতে বৈষম্যং প্রাপ্তে দেহম্ অসুস্থং ভবতি। এষা অসুস্থাবস্থা এব রোগ ইতি কথ্যতে জনৈঃ। অয়ং রোগঃ নাম মহান্ খলু অমঙ্গলকরঃ। ঈদৃশেন রোগেণ এব নরস্যাস্য এবম্ অবস্থা জাতা। সোঽপি একদা শক্তিমান্ আসীৎ। অধুনা তু রোগপ্রভাবেন ইত্থং পরবশতাং প্রাপ্তঃ ইতি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অব্রবীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সারথিঃ', ব্রূ+লঙ্ দ্। ততঃ—অব্যয়।

সারথিঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'। অস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

সৌম্য—সম্বোধনে ১মা। সোম+ষ্য।

ধাতুপ্রকোপপ্রভবঃ—'অনর্থঃ' পদের বিণ। ধাতুনাং প্রকোপঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তস্মাৎ প্রভবঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। প্র—কুপ্+ঘঞ্=প্রকোপঃ। প্র—ভূ+অপ্=প্রভবঃ।

প্রবৃদ্ধঃ—'অনর্থঃ' পদের বিণ। প্র—বৃধ্+ক্ত।

রোগাভিধানঃ—'অনর্থঃ' পদের বিণ। রোগঃ অভিধানং (=নাম) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। রুজ্+ঘঞ্=রোগঃ। অভি-ধা+অনট্=অভিধানম্।

সুমহান্—'অনর্থঃ' পদের বিণ। সু (=অতিশয়েন) মহান্ (প্রাদিসমাস)।

অনর্থঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। ন অর্থঃ যস্মিন্ (বহুব্রীহি) সঃ।

শক্তঃ—'এষঃ' পদের বিণ। শক্+ক্ত। অপি—অব্যয়।

যেন—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। এষঃ—উক্তে কর্মণি ১মা।

কৃতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। কৃ+ক্ত কর্মবাচ্যে।

অস্বতন্ত্রঃ—'এষঃ' পদের বিধেয় বিণ। স্বং তন্ত্রং যস্য (বহুব্রীহি) সঃ—স্বতন্ত্রঃ (নঞ্ তৎ)।

বাচ্যান্তর। ....সারথিনা উচ্যতে........(অনেন) ধাতুপ্রকোপপ্রভবেণ প্রবৃদ্ধেন রোগাভিধানেন সুমহতা অনর্থেন (ভূয়তে) যঃ শক্তম্ অপি এনং অস্বতন্ত্রং কৃতবান্।

অনুবাদ। তখন তাঁহার সারথি বলিল—'ভদ্র! ধাতু প্রকুপিত হওয়ায় উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই পরম অশুভ অবস্থাকে রোগ বলে। ইহার দ্বারা এই লোক সমর্থ থাকিলেও পরবশ হইয়া পড়িয়াছে।'

Trans. Then his charioteer said—'O gentle! this unwholesome state is called disease, born and developed owing to the derangement of the elements; it has rendered this man, though able, entirely dependent on others.'

ইত্যুচিবান্.....................প্রজানাম্ ॥ (শ্লোক ২০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইতি উচিবান্ রাজসুতঃ সঃ ভূয়ঃ তম্ সানুকম্পঃ নরম্ ঈক্ষমাণঃ। অস্য এব জাতঃ পৃথক্ এষঃ দোষঃ সামান্যতঃ রোগভয়ম্ প্রজানাম্।

সারাংশ। রাজপুত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওইরূপ রোগাবস্থা কি মাত্র ওই লোকটির না উহা সকলেরই হইতে পারে।

অন্বয়। সঃ রাজসুতঃ তং নরম্ ঈক্ষমাণঃ সানুকম্পঃ (সন্) ভূয়ঃ ইতি উচিবান্ (আসীৎ) এষঃ দোষঃ পৃথক্ অস্য এব জাতঃ? (উত) রোগভয়ং প্রজানাং সামান্যতঃ (ভবতি)?

শব্দার্থ। সঃ রাজসুতঃ (রাজপুত্র) তং নরম্ (সেই লোকটিকে) ঈক্ষমাণঃ (দেখিতে দেখিতে) সানুকম্পঃ (অনুকম্পাযুক্ত হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ইতি উচিবান্ (এইকথা বলিলেন) এষঃ দোষঃ (এই রোগ) পৃথক্ (আলাদাভাবে) অস্য এব (ইহারই) জাতঃ (হইয়াছে)? (অথবা) রোগভয়ং (রোগের ভয়) প্রজানাং (জনগণের) সামান্যতঃ (সাধারণ ভাবেই)?

সংস্কৃত অর্থ। সঃ রাজসুতঃ (কুমারঃ) তং নরম্ ঈক্ষমাণঃ (সংপশ্যন্) সানুকম্পঃ (কৃপাপরীতঃ সন্) ভূয়ঃ (পুনঃ) ইতি (এবম্) উচিবান্ (অবদৎ) এষঃ (রোগনামা) দোষঃ (অনর্থঃ) পৃথক্ (স্বতন্ত্ররূপেণ) অস্য (দৃশ্যমানস্য) এব জাতঃ (সম্ভূতঃ) [উত] রোগভয়ং (রোগাক্রমণশঙ্কা) প্রজানাং (জনানাং) সামান্যতঃ (সাধারণ এব ভবতি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইতি—অব্যয়। এখানে কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত।

উচিবান্—'রাজসুতঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। বচ্+ক্বসু। উচিবস্ শব্দ জগ্মিবস্ শব্দের মত।

রাজসুতঃ—কর্তরি ১মা। রাজ্ঞঃ সুতঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। ক্রিয়া '(উচিবান্) আসীৎ'।

সঃ—'রাজসুতঃ' পদের বিণ। ভূয়ঃ—অব্যয়।

তম্—'নরম্' পদের বিণ। নরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া।

সানুকম্পঃ—'রাজসুতঃ' পদের বিণ। অনুকম্পয়া সহ বর্তমানঃ (বহুব্রীহি) সঃ। অনু-কম্প্+অ।

ঈক্ষমাণঃ—'রাজসুতঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। ঈক্ষ্+শানচ্। ঈক্ষ্ ধাতুর মধ্যস্থ ষ্ প্রভাবে 'মানঃ' পদের ন্ ণ হইয়াছে।

অস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। এব—অব্যয়।

জাতঃ—'দোষঃ' পদের কৃদন্ত ক্রিয়া। জন্ + ক্ত। পৃথক্—অব্যয়।

এষঃ—'দোষঃ' পদের বিণ।

দোষঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'জাতঃ'। দুষ্ + ঘঞ্।

সামান্যতঃ—অব্যয়। সমান + ষ্যঞ্ + তস্।

রোগভয়ম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। রোগেভ্যঃ ভয়ম্ (৫মীতৎ) তৎ। রুজ্ + ঘঞ্ = রোগঃ। ভী + অল্ = ভয়ম্।

প্রজানাম্ সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। 'জনগণ' অর্থে প্রজাশব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

বাচ্যান্তর। তেন রাজসুতেন...... নিরীক্ষমাণেন সানুকম্পেন (সতা)...... উচুষা (অভূয়ত) এতেন দোষেণ ....জাতম্? ....রোগভয়েন...... (ভূয়তে)?

অনুবাদ। সেই রাজপুত্র সেই লোকটিকে দেখিতে দেখিতে অনুকম্পাযুক্ত হইয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন,—'এই দোষ কি পৃথক্‌ভাবে ইহারই হইয়াছে? অথবা রোগের ভয় জনগণের সাধারণ?'

Trans. The prince, being pitiful while looking at that man, said again—'Has this ailment come upon this man alone? Or is the fear of disease common to people in general?

ততো বভাষে..............প্রবিবেশ সদ্ম ॥ (শ্লোক ২১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ বভাষে সঃ রথপ্রণেতা কুমার সাধারণঃ এষঃ দোষঃ। ইতি শ্রুতার্থঃ সঃ বিষণ্ণচেতাঃ প্রধ্যানযুক্তঃ প্রবিবেশ সদ্ম ॥

সারাংশ। সারথি জানাইল যে ইহা সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া কুমার দুঃখিত হৃদয়ে ঘরে ফিরিলেন।

। ততঃ সঃ রথপ্রণেতা বভাষে কুমার! এষঃ দোষঃ সাধারণঃ (ভবতি)। ইতি শ্রুতার্থঃ স বিষণ্ণচেতাঃ প্রধ্যানযুক্তঃ (সন্) সদ্ম প্রবিবেশ।

শব্দার্থ। ততঃ (তাহার পর) সঃ রথপ্রণেতা (সেই সারথি) বভাষে (বলিল) কুমার (হে রাজপুত্র)! এষঃ দোষঃ (এই রোগ) সাধারণঃ (সর্বসাধারণের)। ইতি শ্রুতার্থঃ (এইরূপ প্রকৃতবিষয় শুনিয়া) সঃ (তিনি) বিষণ্ণচেতাঃ (দুঃখিতচিত্ত) প্রধ্যানযুক্তঃ (চিন্তান্বিত হইয়া) সদ্ম (গৃহে) প্রবিবেশ (ফিরিয়া প্রবেশ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (কুমারস্য প্রশ্নশ্রবণানন্তরং) সঃ রথপ্রণেতা (রথচালকঃ) বভাষে (উবাচ)—কুমার (রাজনন্দন)! এষঃ দোষঃ (অয়ং

রোগঃ) সাধারণঃ (সর্বেষাম্ এব)। ইতি (এবং) শ্রুতার্থঃ (অবগতার্থঃ) সঃ (কুমারঃ) বিষণ্ণচেতাঃ (চেতসি বিষাদযুক্তঃ) প্রধ্যানযুক্তঃ (চিন্তাপরঃ চ) সদ্ম (স্বগৃহং) প্রবিবেশ (প্রত্যাবৃত্য অবিশৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। সঃ—'রথপ্রণেতা' পদের বিণ।

রথপ্রণেতা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'বভাষে'। রথস্য প্রণেতা (৬ষ্ঠীতৎ)। প্র—নী+তৃচ=প্রণেতা। 'প্র' উপসর্গের পর, নী ধাতুর ন ণ হইয়াছে।

বভাষে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'রথপ্রণেতা'। ভাষ+লিট্ এ। ভাষ্=বলা।

কুমার—সম্বোধনে ১মা। এষঃ—'দোষঃ' পদের বিণ।

দোষঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।

সাধারণঃ—'দোষঃ' পদের বিধেয় বিণ। ইতি—অব্যয়, কর্মকারক।

শ্রুতার্থঃ—'সঃ' পদের বিণ। শ্রুতঃ অর্থঃ যেন (বহুব্রীহি) সঃ। শ্রু+ক্ত=শ্রুত।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রবিবেশ'।

বিষণ্ণচেতাঃ—'সঃ' পদের বিধেয় বিণ। বিষণ্ণং চেতঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। বি—সদ্+ক্ত=বিষণ্ণ। বি (ই) উপসর্গের পর সদ্ ধাতুর স্ ষ্ হইয়াছে। সেই ষ্-র প্রভাবে পরবর্তী ন্ দুইটি ণ্ হইয়াছে। চেতস্ ক্লীবলিঙ্গ পয়স্ শব্দের মত। কিন্তু "বিষণ্ণচেতস্" এই সমস্তপদটি পুংলিঙ্গ 'সঃ' পদের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ, বেধস্ শব্দের মত।

প্রধ্যানযুক্তঃ—'সঃ' পদের বিধেয় বিণ। প্রধ্যানেন যুক্তঃ (৩য়া তৎ)। প্র-ধ্যৈ+অনট্=প্রধ্যান (=চিন্তা)। যুজ্+ক্ত=যুক্ত।

সদ্ম—কর্মণি ২য়া। সদ্মন্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কর্মন্ শব্দের মত। অর্থ বাড়ি।

প্রবিবেশ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সঃ'। প্র—বিশ্+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। ......তেন রথপ্রণেত্রা বভাষে .... এতেন দোষেণ সাধারণেন (ভূয়তে)।...শ্রুতার্থেন তেন বিষণ্ণচেতসা প্রধ্যানযুক্তেন (সতা) সদ্ম (১মা) প্রবিবিশে।

অনুবাদ। তখন সেই রথচালক বলিল—'কুমার! এই দোষ সকলেরই হয়।' এইরূপ অর্থ শুনিয়া তিনি মনে বিষাদযুক্ত ও চিন্তান্বিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

Trans. Then the Charioteer said—'O prince! this defect is common to all.' Hearing this truth, he, being sad at heart and thoughtful, returned home.

ততো বিশেষেণ……… বহিঃ কুমারম্।। (শ্লোক ২২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ বিশেষেণ নরেন্দ্রমার্গে স্বলঙ্কৃতে চ এব পরীক্ষিতে চ। ব্যত্যস্য সূতম্ চ রথম্ চ রাজা প্রস্থাপয়ামাস বহিঃ কুমারম্।।

সারাংশ। এবার রাজা রাজপথকে নূতনভাবে সুসজ্জিত করিয়া অন্য রথে ও অন্য সারথির সহিত কুমারকে বাহিরে প্রেরণ করিলেন।

অন্বয়। ততঃ নরেন্দ্রমার্গে স্বলঙ্কৃতে চ বিশেষেণ এব পরীক্ষিতে চ (সতি) রাজা রথং চ সূতং চ ব্যত্যস্য কুমারং বহিঃ প্রস্থাপয়ামাস।

শব্দার্থ। ততঃ (তাহার পর) নরেন্দ্রমার্গে (রাজপথটি) স্বলংকৃতে চ (সুসজ্জিত হইলে) বিশেষেণ (এবং বিশেষভাবেই) পরীক্ষিতে চ (পরীক্ষিত হইলে পর) রাজা (শুদ্ধোদন) রথং (রথকে) সূতং চ (এবং সারথিকে) ব্যত্যস্য (পরিবর্তন করিয়া) কুমারং (পুত্রকে) বহিঃ (বাহিরে) প্রস্থাপয়ামাস (পাঠাইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (কুমারস্য) দ্বিতীয়বারং প্রত্যাবর্তনাদ্ অনন্তরং) নরেন্দ্রমার্গে (রাজপথে) স্বলংকৃতে চ (সুশোভিতে) বিশেষেণ এব (পরমেণ যত্নেন) পরীক্ষিতে চ (বিচারিতে সতি) রাজা (ভূপতিঃ) রথং চ সূতং চ (রথং তস্য চালকং চ) ব্যত্যস্য (পরিবর্ত্য) কুমারং (স্বপুত্রং) বহিঃ প্রস্থাপয়ামাস (প্রেষয়ামাস)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতম্" কাব্য হইতে গৃহীত "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ মধ্যে এই শ্লোকটি আছে। দ্বিতীয়বার গৃহে ফিরিয়া আসার পরও কুমারের মানসিক অবস্থা এমনই হইল যে রাজাকে বাধ্য হইয়াই পুত্রের তৃতীয়বার বাহিরে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইল।

গত দুইবারের অভিজ্ঞতায় রাজা বুঝিয়াছিলেন যে মুখ্যতঃ সারথির ত্রুটির জন্যই রাজকুমারের মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছিল। সারথি যদি তাহার নিকটে জরা বা রোগের সম্পর্কে কোনও কিছুই না বলিত তাহা হইলে হয়ত

কুমারের মনের বিকৃতি ঘটিত না। এ বিষয়ে যে দেবগণের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ আছে, তাহা আর তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাই এবারে পথের শোভাবিধান বা সাবধানতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা পূর্ববৎ রাখিয়া সেই সারথিটির পরিবর্তন করিলেন। সারথির পরিবর্তন মানেই রথেরও পরিবর্তন; কেন না, এক একজন সারথি এক একটি বিশেষ রথের ভারপ্রাপ্ত। তাই এবারে রথ ও সারথি—দুইই বদলাইয়া তিনি কুমারকে বাহিরে পাঠাইলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষবিরচিতস্য "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যাৎ গৃহীতে "জীর্ণ রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" ইতি পাঠ্যাংশে এষঃ শ্লোকঃ বিদ্যতে। প্রমোদ-যাত্রায়াঃ দ্বিঃ প্রত্যাবৃত্তস্য কুমারস্য মনোঽবস্থাং বিজ্ঞায় অগত্যা এব রাজা তস্য তৃতীয়বারং বহির্নিষ্ক্রমণম্ অন্বমন্যত।

বিগতবারদ্বয়ে যদ্ যদ্ অঘটত, তেন রাজা তত্রব্যাপারে সারথেঃ এব ত্রুটিম্ অলক্ষত। সঃ চেৎ কুমারং নিকষা জরায়াঃ রোগস্য বা সম্পর্কে যথার্থং তথ্যং ন অবদিষ্যৎ, তর্হি কুমারস্য ইত্থং চিত্তচাঞ্চল্যং ন অভবিষ্যৎ। অত্র তু দেবানাম্ অদৃশ্যঃ হস্তক্ষেপঃ অবিদ্যত,—ইতি সঃ বোদ্ধুং ন অশক্নোৎ। অতএব ইদানীং সমগ্রে সঃ মার্গস্য শোভাবিধানং সাবধানত্বং বা যথাপূর্বং সংরক্ষ্য সারথেঃ এব পরিবর্তনং কারয়ামাস। সারথেঃ পরিবর্তনেন রথস্য অপি পরিবর্তনং কৃতম্। যতঃ সারথিবিশেষঃ এব রথবিশেষস্য ভারপ্রাপ্তঃ আসীৎ। অস্মাৎ কারণাৎ সারথি-রথয়োঃ এব পরিবর্তনং সাধয়িত্বা রাজা কুমারং বহির্গমনায় প্রেষিতবান্।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বিশেষেণ—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। ততঃ—অব্যয়।

নরেন্দ্রমার্গে—ভাবে ৭মী। নরাণাম্ ইন্দ্রঃ (৬ষ্ঠীতৎ); নরেন্দ্রস্য মার্গঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। মার্গঃ=পথ। নরেন্দ্রমার্গঃ=রাজপথ।

স্বলঙ্কৃতে—'নরেন্দ্রমার্গে' পদের বিণ। সু (=সুষ্ঠু) অলঙ্কৃতঃ (প্রাদি সমাস) তস্মিন্। অলম্—কৃ+ক্ত কর্মণি=অলঙ্কৃত।

পরীক্ষিতে—'নরেন্দ্রমার্গে' পদের বিণ। পরি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্মণি।

ব্যত্যস্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। বি—অতি—অস্+ণিচ্+ল্যপ্। Text বইতে 'ব্যাত্যস্য' ছাপা আছে, উহা ব্যত্যস্য হইবে।

সূতম—কর্মণি ২য়া। সূত=সারথি। সুত=পুত্র। রথম্—কর্মণি ২য়া।

চ—অব্যয়। দুইটি 'চ' দ্বারা বিশেষ দৃঢ়তা বুঝাইতেছে।

রাজা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রস্থাপয়ামাস'।

প্রস্থাপয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'রাজা'। প্র স্থা + ণিচ্ + লিট্ অ।

বহিঃ—অব্যয়। কুমারম্—কর্মণি ২য়া।

বাচ্যান্তর। ....রাজ্ঞা প্রস্থাপয়ামাসে.........কুমারঃ।

অনুবাদ। তখন রাজা বিশেষভাবে রাজপথকে শোভিত ও পরীক্ষিত করার ব্যবস্থা করিয়া সারথি ও রথের পরিবর্তন করাইয়া কুমারকে বাহিরে পাঠাইলেন।

Trans. Then the King, after making a change of the chariot and the charioteer, sent the prince on an outing in the high road—well decorated and specially scrutinized.

ততস্তথা......... দদর্শ নান্যঃ॥ (শ্লোক ২৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ তথা গচ্ছতি রাজপুত্রে তৈঃ এব দেবৈঃ বিহিতঃ গতাসুঃ। তম্ চ এব মার্গে মৃতম্ উহ্যমানম্ সূতঃ কুমারঃ চ দদর্শ ন অন্যঃ॥

সারাংশ। এবার দেবগণের মায়ায় কুমার পথে একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি ও সারথি ছাড়া তাহা আর কেহই দেখিতে পাইল না।

অন্বয়। ততঃ রাজপুত্রে তথা গচ্ছতি (সতি) তৈঃ এব দেবৈঃ গতাসুঃ বিহিতঃ। মার্গে উহ্যমানং তং চ মৃতং সূতঃ কুমারঃ এব চ দদর্শ, অন্যঃ ন (দদর্শ)।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) রাজপুত্রে (কুমার) তথা গচ্ছতি (সেইভাবে যাইতে থাকিলে) তৈঃ এব দেবৈঃ (সেই দেবগণ কর্তৃকই) গতাসুঃ (প্রাণহীন শব) বিহিতঃ (সৃষ্টি করা হইল)। মার্গে (পথে) উহ্যমানং (লোক কর্তৃক লইয়া যাওয়া হইতেছে এমন, বাহিত) তং চ মৃতং (সেই মৃতদেহটিকে) সূতঃ কুমারঃ এব (সারথি এবং কুমার-ই) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন), অন্যঃ (অপর কেহ) ন (দেখিল না)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদনন্তরম্) রাজপুত্রে (কুমারে) তথা (পূর্বপূর্ববারবদ্ রীত্যা) গচ্ছতি (ব্রজতি) তৈঃ (পূর্বকথিতৈঃ) এব দেবৈঃ (অমরৈঃ) গতাসুঃ (গতপ্রাণঃ কশ্চিৎ শবঃ) বিহিতঃ (সৃষ্টঃ)। মার্গে (পথি) উহ্যমানং (জনৈঃ নীয়মানং) তং (তথাসৃষ্টং) চ মৃতং (শবং) সূতঃ (সারথিঃ) কুমারঃ (রাজপুত্রঃ) চ এব দদর্শ (অপশ্যৎ), অন্যঃ (অপরঃ কশ্চিৎ) ন (নাপশ্যৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। তথা—অব্যয়। তদ্+থাল্।
গচ্ছতি—'রাজপুত্রে' পদের কৃদন্ত বিণ। গম্+শতৃ+৭মী ১বঃ।
রাজপুত্রে—ভাবে ৭মী। রাজ্ঞঃ পুত্রঃ (৬ষ্ঠীতৎ)* তস্মিন্। এব—অব্যয়।
তৈঃ—'দেবৈঃ' পদের বিণ। দেবৈঃ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া।
বিহিতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া। বি-ধা+ক্ত কর্মণি+পুং ১মা ১বঃ।

গতাসুঃ—উক্তে কর্মণি ১মা। গতাঃ অসবঃ (=প্রাণাঃ) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। নরদেহে অবস্থিত প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চপ্রাণ বলা হয়। এই জন্যই প্রাণ বা প্রাণবাচক শব্দ নিত্য বহুবচনরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

তম্—'মৃতম্' পদের বিণ।
মার্গে—অধিকরণে ৭মী। মৃতম্—কর্মণি ২য়া। মৃ+ক্ত কর্তরি।
উহ্যমানম্—'মৃতম্' পদের কৃদন্ত বিধেয় বিণ। •বহ্+কর্মবাচ্যে শানচ্+পুং ২য়া ১বচন।

সূতঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া—'দদর্শ'। কুমারঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া দদর্শ।
দদর্শ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সূতঃ' ও 'কুমারঃ'। দৃশ্+লিট্+অ। ক্রিয়াটিকে 'সূতঃ' এবং 'কুমারঃ' কর্তৃপদ দুইটির সঙ্গে পৃথক্ ধরিতে হইবে। অন্যথায় ক্রিয়াটি দ্বিবচনান্ত হওয়া উচিত ছিল।
অন্যঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'দদর্শ' উহ্য।

বাচ্যান্তর।………তে এব দেবাঃ গতাসুং বিহিতবন্তঃ।……সঃ মৃতঃ উহ্যমানঃ সূতেন কুমারেণ চ দদৃশে, অন্যেন ন (দদৃশে)।

অনুবাদ। তারপর রাজকুমার সেইভাবে পথে যাইতে থাকিলে সেই দেবগণই একটি শবদেহ সৃষ্টি করিলেন। পথে বাহিত অবস্থায় সেই মৃতদেহটিকে সারথি এবং কুমারই শুধু দেখিলেন; অপর কেহই দেখিল না।

Trans.—Then, as the prince was proceeding in that manner, those very gods created a dead body. This dead body, being carried on the way, was visible to the prince and the charioteer only, no one else saw it.

অথাব্রবীদ্‌……অবরুদ্ধতে চ॥ (শ্লোক ২৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অথ অব্রবীৎ রাজসুতঃ সঃ সূতম্ নরৈঃ চতুর্ভিঃ হ্রিয়তে কঃ এষঃ। দীনৈঃ মনুষ্যৈঃ অনুগম্যমানঃ যঃ ভূষিতঃ অশ্বাসী অবরুদ্যতে চ।

সারাংশ। রাজপুত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন চারজন যাহাকে লইয়া যাইতেছে সে কে।

অন্বয়। অথ সঃ রাজসুতঃ সূতম্ অব্রবীৎ—কঃ এষঃ চতুর্ভিঃ নরৈঃ হ্রিয়তে, যঃ অশ্বাসী দীনৈঃ মনুষ্যৈঃ অনুগম্যমানঃ ভূষিতঃ অবরুদ্ধতে চ ?

শব্দার্থ। অথ (তাহা দেখিয়া) সঃ রাজসুতঃ (সেই রাজপুত্র) সূতম্ (সারথিকে) অব্রবীৎ (বলিলেন) কঃ এষঃ (কে এ) চতুর্ভিঃ নরৈঃ (চারিজন মনুষ্যদ্বারা) হ্রিয়তে (বাহিত হইতেছে), যঃ (যে) অশ্বাসী (শ্বাসরহিত) দীনৈঃ (দুঃখিত) মনুষ্যৈঃ (জনগণকর্তৃক) অনুগম্যমানঃ (পশ্চাদ্‌গত হইতেছে) ভূষিতঃ (সজ্জিত হইয়াছে) অবরুদ্ধতে চ (এবং অনুশোচিত হইতেছে)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (তচ্ছবদর্শনানন্তরং) সঃ রাজসুতঃ (কুমারঃ) সূতং (সারথিম্) অব্রবীৎ (অবদৎ) কঃ এষঃ (কঃ অয়ং জনঃ) চতুর্ভিঃ (চতুঃসংখ্যকৈঃ) নরৈঃ (মনুষ্যৈঃ) হ্রিয়তে (উহ্যতে), যঃ অশ্বাসী (শ্বাসবিহীনঃ) দীনৈঃ (আর্তৈঃ) মনুষ্যৈঃ (জনৈঃ) অনুগম্যমানঃ (অনুসৃতঃ) ভূষিতঃ (কুসুমাদিভিঃ সজ্জিতঃ) অবরুদ্ধতে (তদর্থং শোকেন বিলপ্যতে) চ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষকৃত 'বুদ্ধচরিতম্' নামক কাব্যের অংশবিশেষ "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" শীর্ষক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি সংগৃহীত হইয়াছে। পথিমধ্যে একটি শবকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাজকুমার সারথিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি বলিলেন,

'এই যে চারিজন লোক স্কন্ধে করিয়া ইহাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, এ কে ? আরও অনেক লোক এই শ্বাস-প্রশ্বাসবিহীন দেহটিকে পুষ্পাদিদ্বারা সাজাইয়া তাহার পিছনে যাইতেছে, এবং তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশপূর্বক শোক করিতে করিতে কাঁদিতেছে—এই লোকটি কে ?'

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষবিরচিতস্য "বুদ্ধচরিতম্" ইত্যাখ্যস্য কাব্যস্য অংশভূতাৎ "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশাদ্‌ উদ্ধৃতোঽয়ং শ্লোকঃ। পথি জনাঃ একং মৃতদেহং বহন্তঃ গচ্ছন্তি স্ম ; তদ্দর্শনেন রাজপুত্রঃ সারথিম্ যদ্‌ অবদৎ, তদেবাত্র শ্লোকে নিহিতম্।

চত্বারঃ জনাঃ কমপি স্কন্ধে নীত্বা বহন্তি ইতি পুরতঃ দৃশ্যতে এব। নীয়মানঃ সঃ নরঃ শ্বাসপ্রশ্বাসবিরহিতঃ অপি জনৈঃ পুষ্পাদিভিঃ সজ্জীভূতঃ দৃশ্যতে। বহবঃ অন্যে জনাঃ তম্ অনুগচ্ছন্তি ; তথা অনুগচ্ছন্তঃ অপি শোকেন ভৃশং রুদন্তি চ। অতঃ অয়ং জনঃ তাবৎ কঃ ইতি জ্ঞাতুম্ মে বাসনা জায়তে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অব্রবীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'রাজসুতঃ'। ব্রূ+লঙ্‌ দ্‌। অথ—অব্যয়

রাজসুতঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'। রাজ্ঞঃ সুতঃ (৬ষ্ঠীতৎ)।

সঃ—'রাজসুতঃ' পদের বিণ।   সূতম্—কর্মণি ২য়া।

নরৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।   চতুর্ভিঃ—'নরৈঃ' পদের বিণ।

হ্রিয়তে—কর্মবাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়া, কর্ম 'এষঃ'। হৃ+কর্মবাচ্যে লট্‌ তে।

কঃ—'এষঃ' পদের বিণ।   এষঃ—উক্তে কর্মণি ১মা

দীনৈঃ—'মনুষ্যৈঃ' পদের বিণ।   মনুষ্যৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

অনুগম্যমানঃ—'যঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। অনু—গম্+কর্মবাচ্যে শানচ্‌।

যঃ—উক্তে কর্মণি ১মা।

ভূষিতঃ—'যঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। ভূষ্‌+কর্মবাচ্যে ক্ত।

অশ্বাসী—'যঃ' পদের বিণ। শ্বাস+অস্ত্যর্থে ইন্=শ্বাসী। ন শ্বাসী (নঞ্‌ তৎ)।

অবরুদ্যতে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্ম 'যঃ', কর্তা 'মনুষ্যৈঃ'। অব—রুদ্+ কর্মবাচ্যে লট্‌ তে।

বাচ্যান্তর।.........তেন রাজসুতেন সূতঃ উচ্যত—কম্ এতং চত্বারঃ নরাঃ হরন্তি, যম্ অশ্বাসিনং দীনাঃ মনুষ্যাঃ অনুগচ্ছন্তঃ ভূষিতবন্তঃ অবরুদন্তি চ ?

অনুবাদ। তখন সেই রাজপুত্র সারথিকে বলিলেন—'চারিজন লোক দ্বারা বাহিত হইতেছে এ কে ? শ্বাসহীন যাহাকে সজ্জিত করিয়া দুঃখার্ত জনগণ পিছনে যাইতেছে এবং শোকের সহিত রোদন করিতেছে ?'

Trans.—Then the prince asked the charioteer—"who is this person, being carried by four men ? Though breathless, he has been decorated, is being followed and mourned for by sorrowful men."

ততঃ সঃ............অর্থবিদীশ্বরায়॥ (শ্লোক ২৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ সঃ শুদ্ধাত্মভিঃ এব দেবৈঃ শুদ্ধাধিবাসৈঃ অভিভূতচেতাঃ অবাচ্যম্ অপি অর্থম্ ইমম্ নিয়ন্তা প্রব্যাজহার অর্থবিৎ ঈশ্বরায়।

সারাংশ। দেবগণের মায়াতেই যেন সারথি কুমারকে ওই ব্যক্তি যে মৃত তাহা বলিল।

অন্বয়। ততঃ শুদ্ধাত্মভিঃ শুদ্ধাধিবাসৈঃ দেবৈঃ এব অভিভূতচেতাঃ সঃ অর্থবিৎ নিয়ন্তা ঈশ্বরায় অবাচ্যম্ অপি ইমম্ অর্থং প্রব্যাজহার।

শব্দার্থ। ততঃ (তখন) শুদ্ধাত্মভিঃ (পবিত্রচিত্ত) শুদ্ধাধিবাসৈঃ (পবিত্র স্থানের অধিবাসী) দেবৈঃ এব (দেবগণ কর্তৃকই) অভিভূতচেতাঃ (বিমোহিত হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধি অভিভূত বা আচ্ছন্ন হইয়া) সঃ (সেই) অর্থবিৎ (প্রয়োজন বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ যে প্রশ্নের অর্থ জানিত সেই) নিয়ন্তা (সারথি) ঈশ্বরায় (প্রভুস্বরূপ কুমারের নিকটে) অবাচ্যম্ অপি (বলা অনুচিত হইলেও) ইমম্ অর্থং (এই প্রকৃত অর্থটি) প্রব্যাজহার (বলিল)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদা) শুদ্ধাত্মভিঃ (পূতচিত্তৈঃ) শুদ্ধাধিবাসৈঃ (পুণ্যস্থান-নিবাসিভিঃ) দেবৈঃ এব (অমরৈঃ এব) অভিভূতচেতাঃ (অবমোহিতান্তঃ-করণঃ) সঃ (নবনিযুক্তঃ) অর্থবিৎ (প্রয়োজনাভিজ্ঞঃ) নিয়ন্তা (সারথিঃ) ঈশ্বরায় (প্রভবে কুমারায়) অবাচ্যম্ (বক্তুম্ অযোগ্যম্) অপি ইমম্ (বক্ষ্যমাণম্) অর্থম্ (ব্যাখ্যানম্) প্রব্যাজহার (অবদৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ রচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্য হইতে সংগৃহীত "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামকপাঠ্যাংশে এই শ্লোকটি আছে। কুমার যখন পথে দৃষ্ট সেই মৃতব্যক্তিটি সম্বন্ধে সারথিকে প্রশ্ন করিলেন, তখন সেই সারথি যাহা বলিলেন, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বারে সারথিই তো কুমারের নিকটে জীর্ণ ও রুগ্‌ণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রকৃত অর্থটি জ্ঞাপন করিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে কুমার জগতের দুঃখ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অধিকতর মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন। সেইজন্যই তো রাজা এই তৃতীয়বারে সারথিকে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা যে কোন্ উদ্দেশ্যে কুমারের বহির্গমনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা এই সারথির বিশেষ ভাবেই জানা ছিল। তদনুসারে এই মৃতদেহ সম্পর্কিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কুমারকে বলা তাহার উচিত ছিল না। কিন্তু দেবগণের তো তাহা ঈপ্সিত নয়; দেবগণ পবিত্রচিত্ত ও পুণ্যস্থানাধিবাসী; তাঁহারা নিরন্তর জগৎকল্যাণই কামনা করেন। সিদ্ধার্থ যাহাতে জগতের দুঃখকষ্ট বিষয়ে সচেতন হন, তাহাই তাঁহাদের কাম্য। তাঁহারাই অলক্ষ্যে থাকিয়া সারথির মনকে এমন ভাবে অভিভূত

করিয়া ফেলিলেন যে, সারথির পক্ষে যাহা বলা উচিত নহে, তাহাই সে 'প্রভুকে যথার্থ বলাই উচিত'—বিবেচনায় বলিয়া ফেলিল।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষস্য "বুদ্ধচরিতম্" নাম্নঃ কাব্যাদ্ গৃহীতে "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে দৃশ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। পথি দৃষ্টং মৃত-দেহম্ অধিকৃত্য পৃষ্টবতি কুমারে সারথিঃ যদকরোৎ, তদেবাত্র বর্ণিতম্।

পূর্ববারদ্বয়ে সারথিরেব কুমারস্য সমীপে বৃদ্ধস্য রোগগ্রস্তস্য চ নরয়োঃ প্রকৃতম্ অর্থং যাথার্থ্যেন অকথয়ৎ। তেন চ জগতঃ দুঃখকষ্টানাম্ অভিজ্ঞতাং সংপ্রাপ্য কুমারঃ মনসি ক্লেশম্ এব অলভত। এতৎ জ্ঞাত্বা এব রাজা অস্মিন্ তৃতীয়ে বারে সূতস্য পরিবর্তনম্ অকারয়ৎ। অতঃ অয়ং সারথিঃ রাজ্ঞঃ চিত্তাভিপ্রায়ম্ নিশ্চিতমেব অজানাৎ। ইদানীং তু মৃতদেহস্য দর্শনাৎ বিচলিতস্য কুমারস্য প্রশ্নস্য যথার্থম্ উত্তরং তস্মৈ ন বক্তব্যম্ এব আসীৎ। পরং তথাপি অত্র স পরবান্ এব আসীৎ। স্বর্গ-বাসিনঃ পবিত্রমনসঃ দেবাঃ সদৈব জগতঃ কল্যাণমেব কাময়ন্তে। তে তু সিদ্ধার্থস্য কুমারস্য চিত্তচাঞ্চল্যমেব ইচ্ছন্তি স্ম। অতঃ তে সারথেঃ মনঃ তথা অভিভূতম্ অকুর্বন্, যথা সর্বং জানতা অপি তেন সারথিনা যন্ত্রচালিতেন ইব এতদ্ বিষয়কং প্রকৃতম্ অর্থম্ অবদৎ কুমারায়; প্রভোঃ সকাশে কিমপি ন গোপ্যম্ ইতি এব তস্য মনসঃ যুক্তিঃ অভবৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। সঃ—'নিয়ন্তা' পদের বিণ।

শুদ্ধাত্মভিঃ—'দেবৈঃ' পদের বিণ। শুদ্ধাঃ আত্মানঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তৈঃ। শুধ্+ক্ত=শুদ্ধ। এব—অব্যয়, অবধারণে।

দেবৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

শুদ্ধাধিবাসৈঃ—'দেবৈঃ' পদের বিণ। শুদ্ধঃ অধিবাসঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তৈঃ। অধি—বস্+ঘঞ্=অধিবাসঃ (=বাসস্থানম্)।

অভিভূতচেতাঃ—'নিয়ন্তা' পদের বিণ। অভিভূতং চেতঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। অভি—ভূ+ক্ত=অভিভূত। সমগ্র পদটি বেধস্ শব্দের মত।

অবাচ্যম্—'অর্থম্' পদের বিণ। ন বাচ্যম্ (নঞ্‌তৎ)। বচ্+ণ্যৎ। 'বলা যোগ্য'—এই অর্থে 'বাচ্য' হয়, অন্যত্র 'বাক্য'। অপি—অব্যয়।

অর্থম্—কর্মণি ২য়া। ইমম্—'অর্থম্' পদের বিণ।

নিয়ন্তা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রব্যজহার'। নি—যম্+তৃচ্। নিয়ন্তৃ শব্দ। রূপ 'দাতৃ' শব্দের মত।

প্রব্যাজহার—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'নিয়ন্তা'। প্র—বি—আ—হৃ+লিট্ অ।

অর্থবিৎ—"নিয়ন্তা" পদের বিধেয় বিণ। অর্থং বেত্তি যঃ (উপপদতৎ) সঃ। অর্থ—বিদ্+ক্বিপ্।

ঈশ্বরায়—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী। ঈশ্+বরচ্।

বাচ্যান্তর। ....অভিভূতচেতসা তেন অর্থবিদা নিয়ন্ত্রা..........অবাচ্যঃ অপি অয়ম্ অর্থঃ প্রব্যাজহ্রে।

অনুবাদ। তখন শুদ্ধমতি পুণ্যস্থানবাসী দেবগণকর্তৃকই চিত্তে অভিভূত বা আচ্ছন্ন হইয়া সেই প্রয়োজনাভিজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ হৃদয়ংগমকারী সারথি বলা অনুচিত হইলেও এই অর্থটি প্রভুর নিকটে বলিল।

Trans.—'Then, being overpowered in the mind by the very gods who were pure in mind and dwellers of a holy place, that charioteer, conversant with the real purpose, spoke out to his lord this meaning which should not have been told.

(শ্লোক ২৬) **বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈঃ...... এষ কোঽপি।**

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈঃ বিযুক্তঃ সুপ্তঃ বিসংজ্ঞঃ তৃণকাষ্ঠভূতঃ।
সংবধ্য সংরক্ষ্য চ যত্নবদ্ভিঃ প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ ত্যজ্যতে এষঃ কঃ অপি॥

সারাংশ। সে বলিল যে চিরনিদ্রিত মৃতকে লোকেরা দগ্ধ করিতে যাইতেছে।

অন্বয়। বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈঃ বিযুক্তঃ সুপ্তঃ বিসংজ্ঞঃ তৃণকাষ্ঠভূতঃ এষঃ কঃ অপি প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ যত্নবদ্ভিঃ সংবধ্য সংরক্ষ্য চ ত্যজ্যতে।

শব্দার্থ। বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈঃ (বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও গুণ দ্বারা) বিযুক্তঃ (রহিত) সুপ্তঃ (নিদ্রিত) বিসংজ্ঞঃ (অচৈতন্য) তৃণকাষ্ঠভূতঃ (তৃণ এবং কাষ্ঠরূপে পরিণত) এষঃ কঃ অপি (এ কোনও একজন) প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় সকলের দ্বারা) যত্নবদ্ভিঃ (যত্ন করিয়া) সংবধ্য (বাঁধিয়া) সংরক্ষ্য চ (এবং রক্ষা করিয়া) ত্যজ্যতে (পরিত্যাগ করিবার জন্য নীত হইতেছে)।

সংস্কৃত অর্থ ঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈঃ (বুদ্ধ্যা, ইন্দ্রিয়ৈঃ, প্রাণৈঃ গুণৈঃ চ) বিযুক্তঃ (বর্জিতঃ) সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ) বিসংজ্ঞঃ (চেতনারহিতঃ) তৃণকাষ্ঠভূতঃ (তৃণৈঃ দারুভিঃ চ সমতাং প্রাপ্তঃ) এষঃ কঃ অপি (অয়ং কশ্চন জনঃ) প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ (মিত্রৈঃ অমিত্রৈঃ চ) যত্নবদ্ভিঃ (যত্নেন) সংবধ্য (সম্যক্ বদ্ধ্বা) সংরক্ষ্য চ (রক্ষিত্বা চ) ত্যজ্যতে (ত্যাগায় নীয়তে)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণগুণৈঃ—ঊনার্থক 'বিযুক্তঃ' পদের যোগে ৩য়া। বুদ্ধিঃ চ ইন্দ্রিয়াণি চ প্রাণাঃ চ গুণাঃ চ (ইতরেতর দ্বন্দ্ব) তৈঃ। বুধ্ + ক্তিন্ = বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় – বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; এবং উভয়াত্মক মন—এই এগারটি ইন্দ্রিয়। প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ুকেই পঞ্চপ্রাণ বলে। গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন প্রকার ; অথবা বিনয়, শৌর্য, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি বহু প্রকার।

বিযুক্তঃ—'কঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। বি – যুজ্ + ক্ত কর্মণি।

সুপ্তঃ—'কঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। স্বপ্ + ক্ত কর্তরি।

বিসংজ্ঞঃ—'কঃ' পদের বিণ। বিগতা সংজ্ঞা (= চেতনা) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। সম্ – জ্ঞা + অঙ্ = সংজ্ঞা।

তৃণকাষ্ঠভূতঃ—'কঃ' পদের বিণ। তৃণানি চ কাষ্ঠানি চ (দ্বন্দ্ব) ; তৃণকাষ্ঠ— ভূ + ক্ত।

সংবধ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। সম্ – বন্ধ্ + ল্যপ্।

সংরক্ষ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। সম্—রক্ষ্ + ল্যপ্।

যত্নবদ্ভিঃ—'প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। যত্ + নঙ্ = যত্ন + অস্ত্যর্থে বতুপ্।

প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। ন প্রিয়াঃ (নঞ্‌তৎ) ; প্রিয়াশ্চ অপ্রিয়াশ্চ (দ্বন্দ্ব) তৈঃ। প্রী + ক = প্রিয়।

ত্যজ্যতে—সমাপিকা ক্রিয়া। ত্যজ্ + কর্মবাচ্যে লট্ তে। অপি—অব্যয়। এষঃ—'কঃ' পদের বিণ। কঃ—উক্তে কর্মণি ১মা।

বাচ্যান্তর। .... নিযুক্তং সুপ্তং বিসংজ্ঞং তৃণকাষ্ঠভূতম্ এতং কম্ .. ....প্রিয়াপ্রিয়াঃ যত্নবন্তঃ...ত্যজন্তি।

অনুবাদ। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও গুণসমূহ দ্বারা হীন, নিদ্রিত, চেতনা রহিত তৃণ ও কাষ্ঠের মত অবস্থায় পরিণত এই কোন একজনকে প্রিয় ও অপ্রিয় লোকেরা যত্নপূর্বক বাঁধিয়া ও রক্ষা করিয়া ত্যাগ করিতে যাইতেছে।

Trans.—This is some one—bereft of intellect, senses vitality and virtues, asleep and unconscious, turned into a state of straw and wood—is being abandoned by friends and foes after having been bound and protected with care.

(শ্লোক ২৭) **ইতি প্রণেতুঃ..... ঈদৃশোঽন্তঃ ॥**

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ইতি প্রণেতুঃ সঃ নিশম্য বাক্যম্ সঞ্চুক্ষুভে উবাচ চ এনম্।
কিম্ কেবলস্য এব জনস্য ধর্মঃ সর্বপ্রজানাম্ অয়ম্ ঈদৃশঃ অন্তঃ॥

সারাংশ। রাজকুমার ক্ষুব্ধচিত্তে জানিতে চাহিলেন যে ওই মরণদশা কি সকলেরই হয়।

অন্বয়। প্রণেতুঃ ইতি বাক্যং নিশম্য সঃ কিঞ্চিৎ সঞ্চুক্ষুভে, এনম্ উবাচ চ—ঈদৃশঃ অয়ম্ অন্ত কিং কেবলস্য (অস্য) জনস্য এব ধর্মঃ ? উত সর্বপ্রজানাম্ ?

শব্দার্থ। প্রণেতুঃ (সারথির) ইতি বাক্যং (এই কথা) নিশম্য (শুনিয়া) সঃ (কুমার) কিঞ্চিৎ (কিছুপরিমাণে) সঞ্চুক্ষুভে (বিচলিত হইলেন) এনং (ইহাকে) উবাচ চ (এবং বলিলেন)—ঈদৃশঃ অয়ং (এই প্রকার) অন্তঃ (সমাপ্তি) কিং (কি) কেবলস্য (মাত্র) অস্য জনস্য এব (এই লোকেরই) ধর্মঃ (রীতি), উত সর্বপ্রজানাম্ (না, সমস্ত লোকের) ?

সংস্কৃত অর্থ। প্রণেতুঃ (সূতস্য) ইতি বাক্যম্ (এতদ্ বচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) সঃ (কুমারঃ) কিঞ্চিৎ (কথঞ্চিৎ) সঞ্চুক্ষুভে (ক্ষুভিতঃ অভবৎ), এনং (সারথিম্) উবাচ চ (অবদৎ চ) ঈদৃশঃ অয়ম্ (ইত্থং রূপঃ) অন্তঃ (লোপঃ) কিং কেবলস্য (একস্য) জনস্য এব (নরস্য এব) ? [উত] সর্বপ্রজানাম্ (সর্বেষাং জনানাম্) ?

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইতি—অব্যয় ; এখানে "বাক্যং" পদের বিণ।

প্রণেতুঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। প্র—নী+তৃচ্ ; প্রণেতৃ শব্দ দাতৃশব্দের মত।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া "সঞ্চুক্ষুভে" ও "উবাচ"।

নিশম্য—অসমাপিকা ক্রিয়া। নি—শম্+ল্যপ্।

বাক্যম্—কর্মণি ২য়া।

সঞ্চুক্ষুভে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ', সম্—ক্ষুভ্+লিট্ এ। ক্ষুভ্ ধাতু পরস্মৈপদী ; 'সঞ্চুক্ষোভ' হওয়া উচিত ছিল। এই আত্মনেপদকে মহাকবি-প্রয়োগ বলিয়াই সহ্য করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ—ক্রিয়া বিণে ২য়া।

উবাচ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'। ব্রূ+লিট্ অ। চ—অব্যয়।

এনম্—কর্মণি ২য়া। অন্বাদেশ বুঝাইতেছে বলিয়া এতদ্ শব্দের ২য়া ১বচনে 'এন' আদেশ হইয়াছে।

কিম্—অব্যয়, প্রশ্নসূচক। কেবলস্য—'জনস্য' পদের বিণ। এব—অব্যয়।

জনস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

ধর্মঃ—'অন্তঃ' পদের পরিচায়ক পদ। ধৃ+মন্।

সর্বপ্রজানাম্—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। সর্বাঃ প্রজাঃ (কর্মধা), তাসাম্। 'প্রজা' শব্দ জনসাধারণ অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত।

অয়ম্—'অন্তঃ' পদের বিণ।

ঈদৃশঃ—'অন্তঃ' পদের বিণ। ঈদম্—দৃশ্+টক্।

অন্তঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।

বাচ্যান্তর। ......তেন.......সঞ্চুক্ষুভে, ঊচে চ এষঃ......ঈদৃশেন অনেন অন্তেন......ধর্মেণ (ভূয়তে).......?

অনুবাদ। সারথির এই কথা শুনিয়া তিনি কিছু পরিমাণে ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ইহাকে বলিলেন—'এই প্রকার এই পরিণাম কি কেবল ইহারই ধর্ম? না, সকল জনের?'

Trans.—On hearing this reply of this charioteer, he was moved a little and said to him—'Is such end due particular to this man only or is it common to all?'

(শ্লোক ২৮) **ততঃ প্রণেতা......নিয়তো বিনাশঃ।**

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ততঃ প্রণেতা বদতি স্ম তস্মৈ সর্বপ্রজানাম্ অয়ম্ অন্তকর্মা।
হীনস্য মধ্যস্য মহাত্মনঃ বা সর্বস্য লোকে নিয়তঃ বিনাশঃ ॥

সারাংশ। সারথি জানাইল যে এই মৃত্যু সকলেরই চিরসমাপ্তি বা অবসান আনয়ন করে।

অন্বয়। ততঃ প্রণেতা তস্মৈ বদতি **স্ম—অয়ং** সর্বপ্রজানাম্ অন্তকর্মা (ভবতি)। লোকে হীনস্য মধ্যস্য মহাত্মনঃ বা সর্বস্য বিনাশঃ নিয়তঃ (ভবতি)।

শব্দার্থ। ততঃ (তখন) প্রণেতা (সারথি) তস্মৈ (তাঁহাকে) বদতি স্ম (বলিল)—অয়ং (এই মৃত্যু) সর্বপ্রজানাম্ (সকল মানুষের) অন্তকর্মা (সমাপ্তিকর), লোকে (ইহ জগতে) হীনস্য (অধমের) মধ্যস্য (মধ্যমের) মহাত্মনঃ বা (অথবা মহাত্মার) সর্বস্য (সকলের) বিনাশঃ (মৃত্যু) নিয়তঃ (নিশ্চিত)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (তদা) প্রণেতা (রথচালকঃ) তস্মৈ (কুমারায়) বদতি স্ম (অবদৎ) – অয়ম্ (এষঃ মৃত্যুঃ) সর্বপ্রজানাম্ (সর্বেষাং জনানাম্) অন্তকর্মা (পরিসমাপ্তিকারী) লোকে (অস্মিন্ সংসারে) হীনস্য (অধমস্য) মধ্যস্য (মধ্যমস্য) মহাত্মনঃ (উত্তমস্য) বা সর্বস্য (সর্বজনানাং) বিনাশঃ (মৃত্যুঃ) নিয়তঃ (অবশ্যম্ভাবী ভবতি ইতি শেষঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

প্রণেতা – কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'বদতি স্ম'। প্র – নী + তৃচ্। প্রণেতৃ শব্দ, দাতৃ শব্দের মত। প্র উপসর্গের প্রভাবে নী ধাতুর ন্ ণ্ হইয়াছে।

বদতি স্ম—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'প্রণেতা'। বদ্ + লট্ তি ; স্ম যোগে অতীত। **স্ম—অব্যয়।**

তস্মৈ – ক্রিয়াযোগে ৪র্থী।

সর্বপ্রজানাম্ – সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। সর্বাঃ প্রজাঃ (কর্মধা), তাসাম্।

অযম্—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।

অন্তকর্মা—'অয়ম্' পদের পরিচায়ক বিধেয় পদ। অন্তঃ এব কর্ম যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। অন্তকর্মন্ শব্দ আত্মন্ শব্দের মত। অর্থ, যাহা অন্ত বা শেষ করে।

হীনস্য—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী। হা+ক্ত। মধ্যস্য—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী।
মহাত্মনঃ—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী। মহান্‌ আত্মা যস্য (বহুব্রীহি), তস্য।
সর্বস্য—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ৬ষ্ঠী। ঘঞ্‌ প্রত্যয়ান্ত 'বিনাশঃ' পদের যোগে।
বিনাশঃ—কর্তরি ১মা। বি—নশ্‌+ঘঞ্‌। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য।
নিয়তঃ—"বিনাশঃ" পদের বিধেয় বিণ। নি—যম্‌+ক্ত।

বাচ্যান্তর। .... প্রণেত্রা ......উক্তে স্ম, অনেন......অন্তকর্মণা (ভূয়তে)।.......বিনাশেন নিয়তেন (ভূয়তে)।

অনুবাদ। তখন সারথি তাঁহাকে বলিল—'এই মৃত্যু সকল লোকের সমাপ্তি-কর। অধম, মধ্যম বা উত্তম সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

Trans. Then the charioteer said to him—'This death is the final fate for all. Death is inevitable to all—be he low, medium or high.'

(শ্লোক ২৯) ততঃ স ধীরোঽপি......ত্যক্তভয়শ্চ লোকঃ॥

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ততঃ সঃ ধীরঃ অপি নরেন্দ্রসূনুঃ শ্রুত্বা এব মৃত্যুম্‌ বিষসাদ সদ্যঃ।
ইয়ম্‌ চ নিষ্ঠা নিয়তম্‌ প্রজানাম্‌ প্রমাদ্যতি ত্যক্তভয়ঃ চ লোকঃ॥

সারাংশ। মৃত্যুই মানবের শেষ পরিণতি শুনিয়া রাজকুমার একান্তভাবে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

অন্বয়। ততঃ ধীরঃ অপি সঃ নরেন্দ্রসূনুঃ মৃত্যুং শ্রুত্বা এব সদ্যঃ বিষসাদ। প্রজানাম্‌ ইয়ং নিষ্ঠা নিয়তং চ, লোকঃ ত্যক্তভয়ঃ প্রমাদ্যতি চ।

শব্দার্থ। ততঃ (তাহা শুনিবার পর) ধীরঃ (শান্ত) অপি (হইলেও) সঃ নরেন্দ্রসূনুঃ (সেই রাজপুত্র) মৃত্যুং শ্রুত্বা এব (মৃত্যুর কথা শুনিয়াই) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) বিষসাদ (বিষণ্ণ হইলেন)। প্রজানাম্‌ (লোকেদের ইয়ং নিষ্ঠা (এই পরিণতি) নিয়তং চ (নিশ্চিতও বটে), লোকঃ (জগতের লোক) ত্যক্তভয়ঃ (ভয়শূন্য হইয়া) প্রমাদ্যতি চ (আমোদপ্রমোদও করে)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (সারথেঃ তদ্বাক্যশ্রবণানন্তরং) ধীরঃ (শান্তস্বভাবঃ) অপি সঃ নরেন্দ্রসূনুঃ (রাজকুমারঃ) মৃত্যুং শ্রুত্বা এব (মরণস্য কথা শ্রবণাদ্‌ এব) সদ্যঃ (সপদি) বিষসাদ (বিষাদগ্রস্তঃ অভবৎ)। প্রজানাম্‌ (জনানাম্‌) ইয়ং পরিণতিঃ (এষা সমাপ্তিঃ) নিয়তং চ (নিশ্চিতং ভবতি); লোকঃ (জনগণঃ)

ত্যক্তভয়ঃ (বীতাশঙ্কঃ) প্রমাদ্যতি চ (প্রমোদমত্তঃ ভবতি চ) দ্বৌ 'চ' শব্দৌ পক্ষদ্বয়ং বোধয়তঃ।

বাজালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষের রচিত "বুদ্ধচরিতম্" কাব্যের উদ্ধৃতাংশ জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্' নামক পাঠ্যাংশমধ্যে এই শ্লোকটি আছে। মৃত্যু সম্বন্ধে সারথির কথা শুনিবার পর কুমারের মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিল, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্বভাবতঃ ধৈর্যশীল ছিলেন; সামান্য কিছুতে তিনি সহসা বিচলিত হইতেন না। তথাপি সারথির মুখ হইতে মৃত্যু সম্বন্ধে সেই উক্তি শুনিবামাত্রই তিনি বেশ বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন— এই প্রকার মৃত্যু তো সকলেরই পক্ষে সুনিশ্চিত তথাপি ইহার আত্যন্তিক প্রতীকারের জন্য কেহই চিন্তা করে না কেন? সেইরূপ চিন্তা করা ত দূরের কথা, তাহার জন্য ভয়ও কাহার মনে আসে না; এইরূপ অনিবার্য ভয়কে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া সকলেই তো বেশ হৃষ্টচিত্তে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া কালযাপন করে;—ইহা বড়ই বিচিত্র।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অয়ং শ্লোকঃ মহাকবেঃ অশ্বঘোষস্য "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যাংশস্বরূপে "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে বর্ততে। সূতস্য মুখাৎ মৃত্যুবিষয়িণীং কথাং শ্রুত্বা কুমারস্য মনসি যদ্ অভবৎ, তদেবাত্র বর্ণিতম্।

কুমারঃ খলু স্বভাবেন ধৈর্যশীল এব আসীৎ; স্বল্পেন কেনচিৎ সঃ বিচলিতঃ ন অভবৎ। তথাপি সারথেঃ সকাশাৎ মরণসম্বন্ধিনীং তাম্ আলোচনাং শ্রুত্বা এব সঃ তৎক্ষণাদেব নিতরাং বিসাদম্ অবাপ্তবান। সঃ মনসি এবম্ অচিন্তয়ৎ অয়ং মৃত্যুঃ চেৎ সর্বেষাং সুনিশ্চিতঃ, তৎ কথং কোঽপি অস্য আত্যন্তিক-প্রতীকারায় ন চেষ্টতে ইতি? দূরম্ আস্তাং তাদৃশ্যাঃ চিন্তায়াঃ কথা,—এতস্মাৎ অনিবার্য-ব্যাপারাৎ কাপি শঙ্কা তেষাং মনঃসু ন জায়তে ইতি চ। ভয়ংকরম্ এতৎ সর্বথা বিস্মৃত্য এব জনাঃ পরমং সংহৃষ্টাঃ প্রমোদেষু মত্তাঃ ভবন্তি ইতি বিচিত্রমেব।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। সঃ—'নরেন্দ্রসূনুঃ' পদের বিণ।

ধীরঃ—'নরেন্দ্রসূনুঃ' পদের বিণ। অপি—অব্যয়।

নরেন্দ্রসূনুঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'বিষসাদ'। নরানাম্ ইন্দ্রঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তস্য সূনুঃ (=পুত্রঃ) (৬ষ্ঠীতৎ)। পাঠ্যপুস্তকে উ-কারান্ত সুনু ছাপা ভুল, উহা সূনু দীর্ঘ উকার হইবে। এব—অব্যয়।

শ্রুত্বা – অসমাপিকা ক্রিয়া। শ্রু+ক্ত্বাচ্। মৃত্যুম্ – কর্মণি ২য়া।

বিষসাদ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'নরেন্দ্রসূনুঃ'। বি—সদ্+লিট্ 'অ; ই-কারান্ত উপসর্গের পরে সদ্ ধাতুর স্ ষ্ হইয়াছে। সদ্যঃ—অব্যয়।

ইয়ম্—'নিষ্ঠা' পদের বিণ।

নিষ্ঠা—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। নি—স্থা+অঙ্। ই-কারান্ত উপসর্গের পরে স্থা ধাতুর স্ ষ্ হইয়াছে; আবার সেই ষ্-র প্রভাবে পরবর্তী থ' স্থানে 'ঠ' (ষ্ঠ) হইয়াছে।

নিয়তম্ —'নিষ্ঠা' পদের বিধেয় বিণ। উদ্দেশ্য 'নিষ্ঠা' পদ স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু বিধেয় 'নিয়তম্' পদটি ক্লীবলিঙ্গ। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের এই ভিন্নলিঙ্গতা দোষাবহ নহে।

প্রজানাম্—সম্বন্ধ বিবক্ষায় ৬ষ্ঠী।

প্রমাদ্যতি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'লোকঃ'; প্র—মদ্+লট্ তি।

ত্যক্তভয়ঃ—'লোকঃ' পদের বিণ। ত্যক্তং ভয়ং যেন (বহুব্রীহি) সঃ।

লোকঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'প্রমাদ্যতি'।

বাচ্যান্তর। ......তেন ধীরেণ..........নরেন্দ্রসূনুনা.......বিষসেদে.........অনয়া নিষ্ঠয়া নিয়তেন..........(ভূয়তে), লোকেন ত্যক্তভয়েন প্রমাদ্যতে ..

অনুবাদ। তাহা শুনিয়া ধীর হইলেও সেই রাজপুত্র মৃত্যুর কথা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইলেন, (কারণ) লোকেদের এই পরিণতি সুনিশ্চিত, অথচ লোকে ভয়শূন্য হইয়া প্রমোদে মত্ত থাকে।

Trans. Then the prince, though gentle, became sad instantly on hearing about death. This end is inevitable to men, and (yet) the world is infatuated, having shaken off all fear.

(শ্লোক ৩০) তস্মাদ্রথং......... ....ইহ হি প্রমত্তঃ॥

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

তস্মাৎ রথম্ সূত নিবর্ত্যতাম্ নঃ, বিহারভূমৌ ন হি দেশকালঃ।
জানন্ বিনাশম্ কথম্ আর্তিকালে সচেতনঃ স্যাৎ ইহ হি প্রমত্তঃ॥

সারাংশ। কুমার বলিলেন, 'মৃত্যুই শেষ পরিণতি জানিয়া আমার আর প্রমোদভ্রমণে স্পৃহা নাই, রথ ফিরাইয়া লও।'

অন্বয়। তস্মাৎ নঃ রথঃ নিবর্ত্যতাম্, বিহারভূমৌ (গমনায় অয়ং) হি

দেশকালঃ ন (ভবতি)। আর্তিকালে বিনাশং জানন্ সচেতনঃ (জনঃ) হি ইহ কথং প্রমত্তঃ স্যাৎ।

শব্দার্থ। তস্মাৎ (অতএব) নঃ (আমার) রথং (রথকে) নিবর্ত্যতাম্ (ফিরান হউক), বিহারভূমৌ (প্রমোদক্ষেত্রে যাইবার জন্য) হি (যেহেতু) [অয়ং] দেশকালঃ (যোগ্যস্থান বা সময়) ন (নহে)। আর্তিকালে (বিপদের সময়ে) বিনাশং জানন্ (মৃত্যুকে জানিয়া) সচেতনঃ (জ্ঞানবান্ লোক) হি ইহ (এই সংসারে) কথং (কি করিয়া) প্রমত্তঃ (আনন্দে মগ্ন) স্যাৎ (হইতে পারে) ?

সংস্কৃত অর্থ। তস্মাৎ (এতৎকারণাৎ) নঃ (মম) রথং (যানং) নিবর্ত্যতাম্ (প্রত্যাবর্ত্যতাম্), বিহারভূমৌ (প্রমোদক্ষেত্রে গমনায়) হি (যতঃ) দেশকালঃ (স্থানং সময়ঃ বা) ন (ন ভবতি)। আর্তিকালে (বিপৎ সময়ে) বিনাশং (মৃত্যুং) জানন্ (জ্ঞাত্বা) সচেতনঃ (জ্ঞানবান জনঃ) হি (বাক্যালঙ্কারে) ইহ (অত্র সংসারে) কথং (কেন প্রকারেণ) প্রমত্তঃ (আনন্দমগ্নঃ) স্যাৎ (ভবিতুং শক্নোতি) ?

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষকৃত 'বুদ্ধচরিতম্' কাব্য হইতে সংগৃহীত "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিতদর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সারথির নিকট হইতে মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য জানিয়া বিষণ্ণচেতাঃ কুমার সারথিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

কুমার সারথিকে বলিলেন—'আমার রথকে ফিরাও, আমার আর প্রমোদ যাত্রায় যাওয়া হইবে না। কারণ এইরূপে প্রমোদে মত্ত থাকার মত সময়ও এখন নাই। স্থানও ইহা নহে। এই মনুষ্যজীবন নিরন্তর জরা, রোগ ও মৃত্যুর ভয়ে কণ্টকাকীর্ণ। এই নিদারুণ উদ্বেগ যদি অনবরত মনের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করে, তখন কি আর কোন প্রমোদে লিপ্ত হওয়া চলে ? এই পৃথিবী সর্বদা দুঃখসঙ্কুল ; এখানে থাকা অর্থে অবিচ্ছিন্ন বিপদের ক্ষেত্রে বাস করা। চারিদিকে বিপদ্ যখন ঘনীভূত, তখন কেমন করিয়া প্রমোদে যোগদান করা সম্ভব হয় ? মৃত্যু সদা সর্বদা পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে, যে কোন মুহূর্তেই এই জীবনের শেষ হইতে পারে, এই তথ্যটুকু জানার পরে কোন্ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ লোক তাহা ভুলিয়া আমোদে মত্ত থাকিতে পারে ?'

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষকৃতাৎ "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যাদ্ উদ্ধৃতে

"জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে দৃশ্যতে এষঃ শ্লোকঃ। সারথি-সকাশাৎ মৃত্যোঃ প্রকৃতং তথ্যং বিজ্ঞায় কুমারঃ তম্ যদবদৎ, তদেবাত্র নিবদ্ধম্।

কুমারঃ সূতম্ আহ—মম রথং প্রত্যাবর্তয়। নাহং প্রমোদযাত্রায়ৈ গন্তুম্ উৎসহে। এতৎ জীবনং প্রমোদেন ব্যয়িতুং ন যোগ্যম্; ইদং জগৎ অপি প্রমোদক্ষেত্রং ন ভবতি। মানবজীবনং খলু নিরন্তরং জরাব্যাধিমরণৈঃ উৎকট-কণ্টকাকীর্ণম্। এতজ্জনিতম্ উদ্বেগং বহন্ কথং নাম অহং প্রমোদে কালং নয়ামি। ইত্থং বিপদসংকুলে সংসারে বা কঃ তাবৎ প্রমোদোপভোগস্য সম্যক্ অবকাশঃ? মৃত্যুঃ সর্বদৈব অস্মান্ অনুব্রজতি, এতদ্ বিজানন্ অপি কো নাম বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ বা জনঃ প্রমোদেষু মগ্নো ভবেৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তস্মাৎ—হেতৌ ৫মী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। ('রথং নিবর্ত্যতাম্'—এই অংশটুকুতে কোন ব্যাকরণগত সংগতি নাই। 'নিবর্ত্যতাম্'—পদটি কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে উহা 'নিবর্তয়তাম্' হওয়া উচিত ছিল; আর কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে "রথং" কর্মপদটি উক্তে কর্মণি ১মা হইয়া "রথঃ" হওয়া উচিত ছিল এবং ক্রিয়াটিও "নিবর্তয্যতাম্" হওয়া উচিত ছিল। এজন্য এই অংশটুকুর সংগত ব্যাকরণগত টীকা দেওয়া যায় না, ইহা সংকলনের ভুল বা ত্রুটি।)

সূত—সম্বোধনে ১মা।

নঃ—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। গৌরবে বহুবচন, বিশেষণ রহিত অস্মদ্ শব্দের একবচনের অর্থে বহুবচন হইয়াছে।

বিহারভূমৌ—অধিকরণে ৭মী। বিহারস্য ভূমিঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্যাম্। বিকল্পপদ—বিহারভূম্যাম্। ন, হি—অব্যয়।

দেশকালঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। দেশঃ বা কালঃ বা (দ্বন্দ্ব)।

জানন্—'সচেতনঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। জ্ঞা+শতৃ+পুং ১মা ১বঃ।

বিনাশম্—কর্মণি ২য়া। বি-নশ্+ঘঞ্। কথম্—অব্যয়।

আর্তিকালে—অধিকরণে ৭মী। আর্তিপূর্ণঃ কালঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা)। আ—ঋ+ক্তি=আর্তি (=মনোব্যথা)।

সচেতনঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'স্যাৎ'। চেতনয়া সহ বর্তমানঃ (বহুব্রীহি)। চিত্+অনট্+স্ত্রিয়ামাপ্=চেতনা।

স্যাৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সচেতনঃ'। অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ।

ইহ—অব্যয়। ইদম্+৭মী স্থানে হ। হি—অব্যয়।

প্রমত্তঃ—'সচেতনঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। প্র—মদ্+ক্ত।

বাচ্যান্তর। ......রথঃ......নিবর্তয্যতাম্.........দেশকালেন (ভূয়তে) ....জানতা সচেতনেন.......প্রমত্তেন ভূয়েত।

অনুবাদ। 'অতএব হে সারথে! আমার রথ ঘুরাও; প্রমোদক্ষেত্রে যাওয়ার ইহা উপযুক্ত স্থান বা সময় নহে। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক এ জগতে আনন্দে মগ্ন থাকিতে পারে?'

Trans. 'Therefore return back my chariot, O driver! It is no proper time or place to go on a pleasure excursion. Knowing death to be sure, can any intelligent person indulge in pleasure at the time of danger?

(শ্লোক ৩১) **ইতি ব্রুবাণেঽপি..........বনমেব নির্যযৌ॥**

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ইতি ব্রুবাণে অপি নরাধিপাত্মজে নিবর্তয়ামাস সঃ ন এব তম্ রথম্।
বিশেষযুক্তম্ তু নরেন্দ্রশাসনাৎ সঃ পদ্মখণ্ডম্ বনম্ এব নির্যযৌ॥

সারাংশ। রাজকুমার রথ ফিরাইতে বলিলেও সারথি কিন্তু রাজার আদেশ মত পদ্মখণ্ড বনে রথ লইয়া গেল।

অন্বয়। নরাধিপাত্মজে ইতি ব্রুবাণে অপি সঃ তং রথং ন নিবর্তয়ামাস এব; সঃ তু নরেন্দ্রশাসনাৎ বিশেষযুক্তং পদ্মখণ্ডং বনম্ নির্যযৌ এব।

শব্দার্থ। নরাধিপাত্মজে (রাজপুত্র) ইতি (এইরূপ) ব্রুবাণে অপি (বলিলেও) সঃ (সেই সারথি) তং রথং (সেই রথকে) ন নিবর্তয়ামাস এব (ঘুরাইলই না); সঃ (সে) তু (বরং) নরেন্দ্রশাসনাৎ (রাজার আদেশ মত) বিশেষযুক্তং (বিশেষভাবে নির্দিষ্ট) পদ্মখণ্ডং বনম্ (পদ্মখণ্ড নামক বনে) নির্যযৌ এব (চলিয়াই গেল)।

সংস্কৃত অর্থ। নরাধিপাত্মজে (রাজপুত্রে) ইতি (এবং) ব্রুবাণে (কথয়তি) অপি সঃ (সূতঃ) তং রথং (কুমারাধিষ্ঠিতং স্যন্দনং) ন নিবর্তয়ামাস (প্রত্যাবর্তয়ামাস) এব; সঃ তু (পরং তু) নরেন্দ্রশাসনাৎ (রাজ্ঞঃ আদেশম্ পালয়ন্) বিশেষযুক্তং (বিশেষেণ নির্দিষ্টং) পদ্মখণ্ডং বনং (পদ্মখণ্ডং নাম উপবনম্ উদ্দিশ্য) নির্যযৌ (নিরগচ্ছৎ) এব।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতম্" কাব্যের অংশভূত "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ হইতে শ্লোকটি লওয়া হইয়াছে। তৃতীয়-বারে কুমার সারথিকে রথ ঘুরাইয়া গৃহের দিকে ফিরিতে আদেশ দেওয়ার পর সারথি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

প্রথম দুইবারে দুইটি দুঃখকর দৃশ্য দেখিয়া রাজকুমার যখনই ফিরিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, সারথিও তখনি রথ ঘুরাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। সেইজন্য এই নূতন সারথিকে নিযুক্ত করিয়া রাজা তাহাকে যে কোন কারণেই হউক ফিরিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—যেমন করিয়া হোক্ পদ্মখণ্ড নামক নির্দিষ্ট প্রমোদবনে কুমারকে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সারথি তাই প্রথমদিকে যদিও দেবগণকর্তৃক চিত্তে অভিভূত হওয়ায় রাজার আদেশ অংশতঃ পালন করে নাই, তথাপি শেষের দিকে যেন জোর করিয়াই রাজার আদেশ মানিল। প্রথমদিকে সারথি যে-রাজকুমারকে প্রভু ভাবিয়া তাঁহার নিকটে সত্য গোপন করিতে সাহস করে নাই, এখন কিন্তু সেই রাজকুমারের কথাই সে অগ্রাহ্য করিল; এবার সে বরাবর সেই রাজনির্দিষ্ট পদ্মখণ্ড বনের দিকেই রথ চালাইয়া গেল।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষস্য "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যস্য অংশভূতে "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম অস্মাকং পাঠ্যাংশে অয়ং শ্লোকঃ দৃশ্যতে। কুমারেণ রথপ্রত্যাবর্তনায় আদিষ্টঃ সারথিঃ যদ্ অকরোৎ তদেবাত্র কথিতম্।

পূর্ববারদ্বয়ে দুঃখকরঘটনাদর্শনেন বিষণ্ণ কুমারঃ যদা এব সারথিম্ রথপ্রত্যাবর্তনায় আদিশৎ, তদা এব সঃ তথা কৃতবান্ আসীৎ। অতঃ এব নবম্ এতং সারথিং নিয়োজয়ন্ রাজা বিশেষেণ তং তথাকরণে ন্যষেধয়ৎ, অপি তু যথাকথমপি পদ্মখণ্ডং নাম নির্দিষ্টং প্রমোদকাননম অভিতঃ রথনয়নায় তং সমাদিশৎ। প্রাক্ লঙ্ঘিতরাজাদেশঃ অপি সারথিঃ ইদানীং তস্য অবশিষ্টম্ আদেশং দৃঢ়ম্ অপালয়ৎ। ইতঃপূর্বং দেবমায়য়া চেতসি অভিভূতঃ সারথিঃ যমেব কুমারং প্রভুং মন্যমানঃ 'প্রভোঃ সকাশাৎ সত্যগোপনং পাপম্' ইতি মত্বা মৃত্যোঃ তত্ত্বং সম্যক্ আলোচিতবান্, অধুনা তু তস্য এব কুমারস্য স্পষ্টম্ আদেশম্ অবমত্য রাজনির্দিষ্টং পদ্মখণ্ডং নাম প্রমোদবনম্ অভিতঃ এব রথং চালয়ামাস।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ক্রবাণে—'নরাধিপাত্মজে' পদের বিণ। ব্রূ—শানচ্+৭মী ১বঃ।
ইতি, অপি—অব্যয়।

নরাধিপাত্মজে—ভাবে ৭মী। নরাণাম্ অধিপঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তস্য আত্মজঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মিন্; আত্মনঃ জায়তে যঃ (উপপদতৎ) সঃ=আত্মজঃ। অধি-পা+ড=অধিপ। আত্মন্—জন্+ড=আত্মজ।

নিবর্তয়ামাস—সমাপিকা ক্রিয়া; কর্তা 'সঃ'। নি—বৃৎ+ণিচ্+লিট্ অ।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'নিবর্তয়ামাস'। ন, এব—অব্যয়।

তম্—'রথম্' পদের বিণ। রথম্—কর্মণি ২য়া।

বিশেষযুক্তম্—'বনম্' পদের বিণ। বিশেষেণ যুক্তম্ (৩য়া তৎ)। বি—শিষ্+ঘঞ্=বিশেষ। যুজ্+ক্ত=যুক্ত। তু—অব্যয়।

নরেন্দ্রশাসনাৎ—ল্যব্‌লোপে কর্মণি ৫মী। নরাণাম্ ইন্দ্রঃ (৬ষ্ঠীতৎ); তস্য শাসনম্ (৬ষ্ঠীতৎ) তস্মাৎ। নরেন্দ্রশাসনম্ অনুপাল্য ইত্যর্থঃ। শাস্+অনট্=শাসনম্।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া নির্যযৌ। পদ্মখণ্ডম্—'বনম্' পদের পরিচায়ক পদ।

বনম্—কর্মণি ২য়া। এব—অব্যয়।

নির্যযৌ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'। নির্—যা লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। ....তেন সঃ রথঃ.......নিবর্তয়ামাসে...... ; তেন.......
........বিশেষযুক্তং পদ্মখণ্ডং বনম্ (১মা) নির্যযে........।

অনুবাদ। রাজকুমার এইরূপ বলিতে থাকিলেও সে সেই রথ ঘুরাইল না; বরং রাজার নির্দেশমত পদ্মখণ্ড নামক নির্দিষ্ট প্রমোদোদ্যানেই চলিয়া গেল।

Trans. In spite of the prince's saying so, he (the charioteer) did not return that chariot; rather, in obedience to the King's mandate, he drove along to the pleasure garden called Padma-khanda, mentioned especially (by the king).

স তথা বিষয়ৈঃ......ইবাতিদিগ্ধবিদ্ধঃ॥ (শ্লোক ৩২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

সঃ তথা বিষয়ৈঃ বিলোভ্যমানঃ পরমোহৈঃ অপি শাক্যরাজসূনুঃ।
ন জগাম রতিম্ ন শর্ম লেভে হৃদয়ে সিংহঃ ইব অতিদিগ্ধবিদ্ধঃ॥

সারাংশ। সেখানকার শত শত প্রলোভনের ও উপভোগের বস্তু দেখিয়াও কুমারের বিষণ্ণতা দূর হইল না।

অন্বয়। তথা অপি পরমোহৈঃ বিষয়ৈঃ বিলোভ্যমানঃ সঃ শাক্যরাজসূনুঃ অতিদিগ্ধবিদ্ধঃ সিংহঃ ইব হৃদয়ে রতিং ন জগাম, শর্ম ন লেভে (চ)।

শব্দার্থ। তথা অপি (সেখানেও) পরমোহৈঃ (অত্যন্ত মোহকর) বিষয়ৈঃ (ভোগ্যবস্তুসমূহ দ্বারা) বিলোভ্যমানঃ (প্রলোভিত হইয়া) সঃ শাক্যরাজসূনুঃ (সেই শাক্যবংশীয় রাজপুত্র) অতিদিগ্ধবিদ্ধঃ (অতি বিষাক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ) সিংহঃ ইব (সিংহের মত) হৃদয়ে (মনে) রতিং ন জগাম (তৃপ্তি পাইলেন না), শর্ম ন লেভে (সুখ লাভ করিলেন না)।

সংস্কৃত অর্থ। তথা (তত্র পদ্মখণ্ডবনে) অপি পরমোহৈঃ (সাতিশয় মোহজনকৈঃ) বিষয়ৈঃ (ভোগসমূহৈঃ) বিলোভ্যমানঃ (প্রলোভিতঃ সন্) সঃ শাক্যরাজসূনুঃ (শাক্যবংশীয়ঃ রাজতনয়ঃ) অতিদিগ্ধবিদ্ধঃ (তীব্রবিষযুক্তশরৈঃ আহতঃ) সিংহঃ (কেশরী) ইব হৃদয়ে (চিত্তে) রতিং (তৃপ্তিং) ন জগাম (প্রাপ), শর্ম (সুখং) ন লেভে (অলভত)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষরচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্য হইতে যে অংশ 'জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত দর্শনম্' নামে আমাদের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই শ্লোকটি তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে। কুমারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সারথি তাঁহাকে প্রমোদকাননে লইয়া গেলে পর কুমারের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পদ্মখণ্ড নামক প্রমোদ-উদ্যানটি নানাবিধ ভোগ্যবস্তুতে সুসজ্জিত ছিল। কুমারকে সেখানে লইয়া গেলে তাঁহার মন যাহাতে সেই সমস্ত ভোগ্যবস্তুতে বিশেষভাবে প্রলোভিত হয়—ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। তদনুযায়ী সেখানে তাঁহাকে ভোগবিষয়ে বিশেষভাবেই প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু সিংহকে তীব্র বিষযুক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই সিংহ যেমন কোনরূপেই প্রাণে শান্তি পায় না, পরন্তু নিরন্তর জ্বালা অনুভব করে, সেইরূপ শাক্যবংশীয় এই কুমারও সেই ভোগের মধ্যে কোন প্রকারেই সুখ বা শান্তি পাইতে পারিলেন না।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষবিরচিতস্য "বুদ্ধচরিতম্" ইতি কাব্যস্য যঃ অংশবিশেষঃ "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" ইত্যাখ্যাযুক্তঃ অস্মাকং পাঠ্যরূপেণ নির্দিষ্টঃ, শ্লোকোঽয়ং তস্মিন্ বর্ততে। অনিচ্ছতঃ অপি সারথিনা প্রমোদবনং নীতস্য কুমারস্য মনসঃ যা অবস্থা জাতা, সা এব অত্র বর্ণিতা।

পদ্মখণ্ডং নাম প্রমোদোদ্যানং পূর্বতঃ এব কুমারস্য চিত্তবিমোহনায় নানাবিধৈঃ ভোগ্যবস্তুভিঃ সুসজ্জিতম্ আসীৎ। অতঃ তত্র সমানীতং তং কুমারং বিষয়ৈঃ প্রলোভয়িতুং বহুশঃ চেষ্টাঃ বিহিতাঃ। পরং দৃপ্তঃ কশ্চিৎ সিংহঃ যথা তীব্রবিষাক্তশরৈঃ ভৃশম্ বিদ্ধঃ সন্ কথমপি শান্তিং ন লভতে, তদ্বৎ সোঽপি

রাজকুমারঃ তৈঃ ভোগাদিভিঃ প্রলোভ্যমানঃ সন কথমপি মনসি তৃপ্তিং নালভত সুখং বা ন প্রাপ্নোৎ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—'শাক্যরাজসূনুঃ' পদের বিণ। বিষয়ৈঃ—করণে ৩য়া।

বিলোভ্যমানঃ—'শাক্যরাজসূনুঃ' পদের কৃদন্ত বিণ। বি-লুভ্+কর্মবাচ্যে শানচ্। তথা—অব্যয়।

পরমোহৈঃ—'বিষয়ৈঃ' পদের বিশেষণ। পরঃ (=সাতিশয়ঃ) মোহঃ যেষু (বহুব্রীহি), তৈঃ। অপি—অব্যয়।

শাক্যরাজসূনুঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'জগাম'। শাক্যবংশীয়ঃ রাজা (মধ্যপদলোপী কর্মধা); তস্য সূনুঃ (=পুত্রঃ) (ষষ্ঠীতৎ)। ন—অব্যয়।

জগাম—সমাপিকা ক্রিয়া। গম্+লিট্ অ। গম্ ধাতুর প্রাপ্তি অর্থও হয়; 'যে গত্যর্থাঃ তে প্রাপ্ত্যর্থাঃ।' এখানে অর্থ (আনন্দ) পাইলেন (না)।

রতিম্—কর্মণি ২য়া। রম্+ক্তিন্। ন—নঞর্থক অব্যয়।

শর্ম—কর্মণি ২য়া। শর্ম=সুখ। শর্ম শাত সুখানি চ ইত্যমরঃ। শর্মন্ শব্দ কর্মন্ শব্দের মত।

লেভে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'শাক্যরাজসূনুঃ'; লভ্+লিট্ এ।

হৃদয়ে—অধিকরণে ৭মী। সিংহঃ—উপমান কর্তরি ১মা।

অতিদিগ্ধবিদ্ধঃ—'সিংহঃ' পদের বিণ: অতি (=অতিশয়িতাঃ) দিগ্ধাঃ (=বিষশরাঃ) (প্রাদি সমাস); তৈ বিদ্ধঃ (৩য়া তৎ)। দিহ্+ক্ত=দিগ্ধ। ব্যধ্+কর্মবাচ্যে ক্ত=বিদ্ধঃ। ইব—অব্যয়।

বাচ্যান্তর: ....বিলোভ্যমানেন তেন শাক্যরাজসূনুনা অতিদিগ্ধ বিদ্ধেন সিংহেন ইব.......রতিঃ ন জগ্মে, শর্ম (১মা) ন লেভে।

অনুবাদ। সেখানেও অত্যন্ত মোহকর ভোগ্যবস্তুসমূহ দ্বারা প্রলোভিত সেই শাক্যরাজপুত্র তীব্র বিষাক্তবাণ দ্বারা আহত সিংহের মত হৃদয়ে তৃপ্তি পাইলেন না, সুখ লাভ করিলেন না।

Trans. There, too, though allured by very fascinating objects of enjoyment, that son of the Sakya king, like a lion shot with greatly poisonous arrows, did not get any peace or pleasure at heart.

অথ মন্ত্রিসুতৈঃ.......বহিঃ প্রতস্থে॥ (শ্লোক ৩৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

অথ মন্ত্রিসুতৈঃ ক্ষমৈঃ কদাচিৎ সখিভিঃ চিত্রকথৈঃ কৃতানুযাত্রঃ।
বনভূমিদিদৃক্ষয়া শমেপ্সুঃ নরদেবানুমতঃ বহিঃ প্রতস্থে॥

সারাংশ। অতঃপর একদিন রাজার অনুমতি লইয়া এবং বন্ধুরূপে মন্ত্রিপুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া কুমার বনভূমি দেখিতে বাহির হইলেন।

অন্বয়। অথ কদাচিৎ ক্ষমৈঃ চিত্রকথৈঃ সখিভিঃ মন্ত্রিসুতৈঃ কৃতানুযাত্রঃ (সঃ) শমেপ্সুঃ নরদেবানুমতঃ (সন্) বনভূমিদিদৃক্ষয়া বহিঃ প্রতস্থে।

শব্দার্থ। অথ (তারপর) কদাচিৎ (কোন এক দিন) ক্ষমৈঃ (উপযুক্ত) চিত্রকথৈঃ (মধুর আলাপী) সখিভিঃ (বন্ধুস্বরূপ) মন্ত্রিসুতৈঃ (মন্ত্রিপুত্রগণ কর্তৃক) কৃতানুযাত্রঃ (অনুগমনকারী হইয়া অর্থাৎ সঙ্গে লইয়া) শমেপ্সুঃ (শান্তি লাভ করিবার ইচ্ছায়) নরদেবানুমতঃ (রাজার অনুমতি ক্রমে) বনভূমিদিদৃক্ষয়া (বনস্থলী দর্শনেচ্ছায়) বহিঃ (বাহিরে) প্রতস্থে (গেলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরম্) কদাচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ সময়ে) ক্ষমৈঃ (অনুরূপৈঃ) চিত্রকথৈঃ (মধুরভাষিভিঃ) সখিভিঃ (বন্ধুভূতৈঃ) মন্ত্রিসুতৈঃ (মন্ত্রিপুত্রৈঃ) কৃতানুযাত্রঃ (অনুগতঃ ভূত্বা, সহ ইত্যর্থঃ) শমেপ্সুঃ (শান্তিং লিপ্সুঃ) নরদেবানুমতঃ (রাজ্ঞঃ অনুমতিক্রমেণ) বনভূমিদিদৃক্ষয়া (অরণ্যস্থলীদর্শনেচ্ছয়া) বহিঃ (উদ্যানাদ্‌বহিঃ) প্রতস্থে (প্রযযৌ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

মন্ত্রিসুতৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। মন্ত্রিণাং সুতাঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তৈঃ। মন্ত্র+অস্ত্যর্থে ইন্=মন্ত্রিন্। অথ—অব্যয়।

ক্ষমৈঃ—'মন্ত্রিসুতৈঃ' পদের বিণ। ক্ষম্+অন্=ক্ষমঃ (=সক্ষম)।

কদাচিৎ—অব্যয়। কিম্+দা [=কদা]+চিৎ।

সখিভিঃ—'মন্ত্রিসুতৈঃ' পদের বিণ।

চিত্রকথৈঃ—'মন্ত্রিসুতৈঃ' পদের বিণ। চিত্রাঃ (=মধুরাঃ) কথাঃ যেষাং (বহুব্রীহি) তৈঃ।

কৃতানুযাত্রঃ—'সঃ' এই উহ্য পদের বিণ। কৃতা অনুযাত্রা যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। কৃ+ক্ত, স্ত্রিয়াম্ আপ্=কৃতা। অনু—যা+ত্র, স্ত্রিয়াম্ আপ্=অনুযাত্রা। অর্থ (বন্ধুগণকে) অনুগমনকারী করিয়া অর্থাৎ সঙ্গে লইয়া।

বনভূমিদিদৃক্ষয়া—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ ৩য়া। বনম্ এব ভূমিঃ (কর্মধা), তাং দিদৃক্ষা (২য়া তৎ) তয়া। দৃশ্+সন্+অ, স্ত্রিয়ামাপ্=দিদৃক্ষা।

শমেপ্সুঃ—'সঃ' এই উহ্য পদের বিণ। শমম্ ঈপ্সুঃ (২য়া তৎ)। আপ্+সন্+উঃ=ঈপ্সুঃ। শম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ অর্থ=শান্তি।

নরদেবানুমতঃ—'সঃ' এই উহ্য পদের বিণ। নররূপী দেবঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধা) বা নরাণাং দেবঃ (রাজা) (ষষ্ঠীতৎ); তেন অনুমতঃ (৩য়া তৎ)। অনু—মন্+ক্ত=অনুমত। রাজা স্বয়ং দেবস্বরূপ,—মনু বলিয়াছেন—"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" বহিঃ—অব্যয়।

প্রতস্থে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ' উহ্য। প্র—স্থা+লিট্ এ।

বাচ্যান্তর। ....কৃতানুযাত্রেণ (তেন) শমেপ্সুনা নরদেবানুমতেন (সতা)............প্রতস্থে।

অনুবাদ। অনন্তর একদিন রাজার অনুমতিক্রমে কুমার শান্তিলাভেচ্ছু হইয়া যোগ্য মধুরভাষী বন্ধুস্বরূপ মন্ত্রিপুত্রদের দ্বারা অনুসৃত হইয়া অর্থাৎ সঙ্গে লইয়া বনভূমি দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বাহিরে গেলেন।

Trans.—Then one day the prince, desiring to get peace went out, with the permission of the king, being followed by ministers' sons who were fit, talking sweet and friendly, with a view to seeing wild lands.

অভিতারলচারুপর্ণবত্যাঃ........ ভিক্ষুবেশঃ। (শ্লোক ৩৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

অভিতারল-চারুপর্ণবত্যাঃ বিজনে মূলম্ উপেয়িবান্ সঃ জম্ব্বাঃ।
পুরুষৈঃ অপরৈঃ অদৃশ্যমানঃ পুরুষঃ চ উপসসর্প ভিক্ষুবেশঃ॥

সারাংশ। কুমার একটি নির্জন জম্বুবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, এক সন্ন্যাসী অন্যের অদৃশ্য ভাবে তাঁহার কাছে আসিলেন।

অন্বয়। সঃ বিজনে অভিতারল-চারুপর্ণবত্যাঃ জম্ব্বাঃ মূলম্ উপেয়িবান্। অপরৈঃ পুরুষৈঃ অদৃশ্যমানঃ ভিক্ষুবেশঃ পুরুষঃ (তম্) উপসসর্প চ।

শব্দার্থ। সঃ (কুমার) বিজনে (জনশূন্য স্থানে) অভিতারল-চারুপর্ণবত্যাঃ (চতুর্দিকে চঞ্চল অর্থাৎ কম্পিত ও সুন্দর পত্রশোভিত) জম্ব্বাঃ (জম্বুবৃক্ষের) মূলম্ (তলদেশে) উপেয়িবান (উপস্থিত হইলেন)। অপরৈঃ পুরুষৈঃ (অন্য জন কর্তৃক)

অদৃশ্যমানঃ (দেখিতে না পাওয়া অবস্থায়, অদৃশ্যভাবে) ভিক্ষুবেশঃ (সন্ন্যাসীর বেশধারী) পুরুষঃ (একজন লোক) উপসসর্প (নিকটে আসিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। সঃ (বনভূমিদর্শনার্থং নির্গতঃ কুমারঃ) বিজনে (জনরহিতে স্থানে) অভিতারল-চারুপর্ণবত্যাঃ (চতুর্দিক্ষু চঞ্চল-সুন্দর-পত্রবিশিষ্টায়াঃ) জম্ব্বাঃ (জম্বুনামকস্য বৃক্ষস্য) মূলম্ (পাদদেশম্) উপেয়িবান্ (প্রাপ্তবান্)। অপরৈঃ পুরুষৈঃ (কুমারাদ্ ঋতে জনান্তরৈঃ) অদৃশ্যমানঃ (ন দৃষ্টঃ) ভিক্ষুবেশঃ (সন্ন্যাসিবেশ-ধৃক্) পুরুষঃ (কশ্চিৎ জনঃ) চ উপসসর্প (তস্য সমীপম্ উপাগচ্ছৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অভিতারল-চারুপর্ণবত্যাঃ—'জম্ব্বাঃ' পদের বিণ। তারলানি (=কম্পিতানি) চ চারূণি (=সুন্দরাণি) চ (কর্মধা) ; অভি (=চতুর্দিক্ষু) তারলচারূণি (প্রাদি সমাস) ; অভিতারল-চারূণি পর্ণানি (=পত্রাণি) (কর্মধা)। অভিতারলচারুপর্ণ+ অস্ত্যর্থে বতুপ্+স্ত্রিয়াম্ ঈপ্ (=অভিতারলচারুপর্ণবতী)+ষষ্ঠী ১বচন।

বিজনে—অধিকরণে ৭মী। বি (=বিগতাঃ) জনাঃ যস্মাৎ (বহুব্রীহি) তস্মিন্। মূলম্—কর্মণি ২য়া। অর্থ গোড়ায় অর্থাৎ তলদেশে।

উপেয়িবান্—কৃদন্ত ক্রিয়া। উপ—ই+ক্বসু। 'উপেয়িবান্' শব্দ জগ্মিবস্ শব্দের মত।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'উপেয়িবান্'।

জম্ব্বাঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। 'জম্বূ' শব্দ বধূ শব্দের মত। উ-কারান্ত 'জম্বু'-ও হয়।

পুরুষৈঃ—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। অপরৈঃ—'পুরুষৈঃ' পদের বিণ।

অদৃশ্যমানঃ—'সঃ' পদের কৃদন্ত বিণ, নঞ্-দৃশ্+কর্মবাচ্যে শানচ্।

পুরুষঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া উপসসর্প'। চ—অব্যয়।

উপসসর্প—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'পুরুষঃ'। উপ—সৃপ্+লিট্ অ।

ভিক্ষুবেশঃ—'পুরুষঃ' পদের বিণ। ভিক্ষোঃ বেশঃ ইব বেশঃ যস্য (মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি) সঃ।

বাচ্যান্তর। তেন.........মূলম্ (১মা) উপেয়িবৎ।.........অদৃশ্যমানেন ভিক্ষুবেশেন পুরুষেণ (সঃ) উপসসৃপে।

অনুবাদ। তিনি নির্জন স্থানে একটি চারিদিকে চঞ্চল অর্থাৎ বাতাসে আন্দোলিত সুন্দর পত্রবিশিষ্ট জম্বু বৃক্ষের তলে আসিলেন। অপর লোক কর্তৃক অদৃষ্ট এক সন্ন্যাসিবেশী লোক তাঁহার নিকটে আসিলেন।

Trans.—He reached the foot of a jambu tree, having rich and quivering foliage all around, in a lonely place. A person in the garb of a hermit, invisible by all others, approached (him there).

নরদেবসুতঃ·········মোক্ষহেতোঃ॥ (শ্লোক ৩৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

নরদেবসুতঃ তম্ অভ্যপৃচ্ছৎ বদ কঃ অসি ইতি শশংস সঃ অথ তস্মৈ।
সঃ চ পুঙ্গব! জন্মমৃত্যুভীতঃ শ্রমণঃ প্রব্রজিতঃ অস্মি মোক্ষহেতোঃ॥

সারাংশ। কুমার তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে তিনি রোগ শোক মৃত্যুর ভয়ে ভীত এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

অন্বয়। নরদেবসুতঃ তম্ অভ্যপৃচ্ছৎ—'বদ, কঃ অসি' ইতি। অথ সঃ তস্মৈ শশংস—(হে) পুঙ্গব! সঃ চ (অহং) জন্মমৃত্যুভীতঃ শ্রমণঃ মোক্ষহেতোঃ প্রব্রজিতঃ অস্মি।

শব্দার্থ। নরদেবসুতঃ (রাজপুত্র) তম্ (তাঁহাকে) অভ্যপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—বদ (বল) কঃ অসি (তুমি কে) ইতি। অথ (তখন) সঃ (সে) তস্মৈ (তাঁহাকে) শশংস (বলিল)—পুঙ্গব (পুরুষশ্রেষ্ঠ)! সঃ চ (সেই আমি, জন্মমৃত্যুভীতঃ (জন্ম ও মৃত্যুর ভয়যুক্ত) শ্রমণঃ (সন্ন্যাসী) মোক্ষহেতোঃ (মুক্তির জন্য) প্রব্রজিতঃ অস্মি (সংসার ত্যাগ করিয়াছি)।

সংস্কৃত অর্থ। নরদেবসুতঃ (রাজপুত্রঃ) তম্ (জনম্) অভ্যপৃচ্ছৎ (পৃষ্টবান্) —বদ (ব্রূহি) কঃ অসি (ত্বং কঃ ভবসি) ইতি। অথ (ততঃ) সঃ (জনঃ) তস্মৈ (কুমারায়) শশংস (অকথয়ৎ) পুঙ্গব (নরশ্রেষ্ঠ)! সঃ জন্মমৃত্যুভীতঃ (জননমরণাভ্যাং শঙ্কিতঃ) শ্রমণঃ (সন্ন্যাসী) মোক্ষহেতোঃ (মুক্তিলাভায়) প্রব্রজিতঃ অস্মি (সংসারঃ ত্যক্তবান্ ভবামি অহম্)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নরদেবসুতঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অভ্যপৃচ্ছৎ'। নরেষু দেবঃ (৭মী তৎ); তস্য সুতঃ (৬ষ্ঠীতৎ)। **তম্**—কর্মণি ২য়া।

অভ্যপৃচ্ছৎ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'নরদেবসুতঃ'। অভি—প্রচ্ছ্ + লঙ্ দ্।

বদ—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। বদ্ + লোট্ হি।

কঃ—'ত্বম্' এই উহ্য পদের পরিচায়ক বিণ।

অসি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। অস্+লট্ সি। ইতি—অব্যয়।

শশংস—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'সঃ'। শন্স্+লিট্ অ। অথ—অব্যয়।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'শশংস'। তস্মৈ—ক্রিয়াযোগে ৪র্থী।

[মন্তব্য। 'সঃ চ পুঙ্গব' ইহা অশুদ্ধ হীন পাঠ। 'নরপুঙ্গব'—পাঠান্তর আছে ; তাহাই সমীচীন। 'পুঙ্গব' শব্দ অন্য পদের সঙ্গে সমাসে শেষ পদ হইলেই শ্রেষ্ঠার্থ বাচক হয় ; নচেৎ শুধু 'পুঙ্গব' দ্বারা ষণ্ড এই অর্থই প্রকাশ করে।]

সঃ—'অহম্' উহ্য পদের বিণ। চ—অব্যয়।

পুঙ্গব—সম্বোধনে ১মা। অন্য পদের সঙ্গে উত্তরপদ অর্থাৎ শেষ পদ রূপে সমাসবদ্ধ হইলেই ইহা শ্রেষ্ঠার্থ বাচক।

"স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্র-কুঞ্জরর্ষভ-পুঙ্গবাঃ।
সিংহশার্দূল-নাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থ বাচকাঃ॥

জন্মমৃত্যুভীতঃ—'অহম্' এই উহ্য পদের বিণ। জন্ম চ মৃত্যুঃ চ (দ্বন্দ্ব); তাভ্যাং ভীতঃ। (৫মী তৎ)। জন্+মন্=জন্ম। মৃ+ত্যুক্=মৃত্যু। ভী+ক্ত=ভীত।

শ্রমণঃ—'অহম' এই উহ্য পদের বিধেয় পরিচায়ক পদ। সাধারণতঃ 'শ্রমণ' বলিতে 'বৌদ্ধভিক্ষু'-কে বুঝায় কিন্তু সেই সময়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হন নাই, কাজেই বৌদ্ধভিক্ষু সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয় নাই : সুতরাং এখানে 'সন্ন্যাসী' অর্থই ধরিতে হইবে।

প্রব্রজিতঃ—'অহম্' উহ্য পদের বিধেয় কৃদন্ত বিণ। প্র—ব্রজ্+ক্ত কর্তরি।

অস্মি—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'অহম্' উহ্য। অস্+লট্ মি।

মোক্ষহেতোঃ—হেতৌ ৫মী। মোক্ষঃ এব হেতুঃ (কর্মধা) তস্মাৎ।

বাচ্যান্তর : নরদেবসুতেন সঃ অভ্যপৃচ্ছ্যত—উচ্যতাম্ (ত্বয়া), কেন (ত্বয়া) ভূয়তে·····তেন....শশংসে – ···তেন···(ময়া) জন্মমৃত্যুভীতেন শ্রমণেন.........প্রব্রজিতেন ভূয়তে।

অনুবাদ। রাজপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল, তুমি কে?' তিনি তখন বলিলেন—'হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি জন্ম ও মৃত্যু হইতে ভীত একজন সন্ন্যাসী, মুক্তিহেতু সংসার ত্যাগ করিয়াছি।

Trans. : The prince asked him—'Say who are you.' He then replied—'O best of men! I am a mendicant, being afraid of birth and death, have renounced the world with a view to gaining salvation.

জগতি ক্ষয়ধর্মকে..........বিনিবৃত্তরাগদোষঃ॥ (শ্লোক ৩৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

জগতি ক্ষয়ধর্মকে মুমুক্ষুঃ মৃগয়ে অহম্ শিবম্ অক্ষয়ম পদম্ তৎ।
অজনঃ অন্যজনৈঃ অতুল্যবুদ্ধিঃ বিষয়েভ্যঃ বিনিবৃত্তরাগদোষঃ॥

সারাংশ। এই অনিত্য সংসারের জন্ম মৃত্যু এড়াইয়া কিভাবে শাশ্বত সুন্দর জীবন পাওয়া যায় আমি তাহারই অন্বেষণ করিতেছি।

অন্বয়। ক্ষয়ধর্মকে জগতি অজনঃ অন্যজনৈঃ অতুল্যবুদ্ধিঃ বিষয়েভ্যঃ বিনিবৃত্তরাগদোষঃ মুমুক্ষুঃ অহং তৎ শিবম্ অক্ষয়ং পদং মৃগয়ে।

শব্দার্থ। ক্ষয়ধর্মকে (ক্ষয়ধর্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য) জগতি (সংসারে) অজনঃ (জন সংসর্গ রহিত) অন্যজনৈঃ (অপর লোকদের সহিত) অতুল্যবুদ্ধিঃ (অসমান-বুদ্ধি যুক্ত) বিষয়েভ্যঃ (ভোগ্যবস্তুর প্রতি) বিনিবৃত্তরাগদোষঃ (আসক্তি-দোষ হইতে নিবৃত্ত হইয়া) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিলাভেচ্ছু) অহং (আমি) তৎ (প্রসিদ্ধ) শিবম্ (মঙ্গলময়) অক্ষয়ং (ক্ষয় রহিত) পদং (স্থান) মৃগয়ে (সন্ধান করিতেছি)।

সংস্কৃত অর্থ। ক্ষয়ধর্মকে (ক্ষয়শীলে) জগতি (সংসারে) অজনঃ (জনানাং সঙ্গেন শূন্যঃ) অন্যজনৈঃ (ইতরজনৈঃ) অতুল্যবুদ্ধিঃ (ন সমবুদ্ধিঃ) বিষয়েভ্যঃ (ভোগ্যবস্তুভ্যঃ) বিনিবৃত্তরাগদোষঃ (আসক্তিদোষং পরাবৃত্য) মুমুক্ষুঃ (মুক্তি-লিপ্সুঃ) অহং তৎ (প্রসিদ্ধং) শিবম্ (কল্যাণময়ম্) অক্ষয়ং (ক্ষয়রহিতং) পদং (স্থানং) মৃগয়ে (অনুসন্দধামি)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিতম্' নামক কাব্য হইতে সংগৃহীত "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশমধ্যে এই শ্লোকটি আছে। জম্বুপাদপমূলে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কুমার তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভিক্ষু নিজের সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছিলেন,—তাহাই এই শ্লোকে লিপিবদ্ধ আছে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—'আমি জন্ম-মৃত্যুর ভয়ে এবং মুক্তি লাভের ইচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়াছি। এই পরিদৃশ্যমান সংসারের ধর্মই এই যে কালক্রমে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষয়ধর্মশীল সংসারে আমি এমন একটা স্থানের অন্বেষণ করিতেছি, যাহার আর ক্ষয় নাই। জন্ম-মৃত্যু-সঙ্কুল অমঙ্গলময় সংসারে সেই স্থান নিত্যমঙ্গলময়। সেই স্থান লাভ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত জনের সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছি। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলেই, এই সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হয়। অপর সাধারণ

লোক সংসারের ভোগ্যবস্তুসমূহকে যে বুদ্ধিতে দেখে আমি সেই ভোগবুদ্ধি যুক্ত নহি। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই মানুষের মনে আসক্তি থাকে; সেই আসক্তি আছে বলিয়াই মানুষ এত কষ্ট পায়; সুতরাং এই আসক্তি একটি মহান্‌ দোষ। আমি সেই দোষ স্বরূপ আসক্তিকে সমস্ত বিষয়-ভোগ হইতে সরাইয়া লইয়াছি। এক মাত্র মোক্ষ ছাড়া আমি আর কিছুই পাইতে ইচ্ছা করি না।'

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ-রচিতাৎ "বুদ্ধচরিতম্‌" নাম কাব্যাৎ সংগৃহীতঃ যঃ "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্‌" ইত্যাখ্যঃ অস্মাকং পাঠ্যবিষয়ঃ, তত্র বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ। জম্বুপাদপমূলে সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা তস্য পরিচয়ং পৃষ্টবতি কুমারে সঃ সন্ন্যাসী যৎ অবদৎ তদেবাত্র কথিতম্‌।

সন্ন্যাসী আহ জন্মমরণাভ্যাং ভীতঃ সন্‌ অহং মুক্তিলিপ্সয়া সংসারং ত্যক্তবান্‌ অস্মি। অয়মেব অস্য সংসারস্য ধর্মঃ যৎ সর্বম্‌ অত্র কালেন ক্ষয়ং গচ্ছতি। ঈদৃশে ক্ষয়নশ্বরে সংসারে অহং এবমেকং স্থানম্‌ অন্বিষ্যামি, যস্য ক্ষয়ঃ ন ভবতি। নিত্যম্‌ জন্মজরাব্যাধিভিঃ অমঙ্গলৈঃ পূর্ণে অস্মিন্‌ সংসারে কেবলং তৎ স্থানমেব সর্বমঙ্গলময়ম্‌। তস্য স্থানস্য অন্বেষণার্থম্‌ অহং জনানাং সঙ্গং ত্যক্তবান্‌ অস্মি, যতঃ জনানাং সঙ্গঃ এব সংসারাসক্তেঃ মূলম্‌। অপরে জনাঃ যয়া বুদ্ধ্যা সংসারমিমং পশ্যন্তি, অহং ন তাদৃগ্‌ বুদ্ধিসম্পন্নঃ। আসক্তিঃ খলু নরাণাং স্বাভাবিকী প্রকৃতিঃ; ইয়ম্‌ আসক্তিঃ এব নরাণাং সর্বদুঃখানাং মূলীভূতং কারণম্‌; অতঃ এষা পরঃ দোষঃ। বিষয়েভ্যঃ তাম্‌ আসক্তিং সর্বথা অপসার্য অহং কেবলং মোক্ষম্‌ ঋতে নান্যৎ কিঞ্চিৎ কাময়ে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

জগতি—অধিকরণে ৭মী। গম্‌+কিপ্‌=জগৎ।

ক্ষয়ধর্মকে—'জগতি' পদের বিণ। ক্ষয়ঃ ধর্মঃ যস্য (বহুব্রীহি) তস্মিন্‌; বহুব্রীহি সমাসে সমাসান্ত 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। ক্ষি+অল্‌=ক্ষয়ঃ।

মুমুক্ষুঃ—'অহম্‌' পদের বিণ। মুচ্‌+সন্‌+উ।

মৃগয়ে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'অহম্‌'। মৃগ্‌(=অন্বেষণ করা)+লট্‌ এ।

অহম্‌—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'মৃগয়ে'।

শিবম্‌—'পদম্‌' পদের বিণ। শিব= মঙ্গল।

অক্ষয়ম্‌—'পদম্‌' পদের বিণ। ন ক্ষয়ঃ যস্মিন্‌ (বহুব্রীহি) তৎ।

পদম্—কর্মণি ২য়া। তৎ—'পদম্' পদের বিণ। তৎ—অব্যয়।

অজনঃ—'অহম্' পদের বিণ। অবিদ্যমানঃ জনঃ (=জনসংসর্গঃ) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

অন্যজনৈঃ—'তুল্য' শব্দযোগে ৩য়া। অন্যে জনাঃ (কর্মধা) তৈঃ।

অতুল্যবুদ্ধিঃ—'অহম্' পদের বিণ। তুল্যা বুদ্ধিঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ; ন তুল্যবুদ্ধিঃ (নঞ্‌ তৎ)। বুধ্‌ + ক্তিন্‌ = বুদ্ধি।

বিষয়েভ্যঃ—'বিরামার্থানাং যতো বিরতিঃ' ইতি ৫মী। যাহা হইতে বিরত হওয়া যায় তাহাতে ৫মী বিভক্তি হয়।

বিনিবৃত্তরাগদোষঃ—'অহং' পদের বিণ। রাগঃ এব দোষঃ (কর্মধা); বিনিবৃত্তঃ রাগদোষঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। রন্‌জ্‌ + ঘঞ্‌ = রাগ। বি—নি—বৃৎ + ক্ত = বিনিবৃত্ত।

বাচ্যান্তর।..........অজনেন..........অতুল্যবুদ্ধিনা..........বিনিবৃত্তরাগদোষেণ মুমুক্ষুণা ময়া তৎ শিবম্ অক্ষয়ং পদং (৩য়া) মৃগ্যতে।

অনুবাদ। 'এই ক্ষয়ধর্মশীল সংসারে জনসংসর্গরহিত, অন্যজনের সহিত অসমবুদ্ধিবিশিষ্ট, ভোগ্যবস্তুসমূহ হইতে মনের আসক্তিরূপ দোষকে সরাইয়া লইয়া মুক্তিকামী আমি সেই বিখ্যাত মঙ্গলময় ক্ষয়হীন স্থান অন্বেষণ করিতেছি।

Trans.—'Avoiding company of men, having an angle of vision not like others, and having removed my attachment from all objects of enjoyment, I am in search of that well known, auspicious, and decayless position, desirous of gaining salvation.

নিবসন্ ক্বচিদেব...... ...যথোপপন্নভিক্ষুঃ॥ (শ্লোক ৩৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

নিবসন্ ক্বচিৎ এব বৃক্ষমূলে বিজনে বা আয়তনে গিরৌ বনে বা।
বিচরামি অপরিগ্রহঃ নিরাশঃ পরমার্থায় যথোপপন্নভিক্ষুঃ॥

সারাংশ। আমি পথে-ঘাটে বাস করি, যাহা জোটে তাহাই খাই, পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াই।

অন্বয়। বৃক্ষমূলে বা বিজনে আয়তনে গিরৌ বা বনে ক্বচিদ্ এব নিবসন্ অপরিগ্রহঃ নিরাশঃ যথোপপন্নভিক্ষুঃ (অহং) পরমার্থায় বিচরামি।

শব্দার্থ। বৃক্ষমূলে (গাছের তলায়) বা বিজনে আয়তনে (জনশূন্য গৃহে) গিরৌ (পর্বতে) বা বনে (অথবা অরণ্যে) নিবসন্ (বাস করিয়া) অপরিগ্রহঃ (কাহারও নিকট হইতে কিছু না লইয়া) নিরাশঃ (কোন কিছুর আশা না করিয়া)

যথোপপন্নভিক্ষুঃ (যেমন পাওয়া যায় তাহাই ভিক্ষা করিয়া) পরমার্থায় (শ্রেষ্ঠবস্তু লাভের জন্য) বিচরামি (ঘুরিয়া বেড়াই)।

সংস্কৃত অর্থ। বৃক্ষমূলে (তরুপাদদেশে) বা বিজনে আয়তনে (জনশূন্যে পরিত্যক্তে গৃহে ইত্যর্থঃ) গিরৌ (পর্বতে) বা বনে (অরণ্যে) নিবসন্ (তিষ্ঠন্) অপরিগ্রহঃ (কস্মাদপি কিমপি ন গৃহ্নন্) নিরাশঃ (কিমপি বস্তু ন কাঙ্ক্ষন্) যথোপপন্নভিক্ষুঃ (যথালব্ধম্ এব বস্তু গৃহীত্বা) পরমার্থায় (শ্রেষ্ঠবস্তুনে) বিচরামি (ভ্রমামি)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষকৃত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্য হইতে গৃহীত "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ মধ্যে এই শ্লোকটি আছে। জম্বুপাদমূলে মাত্র কুমারই দেখিতে পাইলেন এমন সেই ভিক্ষুবেশধারী পুরুষ আপন কার্যাবলী সম্বন্ধে কুমারের নিকটে যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

সেই সন্ন্যাসিবেশী পুরুষ বলিলেন—'আমি কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বাস করি না; কারণ একস্থানে নিয়ত বাস করিলে সেই স্থানের প্রতি আসক্তি জন্মিতে পারে। এইজন্য আমি কখনও গাছতলায়, কখনও পরিত্যক্ত গৃহে, কখনও পর্বতে কিংবা বনে বাস করি। আমি কাহারও নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করি না, বা কোন বস্তু পাইবার আশা করি না। যখন যেমন বস্তু জোটে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। শুধু একটি বস্তুর কামনা আমার আছে; তাহা হইতেছে—পরমার্থ বা মোক্ষ। ইহাই জগতের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু।'

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষকৃতাৎ "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যাৎ সংগৃহীতে "জীর্ণ-রুগ্ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নাম পাঠ্যাংশে বিদ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। জম্বুপাদমূলে তিষ্ঠন্ কেবলঃ কুমারঃ এব যং ভিক্ষুবেশিনং পুরুষং দদর্শ, সঃ হি কুমারস্য সমীপে আত্মনঃ কার্যাণাং পরিচয়ং যথা দত্তবান্, তদেব নিবদ্ধম্ অস্মিন্ শ্লোকে।

সোঽব্রবীৎ—নাহং কস্মিংশ্চিদ্ অপি নির্দিষ্টে স্থানে চিরং বসামি; যতঃ একস্মিন্ স্থানে চিরং বাসাৎ তৎস্থানং প্রতি আসক্তিঃ জায়তে। অতঃ অহং কদাচিৎ তরুমূলে, কদাচিদ্ বা পরিত্যক্তেব গৃহে, ক্বচিদ্ পর্বতে বনে বা নিবসামি। কস্মাদপি কিমপি দত্তং ন গৃহ্নামি। ন বা কস্যাপি বস্তুনঃ লাভাশা মম মনসি বর্ততে। যথাকথঞ্চিদ্ বস্তু স্বয়মেব আপতিতং ভবতি, তেন এব লব্ধসন্তোষঃ অহং বসামি। কেবলং একস্য এব বস্তুনঃ লাভাকাঙ্ক্ষা মম মনসি বর্ততে, তৎ তু মোক্ষং নাম পরমবস্তু; তস্মাৎ কিমপি বস্তু ন শ্রেয়ঃ বর্ততে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নিবসন্—'অহম্' উহ্য পদের কৃদন্ত বিণ। নি—বস্+শতৃ+পুংলিঙ্গ প্রথমা একবচন। ক্বচিৎ, এব—অব্যয়।

বৃক্ষমূলে—অধিকরণে ৭মী। বৃক্ষস্য মূলম্ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্মিন্।

বিজনে—'আয়তনে' পদের বিণ। বি গতাঃ জনাঃ যস্মাৎ (বহুব্রীহি) তস্মিন্।

আয়তনে—অধিকরণে ৭মী। আ—যত্+অনট্=আয়তনম্ (=গৃহ)।

গিরৌ—অধিকরণে ৭মী। বনে—অধিকরণে ৭মী।

বিচরামি—সমাপিকা ক্রিয়া। বি—চর্+লট্ মি। কর্তা 'অহম্' উহ্য।

অপরিগ্রহঃ—'অহম্' এই উহ্য পদের বিণ। ন (=নাস্তি) পরিগ্রহঃ যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। পরি—গ্রহ্+অল্।

নিরাশঃ—'অহম্' উহ্যপদের বিণ, নির্ (=নাস্তি) আশা যস্য সঃ (বহুব্রীহি)।

পরমার্থায়—'ক্রিয়ার্থোপপদস্য কর্মণি স্থানিনঃ' ইতি ৪র্থী। পরমঃ অর্থঃ (=প্রয়োজন) (কর্মধা), তস্মৈ। পরমার্থং লব্ধুম্ ইত্যর্থঃ।

যথোপপন্নভিক্ষুঃ—'অহম্' এই উহ্য পদের বিণ। যথা উপপন্নং (সুপ্ সুপা); যথোপপন্নং ভিক্ষুঃ (২য়া তৎ)। উপ—পদ্+ক্ত=উপপন্ন। ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষুঃ।

বাচ্যান্তর। ………নিবসতা অপরিগ্রহেণ নিরাশেন যথোপপন্নভিক্ষুণা (ময়া)………বিচর্যতে।

অনুবাদ। "কখনও তরুতলে, কখনও জনশূন্য গৃহে, পর্বতে বা বনে বাস করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ না করিয়া, কোন কিছু বস্তুর আশা না করিয়া, যাহা কিছু জোটে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আমি পরমার্থলাভের জন্য ঘুরিয়া বেড়াই।

Trans.—"Living some times beneath trees, sometimes in deserted houses or hills or woods, without accepting anything (from any one), without expecting anything and being satisfied with whatever comes in, I roam about in search of the *summum bonum*—*i.e*, the best thing in the world."

ইতি পশ্যতঃ এব…সমেয়িবান্ দিবৌকাঃ॥ (শ্লোক ৩৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ইতি পশ্যতঃ এব রাজসূনোঃ ইদম্ উক্ত্বা সঃ নভঃ সমুৎপপাত।
সঃ হি তদ্বপুঃ অন্যবুদ্ধিদর্শী স্মৃতয়ে তস্য সমেয়িবান্ দিবৌকাঃ॥

সারাংশ। অতঃপর সেই সাধু আকাশে উড়িয়া গেলেন, রাজপুত্রের বুদ্ধির প্রখরতা উৎপন্ন করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন।

অন্বয়। ইতি ইদম্ উক্ত্বা রাজসূনোঃ পশ্যতঃ এব সঃ নভঃ সমুৎপপাত। সঃ হি তদ্বপুরন্যবুদ্ধিদর্শী দিবৌকাঃ তস্য স্মৃতয়ে সমেয়িবান্।

শব্দার্থ। ইতি (এইভাবে) ইদম্ উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) রাজসূনোঃ পশ্যতঃ এব (রাজকুমারের চোখের সামনেই) সঃ (সেই পুরুষটি) নভঃ (আকাশে) সমুৎপপাত (উঠিয়া গেলেন)। সঃ হি (তিনি) তদ্বপুরন্যবুদ্ধিদর্শী (রাজপুত্রের সেইরূপ আকৃতি কিন্তু অন্যরূপ বুদ্ধি বুঝিতে পারিয়া) দিবৌকাঃ (স্বর্গবাসী দেবতা) তস্য (কুমারের) স্মৃতয়ে (আত্ম সম্বন্ধে স্মৃতি উন্মেষের জন্য) সমেয়িবান্ (আসিয়াছিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ইতি (অনেন প্রকারেণ) ইদম্ উক্ত্বা (এতদ্ বাক্যং কথয়িত্বা) রাজসূনোঃ পশ্যতঃ এব (রাজপুত্রে পশ্যতি এব) সঃ (অসৌ পুরুষঃ) নভঃ (গগনং) সমুৎপপাত (উত্থায় যযৌ)। সঃ হি তদ্বপুরন্যবুদ্ধিদর্শী (রাজপুত্রস্য তদ্রূপং দেহম্ অন্যবিধাং চ মতিং বিজ্ঞায়) দিবৌকাঃ (স্বর্গাধিবাসী) তস্য (কুমারস্য) স্মৃতয়ে (সবিষয়িণীং স্মৃতিম্ উদ্বোধয়িতুং) সমেয়িবান্ (সমাগতঃ আসীৎ)।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ বিরচিত "বুদ্ধচরিতম্" নামক কাব্যের অংশস্বরূপ "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" নামক পাঠ্যাংশ হইতে এই শ্লোকটি সংগৃহীত। সেই সন্ন্যাসি-বেশী পুরুষটি কে এবং কেন আসিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজকুমার সেই ত্যাগী পুরুষটির সেই প্রকার কথা শুনিতে শুনিতে যখন মনে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই মহাপুরুষ কুমারের দৃষ্টির সম্মুখেই সহসা আকাশে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বর্গলোকের অধিবাসী। যে দেবগণ ইতিপূর্বেই রাজকুমারের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। ইঁহারাই ত একদিকে যেমন অলৌকিক শক্তিবলে অকস্মাৎ এক এক করিয়া বৃদ্ধ, রুগ্‌ণ ও মৃত ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়া কুমারের দৃষ্টিপথে আনিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনি আবার রাজার অনভিপ্রেত হইলেও কুমারের নিকটে বার্ধক্য

রোগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে যথাযথ বিষয় উদ্‌ঘাটন করিবার মত বুদ্ধিও সারথিকে দিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—রাজকুমারের দেহটি ভোগ-লালিত হইলেও তাঁহার মনটি কিন্তু ভোগ-বিমুক্ত ছিল; শুধু পারিপার্শ্বিক মায়ার আবরণ হেতুই তিনি আপনার প্রকৃত সত্তাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই স্মৃতিটুকুর উন্মেষ সাধন করিতে পারিলেই কুমার তখন বিশ্বকল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট সাধক হইবেন,—এই মনে করিয়াই তিনি স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়া এই মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছিলেন। এই মহৎ কার্যটি অন্য কিছুর সাহায্যেই সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে স্বয়ং আসিতে হইয়াছিল। সংসার ত্যাগের কথা বলিয়া, ভিক্ষুজীবনের আদর্শের কথা বলিয়া কুমারকে আত্মপ্রকৃতিতে সংস্থাপিত করাই ছিল—তাঁহার কার্য। সেই কার্যটুকু শেষ হইলেই আর এই মর্ত্যলোকে থাকার কোন প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া তিনি কুমারের নয়নসম্মুখেই আকাশপথে চলিয়া গেলেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অশ্বঘোষ-বিরচিতস্য "বুদ্ধচরিতম্" নাম কাব্যস্য অংশভূতে "জীর্ণ-রুগ্‌ণ-মৃত-প্রব্রজিত-দর্শনম্" ইত্যাখ্যে। অস্মাকং পাঠ্যাংশে বর্ততে অয়ং শ্লোকঃ। কো বা সঃ সন্ন্যাসিবেশী পুরুষঃ আসীৎ কিমর্থং বা সঃ আগতবান্ ইতি বর্ণিতম্ অস্মিন্ শ্লোকে।

তস্য মহাপুরুষস্য অপূর্বাং বাণীং শৃণ্বন্ কুমারঃ যাবৎ চেতসি আনন্দম্ অনুভবতি স্ম, তাবৎ সঃ সহসা আকাশম্ উৎপত্য অন্তর্হিতঃ অভবৎ। বস্তুতঃ সঃ স্বর্গলোকস্য এব অধিবাসী আসীৎ। ইতঃপূর্বং যে খলু দেবাঃ কুমারস্য আচরণবিধৌ সর্বদা সাবহিতাঃ আসন্, সঃ মহাপুরুষঃ তেষামেব দেবানাম্ অন্যতমঃ। এতে হি দেবাঃ স্বমায়াবলেন কুমারস্য গমনপথে বৃদ্ধং ব্যাধিতং মৃতং চ জনান্ অসৃজন্; তে এব পুনঃ সূতস্য মনসি বুদ্ধিং তথা প্রেরয়ন্ যথা সঃ নৃপতেঃ অনভিপ্রেতেন অপি জরা-ব্যাধি-মরণানাং যথাযথ তত্ত্বোদ্‌ঘাটনেন কুমারস্য চিত্তচাঞ্চল্যং স্রষ্টুং সাহায্যকম্ অকরোৎ। অয়ং মহাপুরুষঃ তস্য অন্তর্যামিতয়া অজানাৎ যৎ কুমারস্য বহিঃ শরীরম্ ভোগলালিতম্ অপি ভবতু নাম, তস্য আন্তরিকী বুদ্ধিস্তু বিপরীতরূপা ভোগবিমুখা এব। সংসারস্য মায়াযবনিকাচ্ছন্নঃ এব কুমারঃ স্ব-স্বরূপং বিস্মৃতবান্। অতঃ তাং কল্যাণ-পরিপন্থিনীং বিস্মৃতিম্ অপনেতুং সঃ মহাপুরুষঃ মর্ত্যলোকম্ অবতীর্ণঃ আসীৎ। ইদানীং সাধিতাত্মকার্যঃ সঃ আত্মনঃ অত্রাবস্থানং নিষ্প্রয়োজনং মন্যমানঃ তস্য কুমারস্য দৃষ্টেঃ পুরতঃ এব আকাশমার্গম্ উৎপত্য প্রযযৌ।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

পশ্যতঃ—'রাজসূনোঃ' পদের কৃদন্তবিণ, দৃশ্+শতৃ। ইতি, এব—অব্যয়।

রাজসূনোঃ—অনাদরে ৬ষ্ঠী। রাজ্ঞঃ সূনুঃ (৬ষ্ঠীতৎ), তস্য।

ইদম্—কর্মণি ২য়া। উক্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। ব্রূ+ক্ত্বাচ্।

সঃ—কর্তরি ১মা। নভঃ—কর্মণি ২য়া। নভস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

সমুৎপপাত—সমাপিকা ক্রিয়া। সম্—উৎ—পত্+লিট্ অ। কর্তা 'সঃ'।

সঃ—কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'সমেয়িবান্'। হি—অব্যয়।

তদ্বপুরন্যবুদ্ধিদর্শী—'সঃ' পদের বিণ। তৎ বপুঃ (কর্মধা); অন্যা বুদ্ধিঃ (কর্মধা); তদ্বপুঃ চ অন্যবুদ্ধিশ্চ (দ্বন্দ্ব); তদ্বপুরন্যবুদ্ধি—দৃশ্+ণিন্=তদ্বপুরন্য-বুদ্ধিদর্শিন্। রূপ গুণিন্ শব্দবৎ।

স্মৃতয়ে—"ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ" ইতি ৬ষ্ঠী। স্মৃতিম্ উদ্বোধয়িতুম্ ইত্যর্থঃ। তস্য—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী।

সমেয়িবান্—কৃদন্ত ক্রিয়া। সম্—আ+ই+ক্বসু। কর্তা 'সঃ'। সমেয়িবান্ শব্দ জগ্মিবস্ শব্দের মত। অর্থ 'আসিয়াছিলেন'।

দিবৌকাঃ-'সঃ' পদের পরিচায়ক পদ। দ্যৌঃ (স্বর্গম্) ওকঃ (=বাসস্থানং) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ। দিবৌকস্ শব্দ বেধস্ শব্দের মত। অর্থ দেবতা, স্বর্গবাসী।

বাচ্যান্তর।.......তেন নভঃ (১মা) সমুৎপেতে। তেন হি তদ্বপুরন্যবুদ্ধিদর্শিনা দিবৌকসা.......সমেয়িবৎ।

অনুবাদ। এই প্রকারে এই সব বলিয়া রাজপুত্রের দৃষ্টির সম্মুখেই তিনি আকাশে উঠিয়া গেলেন। তিনি একজন স্বর্গের অধিবাসী; কুমারের যেরূপ দেহ তাহার বিপরীত বুদ্ধি জানিয়া কুমারের স্মৃতির উন্মেষের জন্য আসিয়াছিলেন।

Trans.—Having said this in such a way, he flew up into the heavens before the very eyes of the prince. He was a dweller of the heavens come (here) to rouse the prince's memory knowing him to have his mental bend reverse to his external appearance.

গগনং খগবদ্ গতে.......মতিং চকার॥ (শ্লোক ৩৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

গগনম্ খগবৎ গতে চ তস্মিন্ নৃবরঃ সংজহৃষে বিসিস্মিয়ে চ।
উপলভ্য ততঃ চ ধর্মসংজ্ঞম্ অভিনির্যাণবিধৌ মতিম্ চকার॥

সারাংশ। সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইলে রাজকুমার ধর্মের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া সংসার ত্যাগে স্থিরসংকল্প হইলেন।

অন্বয়। তস্মিন্ চ খগবৎ গগনং গতে নৃবরঃ সংজহৃষে বিসিস্মিয়ে চ। ততঃ ধর্মসংজ্ঞাম্ উপলভ্য (সঃ) অভিনির্যাণবিধৌ মতিং চকার।

শব্দার্থ। তস্মিন্ চ (অতঃপর তিনি) খগবৎ (পক্ষীর মত) গগনং গতে (আকাশে উড়িয়া গেলে) নৃবরঃ (নরশ্রেষ্ঠ) সংজহৃষে (বিশেষ হৃষ্ট হইলেন) বিসিস্মিয়ে চ (এবং বিস্মিত হইলেন)। ততঃ চ (এবং তাঁহার নিকট হইতে) ধর্ম-সংজ্ঞাম্ (ধর্ম কাহাকে বলে তাহা) উপলভ্য (বুঝিয়া) অভিনির্যাণবিধৌ (প্রব্রজ্যাগ্রহণে) মতিং চকার (মনঃস্থির করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। তস্মিন্ (দিব্যপুরুষে) চ খগবৎ (বিহঙ্গবৎ) গগনং গতে (নভঃ উৎপতিতে) নৃবরঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ কুমারঃ) সংজহৃষে (সমহৃষ্যৎ) বিসিস্মিয়ে চ (বিস্মিতঃ অভবৎ চ)। ততঃ (তস্মাৎ মহাপুরুষাৎ) ধর্মসংজ্ঞাম্ (ধর্মস্য প্রকৃতং তথ্যম্) উপলভ্য (সম্বুধ্য) অভিনির্যাণবিধৌ (সংসারং ত্যক্ত্বা প্রব্রজ্যাগ্রহণ-ব্যাপারে) মতিং চকার (মনঃ স্থিরীকৃতবান্)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

গগনম্—কর্মণি ২য়া।

খগবৎ—অব্যয়। খে (=আকাশে) গচ্ছতি যঃ (উপপদতৎ) সঃ, খ+গম্+ড =খগ] খগ+তুল্যার্থে বতিচ্=খগবৎ। খগ=পক্ষী।

গতে—'তস্মিন্' পদের কৃদন্ত বিণ। গম্+ক্ত। তস্মিন্—ভাবে ৭মী।

নৃবরঃ—কর্তরি ১মা, নৃষু বরঃ (=শ্রেষ্ঠঃ) (৭মীতৎ)।

সংজহৃষে—সমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'নৃবরঃ'। সম্—হৃষ্+লিট্ এ। হৃষ্ ধাতু পরস্মৈপদী; আত্মনেপদী রূপকে মহাকবি প্রয়োগ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বিসিস্মিয়ে—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'নৃবরঃ'। বি—স্মি+লিট্ এ।

উপলভ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া, উপ—লভ্+ল্যপ্।

ততঃ—অব্যয়, তস্মাৎ অর্থে।

ধর্মসংজ্ঞাম্—কর্মণি ২য়া। ধর্মস্য সংজ্ঞা (৬ষ্ঠীতৎ), তাম্। সম্—জ্ঞা+অঙ্ =সংজ্ঞা।

অভিনির্যাণবিধৌ—অধিকরণে ৭মী। অভিনির্যাণম্ এব বিধিঃ (কর্মধা), তস্মিন্। অভি—নির্—যা+অনট্=অভিনির্যাণ। বি—ধা+কি=বিধি।

মতিম্—কর্মণি ২য়া। মন্+ক্তি।

চকার—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সঃ' উহ্য। কৃ+লিট্ অ।

বাচ্যান্তর। •........নৃবরেণ সংজহৃষে বিসিস্মিয়ে চ।..........(তেন)...... মতিঃ চক্রে।

অনুবাদ। তিনি পক্ষীর মত আকাশে চলিয়া গেলে নরশ্রেষ্ঠ হৃষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম কাহাকে বলে জানিয়া তিনি সংসারত্যাগ ব্যাপারে মনঃস্থির করিলেন।

Trans.—He having flown up into the sky like a bird, the best of men became glad and astoni hed. After knowing from him what Dharma is, he resolved to renounce the world.

স জরামরণক্ষয়ং........দ্বিপেন্দ্রঃ॥ (শ্লোক ৪০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

সঃ জরামরণক্ষয়ম্ চিকীর্ষুঃ বনবাসায় মতিম স্মৃতৌ নিধায়।
প্রবিবেশ পুনঃ পুরম্ ন কামাৎ বনভূমেঃ ইব মণ্ডলম্ দ্বিপেন্দ্রঃ॥

সারাংশ। সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা মনোমধ্যে স্থির করিয়া কুমার নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

অন্বয়। দ্বিপেন্দ্রঃ বনভূমেঃ মণ্ডলম্ ইব জরামরণক্ষয়ং চিকীর্ষুঃ সঃ বনবাসায় মতিং স্মৃতৌ নিধায়, ন কামাৎ, পুনঃ পুরং প্রবিবেশ।

শব্দার্থ। দ্বিপেন্দ্রঃ (হস্তিশ্রেষ্ঠ) বনভূমেঃ (বনভূমি হইতে) মণ্ডলম্ ইব (যেমন স্বীয় দলে ফিরিয়া আসে) জরামরণক্ষয়ং (জরা ও মৃত্যুর ক্ষয় অর্থাৎ উহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইতে) চিকীর্ষুঃ (ইচ্ছুক হইয়া) সঃ (কুমার) বনবাসায় (বনে বাস করিবার জন্য) মতিং (সঙ্কল্প) স্মৃতৌ নিধায় (মনে মনে ধারণ করিয়া) ন কামাৎ (ভোগকামনা বশতঃ নহে) পুনঃ (পুনরায়) পুরং প্রবিবেশ (নগরে প্রবেশ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। দ্বিপেন্দ্রঃ (গজরাজঃ) বনভূমেঃ (অরণ্যস্থল্যাঃ) মণ্ডলম্ ইব (যথা স্বযূথং প্রবিশতি তদ্বৎ) জরামরণক্ষয়ং (জরায়াঃ মৃত্যোশ্চ বিনাশং) চিকীর্ষুঃ (সাধনেচ্ছুঃ সন্, মুমুক্ষুঃ সন্ ইত্যর্থঃ) সঃ (কুমারঃ) বনবাসায় (গৃহং সন্ত্যজ্য বনে বস্তুং) মতিং (বুদ্ধিং) স্মৃতৌ (স্বমনসি) নিধায় (ধৃত্বা), ন কামাৎ (ভোগকামনাবশাৎ ন হি), পুনঃ (ভূয়শ্চ) পুরং (নগরং) প্রবিবেশ (প্রাবিশৎ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—কর্তরি ১মা, সমাপিকা ক্রিয়া, 'প্রবিবেশ'।

জরামরণক্ষয়ম্—কর্মণি ২য়া। জরা চ মরণং চ (দ্বন্দ্ব), তয়োঃ ক্ষয়ম্ (৬ষ্ঠীতৎ); তম্। মৃ+অনট্=মরণম্। ক্ষি+অল্=ক্ষয়ঃ। অর্থ জরা ও মৃত্যুর ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ। অর্থাৎ চিরমুক্তি বা মহানির্বাণ।

চিকীর্ষুঃ—'সঃ' পদের বিণ, কৃ+সন্ (ইচ্ছার্থে)+উ।

বনবাসায়—'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ' ইতি ৪র্থী। বনে বাসঃ (৭মী তৎ), তস্মৈ। বস্+ঘঞ্=বাসঃ। মতিম্—কর্মণি ২য়া।

স্মৃতৌ—অধিকরণে ৭মী। পক্ষে=স্মৃত্যাম্। স্মৃ+ক্তিন্। অর্থ স্মৃতিতে অর্থাৎ মনে সংকল্প করিয়া।

নিধায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। নি—ধা+ল্যপ্।

প্রবিবেশ—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'সঃ'। প্র—বিশ্+লিট্ অ।

পুনঃ—অব্যয়। পুরম্—কর্মণি ২য়া। ন—অব্যয়।

কামাৎ—হেতৌ ৫মী। কাম অর্থ ভোগবাসনা।

বনভূমেঃ—অপাদানে ৫মী। বনম্ এব ভূমিঃ (কর্মধা), তস্যাঃ। বনভূমি+৫মী একবচন। বিকল্পপদ=বনভূম্যাঃ।

মণ্ডলম্—কর্মণি ২য়া অর্থ যূথ, দল। ইব—অব্যয়, উপমার্থে।

দ্বিপেন্দ্রঃ—উপমান কর্তরি ১মা। দ্বাভ্যাং পিবতি যঃ (উপপদ তৎ) সঃ=দ্বিপঃ। দ্বিপেষু ইন্দ্রঃ (৭মী তৎ)। একবার শুণ্ডদ্বারা, আর একবার মুখ দিয়া এই দুই বার জলপান করে বলিয়া হস্তীকে দ্বিপ বলা হয়।

বাচ্যান্তর। দ্বিপেন্দ্রেণ........মণ্ডলম্ (১মা).......চিকীর্ষুণা তেন..................পুরম্ (১মা) প্রবিবিশে।

অনুবাদ। গজরাজ যেমন বনভূমি হইতে নিজ যূথমধ্যে অর্থাৎ স্বীয় দলমধ্যে ফিরিয়া আসে, কুমারও সেইরূপ জরা ও মৃত্যুর বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বনে বাস করিবার সংকল্প মনোমধ্যে ধারণ করিয়া, অন্য কোন ভোগবাসনা বশতঃ নহে, পুনরায় নগরে প্রবেশ করিলেন।

Trans.—As an elephant-chief returns to his herd from the woodland, so did the prince come again back to the town bearing a firm resolution to put an end to old age and death and with a view to live in the forest.

প্রশ্ন ও উত্তর

১। রাজা তাঁহার পুত্রের প্রমোদযাত্রার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? (What arrangement did the king make for the pleasure exodus of his son.)? (উত্তরের জন্য শ্লোক ১-৪ দেখিতে হইবে)

উত্তর। রাজা শুদ্ধোদন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র সিদ্ধার্থ বিষয়ভোগ সম্বন্ধে সাধারণতঃ উদাসীন। পুত্রের মনোভাব যাহাতে কিছু পরিবর্তিত হয়,

সেইজন্য তিনি কুমারের প্রমোদোদ্যানে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। যেরূপ ব্যবস্থা করিলে পুত্রের প্রতি রাজার স্নেহপরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়, আপনার ঐশ্বর্যও প্রকাশ পায় এবং পুত্রের বয়সের অনুরূপ হয়, তিনি সেইরূপ ব্যবস্থাই করিলেন। পুত্র একেই ত সংসারের ভোগ বিষয়ে পরাঙ্মুখ, তাহাতে আবার তিনি এই প্রথম রাজপথে বাহির হইতেছেন। রাজপথে তো নানা প্রকারের লোক আছে। কত অন্ধ-আতুর-রুগ্ণ বৃদ্ধ দুঃখক্লিষ্ট মানুষ আছে ; তাহাদের সেই প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেখিলে সুকুমারচিত্ত কুমারের মন হয়ত আরও বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া রাজা কর্মচারিদের আদেশ দিলেন যে পথে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, বৃদ্ধ পীড়িত লোক আছে, তাহাদের প্রতি কোনরূপ খারাপ আচরণ না করিয়াই মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তাহাদিগকে রাজপথ হইতে সরাইয়া দিয়া নানাভাবে রাজপথকে যেন সুসজ্জিত করা হয়।

সেইরূপ করা হইলে যাত্রার শুভলগ্নে রাজা প্রণামার্থ সমাগত পুত্রকে সস্নেহে মস্তকাঘ্রাণ করিয়া অতি কষ্টেই 'যাও' বলিয়া বিদায় দিলেন। এই বিদায় কিন্তু নিতান্তই মৌখিক মাত্র ; মনের সহিত তিনি পুত্রকে বিদায় দিতে পারিলেন না।

সংস্কৃতে – দৃষ্টমাসীৎ রাজ্ঞা শুদ্ধোদনেন যৎ কুমারঃ স্বভাবেন ভোগেষু অনাসক্তঃ এব। পুত্রস্য তথাবিধস্য মনোভাবস্য পরিবর্তনসাধনায় রাজা কুমারস্য প্রমোদযাত্রায়াঃ ব্যবস্থাম্ অকরোৎ। যথা পুত্রং প্রতি স্বস্য স্নেহপ্রকর্ষস্য প্রকাশঃ তথা আত্মনঃ ঐশ্বর্যস্য কুমারস্য বয়সশ্চ অনুরূপাম্ একাং বিহারযাত্রাং সঃ অনুমোদিতবান্। পথি কুমারস্য বহির্গমনম্ এতৎ প্রথমম্ এব। পথি চ বিবিধ-প্রকারাঃ জনাঃ বিচরন্তি ; তেষু তাবৎ বহবঃ বৃদ্ধাঃ ব্যাধিগ্রস্তাঃ, অঙ্গাদিবিহীনাঃ ভিক্ষুকাশ্চ সন্তি এব। তান্ দৃষ্ট্বা কুমারস্য স্বভাববিরাগিমনঃ চেৎ অধিকতরং দুঃখম্ আপ্নুয়াৎ ইতি বিচিন্ত্য রাজা তাদৃশানাং সর্বেষাম্ অনভিপ্রেতানাং জনানাং মধুরব্যবহারেণ সমুৎসারণম্ আদিদেশ। ততঃ চ রাজপথস্য প্রকামং শোভার্থং কর্মচারিণঃ সঃ আদিষ্টবান্। তদাদেশক্রমেণ কর্মকারাঃ অপি তথা অকুর্বন্।

তথা অনুষ্ঠিতেষু যাত্রায়াঃ প্রাক্ প্রণামার্থং সমাগতং কুমারং স্নেহেন সমালিঙ্গ্য তস্য মস্তকাঘ্রাণপূর্বকং রাজা মহতা ক্লেশেন 'গচ্ছ' ইতি উচ্চার্য তম্ আপৃচ্ছত। পরং সঃ বিদায়ং নিতান্তং মৌখিকঃ এব আসীৎ। পরমস্নেহাতুরঃ উদ্বিগ্নশ্চ রাজা কথমপি মনসা তস্য বিদায়ম্ অনুমোদিতুং ন শশাক।

২। রাজপুত্রের বহির্গমনোপলক্ষ্যে রাজপথের শোভা এবং তদ্দর্শনে রাজপুত্রের মনোভাবের বর্ণনা কর। (Describe the decorations of the highway on the eve of the prince's exodus, and the effect of that on the mind of the prince.)

উত্তর। অতঃপর রাজপুত্রকে প্রাসাদ হইতে নগরপথে লইয়া যাইবার জন্ত একখানি সুবর্ণমণ্ডিত রথ আসিল। রথখানিতে চারিটি অতি শান্ত স্বভাব অশ্ব যোজিত ছিল; অশ্বগুলির গলদেশে স্বর্ণনির্মিত ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা ছিল। তাহাদের উজ্জ্বলবর্ণ দীর্ঘ বল্‌গাগুলি দেখিতে যেন দীপ্ত-বিদ্যুৎরেখার মত। রাজপথের উপর উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট পুষ্পসমূহ প্রচুর পরিমাণে বিকীর্ণ ছিল। উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিত স্তম্ভসমূহের গাত্রে পুষ্পমালা বিলম্বিত ছিল এবং তাহাদের ঊর্ধ্বদেশে বিচিত্র পতাকাসমূহ উড্ডীন ছিল।

কুমারের অনুচরবৃন্দও অনুরূপ বেশভূষা ও শিক্ষাসমন্বিত ছিল। উপর আকাশে নক্ষত্ররাজি বেষ্টিত চন্দ্র সমুদিত হইলে যেমন অপূর্ব-সুন্দর দেখায়, কুমারকেও তখন ঠিক সেইরূপই দেখাইতেছিল। এই প্রথমবার রাজপুত্র প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইতেছেন; সুতরাং তাঁহার দর্শনার্থী শতশত পুরবাসী শান্ত শুভ্র বেশবাস পরিধান পূর্বক পথের উভয়পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল। স্বর্গের মত মনোরম সেই নগরকে দেখিয়া কুমার মনে বেশ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলেন; বোধ হইল যেন তাঁহার সেই স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্যের ভাব কিছু পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে।

(সংস্কৃত) 'প্রাসাদাৎ কুমারং বহির্নেতুং একঃ স্বর্ণময়ঃ রথঃ সমানীতঃ অভবৎ। তত্র যোজিতাঃ আসন্ চত্বারঃ শান্তস্বভাবাঃ তুরঙ্গাঃ। তেষাং কণ্ঠাঃ সুবর্ণকিঙ্কিণীভিঃ মধুরনাদিনীভিঃ সমলংকৃতাঃ আসন্। তেষাং দীর্ঘপ্রগ্রহাঃ স্ফুরৎসৌদামিনী ইব দীপ্তবর্ণাঃ আসন্। রাজপথঃ উজ্জ্বলবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ সমাকীর্ণঃ অভবৎ; উভয়তঃ সজ্জিতস্তম্ভেষু বিলম্বিতাঃ আসন্ বিচিত্রাঃ পুষ্পমালাঃ। তেষাং শীর্ষদেশেষু বায়ুবিকম্পিতাঃ পতাকাঃ উড্ডীনাঃ আসন্।

অনুরূপ-বেশাঃ শিক্ষিতাঃ অনুচরাঃ কুমারম্ অনুগচ্ছন্তি স্ম। গগনে নক্ষত্রমণ্ডলী-বেষ্টিতে চন্দ্রে সমুদিতে যাদৃশী শোভা ভবতি, তাদৃশী এব শোভা অদৃশ্যত অনুচর-বেষ্টিতে কুমারে রাজমার্গং গতে সতি। কুমারস্য দর্শনার্থিনঃ পুরবাসিনঃ শুচি-শুভ্রবেশৈঃ সজ্জিতাঃ সন্তঃ পন্থানম্ উভয়তঃ সমবেতাঃ আসন্। স্বর্গলোকম্ ইব সুন্দরং তৎ নগরম্ আলোক্য কুমারঃ মনসি হর্ষমবাপ, তস্য স্বভাববৈরাগ্যং কথমপি অন্তর্হিতম্ ইতি চ প্রতিভাতি স্ম।

৩। কুমার প্রথম ভ্রমণের সময়ে পথে বিশেষ কি বস্তু দর্শন করিলেন? সেই সম্বন্ধে সারথির সহিত কুমারের আলাপটি বিবৃত কর। (**What particular thing did the prince see on the way in his first exodus? Narrate**

the conversation between the prince and the charioteer regarding that thing).'

উত্তর। জগতের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্যই তো কুমার সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য স্বর্গস্থ দেবগণ কুমারের গতিবিধি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁহারা যখন বুঝিলেন যে স্বর্গের মত শোভাযুক্ত নগর দর্শন করিয়া কুমার বেশ পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছেন, তখন তাঁহারা জগতের দুঃখকষ্টের সঙ্গে কুমারের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে একটি পরম জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষকে সৃষ্টি করিলেন।

তাঁহার দর্শনার্থী সমবেত শতশত পুরবাসিগণের মধ্যে স্বতন্ত্র আকৃতিবিশিষ্ট এই দৈবসৃষ্ট মানুষটিকে দেখিবামাত্র কুমার অপলকনেত্রে তাহার দিকে একান্তভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং সমীপস্থ সারথিকে বলিলেন—"সারথে! কে এই লোক? ইহার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, ভ্রূযুগল নত হইয়া চক্ষুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, যষ্টির উপরে হস্তস্থাপন করিয়া চলিতেছে? এই দশা কি ইহার শারীরিক বিকৃতি-বশতঃ হইয়াছে? না—ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা? না—ইহা প্রকৃতির খেয়ালমাত্র?" ইহার প্রকৃত উত্তরটি কুমারের নিকটে বলা উচিত ছিল না; কিন্তু স্বর্গস্থিত দেবগণ সারথির বুদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন যে "এতে আর দোষ কি?"—এই ভাবিয়া সারথি তাঁহাকে বলিলেন—'ইহার নাম জরা; ইহা মানুষের মনের শক্তি, আনন্দ, স্মৃতি নষ্ট করে; দেহের সামর্থ্য ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ধ্বংস করিয়া দেয়।" সারথির এই কথা শুনিয়া কুমার কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া পুনরায় সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই অবস্থা কি আমারও হইবে?" সারথি বলিল—"তোমারও যখন বয়স বাড়িবে, তখন তুমিও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জরার এইরূপ সর্বধ্বংসকারী প্রভাব জানিয়াও লোকে এই জরাকেই পাইতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বাঁচিতে কামনা করে।" সারথির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার দিকে দেখিতে দেখিতেই কুমার অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া শূন্যপ্রায় প্রতীয়মান রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(সংস্কৃত) জগতাং দুঃখদূরীকরণার্থম্ এব দেবঃ সিদ্ধার্থরূপেণ অজায়ত। অতঃ খলু স্বর্গস্থদেবাঃ আদিতঃ তস্য আচরণবিধৌ সাবহিতাঃ আসন্। ইদানীং নগরং স্বর্গোপমং সুন্দরং দৃষ্ট্বা যদা কুমারঃ মনসি শান্তিং কথঞ্চিৎ অবাপ, তদা তে ভৃশমুদ্বিগ্নাঃ সন্তঃ জগতঃ দুঃখেন সহ প্রত্যক্ষপরিচয়ং তং প্রাপয়িতুম্ এব কুমারস্য গমনপথে অতিবৃদ্ধমেকং জনং সসৃজুঃ। দর্শনমাত্রেণ এব তস্মিন্ নিবদ্ধচক্ষুঃ

কুমারঃ সারথিম্ অপৃচ্ছৎ—"কোঽয়ং জনঃ? অস্য কেশাঃ শুভ্রাঃ জাতাঃ। ভ্রূভ্যাম্ আচ্ছাদিতং নেত্রদ্বয়ম্। যষ্ট্যাং করং সংস্থাপ্য কথমপি কষ্টেন চলতি। কিমিয়ম্ অস্য দেহবিকৃতিবশাৎ সঞ্জাতা দশা?—উত বা অস্য ইয়ং স্বাভাবিকী অবস্থা? উত বা যদৃচ্ছা প্রকৃতেঃ?" প্রশ্নানাম্ এতেষাম্ প্রকৃতোত্তরদানম্ অনুচিতম্ এবাসীৎ। পরং স্বর্গস্থানাং দেবানাং প্রভাবেণ সম্মোহমাপাদিতঃ সারথিঃ তথা প্রকৃতার্থ-কথনে কিমপি দোষম্ অপশ্যন্ তম্ উবাচ—"ইয়ং জরা নাম দশা। নরাণাং সর্ববিধাঃ দৈহিকীঃ মানসিকীঃ চ শক্তীঃ বিনাশয়তি এষা। নরোঽয়ং জরয়া এব ভগ্নদেহঃ সঞ্জাতঃ।" "কিম্ ইয়ং মমাপি ভবিষ্যতি" ইতি পৃষ্টবতি কুমারে সারথিঃ তমাহ—"আয়ুষ্মন্! সর্বেষাম্ এব ইয়ং জরা ভবতি। বয়ঃপ্রকর্ষাৎ ত্বম্ অপি নূনম্ ইমাং দশাং প্রাপ্স্যসি।" সারথিনা এবম্ অভিহিতঃ কুমারঃ তদাপি তং বৃদ্ধং পশ্যন্ পরমেণ দুঃখেন পীড়িতঃ চিন্তাবশঃ গৃহং প্রত্যাগতঃ।

৪। দ্বিতীয়বার বহির্যাত্রার সময়ে রাজকুমার কি দেখিয়াছিলেন? সেই সময় তাঁহার সহিত সারথির কিরূপ আলাপ হইয়াছিল? (What did the prince see on his second outing? What was his conversation with the charioteer at that time?

উত্তর। চিন্তান্বিত রাজকুমার গৃহে ফিরিলেন বটে। কিন্তু সেখানেও সর্বত্রই জরার মূর্তি দেখিতে দেখিতে তিনি মনে কোন শান্তি পাইলেন না। অগত্যা রাজা পুনরায় পূর্বের মতই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় কুমারের বাহিরে ভ্রমণে মত দিলেন। এবারে দেবগণ একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোককে সৃষ্টি করিলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটি কে? ইহার পেটটি মোটা, কাঁধ ও হাত দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে শরীর কাঁপিতেছে, দেহ রোগা ও ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, মা-মা বলিয়া কাতর শব্দ করিতেছে, এবং আর একজনকে ধরিয়া ধরিয়া চলিতেছে?" সারথি বলিল—"ইহার নাম রোগ। দেহের মূল ধাতুসমূহের প্রকোপবশতঃ এই রোগ হয়। এই লোকটি এক সময়ে সবলই ছিল; এই রোগের জন্যই সে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে।" করুণায় কাতর রাজকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই রোগ কি শুধু ইহারই হইয়াছে? না,—সকলেরই ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার?" সারথি বলিল—"ইহা সকলেরই হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া কুমার অতিশয় চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ হইয়াই সেবারেও গৃহে ফিরিলেন।

(সংস্কৃত)—চিন্তান্বিতঃ কুমারঃ গৃহং প্রত্যাগতঃ অপি সর্বত্র এব জরাং পশ্যন্ কামপি শান্তিং ন প্রাপ্নোৎ। অতঃ গত্যন্তরম্ অদৃষ্ট্বা এব রাজা তস্য দ্বিতীয়ং বারম্ বহির্গমনম্ অনুমোদিতবান্। ইদানীং তু দেবাঃ ব্যাধিগ্রস্তং কঞ্চিৎ মানুষম্ অসৃজন্। তম্ অবলোক্য কুমারঃ সারথিং পপ্রচ্ছ—"কঃ এষঃ জনঃ? স্থূলম্ অস্য উদরম্, আনতৌ চ স্কন্ধৌ বাহু চ, প্রতি শ্বাসং বেপতে অস্য শরীরম্, দেহঞ্চ পাণ্ডুবর্ণং শীর্ণং চ, 'মাতঃ' ইতি কাতরং শব্দায়মানঃ অপরম্ অবলম্ব্য কষ্টেন গচ্ছতি?" ইতি। সূতঃ উবাচ "অয়ং রোগঃ নাম প্রকুপিতেষু দেহধাতুষু –এষঃ সন্তপতি। এষঃ জনঃ একদা সবলঃ এব আসীৎ। অস্য রোগস্য এব বলাৎ ঈদৃশীম্ অবস্থাং গমিতঃ" ইতি। পুনরপৃচ্ছৎ কুমারঃ কিময়ং কেবলম্ অস্য এব জাতঃ? উত বা সর্বসাধারণঃ এষঃ?" ইতি। সারথিঃ অবদৎ "অয়ং খলু সবসাধারণঃ এব" ইতি। তদাকর্ণ্য বিষণ্ণঃ কুমারঃ চিন্তান্বিতঃ পুনরপি গৃহং প্রত্যায়াতঃ।

৫। কুমার তৃতীয়বার কি দেখিলেন? এবং সারথির নিকট হইতে সেই সম্বন্ধে কি শুনিলেন? What did the prince see the third time? And what did he hear about it from the charioteer)?

উত্তর। পূর্বোক্ত কারণেই রাজা বাধ্য হইয়া কুমারকে তৃতীয়বারও বাহিরে যাইতে দিলেন। তবে এবারে তিনি যথারীতি রাজপথের সাবধানতা ছাড়াও রথ ও সারথিকে বদল করিলেন।

অপরপক্ষে এবারে দেবগণ একটি মৃতদেহকে সৃষ্টি করিলেন; মৃতদেহকে সজ্জিত করিয়া চারজন লোক উহা বহিয়া লইয়া যাইতেছে; আর কতকগুলি লোক শোক করিতে করিতে তাহার পিছনে চলিয়াছে। আশ্চর্য এই যে ঐই দৃশ্যটা দেখিলেন মাত্র কুমার এবং তাঁহার সারথি; অন্য কেহই উহা দেখিতে পাইল না। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে?" এবারেও দেবগণ সারথির মনকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিলেন; কাজেই যে কথা কুমারের কাছে বলা উচিত ছিল না, সারথি তাহাই বলিল। সে বলিল—"এই লোকটির বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। এ এখন কাষ্ঠ বা খড়ের মত চেতনাশূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহার শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া ইহাকে বাঁধিয়া চিরতরে ত্যাগ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে।" এবারও কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পরিণাম কি শুধু ইহারই? না সকলেরই?" সারথি বলিল "ইহা সকলেরই শেষ পরিণতি; ইহার হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।" অত্যন্ত দুঃখিত কুমার তখন বলিলেন—"আমার রথ ঘুরাও। আমার আর প্রমোদ-যাত্রায় যাওয়া হইবে না। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া কোন্ বুদ্ধিমান লোক আমোদে মত্ত হইতে পারে।"

(সংস্কৃত) কুমারং যথাপূর্বং বিষণ্ণচেতসং দৃষ্ট্বা অনন্যোপায়ঃ রাজা তৃতীয়মপি বারং তস্য বহির্নিষ্ক্রমণম্ অনুমোদিতবান্। ইদানীং তু রাজপথস্য পূর্ববদ্ এব সাবধানতাম্ অবলম্ব্য রথং সারথিং চ পরিবর্তয়ামাস। দেবাঃ অপি ইদানীং মৃতদেহমেকম্ অসৃজন্। চত্বারঃ জনাঃ তং সজ্জিতং মৃতদেহং নীত্বা গচ্ছন্তি স্ম; অপরে কেচন জনাঃ শোকাৎ রুদন্তঃ তম্ অনুগচ্ছন্তি স্ম। পরং বিচিত্রমেতৎ যৎ দৃশ্যম্ এতৎ কেবলং কুমারঃ সারথিশ্চ অপশ্যতাম্, নান্যে। কুমারঃ সারথিম্ অপৃচ্ছৎ "কোঽয়ং জনঃ নীয়তে?" দৈবীমায়য়া মোহপ্রাপ্তঃ সারথিঃ কুমারায় বক্তুম্ অনুচিতম্ অপি এতৎ প্রশ্নস্য সমুচিতম্ উত্তরং দদৌ। সঃ আহ—"অস্য নরস্য বুদ্ধিঃ ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণাশ্চ অপগতাঃ। অতঃ অয়ং তৃণকাষ্ঠবৎ অচেতনঃ ভূতঃ। অস্য প্রিয়াঃ অপ্রিয়াশ্চ জনাঃ এনং যত্নেন বদ্ধা ত্যাগায় নয়ন্তি ইতি।" কুমারঃ অপৃচ্ছৎ —"কিময়ম্ অস্য এব পরিণামঃ? অথবা সর্বেষাম্ এব?" ইতি। সূতঃ অবদৎ— "সর্বেষামেব নির্বিশেষাণাম্ অয়ম্ পরিণামঃ; নাস্য কবলাৎ কস্যাপি নিষ্কৃতিঃ বিদ্যতে ইতি।" পরমদুঃখার্তঃ কুমারঃ অবদৎ—'সূত! রথং মে প্রত্যাবর্তয়। ন মে প্রমোদযাত্রা সম্ভবতি। মৃত্যুং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা কো বুদ্ধিমান্ জনঃ প্রমোদে মত্তঃ ভবিতুমর্হতি ইতি।"

৬। কুমারকে কিভাবে প্রমোদ উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইল? সেখানে কাহার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল? (How was the prince taken in the pleasure-garden? Whom did he meet there?)

উত্তর। সারথি কিন্তু এখন আর কুমারের কথা শুনিল না। রথখানিকে না ঘুরাইয়া সে প্রমোদোদ্যানের দিকে চালাইয়া দিল। সেখানেও কুমার কোনও শান্তি পাইলেন না। একদিন কয়েকজন অনুচর মন্ত্রিপুত্রের সহিত বন দর্শনের জন্য বহির্গত হইয়া তিনি যখন একটি জম্বুপাদপের তলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে সন্ন্যাসীর বেশধারী একজন লোক তাঁহার নিকটে আসিলেন। কুমার ছাড়া আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

সংস্কৃত—সারথিঃ তু ইদানীং কুমারস্য আদেশং ন অপালয়ৎ। রথং ন প্রত্যাবর্ত্য সঃ পদ্মখণ্ডং নাম প্রমোদোদ্যানম্ অভি-পর্যচালয়ৎ। তত্রাপি কুমারঃ কামপি শান্তিং ন প্রাপ। একদা তু কতিভিঃ মন্ত্রিপুত্রৈঃ অনুযাতঃ কুমারঃ বনভূমিদর্শনায় নির্গতঃ সন্ কস্যাপি জম্বুপাদপস্য মূলে যদা অবতিষ্ঠত, তদা কশ্চিৎ সন্ন্যাসিবেশধারী পুরুষঃ তৎসমীপম্ সমাগচ্ছৎ। কুমারম্ ঋতে অন্যঃ কঃ অপি তম্ ন অপশ্যৎ।

৭। সেই সন্ন্যাসীর সহিত কুমারের কথাবার্তার বিবরণ দাও। (Narrate the conversation between the prince and the mendicant).

উত্তর। সেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"হে নরশ্রেষ্ঠ! জন্মমৃত্যু হইতে ভীত আমি একজন সন্ন্যাসী,—মুক্তিকামনায় আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি। এই জগত ক্ষয়শীল; আমি একটি অক্ষয় পদের সন্ধান করিতেছি। আমার ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই; কোন বিষয়ে আমার আসক্তি নাই। আমি যেখানে সেখানে পরিত্যক্ত গৃহে বা বনে পর্বতে বাস করি; কাহারও নিকট হইতে যাচ্ঞা করি না; কোন কিছুর আশা করি না; যাহা কিছু আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি; আমি কেবল মুক্তির কামনা করি।" এইকথা বলিয়াই তিনি কুমারের চোখের সামনেই আকাশে উঠিয়া গেলেন। আসলে তিনি একজন স্বর্গবাসী দেবতা। তিনি কুমারের ভোগলালিত দেহের মধ্যে ভোগবিমুখ মন আছে বুঝিয়াই তাঁহার মনকে উন্মেষিত করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

সংস্কৃত—তং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা কুমারঃ অপৃচ্ছৎ—"কো ভবান্?" স আহ—"হে নরশ্রেষ্ঠ! জননমরণভীতঃ অহমেকঃ সন্ন্যাসী মুক্তিকামনয়া বিচরামি। জগদিদং ধ্বংসশীলম্; অহমত্র অনশ্বরং স্থানমেব অন্বিষ্যামি। ন মে কাপি ভোগেচ্ছা বর্ততে; ন বা ভোগেষু আসক্তিঃ। যত্রকুত্রাপি নির্জনে গৃহে পর্বতে বনে বা বসন্ অহং ন কস্মাৎ অপি কিমপি যাচে, ন কামপি আশাং পোষয়ামি; যৎ কিমপি স্বয়ম্ আপততি, তেনাহং সন্তুষ্টঃ কেবলং মুক্তিমেব কাময়ে ইতি।" এবং বদন্ এব সঃ কুমারস্য অক্ষ্ণোঃ পুরতঃ এব গগনম্ উদপতৎ। প্রকৃতং তু সঃ একঃ স্বর্গবাসী দেবঃ। কুমারস্য দেহং ভোগলালিতমপি তস্য বুদ্ধিঃ ভোগপরাঙ্মুখী ইতি জানন্ এব সঃ কুমারস্য স্বরূপম্ উন্মেষয়িতুম্ আগতঃ আসীৎ।

৮। কুমার কি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন? What did the prince finally decide)?

উত্তর। দেবতা আকাশপথে চলিয়া গেলে পর কুমার যেমন বিস্মিত হইলেন, তেমনি আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিকটে প্রকৃত ধর্মের কথা জানিয়া তিনি সংসারত্যাগেরই সংকল্প করিলেন। এইরূপে জগতে জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি সাধনের জন্য সংসার ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি এইবার গৃহে ফিরিলেন; তাঁহার বিষয় বাসনা সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত—গগনপথা প্রচলিতে তস্মিন্ দেবে, বিস্মিতঃ কুমারঃ পরম্ হৃষ্টঃ অভবৎ। তস্য সকাশাৎ ধর্মস্য প্রকৃতং পন্থানং বিজ্ঞায় সঃ সংসারত্যাগায় এব সংকল্পম্ অকরোৎ। জগতি জন্ম-মরণয়োঃ নিবৃত্তিকামনয়া সংসারত্যাগায় কৃতসংকল্পঃ কুমারঃ অধুনা গৃহং প্রত্যাযযৌ; তস্য মনসঃ সর্বাঃ এব ভোগবাসনাঃ সম্পূর্ণং বিগতাঃ অভবন্।

৯। প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর। (Derive)

নিশম্য, মা ভূৎ, সমুৎসার্য, আরুরোহ, প্রপেদে, সমবেক্ষ্য, নির্মমিরে, প্রপরীক্ষমাণঃ, সমাশ্লিষ্য, উচিবান্, ব্যত্যস্য, উহ্যমানম্, প্রব্যাজহার, সঞ্চুক্ষুভে, বিষসাদ, বিলোভ্যমানঃ,প্রতস্থে, উপেয়িবান্, মৃগয়ে, সমেয়িবান্ বিসিস্মিয়ে, চিকীর্ষুঃ।

উত্তর। নি-শম্+ল্যপ্, মা-ভূ+লুঙ্ দ, সম্-উৎ-সৃ+ণিচ্+ল্যপ্, আ-রুহ্+লিট্ অ, প্র-পদ্+লিট্ এ, সম্-অব-ঈক্ষ্+ল্যপ্, নির্-মা+লিট্ ইরে (১ম পুঃ বহুবঃ), প্র-পরি-ঈক্ষ্+শানচ্, সম্-আ-শ্লিষ্+ল্যপ্, ব্রূ+ক্বসু, বি-অতি-অস্+ণিচ্+ল্যপ্, বহ্+কর্মবাচ্যে শানচ্+পুং ২য়া ১ বচন, প্র-বি-আ-হৃ+লিট্ অ, সম্-ক্ষুভ্+লিট্ এ, বি-সদ্+লিট্ অ, বি-লুভ্+কর্মবাচ্যে শানচ্, প্র-স্থা+লিট্ এ, উপ-ই+ক্বসু, মৃগ্+লট্ এ, সম্-আ-ই+ক্বসু, বি-স্মি+লিট্ এ, কৃ+সন্ (ইচ্ছার্থে)+উ।

১০। কারণ দেখাইয়া কোন্ বিভক্তি হইয়াছে বল।

Account for the case-endings in—

স্নেহস্য (১), সাম্না (৩), শিরসি স্নেহাৎ (৪), তুরঙ্গৈঃ (৫), নরেভ্যঃ (৯), কেশৈঃ (১০), দেবৈঃ (১১), রূপস্য (১২), কালবশেন (১৪), দীর্ঘং (১৫), ক্রমেণ (১৬) যেন (১৯), এষঃ (২৪), নরাধিপাত্মজে (৩১),তস্মৈ, মোক্ষহেতোঃ (৩৫), পরমার্থায় (৩৭), রাজসূনোঃ (৩৮), তস্মিন্ (৩৯), কামাৎ, (৪০)।

উত্তর। উল্লিখিত শ্লোকে ব্যাকরণ পদটীকাতে দেখ।

১১। সংস্কৃত প্রতিশব্দ দাও। Give the Sanskrit synonyms of—

সাম (৩), শর্ম (১৬), উচিবান্ (২০), সদ্ম (২১), ব্যত্যস্য (২২), অশ্বাসী (২৪), সত্ত্বঃ, নিষ্ঠা (২৯), আর্তিকালে (৩০), অতিদিগ্ধবিদ্ধঃ (৩২), ক্ষমৈঃ, শমেপ্সুঃ, (৩৩) উপয়িবান্ (৩৪), শ্রমণঃ (৩৫), অজনঃ (৩৬), দ্বিপেন্দ্রঃ (৪০)।

উত্তর। প্রদত্ত শ্লোকে সংস্কৃত অর্থ দেখ।

১২। বাচ্যান্তর কর। Change the voice of—

(ক) ক এষ ভো সূত। নরোঽভ্যুপেতঃ (১০)।

(খ) এষা জরা নাম যয়ৈষ ভগ্নঃ (১২)।

(গ) নরৈশ্চতুর্ভির্হ্রিয়তে ক এষঃ। (২৪)।

(ঘ) প্রিয়াপ্রিয়ৈস্ত্যজ্যত এষ কোঽপি। (২৬)।

উত্তর। (ক) কেন এতেন ভো সূত! নরেণ অভ্যুপেতেন।

(খ) এতয়া জরয়া নাম যা এতং ভগ্নবতী।

(গ) নরাঃ চত্বারঃ হরন্তি কম্ এতম্?

(ঘ) প্রিয়াপ্রিয়াঃ ত্যজন্তি এতম্ কম্ অপি।

রামায়ণম্

শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্

রামায়ণী-কথা। লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান সকলের উর্ধ্বে। রামায়ণের রচয়িতা সত্যদ্রষ্টা আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি। আর, মহাভারতের স্রষ্টা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে ও মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। পরবর্তীকালের কালিদাসাদি মহাকবিগণ সকলেই এই দুই পূর্বসূরীর নিকটে অশেষ প্রকারে ঋণী। এই আধমর্ণ্যের ধারা ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং আরও কত কাল থাকিবে, কে বলিতে পারে? বর্তমান যুগেও মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনীষীরা এই দুই প্রাচীন ঋষি কবির নিকট তাঁহাদের বহু রচনার প্রেরণার জন্য বহুল পরিমাণে ঋণী ও তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত। বস্তুতঃ, প্রাচীন ভারতের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নমঞ্জুষাস্বরূপ এই দুই মহাগ্রন্থ স্মরণাতীত কাল হইতে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতের অগণিত নর-নারীর প্রাণে সর্বপ্রকার প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং জাতীয় জীবন প্রভাবিত করিয়াছে। এক কথায়, সুপ্রাচীন ভারতের শত-সহস্র বর্ষব্যাপী সাধনার, সভ্যতার ও সংস্কৃতির; সংহত, সংযত ও শিল্পসুষমামণ্ডিত রূপ সংক্ষেপে ভারতআত্মা-স্বরূপ এই দুই মহাকাব্যে ধরা দিয়াছে। মহাভারতে যুদ্ধসম্ভারের প্রাচুর্যহেতু উহার কাব্যসুষমাময় রূপ বিরল; কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির অমরকীর্তি রামায়ণে কাব্যরূপ অপরূপ মহিমায় বিধৃত। কথিত আছে, আর্য বাল্মীকি—রামায়ণের প্রণেতা বাল্মীকি পূর্বজীবনে দস্যু রত্নাকর নামে পরিচিত ছিলেন, পরে নারদের উপদেশে রামমন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হন। দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে তাঁহার দেহ বল্মীকে আবৃত হয়। এজন্য তিনি জগতে বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হন। একদিন, তমসানদীর তীরে ভ্রমণকালে এক নিষ্ঠুর ব্যাধের শরাঘাতে ভূলুণ্ঠিত ও নিহত ক্রৌঞ্চের শোকে বিদীর্যমানহৃদয় ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপ শুনিয়া ঋষি বাল্মীকির কোমল হৃদয় করুণায় আপ্লুত হয়। তখন

সেই করুণাবিষ্ট শোকবিহ্বল মুনির মুখ হইতে অকস্মাৎ অতর্কিতে এক বাণী নিঃসৃত হয়—

"মা নিষাদঃ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

ইহাই পৃথিবীর তাবৎ ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ছন্দোবদ্ধ অভিব্যক্তি। ক্রৌঞ্চীর **শোক**-কে অবলম্বন করিয়া এই ছন্দোবদ্ধ বিলাপ মহর্ষি ও মহাকবি বাল্মীকির মুখ হইতে নিঃসারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হইল **শ্লোক**। বাল্মীকি কবিই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম কবি। তাই তাঁহাকে আদিকবি বলা হয়।

অতঃপর সেই ভাবাবিষ্ট মুনির সহিত দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎকার হয়, এবং ব্রহ্মার আদেশে ও নারদের উপদেশে তিনি সুপবিত্র রাম-চরিত অবলম্বন করিয়া তাঁহার অমর অবদান বিশ্বের বন্দনীয় আর্য বাল্মীকি-রামায়ণ রচনা করেন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে তমসাতটিনীর তীরে শান্তরসাস্পদ তপোবনের নিভৃত পরিবেশে আপন সাধনকুঞ্জে বসিয়া ভাববিহ্বল আদিকবি বাল্মীকি আপন সপ্তস্বরা বীণায় যে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, আজও তাহার রেশ কোটি কোটি মুগ্ধ ভক্তিরসপিপাসু নরনারীর মানসে অমৃতের স্পর্শ আনিয়া দিতেছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে ঋষিকবি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥"

—অর্থাৎ, "যতদিন পৃথিবীতে নদী ও পর্বত বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এই রামায়ণী কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে।" আদিকবির এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।

শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্। রাবণের ভগিনী শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন। Cutting off the ears and nose of Shurpanakha.

শূর্পণখায়াঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; (সম্বন্ধে ষষ্ঠীকে 'শেষে ষষ্ঠী'ও বলে ; শেষে অর্থাৎ 'উক্তাৎ শেষে' যে সকল বিভক্তি বলা হইয়াছে, তাহা কারকনির্দিষ্ট বিভক্তি, তদ্ভিন্ন স্থলে, অর্থাৎ সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে)।

N.B.—শূর্প ইব (কুলার ন্যায়) নখাঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) ; শূর্পনখ+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)=শূর্পণখা (রাবণের ভগিনী) 'পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' এই সূত্রে ন ণ হইয়াছে। 'নখমুখাৎ সংজ্ঞায়াম্' এই সূত্রে সংজ্ঞার্থে 'আপ্' প্রত্যয় বিহিত

হইয়াছে। কুলার ন্যায় নখ-বিশিষ্টা রমণী অর্থে 'শূর্পনখী' হইবে। ণত্বও হইবে না।

কর্ণনাসচ্ছেদনম্—প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা; কর্ণে চ নাসা চ (সমাহার দ্বন্দ্ব) কর্ণনাসম্; প্রাণীর অঙ্গ বুঝাইলে সমাহার দ্বন্দ্ব হয়। ("দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্যসেনাঙ্গানাম্")।

ছিদ্+অনট্ (ভাবে)=ছেদনম্; 'অনট্' প্রত্যয় প্রায়ই ভাববাচ্যে বিহিত এবং ক্লীবলিঙ্গ হইয়া ফলশব্দবৎ হইবে।

কর্ণনাসস্য ছেদনম্ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)।

তাং তু শূর্পণখাং রামঃ……অথাব্রবীৎ॥ (শ্লোক ১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। তাম্ তু শূর্পণখাম্ রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্।
স্বচ্ছন্দাম্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বম্ অথ অব্রবীৎ॥

সারাংশ। রামচন্দ্র কোমল মধুর বাক্যে শূর্পণখাকে বলিলেন।

অন্বয়। অথ রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্ স্বচ্ছন্দাং তাং শূর্পণখাং তু শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বম্ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) রামঃ (শ্রীরামচন্দ্র) কামপাশাবপাশিতাম্ (কামের তাড়নায় পীড়িত) স্বচ্ছন্দাম্ (স্বেচ্ছাচারিণী) তাং শূর্পণখাম্ (সেই শূর্পণখাকে) তু (কিন্তু) শ্লক্ষ্ণয়া (স্নিগ্ধ) বাচা (বাক্যে) স্মিতপূর্বম্ (ঈষদ্ হাস্য সহকারে) অব্রবীৎ (কহিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (ততঃ) রামঃ (রাঘবঃ) কামপাশাবপাশিতাম্ (অতীব কামার্তাম্) স্বচ্ছন্দাম্ (স্বেচ্ছাচারিণীম্) শ্লক্ষ্ণয়া (কোমলয়া) বাচা (গিরা) স্মিতপূর্বম্ (ঈষৎ হাস্যং কৃত্বা) অব্রবীৎ (প্রাহ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তাম্—'শূর্পণখাম্' এই-পদের সর্বনামীয় বিশেষণ।

তু—অব্যয় পদ। ইহার অর্থ কিন্তু; কোথাও কোথাও শ্লোকের পাদ-পূরণের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। পূর্ব অধ্যায়ে শূর্পণখা কামান্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় এই সর্গে রামের উত্তরে 'কিন্তু' অর্থেই 'তু' প্রযুক্ত হইয়াছে।

শূর্পণখাম্—কর্মে দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ' ; কর্তা 'রামঃ' ; শূর্পবৎ নখাঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি), তাম্। এখানে রাবণের ভগিনী।

রামঃ—কর্তরি ১মা, ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

কামপাশাবপাশিতাম্—'শূর্পণখাম্' পদের বিশেষণ ; কাম এব পাশঃ (রূপক কর্মধারয়); পাশ+ইতচ্ (অস্ত্যর্থে) [=পাশিত]+আপ্ (স্ত্রিয়াম্ = পাশিতা (পাশবদ্ধা)। অব (সম্যক্‌রূপে) পাশিতা (প্রাদিতৎপুরুষ); কামপাশেন অবপাশিতা (তৃতীয়াতৎপুরুষ), তাম্।

স্বচ্ছন্দাম্—'শূর্পণখাম্' পদের বিশেষণ ; স্বস্যাঃ ছন্দঃ (অভিপ্রায়) যস্যাঃ (বহুব্রীহি); তাম্। অর্থ 'স্বেচ্ছাচারিণী'।

শ্লক্ষ্ণয়া—'বাচা' এই পদের বিশেষণ ; শ্লক্ষ্ণ=(মধুর)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)। লতা শব্দবৎ।

বাচা—প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া ; 'বাচ্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, (বাক্ বাচৌ বাচঃ ইত্যাদি)।

স্মিতপূর্বম্—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া বিশেষণে সর্বদাই দ্বিতীয়ার একবচন হইবে এবং ক্লীবলিঙ্গ হইবে। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+ক্ত (ভাবে) =স্মিতম্ ; স্মিতং পূর্বং যস্মিন্, (বহুব্রীহি); তৎ যথা স্যাৎ তথা।

অথ—অব্যয়। অর্থ 'অনন্তর'।

অব্রবীৎ—ক্রিয়া ; কর্তা 'রামঃ' ; কর্ম 'শূর্পণখাম্'। ব্রূ+লঙ্ দ্ ; 'ব্রূ' ধাতু উভয়পদী ; ব্রবীতি, ব্রূতঃ, ব্রুবন্তি ও ব্রূতে, ব্রুবাতে, ব্রুবতে ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর। রামেণ কামপাশাবপাশিতা স্বচ্ছন্দা সা শূর্পণখা ·····উচ্যত॥

অনুবাদ। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া, অতি মাত্রায় কামার্ত, স্বেচ্ছাচারিণী সেই শূর্পণখাকে মধুর বাক্যে কহিলেন।

Trans. Thereupon Ramachandra smiled and told with sweet words unto the extremely passionate Shurpanakha who was the mistress of her own self.

কৃতদারোঽস্মি······সসপত্নতা॥ (শ্লোক ২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। কৃতদারঃ অস্মি ভবতি ভার্যা ইয়ম্ দয়িতা মম।
ত্বদ্বিধানাম্ তু নারীণাম্ সুদুঃখা সসপত্নতা॥

সারাংশ। ভদ্রে! আমি বিবাহিত, ইনি আমার প্রিয় ভার্যা ; তোমার ন্যায় রমণীবৃন্দের সপত্নীর সহিত বসবাস অত্যন্ত দুঃখকর।

অন্বয়। ভবতি! অহং কৃতদারোঽস্মি, ইয়ং মম দয়িতা ভার্যা, ত্বদ্‌বিধানাং নারীণাং তু সসপত্নতা সুদুঃখা (ভবেৎ)।

শব্দার্থ। ভবতি (ওহে ভদ্রে)! অহম্ (আমি) কৃতদারঃ (বিবাহিত) অস্মি (হইয়াছি); ইয়ম্ (ইনি) মম (আমার) দয়িতা (প্রিয়া) ভার্যা (পত্নী); ত্বদ্বিধানাম্ (তোমাদের ন্যায়) নারীণাম্ (রমণীবৃন্দের) তু (কিন্তু) সসপত্নতা (প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সপত্নীত্ব) সুদুঃখা (অতীব দুঃখকর)।

সংস্কৃত অর্থ। ভবতি (ভো ভদ্রে)! অহম্ (অস্মজ্জনঃ রামচন্দ্রঃ) কৃতদারঃ (গৃহীতভার্যঃ) অস্মি (ভবামি); ইয়ম্ (এষা) মম (মে) দয়িতা (প্রিয়া) ভার্যা (পত্নী); ত্বদ্‌বিধানাম্ (ভবাদৃশানাম্) নারীণাম্ (রমণীনাম্) সসপত্নতা (প্রতিপক্ষতা, সপত্নীতা) সুদুঃখা (নিতরাং ক্লেশাবহা)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকিপ্রণীতস্য রামায়ণাখ্যস্য প্রসিদ্ধ-মহাকাব্যস্য অরণ্যকাণ্ডস্থাষ্টাদশসর্গাৎ সমুদ্ধৃতঃ। তস্মাচ্চ সংকলিতে পাঠ্যতয়া নির্ধারিতে "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদন" প্রসঙ্গে দৃশ্যতেঽয়ং শ্লোকঃ।

পিতুরাজ্ঞয়া পরমরমণীয়ঃ সলক্ষ্মণঃ সীতয়া সহ বনমাগত্য পঞ্চবট্যাং পর্ণকুটিরং নির্মায় তত্র নিবসন্ রামঃ কদাচিৎ সূর্পণখেতি কয়াচিৎ কামাতুরয়া মায়াবিন্যা রাক্ষস্যা পরিদৃষ্টঃ। স্বরূপেণ রামম্ অভিভবিতুম্ ইচ্ছন্তী পতিরূপেণ রামচন্দ্রং প্রার্থয়মানাপি তেন প্রত্যাখ্যাতা সা স্বেচ্ছাচারিণী অত্র রামেণ সমধুরবচনং প্রোক্তা ভদ্রে! প্রাগেবাহং রমণীমেকাং পরিণীতবান্। সেয়ং মম প্রিয়তমা অত্রৈব বর্ততে। অতঃ কথমহং ত্বাং ভার্যাত্বেন স্বীকরিষ্যামি? বাঞ্ছিতায়াং ভার্যায়াং বিদ্যমানায়াং ভার্যান্তরগ্রহণম্ অনুচিতম্। ভার্যাদ্বয়স্য চ প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া একাং প্রতি অপরস্যাঃ বিদ্বেষঃ স্বাভাবিকঃ এব; তেন চ তয়োর্জীবনম্ অতীব দুঃখকরম্। অতোঽহং ভার্যাত্বেন ত্বাং স্বীকর্তুং ন শক্ত স্যাম্ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য শ্লোকটি আদি কবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডস্থিত অষ্টাদশ সর্গের 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্' শীর্ষক কাব্যাংশের দ্বিতীয় শ্লোক। কামাতুরা শূর্পণখা রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায়, রামচন্দ্র তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীরাম মধুর স্বরে স্মিতহাস্যে শূর্পণখাকে কহিলেন—'ভদ্রে! আমি পূর্বেই দার পরিগ্রহ করিয়াছি, (সীতাকে দেখাইয়া বলিলেন)—ইনি আমার প্রিয়তমা

পত্নী। অভিলষিত পত্নী থাকিতে পুনরায় বিবাহ সমীচীন নহে, আবার এক পত্নী থাকিতে ভার্যান্তর গ্রহণ করিলেও দুই ভার্যার মধ্যে সপত্নীত্বনিবন্ধন উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় রমণীর পক্ষে আর এক রমণীর সহিত সপত্নী সম্পর্ক অত্যন্ত ক্লেশকর। সুতরাং আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কৃতদারঃ—উহ্য 'অহম্' পদের বিধেয় বিশেষণ। কৃ+ক্ত (কর্মণি)=কৃত, কৃতাঃ (স্বকৃতাঃ) দারাঃ যেন, (বহুব্রীহি), সঃ; 'দার' শব্দ পত্নীবাচক হইলেও পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত। সুতরাং নরশব্দের বহুবচনের ন্যায় ইহার রূপ হইবে।

অস্মি—ক্রিয়াপদ; কর্তা 'অহম্' উহ্য। অস্ (অদাদি)+লট্ মি।

ভবতি—সম্বোধন; ভবৎ+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্); 'ভবৎ' বা 'ভবতী' শব্দ প্রথম পুরুষ। সাধারণতঃ সম্মানার্থে 'যুষ্মদ্' শব্দ প্রয়োগের স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়। 'ভবতী'—নদী শব্দবৎ। [অথবা, 'ভবতি' ক্রিয়াপদ; কর্তা ভার্যা; ভূ+লট্ তি]।

ভার্যা—কর্তরি প্রথমা; ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য। অথবা 'ভবতি' এই পদকে সম্বোধন না বলিলে ভার্যা এই কর্তৃপদের উল্লিখিত ক্রিয়াও বলা যায়। ভৃ+ণ্যৎ (কর্মণি)+(স্ত্রিয়াম্) আপ্; 'লতা' শব্দবৎ। ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্য।

ইয়ম্—'ভার্যা' পদের বিশেষণ; 'ইদম্' (স্ত্রী)+প্রথমার একবচন।

দয়িতা—ভার্যা পদের বিশেষণ; অর্থ 'স্ত্রী'। মম—সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

ত্বদ্বিধানাম্—'নারীণাম্' পদের বিণ। 'ত্বদ্বিধানাম্' হইবে। পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ ব্ ফলা লুপ্ত হইয়া 'তদ্বিধানাম্' হইয়াছে। [অথবা আর্ষ প্রয়োগ। তাঃ ইব বিধাঃ যাসাম্ (উপমান বহুব্রীহি), তাসাম্।] ত্বদ্বিধানাম্ পক্ষে=যূয়মিব বিধাঃ যাসাম্ (উপমান বহুব্রীহি), তাসাম্। তু—অব্যয়।

নারীণাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী; সম্বন্ধি পদ='সসপত্নতা'। 'নারী' শব্দ নদী শব্দতুল্য হইলেও ইহার রূপ লক্ষ্য করিবে—নারী, নার্যৌ, নার্যঃ ইত্যাদি।

সুদুঃখা—'সসপত্নতা' পদের বিধেয় বিশেষণ; সু (আত্যন্তিকং) দুঃখং যস্যাম্ (বহুব্রীহি); সা।

সসপত্নতা—কর্তরি প্রথমা; ক্রিয়া 'ভবেৎ' উহ্য। সহ—পত্+ন (কর্তৃবাচ্যে) =সপত্ন (উপপদতৎ) (=শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী), সপত্নেন সহ বর্তমানা (সহার্থ

বহুব্রীহি)=সসপত্নী, বিকল্পে, সহসপত্নী ; সসপত্ন্যায়াঃ ভাবঃ ইতি সসপত্নতা ; লতা শব্দবৎ।

বাচ্যান্তর।……ময়া কৃতদারেণ ভূয়তে ; অনয়া…দয়িতয়া ভার্যয়া (ভূয়তে) ……সসপত্নয়া সুদুঃখয়া (ভূয়তে)।

বঙ্গানুবাদ। 'ভদ্রে ! আমি দার পরিগ্রহ করিয়াছি ; ইনি আমার প্রিয়তমা ভার্যা ; তোমার ন্যায় রমণীর পক্ষে সপত্নীত্ব সম্পর্ক অত্যন্ত দুঃখকর।

Trans. 'Oh Lady ! I am married, this is my beloved wife. It does not behove that women like you should have co-husband.

অনুজস্ত্বেব……শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ॥ (শ্লোক ৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অনুজঃ তু এষঃ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
শ্রীমান্ অকৃতদারঃ চ লক্ষ্মণঃ নাম বীর্যবান্॥

সারাংশ। আমার অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুন্দরাকৃতি, সচ্চরিত্র ও বলশালী, সে অবিবাহিত।

অন্বয়। লক্ষ্মণো নাম ভ্রাতা মে অনুজঃ, এষ প্রিয়দর্শনঃ শ্রীমান্ বীর্যবান্ শীলবান্ অকৃতদারশ্চ (ভবতি)।

শব্দার্থ। লক্ষ্মণো নাম (লক্ষ্মণ নামক) ভ্রাতা (ভাই) মে (আমার) অনুজঃ (ছোট) এষঃ (ইনি) প্রিয়দর্শনঃ (চারুনেত্র, সুন্দরাকৃতি) শ্রীমান্ (ধনবান্, বিদ্বান্) শীলবান্ (সচ্চরিত্র) বীর্যবান্ (বীর) অকৃতদারঃ চ (এবং অবিবাহিত)।

সংস্কৃত অর্থ। লক্ষ্মণোনাম (লক্ষ্মণাভিধেয়ঃ) ভ্রাতা সহোদরঃ) মে (মম) অনুজঃ (যবীয়ান্) ; এষঃ (অয়ম্) প্রিয়দর্শনঃ (চারুনেত্রঃ সুন্দরাকৃতিঃ বা) শ্রীমান্ (ধনবান্) (বিদ্বান্) শীলবান্ (সুচরিতঃ) বীর্যবান্ (বলশালী) অকৃতদারশ্চ (অগৃহীতভার্যশ্চ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অয়ং শ্লোকঃ বাল্মীকিরামায়ণস্য অরণ্যকাণ্ডেঽষ্টাদশসর্গে বর্ততে। তস্মাচ্চ সংকলিতে পাঠ্যরূপেণ নির্বাচিতে "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদন" প্রসঙ্গে চ দৃশ্যতে। কৃতদারেণ ময়া সহ তবোদ্বাহে সপত্নীজীবনং তে নিতরাং দুঃখাবহং ভবিষ্যতীতি কামাতুরাং তাং শূর্পণখাং প্রত্যাখ্যায় তয়া সহ পরিহাসং কর্তুমিচ্ছতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য উক্তিরিয়ম্। দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাম্ আত্মনোঽপি

মানুজে লক্ষ্মণে বিবাহযোগ্যং গুণাধিক্যং প্রদর্শ্য লক্ষ্মণং বিশিনষ্টি রামঃ। অয়ি সুন্দরি! "যোগ্যং যোজয়েৎ" ইত্যনেন মমানুজো লক্ষ্মণস্তে ভর্তৃত্বেনানুরূপং পাত্রং ভবিষ্যতি। অয়ং মে ভ্রাতা পরমসুন্দরঃ সুচরিতঃ শক্তিমান্, চারুনেত্রশ্চ; অধুনাপি অয়মকৃতভার্যঃ। অতো লক্ষ্মণেনৈব সুরূপায়স্তে বিবাহেন যোগ্যমিলনমেব ভবেৎ। তৎ পতিত্বেনৈনং বৃণীষ্বেতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্যমান এই শ্লোকটি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্যের অরণ্যকাণ্ডমধ্যস্থিত "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্" শীর্ষক পদ্যাংশের অন্তর্গত। ইহা অরণ্যকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের অন্তঃপাতি।

'আমি বিবাহিত, আমার প্রেয়সী সীতা আমার সঙ্গেই আছেন; সুতরাং পত্নীরূপে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না' ইত্যাদি বাক্যে কামাতুরা সেই মায়াবিনী সূর্পণখা রাক্ষসীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার সহিত কিছু কৌতুক করিবার অভিলাষে শ্রীরামচন্দ্র সূর্পণখাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকের বর্ণিত বিষয়বস্তু।

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসীকে বলিলেন—'দেখ, আমাকে তুমি বিবাহ করিতে চাহিতেছ, অথচ বিবাহের পাত্র হিসাবে আমা অপেক্ষা আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের যোগ্যতা অনেক বেশী। কারণ ইনি একে যুবক, তাহাতে ইহার আকৃতিও মনোমুগ্ধকর। ইহার নয়নযুগল পরম রমণীয়, ইনি পণ্ডিত, সচ্চরিত্র, ধনবান ও শক্তিমান্। ইনি অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই; এইরূপ দুর্লভ গুণের অধিকারী লক্ষ্মণের সহিত তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী রমণীর বিবাহ হইলে যোগ্য পাত্রের সহিত যোগ্য পাত্রীর মিলনই হইবে। সুতরাং লক্ষ্মণই তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত পাত্র। আমার সহিত বিবাহের বাসনা ত্যাগ করিয়া তুমি আমার ভাই লক্ষ্মণকেই পতিরূপে বরণ কর, তাহাতেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অনুজঃ—'ভ্রাতা' পদের বিণ। অনু (পশ্চাৎ) জায়তে ইতি অনু—জন্+ড (উপপদ-তৎপুরুষ)। তু—অব্যয়।

এষঃ—'ভ্রাতা' পদের বিশেষণ। অনুজঃ+তু+এষঃ+মে=অনুজস্ত্বেষমে।

মে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী; সম্বন্ধিপদ=ভ্রাতা; বিকল্পে=মম।

ভ্রাতা—কর্তরি প্রথমা ; উদ্দেশ্য কর্তা ; বিধেয় কর্তা=পরশ্লোকস্থ 'ভর্তা' ; ক্রিয়া 'ভবিষ্যতি'। বিশেষ দ্রষ্টব্য :—'ভ্রাতৃ' শব্দ 'তৃচ্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইলেও ইহার রূপ অন্যান্য 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত (দাতৃশব্দবৎ) নহে। ভ্রাতা, ভ্রাতরৌ, ভ্রাতরঃ, ভ্রাতরম্, ভ্রাতরৌ, ভ্রাতরঃ ; কিন্তু দাতা, দাতারৌ দাতারঃ ইত্যাদি।

শীলবান্—'ভ্রাতা' পদের বিশেষণ ; 'শীলবৎ' শব্দের প্রথমার একবচন ; শীলবান্, শীলবন্তৌ, শীলবন্তঃ ইত্যাদি) 'শ্রীমৎ' (পুংলিঙ্গ) শব্দবৎ। শীলং বিদ্যতে অস্য ইতি শীল+মতুপ্=শীলবৎ। যে সকল শব্দের অন্তে অ কিংবা আ থাকে, তাহাদের পর মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয়ের ম স্থানে ব হয় ; আর লক্ষ্মী শমী প্রভৃতি শব্দের পরও মতুপের ম, ব হয়, যেমন—ধনবৎ, গুণবৎ, দয়াবৎ লক্ষ্মীবৎ ইত্যাদি ; কিন্তু বুদ্ধি+মতুপ্=বুদ্ধিমান্, ঐরূপ শ্রীমান্, শক্তিমান্ প্রভৃতি।

প্রিয়দর্শনঃ—'ভ্রাতা' পদের বিশেষণ ; প্রিয়ং দর্শনং যস্য, (বহুব্রীহি) সঃ ; দৃশ্+অনট্ (ভাববাচ্যে) ; অর্থ সুন্দরাকৃতি, অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ ক্লীবলিঙ্গ, ফল শব্দবৎ। এস্থলে বহুব্রীহি সমাসে পুংলিঙ্গের বিশেষণ হওয়ায়, পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

শ্রীমান্—'ভ্রাতা' পদের বিশেষণ, শ্রীঃ বিদ্যতে অস্য ইতি শ্রী+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)=শ্রীমৎ ; স্ত্রীলিঙ্গে শ্রীমতী, নদীশব্দবৎ।

অকৃতদারঃ—'ভ্রাতা' পদের বিশেষণ ; কৃ+ক্ত (কর্মণি)=কৃত, ন কৃতাঃ ইতি অকৃতাঃ (নঞ্ তৎপুরুষ) ; অকৃতাঃ দারাঃ যেন, (বহুব্রীহি) সঃ ; দার শব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। N.B. লক্ষ্মণ বিবাহিত হইলেও রামচন্দ্র পরিহাস করিয়া লক্ষ্মণকে অকৃতদার বলিলেন। চ—অব্যয়।

লক্ষ্মণঃ—নাম শব্দযোগে প্রথমা ; অথবা 'লক্ষ্মণঃ' উদ্দেশ্য কর্তা, তৎপক্ষে 'ভ্রাতা' এই পদটিকে 'লক্ষ্মণঃ' এই উদ্দেশ্যকর্তার পরিচায়ক বিশেষণ বলিতে হয়।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দশরথের পত্নী সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুইটি যমজ পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ, শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণ শিশুকাল হইতেই রামের একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিলেন। এইজন্যই নবপরিণীতা পত্নী ও রাজভোগ, সুখ, সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া রামের সহিত বনগমন করেন। বস্তুতঃ এইরূপ সৌভ্রাত্র অতুলনীয়। এই কারণেই ভাই-এ ভাই-এ মিলন হইলে 'যেন রাম-লক্ষ্মণ' ইহা একপ্রকার প্রবাদ বাক্যে পর্যবসিত হইয়াছে। নাম—অব্যয়।

বীর্যবান্—'ভ্রাতা' পদের বিশেষণ ; বীর+য্য (ভাবার্থে)=বীর্যম্ ; বীর্যম্ বিদ্যতে অস্য ইতি বীর্য+মতুপ্=বীর্যবান্, 'শ্রীমৎ' শব্দবৎ ; স্ত্রীলিঙ্গে বীর্যবতী ; নদীশব্দবৎ ; ক্লীবলিঙ্গে—ক্লীবলিঙ্গ 'শ্রীমৎ' শব্দবৎ, যথা—বীর্যবৎ, বীর্যবতী, বীর্যবন্তি ইত্যাদি। সমস্ত 'মতুপ' শব্দই শ্রীমৎ শব্দবৎ, স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয় হইয়া নদীশব্দবৎ এবং ক্লীবলিঙ্গে—ক্লীবলিঙ্গ শ্রীমৎ শব্দবৎ রূপ হইবে। বস্তুতঃ পুংলিঙ্গ 'মহৎ' শব্দভিন্ন আর সমস্ত মৎ, বৎ ভাগান্ত শব্দই শ্রীমৎ শব্দবৎ। তুল্যার্থে বতুপ্ (বৎ) প্রত্যয় করিলে সেই শব্দসমূহ অব্যয় হইবে। যেমন—পিতা ইব=পিতৃ+বতুপ্=পিতৃবৎ, ঐরূপ ভ্রাতৃবৎ, মাতৃবৎ ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর। লক্ষ্মণেন…ভ্রাত্রা…অনুজেন (ভূয়তে) এতেন প্রিয়দর্শনেন শ্রীমতা বীর্যবতা শীলবতা অকৃতদারেণ [পরশ্লোকস্থিত (ভর্ত্রা ভবিষ্যতে) ইহার সহিত অন্বয় হইবে।]

বঙ্গানুবাদ। '(ভদ্রে)! লক্ষ্মণ নামে আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, ইনি সুন্দরাকৃতি, শক্তিমান্, সুচরিত, বিদ্বান্ ও অকৃতদার।

Trans. '(Oh lady !) I have a brother Lakshmana by name ; he is beautiful, strong, of good character, learned and not married.

অপূর্বো ভার্যয়া চার্থী……ভবিষ্যতি ॥ (শ্লোক ৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অপূর্বঃ ভার্যয়া চ অর্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।
অনুরূপঃ চ তে ভর্তা রূপস্য অস্য ভবিষ্যতি ॥

সারাংশ। সুন্দরাকৃতি যুবক লক্ষ্মণের পত্নীর প্রয়োজন আছে, ইনি তোমার রূপের উপযুক্ত ভর্তা হইবার পাত্র।

অন্বয়। অপূর্বঃ প্রিয়দর্শনঃ তরুণঃ ভার্যয়া চার্থী (অয়ং লক্ষ্মণঃ) তে অস্য রূপস্য অনুরূপঃ ভর্তা ভবিষ্যতি।

শব্দার্থ। অপূর্বঃ (অত্যুত্তম, অদৃষ্টপূর্ব) প্রিয়দর্শনঃ (মনোহরনেত্র, রূপবান্) তরুণঃ (যুবক) ভার্যয়া চ (পত্নীর দ্বারা) অর্থী (প্রার্থী) তে (তোমার) অস্য রূপস্য (এই রূপের) অনুরূপঃ (যোগ্য) ভর্তা (স্বামী) ভবিষ্যতি (হইবেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অপূর্বঃ (অত্যুত্তমঃ, অদৃষ্টপূর্বঃ) প্রিয়দর্শনঃ (চারুনয়নঃ, সুন্দরঃ) তরুণঃ (যুবা) ভার্যয়া চ (পত্ন্যা চ) অর্থী (প্রার্থী, বিবাহেচ্ছুঃ) তে (তব) অস্য রূপস্য (এতস্যাঃ সুরূপায়াঃ) অনুরূপঃ (যোগ্যঃ) ভর্তা (পতিঃ) ভবিষ্যতি (ভবিতুম্ অর্হতি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অপূর্বঃ—বিশেষণ ; বিশেষ্যপদ পূর্বশ্লোকের উদ্দেশ্য কর্তা—'লক্ষ্মণঃ'। ন (অবিদ্যমানঃ) পূর্বো যস্য (নঞ্ বহুব্রীহি) সঃ ; অথবা ন (অবিদ্যমানা) পূর্বা (পূর্ববর্তী ভার্যা) যস্য, সঃ।

ভার্যয়া—করণে তৃতীয়া ; ভৃ+ণ্যৎ=ভার্যা। চ—অব্যয়।

অর্থী—বিশেষণ ; বিশেষ্য পদ—পূর্ববৎ 'লক্ষ্মণঃ'। অর্থেন (প্রয়োজনং) অস্য অস্তি ইতি অর্থ+ইন্ (অস্ত্যর্থে)। বিঃ দ্রঃ—অর্থ+ইন্ (অস্ত্যর্থে)+অর্থী ; (যাচক), কিন্তু অর্থ+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)=অর্থবান্ (ধনী)।

তরুণঃ—পূর্ববৎ 'লক্ষ্মণঃ পদের বিশেষণ।

প্রিয়দর্শনঃ—পূর্ববৎ বিশেষণ ; বিঃ দ্রঃ 'প্রিয়দর্শনঃ' এই বিশেষণটি পূর্ব-শ্লোকেও আছে, ইহার অর্থও দুই প্রকার বুঝিতে হইবে ; দর্শন শব্দে দেখা বুঝায়, আবার দৃশ্যতে যেন (দৃশ্+অনট্ করণ বাচ্যে) এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা দর্শন শব্দে চক্ষু বুঝাইতে পারে, সুতরাং একটির অর্থ 'সুন্দরাকৃতি' ও অপরটির অর্থ 'চারুনেত্র' করিলেই সঙ্গত হইবে। প্রিয়ং দর্শনং যস্য, (বহুব্রীহি) সঃ।

অনুরূপঃ—'লক্ষ্মণঃ' পদের বিশেষণ ; রূপস্য যোগ্যঃ (অব্যয়ীভাবঃ)।

তে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; সম্বন্ধিপদ=রূপস্য। বিকল্পে=তব।

ভর্তা—বিধেয় কর্তায় প্রথমা ; ক্রিয়া 'ভবিষ্যতি'। উদ্দেশ্য কর্তা='লক্ষ্মণঃ' (লক্ষ্মণঃ ভর্তা ভবিষ্যতি)। ভৃ (ভরণ করা)+তৃন্ (কর্তৃবাচ্যে)। 'ভর্তৃ' শব্দ—রূপ দাতৃশব্দবৎ।

রূপস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; 'ভর্তা' পদের সহিত সম্বন্ধ।

অস্য—রূপস্য পদের বিণ।

ভবিষ্যতি—ক্রিয়া ; কর্তা উদ্দেশ্য 'লক্ষ্মণঃ', বিধেয় 'ভর্তা'। ভূ+লৃট্ স্যতি (প্রথম পুরুষ একবচন)।

বাচ্যান্তর। অপূর্বেণ…চার্থিনা তরুণেন প্রিয়দর্শনেন অনুরূপেণ…ভর্ত্রা… ভবিষ্যতে।

অনুবাদ। '(এই লক্ষ্মণ) যুবাপুরুষ, প্রিয়দর্শন, অতি উত্তম, ইহার ভার্যারও প্রয়োজন আছে, অতএব ইনিই তোমার উপযুক্ত স্বামী হইবেন।

Trans. 'This Lakshmana is youthful, charming to look, excellent ; he needs a wife ; so he will be your worthy match.

এনং ভজ বিশালাক্ষি……মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥ (শ্লোক ৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। এনম্ ভজ বিশালাক্ষি ভর্তারম্ ভ্রাতরম্ মম।
অসপত্না বরারোহে মেরুম্ অর্কপ্রভা যথা ॥

সারাংশ। হে শ্রেষ্ঠ নিতম্বশালিনি! সূর্যপ্রভা যেরূপ সুমেরু পর্বতকে আশ্রয় করে, তুমিও সেইরূপ আমার ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ কর।

অন্বয়। বরারোহে! যথা অর্কপ্রভা মেরুং (ভজতে) বিশালাক্ষি! অসপত্না (ত্বমপি) এনং মম ভ্রাতরং ভর্তারং ভজ।

শব্দার্থ। বরারোহে (হে শ্রেষ্ঠ নিতম্বশালিনি) যথা (যেমন) অর্কপ্রভা (সূর্যের দীপ্তি) মেরুম্ (সুমেরু পর্বতকে, হিমালয়কে) ভজতে (আশ্রয় করে) বিশালাক্ষি (হে বিশাল নয়নে) ত্বমপি অসপত্না (শত্রুহীন হইয়া তুমিও) মম (আমার) এনম্ (এই) ভ্রাতরম্ (ভ্রাতাকে) ভজ (ভজনা কর, আশ্রয় কর)।

সংস্কৃত অর্থ। বরারোহে (শ্রেষ্ঠনিতম্বশালিনি) যথা অর্কপ্রভা (সূর্যস্য দীপ্তিঃ) মেরুম্ (সুমেরুপর্বতম্ হিমবন্তম্) ভজতে (আরাধতি) বিশালাক্ষি (বিশালনেত্রে) ত্বমপি এনম্ (ইমম্) মম (মে) ভ্রাতরম্ (অনুজম্) ভজ (গৃহাণ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

এনম্—'ভ্রাতরম্' পদের বিশেষণ ; অন্বাদেশ অর্থ বুঝাইলে (অর্থাৎ পূর্বে 'ইদম্' শব্দের উল্লেখ করিয়া পুনরায় উল্লেখ করিলে) 'ইদম্' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তি, তৃতীয়ার একবচন ও সপ্তমীর দ্বিবচনে 'এতৎ' স্থানে 'এন' আদেশ হয়।

ভজ—ক্রিয়া ; কর্তা 'ত্বম্' উহ্য ; উদ্দেশ্য কর্ম='ভ্রাতরম্'। ভজ্+লোট্ হি। ভজ্ ধাতু উভয়পদী ; ভজতি, ভজতে, ইত্যাদি। ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি ; ভজ্+ঘঞ্=ভাগঃ ; ভজ্+ক্ত=ভক্ত।

বিশালাক্ষি—সম্বোধনপদ। বিশালে অক্ষিণী যস্যাঃ (বহুব্রীহি), তৎ-সম্বোধনে। বিশালাক্ষি+ষচ (ষ্, চ্ লোপ, অ থাকে)=বিশালাক্ষ (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্)+ঙীপ্ (স্ত্রীত্বে) ; নদী শব্দবৎ।

ভর্তারম্—বিধেয় কর্মে দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'ভজ'। ভৃ+তৃন্=ভর্তৃ।

ভ্রাতরম্—উদ্দেশ্য কর্মে দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'ভজ'।

মম—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী ; সম্বন্ধি পদ='ভ্রাতরম্' ; বিকল্পে=মে।

অসপত্না—'ত্বম্' উহ্য পদের বিশেষণ। সহ পততি ইতি সহ—পত্+ন (কর্তরি)=সপত্নঃ (শত্রুঃ)। ন (অবিদ্যমানঃ) সপত্নঃ যস্যাঃ (নঞ্ বহুব্রীহি) সা।

বরারোহে—সম্বোধন। আ—রুহ্+অল্ (কর্মণি)=আরোহঃ (=কোমর); বরঃ আরোহঃ যস্যাঃ (বহুব্রী)=বরারোহ+আপ্, (স্ত্রীত্বে); তৎ সম্বোধনে।

মেরুম্—কর্মে দ্বিতীয়া; উপমানপদ; ক্রিয়া 'ভজতে' উহ্য; সাধু শব্দবৎ।

অর্কপ্রভা—উপমান কর্তায় প্রথমা, উপমেয় 'ত্বম্', ক্রিয়া 'ভজতে' উহ্য; অর্কস্য (সূর্যস্য) প্রভা (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। 'লতা' শব্দবৎ।

যথা—সাদৃশ্যার্থক অব্যয়।

বাচ্যান্তর।......অর্কপ্রভয়া মেরুঃ (ভজ্যতে)......অসপত্নয়া (ত্বয়াপি) অয়ং...ভ্রাতা ভজ্যাম্।

অনুবাদ। 'হে বিশালাক্ষি! বিপুল নিতম্বে! সূর্যকিরণ যেমন সুমেরু-পর্বতকে ভজনা করে তুমিও সেইরূপ সপত্নী-শূন্য হইয়া আমার এই ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ কর।'

Trans. 'Oh lady of broad eyes and excellent (thin) waist, do thou worship this my brother as thy husband, as the sunbeams worship the poles.'

ইতি রামেণ সা প্রোক্তা......ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ (শ্লোক ৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা।
বিসৃজ্য রামম্ সহসা ততঃ লক্ষ্মণম্ অব্রবীৎ॥

সারাংশ। রামের দ্বারা এইরূপ কথিত হইয়া সেই রাক্ষসী হঠাৎ রামকে ছাড়িয়া লক্ষ্মণকে কহিল।

অন্বয়। ততো রামেণ ইতি প্রোক্তা সা রাক্ষসী কামমোহিতা (সতী) সহসা রামং বিসৃজ্য লক্ষ্মণম্ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) রামেণ (রাম কর্তৃক) ইতি (এইরূপ) প্রোক্তা (কথিত হইয়া) সা (সেই) রাক্ষসী (নিশাচরী) কামমোহিতা (কামান্ধ হইয়া) সহসা (অকস্মাৎ) রামম্ (রামচন্দ্রকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) লক্ষ্মণম্ (লক্ষ্মণকে) অব্রবীৎ (বলিল)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (অনন্তরম্) রামেণ (রাঘবেণ) ইতি (এবম্) প্রোক্তা (কথিতা) সা (অসৌ) রাক্ষসী (নিশাচরী) কামমোহিতা (মদন-পীড়িতা) সহসা (অকস্মাৎ) রামম্ (রঘুবরম্) বিসৃজ্য (বিহায়) লক্ষ্মণম্ (সৌমিত্রিম্) অব্রবীৎ (উবাচ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

রামেণ—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ক্রিয়া—'প্রোক্তা'; কর্ম—রাক্ষসী। কর্মবাচ্যে কর্তা উক্ত (=উদ্দেশ্য) হয় না, সেইক্ষেত্রে কর্তা অনুক্ত হইয়া তৃতীয়ান্ত হয় ও কর্ম উক্ত হইয়া প্রথমান্ত হয়। ইতি—অব্যয়।

সা—'রাক্ষসী' পদের বিশেষণ।

প্রোক্তা—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্ম 'রাক্ষসী'; কর্তা 'রামেণ'; প্র—ব্রূ বা বচ্ +ক্ত (কর্মণি)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

রাক্ষসী—উক্তে কর্মণি প্রথমা; ক্রিয়া 'প্রোক্তা'; রাক্ষস+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

কামমোহিতা—'রাক্ষসী' পদের বিণ। কামি (চুরাদি)+ঘঞ্ (ভাবে) =কামঃ; মুহ্+ঘঞ্ (ভাবে)=মোহঃ, মোহ+ইতচ্ (যুক্তার্থে) [=মোহিত]+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)=মোহিতা, অথবা, মুহ্ (চুরাদি)=মোহি+ক্ত (কর্মণি)=মোহিতঃ। কামেন মোহিতা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

বিসৃজ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া; বি—সৃজ্+ল্যপ্। ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে, 'ক্তাচ্' স্থানে 'ল্যপ' বা 'যপ্' প্রত্যয় হয়।

রামম্—কর্মে দ্বিতীয়া; ক্রিয়া 'বিসৃজ্য'। সহসা, ততঃ—অব্যয়।

লক্ষ্মণম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

অব্রবীৎ—ক্রিয়া, কর্তা 'রাক্ষসী'। ব্রূ+লঙ্ দ্। ব্রূ ধাতু **উভয়পদী**, যথা—ব্রবীতি ব্রুতঃ, ব্রুবন্তি। আত্মনেপদ—ব্রূতে, ব্রুবাতে, ব্রুবতে ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর।......প্রোক্তয়া তয়া রাক্ষস্যা কামমোহিতয়া···লক্ষ্মণঃ ঊচ্যত।

অনুবাদ। তারপর রাঘব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই রাক্ষসী কামান্ধ হইয়া শীঘ্র রামকে পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্মণকে বলিল।

Trans. Then being addressed by Raghava thus, the Rakshashi, passionate as she was, rejected Rama immediately and told unto Lakshmana.

অস্য রূপস্য তে যুক্তা......দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি॥ (শ্লোক ৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যা অহম্ বরবর্ণিনী।
ময়া সহ সুখম্ সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি॥

সারাংশ। আমি তোমার উপযুক্ত ভার্যা; আমার সহিত সুখে তুমি সমগ্র দণ্ডকবনে বিচরণ করিবে।

অন্বয়। (ভোঃ) বরবর্ণিনী অহং তে অস্য রূপস্য যুক্তা ভার্যা (ভবিষ্যামি) (ত্বম্) ময়া সহ সর্বান্ দণ্ডকান্ সুখং বিচরিষ্যসি।

শব্দার্থ। বরবর্ণিনী (উত্তমবর্ণ বিশিষ্টা) অহম্ (আমি) তে (তোমার) অস্য রূপস্য (এই রূপের) যুক্তা (উপ ক্ত) ভার্যা (পত্নী)। ময়া সহ (আমার সহিত) সর্বান্ (সমগ্র) দণ্ডকান্ (দণ্ডকবনে) সুখম্ (সুখে) বিচরিষ্যসি (বিচরণ করিবে)।

সংস্কৃত অর্থ। বরবর্ণিনী (উত্তমবর্ণবিশিষ্টা, সুন্দরী) অহম্ (অহং শূর্পণখা) তে (তব) অস্য (এতস্য) রূপস্য (আকৃতেঃ) যুক্তা (উপযুক্তা, যোগ্যা) ভার্যা (পত্নী, স্ত্রী) ভবিষ্যামি। ময়া সহ (ময়া সার্ধম্) সর্বান্ (সমস্তান্) দণ্ডকান্ (তন্নামকানি কাননানি) সুখম্ (সুখেন) বিচরিষ্যসি (বিহরিষ্যসি)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। আলোচ্যঃ শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকি-রামায়ণাখ্য-মহাকাব্যস্য অরণ্যকাণ্ডাৎ উদ্ধৃতঃ। 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্' নাম নিবন্ধে দৃশ্যতে চ।

রাক্ষসী শূর্পণখা রাঘবেণ প্রত্যাখ্যাতা রামস্য পরিহাসম্ বোদ্ধুম্ অশক্তবতী তস্যৈব প্রলোভনবচনেন মোহমাশ্রিতা নিতরাং কামাতুরা সতী তৎক্ষণাদেব লক্ষ্মণং নিকষা গত্বা স্বামিত্বেন চ তং লব্ধুম্ ইচ্ছন্তী আত্মনা সহ লক্ষ্মণস্য বিবাহে তস্য সুখসৌভাগ্যঞ্চ প্রদর্শ্য পরিণয়ার্থং তং প্ররোচয়তি শ্লোকেনানেন—

ত্বং পরমরমণীয়ঃ, অহঞ্চ রূপলাবণ্যবতী রমণী। তুল্যরূপস্য তে ময়া সহ বিবাহে সঞ্জাতে আবয়োর্যোগ্যমিলনমেব ভবিষ্যতি। যোগ্যয়োর্বরকণ্যয়োঃ সঙ্গতির্জগতি সুদুর্লভা। অতো ভার্যাত্বেন মাং স্বীকুরু। তেন চ ত্বমপি সুখী ভবিষ্যসি।

নানাসৌন্দর্যমণ্ডিতং দণ্ডকনামারণ্যমিদং সুবিশালম্। অত্র ভবান্ একাকী বিচরন্ কিমপি ভ্রমণসৌখ্যং ন লপ্স্যসে, পরং তব ক্লান্তিরেব সঞ্জায়েত। কাননস্য শোভাবলোকনমপি কর্তুং ন শক্ষ্যসি। অতো ভার্যাত্বেন মাং সঙ্গিনীং কৃত্বা সুখেন সমগ্রবনং বিহর। তেনৈবাত্র ভ্রমণসৌখ্যং লভেথা ইতি।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্যমান কবিতাটি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড হইতে উৎকলিত ও পাঠ্যরূপে নির্বাচিত 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্' শীর্ষক কবিতাবলী হইতে গৃহীত।

স্বয়ং প্রত্যাখ্যান পূর্বক রামচন্দ্র শূর্পণখাকে লক্ষ্মণের সহিত বিবাহে প্ররোচিত করায়, রামের পরিহাস বুঝিতে অপটু সেই মায়াবিনী অতিমাত্রায় কাম-

মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের নিকট গিয়া নিজের সহিত বিবাহে তাহাকে প্ররোচিত করিতেছে।

শূর্পণখা লক্ষ্মণকে বলিল—'তুমি এত সুন্দর! আমিও অলৌকিক রূপ-লাবণ্যবতী রমণী। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইলে, তোমার এই রূপের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইবে। আরও দেখ, এই দণ্ডকারণ্য বিবিধ শোভা-সমন্বিত এবং সুবিশাল। এখানে তুমি একাকী বিচরণ করিলে, ইহার শোভা-সন্দর্শন কিছুমাত্র করিতে পারিবে না, বরং ক্লান্তি বোধ করিবে। প্রিয়জন সঙ্গে থাকিলে ভ্রমণজনিত কিছুমাত্র ক্লান্তিতো আসেই না, বরং বনের নানা সৌন্দর্য পরস্পরকে দেখাইলে উভয়ের চিত্তই সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে, সুতরাং ভ্রমণে কিছুমাত্র শ্রান্তি জন্মিবে না। অতএব তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গিনী করিয়া লও। এই বনের পথ, ঘাট এবং কোথায় কোন্ সৌন্দর্য আছে, সবই আমি জানি ; আমি প্রেয়সীরূপে তোমার সঙ্গিনী থাকিলে, তুমি এই সমগ্র বনভ্রমণের যথার্থ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে : অতএব আমাকেই তুমি বিবাহ কর।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অস্য—সর্বনামীয় বিশেষণ ; 'রূপস্য' পদের বিণ, 'ইদম্' শব্দ (ক্লীব) ষষ্ঠীর একবচন।

N. B. "ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টং সমীপতরবর্তি চৈতদোরূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ"॥

অর্থাৎ, নিকটস্থ ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে ইদম্, নিকটতরবর্তী বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে এতদ্, দূরস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে অদস্ এবং পরোক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে তদ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

রূপস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'তে' পদের সহিত সম্বন্ধ। রূপ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ; কিন্তু গুণ শব্দ পুংলিঙ্গ।

তে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; সম্বন্ধিপদ='ভার্যা'। বিকল্পে=তব।

যুক্তা—'ভার্যা' পদের কৃদন্ত বিশেষণ ; যুজ্+ক্ত (কর্তরি)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)। যুজ্ ধাতু (রুধাদিগণীয়) উভয়পদী ; যথা—যুনক্তি, যুঙ্ক্তঃ, যুঞ্জন্তি। যুঙ্ক্তে, যুঞ্জাতে, যুঞ্জতে ইত্যাদি।

ভার্যা—বিধেয় কর্তায় প্রথমা ; উদ্দেশ্য কর্তা 'অহম্'। (অহং তে যুক্তা ভার্যা ভবিষ্যামি)। ভৃ+ণ্যৎ, (কর্মণি)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)। ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্যঃ।

অহম্—উদ্দেশ্যকর্তায় প্রথমা ; ক্রিয়া—'ভবিষ্যামি'।

বরবর্ণিনী—'ভার্যা' পদের বিণ। বরঃ (=শ্রেষ্ঠঃ) বর্ণঃ=বরবর্ণঃ (কর্মধা) ; বরবর্ণঃ অস্যাঃ অস্তি ইতি বরবর্ণ+ইন্ (অস্ত্যর্থে) [=বরবর্ণিন্]+ঙীপ্, (স্ত্রিয়াম্)=বরবর্ণিনী ; নদীশব্দবৎ।

ময়া—সহযোগে তৃতীয়া, একবচন। সহ—অব্যয়।

সুখম্—ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া।

দণ্ডকান্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; গমনার্থক ধাতু মাত্রই সংস্কৃতে সকর্মক। বাঙ্গালা ভাষায় গমনার্থক ধাতু অকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যালয়ে যাইতেছে—'বিদ্যালয়ং গচ্ছতি' হইবে। 'বিদ্যালয়ে' এইরূপ সপ্তমী হইবে না।

বিচরিষ্যসি—ক্রিয়া ; কর্তা 'ত্বম্' উহ্য ; কর্ম 'দণ্ডকান্'। বি—চর্+লৃট্ স্যসি, ষত্ববিধানে বি (ই-কার) পূর্বক স, ষ হইয়াছে। বি—চর্+লট্= বিচরতি, বিচরতঃ, বিচরন্তি ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর। বরবর্ণিন্যা ময়া……যুক্তয়া ভার্যয়া ভবিষ্যতে।…সর্বে দণ্ডকাঃ (ত্বয়া) বিচরিষ্যন্তে।

অনুবাদ। "আমি রমণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সুতরাং আমিই তোমার এই রূপের যোগ্যা ভার্যা। তুমি আমার সহিত সুখে এই দণ্ডকারণ্যে বিহার করিবে।"

Trans. "I am the best of all women, so I am the worthy wife of your such grace. Thou wouldst roam with me happily in this Dandaka forest."

এবমুক্তস্তু……যুক্তমব্রবীৎ॥ (শ্লোক ৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। এবম্ উক্তঃ তু সৌমিত্রিঃ রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদঃ।
ততঃ শূর্পণখীম্ স্মিত্বা লক্ষ্মণঃ যুক্তম্ অব্রবীৎ॥

সারাংশ। রাক্ষসী লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ স্মিতহাস্যে শূর্পণখাকে কহিলেন।

অন্বয়। ততো রাক্ষস্যা এবম্ উক্তঃ বাক্যকোবিদঃ সৌমিত্রিঃ তু স্মিত্বা শূর্পণখীং যুক্তম্ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) রাক্ষস্যা (রাক্ষসী কর্তৃক) এবম্ (এইরূপ উক্তঃ (কথিত হইয়া) বাক্যকোবিদঃ (বাক্যপটু) সৌমিত্রিঃ (সুমিত্রানন্দন) তু (কিন্তু) স্মিত্বা (ঈষদ্ হাস্য করিয়া) শূর্পণখীম্ (শূর্পণখাকে) যুক্তম্ (যুক্তিপূর্ণ বাক্য) অব্রবীৎ (কহিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (অনন্তরম্) রাক্ষস্যা (নিশাচর্য্যা) এবম্ (ঈদৃশম্) উক্তঃ (কথিতঃ) বাক্যকোবিদঃ (বচনরচনাচতুরঃ, বাক্পটুঃ) সৌমিত্রিঃ তু (সুমিত্রানন্দনঃ তু) স্মিত্বা (স্ময়মানঃ, ঈষৎ হাস্যং কুর্বন্) শূর্পণখীম্ (শূর্পবৎনখবিশিষ্টাম্ রাক্ষসীম্) যুক্তম্ (যুক্তিপূর্ণং বাক্যম্) অব্রবীৎ (উবাচ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

এবম্—অব্যয়, অর্থ এইরূপ (thus)।

উক্তঃ—'সৌমিত্রিঃ' পদের কৃদন্ত বিশেষণ। ব্রূ বা বচ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হওয়ায়, কর্মপদ 'সৌমিত্রিঃ'-এর লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তু—অব্যয়।

সৌমিত্রিঃ—'লক্ষ্মণঃ' পদের পরিচায়ক বিশেষণ ; সুমিত্রায়াঃ অপত্যং পুমান্ ইতি সুমিত্রা+ঞি (অপত্যার্থে)=সৌমিত্রি বা সৌমিত্র, উভয় শব্দেই লক্ষ্মণকে বুঝায়।

রাক্ষস্যা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া ; ক্রিয়া 'উক্তঃ'। রক্ষস্+অণ্ (স্বার্থে) [=রাক্ষস]+ঙীপ্=রাক্ষসী ; নদীশব্দবৎ। ৩য়া ১বচন=রাক্ষস্যা।

বাক্যকোবিদঃ—'লক্ষ্মণঃ' পদের বিশেষণ ; কু (শব্দ করা)+ডিচ্ (কর্তরি) —কো (যাহা শব্দ করে বা শিক্ষা দেয়) ; কো+বিদ্ (জানা)+ক (কর্তরি) =কোবিদঃ (পণ্ডিত, জ্ঞানী, দক্ষ প্রভৃতি)। বচ্+ণ্যৎ=বাক্য (বাক্য অর্থে কথা বুঝাইলে বচ্ ধাতুর চ্ স্থানে ক হয়)। অন্যত্র বচ্+ণ্যৎ=বাচ্য (বলার যোগ্য)। বাক্যে কোবিদঃ (সপ্তমীতৎপুরুষ)। ততঃ—অব্যয়।

শূর্পণখীম্—মুখ্য কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'। N B. ইহা আর্ষ প্রয়োগ অর্থাৎ মহাকবি প্রয়োগ ; রামায়ণে শূর্পণখাকে বহুস্থলে শূর্পণখী বলা হইয়াছে। শূর্পবৎ নখ যে রমণীর এই অর্থ ধরিলে ঙীপ্ প্রত্যয় হয় বটে, কিন্তু সংজ্ঞা অর্থ (রাবণের ভগিনী) না হইলে ণত্ব হয় না। সুতরাং শূর্পণখী আর্ষপ্রয়োগ।

স্মিত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া। কর্তা 'লক্ষ্মণঃ'। স্মি (ঈষদ্ হাস্য করা) +ক্ত্বাচ্, স্মি ধাতু (লট্)=স্ময়তি, স্ময়ত, স্ময়ন্তি ইত্যাদি।

লক্ষ্মণঃ—কর্তার প্রথমা ; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

যুক্তম্—গৌণকর্মে দ্বিতীয়া ; 'অব্রবীৎ' ক্রিয়ার কর্ম। যুজ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

অব্রবীৎ—ক্রিয়াপদ ; কর্তা 'লক্ষ্মণঃ', কর্ম 'শূর্পণখীম্' ও 'যুক্তম্'। ব্রূ+লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর। ··বাক্যকোবিদেন সৌমিত্রিণা ··এবমুক্তেন···শূর্পণখী······ ·· ঔচ্যত।

অনুবাদ। তারপর রাক্ষসী কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বাক্যপটু সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, ঈষৎ হাস্য করিয়া শূর্পণখাকে যুক্তিপূর্ণ বাক্যে কহিলেন।

Trans. Then being addressed by Rakshashi thus Sumitra's son Lakshmana, expert in speech, smiled a little and told unto Shurpanakha with reasonable words.

কথং দাসস্য······ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনি॥ (শ্লোক ৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। কথম্ দাসস্য মে দাসী ভার্যা ভবিতুম্ ইচ্ছসি।
সঃ অহম্ আর্যেণ পরবান্ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনি॥

সারাংশ। হে কমলবর্ণে! আমি আমার ভ্রাতার দাস, কিজন্য তুমি দাসের স্ত্রী হইতে চাহিতেছ?

অন্বয়। হে কমলবর্ণিনি! কথং দাসস্য মে দাসী ভার্যা ভবিতুমিচ্ছসি? সঃ অহম্ আর্যেণ ভ্রাত্রা পরবান্ (অস্মি)।

শব্দার্থ। কমলবর্ণিনি (হে কমলবর্ণা সুন্দরি) কথম্ (কিজন্য) দাসস্য মে (দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বনকারী আমার) দাসী ভার্যা (দাসীরূপিণী ভার্যা) ভবিতুম (হইতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ)? (যতঃ) সঃ অহম্ (সেই আমি) আর্যেণ ভ্রাত্রা (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক) পরবান্ (পরাধীন)।

সংস্কৃত অর্থ। কমলবর্ণিনি (হে কমলবর্ণে!) কথম্ (কিমর্থম্) দাসস্য (ভৃত্যস্য) মে (মম) দাসী (পরিচারিকারূপিণী) ভার্যা (পত্নী) ভবিতুম্ ইচ্ছসি (ভবিতুম্ কাময়সে) সঃ অহম্ (এতাদৃশঃ দাসঃ অহম্) আর্যেণ ভ্রাত্রা (পূজনীয়জ্যেষ্ঠেন) পরবান্ (পরাধীনঃ অস্মি)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকি-রামায়ণাখ্যস্য মহাকাব্যস্য অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশসর্গমধ্যে পাঠ্যতয়া চ নির্দিষ্টে "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্" নাম প্রসঙ্গে দৃশ্যতে।

কামাতুরা রাক্ষসী শূর্পণখা রামস্য ভার্যাত্বং কাময়মানা সীতাপতিনা রাঘবেণ প্রত্যাখ্যাতা। ততঃ সা পরিহাসং কর্তুমিচ্ছতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্যৈব কৌশলক্রমেণ তদনুজস্য লক্ষ্মণস্য সমীপং গত্বা সাগ্রহং তং পতিত্বেন বরিতুং প্রার্থিতবতী।

শূর্পণখয়া সহ লক্ষ্মণস্য পরিণয়েন লক্ষ্মণস্যাপি সুখসৌভাগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি ইতি প্রলোভনবাক্যঞ্চ অবদৎ। তদা লক্ষ্মণোঽপি শূর্পণখয়া সহ পরিহাসং কর্তুমিচ্ছন্ আহ কথং দাসস্যেতি। অহং চিরাদেব মম জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য ভৃত্যঃ। সদৈব অহং তস্য আজ্ঞানুবর্তী। ন হি মে কাপি স্বাধীনতা। ত্বং চেৎ মম ভার্যা ভবিষ্যসি তদা তবাপি দাসীভাবেন অবস্থানম্ অবশ্যম্ভাবী। অয়ি কমল-মনোরমকান্তে সুন্দরি! ত্বাদৃশরূপলাবণ্যশালিরমণ্যা দাসীভাবঃ কথমপি ন যুজ্যতে। স চ দাসীভাবঃ অতীব লজ্জাজনকঃ, নিতরাং দুঃখজনকঃ। অতস্ত্বম্ এতাদৃশাৎ অভিলাষাৎ মনো নিবর্তয়। ময়া সহ পরিণয়ে তব চিরজীবনং দুঃখমেব ভবিষ্যতি। ন হি কলামপি সুখস্য সম্ভাবনাং পশ্যামি।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য শ্লোকটি বাল্মীকি রামায়ণের অন্তর্গত "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্" শীর্ষক নিবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শূর্পণখা লক্ষ্মণের সৌন্দর্য ও গুণগরিমায় বিমোহিত হইয়া, লক্ষ্মণের নিকট গমনপূর্বক তাহার সহিত বিবাহ হইলে লক্ষ্মণের কতখানি সুখ ও সৌভাগ্য হইবে, ইহা যখন লক্ষ্মণকে জানাইল, তখন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া শূর্পণখাকে কহিলেন—

'আমি চিরদিন আমার অগ্রজ শ্রীরামের দাসত্ব করিয়া আসিতেছি। যাহারা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, তাহাদের নিজস্ব সুখ, সৌভাগ্যের দিকেও তাহারা দৃষ্টি দিতে পারে না, কারণ প্রভুর আজ্ঞাপালন এবং সন্তোষবিধানই দাসের একমাত্র কর্তব্য কার্য। আমিও দাস বলিয়া আমারও নিজের সুখ, সৌভাগ্য বলিয়া কিছুই নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তবে তুমিও দাসীতে পরিণত হইবে। দাসের পত্নী দাসী; তাহার অন্য পরিচয় নাই। অয়ি মনোরম কান্তি সুন্দরি! তোমার যেরূপ রূপলাবণ্য, তাহাতে তুমি একজন দাসের পত্নী হইবে, ইহা নিতান্তই অসমীচীন। কারণ দাসের ন্যায় দাসীর জীবনও অত্যন্ত লজ্জাজনক ও দুঃখকর। তাই, তুমি এইরূপ অসদ্ অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত হও। কেননা আমার সহিত তোমার বিবাহ হইলে, তোমাকে সারাজীবন দুঃখে অতিবাহিত করিতে হইবে। যে সুখ-সৌভাগ্যের কথা তুমি মনে করিতেছ, তাহার লেশ-মাত্রও তুমি পাইবে না। অতএব তুমি এ অভিলাষ পরিত্যাগ কর।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কথম্—অব্যয়। কিজন্য বা প্রশ্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিম্+থম্ (প্রকারার্থে)।

দাসস্য—'মে' পদের বিশেষণ। মে—সম্বন্ধে ষষ্ঠী; সম্বন্ধি পদ='ভার্যা'।

দাসী—'ভার্যা' পদের বিণ। দাস+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্); নদীশব্দবৎ।

ভার্যা—বিধেয় কর্তায় প্রথমা; উদ্দেশ্য কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। ভৃ+ণ্যৎ।

ভবিতুম্—অসমাপিকা ক্রিয়া; কর্তা 'ত্বম্', ভূ+তুমুন্।

ইচ্ছসি—ক্রিয়া; কর্তা 'ত্বম্'। ইষ্+লট্ সি। ইষ্ ধাতুর অর্থ ইচ্ছা করা রূপ (লট্)—ইচ্ছতি, ইচ্ছতঃ, ইচ্ছন্তি ইত্যাদি।

সঃ—অহম্' পদের বিশেষণ। অহম্—কর্তরি প্রথমা; ক্রিয়া 'অস্মি' উহ্য।

আর্যেণ—'ভ্রাত্রা' পদের বিণ। ঋ+ণ্যৎ=আর্য। পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্বশুর প্রভৃতিকে আর্য বলিয়া উল্লেখ করা সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি।

পরবান্—'অহম্' পদের বিণ। পর+বতুপ্=পরবৎ, শ্রীমৎ শব্দবৎ।

ভ্রাত্রা—করণ বিবক্ষায় তৃতীয়া; বাস্তবিক এখানে করণ কারক ব্যাকরণসম্মত নহে, এখানে 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' সমীচীন হইত। তথাপি "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি" এইরূপ আদর্শ থাকায় কারণ বিবক্ষা হইয়াছে।

কমলবর্ণিনি—সম্বোধন পদ। কমলস্য (পদ্মস্য) বর্ণঃ=কমলবর্ণঃ (ষষ্ঠীতৎ); কমলবর্ণঃ অস্মিন্ অস্তি ইতি কমলবর্ণ+ইন্=কমলবর্ণিন্; (স্ত্রীলিঙ্গে) =কমলবর্ণিনী। সম্বোধনে কমলবর্ণিনি।

বাচ্যান্তর।...... দাস্যা ভার্যয়া...ইষ্যতে। তেন...ময়া...পরবতা ভ্রাত্রা... ভূয়তে।

অনুবাদ। 'হে কমলবর্ণে! আমি আর্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের অধীন দাস, অতএব তুমি আমার স্ত্রী হইয়া দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন?

Trnas. 'Oh Lady of rosy complexion! I am the slave of my reverred brother Ramachandra. So why dost thou long to be female-slave by marrying me?

সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা......ভার্যা ভব যবীয়সী॥ (শ্লোক ১০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা মুদিতা অমলবর্ণিনী।
আর্যস্য ত্বম্ বিশালাক্ষি ভার্যা ভব যবীয়সী॥

সারাংশ। হে বিশালাক্ষি! তুমি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভার্যা হইয়া মনোরথ সফল কর।

অন্বয়। বিশালাক্ষি! অমলবর্ণিনী ত্বম্ সমৃদ্ধার্থস্য আর্যস্য যবীয়সী ভার্যা (ভূত্বা) মুদিতা (সতী) সিদ্ধার্থা ভব।

শব্দার্থ। বিশালাক্ষি! (হে বিশালনয়নে) অমলবর্ণিনী (মনোরম বর্ণ বিশিষ্টা) ত্বম্ (তুমি) সমৃদ্ধার্থস্য আর্যস্য (সফল মনোরথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) যবীয়সী (কনিষ্ঠা) ভার্যা (পত্নী) ভূত্বা (হইয়া) মুদিতা (আনন্দিত হ ??) সিদ্ধার্থা (সফল মনোরথ) ভব (হও)।

সংস্কৃত অর্থ। বিশালাক্ষি! (হে বিশালনয়নে) অমলবর্ণিনী ত্বম্ (নির্মলবর্ণা ত্বম্) সমৃদ্ধার্থস্য (সফলকামস্য) আর্যস্য (পূজ্যজ্যেষ্ঠস্য) যবীয়সী (কনীয়সী) ভার্যা (পত্নী) ভূত্বা (জাতা) মুদিতা (আনন্দিতা সতী) সিদ্ধার্থা (সফলপ্রয়োজনা) ভব (এধি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সমৃদ্ধার্থস্য—'আর্যস্য' পদের বিণ। সম্ (অতিশয়েন) ঋদ্ধঃ=সমৃদ্ধঃ (প্রাদিতৎপুরুষ), সমৃদ্ধঃ অর্থঃ (প্রয়োজনম্) যস্য (বহুব্রীহি), তস্য। অথবা, সমৃদ্ধঃ (উৎপন্নঃ) অর্থঃ (ধনম্) যস্য (বহুব্রীহি) তস্য; সম্পত্তিযুক্তস্য ইত্যর্থঃ।

সিদ্ধার্থা—বিধেয় বিশেষণ; উদ্দেশ্য পদ 'ত্বম্'। সিদ্ধঃ (সম্পন্নঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং) যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি)।

মুদিতা—'ত্বম্' পদের বিণ। মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) [=মুদিত]+আপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)। মুদ্ ধাতু অকর্মক বলিয়াই কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' হইয়াছে। রূপ—মোদতে, মোদেতে মোদন্তে ইত্যাদি।

অমল-বর্ণিনী—'ত্বম্' পদের বিণ। ন (অবিদ্যমানম্) মলং যস্মিন্ ইতি অমলঃ (নঞ্ বহুব্রীহি); অমলঃ বর্ণঃ (কর্মধারয়); অমলবর্ণঃ অস্যা অস্তি ইতি অমলবর্ণ+ইন্ (অস্ত্যর্থে)+অমলবর্ণিন্+ঙীপ্ (স্ত্রীত্বে)। নদীশব্দবৎ।

আর্যস্য—সম্বন্ধে ষষ্ঠী; অর্থ (শ্রেষ্ঠ, পূজ্য)।

ত্বম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভব' ও 'ভূত্বা'।

বিশালাক্ষি—সম্বোধন। বিশালে অক্ষিণী যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তৎসম্বোধন। বিশালাক্ষি+অচ্ "বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্" (ষচ্) ইতি সমাসান্ত ষচ্ (অ) প্রত্যয়=বিশালাক্ষ। (স্ত্রীলিঙ্গে)=বিশালাক্ষী, নদীশব্দবৎ।

ভার্যা—ত্বম্ পদের বিধেয় বিশেষণ। ভৃ+ণ্যৎ, আপ্ (স্ত্রীত্বে)।

ভব—ক্রিয়া ; কর্তা 'ত্বম্'। ভূ+লোট্ হি।

যবীয়সী—'ভার্যা' পদের বিণ। যুবন্+ঈয়সুন্ [=যবীয়স্]+ঙীপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে) ; বিকল্পে 'কনীয়সী'ও হইতে পারে।

বাচ্যান্তর।......অমলবর্ণিন্যা ত্বয়া...যবীয়স্যা ভার্যয়া...মুদিতয়া (সত্যা) সিদ্ধার্থয়া ভূয়তাম্।

অনুবাদ। 'হে বিশালাক্ষি! তোমার গাত্রের বর্ণে মালিন্যের লেশমাত্র নাই। তুমি সফল মনোরথ আর্য রামচন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্নী হইয়া সফলমনোরথা ও প্রীতা হও।

Trans. 'Oh lady of broadened eyes! Your complexion is stainless; be thou the younger wife of Ramachandra, whose desires have been fulfilled, and thereby attainst thou thine desires fulfilled and be satisfied.

এতাং বিরূপাম্.........ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি ॥ (শ্লোক ১১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। এতাম্ বিরূপাম্ অসতীম্ করালাম্ নির্ণতোদরীম্।
ভার্যাম্ বৃদ্ধাম্ পরিত্যজ্য ত্বাম্ এব এষঃ ভজিষ্যতি ॥

N. B. এই শ্লোকটিতে শ্লেষ অলংকারের প্রয়োগ আছে, একই শব্দের দুইটি বিপরীত অর্থযুক্ত পদের প্রয়োগকে শ্লেষ অলংকার বলে।

সারাংশ। ইনি এই কুরূপা অসতী বৃদ্ধা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। (ইনি তোমাকে ত্যাগ করিয়া পত্নীকেই ভজনা করিবেন)।

অন্বয়। এতাং বিরূপাম্ অসতীং নির্ণতোদরীম্ করালাং বৃদ্ধাং ভার্যাং পরিত্যজ্য এষ ত্বামেব ভজিষ্যতি। (অথবা এষঃ ত্বাং পরিত্যজ্য বিরূপাম্... ভার্যাং ভজিষ্যতি)।

শব্দার্থ। এতাম্ বিরূপাম্ (এই বিগতরূপা, এই বিশিষ্টরূপা), অসতীম্ (চরিত্রহীনা, পার্বতীতুল্যা), করালাম্ (ভীষণদশনা, জ্যোতির্ময়ী), নির্ণতোদরীম্) (স্থূলোদরী ; অতি ক্ষীণোদরী) বৃদ্ধাং ভার্যাম্ (প্রাচীনা পত্নীকে, বিদুষী পত্নীকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) এষঃ (ইনি, এই রামচন্দ্র) ত্বামেব (তোমাকেই) ভজিষ্যতি (ভজনা করিবেন, গ্রহণ করিবেন)।

সংস্কৃত অর্থ। এতাম্ (ইমাম্) বিরূপাম্ (বিগতরূপাম্, বিশিষ্টরূপাম্), অসতীম্ (চরিত্রহীনাম্, সত্যাঃ ঈষদূনাম্, পার্বতীতুল্যাম্ ইত্যর্থঃ), করালাম্

(দন্তুরাম্, দীপ্তিময়ীং), নির্ণতোদরীম্ (স্থূলোদরীম্, অতিক্ষীণোদরীং), বৃদ্ধাম্ (বার্ধক্যযুক্তাম্, বিদুষীং), ভার্যাম্ (পত্নীম্) পরিত্যজ্য (বিহায়) ত্বাম্ এব (ভবতীম্ এব) ভজিষ্যতি (পত্নীত্বেন গ্রহীষ্যতি)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকিরামায়ণস্য অরণ্যকাণ্ডমধ্যে অষ্টাদশ-সর্গে শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনপ্রসঙ্গাৎ পাঠ্যতয়া চ নির্বাচিতাদ্ উৎকলিতঃ।

অনেন চ পরিহাসপটুলক্ষ্মণঃ রামস্য পূর্বপত্নীং সীতাং নিন্দীকৃত্য শূর্পণখা-গ্রহণে রামস্য যৌক্তিকতাং প্রদর্শ্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যেন চ বিদ্যমানায়াং গুণবত্যাং ভার্যায়াং শূর্পণখামেব রামঃ বর্জয়িষ্যতীতি কথয়তি—

লক্ষ্মণেনোক্তম্—হে বিশালাক্ষি! যদ্যপি রামস্য পূর্বপরিণীতা ভার্যা ইহৈব বর্ততে, তথাপি রামেণ সহ তব পরিণয়ে কাপি বাধা ন দৃশ্যতে। অয়ং মে জ্যেষ্ঠঃ চরিত্রবান্, সুন্দরাকৃতিস্তরুণশ্চ। সর্বথা তবানুরূপঃ। তস্য পূর্বপরিণীতা সীতা তু বিগতযৌবনা, দুশ্চরিত্রা, স্থূলোদরত্বাৎ ভয়ঙ্করমূর্তিঃ কুরূপা চ। কোঽপি মন্দধীঃ পুরুষ এতাদৃগ্‌দোষদুষ্টয়া ভার্যয়া সহ নিরুদ্বেগং স্থাতুং নেচ্ছতি। সুখং তু দূরে আস্তাম্। যত্র ভবাদৃশী সর্বগুণশালিনী সৌন্দর্যময়ী রমণী বরমালা-মাদায় সাগ্রহমপেক্ষতে তত্র বিকৃতবুদ্ধিরপি পুমান্ প্রাক্ পরিণীতামপি তাদৃশীং পত্নীং বিহায় ত্বামেব বরিষ্যতি পত্নীত্বেন। অতস্ত্বং আশ্বস্তা ভব। অয়ং ধ্রুবমেব ত্বাং গ্রহীষ্যতি। এনাং সীতাঞ্চ বর্জয়িষ্যতি।

পক্ষান্তরে চ এব রামস্ত্বাং প্রত্যাখ্যায় বিশিষ্টরূপাং পার্বতীতুল্যাং জ্যোতির্ময়ীং সুক্ষ্মোদরীং বিদুষীং ভার্যাং সীতামেব ভজিষ্যতি। ত্বয়া সাগ্রহং প্রার্থিতোঽপি অয়ং সুচরিতঃ পরমসুন্দরস্তরুণো রামঃ ত্বামেব বিহাস্যতি, এনাঞ্চ ন কদাপি পরিত্যক্ষতি ইতি ভাবঃ। লক্ষ্মণমুখেন মাতৃতুল্যায়াঃ সীতায়াঃ "অসতী বিরূপাঙ্গীতি" নিন্দাভাষণম্ অযুক্তমিতি শ্লেষেণান্বয়ো বোধ্যঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য শ্লোকটি বাল্মীকি রামায়ণের অন্তর্গত অরণ্য-কাণ্ডস্থ 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এখানে পরিহাসনিপুণ লক্ষ্মণ, শ্লেষপূর্ণবাক্যে শূর্পণখাকে বুঝাইতেছেন—'রামচন্দ্রের পূর্বপত্নী সীতা রামের সহিত অবস্থান করিলেও তিনি সীতাকে ছাড়িয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন।' পক্ষান্তরে বাক্‌বৈচিত্র্যে এইরূপ সর্বগুণের অধিকারিণী সীতাকে ভজনা করিয়া শূর্পণখাকেই ত্যাগ করিবেন; ইহাও বলিতেছেন।

লক্ষ্মণ বলিলেন—'হে বিশালাক্ষি! রামচন্দ্রের পূর্ব-পরিণীতা পত্নী সীতা যদিও রামের সহিত এখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি আর্যের সহিত

তোমার বিবাহে কিছুমাত্র বাধা দেখি না। কারণ, আমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সচ্চরিত্র, রমণীয়-কান্তি ও যুবক। কিন্তু ইহার পূর্বপত্নী সীতা বিগত-যৌবনা, কুরূপা, চরিত্রহীনা এবং স্থূলোদর বলিয়া ভয়ঙ্করমূর্তি। কোন্ মূর্খ পুরুষ এইরূপ রমণীর সহিত চিরকাল সুখে এবং নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে চায়? বিশেষতঃ তোমার ন্যায় সর্বগুণশালিনী রমণী যে ক্ষেত্রে বরমাল্য হাতে লইয়া পতিত্বে বরণ করিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং তুমি আশ্বস্ত হও; আমার অগ্রজ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্বিধায় তোমাকেই পত্নীত্বে বরণ করিবেন।'

"ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি" অর্থাৎ পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা ভাষণ দোষাবহ নহে, তথাপি দেবীস্বরূপা মাতৃতুল্যা সীতা সম্পর্কে পরিহাসচ্ছলেও অসতী, কুরূপা প্রভৃতি উক্তি লক্ষ্মণের পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন, সুতরাং ইহা লক্ষ্মণের শ্লেষপূর্ণ বাক্য। লক্ষ্মণের কথার তাৎপর্য—'রামচন্দ্র বিশিষ্ট রূপবতী, সুমোদরী, পার্বতী-তুল্যা নিজের জ্যোতিতে উজ্জ্বল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা এবং বিদুষী এই ভার্যাকেই ভজনা করিবেন। ইহাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। তোমাকেই পরিত্যাগ করিবেন।

ব্যাকরণ, শব্দটীকা ইত্যাদি

এতাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। এতৎ (স্ত্রী) দ্বিতীয়ার একবচন।

বিরূপাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। বি (বিগতম্) রূপম্ যস্যাঃ (বহুব্রীহি), তাম্। (প্রকৃত অর্থ)—বি (বিশিষ্টম্) রূপং যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্। অতিরূপবতীমিত্যর্থঃ।

অসতীম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। সৎ+ঙীপ্ (স্ত্রীত্বে)=সতী (সচ্চরিত্রা); ন সতী (নঞ্ তৎপুরুষ);=অসতী (দুশ্চারিণী) তাম্।

প্রকৃত অর্থ=সত্যাঃ (পার্বত্যাঃ) ঈষদূনা ইতি অসতী, পার্বতীকল্পা ইত্যর্থঃ। "তৎ সাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ"॥ যেমন—ন ব্রাহ্মণ=অব্রাহ্মণ—ইহার অর্থ 'ব্রাহ্মণ নয়' এরূপ নহে, এখানে 'অব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ—ব্রাহ্মণ সদৃশ। সেইরূপ 'অসতী' অর্থ সতীর সদৃশ অর্থাৎ পার্বতীর তুল্য।

করালাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। করাল অর্থ ভয়াবহ, ভীষণ। (প্রকৃত অর্থ)=করেণ (দীপ্ত্যা) আলাম্ (=উজ্জ্বলাম্) (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। 'জ্যোতির্ময়ীম্' ইত্যর্থঃ।

নির্ণতোদরীম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। (সরল অর্থ)=নতম্ উদরম্ (কর্মধারয়)=নতোদরম্। নিঃ (নাস্তি) নতোদরম্ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্। স্থূলোদরীম্ ইত্যর্থঃ। (প্রকৃত অর্থ)=নিঃ (নিঃশেষেণ) নতম্=নির্ণতম্ (প্রাদি সমাস)= নির্ণতম্ (অতিসূক্ষ্মম্) উদরম্ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্। 'সূক্ষ্মোদরাম্' ইত্যর্থঃ।

বৃদ্ধাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। সরল অর্থ=গতযৌবনাম্। প্রকৃত অর্থ =বিদুষীম্।

ভার্যাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া—নিন্দা পক্ষে 'পরিত্যজ্য' এবং প্রকৃত অর্থে 'ভজিষ্যতি'।

পরিত্যজ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া; পরি—ত্যজ্ +ল্যপ্।

এষঃ—কর্তরি প্রথমা; ক্রিয়া 'ভজিষ্যতি'।

ত্বাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া নিন্দাপক্ষে 'ভজিষ্যতি', প্রকৃত অর্থে 'পরিত্যজ্য'।

ভজিষ্যতি—সমাপিকা ক্রিয়া, কর্তা 'এষঃ'। ভজ্ ধাতু উভয়পদীয়; ভজতি, ভজতে ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর।.........এতেন ত্বম্.........ভজিষ্যসে।

অনুবাদ (সরল অর্থ—যাহা শূর্পণখা বুঝিল)—'এই বিগত-যৌবনা, কুরূপা, স্থূলোদরী, দুশ্চারিণী এবং ভয়ঙ্করাকৃতি বৃদ্ধভার্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি তোমাকেই গ্রহণ করিবেন।

(**প্রকৃত অর্থ**)—'ইনি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরূপা, পার্বতীসদৃশ, সূক্ষ্মোদরা, জ্যোতির্ময়ী, বিদুষী পত্নীকেই গ্রহণ করিবেন।

Trans. (Simple sense)—'He will reject this past-youth, ugly, bulky, of unchaste character, fierce looking wife and adore you.

(**Real sense**)—'He will reject you and adore his wife of matchless beauty, who is like Parvati herself, slender, bright and learned.

কোহি রূপমিদম্......কুর্যাদ্ভাবং বিচক্ষণঃ॥ (শ্লোক ১২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। কঃ হি রূপম্ ইদম্ শ্রেষ্ঠম্ সন্ত্যজ্য বরবর্ণিনি।
মানুষীষু বরারোহে কুর্যাৎ ভাবম্ বিচক্ষণঃ॥

সারাংশ। হে অমলবর্ণে! কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ সৌন্দর্য প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষীর সহিত প্রণয় করিতে চায়?

অন্বয়। (হে) বরবর্ণিনি, বরারোহে! বিচক্ষণঃ কোহি শ্রেষ্ঠং রূপম্ ইদং সন্ত্যজ্য মানুষীষু ভাবং কুর্যাৎ? (ন কোঽপি কুর্যাৎ ইত্যর্থঃ)।

শব্দার্থ। বরবর্ণিনি (হে সুন্দরবর্ণে) বরারোহে (হে উত্তমনিতম্বে) বিচক্ষণঃ (বুদ্ধিমান্) কোহি (কোন্ ব্যক্তি) শ্রেষ্ঠম্ (অত্যুত্তম) রূপমিদম্ (এই রূপকে) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) মানুষীষু (মানবগর্ভজাত রমণীতে) ভাবম্ (প্রণয়) কুর্যাৎ (করিতে চায়)?

সংস্কৃত অর্থ। বরবর্ণিনি (শ্রেষ্ঠবর্ণে) বরারোহে (উত্তমনিতম্বে) বিচক্ষণঃ (প্রাজ্ঞঃ) কোহি (কোঽপি পুমান্) শ্রেষ্ঠং (বরিষ্ঠম্) রূপম্ ইদম্ (ইমাম্ আকৃতিম্) সন্ত্যজ্য (বিহায়) মানুষীষু (মানবগর্ভজাতাসু) ভাবম্ (প্রণয়ম্) কুর্যাৎ (বিদধ্যাৎ)?

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

কঃ—সর্বনামীয় বিশেষণ; বিশেষ্য 'প্রাজ্ঞঃ' পদের বিশেষণ। হি—অব্যয়।

রূপম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া 'সন্ত্যজ্য'। ইদম্—'রূপম্' পদের বিণ।

শ্রেষ্ঠম্—'রূপম্' পদের বিণ। প্রশস্য+ইষ্ঠন্=শ্রেষ্ঠম্ (প্রশস্য+ইষ্ঠ= জ্যেষ্ঠও হইতে পারে)। প্রশস্য+ঈয়সুন্=শ্রেয়স্, জ্যায়স্।

সন্ত্যজ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া; সম্—ত্যজ্+ল্যপ্।

বরবর্ণিনি—সম্বোধন; বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) বর্ণঃ=বরবর্ণঃ (কর্মধারয়); বরবর্ণঃ অস্যাঃ অস্তি ইতি বরবর্ণ+ইন্ (অস্ত্যর্থে), [=বরবর্ণিন্+ঙীপ্] (স্ত্রিয়াম্) বরবর্ণিনী। সম্বোধনে ই-কার যুক্ত বরবর্ণিনি।

মানুষীষু—বিষয়াধিকরণে সপ্তমী; মানুষ+ঙীপ্=মানুষী।

বরারোহে—সম্বোধন; আ—রুহ্+অল্ (কর্মণি)=আরোহঃ (স্ত্রীনিতম্ব)। বরঃ আরোহঃ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তৎসম্বোধনে।

কুর্যাৎ—সমাপিকা ক্রিয়া; কর্তা 'বিচক্ষণঃ'; কৃ+বিধিলিঙ্ যাৎ।

ভাবম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া 'কুর্যাৎ'। ভূ+ঘঞ্ (ভাবে)। ভাব শব্দের অর্থ এখানে কাম বা প্রণয় বা অনুরাগ।

বিচক্ষণঃ—কর্তরি প্রথমা; ক্রিয়া 'কুর্যাৎ'। বি—চক্ষ্ (বলা, দেখা)+অন (কর্তরি)=বিচক্ষণঃ (বিশেষদ্রষ্টা অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তি)।

বাচ্যান্তর।……বিচক্ষণেন কেন…… ভাবঃ ক্রিয়েত। . .

অনুবাদ। 'হে সুন্দরবর্ণে! সুনিতম্বে! কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ রূপকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যগর্ভজাতা রমণীতে অনুরক্ত হইতে পারে?'

Trans. 'Oh lady of fair complexion and slender waste! Is there any wise man who will reject this excellent beauty and give his love to a earthly woman?'

ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা……পরিহাসাবিচক্ষণা॥ (শ্লোক ১৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইতি সা লক্ষ্মণেন উক্তা করালা নির্ণতোদরী। মন্যতে তদ্বচঃ সত্যম্ পরিহাসাবিচক্ষণা॥

সারাংশ। লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে অসমর্থা সেই রাক্ষসী সৌমিত্রির বাক্যকে যথার্থ মনে করিল।

অন্বয়। নির্ণতোদরী করালা পরিহাসাবিচক্ষণা সা লক্ষ্মণেন ইতি উক্তা তদ্বচঃ সত্যং মন্যতে।

শব্দার্থ। নির্ণতোদরী (অতিস্থূলোদরী) করালা (ভীষণদর্শনা) পরিহাসাবিচক্ষণা (লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে অপটু) সা (সেই রাক্ষসী) লক্ষ্মণেন (সৌমিত্রি কর্তৃক) ইতি (এই প্রকার) উক্তা (কথিত হইয়া) তদ্বচঃ (তাঁহার অর্থাৎ লক্ষ্মণের কথাকে) সত্যম্ (যথার্থ) মন্যতে (মনে করিল)।

সংস্কৃত অর্থ। নির্ণতোদরী (অতিস্থূলোদরী) করালা (দন্তুরা) পরিহাসাবিচক্ষণা (লক্ষ্মণস্য পরিহাসং বোদ্ধুম্ অশক্তবতী) সা (অসৌ শূর্পণখা) তদ্বচঃ (লক্ষ্মণস্য বচনম্) সত্যম্ (যথার্থম্) মন্যতে (চিন্তয়তি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইতি—অব্যয়।

সা—'শূর্পণখা' (উহ্য) পদের বিণ, বা কর্তরি প্রথমা; ক্রিয়া 'মন্যতে'। ইহা 'উক্তা' ক্রিয়ার গৌণকর্ম ও 'মন্যতে' ক্রিয়ার কর্তা।

লক্ষ্মণেন—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ক্রিয়া 'উক্তা'।

উক্তা—'শূর্পণখা' পদের কৃদন্ত বিণ। ব্রূ বা বচ্+ক্ত (কর্মণি)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

করালা—'সা' পদের বিশেষণ; করাল+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)=করালা (=বিকটদন্তী)।

নির্ণতোদরী—'সা' পদের বিশেষণ। নতম্ উদরম্ ইতি নতোদরম্, (কর্মধারয়); নিঃ (নাস্তি) নতোদরং যস্যাঃ (নঞ্ বহুব্রীহি)=নির্ণতোদরী। 'র্'-এর পর ন ণ হইয়াছে। অর্থ স্থূলোদরী।

মন্যতে—ক্রিয়া; কর্তা 'সা'; কর্ম 'তদ্বচঃ'। মন্ (দিবাদি)+লট্-তে।

তদ্বচঃ—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া 'মন্যতে'। তস্য (লক্ষ্মণস্য) বচঃ (ষষ্ঠীতৎ), তৎ। 'বচস্' শব্দের রূপ—বচঃ, বচসী, বচাংসি।

সত্যম্—'তদ্বচঃ' এই কর্মের বিধেয়; (তদ্বচঃ সত্যং মন্যতে)। সত্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। অথবা—তদ্বচসঃ সত্যম্ [যাথার্থ্যম্], (ষষ্ঠী তৎ)। এপক্ষে 'তদ্বচঃ-সত্যম্' ইহা সমাসবদ্ধ পদ বুঝিতে হইবে।

পরিহাসাবিচক্ষণা—'স' পদের বিশেষণ; পরি—হস্+ঘঞ্=পরিহাসঃ; ন বিচক্ষণা (নঞ্ তৎপুরুষ)=অবিচক্ষণা; পরিহাসে অবিচক্ষণা=পরিহাসা-বিচক্ষণা (সপ্তমী তৎপুরুষ)। অত্যন্ত কামাতুরা হওয়ায়, শূর্পণখা লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল।

বাচ্যান্তর। নির্ণতোদর্যা করালয়া পরিহাসাবিচক্ষণয়া তয়া লক্ষ্মণেন··· উক্তয়া তদ্বচঃ সত্যম্ (১মা) মন্যতে। মন্+লট্ তে (কর্মণি বাচ্যে)।]

অনুবাদ। (লক্ষ্মণের) পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া সেই ভীষণদর্শনা স্থূলোদরী (শূর্পণখা) লক্ষ্মণের এই উক্তিকে যথার্থ বলিয়া মনে করিল।

Trans. Unable to understand the jest of Lakshmana that fierce looking bulky Surpanakha took these words of him as true.

সা রামং পর্ণশালায়াম্······অব্রবীৎ কামমোহিতা ॥ (শ্লোক ১৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সা রামম্ পর্ণশালায়াম্ উপবিষ্টম্ পরন্তপম্।
সীতয়া সহ দুর্ধর্ষম্ অব্রবীৎ কামমোহিতা ॥

সারাংশ। সেই রাক্ষসী কামমোহিত হইয়া সীতার সহিত উপবিষ্ট শত্রু-মর্দন রামকে কহিল।

অন্বয়। কামমোহিতা (সতী) পর্ণশালায়াং সীতয়া সহ উপবিষ্টং দুর্ধর্ষং পরন্তপং রামম্ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ। পর্ণশালায়াম্ (পর্ণকুটীরে) সীতয়া সহ (সীতার সহিত) উপবিষ্টম্ (উপবেশনকারী) দুর্ধর্ষম্ (দুর্বারণীয়) পরন্তপম্ (শত্রুমর্দনকারী)

রামম্ (রামচন্দ্রকে) কামমোহিতা (কামান্ধ হইয়া) সা (সেই শূর্পণখা) অব্রবীৎ (কহিল)।

সংস্কৃত অর্থ। পর্ণশালায়াম্ (পর্ণকুটীরে) সীতয়া সহ (জানক্যা সমম্) উপবিষ্টম্ (আসীনম্), দুর্ধর্ষম্ (দুরাসদম্) পরন্তপম্ (শত্রুমর্দনম্) রামম্ (রাঘবম্) কামমোহিতা (কামান্ধা) সা (অসৌ) অব্রবীৎ (উবাচ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সা—'শূর্পণখা' পদের বিণ বা কর্তরি ১মা। ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

রামম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

পর্ণশালায়াম্—অধিকরণে সপ্তমী। পর্ণ নির্মিতা শালা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তস্যাম্। মুনিদিগের পত্রনির্মিত কুটীরের নাম পর্ণশালা।

সীতয়া—সহযোগে তৃতীয়া। সহ—অব্যয়।

উপবিষ্টম্—'রামম্' পদের বিণ। উপ—বিশ্+ক্ত (কর্তরি)। উপ—বিশ্ ধাতু অকর্মক বলিয়া কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে।

পরন্তপম্—'রামম্' পদের বিণ। পরান্ (শত্রূন্) তাপয়তি ইতি পর—তপ্+খচ্=পরন্তপ।

দুর্ধর্ষম্—'রামম্' পদের বিণ। দুঃখেন ধৃষ্যতে অসৌ ইতি দুর্—ধৃষ্+খল্ (কর্মণি)। দুর্ধর্ষ=অতি প্রবল পরাক্রান্ত অর্থাৎ যাহার কোনও অবমাননাদি করা অসম্ভব।

অব্রবীৎ—ক্রিয়া ; কর্তা 'সা' ; ক্রিয়া 'রামম্' ব্রূ+লঙ্ দ্।

কামমোহিতা—'সা' পদের বিশেষণ। কম্+ঘঞ্=কামঃ ; মুহ্+ঘঞ্=মোহঃ ; মোহ+ইতচ্ (যুক্তার্থে) [=মোহিত]+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)। অথবা মুহ্+ণিচ্=মোহি+ক্ত (কর্মণি) (মোহপ্রাপিত)। কামেন মোহিতা (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ)।

বাচ্যান্তর। তয়া কামমোহিতয়া......উপবিষ্টঃ দুর্ধর্ষঃ পরন্তপঃ ঔচ্যত।

অনুবাদ। সেই রাক্ষসী কামমোহিতা হইয়া পর্ণকুটীরে সীতার সহিত উপবিষ্ট শত্রুদমনকারী, দুর্ধর্ষ রামকে বলিল।

Trans. That Rakshashi being smitten by lustre told unto Rama who was seated in the cottage with Sita and who (Rama) was the subduer of his enemies and who himself could not be subdued.

ইমাং বিরূপামসতীম্......মাং ন ত্বং বহুমন্যসে ॥ (শ্লোক ১৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইমাম্ বিরূপাম্ অসতীম্ করালাম্ নির্ণতোদরীম্।
বৃদ্ধাম্ ভার্যাম্ অবষ্টভ্য মাম্ ন ত্বম্ বহু মন্যসে ॥

সারাংশ। তুমি এই কুরূপা বৃদ্ধা ভার্যাতে আসক্ত, (সেইজন্যই) আমাকে অনাদর করিতেছ ?

অন্বয়। ত্বম্ ইমাং বিরূপাম্ অসতীং করালাং নির্ণতোদরীং বৃদ্ধাং ভার্যাম্ অবষ্টভ্য (অতঃ) মাম্ ন বহু মন্যসে ?

শব্দার্থ। ত্বম্ (তুমি) ইমাম্ (এই) বিরূপাম্ (কুরূপা) অসতীম্ (দুশ্চারিণী) করালাম্ (বিশালদশনা) নির্ণতোদরীম্ (স্থূলোদরী বা নিকৃষ্টোদরী) বৃদ্ধাম্ (বিগতযৌবনা) ভার্যাম্ (পত্নীতে) অবষ্টভ্য (অনুরক্ত বা আসক্ত থাকিয়া) মাম্ (আমাকে) অতঃ (সেইজন্যই) ন (না) বহু (অধিক) মন্যসে (মনে করিতেছ)।

সংস্কৃত অর্থ। ত্বম্ (ভবান্) ইমাম্ (ঈদৃশীম্) বিরূপাম্ (রূপহীনাম্, কুরূপাম্) অসতীম্ (দুশ্চারিণীম্) করালাম্ (বিকটদশনাম্) নির্ণতোদরীম্ (স্ফীতোদরীম্) বৃদ্ধাম্ (গতযৌবনাম্) ভার্যাম্ অবষ্টভ্য (পত্নীং প্রতি জাতাসক্তিঃ; ভার্যাম্ আসজ্য) (অতঃ) মাম্ (মাদৃশীং কামিনীম্) ন বহু (নাধিকম্) মন্যসে (প্রণয়পাত্রত্বেন গণয়সি)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইমাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। ইদম্ (স্ত্রী) দ্বিতীয়ার একবচন।

বিরূপাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। বি (বিগতম্) রূপং যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্; অথবা বি (বিকৃতম্) রূপং যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্। দ্বিতীয় কল্পের ব্যাস বাক্যই এখানে প্রশস্ত; কারণ কামাতুরা শূর্পণখার উক্তিতে—সীতা বিগতরূপা না হইয়া বিকৃতরূপা হওয়াই স্বাভাবিক।

অসতীম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। অস্+শতৃ=সৎ; সৎ+ঙীপ্=সতী; ন সতী=অসতী (নঞ্ তৎ), তাম্। [অসৎ (পুংলিঙ্গ)=অসন্, অসন্তৌ, অসন্তঃ ইত্যাদি; ধাবৎ শব্দবৎ।]

করালাম্—'ভার্যাম্' পদের বিশেষণ। করাল+আপ্ (স্ত্রীত্বে)। করাল শব্দের অর্থ=বিশালদশনা ও ভয়ঙ্করী ; যে কোনও অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য।

নির্ণতোদরাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। নির্ (নিশ্চিতম্) নতম্ (প্রাদিতৎপুরুষ) ; নির্ণতম্ উদরম্, যস্যাঃ (বহুব্রীহি) তাম্। উদর অতি নত হওয়ায় আরও বিকৃতাকৃতি বুঝিতে হইবে। অথবা—নির্ (নাস্তি) নতম্ উদরং যস্যাঃ (নঞ বহুব্রীহি), তাম্। দ্বিতীয় অর্থে 'স্থূলোদরী' বুঝিতে হইবে।

বৃদ্ধাম্—'ভার্যাম্' পদের বিণ। বৃধ্+ক্ত (কর্তরি) আপ্।

ভার্যাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'অবষ্টভ্য'। ভৃ+ণ্যৎ+আপ্।

অবষ্টভ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'ত্বম্' উহ্য। অব—স্তম্ভ্+ল্যপ্।

কিম্—অব্যয় ; এখানে 'কথম্' বা 'কি জন্য' অর্থ।

মাম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'মন্যসে'।

বহু—ক্রিয়া বিশেষণ। ক্রিয়াবিশেষণ সর্বদাই ক্লীবলিঙ্গ ও দ্বিতীয়ার একবচন হইবে।

মন্যসে—ক্রিয়াপদ ; কর্তা 'ত্বম্', কর্ম 'মাম্', মন্ (দিবাদিগণীয়) লট্ সে। (মন্যতে, মন্যেতে, মন্যন্তে ইত্যাদি) মন্+ক্ত=মত, মন্+তব্য=মন্তব্য ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর। ত্বয়া ....অহং......মন্যে।

অনুবাদ। '(হে রাম) তুমি এই কুরূপা, বিগত-যৌবনা, নিকৃষ্টোদরী, তুচ্ছবিত্তা ও বিশালদশনা ভাযার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আছ, (সেজন্যই) আমাকে সমাদর করিতেছ না ?

Trans. 'Thou remainest devoted to this ugly, aged, bulky, unchaste and fierce-looking woman ; (hence) thou dost not endear me.

অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি......নিঃসপত্না যথা সুখম্॥ (শ্লোক ১৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। অদ্য ইমাম্ ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতঃ তব মানুষীম্।
ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথা সুখম্॥

সারাংশ। তোমার সম্মুখেই আজ হাকে ভক্ষণপূর্বক শত্রুশূন্য হইয়া তোমার সহিত বিচরণ করিব।

অন্বয়। অদ্য (অহম্) পশ্যতঃ তব ইমাং মানুষীং ভক্ষয়িষ্যামি। ত্বয়া সহ নিঃসপত্না (সতী) যথাসুখং (চ) চরিষ্যামি।

শব্দার্থ। অদ্য (আজ) পশ্যতঃ তব (তোমার সম্মুখে) ইমাং মানুষীম্ (এই মনুষ্য-গর্ভজাতাকে) ভক্ষয়িষ্যামি (খাইয়া ফেলিব)। ত্বয়া সহ (তোমার সহিত) নিঃসপত্ন (শত্রুহীনা হইয়া) যথাসুখম্ (ইচ্ছামত সুখে) চরিষ্যামি (বিচরণ করিব)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। অদ্য (অস্মিন্ অহনি) পশ্যতঃ তব (ত্বয়ি অবলোকয়তঃ, ত্বৎ পুরত এব) ইমাং মানুষীম্ (এতাং মনুষ্যগর্ভজাতাং রমণীম্) ভক্ষয়িষ্যামি (খাদিষ্যামি)। ত্বয়া সহ (ভবতা সমম্) নিঃসপত্না (শত্রুশূন্যতয়া একাকিনী) যথাসুখম্ (স্বাভিপ্রেতম্, সানন্দম্) চরিষ্যামি (বিহরিষ্যামি)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। পূর্ববৎ মুখবন্ধঃ। রামেণ পূর্বমেব প্রত্যাখ্যাতা শূর্পণখা লক্ষ্মণস্য পরিহাসবাক্যং যথার্থং মন্যমানাপি রামোঽয়ং যদি প্রত্যবায়াদিশঙ্কয়া পূর্বপত্নীত্যাগে সম্মতিং ন দাস্যতি ইত্যাশঙ্ক্য সীতাং ভক্ষয়িত্বৈব ভার্যাহীনং রামং পতিত্বেন বরীষ্যতি। এবঞ্চ রামস্য শূর্পণখাগ্রহণে কোঽপি দোষঃ কাপি বাধা বা ন ভবেৎ ইতি রামচন্দ্রং বোধয়িতুমাহ অদ্যেমামিতি। শূর্পণখেয়ং রাম-লক্ষ্মণাভ্যাং দ্বাভ্যামেব প্রত্যাখ্যাতাপি লক্ষ্মণস্য পরিহাসবাক্যেন জাতপ্রত্যয়াপি অচিন্তয়ৎ "ময়া সহ রামস্য বিবাহে সীতেয়ং মহতী বাধা। ইয়ং কুরূপাপি পূর্বং রামেণ পত্নীত্বেন স্বীকৃতা। প্রায়শ এব পুমান্ পূর্বপত্নীং ন পরিত্যজতি, জীবন্ত্যাং চ ভার্যায়াং লোকনিন্দাভয়াৎ গৃহে কলহাশঙ্কয়া চ দারান্তরং জিঘৃক্ষন্নপি ততো নিবর্ততে। অতঃ সীতাকণ্টকম্ অপসার্যৈব রামমুদ্বহিষ্যামি।" ইতি মনসি বিচার্য সা রাক্ষসী রামম্ উক্তবতী রাম! তব পুরত এবাহং মানুষীং ভার্যাং তে ভক্ষয়িষ্যামি। ততশ্চ পত্নীহীনস্ত্বং নির্বাধং মাং গ্রহীতুং শক্ষ্যসি। অহমপি সপত্নীরূপশত্রুশূন্যা অস্মিন্ দণ্ডকারণ্যে ত্বয়া সহ সুখেন বিহরিষ্যামি।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য শ্লোকটি বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত অষ্টাদশ সর্গে অবস্থিত এবং 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম' নামক নিবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কামার্তা শূর্পণখা একবার রামচন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেও, লক্ষ্মণের পরিহাস বাক্যের মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া,

দ্বিগুণ উৎসাহে ভাবিল তাহাকে বিবাহ করিতে রামের কিছুমাত্র বাধা থাকিতে পারে না, এই শ্লোকে রামকে সে ইহাই বুঝাইতেছে।

শূর্পণখা লক্ষ্মণের পরিহাস বাক্যকে সত্য মনে করিলেও, রামকে পতিরূপে পাইবার প্রধান বাধা, রামের পত্নী সীতা। এই সীতাকে রামচন্দ্র লোকনিন্দার ভয়ে, বা প্রত্যবায়ের আশঙ্কায়, যদি পরিত্যাগ করিতে না পারেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে শূর্পণখা বুঝাইতেছে—তুমি হয়তো ইতস্ততঃ করিতেছ, কেননা সীতাকে ত্যাগ করিলে, লোকে কি মনে করিবে। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমাকে বিবাহ করিতে পার। আমাদের এই বিবাহের প্রধান বাধা তোমার পত্নী এই মনুষ্য গর্ভজাতা সীতাকে, তোমারই সম্মুখে অদ্যই আমি ভক্ষণ করিয়া ফেলতেছি। ইহাতে আমাদের উভয়েরই পথের কণ্টক দূর হইবে। এবং তুমিও লোকনিন্দাদির হাত হইতে মুক্ত হইবে। আমিও শত্রুশূন্যা হইয়া ইচ্ছামত তোমার সহিত বিচরণ করিতে পারিব। সুতরাং তোমার পূর্বপত্নী সীতার জন্য তোমার কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ নাই। আমিই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইমাম্—'মানুষীম্' পদের বিণ। অদ্য—অব্যয়।

ভক্ষয়িষ্যামি—ক্রিয়া; কর্তা 'অহম্' উহ্য; কর্ম 'মানুষীম্'। ভক্ষ্ (চুরাদি) =ভক্ষি+লৃট্ স্যামি। ভক্ষি (চুরাদি) ভক্ষয়তি, ভক্ষয়তঃ, ভক্ষয়ন্তি ইত্যাদি। ভক্ষি+ক্ত্বা=ভক্ষয়িত্বা; ভক্ষি+ক্ত=ভক্ষিত ইত্যাদি।

পশ্যতঃ—'তব' পদের কৃদন্ত বিণ, দৃশ্+শতৃ [=পশ্যৎ] পুং ষষ্ঠীর ১বচন।

তব—অনাদরে ষষ্ঠী। সূত্র—'ষষ্ঠী চানাদরে'। ইহার অর্থ—তোমার সম্মুখে ইহাকে ভক্ষণ করিব, ইহার দ্বারা তোমাকে অগ্রাহ্য করা বুঝাইল। অনাদরে ষষ্ঠী, ও সপ্তমী (ত্বয়ি)-ও হইতে পারে।

মানুষীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ত্বয়া—'সহ' যোগে তৃতীয়া।

চরিষ্যামি—ক্রিয়া; কর্তা 'অহম্' উহ্য। চর্+লৃট্ স্যামি। সহ—অব্যয়।

নিঃসপত্না—'অহম্' (উহ্য) পদের বিণ। সহ পততি ইতি সহ—পত্+ন (কর্তরি) (উপপদতৎপুরুষ)=সপত্নঃ (শত্রুঃ); নিঃ (নাস্তি) সপত্নঃ যস্যাঃ সা (নঞ্ বহুব্রীহি)।

যথাসুখম্—ক্রিয়ার বিশেষণে ২য়া। সুখম্ অনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাব)।

বাচ্যান্তর। ......ইয়ং মানুষী ভক্ষয়িষ্যতে (ময়া)। (ময়া) নিঃসপত্নয়া ......চরিষ্যতে।

অনুবাদ। "তোমার সম্মুখেই অদ্য এই মনুষ্য সীতাকে আমি ভক্ষণ করিব। (অতঃপর) আমি শত্রুশূন্য হইয়া তোমার সহিত ইচ্ছামত সুখে বিচরণ করিব।"

Trans. 'I shall devour this earthly woman Sita today in your presence. (Thereafter) I shall roam with you at my will having no rival.'

ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীম্......মহোল্কা রোহিণীমিব॥ (শ্লোক ১৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইতি উক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীম্ অলাতসদৃশেক্ষণা।
অভ্যগচ্ছৎ সুসংক্রুদ্ধা মহোল্কা রোহিণীম্ ইব॥

সারাংশ। এই বলিয়া রাক্ষসী রোষারুণ নেত্রে হরিণাক্ষী সীতার দিকে ধাবিত হইল।

অন্বয়। ইতি উক্ত্বা সুসংক্রুদ্ধা (সা) অলাতসদৃশেক্ষণা (সতী) মহোল্কা রোহিণীম্ ইব মৃগশাবাক্ষীম্ (তাম্) অভ্যগচ্ছৎ।

শব্দার্থ। ইতি (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সুসংক্রুদ্ধা (অতি মাত্রায় রুষ্ট হইয়া) অলাতসদৃশেক্ষণা (প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় নেত্রে) মহোল্কা রোহিণীম্ ইব (অগ্নিপিণ্ড যেরূপ রোহিণীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, সেইরূপ) মৃগশাবাক্ষীম্ (শিশুমৃগীর ন্যায় অক্ষিবিশিষ্টা সীতার দিকে) অভ্যগচ্ছৎ (বেগে ধাবিত হইল)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। ইতি উক্ত্বা (এবম্ কথয়িত্বা) সুসংক্রুদ্ধা (নিতরাং রোষপরায়ণা) অলাতসদৃশেক্ষণা (রোষাধিক্যাৎ প্রজ্বলদঙ্গারনেত্রা সতী) মহোল্কা (গগনাৎ পতদ্ অনলপিণ্ড-বিশেষঃ) রোহিণীম্ ইব (চন্দ্রপত্নীম্ ইব, তন্নাম্নীং তারকামিব) মৃগশাবাক্ষীম্ (ভয়েন চঞ্চলত্বাৎ শিশুমৃগনয়নাম্) ইব অভ্যগচ্ছৎ (দ্রুতং ধাবিতবতী)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

উক্ত্বা—অসমাপিকা ক্রিয়া ; ব্রূ বা বচ্+ক্ত্বাচ্। ইতি—অব্যয়, কর্ম।

মৃগশাবাক্ষীম্='রোহিণীম্' পদের উপমেয় বিশেষণ। মৃগ্যাঃ শাবঃ (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ)=মৃগশাবঃ। মৃগশাবস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাঃ সা (উপমান বহুব্রীহি)। মৃগশাবাক্ষি+অৎ=মৃগশাবাক্ষ ; (স্ত্রিয়াম্) ঙীপ্, তাম্।

অলাতসদৃশেক্ষণা—'মহোল্কা' পদের উপমেয় বিশেষণ ; সমান ইব দৃশ্যতে ইতি সদৃশ, সমান—দৃশ্+টক্ (অ) ; ঈক্ষ্যতে (দৃশ্যতে) যেন তৎ=ঈক্ষণম্ (চক্ষু), ঈক্ষ্+অনট্ করণ বাচ্যে। অলাতস্য (=জ্বলৎ কাষ্ঠস্য) সদৃশম্ ইতি অলাতসদৃশম্ (ষষ্ঠীতৎ); তাদৃশে অক্ষিণী যস্যাঃ=অলাতসদৃশেক্ষণা (উপমান বহুব্রীহি)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)=অলাতসদৃশেক্ষণা।

অভ্যগচ্ছৎ—ক্রিয়া ; কর্তা উপমান 'মহোল্কা' এবং উপমেয় 'অলাত-সদৃশেক্ষণা'। কর্ম উপমান 'রোহিণীম্' এবং উপমেয় 'মৃগশাবাক্ষীম্'। অভি—গম্+লঙ্ দ্ (অভি+অগচ্ছৎ)। গম্ ধাতুর পূর্বে 'অভি' উপসর্গ থাকায় গতির তীব্রতা সূচিত হইতেছে।

সুসংক্রুদ্ধা—উহ্য 'শূর্পণখা' পদের বিশেষণ ; সম্—ক্রুধ্+ক্ত (কর্তরি)+আপ্। সু (অতিশয়েন) সংক্রুদ্ধা (প্রাদিতৎ)। ক্রুধ্ ধাতু অকর্মক বলিয়া কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রুধ্ (দিবাদি) ক্রুধ্যতি, ক্রুধ্যতঃ, ক্রুধ্যন্তি।

মহোল্কা—উপমান কর্তরি প্রথমা ; মহতী উল্কা (কর্মধারয়) ; আকাশ হইতে পতিত অগ্নিপিণ্ড বিশেষকে উল্কা বলে।

রোহিণীম্—উপমান কর্মণি দ্বিতীয়া ; উপমেয় কর্ম='মৃগশাবাক্ষীম্'। ক্রিয়া 'অভ্যধাবৎ'। রোহিণী চন্দ্রের পত্নীর নাম। চন্দ্র নিজেই সৌন্দর্যের আকর, রোহিণী আরও সুন্দরাকৃতি। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর মিলন অতি প্রসিদ্ধ। "রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী চ তথা নলে।" সুতরাং এখানে সীতাদেবীর সহিত চন্দ্রপত্নী রোহিণীর সাদৃশ্য কল্পনার অর্থ—রোহিণী নক্ষত্র বা চন্দ্রপত্নীর উপর উল্কাপাতের সঙ্গে সঙ্গেই উহার সমস্ত জ্যোতি বিলুপ্ত হয় ও কম্পিত হইতে থাকে। সীতাও সেইরূপ রোষে প্রজ্বলিতনয়না শূর্পণখার আক্রমণের ভয়ে, ম্রিয়মাণা ও কম্পিতা হইলেন।

বাচ্যান্তর। ...সুসংক্রুদ্ধয়া (তয়া) অলাতসদৃশেক্ষণয়া (সত্যা) মহোল্কয়া রোহিণীব মৃগশাবাক্ষী সা অভ্যগম্যত।

অনুবাদ। প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় আরক্তনয়না শূর্পণখা এই কথা বলিয়া অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া রোহিণীর প্রতি মহতী উল্কার ন্যায়, হরিণশিশু-নয়না সীতার দিকে ধাবিত হইল।

Trans. Having said these with reddening eyes like that of a burning wood Shurpanakha rushed towards Sita of deerkin eyes, like a great meteor upon the Rohini.

তাং মৃত্যুপাশপ্রতিমাম্…… লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ (শ্লোক ১৮)

সন্ধিবিমুক্তপাঠ। তাম্ মৃত্যুপাশপ্রতিমাম্ আপতন্তীম্ মহাবলঃ।
নিগৃহ্য রামঃ কুপিতঃ ততঃ লক্ষ্মণম্ অব্রবীৎ ॥

সারাংশ। সেই রাক্ষসীকে সীতার দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্বক রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন।

অন্বয়। ততঃ আপতন্তীং মৃত্যুপাশপ্রতিমাং তাং নিগৃহ্য মহাবলো রামঃ কুপিতঃ (সন্) লক্ষ্মণম্ অব্রবীৎ।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) আপতন্তীম্ (সীতার দিকে ধাবিত) মৃত্যুপাশপ্রতিমাং তাম্ (যমপাশের তুল্যা সেই রাক্ষসীকে) নিগৃহ্য (তিরস্কার করিয়া) মহাবলঃ (মহাপরাক্রমশালী) রামঃ (রামচন্দ্র) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণম্) (লক্ষ্মণকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। ততঃ (অথ, সীতামুদ্দিশ্য ধাবন্ত্যাং শূর্পণখায়াম্ ইত্যর্থঃ) আপতন্তীম্ (অভিগচ্ছন্তীম্, জানকীম্ আক্রমিতুং দ্রুতং ধাবন্তীমিত্যর্থঃ) মৃত্যুপাশপ্রতিমাম্ (শমনপাশতুল্যাম্ সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপাম্) তাম্ (অমূং শূর্পণখাম্) নিগৃহ্য (তিরস্কৃত্য) মহাবলঃ (মহাপরাক্রমঃ) রামঃ (সীতাপতিঃ লক্ষ্মণম্) (সৌমিত্রিম্) অব্রবীৎ (প্রোবাচ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তাম্—'শূর্পণখাম্' (উহ্য) পদের বিণ, বা কর্মণি ২য়া।

মৃত্যুপাশপ্রতিমাম্—'তাম্' পদের বিশেষণ; মৃত্যোঃ (যমস্য) পাশঃ, (ষষ্ঠীতৎ); অথবা মৃত্যুঃ এব পাশঃ=মৃত্যুপাশঃ (রূপককর্মধারয়); প্রতি—মা (পরিমাণ করা)+অঙ্ (কর্মণি)+আপ্ (স্ত্রিয়াম্)=প্রতিমা; মৃত্যুপাশস্য প্রতিমা (ষষ্ঠীতৎ); তাম্। প্রতিমা=তুল্যা। (মৃত্যুপাশতুল্যা)।

আপতন্তীম্—'তাম্' পদের কৃদন্ত বিশেষণ; আ-পত্+শতৃ [=আপতৎ] +ঙীপ্ (স্ত্রীত্বে)=আপতন্তী, তাম্। N. B. শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ বিশেষণ; স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, স্ত্রীত্বে 'ঈপ্' প্রত্যয় হয় এবং 'ত্'-এর পূর্বে ভ্বাদি (শপ্) ও দিবাদিগণীয় (শ্যন্) ধাতুর উত্তর একটি নুম্ (ন্) আগম হয়; যথা—ভ্বাদিগণীয় গচ্ছৎ—গচ্ছন্তী, তিষ্ঠৎ—তিষ্ঠন্তী, পশ্যৎ—পশ্যন্তী, পতৎ—পতন্তী (আপতন্তী) ইত্যাদি। তুদাদি ও অদাদিগণীয় ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয়ের পর স্ত্রীত্বে 'ঙীপ্' হইলে বিকল্পে 'নুম্' হয়। যথা—তুদৎ—

তুদতী ও তুদন্তী, ইচ্ছৎ—ইচ্ছতী ও ইচ্ছন্তী ; অদাদিগণীয়—যা+শতৃ=যাৎ—যাতী ও যান্তী ইত্যাদি। কিন্তু—অদাদিগণীয় অস্+শতৃ=সৎ+ঙীপ্=সতী ; ওইরূপ—রুদতী প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত অন্যগণীয় ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়ের পর 'ঙীপ্' হইলে 'নুম্' আগম হয় না। যথা—কৃ+শতৃ+ঙীপ্=কুর্বতী ; শ্রু+শতৃ+ঙীপ্=শৃণ্বতী ; ওইরূপ—গৃহ্ণতী, জানতী, বিভ্রতী প্রভৃতি। এই সমস্ত 'ঙীপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহ নদীশব্দবৎ।

মহাবলঃ—'রামঃ' পদের বিণ। মহৎ বলং (শক্তিঃ) যস্য (বহুব্রীহি) সঃ।

নিগৃহ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ম 'তাম্' ; কর্তা 'রামঃ'। নি—গ্রহ্+ল্যপ্। নিগৃহ্য এই পদের অর্থ—ভৎ র্সনা করিয়া এবং তাহাকে নিবারিত করিয়া—দুইটি অর্থ ই হইতে পারে। নি—গ্রহ্ ধাতুর অর্থ—প্রহার বা লাঞ্ছনা করাও হইতে পারে। কিন্তু রামচন্দ্র নিজে শূর্পণখাকে প্রহার বা লাঞ্ছনা করিয়াছেন, মনে হয় না।

রামঃ—কর্তরি প্রথমা ; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

কুপিতঃ—'রামঃ' পদের বিণ। কুপ্ (ক্রুদ্ধ হওয়া)+ক্ত (কর্তরি) ; অকর্মক ধাতু বলিয়া কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে। কুপ্+লট্=কুপ্যতি, কুপ্যতঃ, কুপ্যন্তি ইত্যাদি। কুপ্+তুম্=কোপিতুম্ ; কুপ্+ক্তাচ্=কোপিত্বা, কুপিত্বা ; কুপ্+ঘঞ্=কোপঃ ইত্যাদি। ততঃ—অব্যয়।

লক্ষ্মণম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'অব্রবীৎ'।

অব্রবীৎ—সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'রামঃ', কর্ম 'লক্ষ্মণম্'। ব্রূ+লঙ্ দ্।

বাচ্যান্তর।......মহাবলেন রামেণ কুপিতেন (সতা) লক্ষ্মণঃ ঊচ্যতে। (কর্মবাচ্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার—দ্বিতীয়ান্ত কর্ম উক্ত হইয়া প্রথমান্ত হয় না)।

অনুবাদ। সেই যমপাশতুল্যা রাক্ষসীকে সীতার দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, মহাশক্তিমান্ রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎ র্সনা পূর্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন।

Trans. Seeing that Rakshashi, resembling Death, rushing towards Sita Ramachandra of great might got angered, rebuked her and told unto Lakshmana.

ক্রূরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে......কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্॥ (শ্লোক ১৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ক্রূরৈঃ অনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।
C ন কার্যঃ পশ্য বৈদেহীম্ কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্॥

সারাংশ। হিংস্র-প্রকৃতির অনার্যের সহিত পরিহাস করা উচিত নহে। লক্ষ্মণ! দেখ জানকী কোনও প্রকারে বাঁচিয়া আছেন।

অন্বয়। (হে) সৌমিত্রে! ক্রূরৈঃ অনার্যৈঃ (সহঃ) কথঞ্চন পরিহাসঃ ন কার্যঃ। (হে) সৌম্য! কথঞ্চিন্ জীবতীং বৈদেহীং পশ্য।

শব্দার্থ। সৌমিত্রে। (হে সুমিত্রানন্দন, লক্ষ্মণ) ক্রূরৈঃ অনার্যৈঃ (নিষ্ঠুর প্রকৃতির অনার্যদের সহিত) কথঞ্চন (কোনও প্রকার) পরিহাস (তামাসা) ন কার্যঃ (করা অনুচিত)। সৌম্য (হে শুভ্রদর্শন, বিজ্ঞ) কথঞ্চিৎ (কোনও রূপে) জীবতীম্ (প্রাণধারণকারিণী) বৈদেহীম্ (বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে) পশ্য (দেখ)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। সৌমিত্রে (হে সুমিত্রানন্দন! লক্ষ্মণ!) ক্রূরৈঃ (নিষ্ঠুর-প্রকৃতিভিঃ) অনার্যৈঃ (আর্যেতরৈঃ অভদ্রৈঃ রাক্ষসৈরিত্যর্থঃ) কথঞ্চন (ঈষন্মাত্রম্ স্বল্পমপি ইত্যর্থঃ) পরিহাসঃ (কৌতুকম্) ন কার্যঃ (ন বিধেয়ং; নিতান্ত-মসমীচীনং ভবেদিত্যর্থঃ)। সৌম্য! (হে সুদর্শন! হে বিজ্ঞ!) কথঞ্চন (কেনাপি উপায়েন) জীবতীম্ (প্রাণান্ ধারয়ন্তীম্, শূর্পণখাভয়াদ্ অতিকষ্টেন জীবনং ধারয়ন্তীম্ ইত্যর্থঃ) পশ্য (অবলোকয়); এবংবিধ-পরিহাসস্য পরিণাম-শ্চিন্তনীয় ইত্যর্থঃ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকিরামায়ণস্য শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদন-প্রসঙ্গাৎ উৎকলিতঃ।

সীতাভক্ষণে কৃতপ্রয়াসাং রাক্ষসীং শূর্পণখাং সীতামুদ্দিশ্য প্রধাবন্তীমালোক্য রামঃ কুপিতঃ সন্ এতাদৃক পরিহাসস্য ভয়াবহং পরিণামম্ আলোক্য স শূর্পণখাং নিবার্য লক্ষ্মণমাহ ক্রূরৈরিতি।

হে সুমিত্রানন্দন! ইয়ং শূর্পণখা জাত্যা অনার্যবংশসম্ভূতা। অনার্যা হি নিষ্ঠুরস্বভাবাঃ; অসৎকুলজাতা ইয়ং মায়াবিনী হিংস্রপ্রকৃতিরেব স্বাভাবিকী। কৌতুকাদিনা চিত্তবিনোদনং হি সভ্যানাং কালযাপনোপায়ঃ। তে খলু পরিহাসবাক্যস্য মর্মার্থং বিজ্ঞায় পরিহাসবাক্যেনৈব প্রত্যুত্তরং দাতুং শক্নুবন্তি। ইয়ং রাক্ষসী তু সভ্যাচারবিহীনা; সুশিক্ষাবর্জিতা চ। অতোঽনয়া সহ পুনঃ পরিহাসস্য পরিণামঃ ভয়াবহো ভবেদিত্যাশঙ্ক্য অনয়া সহ পরিহাসাৎ লক্ষ্মণং নিবর্তয়তি রামঃ। পুনরপি স্বানুজং সম্বোধয়তি রামঃ। হে প্রিয়দর্শন! স্বাং প্রতি রোষারুণাং রাক্ষসীং প্রধাবন্তীং বিলোক্য ভয়েন ম্রিয়মাণা জানকী

কেনাপ্যুপায়েন প্রাণান্ ধারয়তি। ভদ্রাচারবিহীনয়া অনয়া শূর্পণখয়া সহ আবয়োঃ পরিহাসস্য বিষময়ং ফলমেতদিতি মন্যতে।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য শ্লোকটি বাল্মীকি রামায়ণের অন্তর্গত "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্" নামক কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সীতাকে ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে রোষারুণনেত্রে শূর্পণখা যখন সীতার দিকে সবেগে ধাবিত হইতেছিল, তখন রামচন্দ্র রাক্ষসীর ভয়ে কম্পমান সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই শ্লোকে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন—

'হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষসী শূর্পণখা জাতিতে অনার্য, অর্থাৎ সভ্যসমাজ বহির্ভূত রাক্ষসজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনার্যতাতি যে নিষ্ঠুর হইবে ইহা তো স্বাভাবিক। হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইহারা জীবনধারণ করে।

কৌতুক, পরিহাসাদির দ্বারা সাময়িক চিত্তবিনোদন, ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে বটে। যাহারা পরিহাসের মর্মার্থ অনুধাবন করিয়া বাক্‌চাতুর্যের সহিত পরিহাসের দ্বারাই প্রত্যুত্তর দিতে পারে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে পরিহাসের যোগ্য। কিন্তু এই রাক্ষসী সমস্ত প্রকার সভ্যসমাজের আচার ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বনে বনে বিচরণ পূর্বক হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া জীবন যাপনের ফলে, কোনও প্রকার সুশিক্ষার আলোক হইতেও সম্পূর্ণরূপে বিবর্জিতা। সুতরাং ইহার সহিত আমাদের পরিহাসের মাত্রা আরও অগ্রসর হইলে, তাহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে। হে প্রিয়দর্শন! একবার জানকীর দিকে চাহিয়া দেখ, ভীষণ রাক্ষসী ক্রুদ্ধনেত্রে উহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া, উনি তাহার ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। ইহা, ভদ্রাচার বিবর্জিত এই রাক্ষসীর সহিত আমাদের পরিহাসের বিষময় ফল। সুতরাং ইহার সহিত আর বিন্দুমাত্র পরিহাস করা আমাদের পক্ষে অবিধেয়।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ক্রূরৈঃ—অনার্যৈঃ পদের বিণ। ক্রূর অর্থ নিষ্ঠুর বা হিংস্র।

অনার্যৈঃ—সহার্থে তৃতীয়া। ন আর্যাঃ (নঞ্ তৎপুরুষ), তৈঃ। 'ন'এর পর স্বরবর্ণ থাকায় ন স্থানে 'অন্' হইয়াছে। বৈদিক যুগে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস-জাতিকে অনার্য বলা হইত। অসৎকুলোৎপন্নকেও অনার্য বলে।

সৌমিত্রে—সম্বোধন; সুমিত্রায়াঃ অপত্যং পুমান্ ইতি সুমিত্রা+ফিঞ্— সৌমিত্রি। সম্বোধনে 'সৌমিত্রে'।

পরিহাসঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা ; ক্রিয়া 'কার্যঃ' ; কর্ম 'ত্বয়া' বা 'আবাভ্যাম্' উহ্য। পরি—হস্+ঘঞ্ (ভাবে)=পরিহাসঃ।

কথঞ্চন—ক্রিয়া বিশেষণে ২য়া। অব্যয়। কথম্+চন (অনিশ্চয়ার্থে)। অর্থ—কোনওরকমেই, কদাচ। ন—অব্যয়।

কার্যঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া ; কর্ম 'পরিহাসঃ' ; কর্তা 'আবাভ্যাম্' বা 'ত্বয়া' উহ্য। কৃ+ণ্যৎ (কর্মণি)।

পশ্য—ক্রিয়া ; কর্তা 'ত্বম্' উহ্য ; দৃশ্+লোট্ হি।

বৈদেহীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রি 'পশ্য'। বিদেহ+ষ্ণ=(অপত্যার্থে)+ঈপ্

N. B. বিদেহাধিপতি জনক কোনও এক রাজার নাম নহে : ইহা মিথিলাধিপতিগণের এক সাধারণ উপাধি। যেমন—রঘু নামক সূর্যবংশীয় রাজার উত্তরপুরুষেরাও রাঘব নামে পরিচিত ছিলেন। সেইরূপ জনক নামে চন্দ্রবংশীয় রাজার বংশধরেরাও জনক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রথম জনক মিথি নামক রাজা। মিথি স্বনামে মিথিলা নগর নির্মাণ করেন। পরে তাঁহার নাম হয় জনক। ইহার পর যিনিই মিথিলায় রাজা হইতেন, তিনিই জনক আখ্যা পাইতেন।

কথঞ্চিৎ—অব্যয়, কথম্+চিৎ। সৌম্য—সম্বোধনপদ। সোম+ষ্ণ্য।

জীবন্তীম্—'বৈদেহীম্' পদের কৃদন্ত বিশেষণ ; জীব্+শতৃ+ঙীপ্।

N. B. জীব্+শতৃ—জীবৎ+ঙীপ্—'জীবতী' এইরূপ পদ হওয়াই সঙ্গত। কারণ 'জীব্' ধাতু ভ্বাদিগণীয়; ভ্বাদিগণীয় ধাতুর পর শতৃ প্রত্যয় হইলে স্ত্রীলিঙ্গে নুম্ (ন) হয়। সুতরাং ইহা ('জীবন্তীম্') আর্ষপ্রয়োগ। অথবা ছন্দের অনুরোধে 'জীবন্তীম্' হইয়াছে।

বাচ্যান্তর।······(ত্বম্) পরিহাসং ন কুর্যাঃ। সৌম্য !·········জীবন্তী বৈদেহী দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ। 'হে সুমিত্রানন্দন ! নিষ্ঠুর প্রকৃতির অনার্যদের সহিত কিছুমাত্র পরিহাস করা উচিত নহে। হে শুভদর্শন ! দেখ বিদেহরাজনন্দিনী (রাক্ষসীর ভয়ে) অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছেন। অর্থাৎ, মরার মতন হইয়া গিয়াছেন।

Trans.: Oh Saumitra, i. e., Lakshmana, no jest should be made with the villainous non-Aryans. Oh thou of fair looking ! behold, Sita is hardly alive (i. *e*., is as good as dead for the fear of Rakshashi.)

ইমাং বিরূপাম্……বিরূপয়িতুমর্হসি ॥ (শ্লোক ২০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ইমাম্ বিরূপাম্ অসতীম্ অতিমত্তাম্ মহোদরীম্। রাক্ষসীম্ পুরুষব্যাঘ্র ! বিরূপয়িতুম্ অর্হসি ॥

সারাংশ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই অসতী রাক্ষসীকে বিকৃতরূপা করিয়া দাও।

অন্বয়। হে পুরুষব্যাঘ্র ! ত্বম্ ইমাং বিরূপাম্ অসতীং মহোদরীম্ অতিমত্তাং রাক্ষসীং বিরূপয়িতুম্ অর্হসি।

শব্দার্থ। পুরুষব্যাঘ্র ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !) ত্বম্, (তুমি) ইমাম্ এই) বিরূপাম্ (কুরূপ) অসতীম্ (হীনচরিত্রা) মহোদরীম্ (স্থূলোদরী) অতিমত্তাম্ (প্রমত্তা) রাক্ষসীম্ (নিশাচরীকে) বিরূপয়িতুম্ (বিকৃতরূপা করিতে) অর্হসি (পার ; অর্থাৎ আমি আদেশ দিতেছি ; তুমি ইহাকে বিকৃত কর)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। পুরুষব্যাঘ্র ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ব্যাঘ্রবৎ শৌর্যশালিত্যর্থঃ) ইমাম্ (এতাম্, পুরতো দৃশ্যমানাম্) বিরূপাম্ (বিগতরূপাম্ বিরূদ্ধরূপত্বাৎ কদাকারাং বা) অসতীম্ (অসভ্যাম্, ব্যভিচারিণীম্) অতিমত্তাম্ (উন্মত্তাম্ অতিকামাতুরামিতি ভাবঃ) মহোদরীম্ (বিপুলোদরাম্) রাক্ষসীম্ (নিশাচরীম্) বিরূপয়িতুম্ (বিরূপাং কর্তুম্, কর্ণনাসচ্ছেদনাৎ ইতি ভাবঃ) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি, মমাদেশাৎ অস্যাঃ কর্ণনাসচ্ছেদনেন রূপগর্বং চূর্ণয়েতি ভাবঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকিবিরচিতস্য রামায়ণস্য শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনপ্রসঙ্গাদ্ উৎকলিতঃ।

সীতাং প্রতি সবেগং ধাবন্ত্যাঃ রাক্ষস্যাঃ ভয়েন কম্পমানাং সীতামালোক্য রোষাবিষ্টো রামঃ অস্যাঃ রাক্ষস্যাঃ দণ্ডদানার্থম্ অত্র লক্ষ্মণম্ আদিদেশ ।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! লক্ষ্মণ ! ইমাং ভীষণাকৃতিম্ উন্মত্তাং রাক্ষসীম্ আত্মানং প্রতি দ্রুতং প্রধাবন্তীং দৃষ্ট্বা ত্বদ্‌ভ্রাতৃপত্নী সীতা ভয়েন কম্পমানা কথঞ্চিৎ প্রাণান্ ধারয়তি। অধুনৈব অস্যাঃ দণ্ডবিধানং বিনা ম্রিয়মাণা সীতা স্বস্থতাং ন যাস্যতি। রাক্ষসীয়ং দুষ্টা, কুৎসিতাকৃতি হীনচরিত্রা, কামোন্মত্তা, স্থূলোদরী চ। কামাতুরা ইয়ং মন্যতে যৎ সা খলু সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ইতি। অতো রূপগর্বিতায়া অস্যাঃ দণ্ডবিধানেন তথা কুরু, যথেয়ং বিকৃতরূপা স্যাৎ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য কবিতাংশটি বাল্মিকী রামায়ণের 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্" শীর্ষক শ্লোকাবলী হইতে উদ্ধৃত।

ভক্ষণের উদ্দেশ্যে সীতাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত শূর্পণখাকে দেখিয়া ভয়ে সীতা মৃতপ্রায়া হইলেন। রামচন্দ্র সীতার অবস্থা অবলোকনপূর্বক অতিমাত্রায়

রোষান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্বক, এই শ্লোকে সেই দুষ্টা রাক্ষসীকে দণ্ড দিবার জন্য আদেশ দিতেছেন।

রামচন্দ্র তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ভীষণপ্রকৃতি রাক্ষসী ক্রোধোন্মত্ত চিত্তে সীতাকে ভক্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ইহার ভয়ে তোমার ভ্রাতৃবধূ সীতাদেবী মৃতপ্রায়া হইয়া বাঁচিয়া আছেন। এই মুহূর্তে দুষ্টা রাক্ষসীর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা কর। নতুবা ইহার কবল হইতে সীতাকে রক্ষা করা যাইবে না। এই রাক্ষসী অতি দুষ্ট প্রকৃতি, বহুল পরিমাণে অপক্ক মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া ইহার উদর অতি বিপুল আকারের। এই রাক্ষসী কামোন্মত্তা ও চরিত্রহীনা। অবশ্য নারীনির্যাতন সভ্যসমাজের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় কার্য। কিন্তু বিবিধ প্রকার দোষদুষ্টা এই রাক্ষসী সীতাকে ভক্ষণে উদ্যত। সুতরাং এইরূপ নৃশংস রাক্ষসীকে দণ্ড না দিলে নিরীহ সীতার প্রাণরক্ষা হয় না। রাক্ষসী মনে করে যে সে একজন শ্রেষ্ঠ রূপবতী। সুতরাং এই রূপগর্বিতাকে এমন দণ্ড দাও, যাহাতে বিকৃতরূপা হইয়া ভবিষ্যতে কোনও পুরুষের নিকট ওইরূপ কুৎসিত প্রস্তাব আর না করিতে পারে।'

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইমাম্—'রাক্ষসীম্' পদের বিণ। ইদম্ (স্ত্রী) দ্বিতীয়ার একবচন।

বিরূপাম্—রাক্ষসীম্ পদের বিশেষণ; বি (বিকৃতম্) রূপং যস্যাঃ, (বহুব্রীহি) বা বিগতং রূপং যস্যাঃ (বহুব্রীহি); তাম্।

অসতীম্—'রাক্ষসীম্' পদের বিশেষণ; সৎ+ঙীপ্=সতী; সাধ্বী ইত্যর্থঃ; ন সতী (নঞ্ তৎপুরুষ), দুশ্চরিত্রা ইত্যর্থঃ।

অতিমত্তাম্—'রাক্ষসীম্' পদের বিশেষণ; মদ্+ক্ত (কর্তরি)+আপ্=মত্তা; অতিশয়েন মত্তা (প্রাদিতৎপুরুষ)।

মহোদরীম্—'রাক্ষসীম্' পদের বিশেষণ; মহৎ উদরং যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি)।

রাক্ষসীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া; ক্রিয়া 'বিরূপয়িতুম্'; রক্ষস্+অন্ ঙীপ্।

পুরুষব্যাঘ্র—সম্বোধনপদ। পুরুষোঽয়ং ব্যাঘ্রঃ ইব (উপমিত কর্মধারয়)। "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠার্থ বুঝাইলে, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উপমানবাচক পদের সহিত উপমেয় পদের সমাসকে 'উপমিত কর্মধারয়' বলে। যথা, মুখম্ ইদং কমলমিব=মুখকমলম্।

অন্বয়। ঘোরা সা শূর্পণখা নিকৃত্তকর্ণনাসা তু বিস্বরং বিনদ্য যথাগতং বনং প্রদুদ্রাব।

শব্দার্থ। ঘোরা (ভীষণাকৃতি) সা শূর্পণখা (সেই শূর্পণখা রাক্ষসী) নিকৃত্তকর্ণ-নাসা (নাসিকা ও কর্ণ ছেদনের পর) তু (কিন্তু) বিস্বরম্ (বিকৃতস্বরে) বিনদ্য (ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া) যথাগতম্ বনম্ (যে বন হইতে আসিয়াছিল সেই বনে) প্রদুদ্রাব (চলিয়া গেল ; পলাইল)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। ঘোরা (ভীষণাকৃতিঃ) শূর্পণখা (রাবণস্বসা) তু (কিন্তু) নিকৃত্তকর্ণনাসা (ছিন্ননাসকর্ণা সতী) বিস্বরম্ (বিকটরবম্) বিনদ্য (গর্জিত্বা) যথাগতং বনম্ (যস্মাদ্ বনাদাগতং তদেব বনম্) প্রদুদ্রাব (পলায়িতা)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

নিকৃত্তকর্ণনাসা—'শূর্পণখা' পদের বিণ, কর্ণৌ চ নাসা চ (সমাহারদ্বন্দ্ব), ইতি কর্ণনাসম্ ; প্রাণীর অঙ্গবাচক বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হইয়াছে। নি—কৃৎ+ক্ত (কর্মণি)=নিকৃত্তং ; নিকৃত্তং কর্ণনাসং যস্যাঃ সা (বহুব্রীহি)। কৃৎ ধাতু লট্—কৃন্ততি, কৃন্ততঃ, কৃন্তন্তি ইত্যাদি। তু—অব্যয়।

বিস্বরম্—ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া ক্রিয়া বিশেষণ হইলে সর্বদাই ক্লীবলিঙ্গ ও দ্বিতীয়ার একবচন হইবে। ওইস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি দিলে প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া হয়। যেমন "সুখং স্বপিতি" 'সুখম্' ক্রিয়া বিশেষণ ; কিন্তু "সুখেন স্বপিতি" সুখেন প্রকৃত্যাদিত্বাৎ তৃতীয়া। বি (বিকৃতঃ) স্বরঃ (ধ্বনিঃ) যস্মিন্ (বহুব্রীহি) তদ্ যথা স্যাৎ তথা।

সা—শূর্পণখা পদের বিণ। চ—অব্যয়।

বিনদ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'শূর্পণখা'। বি—নদ্+ল্যপ্। নদ্ (গর্জন করা) নদতি, নদতঃ, নদন্তি ইত্যাদি। নদ্+ঘঞ্=নাদঃ।

যথাগতম্—ক্রিয়ার বিশেষণে ২য়া। আ—গম্+ক্ত (ভাবে) ইতি আগতম্ (আগমনম্) ; আগতম্ অনতিক্রম্য=যথাগতম্ (অব্যয়ীভাব), তৎ। যেন। প্রকারেণ ইতি যথা। (যথাগতম্ অর্থ যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে)।

প্রদুদ্রাব—ক্রিয়া ; কর্তা 'শূর্পণখা', কর্ম 'বনম্'। প্র—দ্রু+লিট্ অ।

ঘোরা—'শূর্পণখা' পদের বিণ। (ঘোরা=ভয়ঙ্করা)।

শূর্পণখা—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'প্রদুদ্রাব'।

বনম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'প্রদুদ্রাব'।

বাচ্যান্তর। ঘোরয়া শূর্পণখয়া…নিকৃত্তকর্ণনাসয়া…বনম্ (১মা) প্রদুদ্রুবে।

অনুবাদ। ভয়ঙ্করী সেই শূর্পণখা ছিন্ননাসিকাকর্ণ হইয়া বিকট স্বরে চিৎকার করিতে করিতে যেখান হইতে আসিয়াছিল সেই বনেই দ্রুত চলিয়া গেল।

Trans. That fierce Shurpanakha being cut down by her nose and ears, rushed towards that forest whence she had come, while shouting loudly.

সা বিরূপা মহাঘোরা……যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ শ্লোক (২৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। কোন সন্ধি নাই।

সারাংশ। শূর্পণখা শোণিতাক্ত দেহে বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় বিবিধ প্রকার গর্জন করিতে লাগিল।

অন্বয়। যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ (নদতি) (তথা) সা মহাঘোরা বিরূপা রাক্ষসী শোণিতোক্ষিতা (সতী) বিবিধান্ নাদান্ ননাদ।

বাঙ্গালা শব্দার্থ। যথা (যেমন) প্রাবৃষি (বর্ষাকালে) তোয়দঃ (মেঘ) [নদতি (গর্জন করে)] তথা (সেইরূপভাবে) সা (সেই) মহাঘোরা (অতিভীষণা) বিরূপা (বিকৃতরূপা) রাক্ষসী (নিশাচরী শূর্পণখা) শোণিতোক্ষিত সতী (রুধিরপ্লাবিত হইয়া) বিবিধান্ (নানাপ্রকার) নাদান্ (গর্জন) ননাদ (করিতেছিল)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। যথা (যেন প্রকারেণ) প্রাবৃষি (বর্ষাসু) তোয়দঃ (জলধরঃ) নদতি (গর্জতি) তথা (তেন প্রকারেণ) সা (অসৌ) মহাঘোরা (অতিভয়ঙ্করী) বিরূপা (কুরূপা, বিকৃতরূপা বা) রাক্ষসী (নিশাচরী) শোণিতোক্ষিতা (রুধিরাপ্লুতদেহা সতী) বিবিধান্ (বহুপ্রকারান্) নাদান্ (গর্জনানি) ননাদ (গর্জিতবতী, গর্জনং কৃতবতীত্যর্থঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। শ্লোকোঽয়ং বাল্মীকিরামায়ণস্য "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদন" প্রসঙ্গে উপলভ্যতে। রামলক্ষ্মণাভ্যাং দ্বাভ্যামেব প্রত্যাখ্যাতা সীতাভক্ষণে চ ব্যর্থপ্রয়াসা শূর্পণখা নিতরাম্ অবমানং প্রাপ্তা। অতঃপরং সৌমিত্রিণা স্বস্যৈব কর্ণনাসচ্ছেদনেন সসীতং রামলক্ষ্মণং প্রতি সঞ্জাতরোষাপি তস্য অপকারং কর্তুম্ অশক্তুবতী রাক্ষসীয়ং সংক্ষুব্ধা সতী যস্মাদেব অরণ্যাদাগতা তত্রৈব পলায়িতা। পলায়মানায়াস্তস্যাঃ ক্ষতস্থানাৎ বিস্রুতাভিঃ শোণিতধারাভিঃ সর্বং গাত্রং বিলিপ্তম্। আহতস্থানস্য বেদনাং তদানীং সা সোঢ়ুং ন শশাক। লক্ষ্মণেন কর্ণনাসচ্ছেদনাৎ নির্যাতিতাপি তং নিগ্রহীতুম্ অক্ষমা কেবলং গর্জনেন রামলক্ষ্মণৌ ভর্ৎসিতবতী। অত্র মহাকবিঃ বর্ষাকালীনমেঘেন সহ তাং তুলয়ন্তি।

বর্ষাসু গগনস্থ মেঘঃ কৃষ্ণোজ্জ্বলঃ। আত্মাপমানস্য প্রতিকারসামর্থ্যাৎ নিতরাম্ ক্রুদ্ধা স্বভাবকৃষ্ণা স রাক্ষসী অপি রোষাৎ কৃষ্ণোজ্জ্বলা। বর্ষাসু মেঘপুঞ্জঃ বিশালতাম্ আপদ্যতে, তথা শূর্পণখাপি বিশালদেহা। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎস্ফুরণেন মেঘঃ ক্ষণং লোহিতোজ্জ্বলঃ স্যাৎ, ইয়মপি রক্তধারয়া দেহস্য অংশবিশেষেণ ক্ষণং লোহিতোজ্জ্বলা আসীৎ। পরস্পরং ঘর্ষণেন মেঘস্য গুরুগম্ভীরো নাদো যথা কর্ণপটাহবিদারকঃ, অস্যাঃ সাক্রোশং গর্জনমপি তাদৃশমেব ভয়াবহম্। অতঃ সুষ্ঠুরূপেণ তুলনেয়ং সঙ্গচ্ছতে।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। আলোচ্য কবিতাটি বাল্মীকি রামায়ণের "শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্" শীর্ষক পদ্যাংশের অন্তর্গত।

লক্ষ্মণ কর্তৃক কর্ণনাসচ্ছেদনের পর পলায়নকারিণী শূর্পণখার চেহারা ও গর্জনকে কবি বৃষ্টির সময়ে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ কর্তৃক নাসিকা ও কর্ণ ছেদনের পর, সে ক্রোধে, অপমানে ও ক্ষোভে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল। ক্ষতস্থানের শোণিত ধারায় স্নান করিতে করিতে দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, সে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ভীষণরবে নানারূপ তর্জন গর্জন করিতে করিতে পলাইতেছিল। তখন মনে হইতেছিল, যেন বর্ষাকালের আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে। বর্ষাকালীন জলবর্ষী মেঘ যেরূপ সমস্ত গগনকে আচ্ছাদিত করে বলিয়া বিশালাকৃতি ধারণ করে, কুৎসিতাকৃতি শূর্পণখাও ক্রোধে, ক্ষোভে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অতি ভীষণমূর্তি পরিগ্রহ করিল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎস্ফুরণে ক্ষণে ক্ষণে মেঘ রক্তোজ্জ্বল হয়, এই শূর্পণখারও বিশাল দেহের বহুস্থানে প্রবাহিত রক্তের ধারায়, তাহাকেও মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। বর্ষাকালীন বজ্রনিক্ষেপকারী মেঘের ডাকে যেমন কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হয়, এই রাক্ষসীর আক্রোশপূর্ণ তর্জন-গর্জনেও সেইরূপ কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী ভয়াবহতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং কবির এই তুলনা এখানে সার্থক হইয়াছে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সা—'রাক্ষসী' পদের বিশেষণ, তদ্ (স্ত্রী) প্রথমার একবচন।

বিরূপা—রাক্ষসী পদের বিশেষণ ; বি (বিকৃতং) রূপং যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। (রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন হওয়ায়, তাহার স্বাভাবিক রূপ নাই। এইজন্য সে বিরূপা।)

মহাঘোরা—'রাক্ষসী' পদের বিশেষণ, মহতী ঘোরা (ভয়ঙ্করী)=মহাঘোরা (কর্মধারয়); মহৎ স্থানে মহা আদেশ। (ক্রোধে, ক্ষোভে এবং যন্ত্রণায় রাক্ষসী অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল)।

রাক্ষসী— উপমেয় কর্তা ; ক্রিয়া 'ননাদ'। রক্ষস্+অণ্ (স্বার্থে)+ঙীপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

শোণিতোক্ষিতা—'রাক্ষসী' পদের বিশেষণ ; উক্ষ্ (সিক্ত করা)+ক্ত (কর্মণি) [=উক্ষিত]+আপ্ (স্ত্রীত্বে); শোণিতেন উক্ষিতা (তৃতীয়াতৎপুরুষ)।

ননাদ—ক্রিয়া ; কর্তা 'রাক্ষসী' কর্ম 'নাদান্'। নদ্+লিট্ ণল্। নদ্+ঘঞ্=নাদঃ ; নদ্+ক্ত=নদিত। নদ্+লট্=নদতি, নদতঃ, নদন্তি ইত্যাদি।

বিবিধান—'নাদান্' পদের বিশেষণ ; বি (বিভিন্নাঃ) বিধাঃ (প্রকারাঃ) যেষাম্ তান্ (বহুব্রীহি)।

নাদান্—কর্মাণ দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'ননাদ' ; নদ্+ঘঞ্ (ভাবে)=নাদঃ। ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ ও বিশেষ্য হয়। যথা—অব্যয়।

প্রাবৃষি—কালাধিকরণে সপ্তমী। প্র+আ [=প্রা]—বৃষ্+ক্বিপ্ (অধিকরণবাচ্যে)=প্রাবৃষ,=বর্ষাকাল। পুংলিঙ্গ 'ত্বিষ্'শব্দবৎ।

তোয়দঃ—উপমান কর্তা ; ক্রিয়া 'নদতি' উহ্য। তোয়ম্ (জলম্) দদাতি ইতি (উপপদতৎপুরুষ); তোয়—দা+ক (কর্তরি)=তোয়দঃ=মেঘঃ। N. B. সুবন্তপদ উপসর্গের ন্যায় পূর্বে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর পর কর্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয় হয় (ক্ লোপ, 'অ' থাকে)। এই প্রত্যয়ের ফলে ধাতুর 'আ'-কার লুপ্ত হয় ও প্রত্যয়ের অবশিষ্ট 'অ' ধাতুর অবশিষ্ট ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন—জলং দদাতি=জল-দা+ক=জলদ ; ঐরূপ—সুখদ, গৃহস্থ[redacted], বিজ্ঞ, মধুপ প্রভৃতি।

বাচ্যান্তর। (যথা)...তোয়দেন (নদ্যতে) (তথা) তয়া মহাঘোরয়া রাক্ষস্যা শোণিতোক্ষিতয়া বিবিধাঃ নাদাঃ নেদিরে।

অনুবাদ। সেই রাক্ষসী বিকৃতরূপা হইয়া অতি ভীষণাকৃতি ধারণপূর্বক রক্তাক্তদেহে বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বিবিধ প্রকার তর্জন গর্জন করিতে লাগিল।

Trans.: That Rakshashi being dislimbed assumed very terrible form and roared in many a ways like the clouds of the rainy season.

সা বিক্ষরন্তী……মহাবনম্ ॥ (শ্লোক ২৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। সন্ধি নাই।

সারাংশ। সেই শূর্পণখা গর্জন করিতে করিতে শোণিতাদ্রদেহে আস্ফালনের সহিত গভীর বনে প্রবেশ করিল।

অন্বয়। সা ঘোরদর্শনা রুধিরং বিক্ষরন্তী বাহূ প্রগৃহ্য বহুধা গর্জন্তী (চ) মহাবনং প্রবিবেশ।

বাঙ্গালা শব্দার্থ। সা (সেই) ঘোরদর্শনা (ভীষণদর্শনা) রুধিরম্ (রক্ত) বিক্ষরন্তী, (ক্ষরিত অবস্থায় অর্থাৎ রক্ত ঝরিতে ঝরিতে) বাহূ (ভুজদ্বয়) প্রগৃহ্য (ধারণপূর্বক) বহুধা (নানাভাবে) গর্জন্তী (তর্জন গর্জন করিতে করিতে) মহাবনম্ (গভীরবনে) প্রবিবেশ (প্রবেশ করিল)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। সা (অসৌ) ঘোরদর্শনা (ভীষণদর্শনা) রুধিরম্ (শোণিতম্) বিক্ষরন্তী (বিস্রবন্তী) বাহূ (ভুজৌ) প্রগৃহ্য (আস্ফালনার্থং ভুজৌ উত্তোল্য ইতি ভাবঃ) বহুধা (নানাভাবেন) গর্জন্তী (উচ্চৈর্নিনদন্তী) মহাবনম্ (নিবিড়ারণ্যম্) প্রবিবেশ (গতবতী)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সা—সর্বনামীয় বিশেষণ ; বিশেষ্য—'শূর্পণখা' উহ্য।

বিক্ষরন্তী কৃদন্ত বিশেষণ ; বিশেষ্য—'শূর্পণখা' উহ্য। বি—ক্ষর্ (ভ্বাদি) + শতৃ [= বিক্ষরৎ] + ঙীপ্ (স্ত্রীত্বে) = বিক্ষরন্তী ; নদীশব্দবৎ (বিক্ষরন্তী, বিক্ষরন্ত্যৌ বিক্ষরন্ত্যঃ)

রুধিরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'বিক্ষরন্তী'।

বহুধা—অব্যয় ; ক্রিয়ার বিশেষণ ; বহু + ধাচ্ (প্রকারার্থে)।

ঘোরদর্শনা—বিশেষণ, বিশেষ্য 'শূর্পণখা'। দৃশ্ + অনট্ (ভাবে) ইতি দর্শনম্ ; ঘোরম্ (ভীষণম্) দর্শনম্ যস্যাঃ (বহুব্রীহি) সা। অথবা—দৃশ্যতে যেন ইতি দৃশ্ + অনট্ (করণে) ইতি দর্শনম্ (= নয়নম্) ; ঘোরে দর্শনে (নয়নে) যস্যাঃ, সা। ভক্ষণের উদ্দেশ্যে সীতার দিকে ধাবিত হইবার সময় অলাতসদৃশেক্ষণা এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এবং রাম লক্ষ্মণের প্রতি আক্রোশেও তাহার নয়নদ্বয় প্রজ্বলিত হইয়াছে। সুতরাং দুই প্রকার ব্যাসবাক্যই সঙ্গত।

প্রগৃহ্য—অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ম 'বাহূ'। প্র—গ্রহ্+ল্যপ্। 'প্রগৃহ্য' এই পদের প্রয়োগে শূর্পণখা ক্রোধে আস্ফালন করিতে করিতে দুই হাতের মুষ্টিতে দুইটি বাহু ধরিয়াছে বুঝিতে হইবে।

বাহূ—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'প্রগৃহ্য'। বাহু+২য়া ২বচন।

গর্জন্তী—কৃদন্ত বিশেষণ ; বিশেষ্য 'শূর্পণখা' উহ্য। গর্জ্+শতৃ [=গর্জৎ] +ঙীপ্=গর্জন্তী, নদীশব্দবৎ—গর্জন্তী, গর্জন্ত্যৌ, গর্জন্ত্যঃ ইত্যাদি। গর্জ্ ধাতু ভ্বাদিগণীয়, ভ্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শতৃপ্রত্যয় করিলে, স্ত্রীলিঙ্গে 'শতৃ' প্রত্যয়ের পর 'নুম্' (ন) আগম হয়। 'গর্জ্' একটি চুরাদিগণীয় ধাতুও আছে। (গর্জয়তি, গর্জয়তঃ, গর্জয়ন্তি ইত্যাদি)।

প্রবিবেশ—সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'সা'। কর্ম 'মহদ্বনম্'। প্র—বিশ্+লিট্ ণল্। গমনার্থ ধাতু মাত্রই সকর্মক ; মনে রাখিবে—বাঙ্গালা ভাষায় 'গম্' ধাতু বা অন্যান্য গমনার্থক ধাতু—অকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়।• সে 'বিদেশে' গিয়াছে। আমরা 'সভায়' প্রবেশ করিলাম। সংস্কৃতভাষায় এরূপস্থলে 'বিদেশম্' ও 'সভাম্' লেখাই সঙ্গত। 'বিদেশে' বা 'সভায়াম্' লেখা উচিত নয়। প্র-বিশ্ +লঙ্ দ্=প্রাবিশৎ (অপ্রাবিশৎ নহে)। প্র-বিশ্+ক্ত=প্রবিষ্ট, প্র-বিশ্+ঘঞ্=প্রবেশঃ ; প্র-বিশ্+ল্যপ্=প্রবিশ্য ; প্র-বিশ্+লৃট্=প্রবেক্ষ্যতি।

মহাবনম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'প্রবিবেশ'। মহৎ বনম্ (কর্মধারয়)।

বাচ্যান্তর তয়া ঘোরদর্শনয়া......বিক্ষরন্ত্যা......গর্জন্ত্যা গভীরং বনং (১মা) প্রাবিবেশে।

অনুবাদ। অতি ভয়ঙ্করী সেই শূর্পণখা রক্তক্ষরিত অবস্থায় বাহুদ্বয় ধারণপূর্বক বিবিধভাবে গর্জন করিতে করিতে গভীর বনে প্রবেশ করিল।

Trans. That Rakshashi of greatly fierce appearance besmeared with blood hold her two arms and entered into deep forest roaring in various ways.

ততস্তু সা......গগনাদ্ যথাশনিঃ॥ (শ্লোক ২৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ তু সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতম্,
খরম্ জনস্থানগতম্ বিরূপিতা।
উপেত্য তম্ ভ্রাতরম্ উগ্রতেজসম্,
পপাত ভূমৌ গগনাৎ যথা অশনিঃ॥

সারাংশ। তারপর সেই রাক্ষসী দণ্ডকারণ্যমধ্যে রাক্ষসকুল সমাবৃত ভ্রাতা খরের নিকট গিয়া পতিত হইল।

অন্বয়। ততস্তু বিরূপিতা সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতং জনস্থানগতম্ উগ্রতেজসং ভ্রাতরং খরম্ উপেত্য গগনাদ্ যথা অশনিঃ (পততি, তথা) পপাত।

বাঙ্গালা শব্দার্থ ততস্তু (তারপর) বিরূপিতা (বিকৃতরূপা) সা (সেই রাক্ষসী) রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতম্ (রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত) জনস্থানগতম্ (দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ) উগ্রতেজসম্ (প্রচণ্ড শক্তিশালী) ভ্রাতরং খরম্ (ভ্রাতা খরের নিকট) উপেত্য (উপস্থিত হইয়া) গগনাৎ (আকাশ হইতে) যথা অশনিঃ (যেমন বজ্রপাত হয়) তথা (সেইরূপভাবে) পপাত (পড়িয়া গেল)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। ততস্তু (অথ) বিরূপিতা (কর্ণনাসচ্ছেদন-শোণিতাক্ত-তয়া চ বিকৃতরূপং প্রাপ্তা) সা (অসৌ শূর্পণখা) রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতম্ (নিশাচরকুলবেষ্টিতম্) জনস্থানগতম্ (দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থস্থানবিশেষম্) উগ্রতেজসম্ (প্রচণ্ডবিক্রমং) ভ্রাতরং খরম্ (খরাভিধেয়ং শূর্পণখায়াঃ বৈমাত্রম্ ভ্রাতরম্ ইত্যর্থঃ) উপেত্য (উপনীয়) গগনাৎ (আকাশাৎ) যথা (যেন প্রকারেণ) অশনিঃ (বজ্রঃ) [পততি তথা] পপাত (নিপতিতা)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয়। তদ্+তসিল্ (পঞ্চমী স্থানে)। তু—অব্যয়।

সা—উপমেয় কর্তা। উপমান 'অশনিঃ'।

রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতম্—'খরম' পদের বিশেষণ ; সম্—হন্+ঘঞ্ (কর্মণি) =সঙ্ঘঃ, সম্—বৃ+ক্ত (কর্মণি)=সংবৃতঃ ; রাক্ষসানাং সঙ্ঘঃ (ষষ্ঠীতৎ পুরুষ) ; তেন সংবৃতঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ) ; তাদৃশম্।

খরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'উপেত্য'। খর লঙ্কাপতি রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মুনিবর বিশ্রবা ইহার পিতা ও মাতার নাম রাকা। দশাননের আদেশে খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতিত্ব লইয়া ভগিনী শূর্পণখার রক্ষাকার্যে দণ্ডকারণ্যে বাস করিত।

জনস্থানগতম্ 'খরম্' পদের বিণ। জনস্থানম্ গতঃ (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ) তম্। গম্+ক্ত (কর্তরি) ইতি গতঃ। দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষের প্রাচীন নাম জনস্থান। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য অধুনা দণ্ডকারণ্য সুপরিচিত।

বিরূপিতা—'সা' পদের বিশেষণ ; 'তৎকরোতি' এই অর্থে বিরূপ (শব্দ) + ণিচ্ = বিরূপি (ধাতু) + ক্ত (কর্মণি) = বিরূপিত + আপ্ (স্ত্রিয়াম্)।

উপেত্য—অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'সা'। উপ—ই + ল্যপ্। ই ধাতু = যাওয়া। রূপ = এতি, ইতঃ, যন্তি।

ভ্রাতরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'উপেত্য'। তম্—'ভ্রাতরম্' পদের বিণ।

উগ্রতেজসম্—'ভ্রাতরম্' পদের বিণ। উগ্রম্ (প্রচণ্ডম্) তেজঃ যস্য, (বহুব্রীহি) ; তম্। 'উগ্রতেজস্' শব্দ, রূপ বেধস্ শব্দবৎ। উগ্রতেজাঃ, উগ্রতেজসৌ, উগ্রতেজসঃ ইত্যাদি।

পপাত—সমাপিকা ক্রিয়া ; কর্তা 'সা'। পত্ + লিট্ ণল্।

ভূমৌ—অধিকরণে সপ্তমী ; ভূমি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ; মতি শব্দবৎ।

গগনাৎ—অপাদানে পঞ্চমী। গগন শব্দ ফল শব্দবৎ। যথা—অব্যয়।

অশনিঃ—উপমান কর্তরি প্রথমা ; ক্রিয়া 'পততি' উহ্য।

বাচ্যান্তর। …বিরূপিতয়া তয়া…অশনিনা (পত্যতে) (তথা) পেতে।

অনুবাদ। অতঃপর বিকৃতরূপা সেই রাক্ষসী শূর্পণখা রাক্ষসগণ পরিবেষ্টিত দণ্ডকারণ্য মধ্যে অবস্থিত, প্রচণ্ড বিক্রমশালী ভ্রাতা খরের নিকট উপস্থিত হইয়া, আকাশ হইতে পতিত বজ্রের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল।

Trans. Then that disfigured Rakshashi Shurpanakha approached her brother Khara, surrounded by multitudes of Rakshasas, living in Dandakaranya and of great valour and she fell upon the ground resembling a thunderbolt from the sky.

ততঃ সভার্যম্……ভগিনী খরস্য সা॥ শ্লোক ২৬

সন্ধিবিযুক্তপাঠ। ততঃ সভার্যম্ ভয়মোহমূর্ছিতা
সলক্ষ্মণম্ রাঘবম্ আগতম্ বনম্।
বিরূপণম্ চ আত্মনি শোণিতোক্ষিতা,
শশংস সর্বম্ ভগিনী খরস্য সা॥

সারাংশ। তারপর ভগিনী শূর্পণখা, নিজদেহের বিকৃতি এবং সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের বনে আগমন বার্তা, খরের নিকট নিবেদন করিল।

অন্বয়। ততঃ শোণিতোক্ষিতা সা ভগিনী ভয়মোহমূর্ছিতা (সতী) সভার্যং সলক্ষ্মণং রাঘবম্ বনমাগতম্ আত্মনি বিরূপণঞ্চ সর্বং খরস্য শশংস।

শব্দার্থ। ততঃ (তারপর) শোণিতোক্ষিতা (রুধিরাপ্লুত) সা (সেই) ভগিনী (ভগিনী) ভয়মোহমূর্ছিতা (ভীতি এবং মূঢ়তায় মূর্ছিতপ্রায় হইয়া) সভার্যং সলক্ষ্মণম্ (সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত) রাঘবং বনমাগতম্ (রামচন্দ্রের বনাগমন) আত্মনি (নিজদেহে) বিরূপণম্ (বিকৃতি) চ (এবং) সর্বম্ (সমস্ত) খরস্য (খরের নিকট) শশংস (বিবৃত করিল)।

সংস্কৃত শব্দার্থ। ততঃ (অনন্তরম্), শোণিতোক্ষিতা (রক্তাক্তকলেবরা সা ভগিনী (অসৌ স্বসা) ভয়মোহমূর্ছিতা (ভীতিজনিতমূঢ়তয়া লুপ্তচেতনা) সভার্যম্ (পত্ন্যা সহ বর্তমানম্) সলক্ষ্মণম্ (সৌমিত্রিসমেতম্) রাঘবম্ (রঘুনন্দনং রামম্) বনম্ আগতম্ (বনাগমনকারিণম্) আত্মনি (স্বদেহে) বিরূপণঞ্চ (বিকৃতিঞ্চ) সর্বম্ (সমস্তম্) খরস্য (তদভিধেয়ে ভ্রাত্রে) শশংস (প্রোবাচ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ততঃ—অব্যয় ; তদ্+তসিল্ (পঞ্চমী স্থানে)।

সভার্যম্—'রাঘবম্' পদের বিশেষণ ; ভার্যয়া সহ বর্তমানঃ (সহার্থ বহুব্রীহি) তম্। বিকল্পে='সহভার্যম্'-ও হইতে পারে।

ভয়মোহমূর্ছিতা—ভগিনী পদের বিশেষণ। ভী+অল্ (ভাবে)=ভয়ম্ ; মুহ্+ঘঞ্ (ভাবে)=মোহঃ ; মূর্ছ্+ক্ত কর্তরি=[মূর্ছিত]+আপ্ (স্ত্রিয়াম্) =মূর্ছিতা ; ভয়াৎ মোহঃ (পঞ্চমী তৎপুরুষ) ; ভয়মোহাৎ মূর্ছিতা, (পঞ্চমীতৎ) বা ভয়মোহেন মূর্ছিতা (তৃতীয়া তৎপুরুষ) তাদৃশী। অথবা ভয়ঞ্চ মোহশ্চ (দ্বন্দ্ব) ; তাভ্যাম্ মূর্ছিতা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। মুহ্ (দিবাদি) মুহ্যতি, মুহ্যতঃ, মুহ্যন্তি ইত্যাদি।

সলক্ষ্মণম্—'রাঘবম্' পদের বিশেষণ। লক্ষ্মণেন সহ বর্তমানঃ (সহার্থ বহুব্রীহি) ; তম্। বিকল্পে 'সহলক্ষ্মণম্'।

রাঘবম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'শশংস'। রঘু+অণ্ (অপত্যার্থে)। N. B. 'শশংস' ক্রিয়ার কর্ম 'রাঘবম্' ও 'বিরূপণম্'। কিন্তু বিশেষ্যের সহিত অন্বয়ের কোনও বাধা হইলে ক্রিয়ার অন্বয় বিশেষণের সহিতও হইতে পারে। যেমন শিখী বিনষ্টঃ পুরুষো ন নঃ। এখানেও 'বনম্ আগতম্ রাঘবম্' রাঘবের বনাগমনটাই বিবৃত করিল। শকুন্তলাতেও আছে "ইমাম্ অসম্বদ্ধ-প্রলাপিনীং শকুন্তলাম্ আর্যায়ৈ নিবেদয়িষ্যামি" 'শকুন্তলাম্ নিবেদয়িষ্যামি' ইহার অন্বয় শকুন্তলার অসম্বদ্ধ প্রলাপেরই নিবেদন বুঝিতে হইবে। আর্যকে

শকুন্তলাকে নিবেদন করিব নহে। এই স্থলেও সেইরূপ খরের নিকট রাঘবের বন আগমন বার্তা বিবৃত করিল। খরের নিকট রাঘবকে বিবৃত করিল, এরূপ নহে।

বনম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'আগতম্'।

আগতম্—'রাঘবম্' পদের কৃদন্ত বিণ। আ—গম্+ক্ত (কর্তরি) তম্।

বিরূপণম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া 'শশংস'। 'তৎ করোতি' এই অর্থে বিরূপ (শব্দ)+ণিচ্=বিরূপি+অনট্ (ভাবে)=বিরূপণম্।

আত্মনি—অধিকরণে সপ্তমী। চ+আত্মনি=চাত্মনি (সন্ধি)।

শোণিতোক্ষিতা—'ভগিনী' পদের বিণ। উক্ষ্+ক্ত=উক্ষিত ; স্ত্রীলিঙ্গে =উক্ষিতা ; শোণিতেন উক্ষিতা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

শশংস—ক্রিয়া ; কর্তা 'ভগিনী' ; কর্ম 'রাঘবম্' ও 'বিরূপণম্' ; শন্স্+লিট্ ণল্। শন্স (বলা) লট্ শংসতি, শংসতঃ, শংসন্তি ইত্যাদি। শন্স্+ক্ত —শাস্ত, শন্স্+ক্তাচ্=শস্ত্বা ও শংসিত্বা ইত্যাদি।

সর্বম্—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া অথবা বিরূপণম্ পদের বিণ।

খরস্য—সম্বন্ধ বিবক্ষায় ষষ্ঠী। চতুর্থী বিভক্তির অর্থে (ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি)। 'বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি' এই সূত্রে বক্তার ইচ্ছানুসারে যথোপযুক্ত কারক না হইয়া কোনও স্থলে অপর কারক বা সম্বন্ধ বিবক্ষাও হইতে পারে। যেমন— 'গৃহে' গচ্ছতি ; 'শিষ্যে' বিদ্যাং বিতরতি ; তাবদ্ 'ভয়স্য' ভেতব্যম্ ইত্যাদি।

সা—সর্বনামীয় বিশেষণ ; বিশেষ্য 'ভগিনী'।

বাচ্যান্তর। ...শোণিতোক্ষিতয়া তয়া ভগিন্যা ভয়মূর্চ্ছিতেন ... বনমাগতঃ সলক্ষ্মণঃ রাঘবঃ বিরূপণং চ (স্বা)...শশংসে।

অনুবাদ। তারপর রুধিরাক্ত কলেবরে (খরের) সেই ভগিনী ভীত ও মূর্ছিতপ্রায় হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের বনে আগমন বার্তা এবং নিজের দৈহিক বিকারের কথা সমস্তই খরের নিকট বিবৃত করিল।

Trans. Then that sister of Khara besmeared with blood being almost senseless out of terror narrated the story of Rama's coming to the forest with Sita and Lakshmana and of her own disfigurance.

প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। 'শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্' শীর্ষক পদ্যাংশটির সারাংশ সংক্ষেপে মাতৃ-ভাষায় লিখ (Give the Summary)

উত্তর। ভূমিকার শেষ দিকে বস্তুসংক্ষেপ দেখ।

প্রশ্ন ২। শূর্পণখার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের উক্তি প্রত্যুক্তি নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কর: Narrate in your own words the conversation of Shurpanakha with Rama and Lakshmana.

উত্তর। শূর্পণখা রামচন্দ্রকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে, রামচন্দ্র মৃদুহাস্যে তাহাকে পরিহাসচ্ছলে কহিলেন—"আমি তো বিবাহিত; আমার প্রেয়সী সীতা আমার সঙ্গেই আছেন। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় রমণীর পক্ষে সপত্নীর সহিত বসবাসও অত্যন্ত দুঃখকর; সুতরাং আমার এই ভ্রাতা লক্ষ্মণ আছেন। ইনি অতি সুদর্শন যুবক; তাছাড়া বিদ্বান্, সচ্চরিত্র ও শক্তিশালী। তার উপর ইহার ভার্যারও প্রয়োজন আছে। অতএব হে বিশালাক্ষি! ইনিই তোমার পতি হইবার উপযুক্ত। হে উত্তম নিতম্বে! সূর্যপ্রভা যেরূপ সুমেরু পর্বতকে আশ্রয় করে, তুমিও সেইরূপ আমার এই ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়া সপত্নীশূন্য হও। ইহা রামচন্দ্রের পরিহাসপূর্ণ উক্তি।

রামের পরিহাসের মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া, শূর্পণখা লক্ষ্মণকে বলিল—"আমি রমণীগণের মধ্যে উত্তমা, সুতরাং আমিই তোমার রূপের উপযুক্ত পত্নী; তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া, সুখে এই সমগ্র দণ্ডকবনে ভ্রমণসুখ উপভোগ [illegible]

রাক্ষসীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মণও তাহাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন—"হে কমলকান্তে! আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের দাস মাত্র, সুতরাং তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া দাসী হইতে চাহিতেছ কি জন্য? হে বিশালাক্ষি! তোমার বর্ণে মালিন্যের লেশমাত্র নাই; তুমি সফল মনোরথ আর্য রামচন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্নী হইয়া নিজেও সফল মনোরথ হইয়া প্রীতি লাভ কর। তাহা হইলে রামচন্দ্র এই নতোদরী, কুরূপা, বিকৃতাকৃতি বৃদ্ধা ও চরিত্রহীনা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমার মত শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য পত্নীতে আসক্ত হইতে চায়?"

লক্ষ্মণের কথায় উৎসাহিত হইয়া শূর্পণখা পুনরায় রামকে বলিল—"তুমি এই কুৎসিতাকৃতি, নতোদরী ও বিগত-যৌবনা ভার্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছ, অথচ আমার ন্যায় রমণীকে সমাদরে গ্রহণ করিতেছ না। আমি এখন তোমার সম্মুখেই তোমার এই মানুষী পত্নীকে ভক্ষণপূর্বক সপত্নীশূন্যা হইয়া তোমার সহিত পরমসুখে বিহার করিব।"

প্রশ্ন ৩। এই শূর্পণখা কে? ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও— (Who is this Shurpanakha ?)

উত্তর। শূর্পণখায়াঃ কর্ণনাসচ্ছেদনম্' এই অংশে শূর্পণখায়াঃ পদের টীকায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪। "শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্" এই অংশে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অকৃতদার বলায় মিথ্যা ভাষণের পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন কিনা যুক্তির দ্বারা সমর্থন কর:—

উত্তর। প্রথম যুক্তি রামচন্দ্র শূর্পণখার অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্তই পরিহাস করিবার জন্য। পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা ভাষণে পাপ হইবে না। ইহা শাস্ত্রের উক্তি—"ন নর্মযুক্তবচনং হিনস্তি।" নর্ম পদের অর্থ পরিহাস। দ্বিতীয় যুক্তি লক্ষ্মণের পত্নী উর্মিলা লক্ষ্মণের সঙ্গে না থাকায় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে 'অকৃতদার' বলিয়াছেন। অসত্য ভাষণ হইতে রামচন্দ্রকে মুক্ত করিতে রাজশেখর বসু মহাশয় দ্বিতীয় যুক্তিই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে, কারণ 'অকৃতদার' শব্দের ওইরূপ অর্থ করিবার কোনও যুক্তি নাই।' সুতরাং প্রথম যুক্তিই সমীচীন।

প্রশ্ন ৫। "এতাং বিরূপামসতীং [illegible] দরীম্।
বৃদ্ধাং ভার্যাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি॥"

এই শ্লোকে-মাতৃতুল্যা সীতা সম্পর্কে লক্ষ্মণের মুখ হইতে এইরূপ উক্তি পরিহাসচ্ছলেও সমর্থনযোগ্য কিনা বিচার কর:—

উত্তর। এষঃ (রামঃ) বিরূপাম্ অসতীং করালাং
নির্ণতোদরীং বৃদ্ধাং ত্বাং পরিত্যজ্য এতাং ভার্যামেব ভজিষ্যতি।

অর্থাৎ ইনি কুরূপা অসতী, ভয়ঙ্করী, স্থূলোদরী ও বৃদ্ধা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ভার্যাকেই ভজনা করিবেন।

অথবা,

বিরূপাম্ (বিশিষ্টরূপাম্) অসতীম্ (পার্বতীতুল্যাম্। ন সতী=অসতী। ঈষদ্ উন অর্থে নঞ্ হইয়াছে) করালাম্ (করেণ আলাম্ জ্যোতির্ময়ীম্ ইত্যর্থঃ। আল শব্দের অর্থ - উজ্জ্বল) নির্ণতোদরীম্ (নিঃশেষেণ নতম্ উদরম্ যস্যাঃ তাম্। অত্যন্তক্ষীণোদরীম্) বৃদ্ধাম্ (বিদুষীম্) ভার্যামেব ভজিষ্যতি ; ত্বাম্ পরিত্যজ্য ইতি ভাবঃ। এইরূপ অন্বয় করিলেই ঐ দোষ নিবারিত হয়।

প্রশ্ন ৬। প্রসঙ্গ-উল্লেখপূর্বক সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) কৃতদারোঽস্মি.........সুদুঃখা সমপত্নত ॥ (শ্লোক ২)

(খ) কথং দাসস্য........ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনি ॥ (শ্লোক ৯)

(গ) এতাং বিরূপাম্....... ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি ॥ (শ্লোক ১১)

(ঘ) তাম্ মৃত্যুপাশপ্রতিমাম্ .... লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ (শ্লোক ১৮)

(ঙ) সা বিরূপা....... যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ (শ্লোক ২৩)

উত্তর। শ্লোক সংখ্যা অনুযায়ী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর : ১। কৃতদারোঽস্মি, ২। ভার্যেয়ম্, ৩। ত্বদ্বিধানান্তু, ৪। অনুজস্ত্বেষ মে, ৫। চার্থী, ৬। মুদিতামলবর্ণিনী, ৭। ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি, ৮। লক্ষ্মণেনোক্তা, ৯। পশ্যতস্তব, ১০। ক্রূরৈরনার্যৈঃ, ১১। বিরূপণঞ্চাত্মনি।

উত্তর। ১। কৃতদারঃ+অস্মি, ২। ভার্যা+ইয়ম্, ৩। ত্বদ্বিধানাম্+তু, ৪। অনুজঃ+তু+এষঃ+মে, ৫। চ+অর্থী, ৬। মুদিতা+অমলবর্ণিনী, ৭। ত্বাম্+এব+এষঃ+ভজিষ্যতি, ৮। লক্ষ্মণেন+উক্তা, ৯। পশ্যতঃ+তব, ১০। [illegible] বিরূপণম্+চ+আত্মনি।

প্রশ্ন ৮। স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত পদগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ লিখ :—

শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বমথা **ব্রবীৎ**। **কৃতদারোঽস্মি** ভবতি ভার্যেয়ং **দয়িতা** মম। লক্ষ্মণো নাম **বীর্যবান্**। এনং ভজ **বিশালাক্ষি**! **অসপত্না** বরারোহে মেরুম**র্কপ্রভা** যথা। ইতি রামেণ সা **প্রোক্তা**। দণ্ডকান্ **বিচরিষ্যসি**। এবমুক্তস্তু **সৌমিত্রিঃ** রাক্ষস্যা **বাক্যকোবিদঃ**। সোঽহমার্যেণ **পরবান্**। ভার্যা ভব **যবীয়সী**। **নিগৃহ্য** রামঃ কুপিতঃ। ন **কার্যঃ** পশ্য-বৈদেহীম্। **উদ্ধৃত্য** খড়্গং **চিচ্ছেদ**। যথাগতং **প্রদুদ্রাব**। **ননাদ** বিবিধান্ নাদান্ যথা **প্রাবৃষি তোয়দঃ**।

উত্তর। শ্লক্ষ্ণয়া = মধুরেণ ; বাচা = বচনেন, বচসা ; অব্রবীৎ = উবাচ, উক্তবান্ ; কৃতদারঃ = বিবাহিতঃ ; দয়িতা = প্রিয়া ; বীর্যবান্ = শক্তিশালী ; বিশালাক্ষি = দীর্ঘনয়নে; অসপত্না = শত্রুরহিতা ; অর্কপ্রভা = রবেদীপ্তিঃ; প্রোক্তা = কথিতা ; বিচরিষ্যসি = বিহরিষ্যসি ; সৌমিত্রিঃ = লক্ষ্মণঃ ; বাক্যকোবিদঃ = বচনদক্ষঃ ; পরবান্ — পরাধীনঃ, ভৃত্যঃ ; যবীয়সী = কনীয়সী ; নিগৃহ্য = তিরস্কৃত্য, ব্যাহত্য ; কার্যঃ — বিধেয়ঃ ; উদ্ধৃত্য = উত্তোল্য, বিচ্ছেদ = ছিন্নবান্, চকর্ত ; প্রদুদ্রাব = পলায়িতা ; ননাদ = ধ্বনিতবতী ; প্রাবৃষি = বর্ষাসু ; তোয়দঃ = মেঘঃ।

প্রশ্ন ৯। নিম্নে স্থূল পদগুলির বৈকল্পিক বিভক্তি লিখ :—

ময়া সহ **সুখং** সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি। **অস্মোমাং** ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীম্। **রামস্য** পশ্যতঃ উদ্ধৃত্য খড়্গাং চিচ্ছেদ।

উত্তর। সুখেন। তস্মিন্। রামে।

প্রশ্ন ১০। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ :—

(ক) শূর্পণখীম্, (খ) পুরুষব্যাঘ্র ; (গ) কর্ণনাসে ; (ঘ) বিরূপিতা ; (ঙ) বিশালাক্ষি।

উত্তর। যথাক্রমে (ক) পৃষ্ঠা ১৮ ; (খ) পৃষ্ঠা ৪৩ ; (গ) পৃষ্ঠা ৩ ; (ঘ) পৃষ্ঠা ৫৩ ; (ঙ) পৃষ্ঠা ১২ দেখ।

প্রশ্ন ১১। শব্দরূপ লিখ :—

(১) বাচ্ — প্রথমা ও সপ্তমী, (২) নারী — ষষ্ঠী ও সপ্তমী ; (৩) ভর্তৃ — দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী ; (৪) যবীয়সী — তৃতীয়া ও চতুর্থী ; (৫) পশ্যৎ (পুং) পঞ্চমী ও ষষ্ঠী ; (৬) প্রাবৃষ্ — প্রথমা ও তৃতীয়া, (৭) বিক্ষরন্তী — দ্বিতীয়া ও চতুর্থী ; (৮) উগ্রতেজস — [illegible]

উত্তর। (১) বাক্ বাচৌ বাচঃ ; বাচি বাচোঃ বাক্ষু। (২) নার্যাঃ নার্যোঃ নারীণাম্ ; নার্যাম্ নার্যোঃ নারীষু। (৩) ভর্তারম্ ভর্তারৌ ভর্তৄন্, ভর্তুঃ ভর্ত্রোঃ ভর্তৄণাম্। (৪) যবীয়স্যা যবীয়সীভ্যাম্ যবীয়সীভিঃ ; যবীয়স্যৈ যবীয়সীভ্যাম্ যবীয়সীভ্যঃ। (৫) পশ্যতঃ পশ্যদ্ভ্যাম্ পশ্যদ্ভ্যঃ ; পশ্যতঃ পশ্যতোঃ পশ্যতাম্। (৬) প্রাবৃট্ প্রাবৃষৌ প্রাবৃষঃ ; প্রাবৃষা প্রাবৃড্ভ্যাম্ প্রাবৃড্ভিঃ। (৭) বিক্ষরন্তীম্ বিক্ষরন্ত্যৌ বিক্ষরন্তীঃ ; বিক্ষরন্ত্যৈ বিক্ষরন্তীভ্যাম্ বিক্ষরন্তীভ্যঃ। (৮) উগ্রতেজাঃ উগ্রতেজসৌ উগ্রতেজসঃ ; উগ্রতেজসা উগ্রতেজোভ্যাম্ উগ্রতেজোভিঃ।

প্রশ্ন ১২ ধাতুরূপ লিখ :—

(১) ভূ—লট্, প্রথম পুরুষ ; (২) ভজ্—লোট্ মধ্যমপুরুষ (৩) বচ্—লৃট, উত্তমপুরুষ ; (৪) বি—সৃজ্—লট্, উত্তমপুরুষ , (৫) ক্রু—(আত্মনেপদ) লট্ প্রথমপুরুষ (৬) মন্—লঙ্, প্রথমপুরুষ (৭) দৃশ্-লৃট্ উত্তমপুরুষ ; (৮) নি—গ্রহ্—লট্, প্রথমপুরুষ, (৯) কৃ—(আত্মনেপদ) লট্ প্রথমপুরুষ ; (১০) ছিদ্—লট্, প্রথমপুরুষ ; (১১) গর্জ—বিধিলিঙ্ প্রথমপুরুষ।

উত্তর। (১) বিভতি বিভৃতঃ বিভ্রতি ; (২) ভজ ভজতম্ ভজত ; (৩) বক্ষ্যামি বক্ষ্যাবঃ বক্ষ্যামঃ ; (৪) বিসৃজামি বিসৃজাবঃ বিসৃজামঃ (৫) ক্রুতে ক্রুবাতে ক্রুবতে ; ৬) অমন্যত অমন্যেতাম্ অমন্যন্ত ; (৭) দ্রক্ষ্যামি দ্রক্ষ্যাবঃ দ্রক্ষ্যামঃ ; (৮) নিগৃহ্ণাতি নিগৃহ্ণীতঃ নিগৃহ্ণন্তি ; (৯) কুরুতে কুর্বাতে কুর্বতে ; (১০) ছিনত্তি ছিনত্তঃ ছিন্দন্তি ; (১১) গর্জেৎ গর্জেতাম্ গর্জেয়ুঃ।

প্রশ্ন ১৩। নিম্নলিখিত পদসমূহের প্রত্যেকটির সাহায্যে একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—

(১) বাচা ; (২) ভার্যয়া ; (৩) ভর্তারম্ ; (৪) প্রোক্তা , (৫) বিসৃজ্য ; (৬) যবীয়সী ; (৭) সন্ত্যজ্য ; (৮) উপবিষ্টম্ ; (৯) মন্যতে ; (১০) পশ্যন্তম্ ; (১১) কার্যঃ ; (১২) উদ্ধৃত্য ; (১৩) ননাদ , (১৪) গর্জন্তী ; (১৫) প্রবিবেশ।

উত্তর। (১) শিশুঃ মধুরয়া **বাচা** মাতরম্ উবাচ। (২) **ভার্যয়া** সহ ধর্মম্ আচরেৎ। (৩) রমণী **ভর্তারম্** আদায় পিত্রালয়ং গতা। (৪) পুত্রেণ **প্রোক্তা** মাতা তম্ উবাচ। (৫) অশোকঃ রাজ্যং **বিসৃজ্য** তপস্যায়ৈ তীর্থং গতবান্। (৬) সা বালিকা মম **যবীয়সী** ভগিনী (৭) অস্মান্ সর্বান্ [illegible] কুত্র গমিষ্যতি ? (৮) শিষ্যঃ আসনে **উপবিষ্টং** গুরুং প্রাণমৎ। (৯) স স্বং তৃণায় মন্যতে [illegible] **পশ্যন্তং** পুত্রম্ আহ্বয়তি। (১১) অস্যাঃ বিপদঃ উদ্ধারঃ ত্বয়ৈব **কার্যঃ**। (১২) নৃপতিঃ [illegible] **উদ্ধৃত্য** রিপোঃ শিরঃ চিচ্ছেদ। (১৩) পঞ্জরবদ্ধঃ সিংহঃ উচ্চৈঃ **ননাদ**। (১৪) শরঃহতা সিংহী **গর্জন্তী** ভূমৌ অপতৎ। (১৫) বিপ্রঃ স্নানাদিকং সমাপ্য পূজামণ্ডপং **প্রবিবেশ**।

ভট্টিকাব্যম্—দ্বাদশঃ সর্গঃ

রামেণ সহ বিভীষণস্য মিলনম্

রামের সহিত বিভীষণের মিলন

[Meeting of Vibhisana with Rama]

সূচনা। প্রাচীনকালে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে 'সাহিত্য' 'কাব্য' নামে পরিচিত ছিল। তখনকার দিনে 'সংস্কৃত সাহিত্য, না বলিয়া বলা হইত সংস্কৃত কাব্য। সংস্কৃত কাব্যের নানা বিভাগ ছিল, যেমন—সংস্কৃত গদ্য-কাব্য, সংস্কৃত পদ্য-কাব্য (বা শ্রব্যকাব্য), সংস্কৃত মিশ্র কাব্য (বা দৃশ্যকাব্য) প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে গদ্য-কাব্যের দুইটি ভাগ—কথা ও আখ্যায়িকা। পদ্য-কাব্যের দুইটি ভাগ—মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। মিশ্রকাব্যের দুইটি ভাগ—রূপক ও উপরূপক। রূপক হইল নাটক প্রভৃতি দশ প্রকার এবং উপরূপক হইল নাটিকা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার।

যে কাব্যে আটটির কম সর্গ (Canto) আছে তাহার নাম খণ্ডকাব্য। যথা—ঋতু-সংহারঃ, মেঘদূতম্ প্রভৃতি। যে কাব্যে আটটি কিংবা আটের অধিক সর্গ আছে তাহার নাম মহাকাব্য।

> "অষ্টসর্গান্নতু ন্যূনং ত্রিংশৎসর্গাচ্চ নাধিকম্।
> মহাকাব্যং প্রযোক্তব্যং মহাপুরুষ-কীর্তিযুক্ ॥"

সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বহুকাব্য থা[illegible]ষ্ঠিত কাব্যগুলিকেই সা[illegible]হাকাব্য বলা হয়। যথা মহাকবি কালিদাস রচিত [illegible] ১৯ সর্গ) ও কুমারসম্ভবম্ (১৭ সর্গ) মহাকবি ভারবি রচিত কিরাতার্জুনীয়ম্ (১৮ সর্গ), মহাকবি ভট্টি রচিত ভট্টিকাব্যম্ (২২ সর্গ), মহাকবি মাঘ রচিত শিশুপালবধম্ (২০ সর্গ), এবং শ্রীহর্ষ রচিত নৈষধচরিতম্ (২২ সর্গ)। বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ এই সকল টীকা লিখিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ সমূহকেই 'মহাকাব্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কবি পরিচিতি ও ভট্টিকাব্যের নামকরণ।

মহাকবি কালিদাসের তিরোধানের পর সংস্কৃত সাহিত্যে যে কাব্যশিল্প ও বর্ণ-চিত্রের যুগ আরম্ভ হয়, সেই যুগের কবিগণের মধ্যে মহাকবি ভট্টির নাম

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকবি ভট্টি যে মহাকাব্য রচনা করেন, কবির নামানুসারে তাহাকে 'ভট্টিকাব্য' বলা হয়। কিন্তু 'ভট্টিকাব্য' নামে পরিচিত হইলেও এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'রাবণবধম্'। কারণ এই কাব্যে রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার রাজা দশরথের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাম-চন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বধ, সীতার উদ্ধার ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ভট্টিকাব্যের তৃতীয় নাম হইল 'উদাহরণ কাব্যম্'। কারণ, মহামুনি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণে যে সকল সূত্র আছে, তাহাদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্যই এই গ্রন্থখানি লিখিত হয়। শুনা যায়, ভট্টিকবি কোনও সময়ে তাঁহার অরণ্যস্থিত আশ্রমে ছাত্রগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্য দিয়া একটি বন্যহস্তী চলিয়া যায়। তাহার ফলে শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে এক বৎসর কাল-যাবৎ বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ ছিল। ব্যাকরণ বেদাঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া কবিকে ব্যাকরণের অধ্যাপনা বন্ধ করিতে হইল। ব্যাকরণের অধ্যাপনা নিষিদ্ধ হইলেও কাব্যের অধ্যাপনা নিষিদ্ধ ছিল না। সেইজন্য কবি এমন একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন যাহা পাঠ করিয়া ছাত্রগণ ব্যাকরণে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে। এই মহাকাব্যের নামই ভট্টিকাব্য। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ভট্টিকাব্যকে ব্যাকরণ বিষয়ক একখানি মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। ইহাতে ব্যাকরণের সূত্রগুলির রাশিরাশি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন, ভট্টিকাব্যের কেবলমাত্র প্রথম সর্গেই লুঙ্ (অর্থাৎ অতীতকাল)-যুক্ত ক্রিয়াপদের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লুঙ্ যুক্ত সাতটি ক্রিয়া পদ নিম্নলিখিত একটি শ্লোকেই আছে।—

"সোঽধ্যৈষ্ট বেদাং স্ত্রিদশানযষ্ট পিতৄনতার্প্সীৎ সমমংস্ত বন্ধূন্।
ব্যজেষ্ট ষড়্‌বর্গমরংস্ত নীতৌ সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ॥"—ভট্টিকাব্য ১.২

ভট্টিকাব্যে অলংকার (Figures of Speech) সমূহের উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ ও অলংকারের উদাহরণ প্রদর্শনের জন্য টীকাকার মল্লিনাথ ভট্টিকাব্যের নামকরণ করিয়াছেন "উদাহরণ কাব্য"।

ভট্টিকাব্যের বিভাগ। ভট্টিকাব্যে ২২টি সর্গ আছে। সর্গগুলির নাম যথা—১। রাম-সম্ভব ২। সীতা-পরিণয় ৩। রাম-প্রবাস ৪। রামপ্রবাস

৫। রাম-প্রবাস ও সীতাহরণ ৬। সুগ্রীবাভিষেক ৭। সীতান্বেষণ ৮। অশোক-বণিকাভঙ্গ ৯। মারুতি-সংযম ১০। সীতাভিজ্ঞান-দর্শন ১১। লঙ্কাগত-প্রভাত ১২। বিভীষণাগমন ১৩। সেতুবন্ধন ১৪। শরবন্ধ ১৫। কুম্ভকর্ণবধ ১৬। রাবণ-বিলাপ ১৭। রাবণ-বধ ১৮। বিভীষণ-প্রলাপ ১৯। বিভীষণাভিষেক ২০। সীতা-প্রত্যাখ্যান ২১। সীতা-সংশোধন ২২। অযোধ্যা-প্রত্যাগমন। ২২টি সর্গে বিভক্ত হইলেও ভট্টিকাব্যকে পুনরায় চারভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক একটি ভাগের নাম 'কাণ্ড'। কাণ্ডগুলির নাম— ১। প্রকীর্ণ কাণ্ড (১-৫ সর্গ) ২। অধিকার কাণ্ড (৬-৯ সর্গ) ৩। প্রসন্ন কাণ্ড (১০-১৩ সর্গ) ৪। তিঙন্ত কাণ্ড (১৪- ২ সর্গ)।

প্রকীর্ণকাণ্ডে ব্যাকরণের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন বিষয়ক সূত্রের উদাহরণ আছে। অধিকার কাণ্ডে অধিকার সূত্র নামক বিশেষ বিশেষ সূত্রের উদাহরণ আছে। প্রসন্নকাণ্ডে অলংকার শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন অলংকারের উদাহরণ রহিয়াছে। তিঙন্তকাণ্ডে তিঙন্তপদ বা ক্রিয়াপদের বহু উদাহরণ আছে।

ভট্টি ও ভর্তৃহরি। অনেকের মতে প্রসিদ্ধ কবি, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি এবং ভট্টিকবি একই ব্যক্তি। কিন্তু ভট্টি ও ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি কিনা—এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ভট্টিকাব্যের টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন—ভর্তৃহরিই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা। ভর্তৃশব্দটি প্রাকৃত ভাষায় ভট্টি শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু 'হরি' শব্দটি কোথায় গেল, তাহার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকাকারগণ সাধারণতঃ ভর্তৃহরিকে সংক্ষেপে হরি বলিয়া অভিহিত করেন এবং ভট্টিকবিকে 'ভট্টি' বলিয়াই উল্লেখ করেন। কেহ কেহ ভর্তৃহরিকে 'ভট্টিকবি' নামেও অভিহিত করেন।

সিদ্ধান্তকৌমুদী রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁহার 'মনোরমা' নামে টীকায় 'ভর্তৃহরি' ও 'ভট্টি' পৃথক ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উপরন্তু, ভর্তৃহরি তাঁহার রচিত ভাগবৃত্তি' নামক ব্যাকরণের গ্রন্থে ভট্টিকবির একটি প্রয়োগকে ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [কথং তর্হি "আজঘ্নে বিষম-বিলোচনস্য বক্ষঃ ইতি ভারবিঃ? "আহধ্বং মাং রঘুত্তমম্" ইতি ভট্টিশ্চ? প্রমাদ এবায়ম্ ইতি ভাগবৃত্তিঃ।—ভারবি-কবির 'আজঘ্নে' পদে ও ভট্টিকবির 'আহধ্বম্' পদে আত্মনেপদ প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ।

অতঃপর রাবণের মাতামহ মাল্যবান্ নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বিভীষণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু রাবণ-ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ রাবণের অদূরদর্শিতার নিন্দা করিলেও, পরোক্ষভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন।

তখন বিভীষণ দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আপনারা সকলে লক্ষ্য করুন, চারিদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাইতেছে। অকারণ ধূলিরাশিতে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, প্রবল ঝঞ্ঝায় পশুপক্ষী ও রাক্ষসকুল ভীতিগ্রস্ত, ধূসর কিরণজালে সূর্যদেবের জ্যোতিঃ পরিম্লান, উল্কাপাত ধরিত্রীকে কম্পিত করিতেছে। এই সকল দুর্নিমিত্ত আমাদের ভাবী বিপদের লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব এ বিষয়ে প্রতিকার প্রয়োজন। হে রাক্ষসরাজ! আমার এই হিতকর উপদেশ গ্রহণ করুন। শত্রুগণের আক্রমণের পূর্বেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া শান্তি স্থাপন করুন। ইহাই আমাদের আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়'।

[ইহার পরই আমাদের পাঠ্য বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে।]

মন্ত্রণা-সভায় বিভীষণ সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ পূর্বক শত্রুর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিলে লঙ্কারাজ রাবণ বিভীষণের এই উদ্ধত আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূভঙ্গিপূর্বক মস্তক উত্তোলন করিয়া বিভীষণের উদ্দেশে বলিলেন—'হে পুলস্ত্যের পৌত্র বিভীষণ! আমাকে কেহ যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে না জানিও। আমার ঐশ্বর্যে তুমি ঈর্ষান্বিত—ইহা আমার জানা আছে। তুমি শত্রুর গুপ্তচর। আমাদের বংশের কলঙ্কস্বরূপ। তুমি আমার জ্ঞাতি-শত্রু। তাই আমার উন্নতি সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুর নিকট নতি স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছ। লঙ্কার অধিবাসিবৃন্দের এই [illegible] নীচতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।'—এই কথা বলিয়া রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন।

এই অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া বিভীষণ সংযত চিত্তে স্বপক্ষীয় চারিজন অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে রাক্ষস-রাজ রাবণকে বলিয়া গেলেন—'হে মহারাজ! আমার হিতোপদেশ আপনার মনোমত হইল না। আপনি আমাকে আপনার শত্রু বলিয়া সন্দেহ করিলেন। আপনি অবিবেকী ও অহংকারী। তাই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকে পদাঘাত করিলেন। এই পদাঘাতে কাহার নীচতা প্রকাশ পাইল—আমার না আপনার? আমাকে ছাড়িয়া আপনি সুখে থাকুন। আমি চলিলাম।'

এই কথা বলিয়া বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে শরণ লইবার উদ্দেশে ধীর পদক্ষেপে লঙ্কারাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাগর অতিক্রম করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর হনুমানের নিকট পরিচয় পাইয়া শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন।

[ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ সর্গে সর্বসমেত ৮৭টি শ্লোক আছে। তাহাদের মধ্যে ৭৬—৮৭ সংখ্যক শ্লোক অর্থাৎ শেষের মাত্র ১২টি শ্লোক আমাদের পাঠ্যাংশ (Syllabus) রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।]

পাঠ্যাংশের নামকরণ। আলোচ্যমান পাঠ্যাংশের নামকরণ করা হইয়াছে "রামেণ সহ বিভীষণস্য মিলনম্" অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎকার। কিন্তু উদ্ধৃত পাঠ্যাংশে যে পরিস্থিতিতে শ্রীরামচন্দ্রের সাহিত বিভীষণের মিলন ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মিলনের পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা বিশেষ কিছুই নাই। সে সম্বন্ধে কেবলমাত্র বলা হইয়াছে শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইমত অবস্থায় পাঠ্যাংশের এবংবিধ নামকরণ কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

ভ্রূভঙ্গমাধায় প্রভাবম্ ॥ (শ্লোক ১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ভ্রূভঙ্গম্ আধায় বিহায় ধৈর্যম্ বিভীষণম্ ভীষণ-রূক্ষ-চক্ষুঃ।
গিরম্ জগাদ উগ্র-পদাম্ উদগ্রঃ স্বম স্ফাবয়ন্ শক্র-রিপুঃ প্রভাবম্ ॥

সারাংশ। রাবণ [redacted] করিতে লাগিলেন।

[redacted]। ভীষণ-রূক্ষচক্ষুঃ উদগ্রঃ শক্র-রিপুঃ ধৈর্যং বিহায় ভ্রূভঙ্গম্ আধায় স্বং প্রভাবং স্ফাবয়ন্ বিভীষণম্ উগ্রপদাং গিরং জগাদ।

শব্দার্থ। ভীষণ-রূক্ষচক্ষুঃ (ভয়ানক-ক্রূর-লোচন) উদগ্রঃ (উন্নত মস্তক-বিশিষ্ট) শক্ররিপুঃ (ইন্দ্রের শত্রু লঙ্কাধিপতি রাবণ) ধৈর্যং বিহায় (ধীরতা পরিত্যাগ করিয়া) ভ্রূভঙ্গম্ (ভ্রূকুটি) আধায় (করিয়া) স্বং (নিজের) প্রভাবং (পরাক্রম) স্ফাবয়ন্ (প্রকটিত করিয়া) বিভীষণম্ (ভ্রাতা বিভীষণকে) উগ্রপদাং (কঠোর শব্দযুক্ত) গিরং (বাক্য) জগাদ (বলিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ভীষণ-রূক্ষাক্ষঃ (ভয়ানক-পরুষনয়নঃ) উদগ্রঃ (উন্নমিত-মস্তকঃ) শক্ররিপুঃ (ইন্দ্রশত্রুঃ লঙ্কেশঃ রাবণঃ) ধৈর্যং বিহায় (প্রশান্তিং পরিত্যজ্য) ভ্রূভঙ্গম্ আধায় (ভ্রুকুটিং কৃত্বা) স্বং প্রভাবম্ (আত্মনঃ বিক্রমং সামর্থ্যং বা) ক্ষাবয়ন্ (প্রকটয়ন্) বিভীষণম্ (রাবণানুজং বিভীষণম্) উগ্রপদাং (পরুষাক্ষরবিশিষ্টাং, মর্মচ্ছেদকরীম্ ইত্যর্থঃ) গিরং (বাচং) জগাদ (উবাচ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অয়ং শ্লোকঃ মহাকবিভট্টিবিরচিতস্য ভট্টিকাব্যস্য দ্বাদশসর্গাৎ উদ্ধৃতঃ। বিভীষণস্য অপ্রিয়-হিতবচনম্ আকর্ণ্য বাসবদমনঃ লঙ্কেশঃ রাবণঃ ক্রোধনিরস্তধৈর্যঃ সন্ বদ্ধভীমভ্রুকুটিঃ জ্বলদগ্নিরক্তনেত্রঃ উন্নমিতমস্তকঃ নিজসামর্থ্যং প্রকটয়ন্ কনিষ্ঠং ভ্রাতরং বিভীষণম্ পরুষবাক্যং বক্তুম্ আরেভে ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। মহাকবি ভট্টিবিরচিত ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ সর্গ হইতে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। শত্রুসৈন্য লঙ্কারাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে সাগরের পরপারে উপনীত হইলে রাবণ আপৎপ্রতীকারার্থ মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় রাবণের অনুজ ভ্রাতা বিভীষণ যখন সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণপূর্বক রামচন্দ্রের নিকট নতি স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন লঙ্কারাজ রাবণ বিভীষণের সেই হিতকর অথচ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি অধীর হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্বক ভ্রুকুটি-কুটিল-লোচনে নিজের বিক্রম প্রদর্শন করিয়া বিভীষণের প্রতি মর্মন্তুদ বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাকরণ, পদটীকা

ভ্রূভঙ্গম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'আধায়'। ভ্রুবোঃ ভঙ্গঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তম্। ভ্রূভঙ্গঃ=ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী ; ভ্রাকুটি ; ভ্রূকুটী ; ভ্রকুটি, ভ্রকুটী ; ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটী। ভন্জ্+ঘঞ্ (ভাবে) =ভঙ্গঃ।

আধায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। আ—ধা+ল্যপ্ (ধারণ করিয়া)।

বিহায়—অসমাপিকা ক্রিয়া। বি—হা+ল্যপ্ (ত্যাগ করিয়া)।

ধৈর্যম—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'বিহায়'। ধীর+ষ্যঞ্=ধৈর্যম্ (ক্লীবলিঙ্গ)।

বিভীষণম্—গৌণে কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'জগাদ'।

ভীষণ-রূক্ষ-চক্ষুঃ—'শক্ররিপুঃ' পদের বিশেষণ। ভীষণানি চ রূক্ষাণি চ ইতি ভীষণরূক্ষাণি (কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)। ভীষণরূক্ষাণি চক্ষুংষি যস্য সঃ (বহুব্রীহি সমাসঃ)। 'রুক্ষ' ও 'রূক্ষ' উভয় বানানই শুদ্ধ।

গিরম্—মুখ্যে কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'জগাদ'। গির্+দ্বিতীয়া একবচন। গির্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; অর্থ 'বাক্য'। রূপ—গীঃ, গিরৌ, গিরঃ। গিরম্, গিরৌ, গিরঃ। গিরা, গীর্ভ্যাম্, গীর্ভিঃ। গিরে, গীর্ভ্যাম্, গীর্ভ্যঃ। গিরঃ, গীর্ভ্যাম্, গীর্ভ্যঃ। গিরঃ, গিরোঃ, গিরাম্। গিরি, গিরোঃ গীর্ষু। গীঃ, গিরৌ, গিরঃ।

জগাদ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'শক্ররিপুঃ'। গদ্+লিট্ অ। গদ্ ধাতুর অর্থ 'বলা'। ইহা দ্বিকর্মক। গৌণকর্ম=বিভীষণম্। মুখ্যকর্ম=গিরম্।

উগ্রপদাম্—'গিরম্' পদের বিশেষণ। উগ্রাণি পদানি যস্যাঃ তাম্ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। পদ=শব্দ অথবা বাক্য।

উদগ্রঃ—'শক্ররিপুঃ' পদের বিশেষণ।

স্বম্—'প্রভাবম্' পদের বিশেষণ। **N. B.** স্ব শব্দের চারি প্রকার অর্থ। যথা—আত্মা (soul), আত্মীয় বা নিজের (one's own), জ্ঞাতি (relation) ও ধন (wealth)। স্ব শব্দ প্রথম দুইটি অর্থে সর্বনাম, কিন্তু শেষ দুইটি অর্থে সর্বনাম নহে। যথাক্রমে উদাহরণ—সন্তাং স্বস্মৈ ভগবতে নমঃ। পিতা স্বস্মৈ পুত্রায় হিতোপদেশং দদাতি। দরিদ্রায় স্বায় ধনং দেহি। স্বায় যততে নরঃ।

স্ফাবয়ন্—'শক্ররিপুঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। স্ফাব্+ণিচ্+শতৃ প্রথমা একবচন।

শক্ররিপুঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'জগাদ'। শক্রস্য রিপুঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ)। শক্রঃ=ইন্দ্রঃ। শক্ররিপুঃ=রাবণঃ। রাবণ দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন [redacted] ছে।

[redacted] কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'স্ফাবয়ন্'। ভূ+ঘঞ্ (ভাবে)=ভাবঃ। প্রকৃষ্টঃ ভাবঃ ইতি প্রভাবঃ (প্রাদি তৎপুরুষঃ সমাসঃ) তম্।

বাচ্যান্তর। ভীষণরূক্ষচক্ষুষা উদগ্রেণ শক্ররিপুণা……স্ফাবয়তা বিভীষণঃ ……জগদে।

অনুবাদ। ভয়ানক-ক্রূর-লোচন উন্নত-মস্তক ইন্দ্রশত্রু রাবণ ধীরতা পরিত্যাগ পূর্বক ভ্রুকুটি করিয়া নিজের পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে অনুজ ভ্রাতা বিভীষণকে কঠোর শব্দযুক্ত কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন।

Trans. Ravana the enemy of Indra, having lost patience frowning with fierce stern eyes and having raised his head, expressing his own prowess, uttered a harsh-worded speech to Vibhishana.

শিলা·········পুলস্ত্যনপ্তঃ ॥ (শ্লোক ২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

শিলা তরিষ্যতি উদকে ন পর্ণম্, ধ্বান্তম্ রবেঃ স্নংস্যতি বহ্নিঃ ইন্দোঃ।
জেতা পরঃ অহম্ যুধি জেষ্যমাণঃ তুল্যানি মস্থস্ব পুলস্ত্য-নপ্তঃ ॥

সারাংশ। ওহে পুলস্ত্যের পৌত্র! শত্রু রামচন্দ্রের যুদ্ধে জয়লাভ ও আমার পরাজয় সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

অন্বয়। রে পুলস্ত্য-নপ্তঃ! উদকে শিলা তরিষ্যতি, পর্ণং ন তরিষ্যতি, রবেঃ ধ্বান্তং স্রংস্যতি, ইন্দোঃ বহ্নিঃ স্রংস্যতি, যুধি পরঃ জেতা, অহং জেষ্যমাণঃ স্যাম্—ইতি এতানি তুল্যানি মন্যস্ব।

শব্দার্থ। রে পুলস্ত্য-নপ্তঃ (ওহে পুলস্ত্যের নাতি!) উদকে (জলে) শিলা (প্রস্তরখণ্ড বা পাথর) তরিষ্যতি (ভাসিবে), পর্ণং (পত্র বা গাছের পাতা) ন তরিষ্যতি (ভাসিবে না অর্থাৎ নিমজ্জিত হইবে), রবেঃ (সূর্য হইতে) ধ্বান্তং (অন্ধকার) স্রংস্যতি (ক্ষরিত হইবে অর্থাৎ প্রকাশিত হইবে) ইন্দোঃ (চন্দ্র হইতে) বহ্নিঃ (অগ্নি) স্রংস্যতি (ক্ষরিত হইবে), যুধি (যুদ্ধে) পরঃ (শত্রু, রামচন্দ্র) জেতা (জয়লাভ করিবে) অহং (আমি অর্থাৎ রাবণ) জেষ্যমাণঃ (পরাজিত হইব)—ইতি এতানি (এই ঘটনাগুলি) তুল্যানি (সদৃশ) মন্যস্ব (জানিবে)। (অর্থাৎ এই ঘটনাগুলি অসম্ভব বলিয়া জানিবে)।

সংস্কৃত অর্থ। রে পুলস্ত্য-নপ্তঃ (অহো পুলস্ত্যনামধেয়স্য ঋষেঃ পৌত্র! ভোঃ ক্ষুদ্রব্রাহ্মণপৌত্র ক্ষত্রিয়গন্ধহীন কাপুরুষ! ইত্যর্থঃ), উদকে (সলিলে) শিলা (পাষাণঃ) তরিষ্যতি (প্লবমানা তিষ্ঠেৎ), পর্ণং (পত্রং) ন তরিষ্যতি (প্লবমানং ন ভবেৎ, পরন্তু নিমগ্নং ভবেৎ), রবেঃ (সূর্যাৎ) ধ্বান্তং (তিমিরং) স্রংস্যতি (ক্ষরিষ্যতি), ইন্দোঃ (চন্দ্রাৎ) বহ্নিঃ (অনলঃ) স্রংস্যতি (আবির্ভবিষ্যতি); যুধি (সমরে) পরঃ (অরিঃ রাঘবঃ) জেতা (জেষ্যতি), অহম্ (অস্মজ্জনঃ রাবণঃ) জেষ্যমাণঃ (পরাজিতঃ ভবিষ্যামি)—ইতি এতানি (ঈদৃশানি ঘটনানি) তুল্যানি (সমানি) মন্যস্ব (জানীহি)। (শিলা-প্রতরণাদিকল্পঃ মে পরাজয়ঃ কদাপি ন সম্ভবেৎ ইতি ভাবঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহো তপঃসর্বস্ব-জরদ্‌ব্রাহ্মণপৌত্র! পুলস্ত্যনামধেয়স্য ঋষেঃ পৌত্র! ক্ষত্রিয়গন্ধহীন কাপুরুষাধম! বিভীষণ! যথা সলিলে প্রস্তরখণ্ড-প্লবনং পত্রনিমজ্জনং বা ন সম্ভবতি, তপনাৎ তমোবর্ষণং হিমাংশোর্বা দহনসম্পাতঃ ন সম্ভবতি, তথা যুধি রাঘবাৎ মে পরাজয়ঃ ন সম্ভবতি। শিলা প্রতরণাদিকল্পঃ মে পরাজয়ঃ কদাপি ন সম্ভবেৎ। অহং শত্রুং রামচন্দ্রম্ অবশ্যমেব জেষ্যামি ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। ওহে পুলস্ত্য নামক ঋষির পৌত্র অর্থাৎ তপঃসর্বস্ব বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের কাপুরুষ নাতি বিভীষণ! জলে প্রস্তরখণ্ড ভাসিবে, কিন্তু পত্র ভাসিবে না, সূর্যমণ্ডল হইতে অন্ধকার বিচ্ছুরিত হইবে ও চন্দ্রমণ্ডল হইতে অগ্নি ক্ষরিত হইবে। যুদ্ধে শত্রু রামচন্দ্র জয়লাভ করিবে ও আমি পরাস্ত হইব—এই ঘটনাগুলি সমান জানিবে। অর্থাৎ জলে পাষাণ ভাসিয়া থাকা ও পত্র নিমগ্ন হওয়া যেমন অসম্ভব ব্যাপার; জ্যোতির্ময় সূর্য হইতে অন্ধকার প্রকাশিত হওয়া ও শীতল চন্দ্র হইতে অগ্নির উত্তাপ প্রকাশিত হওয়া যেমন অসম্ভব ব্যাপার—যুদ্ধে রামের জয়লাভ ও আমার পরাজয় লাভও সেইরূপ অসম্ভব ব্যাপার। যুদ্ধে আমি রামচন্দ্রকে অবশ্যই পরাস্ত করিব ইহাই তাৎপর্য।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

শিলা—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া=ভবিষ্যতি। **N. B** শিলা ও ভবিষ্যত্যুদকে—ইহারা ভিন্ন পদ। ইহারা পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত হওয়া উচিত। পাঠ্যপুস্তকে একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ভুল।

ভবিষ্যতি—ক্রিয়াপদ। কর্তা—শিলা ও পর্ণম্। ক্রি—লৃট্ স্যতি। (প্রথম পুরুষ একবচন। N. B. বিকল্প পদ=ভবীষ্যতি। ভবিষ্যতি+উদকে=ভবিষ্যত্যুদকে (সন্ধি)।

উদকে—অধিকরণে সপ্তমী। উদক+সপ্তমী একবচন। উদক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ, যথা—উদকম্ উদকে উদকানি। উদকম্=জল। ন—অব্যয়।

পর্ণম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবিষ্যতি'। পর্ণ+প্রথমা একবচন। 'পর্ণ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ যথা—পর্ণম্, পর্ণে, পর্ণানি ইত্যাদি। পর্ণম্=পত্র।

ধ্বান্তম্—কর্তরি প্রথমা ক্রিয়া 'সূৎস্যতি'। ধ্বান্ত+প্রথমা একবচন। 'ধ্বান্ত' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ—ধ্বান্তম্, ধ্বান্তে, ধ্বান্তানি। ধ্বান্তম্=অন্ধকার।

রবেঃ—অপাদানে পঞ্চমী। রবি+পঞ্চমী একবচন রবি=সূর্য।

স্যন্‌ৎস্যতি—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'ধ্বান্তম্' ও 'বহ্নিঃ'। স্যন্দ্+লৃট্ স্যতি (প্রথম পুরুষ একবচন)। N. B. বিকল্প পদ=সন্দিষ্যতে ও স্যন্‌ৎস্যতে। স্যন্দ্ ধাতু আত্মনেপদী। কিন্তু এখানে পরস্মৈপদী হইয়াছে। সূত্র "বৃদ্ভ্যঃ স্যসনোঃ" ইতি বিকল্পে পরস্মৈপদম্। "ন বৃদ্ভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ ইতি ইট্ প্রতিষেধঃ।" অর্থাৎ বৃৎ, বৃধ্, শৃধ্, স্যন্দ্ ও কৃপ্ ধাতু আত্মনেপদী হইলেও লৃট্ ও সন্ প্রত্যয় স্থলে বিকল্পে পরস্মৈপদী হয়। এবং আত্মনেপদী হইলেই ধাতুগুলির উত্তর বিকল্পে ইট্ (ই-কার) আগম হয়। যথা—সন্দিষ্যতে, স্যন্‌ৎস্যতি। কিন্তু পরস্মৈপদে ইকার আগম হয় না। যথা—স্যন্‌ৎস্যতি। [সন্দিষ্যতি—হইবে না।] স্যন্দ্ ধাতুর রূপ—স্যন্দতে, স্যন্দেতে, স্যন্দন্তে। [বৃৎ—বর্ততে, বর্তিষ্যতে, বর্ৎস্যতি। বৃধ্—বর্ধতে, বর্ধিষ্যতে, বর্ৎস্যতি।]

বহ্নিঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'স্যন্‌ৎস্যতি'।

ইন্দোঃ—অপাদানে পঞ্চমী। ইন্দু+পঞ্চমী একবচন। ইন্দুঃ=চন্দ্র।

জেতা—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'পরঃ'। জি+লুট্ তা। N B. "অনদ্যতনে লুট্। লৃট্ শেষে চ"। অর্থাৎ অনদ্যতন ভবিষ্যতে অর্থাৎ কোনও কার্য অদ্য সম্পন্ন না হইয়া, পরে হইবে এই অর্থে ধাতুর উত্তর লুট্ হয় এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত ভবিষ্যতে অর্থাৎ কোনও কার্য অদ্য সম্পন্ন হইবে বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লৃট্ হয় যথাক্রমে উদাহরণ—আগামিনি রবিবাসরে সাহিত্যবিষয়িণী সভা ভবিতা। অদ্য অহং বিদ্যালয়ং গমিষ্যামি।

পরঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'জেতা'। পরঃ=শত্রুঃ।

অহম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবিতাস্মি' (উহ্য)।

যুধি—অধিকরণে সপ্তমী। যুধ্+সপ্তমী একবচন। যুধ্ ধাতু+ক্বিপ্ (ভাবে)=যুধ্। যুধ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ—যুদ্ধ।

জেষ্যমাণঃ—'অহম্' পদের বিধেয় বিশেষণ। জি+লৃট্ঃ স্থানে স্যমান প্রত্যয়ঃ (কর্মবাচ্যে)+প্রথমা একবচন।

তুল্যানি—'ইমানি' (উহ্য) পদের বিধেয় বিশেষণ। N. B. তুলয়া সম্মিতানি ইতি তুলা+যৎ+প্রথমা বহুবচন=তুল্যানি।

মন্যস্ব—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'ত্বম্' (উহ্য), মন্+লোট্ স্ব (মধ্যম পুরুষ একবচন)। মন্ ধাতু দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী। রূপ মন্যতে, মন্যেতে, মন্যন্তে ইত্যাদি।

পুলস্ত্যনপ্তঃ—সম্বোধনে প্রথমা, পুলস্ত্যস্য নপ্তা (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ) তৎসম্বোধনে। অর্থ - পুলস্ত্য নামক ঋষির পৌত্র বা নাতি। N B. ন পততি কুলম্ অনেন ইতি ন+পত্+তৃন্ (করণবাচ্যে)=নপ্তৃ। নপ্তৃ=নাতি বা পৌত্র। নপ্তৃ শব্দ দাতৃ শব্দের ন্যায়। রূপ, যথা—নপ্তা, নপ্তারৌ, নপ্তারঃ। নপ্তারম্, নপ্তারৌ, নপ্তৄন্। নপ্ত্রা, নপ্তৃভ্যাম্, নপ্তৃভিঃ। নপ্ত্রে, নপ্তৃভ্যাম্ নপ্তৃভ্যঃ। নপ্তুঃ, নপ্তৃভ্যাম্, নপ্তৃভ্যঃ। নপ্তুঃ, নপ্ত্রোঃ নপ্তৄণাম্ নপ্তরি, নপ্ত্রোঃ, নপ্তৃষু। নপ্তঃ, নপ্তারৌ, নপ্তারঃ। N. B. সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভূ বা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। ইঁহারা হইলেন ব্রহ্মার মানস পুত্র। দশজন প্রজাপতির নাম যথা—মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম সাতজনের পৃথক্ নাম—সপ্তর্ষি। ইঁহাদের মধ্যে পুলস্ত্য হইলেন রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের পিতামহ। পুলস্ত্যের পত্নী হইলেন তৃণবিন্দু নামক মুনির কন্যা হবির্ভূ। ইঁহাদের পুত্রের নাম বিশ্রবাঃ। বিশ্রবার তিন স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর নাম ইলাবিলা। ইনি দেবকন্যা। ইঁহার পুত্রের নাম যক্ষরাজ কুবের। (২) দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম কেকসী বা নিকষা। ইনি রাক্ষসকন্যা। ইঁহার পুত্রগণের নাম রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এবং কন্যার নাম শূর্পণখা। (৩) তৃতীয়া স্ত্রীর নাম রাকা। ইনিও রাক্ষসকন্যা। ইহার পুত্র খর।

N. B অতএব দেখা যাইতেছে পুলস্ত্য ও বিশ্রবা—এই দুইজন দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণ হইলেও, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ রাক্ষস ছিলেন। এইজন্যই রাবণ বিভীষণকে পুলস্ত্যের পৌত্র বা ব্রাহ্মণের নাতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এইরূপ সম্বোধনের তাৎপর্য হইল এই যে বিভীষণ স্বয়ং রাক্ষস হইলেও তিনি ব্রাহ্মণের নাতি বলিয়া তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত দয়া-দাক্ষিণ্যাদি-গুণেরই সমাবেশ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যবীর্য সাহস-পরাক্রম প্রভৃতি গুণ নাই। অর্থাৎ বিভীষণ কাপুরুষ। সেই জন্যই বিভীষণ রাঘবের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন।

বাচ্যান্তর। ....শিরসা ভবিষ্যতে, পর্বেন ন ভবিষ্যতে, ... ধ্বান্তেন সন্দিষ্যতে (বা স্তনংস্যতে), বহ্নিনা ন সন্দিষ্যতে (বা স্তনংস্যতে) .. পরেণ জেতা, ময়া জেষ্যমাণেন (ভূয়েত); এতানি তুল্যানি মন্যন্তাম্ (ত্বয়া)।

অনুবাদ। ওহে পুলস্ত্যের পৌত্র (বা নাতি)! জলে পাথর ভাসিবে, পত্র ভাসিবে না; সূর্য হইতে অন্ধকার ক্ষরিত হইবে, চন্দ্র হইতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইবে; যুদ্ধে শত্রু জয়লাভ করিবে এবং আমি পরাজিত হইব—এই ঘটনাসমূহ সমান বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ এই ঘটনাসমূহের প্রত্যেকটিই অসম্ভব বলিয়া ইহারা পরস্পর সদৃশ)।

Trans. The stone will float on water and not the leaf, darkness will flow from the sun and fire from the moon, the enemy will win in battle and I shall be overcome—regard all these as alike, oh grandson of Pulastya.

অনির্বৃতং ··· কশ্চিদ্ ভূৎ ॥ (শ্লোক ৩)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

অনির্বৃতম্ ভূতিষু গূঢ়-বৈরম্, সৎকার-কালে অপি কৃতাভ্যসূয়ম্।

বিভিন্ন-কর্মাশয়-বাক্ কুলে নঃ [কুলৈনঃ], মা জ্ঞাতিচেলম্ ভুবি কশ্চিৎ ভূৎ ॥

সারাংশ। কুলের কলঙ্কস্বরূপ নিকৃষ্ট জ্ঞাতি পৃথিবীতে যেন কাহারও বংশে না জন্মগ্রহণ করে।

অন্বয়। ভূতিষু অনির্বৃতং, গূঢ়বৈরং, সৎকারকালেঽপি কৃতাভ্যসূয়ং, বিভিন্নকর্মাশয়বাক্ জ্ঞাতিচেলং নঃ কুলে, ভুবি কশ্চিৎ কুলে বা মা ভূৎ। [অথবা—বিভিন্নকর্মাশয়বাক্ কুলৈনঃ জ্ঞাতিচেলং ভুবি কশ্চিৎ কুলে মা ভূৎ।]

শব্দার্থ। ভূতিষু (সম্পদে) অনির্বৃতং (অসন্তুষ্ট), গূঢ়বৈরং (প্রচ্ছন্ন শত্রুভাবাপন্ন), সৎকারকালেঽপি (সমাদর করিলেও) কৃতাভ্যসূয়ং (ঈর্ষা-পরায়ণ), বিভিন্নকর্মাশয়বাক্ (কার্যে, মনে ও বাক্যে ভিন্ন প্রকার) [কুলৈনঃ (বংশের কলঙ্কস্বরূপ)] জ্ঞাতিচেলং [(তোমার মত) জ্ঞাতিকণ্টক] নঃ কুলে (আমাদের বংশে), ভুবি (পৃথিবীতে) কশ্চিৎ কুলে বা (অথবা কাহারও বংশে) মা ভূৎ (যেন জন্মগ্রহণ না করে)। (বিভীষণ রাবণের এইরূপ নিকৃষ্ট জ্ঞাতি—ইহাই রাবণের বক্তব্য বিষয়)।

সংস্কৃত অর্থ। ভূতিষু (সম্পৎসু, প্রভূতবিভবলাভেঽপি) অনির্বৃতম্ (অসন্তুষ্টম্), গূঢ়বৈরম্ (বহিঃপ্রসন্নমপি প্রচ্ছন্নশত্রুভাবাপন্নম্), সৎকার-কালেঽপি (সম্মানপ্রদর্শনসময়ে অপি) কৃতাভ্যসূয়ম্ (ঈর্ষাকষায়িতম্), বিভিন্ন-কর্মাশয়বাক্ (বাঙ্মনঃকর্মসু নানারূপং, মনসি অন্যৎ, বচসি অন্যৎ, কর্মণি অন্যৎ

ইত্যর্থঃ) [কুলৈনীঃ (বংশস্য জন্মান্তর-সঞ্চিত-পাপস্বরূপম্, কুলকলঙ্কভূতম্ ইত্যর্থঃ)] জ্ঞাতিচেলম্ (ভবাদৃশঃ স্বজনাপসদঃ, গর্হিতঃ জ্ঞাতিঃ ইত্যর্থঃ) নঃ কুলে (অস্মাকম্ বংশে) ভুবি (জগতি) কস্যচিৎ কুলে বা (অপরস্য কস্যাপি বংশে বা) মা ভূৎ (মা ভবতু, মা জনি ইত্যর্থঃ) । (বিভীষণঃ রাবণস্য এবংবিধঃ নিকৃষ্টঃ জ্ঞাতিঃ ইতি ভাবঃ ।)

ভাবার্থ। ন্যায়নীতি, ধর্মনীতি বা রাজনীতির দিক্ হইতে রাবণের সীতাহরণ যতই গর্হিত হউক না কেন, বিভীষণের কায কিন্তু সর্বজননিন্দিত। বিভীষণের কার্যের ফলে তাহার নামবাচক বিশেষ্য (Proper noun) আজ জাতিবাচক বিশেষ্য পদে (Common noun) পরিণত হইয়াছে।" বিভীষণ মানেই গৃহশত্রু। দেশের ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতককেও বিভীষণ আখ্যাই দেওয়া হইয়া থাকে।

সেইজন্য রাবণের এই উদ্ধৃত বাণী 'তোমার ন্যায় বংশের কলঙ্কস্বরূপ জ্ঞাতি যেন কোথাও না জন্মগ্রহণ করে'—ইহা আজ সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রার্থনাবাণীতে পরিণত হইয়াছে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

অনির্বৃতম্—'জ্ঞাতিচেলম্' পদের বিশেষণ। 'জ্ঞাতিচেলম্' পদ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'অনির্বৃতম্' পদও ক্লীবলিঙ্গ। ন নির্বৃতম্ ইতি অনির্বৃতম্ (নঞ্-তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। নির্—বৃ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)=নির্বৃত। নির্বৃত=আনন্দিত। N. B. নির্বৃত্ত=সম্পাদিত। নিবৃত্ত=বিরত। N. B. পাঠ্য-পুস্তকে 'অনিবৃতম্' ছাপা হইয়াছে। উহা ভুল। শুদ্ধ পাঠ "অনির্বৃতম্"।

ভূতিষু—অধিকরণে সপ্তমী অথবা ভাবে সপ্তমী। ভূ + ক্তি (ভাবে)।

গূঢ়বৈরম্—ক্লীবলিঙ্গ 'জ্ঞাতিচেলম্' পদের বিশেষণ। গূঢ়ং বৈরং যস্য তৎ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। গুহ্ + ক্ত (কর্মবাচ্যে)=গূঢ়।

সৎকারকালে—অধিকরণে সপ্তমী। সৎকারস্য কালঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ সমাসঃ) তস্মিন্। অপি—অব্যয়।

কৃতাভ্যসূয়ম্—ক্লীবলিঙ্গ 'জ্ঞাতিচেলম্' পদের বিশেষণ। কৃতা অভ্যসূয়া যেন তৎ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)।

বিভিন্নকর্মাশয়বাক্—ক্লীবলিঙ্গ 'জ্ঞাতিচেলম্' পদের বিশেষণ। কর্ম চ আশয়শ্চ বাক্ চ ইতি কর্মাশয়বাচঃ (দ্বন্দ্বসমাসঃ)। বিভিন্নাঃ কর্মাশয়বাচঃ যস্য

তৎ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। অর্থ—যে একরকম মনে ভাবে, তাহার বিপরীত কথা বলে এবং অন্য প্রকার কর্ম করে।

"মনস্যন্যৎ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যৎ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্॥"

কুলে—অধিকরণে সপ্তমী। নঃ—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। বিকল্প =অস্মাকম্।

[N. B. "কুলে নঃ"—ইহার পাঠান্তর হইল "কুলৈনঃ"। টীকাকার জয়-মঙ্গলার মতে 'কুলে নঃ' ও টীকাকার মল্লিনাথের মতে 'কুলৈনঃ' পাঠ সমীচীন। কুলৈনঃ—ক্লীবলিঙ্গ 'জ্ঞাতিচেলম্' পদের বিশেষণ। কুলস্য এনঃ ইতি কুলৈনঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। এনস্ শব্দের অর্থ পাপ, কলঙ্ক। এনস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ —এনঃ, এনসী, এনাংসি। এনঃ, এনসী, এনাংসি।] মা –অব্যয়।

জ্ঞাতিচেলম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভূৎ' (অথবা অভূৎ)। জ্ঞাতিঃ চেলম্ ইব ইতি জ্ঞাতিচেলম্ (উপমিত-কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)। 'চৈল' ও 'চেল' শব্দ গর্হিত বা নিন্দিত অর্থে পুংলিঙ্গ অথবা ক্লীবলিঙ্গ। বস্ত্র অর্থে কেবলমাত্র ক্লীবলিঙ্গ। "চৈলং বস্ত্রেঽধমে ত্রিষু" ইত্যমরঃ। N B মল্লিনাথের মতে এখানে চেলঃ জ্ঞাতিঃ ইতি জ্ঞাতিচেলঃ এইরূপ কর্মধারয় সমাসে পদটি পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়া তাহার বিশেষণগুলিও পুংলিঙ্গে করা উচিত ছিল। [অত্র বিশেষণসমাসে প্রাপ্তে বিশেষ্যস্য পূর্বনিপাতার্থঃ "কুৎসিতানি কুৎসনৈঃ" ইতি সমাসঃ। অত্র বিশেষণস্য চেলশব্দস্য বৈয়াকরণখসূচিঃ ইত্যাদিবৎ বিশেষ্যলিঙ্গত্বে ন্যায্যো নপুংসকত্বং চিন্ত্যম্। অথবা নপুংসকপাঠঃ প্রামাদিকঃ লেখকহস্তগতঃ। 'অনির্বৃতে ভূতিষু গূঢবৈরঃ' ইত্যাদিঃ সর্বত্র পুংলিঙ্গান্তপাঠঃ এব সাধীয়ান্ দ্রষ্টব্যঃ। 'কুলৈনঃ' ইতি নিয়তলিঙ্গত্বাৎ উভয়ত্রাপি অবিরুদ্ধম্ ইতি সর্বং সুস্থম্"—মল্লিনাথ।]

ভুবি –অধিকরণে সপ্তমী। ভূ+সপ্তমী একবচন। ভূ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ, যথা ভূঃ, ভুবৌ, ভুবঃ। ভুবম্, ভুবৌ, ভুবঃ। ভুবা, ভূভ্যাম্ ভূভিঃ। ভুবৈ ভুবে, ভূভ্যাম্, ভূভ্যঃ। ভুবাঃ ভুবঃ, ভূভ্যাম্, ভূভ্যঃ। ভুবাঃ ভুবঃ, ভুবোঃ, ভুবাম্ ভূনাম্। ভুবাম্ ভুবি, ভুবোঃ, ভূষু। ভূঃ, ভুবৌ, ভুবঃ।

কস্যচিৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী, 'জ্ঞাতিচেলম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

ভূৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'জ্ঞাতিচেলম্'। ভূ+লুঙ্ দ=অভূৎ। N. B. 'মাঙি লুঙ্' ইতি লুঙ্। ন 'মাঙ্যোগে' ইতি অড়াগমনিষেধঃ। অর্থাৎ

এখানে 'মা'ঙ্' এই নিষেধার্থক অব্যয় যোগে ধাতুর উত্তর সর্বকালে লুঙ হইয়াছে এবং লুঙের বিশেষত্ব অনুযায়ী ধাতুর পূর্বে অ-আগম হয় নাই অর্থাৎ অকার বসে নাই।

বাচ্যান্তর।···অনির্বৃতেন, গূঢ়বৈরেণ··· ·· কৃতাভ্যসূয়েন বিভিন্ন-কর্মাশয়-বাচা [কুলৈনসা] জ্ঞাতিচেলেন ··মা ভাবি।

অনুবাদ। সম্পদ লাভে অসন্তুষ্ট, প্রচ্ছন্নশত্রুভাবাপন্ন, সমাদর পাইলেও ঈর্ষাপরায়ণ, কার্যে মনে ও বাক্যে ভিন্ন প্রকার—এরূপ কুলের কলঙ্কস্বরূপ নিকৃষ্ট জ্ঞাতি আমাদের বংশে অথবা পৃথিবীতে কাহারও বংশে যেন জন্মগ্রহণ না করে।

Trans. Discontented in prosperity, cherishing concealed hostility, expressing malice even when being honoured, different in acts, mind and words—may such a rag of a kinsman, the disgrace of his race, never be born in our family or in the family of any one in this world.

ইচ্ছন্তি ····· ·সহন্তে ॥ (শ্লোক ৪)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ইচ্ছন্তি অভীক্ষ্ণম্ ক্ষয়ম্ আত্মনঃ অপি ন জ্ঞাতয়ঃ তুল্যকুলস্য লক্ষ্মীম্।
নমন্তি শত্রূন ন চ বন্ধু বৃদ্ধিম সন্তপ্যমানৈঃ হৃদয়ৈঃ সহন্তে ॥

সারাংশ। জ্ঞাতিগণ এইরূপ দুরাত্মা যে, তাহারা স্বজনের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না।

অন্বয়। জ্ঞাতয়ঃ আত্মনঃ ক্ষয়ম্ অপি অভীক্ষ্ণম্ ইচ্ছন্তি, তথাপি তুল্যকুলস্য লক্ষ্মীং ন ইচ্ছন্তি। জ্ঞাতয়ঃ শত্রূন্ অপি নমন্তি, কিন্তু সন্তপ্যমানৈঃ হৃদয়ৈঃ বন্ধুবৃদ্ধিং ন চ সহন্তে।

শব্দার্থ। জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিগণ) আত্মনঃ (নিজের) ক্ষয়ম্ অপি (ক্ষতিও) অভীক্ষ্ণম্ (নিত্য অথবা নিরন্তর) ইচ্ছন্তি (ইচ্ছা করে), তথাপি (তৎসত্ত্বেও) তুল্যকুলস্য (সগোত্রের বা স্বজনের) লক্ষ্মীম্ (ঐশ্বর্য) ন ইচ্ছন্তি (কামনা করে না)। জ্ঞাতয়ঃ (জ্ঞাতিগণ) শত্রূন্ অপি (শত্রুগণকেও) নমন্তি (প্রণাম করে অর্থাৎ শত্রুগণের নিকটও নতি স্বীকার করে), কিন্তু (তথাপি)

সন্তপ্যমানৈঃ হৃদয়ৈঃ (সন্তপ্ত চিত্তে) বন্ধুবৃদ্ধিং (স্বজনের উন্নতি) ন চ সহন্তে (সহ্য করে না) (অর্থাৎ জ্ঞাতিগণ স্বজনের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না, কারণ তাহাদের হৃদয় নিরতিশয় দুঃখে ও হিংসায় বিদীর্ণ হয়।)

সংস্কৃত অর্থ। জ্ঞাতয়ঃ (স্ববংশোদ্ভবাঃ জনাঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) ক্ষয়ম্ অপি (বিনাশম্ অপি) অভীক্ষ্ণম্ (নিত্যং নিরন্তরম্ বা) ইচ্ছন্তি (কাময়ন্তে)। তথাপি (পরন্তু) তুল্যকুলস্য (সগোত্রস্য, স্বজনস্য ইত্যর্থঃ) লক্ষ্মীম্ (ঐশ্বর্যম্) ন ইচ্ছন্তি (ন কদাপি বাঞ্ছন্তি)। জ্ঞাতয়ঃ (স্বজনাঃ) শত্রূন্ অপি (রিপূন অপি) নমন্তি (ভজন্তে, স্বাতন্ত্র্যং বিহায় সেবন্তে ইত্যর্থঃ), তথাপি (কিন্তু) সন্তপ্যমানৈঃ হৃদয়ৈঃ (ঈর্ষাগ্নিনা দহ্যমানৈঃ চিত্তৈঃ) বন্ধুবৃদ্ধিং (স্বজনাভ্যুদয়ং) ন সহন্তে (দ্রষ্টুং ন শক্নুবন্তি)। (বিভীষণো হি ঈদৃশো নিকৃষ্টো জ্ঞাতিঃ, অতঃ স্বজনস্য রাবণস্য উন্নতিং ন সহতে ইতি ভাবঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইচ্ছন্তি—ক্রিয়াপদ। কর্তা 'জ্ঞাতয়ঃ'। ইষ্ + লট্ অন্তি।

অভীক্ষ্ণম্—অব্যয়। অর্থ—সর্বদা, পুনঃ পুনঃ। "মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শশ্বৎ অভীক্ষ্ণম্ অসকৃৎ সমাঃ"—ইত্যমরঃ।

ক্ষয়ম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'ইচ্ছন্তি'। ক্ষি + অচ্ (ভাবে) = ক্ষয়ঃ। ক্ষয + দ্বিতীয়া একবচন = ক্ষয়ম্।

আত্মনঃ—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'ক্ষয়ম্' পদের সহিত সম্বন্ধ। আত্মন্ + ষষ্ঠী একবচন। অপি ন—অব্যয়।

জ্ঞাতয়ঃ - কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ইচ্ছন্তি'। জ্ঞা + ক্তি (কর্তৃ[redacted]

তুল্যকুলস্য—জনস্য (উহ্য) পদের বিশেষণ। তুল্যং কুলং যস্য তস্য (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)।

লক্ষ্মীম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া ইচ্ছন্তি'। লক্ষ্মী + দ্বিতীয়া একবচন।

নমন্তি—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'জ্ঞাতয়ঃ'। নম্ + লট্ অন্তি।

শত্রূন্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া নমন্তি। শত্রু + দ্বিতীয়া বহুবচন।

বন্ধুবৃদ্ধিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'সহন্তে'। বন্ধুনাং বৃদ্ধিঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ) তাম্। বৃধ্+ক্তি (ভাবে)=বৃদ্ধিঃ। ন, চ—অব্যয়।

সন্তপ্যমানৈঃ—'হৃদয়ৈঃ' পদের বিশেষণ। সম্—তপ্+শানচ্ (কর্মবাচ্যে) + তৃতীয়া বহুবচন।

হৃদয়ৈঃ—হেত্বর্থে তৃতীয়া, অথবা উপলক্ষণে তৃতীয়া, অথবা করণে তৃতীয়া।

সহন্তে—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'জ্ঞাতয়ঃ'। সহ্+লট্ অন্তে।

বাচ্যান্তর। জ্ঞাতিভিঃ……ক্ষয়ঃ…ইষ্যতে। …লক্ষ্মীঃ · ইষ্যতে। জ্ঞাতিভিঃ শত্রবঃ ……নম্যন্তে,……বন্ধুবৃদ্ধিঃ…… ··সহ্যতে।

অনুবাদ। জ্ঞাতিগণ নিজের ক্ষতিও সতত কামনা করিবে, তথাপি সগোত্রের (বা স্বজনের) ঐশ্বর্য ইচ্ছা করিবে না। জ্ঞাতিগণ শত্রুগণের নিকট নতিস্বীকার করিবে—সেও ভাল; তথাপি স্বজনের উন্নতি কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। কারণ তাহাতে তাহাদের হৃদয় ঈর্ষায় বিদীর্ণ হইবে।

Trans. Kinsmen would at all times rather welcome ruin even to themselves than the prosperity of one belonging to the same race. They with burning hearts would rather bow down at the feet of the enemy than bear the rise of a kinsman.

ত্বয়াদ্য……স পার্ষ্ণিম্॥ (শ্লোক ৫)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ত্বয়া অদ্য লঙ্কাভিভবে অতিহর্ষাৎ দুষ্টঃ অতিমাত্রম্ বিবৃতঃ অন্তরাত্মা।
ধিক্ ত্বাম্ মৃষা তে ময়ি দুঃস্থ-বুদ্ধিঃ বদন ইদম্ তস্য দদৌ সঃ পার্ষ্ণিম্॥

সারাংশ। লঙ্কার দুর্গতিতে তোমার বেশ আনন্দ হইয়াছে দেখিতেছি। তোমাকে ধিক্।—এই কথা বলিয়া রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন।

অন্বয়। লঙ্কাভিভবে ত্বয়া অতিহর্ষাৎ অদ্য অতিমাত্রং দুষ্টঃ অন্তরাত্মা বিবৃতঃ। ত্বাং ধিক্। ময়ি তে দুঃস্থ-বুদ্ধিঃ মৃষা। ইদং বদন্ সঃ তস্য পার্ষ্ণিং দদৌ।

শব্দার্থ। লঙ্কাভিভবে (লঙ্কারাজ্যের দুর্গতিতে) ত্বয়া (তুমি) অতিহর্ষাৎ (অতিশয় আনন্দবশতঃ) অদ্য (আজ) অতিমাত্রং (নিরাঙ্কুশ) দুষ্টঃ

(কলুষিত) অন্তরাত্মা (হৃদয়) বিবৃতঃ (প্রকাশ করিয়াছ)। ত্বাম্ ধিক্ (তোমাকে ধিক্ অর্থাৎ তোমাকে নিন্দা করি)। ময়ি (আমার উপর অর্থাৎ আমার বিষয়ে) তে (তোমার) দুঃস্থবুদ্ধিঃ (আমি বিপন্ন—এইরূপ ধারণ) মৃষা (অলীক অর্থাৎ ভুল)। ইদং বদন্ (ইহা বলিতে বলিতে) সঃ (তিনি অর্থাৎ রাবণ) তস্য (তাঁহাকে অর্থাৎ বিভীষণকে) পার্ষ্ণিং (পদাঘাত) দদৌ (দিলেন অর্থাৎ করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। লঙ্কাভিভবে (লঙ্কায়াঃ উপপ্লবে বিপর্যয়ে বা সতি) ত্বয়া (ভবতা, বিভীষণেন ইত্যর্থঃ) অতিহর্ষাৎ (আনন্দাতিশয্যাৎ) অদ্য (অস্মিন্ দিনে) অতিমাত্রং (অতীব) দুষ্টঃ (কলুষিতঃ স্বজনপ্রতিকূলঃ ইত্যর্থঃ) অন্তরাত্মা (হৃদয়ং) বিবৃতঃ (প্রকটিতম্)। ত্বাম্ (ভবন্তম্) ধিক্ (নিন্দামি)। ময়ি (অস্মজ্জনে) তে (তব) দুঃস্থবুদ্ধিঃ (দুর্গতঃ অহম্ ইতি মতিঃ) মৃষা (অলীকা)। ইদম্ (এতৎ বচনম্) বদন্ (ব্রুবন্) সঃ (রাবণঃ) তস্য (বিভীষণস্য) পার্ষ্ণিং দদৌ (পাদমূলপ্রহারং কৃতবান্ পদাঘাতেন বিভীষণম্ অতাডয়ৎ ইতি ভাবঃ)।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ত্বয়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। ক্রিয়া 'বিবৃতঃ'।

লঙ্কাভিভবে—অধিকরণে সপ্তমী অথবা ভাবে সপ্তমী লঙ্কায়াঃ অভিভবঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ) তস্মিন। অভি—ভূ+অপ্ (ভাবে)=অভিভবঃ=বিপদ, দুর্গতি।

অতিহর্ষাৎ—হেত্বর্থে পঞ্চমী। অতিশয়িতঃ হর্ষঃ (প্রাদি তৎপুরুষঃ), তস্মাৎ। হৃষ্+অল্ (ভাবে)=হর্ষঃ।

দুষ্টঃ—অন্তরাত্মা পদের বিশেষণ। দুষ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)।

অতিমাত্রম্—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া। অতিগতা মাত্রা যস্মিন্ কর্মণি তদ্ যথা স্যাৎ তথা (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)।

বিবৃতঃ—কৃদন্ত ক্রিয়া, কর্তা 'ত্বয়া'। বি—বৃ+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

অন্তরাত্মা—উক্তে কর্মণি প্রথমা, ক্রিয়া 'বিবৃতঃ'। অন্তর্গতঃ আত্মা ইতি অন্তরাত্মা (শাকপার্থিববৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ)। ধিক্—অব্যয়।

ত্বাম্ — 'ধিক্' যোগে দ্বিতীয়া   মৃষা—অব্যয় ।
তে—শেষে ষষ্ঠী । অথবা কৃদযোগে কর্তরি ষষ্ঠী । সূত্র —"কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি" ।
বিকল্প পদ=তব ।   ময়ি —অধিকরণে সপ্তমী ।

দুঃস্থবুদ্ধিঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবতি' (উহ্য)। দুঃখে তিষ্ঠতি যঃ সঃ ইতি দুঃস্থঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। দুস্+স্থা+ক (কর্তৃবাচ্যে)=দুস্থঃ। দুঃস্থস্য বুদ্ধিঃ ইতি দুঃস্থবুদ্ধিঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। অথবা দুঃস্থঃ ইতি বুদ্ধিঃ ইতি, দুঃস্থবুদ্ধিঃ (শাকপার্থিবাদিত্বাৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)।

বদন্ —'সঃ' পদের কৃদন্ত বিধেয় বিশেষণ। বদ্+শতৃ+প্রথমা একবচন।

ইদম্—কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া 'বদন্'।

তস্য—শেষে ষষ্ঠী। "রজকস্য বস্ত্রং দদাতি" ইতিবৎ। N. B. প্রশ্ন হইতে পারে এখানে 'দদৌ' ক্রিয়ার যোগে 'তস্য' এই পদে সম্প্রদানে চতুর্থী 'তস্মৈ' হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে—"কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্" এই সূত্রানুসারে দান কর্ম দ্বারা যাহকে অভিপ্রেত করা হয় অর্থাৎ যাহাকে দান করা বোঝায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। এবং সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। কিন্তু দান বলিতে স্ব-স্বত্ব 'নিবৃত্তিপূর্বক পর-স্বত্বোৎপাদন' বোঝায়। অর্থাৎ কোনও দ্রব্যের উপর নিজের অধিকার ত্যাগ করিয়া অপরের অধিকার স্থাপন করার নাম দান। অর্থাৎ একেবারে দান করার নামই দান। সেইজন্য রজকস্য বস্ত্রং দদাতি—এই স্থলে রজকস্য এই পদে সম্প্রদান কারক হয় নাই। 'তস্য পার্ষ্ণিং দদৌ' এই স্থলে 'দদৌ' পদের দ্বারা দান করা বুঝাইতেছে না বলিয়া 'তস্য' পদের স্থানে সম্প্রদানে চতুর্থী 'তস্মৈ' হয় নাই।

দদৌ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সঃ'। দা+লিট্ অ (প্রথম পুরুষ একবচন)।

সঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'দদৌ'। N.B পার্ষ্ণিঃ=পাদমূলম্, গুল্ফয়োরধো ভাগঃ ইত্যর্থঃ। পার্ষ্ণিং দদৌ=পাদমূলের প্রহার। 'পার্ষ্ণি' শব্দে গুল্ফের নিম্নই চরণাংশ বা গোড়ালিকে বোঝায়। 'পার্ষ্ণিং দদৌ' অর্থে গোড়ালির দ্বারা প্রহার করিল অর্থাৎ পদাঘাত করিল। 'পার্ষ্ণি' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। N B. বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাবণ বিভীষণকে সভাস্থলে পদাঘাত করেন নাই, কিন্তু এরূপ কটুবাক্য বলিয়াছিলেন যাহা পদাঘাত অপেক্ষাও মর্মান্তিক।

বাচ্যান্তর। ....ত্বং...দুষ্টম্ অন্তরাত্মানং বিবৃতবান্। ...দুঃস্থবুদ্ধ্যা....ভূয়তে। ....বদতা তেন ..পার্ষ্ণিঃ দদে।

অনুবাদ। লঙ্কার দুর্গতিতে নিরতিশয় আনন্দবশতঃ আজ তোমার অত্যন্ত নীচ অন্তঃকরণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমাকে ধিক্। 'আমি দুর্গত

(অর্থাৎ বিপন্ন)'—আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা অলীক।—এই কথা বলিয়া তিনি (অর্থাৎ রাবণ) তাঁহাকে (অর্থাৎ বিভীষণকে) পদাঘাত করিলেন।

Trans. "Today your extremely wicked inner self has been disclosed by you, on account of your excessive joy at the disaster of Lanka. Fie upon you. Your assumption that I am in distress, is baseless." While saying this, he (i e, Ravana) gave Bibhisana a kick.

ততঃ সঃ……উদস্থাৎ॥ (শ্লোক ৬)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ততঃ সঃ কোপম্ ক্ষময়া নিগৃহ্ণন্ ধৈর্যেণ মন্যুম্ বিনয়েন গর্বম্।
মোহম্ ধিয়া উৎসাহ-বশাৎ অশক্তিম্ সমম্ চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ উদস্থাৎ॥

সারাংশ। অপমানিত হইয়া বিভীষণ মনের দুঃখে চারিজন সচিবের সহিত সভাগৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্য আসন হইতে উঠিলেন।

অন্বয়। ততঃ সঃ ক্ষময়া কোপম্, ধৈর্যেণ মন্যুম্, বিনয়েন গর্বম্, ধিয়া মোহম্, উৎসাহবশাৎ অশক্তিম্ চ নিগৃহ্ণন্, চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সমম্ উদস্থাৎ।

শব্দার্থ। ততঃ (তাহার পর অর্থাৎ রাবণের নিকট হইতে পদাঘাত প্রাপ্ত হইবার পর) সঃ (তিনি অর্থাৎ বিভীষণ) ক্ষময়া (ক্ষমা দ্বারা) কোপম্ নিগৃহ্ণন্ (ক্রোধকে দমন করিয়া), ধৈর্যেণ (ধৈর্যের দ্বারা) মন্যুম্ নিগৃহ্ণন্ (মানসিক দুঃখকে দমন করিয়া), বিনয়েন (বিনয়ের দ্বারা) গর্বম্ নিগৃহ্ণন্ (অহংকারকে দমন করিয়া) ধিয়া মোহম্ নিগৃহ্ণন্ (উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাকে দমন করিয়া), উৎসাহবশাৎ (উৎসাহ বলে) অশক্তিম্ নিগৃহ্ণন (অক্ষমতা দমন করিয়া), চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সমম্ (চারিজন মন্ত্রীর সহিত) উদস্থাৎ (আসন হইতে উত্থিত হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। ততঃ (পদাঘাতাৎ অনন্তরম্) সঃ (বিভীষণঃ) ক্ষময়া (ক্ষান্ত্যা, তিতিক্ষয়া ইত্যর্থঃ) কোপম্ (অপমানজনিতং রোষম্) নিগৃহ্ণন্ (দময়ন্), ধৈর্যেণ (চিত্তস্থৈর্যেণ, মনঃসমাধিনা ইত্যর্থঃ) মন্যুম্ (দৈন্যং, মনোবিষাদম্ ইত্যর্থঃ) নিগৃহ্ণন্ (দূরীকুর্বন্), বিনয়েন (মর্যাদাস্মরণেন দমেন) গর্বম্ (অভিমানম্ অহঙ্কারম্ ইত্যর্থঃ) নিগৃহ্ণন্ (সংযম্য), ধিয়া (প্রজ্ঞাবলেন, বিবেকবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) মোহম্ (কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাম্) নিগৃহ্ণন্ (নিগৃহ্য), উৎসাহবশাৎ (প্রযত্ন-দার্ঢ্যাৎ) অশক্তিম্ (শক্তিহ্রাসম্ প্রতিকারজডতাম্) নিগৃহ্ণন্ (দময়ন্), চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ (আত্মানুগতৈঃ অনল-পনস-সম্পাতি-প্রমতিনামধেয়ৈঃ অমাত্যচতুষ্টয়ৈঃ) সমম্ (সার্ধম্) উদস্থাৎ (আসনাৎ উত্থিতঃ)। (অনলঃ, পনসঃ, সম্পাতিঃ প্রমতিশ্চ—এতে চত্বারঃ বিভীষণামাত্যাঃ ইতি রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে।)

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

সঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'উদস্থাৎ'। ততঃ—অব্যয়।

কোপম—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'নিগৃহ্ন্'। কুপ্ + ঘঞ্ (ভাবে) = কোপঃ।

ক্ষময়া—করণে তৃতীয়া। ক্ষম্ + অঙ্ (ভাবে) + আপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে) = ক্ষমা

নিগৃহ্ন—'সঃ' পদের কৃদন্ত বিধেয় বিশেষণ নি - গ্রহ্ + শতৃ + প্রথমা একবচন, পুংলিঙ্গ।

ধৈর্যেণ—করণে তৃতীয়া। ধীর + ষ্যঞ্ = ধৈর্যম। তৃতীয়া একবচনে ধৈর্যেণ।

মন্যুম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'নিগৃহ্ন'। "মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি"—ইত্যমরঃ। এখানে মন্যু শব্দের অর্থ দুঃখ, শোক, বিষাদ।

বিনয়েন—করণে তৃতীয়া। বি + নী + অচ (ভাবে) = বিনয়ঃ। বিনয় + তৃতীয়া একবচন - বিনয়েন। বিনয় = নম্রতা, শালীনতা (sense of decorum)।

গর্বম্—কর্মণি দ্বিতীয়া ক্রিয়া 'নিগৃহ্ন্' গর্বঃ = অভিমানম, অহঙ্কারঃ

মোহম্ কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'নিগৃহ্ন্'। মুহ্ + ঘঞ্ (ভাবে) = মোহঃ। মোহঃ = মানসিক বিপর্যয়, ইতি-কর্তব্য-জ্ঞান-হীনতা (confusion)।

ধিয়া—করণে তৃতীয়া, ধ্যৈ + কিপ্ = ধীঃ। ধীঃ = বুদ্ধি।

উৎসাহবশাৎ—হেত্বর্থে পঞ্চমী। উৎসাহস্য বশঃ। (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ) তস্মাৎ।

অশক্তিম—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া নিগৃহ্ন্'। ন শক্তিঃ (নঞ্ তৎ) তাম অশক্তিঃ = শক্তিহীনতা। সমম্—অব্যয়। সমম্ = সহ।

চতুর্ভিঃ—'সচিবৈঃ' পদের বিশেষণ। চতুর + তৃতীয়া বহুবচন। চতুর = চারি সংখ্যা। চতুর্—এই সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত। রূপ, যথা—(পুংলিঙ্গে) চত্বারঃ, চতুরঃ, চতুর্ভিঃ, চতুর্ভ্যঃ, চতুর্ভ্যঃ, চতুর্ণাম্, চতুর্ষু। (স্ত্রীলিঙ্গে) চতস্রঃ, চতস্রঃ, চতসৃভিঃ, চতসৃভ্যঃ, চতসৃভ্যঃ, চতসৃণাম, চতসৃষু। (ক্লীবলিঙ্গে) চত্বারি, চত্বারি, চতুর্ভিঃ, চতুর্ভ্যঃ, চতুর্ভ্যঃ, চতুর্ণাম্, চতুর্ষু।

সচিবৈঃ—সহার্থে তৃতীয়া। সহ-বাচক শব্দের যোগে অর্থাৎ সহ, সাকম্, সার্ধম্ সমম্—এই সকল পদের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এখানে সমম্ শব্দের যোগে তৃতীয়া হইয়াছে। N. B. সচিব অর্থে অমাত্য বা মন্ত্রী। বিভীষণের অনুগত চারিজন অমাত্য ছিলেন। তাহাদের নাম, যথা—অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি। রাবণ কর্তৃক বিভীষণ পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অপমানিত হইলে বিভীষণ অপমানের প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে সপক্ষীয় অমাত্যগণের সহিত একযোগে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

উদস্থাৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সঃ'। উৎ—স্থা+লুঙ্ দ্। **N. B.** "উদোঽনূর্ধ্ব-কর্মণি" সূত্রানুসারে এখানে উৎ-পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয় নাই। সূত্রের অর্থ— উত্থান' বা ঊর্ধ্ব-গতি না বুঝাইলে এবং চেষ্টা বুঝাইলে উৎ-পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা—মুক্তৌ উত্তিষ্ঠতে সাধুঃ। ঊর্ধ্বকর্ম বুঝাইলে উৎ-পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী না হইয়া পরস্মৈপদী হয়। যথা—বিপঃ আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি।

বাচ্যান্তর।......... তেন..........নিগৃহ্নতা..........উদস্থায়ি।

অনুবাদ। তাহার পর (অর্থাৎ রাবণ কর্তৃক পদাঘাতের পর) তিনি (অর্থাৎ বিভীষণ ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, ধৈর্যের দ্বারা শোককে, বিনয়ের দ্বারা অভিমানকে, বুদ্ধি দ্বারা বিমূঢ়তাকে ও উৎসাহবলে অক্ষমতাকে দমন করিয়া চারিজন অমাত্যের সহিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন।

Trans. Thereupon, restraining anger by forbearance, sorrow by patience, pride by a sense of decorum, confusion by intellect and stupor by the influence of energy, he rose up with four ministers.

উবাচ চৈনম্..........ন দোষঃ॥ (শ্লোক ৭)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

উবাচ চ এনম্ ক্ষণদাচরেন্দ্রম্, "সুখম্ মহারাজ! বিনা ময়া আস্স্ব
মূর্খাতুরঃ পথ্য-কটূনি অনশ্নন্ যৎ সাময়ঃ অসৌ ভিষজাম্ ন দোষঃ॥"

সারাংশ। বিভীষণ বলিলেন, রোগী যেমন চিকিৎসকের কথা না শুনিলে রোগে ভোগে রাবণও তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তদ্রূপ শাস্তি পাইবে।

অন্বয়। বিভীষণঃ এনং ক্ষণদাচরেন্দ্রম্ উবাচ চ—"ভোঃ মহারাজ! ময়া বিনা সুখম্ আস্স্ব। মূর্খাতুরঃ পথ্য-কটূনি অনশ্নন্ সাময়ঃ ইতি যৎ, অসৌ ভিষজাং ন দোষঃ।

শব্দার্থ। বিভীষণঃ (রাবণানুজ বিভীষণ) এনং (এই) ক্ষণদাচরেন্দ্রম্ (রাক্ষসরাজ রাবণকে) উবাচ (বলিলেন) চ (এবং) ভোঃ মহারাজ! (হে মহারাজ!) ময়া বিনা (আমার সাহচর্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ আমাকে ছাড়িয়া) সুখম্ (সুখে) আস্স্ব (অবস্থান করুন)। মূর্খাতুরঃ (নির্বোধ রোগী) পথ্য-কটূনি (হিতকর অথচ কটু স্বাদবিশিষ্ট ঔষধ) অনশ্নন্ (সেবন না করিয়া) সাময়ঃ ইতি যৎ (যদি রোগ-যুক্ত হয় অর্থাৎ যদি রোগে ভুগিতে থাকে অর্থাৎ যদি রোগ-মুক্ত না হয়) অসৌ (তাহা) ভিষজাং (চিকিৎসকগণের) ন দোষঃ (অপরাধ নহে)।

সংস্কৃত অর্থ। বিভীষণঃ (রাবণানুজঃ) এনম্ (এতম্) ক্ষণদাচরেন্দ্রম্ (নিশাচরনাথং, রাক্ষসরাজং রাবণম্ ইত্যর্থঃ) উবাচ চ (আহ চ), ভোঃ মহারাজ! (অহো নৃপেন্দ্র রাবণ।) ময়া বিনা (জ্ঞাতিরিপুণা অস্মজ্জনেন বিভীষণেন বিযুক্তঃ সন্) সুখম্ আস্স্ব (নিষ্কণ্টকং এম, সুখম্ ইতি যাবৎ)। মর্ত্যাতুরঃ (মূঢ়ঃ নির্বোধঃ রোগী) পথ্য-কটূনি (বৈদ্যৈঃ উপদিষ্টানি আরোগ্য-সম্পাদকানি হিতকরাণি পরন্তু তীব্রস্বাদানি ভেষজানি) অনশ্নন্ (অসেবমানঃ) সাময়ঃ ইতি যৎ (রোগযুক্তঃ যদি ভবেৎ) অসৌ (তৎ সাময়ত্বম্) ভিষজাম্ বৈদ্যানাম্ ন দোষঃ (নিন্দার্হঃ ন ভবতি)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। রাবণং প্রতি বিভীষণস্য উক্তিঃ ইয়ম্ ভোঃ মহারাজ। যথা বৈদ্যোপদেশমনাদৃত্য আরোগ্য-সম্পাদকানি পরন্তু তীব্রস্বাদযুক্তানি ভেষজানি অসেবমানস্য মূঢ়স্য রোগিণঃ রোগোপশমাভাবে বৈদ্যানাং ন কশ্চিৎ অপরাধঃ, রোগী স্বয়মেব তত্র অপরাদ্ধঃ। তথা মম হিতবচনবিমুখঃ ত্বং বিপদ্গ্রস্তঃ চেৎ তত্র ত্বমেব স্বয়ম অপরাদ্ধঃ। নাহম্ ইতি ভাবঃ। মাদৃশাং ভিষজাম্ ইব অনুপদেশঃ দোষঃ তস্য অশ্রবণম্ রোগিণঃ ইব রাজ্ঞঃ দোষঃ, ন তু উপদেষ্টুঃ ইতি নির্গলিতার্থঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। ইহা রাবণের প্রতি বিভীষণের উক্তি। হে মহারাজ। কোনও অসুস্থ রোগী যদি চিকিৎসকের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হিতকর অথচ কটুস্বাদযুক্ত ঔষধ সেবন না করিয়া রোগভোগ করে, তাহা হইলে তাহার জন্য যেমন চিকিৎসকের কোনও দোষ থাকে না—দোষ সম্পূর্ণ রোগীর উপরই বর্তায়, সেইরূপ আমার হিতোপদেশ শ্রবণ না করায় আপনার যদি কোনও বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমাকে দোষী বলিয়া নির্ধারিত করিবেন না। সেক্ষেত্রে দোষ ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনারই হইবে— ইহা মনে রাখিবেন আমি হিতকর উপদেশই দিতে পারি মাত্র। কিন্তু সে উপদেশ শ্রবণ করা বা শ্রবণ না করা আপনার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। আপনি যদি সেই উপদেশ শ্রবণ না করেন তাহা আপনারই অপরাধ—আমার নহে আমার উপদেশ শুনিয়া আপনি যদি সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, শত্রুর সহিত সন্ধি করিতেন, তাহা হইলে লঙ্কারাজ্য শত্রুকর্তৃক আক্রমণ ও বিনাশ হইতে রক্ষা পাইত। আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করায় লঙ্কারাজ্যের বিপদ্ ঘটিলে তাহার জন্য রাজা রাবণই একান্তভাবে অপরাধী হইবেন, বিভীষণ নহে।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি ৩

উবাচ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'বিভীষণঃ (উহ্য)। ব্রূ+লিট্ অ।

এনম্—'ক্ষণদাচরেন্দ্রম্' পদের বিশেষণ। ইদম্ অথবা এতদ্ (পুংলিঙ্গ)+ দ্বিতীয়া একবচন। N B. উক্তির পশ্চাৎ উক্তি হইলে, দ্বিতীয়া বিভক্তির তিনটি বচনে, তৃতীয়ার এক বচনে, এবং ষষ্ঠীর ও সপ্তমীর দ্বিবচনে ইদম্ ও এতদ শব্দ স্থানে এন আদেশ হয়।

ক্ষণদাচরেন্দ্রম্—কর্মে দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'উবাচ'। ক্ষণং দদাতি যা সা ইতি ক্ষণদা (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ। ক্ষণ+দা+ক+আপ্ (স্ত্রিয়াম্। ক্ষণদা। ক্ষণদা=রাত্রি। ক্ষণদায়াং চরন্তি যে তে=ক্ষণদাচরাঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। ক্ষণদা+চর্+ট প্রথমা বহুবচন। ক্ষণদাচরেষু ইন্দ্রঃ (সপ্তমী তৎপুরুষঃ) তম্। সুখম্ ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া।

মহারাজ—সম্বোধনে প্রথমা। মহান্ রাজা ইতি মহারাজঃ (কর্মধারয়ঃ সমাসঃ। তৎ সম্বোধনে। N B "রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্" সূত্রানুসারে সমাসান্ত টচ্ (অ) প্রত্যয় হইয়াছে। বিনা—অব্যয়।

ময়া—বিনা যোগে তৃতীয়া। বিকল্পে পঞ্চমী মৎ' ও দ্বিতীয়া 'মাম্' হয়।

আস্স্ব—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'ত্বম্' (উহ্য) আস্+লোট্ স্ব (মধ্যমপুরুষ একবচন)। আস্ ধাতু অদাদিগণীয় আত্মনেপদী। রূপ—আস্তে, আসাতে, আসতে।

মূর্খাতুরঃ—কর্তায় প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবতি' (উহ্য)। মূর্খঃ আতুরঃ (কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)। N B. 'মূর্খাতুরঃ' পদটি বিশেষণ হইলেও এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "বিশেষণমাত্রপ্রয়োগো বিশেষ্যপ্রতিপত্তৌ।" আতুরঃ=রোগী।

পথ্য-কটূনি—'ভেষজানি' (উহ্য) পদের বিশেষণ। পথ্যানি চ কটূনি চ কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)। পথঃ অনপেতম্ ইতি পথিন্+যৎ=পথ্য। সূত্র— "ধর্মপথ্যর্থন্যায়াদনপেতে"। উদাহরণ, যথা—ধর্ম্য, পথ্য, অর্থ্য, ন্যায্য।

অনশ্নন্—'মূর্খাতুরঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। ন অশ্নন্ ইতি অনশ্নন্ (নঞ্ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। অশ্+শতৃ+প্রথমা একবচন=অশ্নন্। অশ্ ধাতু ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—অশ্নাতি, অশ্নীতঃ, অশ্নন্তি। অর্থ—ভক্ষণ করা।

যৎ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'ভবতি' (উহ্য)।

সাময়ঃ—'মূর্খাতুরঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ. আময়েন সহ বর্তমানঃ যঃ সঃ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। আময়ঃ=রোগঃ। সাময়ঃ=রোগযুক্তঃ।

অসৌ—'যৎ' এই উদ্দেশ্য পদের বিধেয় পদ। 'দোষঃ' পদের বিশেষণ।

N. B. 'অসৌ' এই বিধেয় পদটি প্রধান বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে। 'যৎ' এই উদ্দেশ্য পদ ক্লীবলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এখানে বিধেয়পদ ক্লীবলিঙ্গ হয় নাই। "উদ্দেশ্যবিধেয়য়োঃ একলিঙ্গতায়াঃ একবচনতায়াশ্চ ন নিয়মঃ।" অর্থাৎ ভাষায় উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate) যে একই লিঙ্গবিশিষ্ট ও একই বচনবিশিষ্ট হইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। যথা, দেবাঃ প্রমাণম্। শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্। গুণাঃ পূজাস্থানম্।

ভিষজাম - সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। ভিষজ্ + ষষ্ঠী বহুবচন। ভিষজ্ শব্দের প্রথমা একবচন = ভিষক্। ভিষক্ - বৈদ্য, চিকিৎসক। ন—অব্যয়।

দোষঃ—কর্তরি প্রথমা, কিম্বা 'ভবতি' (উহ্য)।

বাচ্যান্তর। বিভীষণেন এষঃ ক্ষণাদাচরেন্দ্রঃ উচে..... আস্যতাম্ (ত্বয়া)। মুমূর্ষুণা অনশ্নতা সামযেন ভূয়তে যেন ভূয়তে অমুনা দোষেণ ভূয়তে।

অনুবাদ। বিভীষণ এই নিশাচরনাথ (অর্থাৎ রাক্ষসরাজ) রাবণকে বলিলেন—"হে মহারাজ। আপনি আমাকে ছাড়িয়া সুখে থাকুন। নির্বোধ রোগী হিতকর অথচ কটুস্বাদযুক্ত ঔষধ সেবন না করিয়া যদি রোগে ভুগিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে চিকিৎসকের কোনও দোষ নাই।"

Trans And he addressed Ravana, the king of the night-rovers, "Oh great king, live at ease without me If a foolish patient continues nursing a disease, without taking wholesome but pungent medicine, it is no fault of the physician."

করোতি বৈরম্ . বত্তায়ম্॥ (শ্লোক ৮)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

করোতি বৈরম্ স্ফুটম্ উচ্যমানঃ প্রত্যুষ্যতি শ্রোত্র-সুখৈঃ অপথ্যৈঃ।
বিবেক-শূন্যঃ প্রভুঃ আত্মমানী মহান্ অনর্থঃ সুহৃদাম বত অয়ম্॥

সারাংশ। যে প্রভু হিতোপদেশ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হয় ও অহিতকর মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট হয়, এমন প্রভু হিতৈষী অনুজীবিগণের যন্ত্রণার কারণ।

অন্বয় যঃ স্ফুটম্ উচ্যমানঃ বৈরং করোতি, শ্রোত্রসুখৈঃ অপথ্যৈঃ প্রতুষ্যতি, অয়ং বিবেকশূন্যঃ আত্মমানী প্রভুঃ সুহৃদাং মহান্ অনর্থঃ বত। [অথবা—বিবেকশূন্যঃ আত্মমানী প্রভুঃ স্ফুটম্ উচ্যমানঃ সন্ বৈরং করোতি, শ্রোত্রসুখৈঃ অপথ্যৈঃ প্রতুষ্যতি। অতঃ অয়ং সুহৃদাং মহান্ অনর্থঃ বত।]

শব্দার্থ। যঃ (যে প্রভু) স্ফুটম্ (স্পষ্টভাবে) উচ্যমানঃ (কথিত হইলে অর্থাৎ যাহাকে স্পষ্টভাষায় হিতোপদেশ দিলে) বৈরং করোতি (শত্রুতা

করেন অর্থাৎ শান্তিদান করেন), শ্রোত্রসুখৈঃ (শ্রুতিসুখকর অর্থাৎ মনের মত) অপথ্যৈঃ (অহিতকর বাক্যে) প্রতুষ্যতি (সন্তুষ্ট হন), অয়ং (এইরূপ) বিবেকশূন্যঃ (সদসদ্ বিবেচনা হীন) আত্মমানী (অহংকারী অথবা পণ্ডিতম্মন্য প্রভুঃ (স্বামী বা রাজা) সুহৃদাং (বন্ধুগণের অর্থাৎ হিতৈষী অনুজীবিগণের) মহান্ অনর্থঃ (অতিশয় ক্লেশের হেতু) বত (হায়)।

সংস্কৃত অর্থ। যঃ (যঃ প্রভুঃ) স্ফুটম্ (স্পষ্টম্) উচ্যমানঃ (কথ্যমানঃ, উপদিশ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) বৈরং করোতি (উপদেষ্টরি দ্বেষং করোতি, তং প্রতি কুপ্যতি, দুর্মনায়তে বা), শ্রোত্রসুখৈঃ (শ্রুতিমধুরৈঃ, আপাতমনোহরৈঃ ইত্যর্থঃ) অপথ্যৈঃ (পরিণামে অহিতৈঃ উপদেশবচনৈঃ) প্রতুষ্যতি (প্রীতিম্ আপ্নোতি), অয়ং (তাদৃশঃ) বিবেকশূন্যঃ (সদসদ্বিচার-রহিতঃ) আত্মমানী (মৎসমঃ অন্যঃ নাস্তি ইতি আত্মানং শ্লাঘমানঃ, অতঃ অহংকারী বা পণ্ডিতম্মন্যঃ) প্রভুঃ (স্বামী বা রাজা) সুহৃদাম্ (হিতকামানাম্ অনুজীবিনাম্ বন্ধূনাং বা) মহান্ (দারুণঃ) অনর্থঃ (ক্লেশহেতুঃ) বত (ইতি খেদোক্তিঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। যঃ প্রভুঃ তস্য হিতৈষিণাম্ অনুজীবিনাম্ হিতোপদেশম্ আকর্ণ্য কুপ্যতি, আপাতরমণীয়ম্ অহিতম্ বচনম্ আকর্ণ্য প্রীতিম্ আপ্নোতি, সঃ কিংপ্রভুঃ। সদসদ্বিচারহীনঃ পণ্ডিতম্মন্যঃ তাদৃশঃ প্রভুঃ হিতকারিণাম্ অনুজীবিনাং ক্লেশায় কল্পতে। উক্তঞ্চ—

"স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং।
হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিংপ্রভুঃ॥"

লঙ্কেশ্বরঃ রাবণশ্চ এবংবিধঃ প্রভুঃ, যতঃ স হিতকামস্য অনুজস্য বিভীষণস্য হিতোপদেশং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ সন্ বিভীষণং পাদেন তাড়য়ামাস। অতঃ অবিবেকস্য রাবণস্য হেতোঃ তস্য হিতৈষিণঃ অনুজস্য এবংবিধা দুর্গতিঃ।

Cf. "অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।
Also "সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্।
"বিপৎ সন্নিহিতা তস্য পরিণামে পদে পদে।"

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। যে প্রভু তাঁহার হিতৈষী অনুজীবীর হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হন ও চাটুকারগণের আপাত শ্রুতিমধুর অথচ পরিণামে অনিষ্টকর উপদেশ শ্রবণে সন্তুষ্ট হন, সেই প্রভুর নিজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিচার বুদ্ধি নাই। তিনি নিজেকে সর্বজ্ঞ বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন। এইরূপ প্রভুর অধীন হিতকারী অনুজীবিগণের অশেষ দুর্গতি হইয়া থাকে। যেমন অবিবেচক রাবণের জন্য হিতৈষী বিভীষণকে অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাবণ

বিভীষণের সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না ও রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপনও করিলেন না। উপরন্তু হিতৈষী অনুজ বিভীষণকে পদাঘাত করিয়া অপমানিত করিলেন। বিভীষণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে!"

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

করোতি—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'প্রভুঃ'। কৃ+লট্ তি।

বৈরম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'করোতি'। বীর+অণ্=বৈরম্। বৈরম্—দ্বেষ অথবা শৌর্য, বীর্য N. B. বৈরং করোতি=বৈরায়তে (নামধাতু)।

স্ফুটম্—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া।

উচ্যমানঃ—'প্রভুঃ' পদের বিধেয় বিশেষণ। ব্রূ+শানচ্ (কর্মবাচ্যে)+প্রথমা একবচন। ব্রূ ধাতু অদাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ—ব্রবীতি, আহ; ব্রূতে।

প্রতুষ্যতি—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'প্রভুঃ'। প্র+তুষ্+লট্ তি। তুষ্ ধাতু দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—তুষ্যতি, তুষ্যতঃ, তুষ্যন্তি ইত্যাদি।

শ্রোত্রসুখৈঃ 'অপথ্যৈঃ' পদের বিশেষণ। অথবা 'বাক্যৈঃ' উহ্য পদের বিশেষণ। সুখয়ন্তি ইতি সুখানি সুখি+পচাদ্যচ্+প্রথমা বহুবচন=সুখানি। শ্রূয়তে অনেন ইতি শ্রোত্রম্। শ্রু+ত্রন্=শ্রোত্রম্। শ্রোত্রয়োঃ সুখানি ইতি শ্রোত্রসুখানি (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ)

অপথ্যৈঃ—হেত্বর্থে তৃতীয়া অথবা করণে তৃতীয়া। N. B 'অপথ্যৈঃ' পদটি বিশেষণ হইলেও এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। [অথবা অপথ্যৈঃ=বাক্যৈঃ (উহ্য) পদের বিশেষণ।] ন পথ্যানি তৈঃ ইতি অপথ্যৈঃ (নঞ্ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। পথিন্+যৎ পথ্য (=হিতকর)

বিবেকশূন্যঃ—'প্রভুঃ' পদের বিশেষণ, বিবেকেন শূন্যঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষঃ)।

প্রভুঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া=করোতি, প্রতুষ্যতি।

আত্মমানী—'প্রভুঃ' পদের বিশেষণ। আত্মানং (বহু) মন্যতে (উপপদ তৎপুরুষঃ)। আত্মন্+মন্+ণিন্+প্রথমা একবচন। আত্মমানী=যে নিজেকে অদ্বিতীয়, অসাধারণ বা সর্বজ্ঞ মনে করে এবং সেইজন্য হিতৈষীর হিতোপদেশ গ্রাহ্য করে না অর্থাৎ অহংকারী। মহান—'অনর্থঃ' পদের বিশেষণ।

অনর্থঃ—'অয়ম্' পদের বিধেয় পদ। ন অর্থঃ ইতি অনর্থঃ (নঞ্ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। অনর্থঃ=ক্লেশঃ অথবা ক্লেশহেতুঃ।

সুহৃদাম্—সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'অনর্থঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ। সুহৃদ্+ষষ্ঠী বহুবচন। N. B. "সুহৃদদুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ" ইতি নিপাতনে সিদ্ধঃ

মিত্র (বন্ধু) অর্থে সুহৃদ্ শব্দ ও অমিত্র (বা শত্রু) অর্থে দুর্হৃদ্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। বত—খেদ বা দুঃখসূচক অব্যয়।

অয়ম্—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া "ভবতি" (উহ্য)। ইদম+পুং ১মা একবচন।

বাচ্যান্তর। বিবেকশূন্যেন আত্মমানিনা প্রভুণা ...উচ্যমানেন বৈরং প্রথমা) ক্রিয়তে, প্রভুষ্যক্তে। অনেন· মহতা অনর্থেন ভূয়তে ...।

অনুবাদ। স্পষ্ট ভাষায় হিতোপদেশ প্রদান করিলে যে প্রভু অনিষ্টাচরণ করেন এবং (আপাততঃ) কর্ণের তৃপ্তিদায়ক অথচ (পরিণামে) অহিতকর বাক্যে সন্তুষ্ট হন, এইরূপ সদসদ বিবেচনাহীন অহংকারী প্রভু (হিতৈষী) বন্ধুগণের নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া থাকেন।

Trans Alas! That self-conceited master, devoid of judgment, who takes offence when plainly told the truth and is pleased with things sweet to the ear but unwholesome in the long run, is the cause of great trouble to the well-wishers.

ক্রীড়ন্ ভুজঙ্গেন ... সোঽস্য লাভঃ॥ (শ্লোক ৯)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ক্রীড়ন্ ভুজঙ্গেন গৃহানুপাতম্ কশ্চিৎ যথা জীবতি সংশয়স্থঃ

সংসেবমানঃ অধিপতিম্ প্রমূঢম্ তথা এব যৎ জীবতি সঃ অস্য লাভঃ॥

সারাংশ। বিবেকহীন প্রভুর সেবক প্রভুর বিরাগ ভাজন হইয়াও যে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য।

অন্বয়। যথা কশ্চিৎ গৃহানুপাতং ভুজঙ্গেন ক্রীড়ন সংশয়স্থঃ জীবতি, তথা প্রমূঢম্ অধিপতিং সংসেবমানঃ যৎ জীবতি, সঃ এব অস্য লাভঃ।

শব্দার্থ। যথা (যেরূপ) কশ্চিৎ (কোনও সাপুড়ে) গৃহানুপাতম্ (গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া) ভুজঙ্গেন (সর্পের সহিত) ক্রীড়ন্ (খেলা করিয়া অর্থাৎ সর্প-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া) সংশয়স্থঃ (সংকটপূর্ণ জীবন ধারণ করিয়া) জীবতি (বাঁচিয়া থাকে), তথা (সেইরূপ) প্রমূঢম্ (মূর্খ অর্থাৎ বিবেচনা হীন) অধিপতিম্ (রাজাকে) সংসেবমানঃ (সেবাকারী অর্থাৎ মূর্খ রাজার সেবক হইয়া) যৎ জীবতি (সে যে প্রাণধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণে বাঁচিয়া থাকে) সঃ এব (তাহাই অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকাটাই) অস্য লাভঃ (ইহার অর্থাৎ সেবকের লাভ, অর্থাৎ তাহার পক্ষে অন্য লাভের আশা করা বৃথা)।

সংস্কৃত অর্থ। যথা কশ্চিৎ (যথা সর্পগ্রাহী আহিতুণ্ডিকঃ ইত্যর্থঃ) গৃহানুপাতম্ (গৃহং গৃহম্ অনুপত্য, গৃহাৎ গৃহান্তরং গচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) ভুজঙ্গেন

(সর্পেণ) ক্রীড়ন্ (খেলন্) সংশয়স্থঃ (সন্দিগ্ধ-জীবিতঃ সন্ অপি, প্রাণসংশয়ে তিষ্ঠন্নপি) জীবতি (প্রাণান্ ধারয়তি, প্রাণৈঃ ন বিযুজ্যতে ইত্যর্থঃ), তথা প্রমূঢ়ম্ (মূর্খং, বিবেকহীনম্ ইত্যর্থঃ) অধিপতিম্ (রাজানম্) সংসেবমানঃ (অনুজীবন্, সেবকঃ ইত্যর্থঃ) যৎ জীবতি (প্রাণধারণং করোতি, ন হন্যতে প্রভুণা ইত্যর্থঃ), স এব (তজ্জীবনম্ এব, তজ্জীবনধারণম্ এব ইত্যর্থঃ) অস্য (সর্প-প্রভুসেবকস্য) লাভঃ (সৌভাগ্যযোগঃ, আস্তাং তাবৎ অন্যঃ লাভঃ ইতি ভাবঃ)। [আহিতুণ্ডিকঃ = সাপুড়ে।]

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সর্পক্রীড়াপ্রদর্শকস্য আহিতুণ্ডিকস্য জীবনং যথা নিরন্তরং সঙ্কটপূর্ণং ভবতি, কদা বিষধরঃ সর্পস্তং সন্দশ্য বিনাশয়েৎ ইতি প্রাণসংশয়ম্ অঙ্গীকৃত্য যথা স প্রাণান্ ধারয়তি, তথা যঃ মূর্খং বিবেকহীনং রাজানং সেবতে, তস্য জীবনমপি প্রত্যহং সঙ্কটাপন্নম্ ভবতি। কদা রাজা রোষবশাৎ তং প্রাণান্ দণ্ডয়েৎ ইতি দুশ্চিন্তাং সততং মনসি পোষয়ন্ স প্রাণান্ ধারয়তি। তস্য জীবনধারণমেব পরমং সৌভাগ্যম্, আস্তাং তাবৎ সৌভাগ্যান্তরম্ ইতি ভাবঃ। বিভীষণোঽপি রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য রোষাৎ যৎ কেবলং পদাঘাতং প্রাপ্তবান্, ন তু প্রাণদণ্ডেন দণ্ডিত, অতএব ইতি অস্য অশেষং সৌভাগ্যম্ ইতি নির্গলিতার্থঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। যে সাপুড়ে বিষধর সর্প লইয়া গৃহে গৃহে খেলা দেখাইয়া বেড়ায়, তাহার জীবন যেমন সকল সময়েই সংকটময়, কখন কোন্ বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিয়া যম-সদনে প্রেরণ করিবে—এই দুশ্চিন্তায় যেমন সে সর্বদাই প্রাণভয়ে থাকে, সেইরূপ যে সেবক মূর্খ ও অবিবেচক রাজার সেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহার জীবনও নিরন্তর সংশয়াকুল। কখন রাজার বিরাগভাজন হইতে হয়, কখন রাজা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে বিনা কারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এই ভয়ে সে সকল সময় শঙ্কিতচিত্তে বাস করে। মূর্খ রাজার হঠকারিতার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া সেবক যে প্রাণে বাঁচিয়া আছে ইহাকেই সে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। অন্য সৌভাগ্য লাভের কথা সে চিন্তাও করে না। সেবক বিভীষণও যে রাক্ষসরাজ রাবণের বিরাগভাজন হইয়া কেবল পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাবণ যে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন নাই—ইহাই তিনি পরম লাভ বলিয়া মনে করিতেছেন।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ক্রীড়ন্—'কশ্চিৎ' অর্থাৎ 'আহিতুণ্ডিকঃ' (উহ্য) পদের বিধেয় বিশেষণ। ক্রীড়্+শতৃ+প্রথমা একবচন। N. B "ক্রীড়োঽনুসংপরিভ্যশ্চ"। অর্থাৎ ক্রীড়্

ধাতু পরস্মৈপদী হইলেও, অনু, সম্, পরি ও আঙ্ পূর্বক ক্রীড্ ধাতু আত্মনেপদী। যথা— ক্রীড়তি। কিন্তু অনুক্রীড়তে, সংক্রীড়তে, পরিক্রীড়তে, আক্রীড়তে। ইহাদের অর্থ ক্রীড়া করা বা খেলা করা। "সমোঽকূজনে।" অর্থাৎ সম্পূর্বক ক্রীড় ধাতু কূজন বা শব্দ করা অর্থে পরস্মৈপদী। যথা—সংক্রীড়তি চক্রম্। সংক্রীড়ন্তি বিহঙ্গমাঃ।

ভুজঙ্গেন—সহার্থে তৃতীয়া। ভুজেন সহ গচ্ছতি যঃ স। উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ), কেন। বিকল্প পদ—ভুজঙ্গমেন। ভুজ + গম্ + খচ্ = ভুজঙ্গঃ, ভুজঙ্গমঃ (= সর্পঃ)। ভুজ + গম + ড = ভুজগঃ।' Cf. বিহগঃ, বিহঙ্গঃ, বিহঙ্গমঃ(= পক্ষী)। তুরগঃ, তুরঙ্গঃ তুরঙ্গমঃ(= অশ্ব) কিন্তু কুরঙ্গঃ কুরঙ্গমঃ (= হরিণঃ)।

গৃহানুপাতম্—অব্যয়। গৃহং গৃহম্ অনুপত্য অথবা গৃহম্ অনুপত্য অনুপত্য ইতি গৃ + অনু + পত্ + ণমুল্ (বীপ্সা অর্থে)। সূত্র "বিশি-পতি-পদি স্কন্দাং ব্যাপ্যমানাসেব্যমানয়োঃ"। উদাহরণ, যথা—

"লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্লাৎ (লতা + অনু + পত্ + ণমুল্)
স নদ্যবস্কন্দমুপাস্পৃশচ্চ। (নদী + অব + স্কন্দ্ + ণমুল্)
কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং (চারুশিলা + উপ + বিশ্ + ণমুল্)

N B ণমুল্ প্রত্যয়ান্ত পদ মাত্রই অব্যয়।

কশ্চিৎ—কর্তায় প্রথমা। ক্রিয়া 'জীবতি'। **N B** পদটি বিশেষণ হইলেও এখানে বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা 'আহিতুণ্ডিকঃ' পদের বিণ।

জীবতি—ক্রিয়াপদ, কর্তা কশ্চিৎ' অথবা আহিতুণ্ডিকঃ (উহ্য)। জীব্ + লট্ তি। জীব্ ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী।

সংশয়স্থঃ—'কশ্চিৎ' অথবা 'আহিতুণ্ডিকঃ' (উহ্য) পদের বিধেয় বিশেষণ। সংশয়ে তিষ্ঠতি যঃ সঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ সংশয় + স্থা + ক = সংশয়স্থঃ। সম্ + শী + অচ্ (ভাবে) = সংশয়ঃ।

সংসেবমানঃ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'জীবতি'। **N. B.** পদটি বিশেষণ হইলেও এখানে বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা জনঃ (উহ্য) পদের বিশেষণ। সম্ + সেব্ + শানচ্ + প্রথমা একবচন। সেব্ ধাতুর রূপ—সেবতে, সেবেতে, সেবন্তে।

অধিপতিম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'সংসেবমানঃ'। অধিকৃতঃ পতিঃ (প্রাদি তৎপু যঃ সমাসঃ) তম্।

প্রমূঢ়ম্—অধিপতিম্ পদের বিশেষণ। প্র + মুহ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) + দ্বিতীয়া একবচন **N. B.** মুহ্ + ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) = মুগ্ধঃ অথবা মূঢ়ঃ।

তথা, এব—অব্যয়।

যৎ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'ভবতি' (উহ্য)। "সংসেবমানঃ জীবতি ইতি যৎ (ভবতি)"—ইত্যর্থঃ।

সঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'ভবতি' উহ্য)

অস্য—'লাভঃ' এই কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের যোগে কর্তরি ষষ্ঠী।

লাভঃ—'সঃ' পদের বিধেয় পদ। লভ্+ঘঞ্ (ভাবে + প্রথমা একবচন।

বাচ্যান্তর। ....কেনচিৎ ক্রীড়তা সংশয়স্থেন জীব্যতে, সংসেবমানেন ....জীব্যতে, যেন ভূয়তে তেন লাভেন ভূয়তে।

অনুবাদ। যেরূপ কোনও আহিতুণ্ডিক (অর্থাৎ সাপুড়ে) গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া সর্পের সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে সর্বদা সংকটপূর্ণ জীবনধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি মূর্খ রাজার সেবা করে, সে যে প্রাণে জীবিত থাকে ইহাই তাহার পক্ষে সৌভাগ্য।

Trans. Just as a person (i.e., a snake-charmer) passing from door to door and playing with serpents, manages to live in spite of constant peril, even so it is enough a gain to one who serves an idiotic king, if he continues to live and does not lose his life.

দত্তঃ স্বদোষৈঃ ......আদধাতু॥ (শ্লোক ১০)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

দত্তঃ স্বদোষৈঃ ভবতা প্রহারঃ পাদেন ধর্ম্যে পথি মে স্থিতস্য।
সঃ চিন্তনীয়ঃ সহ মন্ত্রি-মুখ্যৈঃ কস্য আবয়োঃ লাঘবম্ আদধাতু॥

সারাংশ। হে লঙ্কেশ্বর রাবণ! আপনি যে আমাকে পদাঘাত করিলেন, ইহাতে আপনারই গৌরবহানি হইল, আমার নহে।

অন্বয়। ভবতা স্বদোষৈঃ ধর্ম্যে পথি স্থিতস্য মে পাদেন প্রহারঃ দত্তঃ। সঃ আবয়োঃ কস্য লাঘবম্ আদধাতু—ইতি মন্ত্রিমুখ্যৈঃ সহ চিন্তনীয়ঃ।

শব্দার্থ। ভবতা (আপনি) স্বদোষৈঃ (নিজের দোষে) ধর্ম্যে পথি (কর্তব্য পথে) স্থিতস্য (অবস্থানকারী) মে (আমাকে) পাদেন প্রহারঃ (পদাঘাত) দত্তঃ (প্রদান করিলেন)। সঃ (ইহা অর্থাৎ এই পদাঘাত) আবয়োঃ (আমাদের দুইজনের মধ্যে) কস্য (কাহার) লাঘবম্ (গৌরবহানি) আদধাতু (ঘটাইল)—ইতি (ইহা) মন্ত্রিমুখ্যৈঃ সহ (প্রধান অমাত্যগণের সহিত) চিন্তনীয়ঃ (বিচার্য। অর্থাৎ ইহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অর্থাৎ ইহাতে আপনারই গৌরবহানি ঘটিল, আমার নহে।)

সংস্কৃত অর্থ। ভবতা (ত্বয়া, রাবণেন ইত্যর্থঃ) স্বদোষৈঃ (দর্পরোষাদিভিঃ অপরাধৈঃ) ধর্ম্যে (ধর্মাৎ অনপেতে, আর্যৈঃ আচরিতে ইত্যর্থঃ) পথি (মার্গে) স্থিতস্য (বর্তমানস্য) মে (মম, মহ্যম্ ইত্যর্থঃ) পাদেন (চরণেন) প্রহারঃ (আঘাতঃ) দত্তঃ (প্রযুক্তঃ)। সঃ (তাদৃশঃ চরণপ্রহারঃ) আবয়োঃ (ভবতঃ, মম চ মধ্যে) কস্য (কতরস্য) লাঘবম (অগৌরবম্ অপকীর্তিম্ ইত্যর্থঃ) আদধাতু (জনয়েৎ, উৎপাদয়েৎ ইত্যর্থঃ) ইতি (এতৎ) মন্ত্রমুখ্যৈঃ সহ (তব অমাত্যশ্রেষ্ঠৈঃ সার্ধম্ মন্ত্রয়িত্বা) চিন্তনীয়ঃ (বিচার্যঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। রাবণং প্রতি বিভীষণস্য উক্তিরিয়ম্। ভোঃ অগ্রজ। অত্র ভবান্ মন্যতে, বিভীষণঃ ময়া পদাঘাতেন অবমানিতঃ ইতি পরন্তু মহত্তরৈঃ সচিবৈঃ সহ পরীক্ষতাম্—ভবতঃ মম চ কতরস্য নিন্দাবর্ধকম্ এতৎ ভবদাচরণম্ ইতি। "অকেশগ্রহণাৎ মিত্রম্ অকার্যাৎ সন্নিবর্তয়েৎ" ইতি শাস্ত্রবচনম্ অনুসরতঃ, আর্যে বর্ত্মনি অবস্থিতস্য, প্রভবে হিতম্ উপদিশতঃ মে ইদম্ অপমানং ভূষণমেব। ভবন্তং পুনঃ প্রাজ্ঞাঃ মূঢ়ঃ ইতি ঘোষয়েয়ুঃ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। ইহা রাবণের প্রতি বিভীষণের উক্তি। 'হে অগ্রজ। আপনি মনে করিতেছেন যে, অনুজকে পদাঘাত করিয়া বেশ অপমানিত করিলেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি দয়া করিয়া আপনার প্রধান অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া বিচার করিয়া দেখুন—আমাদের দুইজনের মধ্যে কাহার নিন্দা ইহাতে বর্ধিত হইল। "বিপথগামী মিত্রকে কেশাকর্ষণ করিয়াও অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করা উচিত"—এই শাস্ত্রবচন অনুসরণ করিয়া আমি আপনাকে এই হিতকর উপদেশ দিয়াছিলাম যে, সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামচন্দ্রের সহিত সন্ধিস্থাপন করুন। আপনি সে সদুপদেশ গ্রহণ না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে পদাঘাত করিলেন এই অপমান আমার ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া আপনাকেই মূঢ়, ভ্রান্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া ঘোষণা করিবেন—ইহা স্থির জানিবেন।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

দত্তঃ—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, কর্তা 'ভবতা'। দা+ক্ত (কর্মবাচ্যে)।

স্বদোষৈঃ—হেত্বর্থে তৃতীয়া। স্বস্য দোষাঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ) তৈঃ। অথবা স্বে দোষাঃ (কর্মধারয়ঃ সমাসঃ) তৈঃ।

ভবতা—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, ক্রিয়া 'দত্তঃ'। ভবৎ+তৃতীয়া একবচন।

প্রহারঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা। প্র+হৃ+ঘঞ্+প্রথমা একবচন। ক্রিয়া—দত্তঃ ও চিন্তনীয়ঃ।

পাদেন—করণে তৃতীয়া। বিকল্প পদ=পদা।

ধর্ম্যে—'পথি' পদের বিশেষণ। ধর্ম+যৎ+সপ্তমী একবচন।

পথি—অধিকরণে সপ্তমী। পথিন্+সপ্তমী একবচন। পথিন্ শব্দ পুংলিঙ্গ। রূপ, যথা—পন্থাঃ, পন্থানৌ, পন্থানঃ। পন্থানম্, পন্থানৌ, পথঃ। পথা ইত্যাদি।

মে—সম্বন্ধ বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। N. B. 'দত্তঃ' এই ক্রিয়া পদে "স্ব-স্বত্বনিবৃত্তিপূর্বক পরস্বত্বোৎপাদন" রূপ দান করা বুঝাইতেছে না বলিয়া, 'মে' পদে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয় নাই। সেইজন্য এখানে 'মে' পদের বিকল্প পদ='মম'।

স্থিতস্য 'মে' পদের বিশেষণ। স্থা+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)+ষষ্ঠী একবচন।

সঃ—কর্তরি প্রথমা। ক্রিয়া 'আদধাতু'। 'সঃ' অর্থে পাদপ্রহারঃ।

চিন্তনীয়ঃ—কৃদন্ত ক্রিয়াপদ, কর্তা 'ভবতা', কর্ম 'প্রহারঃ'। চিন্তি+অনীয় (কর্মবাচ্যে)+প্রথমা একবচন। সহ—অব্যয়।

মন্ত্রিমুখ্যৈঃ—সহযোগে তৃতীয়া। মন্ত্রিষু মুখ্যাঃ (সপ্তমীতৎ) তৈঃ।

কস্য সম্বন্ধে বা শেষে ষষ্ঠী। 'লাঘবম্' পদের সহিত সম্বন্ধ।

আবয়োঃ—নির্ধারণে ষষ্ঠী অথবা সপ্তমী। সূত্র—"যতশ্চ নির্ধারণম্"। অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংজ্ঞা নাম দ্বারা স্বজাতীয় সমুদয় হইতে একের যে পৃথকীকরণ, তাহাকে নির্ধারণ বলে। যাহা হইতে নির্ধারণ করা হয়, তাহার উত্তর ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—মনুষ্যাণাং (মনুষ্যেষু বা) ক্ষত্রিয়ঃ শূরঃ। গবাং (গোষু বা) কৃষ্ণা বহুক্ষীরা। পান্থানাং (পান্থেষু বা) ধাবকঃ শীঘ্রগামনঃ। ছাত্রাণাং (ছাত্রেষু বা) মৈত্রঃ প্রবীণঃ।

লাঘবম্—কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'আদধাতু'। লঘু+অণ=লাঘবম্। লাঘব শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ফল শব্দের ন্যায়।

আদধাতু—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'সঃ'। আ+ধা+লোট্ তু। ধা ধাতু হ্বাদি বা জুহোত্যাদিগণীয় উভয়পদী। রূপ—দধাতি, ধত্তে।

বাচ্যান্তর। ভবান্......প্রহারং দত্তবান্। তেন......লাঘবম্ (প্রথমা) আধীয়তাম্......ইতি ভবান্......চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ। আপনি নিজের পায়ে ধর্ম পথে অবস্থিত আমাকে যে পদাঘাত করিলেন তাহা—আমাদের দুইজনের মধ্যে কাহার গৌরবহানি ঘটাইল—ইহা প্রধান অমাত্যগণের সহিত আপনি বিচার করিয়া দেখুন।

Trans. The kick you have administered, through your own vices, to me sticking to the path of righteousness, should be examined by you in company with your principal ministers, as to on which of us it reflects discredit.

ইতি বচনম্ ·······অরিনুতৌ ॥ (শ্লোক ১১)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ।

ইতি বচনম্ অসৌ রজনি-চর-পতিম্ বহু-গুণম্ অসকৃৎ প্রসভম্ অভিদধৎ।
নিরগমৎ অভয়ঃ পুরুষ-রিপু-পুরাৎ নরপতি-চরণৌ নবিতুম্ অরি-নুতৌ ॥

সারাংশ। রাবণকে এই কথা বলিয়া বিভীষণ রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য লঙ্কাপুরী হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়। অভয়ঃ অসৌ বিভীষণঃ রজনিচরপতিম্ ইতি বহুগুণং বচনম্ অসকৃৎ প্রসভম্ অভিদধৎ অরিনুতৌ নরপতি-চরণৌ নবিতুং পুরুষরিপু পুরাৎ নিরগমৎ।

শব্দার্থ। অভয়ঃ (নির্ভীক) অসৌ (সেই বিভীষণ) রজনিচরপতিম (নিশাচরনাথ অর্থাৎ রাক্ষসরাজ রাবণকে) ইতি (এইরূপ) বহুগুণম্ (সারগর্ভ) বচনম্ (বাক্য) অসকৃৎ (পুনঃপুনঃ) প্রসভম্ (সাহসের সহিত বা স্পর্ধার সহিত) অভিদধৎ (বলিতে বলিতে) অরিনুতৌ (শত্রু কর্তৃক বন্দিত) নরপতিচরণৌ (নরনাথ রামচন্দ্রের পাদদ্বয়) নবিতুম্ (বন্দনা বা সেবা করিবার জন্য) পুরুষ-রিপু-পুরাৎ (মানবের শত্রু অর্থাৎ নরখাদক রাক্ষসগণের নগরী হইতে অর্থাৎ লঙ্কাপুরী হইতে) নিরগমৎ (নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অভয়ঃ (নির্ভীকঃ, ভয়হীনঃ ইত্যর্থঃ) অসৌ (বিভীষণঃ) রজনিচরপতিম্ (নিশাচরেন্দ্রং রাক্ষসরাজং রাবণম্ ইত্যর্থঃ) ইতি (এবম্) বহুগুণম্ (সারগর্ভম্) বচনম্ (বাক্যম্) অসকৃৎ (বারংবারং) প্রসভম্ (প্রগল্ভম্ যথা স্যাৎ তথা বলাৎ ইত্যর্থঃ) অভিদধৎ (কথয়ন্) অরিনুতৌ রিপুভিঃ বন্দিতৌ নরপতিচরণৌ (নরনাথস্য রাঘবস্য পাদৌ) নবিতুম (শিরসা অভিবাদয়িতুম্, স্তোতুম্ বা, রাঘবচরণদ্বয়-সংশ্রয়ায় ইতি ভাবঃ) পুরুষ-রিপু-পুরাৎ (মানবরিপূণাম্ নরখাদকানাম্ বা লঙ্কানগর্যাঃ) নিরগমৎ (নিষ্ক্রান্তঃ)।

মন্তব্য। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মহাকাব্যের এক একটি সর্গের শ্লোকসমূহ একই ছন্দে রচনা করিতে হয়। [তাই বলিয়া সকল সর্গের শ্লোকই এক ছন্দে নহে।] কিন্তু কোনও সর্গের শেষের একটি বা একাধিক শ্লোক ভিন্ন ছন্দে রচিত হওয়া প্রয়োজন।

"সর্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরুপেতং লোকরঞ্জনকম্।
বাক্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়েত সদলংকৃতি ॥ কাব্যাদর্শঃ"

এইজন্য ভট্টিকাব্যের আলোচ্যমান দ্বাদশ সর্গের ৮৭টি শ্লোকের মধ্যে ৮৫টি শ্লোকই ১১ অক্ষর বিশিষ্ট উপজাতি ছন্দে রচিত হইলেও শেষের দুইটি শ্লোক ভিন্ন ছন্দে অর্থাৎ ১৪ অক্ষর বিশিষ্ট প্রহরণ কলিকা নামক ছন্দে রচিত হইয়াছে।

[ছন্দোবিষয়ক প্রশ্ন পাঠ্যবিষয় (syllabus)-বহির্ভূত বলিয়া এখানে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল না। জিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রীগণ 'ছন্দোমঞ্জরী' প্রভৃতি যে কোনও ছন্দ শাস্ত্রের গ্রন্থে এ বিষয়ে সকল তথ্য পাইবেন।]

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

ইতি—অব্যয়। ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া। অথবা 'বচনম্' পদের বিশেষণ।

বচনম্—মুখ্যে কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'অভিদধৎ'। বচ্ + অনট্ (ভাবে)।

অসৌ—কর্তরি প্রথমা, ক্রিয়া 'নিরগমৎ'। N. B. পদটি বিশেষণ হইলেও এখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা 'বিভীষণঃ' (উহ্য) পদের বিশেষণ। অদস্ (পুংলিঙ্গ) + প্রথমা একবচন = অসৌ।

Cf. "ইদমস্তু সন্নিকৃষ্টং সমীপতরবর্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টং পরোক্ষে তদিতি বিজানীয়াৎ ॥"

অর্থাৎ নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষণ হইলে 'ইদম্' শব্দ, নিকটতরবর্তীর বিশেষণ হইলে 'এতদ্' শব্দ, দূরবর্তীর বিশেষণ হইলে 'অদস্' শব্দ এবং পরোক্ষে অবস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষণ হইলে 'তদ্' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

রজনিচরপতিম্—গৌণে কর্মণি দ্বিতীয়া, ক্রিয়া 'অভিদধৎ'। রজন্যাং (রজনৌ বা) চরন্তি যে তে রজনিচরাঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ) রজনি + চর্ + ট + প্রথমা বহুবচন = রজনিচরাঃ। তেষাং পতিঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ সমাসঃ), তম্। N. B. রজনি ও রজনী—উভয় বানানই শুদ্ধ। এখানে কিন্তু ছন্দের খাতিরে 'রজনি' বানানই লিখিতে হইবে।

বহুগুণম্—'বচনম্' পদের বিশেষণ। বহবঃ গুণাঃ যস্মিন তৎ (বহুব্রীহিঃ)।

অসকৃৎ=অব্যয়। ন সকৃৎ (নঞ্ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। সকৃৎ=একবার; অসকৃৎ=বার বার। প্রসভম্—ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া।

অভিদধৎ—'অসৌ' অথবা বিভীষণঃ (উহ্য) পদের বিধেয় বিশেষণ। অভি + ধা + শতৃ + প্রথমা একবচন। অভিদধৎ ক্রিয়া দ্বিকর্মক। গৌণকর্ম = রজনিচরপতিম্। মুখ্যকর্ম = বচনম্।

নিরগমৎ— ক্রিয়াপদ, কর্তা 'অসৌ'। নির্+গম্+লুঙ্ দ্।

অভয়ঃ—'অসৌ' বা 'বিভীষণঃ (উহ্য) পদের বিশেষণ। অবিদ্যমানংভয়ং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। ভী+অচ্ (ভাবে)=ভয়ম্।

পুরুষরিপুপুরাৎ—অপাদানে পঞ্চমী। পুরুষাণাং রিপবঃ ইতি পুরুষরিপুঃ (ষষ্ঠীতৎ)। তেষাং পুরম্ (ষষ্ঠীতৎ) তস্মাৎ। পুর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

নরপতিচরণৌ— কর্মণি দ্বিতীয়া। ক্রিয়া=নবিতুম্। নরাণাং পতিঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্য চরণৌ (ষষ্ঠীতৎ)। চরণ শব্দ পুংলিঙ্গ।

নবিতুম্—অব্যয়। নু+তুমুন্। নু ধাতু অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী। রূপ—নৌতি, নুতঃ, নুবন্তি। অর্থ=প্রণাম করা।

অরিনুতৌ—'নরপতিচরণৌ' পদের বিশেষণ। অরিভিঃ নুতৌ (তৃতীয়াতৎ)। নু+ক্ত (কর্মবাচ্যে)+দ্বিতীয়া দ্বিবচন=নুতৌ।

বাচ্যান্তর। অভয়েন অমুনা (বিভীষণেন)....অভিদধতা....নিরগামি।

অনুবাদ। নির্ভীক সেই বিভীষণ নিশাচরনাথ রাবণকে এইরূপ সারগর্ভ বাক্য বারংবার সাহসের সহিত বলিতে বলিতে শত্রুকর্তৃক পূজিত মানবেন্দ্র রামচন্দ্রের পাদদ্বয় বন্দনা করিবার উদ্দেশে মানবের শত্রু রাক্ষসগণের নগরী লঙ্কাপুরী হইতে প্রস্থান করিলেন।

Trans. Boldly and repeatedly addressing these words of manifold worth to the king of the night-rovers, that fearless Vibhishana went out of the city of the enemies of men, in order to worship the pair of feet of the lord of men (i.e., Ramachandra), worshipped by all enemies.

অথতমুপগতং.........সলিল-সমুদয়ৈঃ। (শ্লোক ১২)

সন্ধিবিযুক্তপাঠ ৩।

অথ তম্ উপগতম্ বিদিত-সুচরিতম্ পবন-সুত-গিরা গিরি-গুরু-হৃদয়ঃ।
নৃপতিঃ অমদয়ৎ মুদিত পরিজনম্ স্বপুর-পতি-করৈঃ সলিল-সমুদয়ৈঃ॥

সারাংশ। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের নিকট বিভীষণের পরিচয় পাইয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অন্বয়। অথ গিরিগুরুহৃদয়ঃ নৃপতিঃ (রামচন্দ্রঃ) উপগতং, পবনসুতগিরা বিদিতসুচরিতং, মুদিত-পরিজনং তং (বিভীষণং) স্বপুরপতিকরৈঃ সলিল-সমুদয়ৈঃ অমদয়ৎ।

শব্দার্থ। অথ (অনন্তর) গিরিগুরুহৃদয়ঃ (পর্বতের ন্যায় দৃঢ় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট) নৃপতিঃ (রাজা রামচন্দ্র) উপগতং (সমীপাগত বা শরণাগত), পবনসুতগিরা (পবননন্দন হনুমানের বাক্য দ্বারা) বিদিতসুচরিতম্ (যাঁহার সাধু চরিত্রের বিষয় রামচন্দ্র অবগত হইয়াছিলেন এইরূপ), মুদিতপরিজনং (যাঁহার পরিজনগণ আনন্দিত হইয়াছিলেন এইরূপ), তম্ (তাঁহাকে অর্থাৎ বিভীষণকে) স্বপুরপতিকরৈঃ (নিজের রাজ্য অর্থাৎ লঙ্কারাজ্যের আধিপত্যের সম্পাদক বা সূচক) সলিলসমুদয়ৈঃ (তীর্থ হইতে সংগৃহীত জল সমূহের দ্বারা) অমদয়ৎ (আনন্দিত করিলেন। অর্থাৎ তীর্থ সলিলের দ্বারা বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন)।

সংস্কৃত অর্থ। অথ (অনন্তরম্) গিরিগুরুহৃদয়ঃ (অচলবৎ অবিচলিতচিত্তঃ) নৃপতিঃ (নরেন্দ্রঃ রামচন্দ্রঃ) উপগতম্ (উপস্থিতম্, শরণার্থিনম ইত্যর্থঃ) পবনসুতগিরা (পবননন্দনস্য হনুমতঃ বাক্যেন) বিদিতসুচরিতম্ (বিজ্ঞাত-সাধু-প্রকৃতিম্) মুদিতপরিজনম্ (স্বামিনঃ অভিনন্দনেন আনন্দিতসচিব-চতুষ্টয়ম্) তম্ (বিভীষণম্) স্বপুরপতিকরৈঃ (লঙ্কাধিপত্যবিধায়কৈঃ) সলিলসমুদয়ৈঃ (অভিষেকসাধনভূতৈঃ তীর্থাহৃতপবিত্রসলিলসম্ভারৈঃ) অমদয়ৎ (আমোদয়ৎ, তোষয়ামাস, প্রীণয়ামাস ইত্যর্থঃ)।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। যদা রাবণপদাঘাতেন অপমানিতঃ পরং বিষাদগ্রস্তঃ বিভীষণঃ লঙ্কারাজ্যং পরিত্যজ্য শরণগ্রহণার্থং রাঘবসকাশম্ উপনীতঃ, তদা পবননন্দনঃ রামসেবকঃ হনুমান্ রামচন্দ্রায় বিভীষণস্য সাধুপ্রকৃতিং নিবেদয়ামাস। এতদবগম্য অচলবৎ দৃঢ়চিত্তঃ রামচন্দ্রঃ অভিষেকসাধনভূতৈঃ তীর্থাহৃত-পবিত্র-সলিলসম্ভারৈঃ বিভীষণং লঙ্কারাজ্যে অভিষিচ্য তম্ অত্যর্থম্ আদৃতবান্। স্বামিনঃ অভিনন্দনপ্রাপ্তৌ বিভীষণস্য স্বপক্ষীয়-সচিবচতুষ্টয়ম্ অপি পরমাং প্রীতিম্ অবাপ ইতি ভাবঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা। রাবণের নিকট পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অপমানিত ও মর্মাহত বিভীষণ যখন লঙ্কারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট শরণার্থী হইয়া আগমন করিলেন, তখন রামসেবক পবননন্দন হনুমান্ বিভীষণকে রামচন্দ্রের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। হনুমানের মুখ হইতে বিভীষণের সাধু চরিত্রের কথা অবগত হইয়া রামচন্দ্র বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র হইতে আহৃত পবিত্র জলরাশির দ্বারা বিভীষণকে অভিষেক-স্নান করাইয়া লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রভুর অভিনন্দন প্রাপ্তিতে বিভীষণের স্বপক্ষীয় চারিজন অমাত্য

—অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি—যাঁহাদের সহিত বিভীষণ মন্ত্রণা সভা ত্যাগ করিয়া লঙ্কারাজ্য হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন—তৎপ্রমুখ সকল অনুজীবিবর্গ নিরতিশয় আনন্দিত হইল।

ব্যাকরণ, পদটীকা ইত্যাদি

তম্—'অমদয়ৎ' এই ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রযোজ্য কর্মণি দ্বিতীয়া। N. B অমাদ্যৎ (অণিজন্ত বাক্যে)। নৃপতিঃ তম্ অমদয়ৎ (ণিজন্ত বাক্য)।

উপগন্তম্—'তম্' পদের বিশেষণ। উপ—গম্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে)।

বিদিত-সুচরিতম্—'তম্' পদের বিশেষণ। শোভনং চরিতম্ ইতি সুচরিতম (প্রাদিতৎপুরুষঃ সমাসঃ)। বিদিতং সুচরিতং যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ)। বিদ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)=বিদিতম্।

পবনসুতগিরা—করণে তৃতীয়া। পবনস্য সুতঃ (ষষ্ঠীতৎ)। তস্য গীঃ (ষষ্ঠীতৎ), তয়া : গির্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ—গীঃ, গিরৌ, গিরঃ। হনুমানের পিতা হইলেন পবনদেব এবং মাতা হইলেন অঞ্জনা দেবী।

গিরিগুরুহৃদয়ঃ—'নৃপতিঃ' পদের বিশেষণ। গিরিঃ ইব গুরু ইতি গিরিগুরু (উপমান কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)। গিরিগুরু হৃদয়ং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। N.B. 'হৃদয়' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া তাহার বিশেষণ 'গুরু' শব্দও (সমাসবাক্যে) ক্লীবলিঙ্গ (মধু শব্দের ন্যায়) হইয়াছে। সেইজন্য বিসর্গহীন 'গুরু' পদ বসিয়াছে। 'হৃদয়' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইলেও বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন গিরিগুরুহৃদয়ঃ' এই বিশেষণ পদ নৃপতিঃ' এই পুংলিঙ্গের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

নৃপতিঃ—'অমদয়ৎ' এই ণিজন্তক্রিয়ার প্রযোজক কর্তরি প্রথমা। নৃণাং (অথবা নৄণাং) পতিঃ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ)। নৃপতি শব্দ পতি শব্দের ন্যায় নহে। মুনি শব্দের ন্যায় রূপ। সূত্র—'পতিঃ সমাস এব'।

অমদয়ৎ—ক্রিয়াপদ, কর্তা 'নৃপতিঃ'। মদ্+ণিচ্+লঙ্ দ্।

মুদিতপরিজনম্—'তম্' পদের বিশেষণ। মুদিতাঃ পরিজনাঃ যস্য তম্ (বহুব্রীহিঃ সমাসঃ)। মুদ্+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে) মুদিতঃ।

স্বপুরপতিকরৈঃ—'সলিলসমুদয়ৈঃ' পদের বিশেষণ। স্বস্য পুরম্ (ষষ্ঠীতৎ) অথবা স্বং পুরম্ (কর্মধারয়ঃ)। অথবা স্বস্য পূঃ ইতি স্বপুরম্ (ষষ্ঠীতৎ), অথবা স্বা পূঃ ইতি স্বপুরঃ (কর্মধারয়ঃ)। N. B. এই চারিপ্রকার সমাস বাক্যের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি স্থলে পুর্ শব্দের উত্তর সমাসান্ত অংপ্রত্যয় হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গ পুর্ শব্দ অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ পুর শব্দে পরিণত হইয়াছে। যথা বিষ্ণোঃ পূঃ=বিষ্ণুপুরম্। সূত্র—ঋক্পুরব্ধূঃপথামানক্ষে।" পুর্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। রূপ—পূঃ,

পুরৌ, পুরঃ। পুরম্, পুরৌ, পুরঃ। পুরা, পূর্ভ্যাম্, পূর্ভিঃ। পুরে, পূর্ভ্যাম্, পূর্ভ্যঃ। পুরঃ, পূর্ভ্যাম্, পূর্ভ্যঃ। পুরঃ, পুরোঃ, পুরাম্। পুরি, পুরোঃ, পূর্ষু। পুর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। রূপ—পুরম্, পুরে, পুরাণি ইত্যাদি।

স্বপুরস্য পতিঃ ইতি স্বপুরপতিঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। স্বপুরপতিং কুর্বন্তি যে তৈঃ ইতি স্বপুরপতিকরৈঃ (উপপদ তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। স্বপুরপতি + কৃ + ট + তৃতীয়া বহুবচন = স্বপুরপতিকরৈঃ।

সলিল-সমুদয়ৈঃ—করণে তৃতীয়া। সলিলানাং সমুদয়াঃ তৈঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ সমাসঃ)। সম্ + উৎ + ই + অচ্ (ভাবে) + তৃতীয়া বহুবচন = সমুদয়ৈঃ।

বাচ্যান্তর। ·· ·· গিরিগুরুহৃদয়েন নৃপতিনা উপগতঃ······বিদিতস্বচরিতঃ. মুদিতপরিজনঃ সঃ (বিভীষণঃ) ·····অমন্যত।

অনুবাদ। অনন্তর পর্বতের ন্যায় অবিচলিত-চিত্ত রাজা (রামচন্দ্র) পবন-নন্দন হনুমানের বাক্যে বিভীষণের সাধু প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হইয়া, যাঁহার অনুজীবিবর্গ আনন্দিত হইয়াছিল, সেই শরণাগত বিভীষণকে নিজের রাজ্য অর্থাৎ লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য সম্পাদক তীর্থবারিসম্ভারের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া আনন্দিত করিলেন।

Trans Having learnt of the purity of his conduct by the words of the son of the Wind-god (i. e, Hanumat) the lord of men i e, Ramachandra), whose heart was as firm as a rock, gratified Vibhishana on his arrival, with waters which conferred on him the lordship of his own city of Lanka, to the delight of his attendants.

Questions & Answers

Q. 1. Give a summary of the piece ["রামেণ সহ বিভীষণস্য মিলনম্" নামক পদ্যাংশের সংক্ষিপ্তসার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।]

Ans. লঙ্কারাজ দশানন কর্তৃক সীতা-হরণের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে রাবণের কবল হইতে উদ্ধারের জন্য বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় অসংখ্য কপি-সৈন্য লইয়া লঙ্কারাজ্যের এপারে সাগরতীরে উপনীত হইলেন। শত্রুসৈন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে- এই সংবাদে লঙ্কারাজ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। সকলেই শত্রুর আক্রমণের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। লঙ্কারাজ রাবণ ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের উদ্দেশে মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় রাবণানুজ বিভীষণ মাতা কৈকসীর পরামর্শ মত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন,

রাবণ যেন সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া শত্রুর নিকট নতি স্বীকার করিয়া সন্ধি করেন, কারণ রাবণের এই পরস্ত্রীহরণরূপ অধর্মাচরণের জন্যই রাক্ষসকুলে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বিভীষণের এই হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভ্রূকুটি-কুটিল-লোচনে মস্তক উন্নত করিয়া অধীরভাবে নিজের পরাক্রম প্রদর্শন করিতে করিতে অনুজ বিভীষণের প্রতি কঠোরভাবে কটুবাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, 'ওহে পুলস্ত্যের পৌত্র! ব্রাহ্মণের নাতি! জলে পাথর ভাসা ও পত্র ডুবিয়া যাওয়া, সূর্য হইতে অন্ধকার ক্ষরিত হওয়া ও চন্দ্র হইতে অগ্নি বর্ষিত হওয়া যেমন অসম্ভব, যুদ্ধে শত্রু রাঘবের জয়লাভ ও আমার পরাজয়ও সেইরূপ অসম্ভব ব্যাপার। হে বিভীষণ! তুমি আমাদের বংশের কলঙ্কস্বরূপ। কারণ তুমি শত্রুপক্ষের সহিত গোপন ষড়যন্ত্র করিয়াছ। তুমি সম্পদলোভেও অসন্তুষ্ট; সমাদর পাইয়াও ঈর্ষাপরায়ণ; বাক্যে, মনে ও কার্যে তোমার সমতা নাই। তোমার মত জঘন্য জ্ঞাতি যেন কাহারও বংশে কখনও জন্মগ্রহণ না করে। যে জ্ঞাতি নিকৃষ্ট সে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্বজনের উন্নতিতে বাধা দান করে। সে শত্রুর নিকট নতি স্বীকার করিবে, তথাপি স্বজনের ঐশ্বর্যভোগ সহ্য করিবে না। তুমি আমাদের এই প্রকার নিকৃষ্ট জ্ঞাতি। লঙ্কারাজ্যের দুর্গতিতে তোমার মানসিক আনন্দ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তোমাকে ধিক্।'—এইরূপ বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন।

বিভীষণ পদাঘাত রূপ মর্মান্তিক অপমান অসীম ধৈর্যবলে সহ্য করিলেন। ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি নিজেকে সংযত করিয়া তাঁহার স্বপক্ষীয় চারিজন অমাত্যের সহিত নিঃশব্দে সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

যাইবার সময় রাবণকে বিভীষণ বলিলেন, "হে মহারাজ! আমি চলিলাম। আমাকে ছাড়িয়া আপনি সুখে রাজত্ব করুন। আমি আপনাকে হিতকর উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। আপনি তাহা শুনিলেন না। আপনার এই অবিবেচনার ফলে যদি লঙ্কারাজ্যের বিপদ ঘটে—তখন আমাকে দোষ দিবেন না। সদসদ্‌বিবেচনাহীন অহংকারী রাজা হিতৈষীর সদুপদেশ শুনিয়া রুষ্ট হয়। কিন্তু আপাত-মধুর অথচ পরিণামে অনিষ্টকর কথায় সন্তুষ্ট হয়। এইরূপ মূর্খ প্রভুর সেবকের জীবন কী বিড়ম্বনাময়! রাজার খেয়ালের উপর

তাহাকে সর্বদা ভয় করিয়া থাকিতে হয়। সে যে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই তাহার একমাত্র লাভ। অন্য কিছু লাভের আশা করা তাঁহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। আপনি আমাকে পদাঘাত করিলেন। আমার অপরাধ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য আমি আপনাকে হিতোপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। মনে রাখিবেন—এই পদাঘাতে আপনারই গৌরবহানি হইল—আমার নহে। আপনার প্রদত্ত এই অপমান আমার ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

নির্ভীক বিভীষণ রাবণকে এইরূপ কথা বলিয়া সদলবলে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আগমন পূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট বিভীষণের ন্যায়-নিষ্ঠা ও সদাচার জানাইলেন। রামচন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে অবিলম্বে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন।

Q. 2. What was the reply of Ravana to Vibhishana when the latter advised him to return Sita back to Ramchandra? (বিভীষণ সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট ফিরাইয়া দিতে উপদেশ দিলে রাবণ কি উত্তর দিয়াছিলেন)?

Ans. Q 1 এর উত্তরে অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ লিখ।

Q. 3. What reply did Vibhishana give when he was kicked by Ravana? (রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করিলে তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন?)

Ans. Q 1. এর উত্তরে অনুচ্ছেদ ৪-৫ লিখ।

Q. 4. How far Vibhishana was right in taking shelter to Ramchandra? Or Sketch Vibhishana's character (রামচন্দ্রের নিকট বিভীষণের আশ্রয় গ্রহণ সমীচীন কিনা বিচার কর। অথবা বিভীষণের চরিত্র অঙ্কন কর।)

Ans. বিভীষণ রাবণের শুধু কনিষ্ঠ সহোদর নহে, তাহার মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন। রাজাকে সৎ মন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই মন্ত্রীর আবশ্যক। সেদিক হইতে বিচার করিলে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার উপদেশ দান বিভীষণের বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। কেননা, তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে রামচন্দ্রের শক্তি রাবণের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত বিভীষণ ছিলেন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ। সেজন্য পরস্ত্রীহরণ তিনি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন না। সেদিক দিয়াও তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্যই প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু তাঁহার এই সৎপরামর্শ রাক্ষসরাজ মহাবলী রাবণের নিকট অত্যন্ত অপমানজনক বোধ হইল। তিনি বিভীষণকে গৃহশত্রু, জ্ঞাতিদ্বেষী, ভীরু, কাপুরুষ প্রভৃতি অসহ্য [illegible] কটুবাক্যদ্বারা তিরস্কার করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, সভামধ্যে তাঁহাকে [illegible] করিলেন।

সর্বসমক্ষে পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণের ক্রোধ ও দুঃখ যে মাত্রাধিক হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তথাপি তিনি সংযত হইয়া ঘোষণা করিলেন [illegible] সদুপদেশই দান করিয়াছেন, তাহা যখন রাবণ শুনিলেন না তখন [illegible] ফলের জন্য তিনি দায়ী নন। কিন্তু অতঃপর রামচন্দ্রের নিকট—বিভীষণের [illegible] শত্রুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ, যুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করা বা [illegible] কৃত্য করা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। ইতিহাস তাহা সমর্থন করেও নাই। সেইজন্যই বিভীষণ নামেরই অর্থ হইয়া গিয়াছে 'গৃহশত্রু'। রাবণ যে বিভীষণকে বলিয়াছিলেন 'তোমার ন্যায় জ্ঞাতি যেন পৃথিবীতে কাহারও না জন্মগ্রহণ করে'—তাহা আজ প্রত্যেকটি দেশের তথা সমগ্র মানব [illegible] বাণীতে পরিণত হইয়াছে। রাম-রাবণ, অযোধ্যা-লঙ্কা সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে কিন্তু 'জাতিশত্রু বিভীষণ' নাম কোনও দিন মুছিবে না।

Q. 5 Give alternative forms of (বিকল্প পদ লিখ) : (১) তরিষ্যতি (২) সনংস্যতে (৩) ভুবি।

Ans. (১) তরীষ্যতি (২) সন্দিষ্যতে, সনংস্যতে (৩) ভুবাম্ ?

Q 6 Distinguish between (পার্থক্য নির্ণয় কর) : (১) নিবৃত্ত ও নির্বৃত (২) উত্তিষ্ঠতি ও উত্তিষ্ঠতে।

Ans. (১) নিবৃত্ত=বিরত, নির্বৃত=সম্পাদিত (২) পৃঃ ৮৪ অনু. ১ দেখ।

Q 7 Justify (কারণ দেখাও) ষষ্ঠী in তস্য পার্ষ্ণিং দদৌ।

Ans. See page ৮১ (তস্য পদের টীকা)

Q 8. Express in a singleword (এক কথায় প্রকাশ কর) : বৈরং করোতি।

Ans. বৈরায়তে।

* ভ্রমসংশোধন † ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে বিভীষণের মাতা কৈকসী হইবে। ভুলবশতঃ কৈকেয়ী ছাপা হইয়াছে